ও৩ম্

অথ ঋগ্বেদাদিভাষ্যভূমিকা

ও৩ম্, সহ নাববতু সহ নৌ ভুনক্তু । সহ বীর্য্যং করবাবহৈ ।
তেজস্বিনাবধীতমস্তু । মা বিদ্বিষাবহৈ । ও৩ম্ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ । ।১ । ।

তৈত্তিরীয় আরণ্যকে । নবমপাঠকে । প্রথমানুবাকে ।

ব্রহ্মানন্তমনাদি বিশ্বকৃদজং সত্যং পরং শাশ্বতং,
বিদ্যা য়স্য সনাতনী নিগমাভৃদ্বৈধর্ম্যবিধ্বংসিনী ।
বেদাখ্যা বিমলা হিতাহি জগতে নৃভ্যঃ সুভাগ্যপ্রদা,
তন্নত্বা নিগমার্থভাষ্যমতিনা ভাষ্যং তু তন্তন্যতে । ।১ । ।
কালরামাঙ্কচন্দ্রেঽব্দে ভাদ্রমাসে সিতে দলে ।
প্রতিপদ্যাদিত্যবারে ভাষ্যারম্ভঃ কৃতো ময়া । ।২ । ।
দয়ায়া আনন্দো বিলসতি পরঃ স্বাত্মবিদিতঃ,
সরস্বত্যস্যাগ্রে নিবসতি হিতা হীশশরণা ।
ইয়ং খ্যাতির্য়্যস্য প্রততসুগুণা বেদমননাঽ,
স্ত্যনেনেদং ভাষ্যং রচিতমিতি বোদ্ধব্যমনঘাঃ । ।৩ । ।
মনুষ্যেভ্যো হিতায়ৈব সত্যার্থং সত্যমানতঃ ।
ঈশ্বরানুগ্রহেণেদং বেদভাষ্যং বিধীয়তে । ।৪ । ।
সংস্কৃতপ্রাকৃতাভ্যাং য়দ্ভাষাভ্যামন্বিতং শুভম্ ।
মন্ত্রার্থ বর্ণনং চাত্র ক্রিয়তে কামধুঙ্ময়া । ।৫ । ।
আর্য্যাণাং মুন্যৃষীণাং য়া ব্যাখ্যারীতিঃ সনাতনী ।
তাং সমাশ্রিত্য মন্ত্রার্থা বিধাস্যন্তে তু নান্যথা । ।৬ । ।
য়েনাধুনিকভাষ্যৈর্য়ে টিকাভির্বেদদূষকাঃ ।
দোষাঃ সর্বে বিনশ্যেয়ূরন্যথার্থ বিবর্ণনাঃ । ।৭ । ।
সত্যার্থশ্চ প্রকাশ্যেত বেদানাং য়ঃ সনাতনঃ ।
ঈশ্বরস্য সহায়েন প্রয়ত্নোঽয়ং সুসিধ্যতাম্ । ।৮ । ।

।।ভাষার্থ।।

(সহনাব০) হে স র্বশক্তিমন্ পরমেশ্বর ! আপনার কৃপা, রক্ষা ও সহায়তায় আমরা পরস্পর একে অপরকে রক্ষা করিতে সমর্থ হই। (সহ নৌ ভু০) আপনার অনুগ্রহে আমরা সকলে পরম প্রীতির সহিত সম্মিলিত হইয়া, স র্বোত্তম ঐশ্বর্য্য অর্থাৎ চক্রবর্ত্তী রাজ্যাদি ভোগ রূপ আনন্দ, সদা উপভোগ করিতে যেন সমর্থ হই। (সহ বী০) হে কৃপানিধে ! আপনার সহায়তায় আমরা সকলে যেন একে অপরের সামর্থ্য কে পুরুষার্থ দ্বারা বৃদ্ধি করিতে থাকি। (তেজস্বী০) হে প্রকাশময় স র্ববিদ্যা প্রদাতা পরমেশ্বর ! আপনার সামর্থ্যবলে আমাদিগের পঠন পাঠন সমগ্র সংসারে প্রকাশিত হউক। এবং স র্বদাই যেন আমরা (সত্য) বিদ্যার বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হই। (মা বিদ্বিষা০) হে প্রীতি উৎপাদক পরমেশ্বর ! আপনি আমাদিগের প্রতি এরূপ কৃপা প্রদর্শন করুন, যাহাতে আমরা পরস্পর বিরোধভাব পরিত্যাগ করিয়া মিত্ররূপে সদা অবস্থান করিতে সমর্থ হই। (ওঁ শান্তিঃ) হে ভগবন্ ! আপনার করুণাবলে আমরা ত্রিতাপ অর্থাৎ (আধ্যাত্মিক) যাহা জ্বরাদি রোগ দ্বারা শরীরে কষ্ট অনুভূত হয়, (আধিভৌতিক) যাহা অপর প্রাণিগণ হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়, এবং (আধিদৈবিক) যাহা মন, ইন্দ্রিয় বিকার, অশুদ্ধি ও চঞ্চলতা জন্য কষ্টানুভব হয়, আপনি আমাদিগের এই তিন প্রকার ক্লেশ বা তাপ শান্ত করুন, অর্থাৎ ইহা হইতে আমাদিগকে ত্রাণ করুন, যদ্দ্বারা আমরা পরম সুখে এই বেদ ভাষ্য যথাবৎ রচনা করিয়া, সমস্ত মনুষ্যের উপকার করিতে সমর্থ হই, ইহাই আমরা আপনার নিকট প্রার্থনা করিতেছি, অতএব আপনি কৃপাপূ র্বক সর্বদা আমাদিগের সহায়তা করুন।

(ব্রহ্মানন্ত০) আমি (সেই) অনন্ত বিশেষণযুক্ত পরমেশ্বর, যাঁহার বেদ বিদ্যা সনাতন (স্বরূপ), তাঁহাকেই অত্যন্ত প্রেম ও ভক্তি সহকারে নমস্কার করিয়া বেদভাষ্য প্রণয়ণ করিতে আরম্ভ করিতেছি।।১।। (কালরা০) সম্বৎ ১৯৩৩ বিক্রমাব্দের ভাদ্র মাসীয় শুক্ল প্রতিপদ (তিথিতে) রবিবাসরে আমি এই বেদ ভাষ্য প্রণয়ণ করিতে আরম্ভ করিয়াছি।।২।। (দয়ায়া০) সকল সজ্জন লোক বিদিত হউন, যে যাহার নাম স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী তিনিই এই বেদভাষ্য রচনা করিয়াছেন।।৩।। (মনুষ্যে০) আমি ঈশ্বরকৃপারূপ সহায় অবলম্বন করিয়া, মনুষ্যমাত্রেরই হিতার্থে এই বেদভাষ্যের বিধান করিতেছি।।৪।। (সংস্কৃত প্রা০) এই ভাষ্য সংস্কৃত এবং প্রাকৃত (হিন্দী) এই দুই ভাষায় লিখিত হইতেছে, এবং এই দুই ভাষাতেই আমি বেদ মন্ত্রের অর্থ বর্ণনা করিতেছি।।৫।। (আর্য্যাণা০) এই বেদভাষ্যে কোনরূপ অপ্রমাণ বিষয় লিখিত হইবে না, পরন্তু ব্রহ্মা হইতে ব্যাসদেব পর্য্যন্ত যত ঋষি মুনি (বা আপ্তগণ) জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের ব্যাখ্যর রীত্যনুসারে এই ভাষ্য প্রণীত হইবে।।৬।। (য়েনাধু০) এই ভাষ্য এরূপে লিখিত হইবে, যে নবীন বেদভাষ্য ও টীকায় যে সকল বেদার্থ বিরুদ্ধ ভ্রম ও দোষ আরোপিত আছে, তাহা সমস্তই ইহার বলে নিবৃত্ত হইবে।।৭।। (সত্যার্থশ্চ০) এই ভাষ্য দ্বারা বেদের প্রকৃত অর্থ সংসারে প্রসিদ্ধ হউক, এবং বেদের প্রকৃত অর্থ যাহাতে লোকমাত্রেই অবগত হন, তজ্জন্যই আমি এই

বেদভাষ্য প্রণয়নরূপ প্রযত্ন করিতেছি। স র্বশক্তিমান পরমেশ্বরের সহায় ও কৃপাবলে যাহাতে উত্তমরূপে এই কার্য্যে সিদ্ধি লাভ করিতে সমর্থ হই, ইহাই আমার পরমাত্মার নিকট (সবিনয়) প্রার্থনা।

বিশ্বানি দেব সবিতর্দুরিতানি পরাসুব। যদ্ভদ্রং তন্ন আ সুব।।১।।

যজুর্বেদে। অধ্যায়ে ৩০ মন্ত্রঃ ৩।।

ভাষ্যম্ – হে সচ্চিদানন্দানন্তস্বরূপ! হে পরমকারুণিক! হে অনন্তবিদ্য! হে বিদ্যাবিজ্ঞানপ্রদ! (দেব)! হে সূর্য়াদি স র্বজগদ্বিদ্যাপ্রকাশক! হে স র্বানন্দপ্রদ! (সবিতঃ) হে সকল জগদুৎপাদক! (নঃ) অস্মাকম্ (বিশ্বানি) সর্বাণি (দুরিতানি) দুঃখানি স র্বান্দুষ্টগুণাংশ্চ (পরাসুব) দূরে গময়, (য়দ্ভদ্রং) য়ৎ কল্যাণং সর্বদুঃখরহিতং সত্যবিদ্যা প্রাপ্ত্যাऽভ্যুদয় নিঃশ্রেয়স সুখকরং ভদ্রমস্তি (তন্নঃ) অস্মভ্যং (আসুব) আ সমন্তাদুৎপাদয় কৃপয়া প্রাপয়। অস্মিন্ বেদভাষ্যকরণানুষ্ঠানে য়ে দুষ্টা বিঘ্নাস্তানপ্রাপ্তেঃ পূ র্বমেব পরাসুব দুরং গময়, য়চ্চ শরীরবুদ্ধিসহায়কৌশলসত্যবিদ্যাপ্রকাশাদি ভদ্রমস্তি তৎ স্বকৃপাকটাক্ষেণ হে পরব্রহ্মণ্! নোऽস্মভ্যং প্রাপয়, ভবৎকৃপাকটাক্ষসুসহায়প্রাপ্ত্যা সত্যবিদ্যোজ্জ্বলং প্রত্যক্ষাদিপ্রমামসিদ্ধং ভবদ্রচিতানাং বেদানাং য়থার্থং ভাষ্যং বয়ং বিদধীমহি। তদিদং স র্ব মনুষ্যোপকারায় ভবৎকৃপয়া ভবেৎ। অস্মিন্ বেদভাষ্যে স র্বেষাং মনুষ্যাণাং পরমশ্রদ্ধয়াऽত্যন্তা প্রীতির্য়থা স্যাৎ তথৈব ভবতা কার্য়্যমিত্যোৎম্।।[১]।।

।।ভাষার্থ।।

হে সত্যস্বরূপ! হে বিজ্ঞানময়! হে সদানন্দস্বরূপ! হে অনন্ত সামর্থযুক্ত! হে পরম কৃপালু! হে অনন্ত বিদ্যাময়! হে বিজ্ঞান বিদ্যাপ্রদ! (দেব) হে পরমেশ্বর! আপনি সূর্য়াদি সমস্ত জগত ও বিদ্যার প্রকাশক এবং স র্বানন্দ দাতা, (সবিতঃ) স র্বজগদুৎপাদক স র্বশক্তিমন্! আপনি সমগ্র জগতের উৎপাদক (নঃ) আপনি কৃপাপূ র্বক আমাদিগের (বিশ্বানি) যে সমস্ত (দুরিতানি) দুঃখ ও দুষ্টগুণ আছে তৎ সমুদায়কে (পরাসুব) দূর করিয়া দিন, অর্থাৎ আমাদিগকে মন্দ গুণ হইতে ও মন্দ গুণ সকলকে আমাদিগের নিকট হইতে পৃথক করুন, (য়দ্ভদ্রং) যাহা কিছু সমস্ত দুঃখ বা ক্লেশ হইতে রহিত এরূপ কল্যাণ অর্থাৎ যাহা সকল প্রকার সুখযুক্ত ভোগস্বরূপ তাহা আমাদিগকে সকল সময়ে প্রদান করুন, (এই সুখ দুই প্রকার, প্রথমতঃ সত্যবিদ্যালাভ করিয়া ইহলোকে অভ্যুদয় যথা চক্রবর্তী রাজ্য, ইষ্ট-মিত্র-ধন, পুত্র, স্ত্রী ও শরীর দ্বারা যে সমস্ত অত্যন্ত উত্তম পার্থিব সুখ প্রাপ্ত হওয়া যায়, এবং দ্বিতীয়তঃ নিঃশ্রেয়স সুখ যাহাকে মোক্ষ বা মুক্তি বলা যায়)। যদ্দ্বারা এই উভয় প্রকার সুখ বা আনন্দ প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহাকেই ভদ্র বলে। (তন্ন আ সুব০) উপরোক্ত দুই প্রকার সুখ (হে পরমেশ্বর!) আপনি আমাদিগকে সর্ব্বপ্রকারে প্রাপ্ত করান। আপনার কৃপারূপ সহায়বলে আমাদিগের যেন সমস্ত বিঘ্ন দূরে অবস্থান করে অর্থাৎ আমাদিগের নিকট হইতে দূরে প্রস্থান করে, কারণ তাহা হইলেই আমি বেদভাষ্য প্রণয়নরূপ অনুষ্ঠান পরম সুখে পূর্ণ করিতে সমর্থ হইব। এই (শুভ) অনুষ্ঠানে ঈশ্বরের কৃপায় যেন আমার শরীরে আরোগ্য,

বুদ্ধি, সজ্জনের সহায়, চতুরতা ও সত্য বিদ্যার প্রকাশ সদা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে থাকে। অতএব এরূপ ভদ্রস্বরূপ সুখকে আপনি নিজ সামর্থ্য বলে আমাকে প্রদান করুন, যদ্দ্বারা আমরা সত্য বিদ্যাযুক্ত আপনার কৃত বেদশাস্ত্রের সত্যার্থরূপ ভাষ্যকে সুখের সহিত বিধান করিতে সমর্থ হই ! এবং যেন আপনার কৃপায় উক্ত ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়া মানবের সদা উপকারোপযোগী হয়, এবং অন্তর্যামীরূপ আপনার প্রেরণায় যেন মনুষ্যমাত্রেরই এই ভাষ্যের প্রতি শ্রদ্ধার সহিত উৎসাহ বৃদ্ধি হয়, তাহা হইলেই বেদ ভাষ্য প্রণয়ন জন্য আমরা যে প্রযত্ন করিতেছি তাহা যথাবৎ সিদ্ধি প্রাপ্ত হইবে। এইরূপে (হে পরমেশ্বর !) আপনি আমার এবং সমগ্র জগতের প্রতি কৃপাদৃষ্টি করিতে থাকুন, যদ্দ্বারা আমরা এই মহান্ সত্যস্বরূপ কার্য্যকে সহজে সমাধান করিতে সমর্থ হই। ।১। ।

য়ো ভুতং চ ভব্যং চ স র্বং যশ্চাধিতিষ্ঠতি।
স্ব ১ র্য়স্য চ কেবলং তস্মৈ জ্যেষ্ঠায় ব্রহ্মণে নমঃ। ।১। ।
য়স্য ভূমিঃ প্রমান্তরিক্ষমুতোদরম্।
দিবং য়শ্চক্রে মূর্দ্ধানং তস্মৈ জ্যেষ্ঠ্যায় ব্রহ্মণে নমঃ। ।২। ।
য়স্য সূর্য্যশ্চক্ষুশ্চন্দ্রমাশ্চ পুনর্ণবঃ।
অগ্নিং য়শ্চক্র আস্যং ১ তস্মৈ জ্যেষ্ঠায় ব্রহ্মণে নমঃ। ।৩। ।
য়স্য বাতঃ প্রাণাপানৌ চক্ষুরংগিরসোऽভবন্। ।
দিশো য়শ্চক্রে প্রজ্ঞানীস্তস্মৈ জ্যেষ্ঠায় ব্রহ্মণে নমঃ। ।৪। ।
অথর্ববেদ সংহিতায়াম্। কাণ্ডে ১০। প্রপাঠকে ২৩। অনুবাকে ৪। । ম০১।

[তথা সুক্তে ৭মন্ত্র] ৩২।৩৩।৩৪। ।

ভাষ্যম্ঃ (য়ো ভূতং চ০) য়ো ভূতভবিষ্যদ্বর্ত্তমানান্ কালান্ (স র্বং য়শ্চাধি০) স র্বং জগচ্চাধিতিষ্ঠতি, স র্বাধিষ্ঠাতা সন্ কালাদূ র্বং বিরাজমানোऽস্তি। (স্বর্য়০) য়স্য চ কেবলং নির্বিকারং স্বঃ সুখস্বরূপমস্তি, য়স্মিন্ দুঃখং লেশমাত্রমপি নাস্তি, য়দানন্দঘনং ব্রহ্মাস্তি, (তস্মৈ জ্যৈ০) তস্মৈ জ্যেষ্ঠায় স র্বাৎকৃষ্টায় ব্রহ্মণে মহতেऽত্যন্তং নমোऽস্তু নঃ। ।১। ।

(য়স্য ভূ০) য়স্য ভূমিঃ (প্রমা) য়থার্থ বিজ্ঞানসাধনং পাদাবিবাস্তি, (অন্তরিক্ষমু০) অন্তরিক্ষং য়স্যোদরতুল্যমস্তি, য়শ্চ সর্বস্মাদূর্ধ্বং সূর্য্যরশ্মিপ্রকাশময়মাকাশং দিবং মূর্দ্ধানং শিরোবচ্চক্রে কৃতবানস্তি, তস্মৈ০। ।২। ।

(য়স্য সূ০) য়স্য সূর্য্যশ্চন্দ্রমাশ্চ পুনঃ পুনঃ সর্গাদৌ নবীনে চক্ষুষী ইব ভবতঃ, য়োऽগ্নিমাস্যং মুখবচ্চক্রে কৃতবানস্তি, তস্মৈ০। ।৩। ।

(য়স্য বাতঃ) বাতঃ সমষ্টি র্বায়ুর্য়স্য প্রাণাপানাবিবাস্তি, (অংগিরসঃ) অংগিরা অংগারা অঙ্কনা অংচনা ইতি নিরুক্তে অঃ৩। খং০ ১৭। প্রকাশিকাঃ কিরণাশ্চক্ষুষী

ইব ভবতঃ, য়ো দিশঃ প্রজ্ঞানীঃ প্রজ্ঞাপিনীর্ব্যবহারসাধিকাশ্চক্রে, তস্মৈ হ্যনন্তবিদ্যায় ব্রহ্মণে মহতে সততং নমোঽস্তু। ।৪। ।

। । ভাষার্থ। ।

(য়ো ভূতং চ) যে পরমেশ্বর ভূতং অর্থাৎ অতীতকাল যাহা ব্যতীত হইয়া গিয়াছে, (চ) শব্দে যাহা বর্ত্তমান কাল বিদ্যমান রহিয়াছে, এবং (ভব্যং চ) এবং যাহা ভবিষ্যতে হইবে অর্থাৎ যে কাল বা সময় পরে আসিবে, এই তিন কালের সমস্ত পদার্থ বা ঘটনার ব্যবহার যিনি যথাবৎ জ্ঞাত আছেন। (স র্বং য়শ্চাধিতিষ্ঠতি) যিনি সমস্ত জগতের বিষয় বিজ্ঞান বলে জ্ঞাত আছেন, যিনি এই জগতের সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়কর্ত্তা এবং যিনি সংসারের সমগ্র পদার্থের অধিষ্ঠাতা ও স্বামী স্বরূপ, (স্ব১ র্য়স্য চ কেবলম্) যিনি স্বয়ং সুখ বা আনন্দ স্বরূপ, যিনি মুক্তি ও ব্যবহারিক অর্থাৎ পারমার্থিক ও সাংসারিক উভয় প্রকারের সুখ প্রদাতা, (তস্মৈ জ্যৈষ্ঠায় ব্রহ্মণে নমঃ) সেই স র্ব জ্যৈষ্ঠ ও স র্ব সামর্থ্য যুক্ত ব্রহ্ম যাহাকে পরমাত্মা বলা যায়, তাহাকে অত্যন্ত সপ্রেম হৃদয়ে আমরা নমস্কার করি। এই পরমাত্মা স র্ব সময়ে বিরাজমান আছেন, (যিনি কালাতীত) যাঁহার লেশমাত্রও দুঃখাদি হয় না। এইরূপ আনন্দ ঘন পরমেশ্বর আমার নমস্কার প্রাপ্ত হউন। ।১। । (য়স্য ভূমিঃ প্রমাঃ) যে পরমেশ্বরের অস্তিত্ব এবং জ্ঞান সাধনের জন্য ভূমি অর্থাৎ পৃথিবী আদি পদার্থ বর্তমান রহিয়াছে, যাহা প্রমাণ অর্থাৎ যথার্থ জ্ঞান সিদ্ধির দৃষ্টান্ত স্বরূপ, যিনি আপন সৃষ্টি মধ্যে পৃথিবীকে পাদস্থানীয়রূপে (অন্তরীক্ষ মুতোদরম্) অন্তরীক্ষে অর্থাৎ পৃথিবী ও সূর্য্যাদির মধ্যস্থলে, যে আকাশ বা অবকাশ বিদ্যমান আছে, তাহাকে উদর স্থান রূপে (দিবং য়শ্চক্রে মূর্দ্ধানং) ও দিব অর্থাৎ প্রকাশকারী পদার্থ সকলকে মস্তকস্থানীরূপে রচনা করিয়া তদনুসারে ব্যাপক স্বরূপে সমস্ত অবয়বে পূর্ণভাবে বিরাজমান থাকিয়া ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। (তস্মৈ) এরূপ পরমেশ্বরকে আমার অতি নমস্কার হউক। ।২। । (য়স্য সূর্য্যশ্চক্ষুশ্চন্দ্রঃ) যিনি সূর্য্য ও চন্দ্রমাকে নিজ নেত্রস্থান রূপে রচনা করিয়াছেন, অর্থাৎ নেত্র দ্বারা যেমন সমস্ত পদার্থ দৃষ্টিগোচর হয়, তদ্রূপ সূর্য্য ও চন্দ্রমার জ্যোতি দ্বারা সকল পদার্থের দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে, এবং যিনি কল্পে কল্পে সূর্য্য চন্দ্রমাদিকে বারংবার নূতন নূতন করিয়া রচনা করেন, এবং যিনি মুখস্থানী অগ্নিকেও উৎপন্ন করিয়াছেন সেই ব্রহ্মকে আমরা সকলেই নমস্কার করি। ।৩। ।

(য়স্য বাতঃ প্রাণাপানৌ) যিনি ব্রহ্মাণ্ডে বায়ুকে, প্রাণ ও অপান রূপে সৃজন করিয়াছেন, (চক্ষুরঙ্গিরাসোঽভবন্) এবং প্রকাশকারী কিরণকে চক্ষুর ন্যায় সৃজন করিয়াছেন, কারণ তদ্দ্বারাই রূপ গৃহীত হইয়া থাকে, (দিশো য়শ্চক্রে প্রজ্ঞানীস্তব) এবং যিনি দিক্ সকলকে সমস্ত ব্যবহার সিদ্ধির উপযোগী করিয়াছেন, সেই অনন্তবিদ্যা যুক্ত পরমাত্মাই মনুষ্যের একমাত্র ইষ্টদেবতা। তাহাকেই নিরন্তরঃ আমরা নমস্কার করি। ।৪। ।

য় আত্মদা বলদা য়স্য বিশ্ব উপাসতে প্রশিষং য়স্য দেবাঃ।
য়স্য চ্ছায়াঽমৃতং য়স্য মৃত্যুঃ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম। ।৫। ।

যজুঃ অ০ ২৫ মং০ ১৩। ।

দ্যৌঃ শান্তিরন্তরিক্ষꣳ শান্তিরঃ পৃথিবী শান্তিরাপঃ শান্তিরোষধয়ঃ শান্তিঃ। বনস্পতয়ঃ শান্তির্বিশ্বে দেবাঃ শান্তির্ব্রহ্ম শান্তিঃ সর্বꣳশান্তিঃ শান্তিরেব শান্তিঃ সা মা শান্তিরেধি।।৬।।
য়তো-য়তঃ সমীহসে ততো নো অভয়ং কুরু।
শন্ন কুরু প্রজাভ্যোঽভয়ং নঃ পশুভ্যঃ।।৭।।

যজুঃ অ০৩৬/মং১৭,২২।।

য়স্মিন্নৃচঃ সাম য়জূꣳষি য়স্মিন্ প্রতিষ্ঠাতা রথনাভাবিবারাঃ।
য়স্মিংশ্চিত্তং সর্বমোতং প্রজানাং তন্মে মনঃ শিবসংকল্পমস্তু।।৮।।

যজুঃ অ০৩৪/মং৫।।

ভাষ্যম্ ঃ (য় আত্মদাঃ) য় আত্মদা বিদ্যাবিজ্ঞানপ্রদঃ, (বলদাঃ) য়ঃ শরীরেন্দ্রিয়প্রাণাত্মমনসাং পুষ্টুৎসাহপরাক্রমদৃঢত্বপ্রদঃ (য়স্য) য়ং বিশ্বেদেবাঃ সর্বে বিদ্বাংস উপাসতে য়স্যানুশাসনং চ মন্যন্তে, (য়স্যচ্ছায়া০) য়স্যাশ্রয় এব মোক্ষোঽস্তি, 'য়স্যচ্ছায়াঽকৃপাঽনাশ্রয়ো মৃত্যুর্জন্মমরণকারকোঽস্তি, (কস্মৈ০) তস্মৈ কস্মৈ প্রজাপতয়ে প্রজাপতির্বৈ কস্তস্মৈ হবিষা বিধেমেতি। শতপথব্রাহ্মণে। কাণ্ডে ৭ অ০ ৩। সুখস্বরূপায় ব্রহ্মণে দেবায় প্রেমভক্তিরূপেণ হবিষা বয়ং বিধেম, সততং তস্যৈবোপাসনং কূর্বীমহি।।৫।।

(দ্যৌঃ শান্তিঃ০) হে সর্বশক্তিমন্ পরমেশ্বর ! ত্বদ্ভক্ত্যা ত্বৎকৃপয়া চ দ্যৌরন্তরিক্ষং পৃথিবী জলমোষধয়ো বনস্পতয়ো বিশ্বেদেবাঃ সর্বে বিদ্বাংসো ব্রহ্ম বেদঃ সর্বং জগচ্চাস্মদর্থং শান্তং নিরুপদ্রবং সুখকারকং সর্বদাঽস্তু। অনুকূলং ভবতু নঃ। য়েন বয়ং বেদভাষ্যং সুখেন বিদধীমহি। হে ভগবন্নেতয়া সর্বশান্ত্যা বিদ্যাবুদ্ধিবিজ্ঞানারোগ্যসর্বোত্তমসহায়ৈর্ভবান্ মাং সর্বথা বর্ধয়তু তথা সর্বং জগচ্চ।।৬।।

(য়তো য়০) হে পরমেশ্বর ! যতো য়তো দেশাত্ত্বং সমীহসে , জগদ্রচনপালনার্থাং চেষ্টাং করোষি, ততস্ততো দেশান্নোঽস্মানভয়ং কুরু, য়তঃ সর্বথা সর্বেভ্যো দেশেভ্যো ভযবহিতা ভবৎকৃপয়া বয়ং ভবেম (শন্নঃ কু০) তথা তত্রস্থাভ্যঃ প্রজাভ্যঃ পশুভ্যশ্চ নোঽস্মান্ অভয়ং কুরু এবং সর্বেভ্যো দেশেভ্যস্তত্রস্থাভ্যঃ প্রজাভ্যঃ নস্তভ্যশ্চ নোঽস্মান্ শং কুরু, ধর্মার্থকাম- মোক্ষাদিসুখযুক্তান্ স্বানুগ্রহেণ সদ্যঃ সম্পাদয়।।৭।।

(য়স্মিন্নৃ০) হে ভগবন্ কৃপানিধে ! য়স্মিন্মনসি ঋচঃ সামানি য়জুংষি চ প্রতিষ্ঠিতানি ভবন্তি, য়স্মিন্ য়থার্থমোক্ষবিদ্যা চ প্রতিষ্ঠিতা ভবতি, (য়স্মিংশ্চি০) য়স্মিংশ্চ প্রজানাং চিত্তং স্মরণাত্মকং সর্বমোতমস্তি সূত্রে মণিগণবৎপ্রোতমস্তি। কস্যাং ক ইব! কছনাভৌ অকা ইব । তন্মে মম মনো ভবৎকৃপয়া শিবসংকল্পং কল্যাণংপ্রিয়ং সত্যার্থপ্রকাশং

চাস্তু, য়েন বেদানাং সত্যার্থঃ প্রকাশ্যেত। হে সর্ববিদ্যাময় সর্বার্থবিন্! মদুপরি কৃপাং বিধেহি, য়থা নির্বিঘ্নেন বেদার্থভাষ্যং সত্যার্থং পূর্ণং বয়ং কুর্বীমহি, ভবদ্যশো বেদানাং সত্যার্থং বিস্তারয়েমহি। য়ং দৃষ্ট্বা বয়ং সর্বে সর্বোৎকৃষ্টগুণা ভবেম। ঈদৃশীং করুণামস্মাকমুপরি করোতু ভবান্। এতদর্থং প্রাথ্যতে। অনয়া প্রার্থনয়া ঽস্মান্ শীঘ্রমেবানুগৃহ্ণাতু। য়ত ইদং সর্বোপকারকং কার্য়ং সিদ্ধংভবেৎ।।৮।।

।।ভাষার্থ।।

(য় আত্মদা০) যে জগদীশ্বর কৃপা করিয়াই 'জীবকে' তাঁহার আত্মবিজ্ঞান তত্ত্ব জ্ঞাত করান। যিনি সমস্ত বিদ্যা ও সত্য সুখের প্রদাতা, সমস্ত বিদ্বজ্জনই যাহার উপাসনা করিয়া আসিতেছেন, যাঁহার বেদোক্ত শিক্ষারূপ অনুশাসনকে শিষ্টগণ অত্যন্ত মান্যের সহিত স্বীকার বা গ্রহণ করেন, যাঁহার আশ্রয়ই মুক্তির কারণ, এবং যাঁহার অকৃপাই জন্ম মরণাদিরূপ দুঃখের হেতুস্বরূপ, অর্থাৎ যে জন পরমেশ্বর এবং তাহার (সাক্ষাৎ) সত্য বিদ্যা, সত্যধর্ম ও সত্য মোক্ষরূপ উপদেশকে অগ্রাহ্য বা অবমাননা করিয়া বেদ বিরুদ্ধ কপোলকল্পিত ও দুষ্ট ইচ্ছাযুক্ত মন্দকর্ম্মে প্রবৃত্ত হন, পরমেশ্বর তাহার প্রতি অকৃপা দৃষ্টি করিয়া থাকেন, এবং তাঁহার অকৃপাই সকল দুঃখের কারণ স্বরূপ। এইরূপে, পরমাত্মার আজ্ঞা পালন করাই সুখভোগের মূল কারণ স্বরূপ হইয়া থাকে, (কর্ম্মৈ০) যে পরমেশ্বর সুখস্বরূপ এবং সকল প্রজাগণের পতি বা কর্ত্তা, তাহার প্রীত্যর্থে এবং যাহাতে আমাদিগের কদাপি দুঃখ প্রাপ্তি না হয়, তজ্জন্য আমরা সত্য ও প্রেমভক্তি সহকারে নিত্য ভজনা করিব।।৫।। (দ্যোঃশান্তিঃ) হে স র্বশক্তিমন্ ভগবন্। আপনার প্রতি ভক্তি ও আপনার কৃপাবলে 'দ্যৌঃ' অর্থাৎ সূর্যাদি লোকের প্রকাশ ও বিজ্ঞান সদা আমার সুখদায়ক হউক, এইরূপে আকাশ, পৃথিবী, জল, ঔষধি, বনস্পতি, বটাদি বৃক্ষ এবং সংসারে সমস্ত বিদ্বান পুরুষ তথা ব্রহ্ম অর্থাৎ বেদাদি সমস্ত পদার্থ এবং সূর্যাদি এতদ্ ভিন্ন অন্য যে সকল জগৎ আছে, তৎসমুদায়ই স র্বদাই আমাদের সুখদাতা হউক, এবং সমস্ত পদার্থই যেন স র্বদা আমাদিকের অনুকূলে বর্তমান থাকে। যদ্দ্বারা এই বেদভাষ্যরূপ কার্য্য আমরা সুখের সহিত সম্পন্ন করিতে সমর্থ হই। হে পরমাত্মন্! এই সমস্ত শান্তি দ্বারা কৃপাপূ র্বক আমায় বিদ্যা, বুদ্ধি, বিজ্ঞান, আরোগ্য ও স র্বোত্তম সহায় প্রদান করুন, এবং আমাদিগকেও সমগ্র জগৎকে উত্তম গুণ কর্ম্ম ও সুখ প্রদান পূ র্বক বৃদ্ধি করুন।।৬।। (য়তো য়০) হে পরমেশ্বর! আপনি জগতে যাহা কিছু রচনা ও পালনার্থ চেষ্টা করিয়া থাকেন, তৎ তৎ স্থানে আমাকে ভয় রহিত করুন, অর্থাৎ আমার যেন কোন স্থানেই কিঞ্চিৎমাত্র ভয় প্রাপ্তি না হয়। (শন্নঃ কুরু) এইরূপে সমস্ত দিশায় আপনার যে সমস্ত প্রজা ও পশু বিদ্যমান আছে তাহাদিগের সম্বন্ধেও আমাকে ভয় রহিত করুন, এবং আমি যেন তাহাদিগের সুখের কারণ হইতে পারি, ও প্রজাগণের মধ্যে যে সকল মনুষ্য পশু আদি আছে আমি যেন তাহাদিগের ভয়ের কারণ না হই। আপনার অনুগ্রহে আমরা সকলে শীঘ্র যেন ধর্ম্ম-

অর্থ-কাম ও মোক্ষ রূপ চতু র্বর্গ ফল প্রাপ্ত হইতে সমর্থ হই, যদ্দ্বারা মনুষ্য জন্মের যে ধর্ম্মাদিরূপ ফল তাহা আমাদিগের সুখে সিদ্ধ হউক অর্থাৎ আমরা যেন পরম সুখ প্রাপ্ত হইতে সমর্থ হই ।।৭।।

(য়স্মিন্নৃচঃ) হে ভগবন্ কৃপানিধে। (ঋচঃ) ঋগ্বেদ, (সাম) সামবেদ, (যজুংসি) যজুর্বেদ এবং অথ র্ববেদ যাহাতে আপনাতেই স্থিত আছে এবং যাহাতে মোক্ষবিদ্যা অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যা ও সত্যাসত্য প্রকাশিত হয়, যাহাতে (য়শ্মিঁশ্চি০) অর্থাৎ আপনাতেই প্রজাগণের চিত্ত বা স্মরণবৃত্তি গাথা রহিয়াছে অর্থাৎ যেরূপ মালায় মণিসব সূত্র দ্বারা গ্রথিত থাকে, এবং যেরূপ রথেতে–অরা সকল গ্রথিত থাকে অর্থাৎ যেরূপ এক কাষ্ঠের সহিত অপর কাষ্ঠ সংলগ্ন হইয়া থাকে, তদ্রূপ আমার মন যেন আপনার কৃপা দ্বারাশুদ্ধ হইয়া কল্যাণ অর্থাৎ সুখ ও সত্যধর্ম্মের অনুষ্ঠান তথা অসত্যের পরিত্যাগ করিবার সংকল্পযুক্ত বা সংলগ্ন হউক। যদ্দ্বারা আপনার কৃত বেদ শাস্ত্রের সত্যার্থ যথাবৎ প্রকাশিত হউক। হে স র্ববিদ্যাময় স র্বার্থবিদ্ জগদীশ্বর। আমার প্রতি আপনি কৃপা করুন, যদ্দ্বারা আমরা সকল প্রকার বিঘ্ন হইতে পৃথক থাকি, এবং এই বেদভাষ্যের সত্যার্থের সম্পূর্ণ প্রণয়ন করিতে পারি, আপনার কৃত বেদশাস্ত্রের প্রকৃত অর্থের বিস্তার রূপী কীর্ত্তি বৃদ্ধি করুন, এবং যাহাতে এই ভাষ্য দর্শন করিয়া তদনুসারে সত্যানুষ্ঠান করতঃ আমরা সকলে সদা শ্রেষ্ঠ গুণযুক্ত হই, এই জন্য আমরা অত্যন্ত সপ্রেম হৃদয়ে আপনার নিকট প্রার্থনা করিতেছি, আপনি কৃপাপূ র্বক আমাদিগের প্রার্থনা শীঘ্র শ্রবণ করুন, যদ্দ্বারা এই স র্বোপকারী বেদভাষ্যের অনুষ্ঠানের-যথাবৎ সিদ্ধি প্রাপ্ত হয় ।।৮।।

।। ইতীশ্বর প্রার্থনা বিষয়ঃ ।।

অথ বেদোৎপত্তি বিষয়ঃ

তস্মাদ্যজ্ঞাৎসর্বহুত ঋচঃ সামানি জজ্ঞিরে।
ছন্দাংসি জজ্ঞিরে তস্মাদ্যজুস্তস্মাদজাযত।।১।। যজুঃ অ০৩১ মং০৭।
য়স্মাদৃচো অপাতক্ষন্ য়জুর্য়স্মাদপাকষন্।
সামানি য়স্য লোমান্যথর্বাংঙ্গিরসো মুখম্।
স্কম্ভং তং ব্রূহি কতমঃ স্বিদেব সঃ।।২।।

অথর্ব কাং০১০ প্রপা০ ২৩ অনু০৪ মং০২০।

ভাষ্যম্ ঃ- (তস্মাদ্যজ্ঞাৎসo) তস্মাত্যজ্ঞাৎ সচ্চিদানন্দাদিলক্ষণাৎ পূর্ণাৎ পুরুষাৎ স র্বহুতাৎ স র্বপূজ্যাৎ স র্বোপাস্যাৎ স র্বশক্তিমতঃ পরব্রহ্মণঃ (ঋচঃ) ঋগ্বেদঃ, (য়জুঃ) য়জু র্বেদঃ, (সামানি) সামবেদঃ, (ছন্দাংসি) অথ র্ববেদশ্চ (জজ্ঞিরে) চত্বারো বেদাস্তেনৈব প্রকাশিতা ইতি বেদ্যম্। স র্বহুতঃ ইতি বেদানামপি বিশেষণং ভবিতুমর্হতি, বেদাঃ স র্বহুতঃ, য়তঃ স র্বমনুষ্যৈর্হোতুমাদাতুং গ্রহীতুং য়োগ্যাঃ সন্ত্যতঃ। জজ্ঞিরে, অজায়ত ইতি ক্রিয়াদ্বয়ং বেদানামনেক বিদ্যাবত্ত্বদ্যোতনার্থম্। তথা তস্মাদ্ ইতি পদদ্বয়মীশ্বরাদেব বেদা জাতা ইত্যাবধারণার্থম্।। বেদানাং গায়ত্র্যাদিচ্ছন্দোন্বিতত্বাৎ পুনশ্ছন্দাংসীতি পদং চতুর্থস্যাথ র্ববেদস্যোৎপত্তিং জ্ঞাপয়তীত্যবধেয়ম্। য়জ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ। শ০ কাং০ ১ অ০ ১।। [ব্রা০ ২। ক০ ১৩] 'ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে ত্রেধা নিদধে পদম্।' যজুঃ অ০ ৫ ম০ ১৫। ইতি স র্ব জগতকর্তৃত্বং বিষ্ণৌ পরমেশ্বর এব ঘটতে, নান্যত্র। বেবেষ্টি ব্যাপ্নোতি চরাচরং জগৎ স বিষ্ণুঃ পরমেশ্বরঃ।।১।।

(য়স্মাদৃচো০) য়স্মাৎ সর্বশক্তিমতঃ ঋচঃ ঋগ্বেদঃ (অপাতক্ষন্) অপাতক্ষৎ উৎপন্নোঽস্তি, য়স্মাৎ পরব্রহ্মণঃ (য়জুঃ) য়জুর্বেদঃ (অপাকষন্) প্রাদুর্ভূতোঽস্তি। তথৈব য়স্মাৎ সামানি সামবেদঃ (আঙ্গিরসঃ) অথর্ববেদশ্চোৎপন্নৌ স্তঃ। এবমেব য়স্যেশ্বরস্যাঙ্গিরসোঽথর্ববেদোমুখং মুখবন্মুখ্যোঽস্তি। সামানি লোমানীব সন্তি, য়জুর্য়স্য হৃদয়মৃচঃ প্রাণশ্চেতি রূপকালংকারঃ। য়স্মাচ্চত্বারোবেদা উৎপন্নাঃ স কতমঃ স্বিদ্দেবোঽস্তি তং ত্বং ব্রূহীতি প্রশ্নঃ ? অস্যোত্তরম্–(স্কম্ভং তং০) তং স্কম্ভং স র্বজগদ্ধারকং পরমেশ্বরং ত্বং জানীহীতি, তস্মাৎ স্কংভাৎ স র্বাধারাৎ পরমেশ্বরাৎ পৃথক্ কশ্চিদপ্যন্যো দেবো বেদকর্ত্তা নৈবাস্তীতি মন্তব্যম্। এবং বা অরেঽস্য মহতো ভূতস্য নিঃস্বসিতমেতদ্যদৃগ্বেদো যজু র্বেদঃ সামবেদোথর্বাঙ্গিরসঃ।।২।। শ০ কাং০ ১৪ অ০ ৫। [ব্রাঃ ৪। কং১০।।]

অস্যায়মভিপ্রায়ঃ– য়াজ্ঞবল্ক্যোঽভিবদতি–হে মৈত্রেয়ি! মহত আকাশাদপি বৃহতঃ

পরমেশ্বরস্যৈব সকাশাদৃগ্বেদাদিবেদচতুষ্টয়ং (নিঃশ্বসিতং) নিঃশ্বাসবৎ সহজতয়া নিঃসৃতমস্তীতি বেদ্যম্। য়থা শরীরাচ্ছ্বাসো নিঃসৃত্য পুনস্তদেব প্রবিশতি, তথৈবেশ্বরাদ্বেদানাং প্রাদুর্ভাবতিরোভাবৌ ভবত ইতি নিশ্চয়ঃ।।৩।।

।। ভাষার্থ।।

প্রথমে ঈশ্বরকে নমস্কার ও প্রার্থনা করিয়া, তৎপশ্চাৎ বেদোৎপত্তি বিষয় অর্থাৎ কোথা হইতে বেদ উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা লিখিত হইতেছে। (তস্মাৎ য়জ্ঞাৎ) সৎ যাঁহার কদাপি নাশ হয় না চিৎ যিনি সদা জ্ঞান স্বরূপ, যাঁহার কদাপি লেশমাত্র অজ্ঞান নাই আনন্দ যিনি সদা সুখস্বরূপ এবং সকলের সুখদাতা, এবম্ভূত সচ্চিদানন্দাদি লক্ষণযুক্ত স র্বত্র পরিপূর্ণ, সকলের উপাসনার যোগ্য, ইষ্টদেব ও স র্বশক্তিমান্ পরমব্রহ্ম হইতে, (ঋচঃ) ঋগ্বেদ (য়জু) যজু র্বেদ (সামানি) সামবেদ (ছন্দাংসি) এবং অথ র্ববেদ প্রকাশিত হইয়াছে। এজন্য সকলেরই বেদশাস্ত্র গ্রহণ ও তদনুযায়ী আচরণ করা কর্ত্তব্য। বেদ অনেক বিদ্যার আধার, ইহা প্রকাশ করিবার জন্য, 'জজ্ঞিরে' এবং 'অজায়ত' এই ক্রিয়া দ্বয়ের প্রয়োগ হইয়াছে। ঈশ্বর হইতে বেদ সকল উৎপন্ন হইয়াছে, ইহা অবধারণের জন্য, 'তস্মাৎ' এই পদ দুইবার প্রযুক্ত হইয়াছে। বেদ মন্ত্র সকল গায়ত্র্যাদি ছন্দযুক্তহেতু, 'ছন্দাংসি' এই পদ দ্বারা অথ র্ববেদের উৎপত্তি প্রকাশ করিতেছে। শতপথ ব্রাহ্মণ এবং বেদ মন্ত্র প্রমাণ দ্বারা ইহা সিদ্ধ হইতেছে, যে 'যজ্ঞ' শব্দে 'বিষ্ণু', এবং বিষ্ণু শব্দে স র্বব্যাপক পরমেশ্বরেরই গ্রহণ হইয়া থাকে, কারণ জগৎ উৎপত্তি করা, এক পরমেশ্বর ভিন্ন অন্যত্র বা অপরে ঘটিত পারে না।।১।।

(যস্মাদৃচো অপা০) যে স র্বশক্তিমান পরমেশ্বর হইতে, (ঋচঃ) ঋগ্বেদ, (যজুঃ) যজু র্বেদ (সামানি) সামবেদ (আংগিরসঃ) অথর্ববেদ, এই বেদ চতুষ্টয় উৎপন্ন বা প্রাদুর্ভূত হইয়াছে এবম্ভূত ঈশ্বর, আংগিরস অর্থাৎ অথ র্ববেদ যাঁহার মুখ স্বরূপ, সামবেদ যাঁহার লোমবৎ, যজু র্বেদ যাঁহার হৃদয় স্বরূপ, এবং ঋগ্বেদ যাহার প্রাণ স্বরূপ, (ব্রূহি কতমঃ স্বিদেব সঃ) যে, যাঁহা হইতে চারি বেদ উৎপন্ন হইয়াছে, তিনি কোন্ দেব ? তাহা তুমি বল ? এই প্রশ্নের উত্তরে ভগবান বলিতেছেন, (স্কংভ তং) যিনি সমগ্র জগতের ধারণ কর্ত্তা পরমেশ্বর, তাঁহাকেই স্কম্ভ বলা যায়, এবং সেই স্কম্ভকেই বেদ সকলের কর্ত্তা প্রকাশক বলিয়া জানিবে সেই সর্বাধার পরমেশ্বর ভিন্ন, অন্য কোন দেব, বেদ কর্ত্তা নহে, এবং তিনি ভিন্ন মনুষ্যের উপাসনা যোগ্য অন্য কোন ইষ্টদেব নাই। কারণ যে বেদকর্ত্তা পরমাত্মাকে পরিত্যাগ করিয়া তৎস্থানে অশন্যর উপাসনা করে, সে (নিশ্চয়ই) হতভাগ্য (সন্দেহ নাই)।।২।।

(এবং বা অরেऽস্য) এই মন্ত্রে মহাবিদ্বান্ যাজ্ঞবল্ক্য, নিজ পত্নী মৈত্রেয়ীকে উপদেশ করিতেছেন, হে মৈত্রেয়ি ! যে পরমাত্মা আকাশ হইতেও বৃহৎ, তাঁহা হইতেই ঋক্,

যজুঃ, সাম ও অথর্ব, এই বেদ চতুষ্টয় নিঃশ্বাসের ন্যায় সহজভাবে নিঃসৃত হইয়াছে। যেরূপ শরীর হইতে শ্বাস সহজে নির্গত হইয়া পুনঃ সেই শরীরেই প্রবেশ করে, তদ্রূপ সৃষ্টির আদিতে পরমেশ্বর বেদ শাস্ত্রকে উৎপন্ন বা (প্রাদুর্ভূত) করিয়া, সংসারে উহাকে প্রকাশ করিয়া থাকেন ও পুনঃ প্রলয়কালে তিনি বেদশাস্ত্রকে সংসার হইতে অপসারিত করিয়া, নিজ (অনন্ত) জ্ঞান মধ্যে সদা স্থিত রাখেন। এইরূপে বীজাঙ্কুরবৎ পরমাত্মা কর্ত্তৃক বেদশাস্ত্রের প্রাদুর্ভাব ও তিরোভাব হইয়া থাকে, অর্থাৎ যেরূপ বীজ মধ্যে প্রথম হইতেই অঙ্কুর বর্ত্তমান থাকে, এবং তাহাই বৃক্ষরূপে প্রকাশিত হয় ও পুনঃ সেই বৃক্ষ আবার বীজরূপে পরিণত হয়, তদ্রূপ বেদ শাস্ত্র সদা ঈশ্বরের জ্ঞানে বিরাজমান থাকে, তাহার কদাপি নাশ হয় না, কারণ বেদ সাক্ষাৎ ঈশ্বরের বিদ্যা বা জ্ঞান, এজন্য ইহাকে নিত্য বলিয়া জানিবে।

অত্র কেচিদাহুঃ – নিরবয়বাৎপরমেশ্বরাচ্ছব্দময়ো বেদঃ কথমুৎপদ্যেতেতি ?

অত্র ব্রূমঃ – ন স র্বশক্তিমতীশ্বরে শঙ্কেয়মুপপদ্যতে। কুতঃ ? মুখপ্রাণাদি-সাধনমন্তরাপি তস্য কার্য্যং কর্ত্তুং সামর্থ্যস্য সদৈব বিদ্যমানত্বাৎ। অন্যচ্চ, য়থা মনসি বিচারণাবসরে প্রশ্নোত্তরাদি শব্দোচ্চারণং ভবতি তথৈশ্বরেপি মন্যতাম্। য়োऽস্তি খলু স র্বশক্তিমান্ স নৈব কস্যাপি সহায়ং কার্য্যং কর্ত্তুং গৃহ্নাতি। য়থাস্মদাদীনাং সহায়েন বিনাকার্য্যং কর্ত্তুং সামর্থ্যং নাস্তি, ন চৈবমীশ্বরে।। য়দা নিরবয়বেশ্বরেণ সকলং জগদ্রচিতং তদা বেদরচনে কা শঙ্কাস্তি ? কুতঃ, বেদস্য সূক্ষ্মরচনবজ্জগত্যপি মহদাশ্চর্য্যভূতংরচনমীশ্বরেণ কৃতমস্ত্যতঃ।।

।।ভাষার্থ।।

বেদোৎপত্তি বিষয়ে কেহ কেহ এরূপ প্রশ্ন করেন, যে পরমেশ্বর নিরাকার হওয়ায় কি প্রকারে শব্দ রূপ বেদ তাঁহা কর্ত্তৃক উৎপন্ন হইতে পারে ? ইহার উত্তর এই যে, পরমেশ্বর স র্বশক্তিমান, এজন্য তাঁহাতে এরূপ শঙ্কা করা যুক্তিযুক্ত নহে, কেননা মুখ প্রাণাদি সাধন ব্যতিরেকেও তদ্বিষযের কার্য্য করিবার পরমেশ্বরের অনন্ত শক্তি বর্তমান আছে অর্থাৎ পরমাত্মা নিজ অনন্ত সামর্থ্য বলে, মুখ ও প্রাণাদি ব্যতীত, মুখ প্রাণাদির যথাবৎ কার্য্য করণে সদা সমর্থ হয়েন। মুখ প্রাণাদি (ইন্দ্রিয়,) ব্যতীত, তত্তৎ ইন্দ্রিয়াদি জনিত কার্য্য করণে অসক্ত রূপ দোষ, কেবল অল্পসামর্থযুক্ত জীবেরেই ঘটিয়া থাকে, পরমাত্মায় ঘটে না। পুনশ্চ মানসিক কোন বিষয় বিচার করিবার সময়, যেরূপ আমরা বাক্যাদি সাধন ব্যতিরেকেও, মনে মনে প্রশ্নোত্তরাদিও শব্দোচ্চারণ করিতে সমর্থ হই, তদ্রূপ পরমেশ্বরের বিষয় জ্ঞাত হওয়া কর্ত্তব্য। যিনি স র্ব সামর্থ্যযুক্ত, তিনি কোন কার্য্য করিবার জন্য, কখন কাহারও সহায়তা গ্রহণ করেন না, কারণ তিনি নিজ সামর্থ্য বলেই,

সকল প্রকার কার্য্য সাধনে সমর্থ হয়েন। যে প্রকার অন্যের সাহায্য ব্যতীত আমরা কোন কার্য্য করিতে সক্ষম নহি, ঈশ্বর সম্বন্ধে তদ্রূপ নহে। যেমন দেখ, যখন জগৎ উৎপন্ন ছিল না, সেই সময় নিরাকার ঈশ্বর সম্পূর্ণ জগৎ নির্মাণ করেন, তখন বেদ রচনায় শঙ্কা থাকতে পারে কি ? যেমন বেদে অত্যন্ত সূক্ষ্ম বিদ্যা-রচনা করিয়াছেন, সেইরূপ জগতেও নেতাদি পদার্থগুলি অত্যন্ত আশ্চর্য্যরূপে রচনা করিয়াছেন, তাহা হইলে বেদের রচনা নিরাকার ঈশ্বর কেন করিতে পারেন না ?

ননু জগদ্রচনে তু খল্বীশ্বরমন্তরেণ ন কস্যাপি সামর্থ্যমস্তি, বেদরচনে ত্বন্যস্যান্যগ্রন্থরচনবৎস্যাদিতি ?

অত্রোচ্যতে–ঈশ্বরেণ রচিতস্য বেদস্যাধ্যয়নানন্তরমেব গ্রন্থরচনে কস্যাপি সামর্থ্যং স্যান্ন, চান্যথা। নৈব কশ্চিদপি পঠনশ্রবণমন্তরা বিদ্বান্ ভবতি। য়থেদানীং কিঞ্চিদপি শাস্ত্রং পঠিত্বোপদেশং শ্রুত্বা ব্যবহারং চ দৃষ্ট্বৈব মনুষ্যাণাং জ্ঞানং ভবতি। তদ্যথা- কস্যচিৎ সন্তানমেকান্তে রক্ষয়িত্বাऽন্নপানাদিকং য়ুক্ত্যা দদ্যাত্তেন সহ ভাষণাদিব্যবহারং লেশমাত্রমপি ন কুর্য়াদ্যাবত্তস্য মরণং ন স্যাৎ। য়থা তস্য কিঞ্চিদপি য়থার্থং জ্ঞানং ন ভবতি। য়থা চ মহারণ্য স্থানাং মনুষ্যাণামুপদেশমন্তরা পশুবৎ প্রবৃত্তির্ভবতি। তথৈবাদিসৃষ্টিমারভ্যাদ্যপর্য্যন্তং বেদোপদেশমন্তরা সর্বমনুষ্যাণাং প্রবৃত্তির্ভবেৎ। পুনর্গ্রন্থরচনস্য তু কা কথা ?।।

।।ভাষার্থ।।

প্রঃ – জগৎ রচনার সামর্থ ঈশ্বর ব্যতীত অন্য জীবে থাকিতে পারে না (ইহা সত্য বটে), পরন্তু ব্যাকরণাদি গ্রন্থ রচনায় যেরূপ জীবের সামর্থ আছে, তদ্রূপ বেদ রচনায়ও জীবের সামর্থ হইতে পারে ?

উত্তর - বেদ রচনায় জীবের সামর্থ নাই, কারণ ঈশ্বর রচিত বেদাধ্যয়নের পর, মনুষ্যের গ্রন্থ রচনার সামর্থ জন্মিতে পারে, অন্যথা নহে। অর্থাৎ বেদ শাস্ত্রের পঠন ও তদ্বিষয়ক জ্ঞান ভিন্ন, অন্য কোন উপায়ে মনুষ্যের বিদ্বান্ হওয়া সম্ভব নহে, যেহেতু কোন শাস্ত্র পাঠ করিয়া বা কোন উপদেশ শ্রবণ করিয়া, অথবা লোকের ব্যবহার দেখিয়াই, মনুষ্যের জ্ঞান জন্মে, অন্যথা অন্য কোন প্রকারে জ্ঞানোদয়ের সম্ভব হয় না। কারণ যদি আমরা কাহারও শিশু সন্তানকে (শৈশব কাল হইতেই) কোন নির্জন স্থানে রাখিয়া, যাবৎ তাহার মৃত্যু না হয়, তাবৎ তাহার সহিত লেশ মাত্র ভাষণাদি ব্যবহার না করিয়া, যুক্তি দ্বারা অন্নপানাদি প্রদান করি, তবে যেরূপ তাহার মনুষ্যোচিত কিছু মাত্র যথার্থ জ্ঞানোদয় হয় না অথবা যে রূপ মহারণ্যস্থিত মনুষ্যের উপদেশ ব্যতীত পশুবৎ প্রবৃত্তি হইয়া থাকে, তদ্রূপ আদি সৃষ্টি হইতে আজ পর্য্যন্ত বেদোপদেশ ব্যতীত, সকল

মনুষ্যেরই পশুবৎ প্রবৃত্তি হইয়া থাকে, গ্রন্থ রচনা করা ত দূরের কথা। অতএব বেদ শাস্ত্র যে ঈশ্বরের রচিত, ইহা স্বীকার করাই কল্যাণদায়ক, অন্যথা নহে।

মৈবং বাচ্যম্। ঈশ্বরেণ মনুষ্যেভ্যঃ স্বাভাবিকং জ্ঞানং দত্তং, তচ্চ স র্বগ্রন্থেভ্য উৎকৃষ্টমস্তি। নৈব তেন বিনা বেদানাং শব্দার্থসম্বন্ধানামপি জ্ঞানম্ ভবিতুমর্হতি, তদুন্নত্যা গ্রন্থরচনমপি করিষ্যন্ত্যেব, পুনঃ কিমর্থং মন্যতে বেদোৎপাদনমীশ্বরেণ কৃতমিতি ?

এবং প্রাপ্তে-বদামহে–নৈব পূ র্বাক্তায়াশিক্ষিতায়ৈকান্তে রক্ষিতায় বালকায় মহারণ্যস্থেভ্যো মনুষ্যেভ্যশ্চেশ্বরেণ্ স্বাভাবিকং জ্ঞানং দত্তং কিম্ ? কথং নাস্মদাদয়োऽপ্যন্যেভ্যঃ শিক্ষাগ্রহণমন্তরেণ বেদাধ্যয়নেন চ বিনা পণ্ডিতা ভবন্তি ? তস্মাৎ কিমাগতং ? ন শিক্ষয়া বিনাধ্যয়নেন চ স্বাভাবিকজ্ঞানমাত্রেণ কস্যাপি নি র্বাহো ভবিতুমর্হতি। য়থাস্মদাদিভিরপ্যন্যেষাং বিদুষাং বিদ্বৎকৃতানাং গ্রন্থানাং চ সকাশাদনেকবিধং জ্ঞানং গৃহীত্বৈব গ্রন্থান্তরং রচ্যতে, তথেশ্বরজ্ঞানস্য স র্বেষাংমনুষ্যাণামপেক্ষাऽবশ্যং ভবতি। কিংচ ন সৃষ্টেরারম্ভসময়ে পঠনপাঠনক্রমো গ্রন্থশ্চ কশ্চিদপ্যাসীত্তদানীমীশ্বরোপদেশমন্তরা ন চ কস্যাপি বিদ্যাসম্ভবো বভূব, পুনঃ কথং কশ্চিজ্জনো গ্রন্থং রচয়েৎ। মনুষ্যাণাং নৈমিত্তিকজ্ঞানে স্বাতন্ত্র্যাভাবাৎ। স্বাভাবিকজ্ঞানমাত্রেণৈব বিদ্যাপ্রাপ্ত্যনুপপত্তেশ্চ।

য়চ্চোক্তং স্বকীয়ং জ্ঞানমুৎকৃষ্টমিত্যাদি, তদপ্যসমংজসম্। তস্য সাধনকোটৌ প্রবিষ্টত্বাৎ চক্ষুর্বৎ। যথা চক্ষুর্মণঃ সাহিত্যেন বিনা হ্যকিঞ্চিৎকরমস্তি, তথান্যেষাং বিদুষামীশ্বরজ্ঞানস্য চ সাহিত্যেন বিনা স্বাভাবিকজ্ঞানমপ্যকিঞ্চিৎকরমেব ভবতীতি।।

।। ভাষার্থ।।

প্রঃ – ঈশ্বর মনুষ্যকে স্বাভাবিক জ্ঞান প্রদান করিয়াছেন, যাহা সকল গ্রন্থের জ্ঞান হইতে শ্রেষ্ঠ, কারণ ঐ স্বাভাবিক জ্ঞান ব্যতীত, বেদের শব্দার্থ ও সম্বন্ধ বিষয়ের জ্ঞান মনুষ্যের কদাপি ঘটিতে পারে না, এবং ঐ জ্ঞান, ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে, তদ্দ্বারা মনুষ্যরা অনায়াসে পুস্তকাদি রচনা করিতে সমর্থ হন, এজন্য বেদ ঈশ্বর প্রসূত এরূপ কীজন্য স্বীকার করিব ?

উঃ – ইতিপূ র্ব বর্ণিত নির্জ্জনস্থিত শিশু অথবা নিবিড় বনবাসী মনুষ্যদিগকে কি পরমেশ্বর স্বাভাবিক জ্ঞান প্রদান করেন নাই ? কীজন্যই বা তাহারা ঐ স্বাভাবিক জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াও নিজ নিজ বলে বিদ্বান হইতে সমর্থ হন না ? এজন্য নিশ্চয় জানা উচিত, যে ঈশ্বরের কৃত বেদরূপ উপদেশ বিনা কখন কাহারও যথার্থ জ্ঞানোদয় হইতে পারে না। যেরূপ আমরা বেদাধ্যয়ন, বিদ্বানদিগের নিকট হইতে শিক্ষা, ও তাহাদিগের কৃত গ্রন্থাদি পাঠ বিনা, পণ্ডিত হইতে সমর্থ হই না, তদ্রূপ সৃষ্টির আদিতে যদি পরমাত্মা

বেদশাস্ত্রের উপদেশ না করিতেন, তাহা হইলে আজ পর্য্যন্ত কেহই বিদ্যাদি বিষয়ক যথার্থ জ্ঞান প্রাপ্ত হইতে সমর্থ হইতেন না। ইহার দ্বারা আমরা কী বুঝিলাম ? বুঝিলাম এই, যে বিদ্বানের নিকট শিক্ষা এবং বেদাধ্যয়ন ব্যতীত, কেবল স্বাভাবিক জ্ঞান বলে, মনুষ্যের সকল কার্য্য নির্বাহ হইতে পারে না। যেরূপ আমরা প্রথমে অন্য বিদ্বান ব্যক্তির নিকট হইতে বেদাদি শাস্ত্রের লিখিত জ্ঞান ও বিজ্ঞান বিষয় শিক্ষা করিয়া, পরে গ্রন্থ রচনা করিতে সমর্থ হই, তদ্রূপ সর্ব প্রথমে সকল মনুষ্যেরই ঐশ্বরীয় জ্ঞানের নিত্যান্ত আবশ্যক আছে। সৃষ্টির প্রারম্ভে পঠন পাঠনের কোন ব্যবস্থাই প্রচলিত ছিল না, অথবা মনুষ্য কৃত কোন বিদ্যা বিষয়ক গ্রন্থ বিদ্যমান ছিল না, অতএব সে সময় ঈশ্বর কৃত বেদশাস্ত্র প্রকাশ বিনা, কাহারও গ্রন্থ রচনার শক্তি ঘটিতে পারে না, কারণ কোন মনুষ্যেরই সহায়কারী জ্ঞান বিষয়ে স্বতন্ত্রতা নাই, (অর্থাৎ বিদ্যা বা বস্তু বিষয়ক জ্ঞান অপরের নিকট হইতেই প্রাপ্ত হওয়া যায় অন্যথা নহে)। লোকে (কেবল) স্বাভাবিক জ্ঞানবলে, বিদ্যা প্রাপ্ত হইতে সমর্থ হন না। এজন্য মনুষ্য মাত্রেরই হিতার্থে পরমেশ্বর বেদের উৎপত্তি (প্রকাশ) করিয়াছেন। পুনশ্চ আপনি যে বলিয়াছিলেন যে, স্বাভাবিক জ্ঞানই স র্বশ্রেষ্ঠ, সে কথাও যথার্থ নহে, কারণ স্বাভাবিক জ্ঞানও, সাধন সাপেক্ষ। যেরূপ মনের সংযোগ বিনা, কেবল দর্শনেন্দ্রিয় দ্বারা কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না, অথবা যেরূপ আত্মার সংযোগ বিনা, মন স্বয়ং কোন কার্য্য করিতে পারে না, তদ্রূপ স্বাভাবিক জ্ঞানকেও জানিবে। এই স্বাভাবিক জ্ঞান, বেদশাস্ত্রও বিদ্বানদিগের গ্রন্থ বিষয়ক জ্ঞানোপার্জনের সাধন স্বরূপ হইয়া থাকে, নচেৎ ইহা কেবল পশুদিগের মত (আহারও নিদ্রাদির) সাধনোপযোগীমাত্র হইয়া থাকে। অর্থাৎ স্বাভাবিক জ্ঞান, নিজ স্বতন্ত্রতায় ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ বিদ্যা বিষয়ক সাধন স্বরূপ হইতে পারে না।

বেদোৎপাদন ঈশ্বরস্য কিং প্রয়োজনমস্তীত্যত্র বক্তব্যম্ ?

উচ্যতে–বেদানামনুৎপাদনে খলু তস্য কিং প্রয়োজনমস্তীতি ? অস্যোত্তরং তু বয়ং ন জানীমঃ। সত্যমেবমেতৎ। তাবদ্‌বেদোৎপাদনে য়দস্তি প্রয়োজনং তচ্ছৃণুত।

ঈশ্বরেঽনন্তা বিদ্যাস্তি ন বা ? অস্তি। সা কিমর্থাস্তি ? স্বার্থা। ঈশ্বরঃ পরোপকারং ন করোতি কিম্ ? করোতি, তেন কিম্ ? তেনেদমস্তি, বিদ্যা স্বার্থা পরার্থা চ ভবতি তস্যাস্তদ্বিষয়ত্বাৎ।

য়দ্যস্মদর্থমীশ্বরো বিদ্যোপদেশং ন কূর্য্যাৎ তদান্যতরপক্ষে সা নিষ্ফলা স্যাৎ। তস্মাদীশ্বরেণ স্ববিদ্যাভূতবেদস্যোপদেশেন সপ্রয়োজনতা সংপাদিতা। পরমকারুণিকো হি পরমেশ্বরোঽস্তি, পিতৃবৎ। যথা পিতা স্বসন্ততিং প্রতি সদৈব করুণাং দধাতি, তথেশ্বরোঽপি পরমকৃপয়া স র্ব মনুষ্যার্থং বেদোপদেশমুপচক্রে। অন্যথান্ধপরম্পরয়া

মনুষ্যাণাং ধর্ম্মার্থকামমোক্ষসিদ্ধ্যা বিনা পরমানন্দ এব ন স্যাৎ । য়থা কৃপাযমাণেনেশ্বরেণ প্রজাসুখার্থং কন্দমূলফলতৃণাদিকং রচিতং, স কথং ন সর্বসুখপ্রকাশিকাং সর্ববিদ্যাময়ীং বেদবিদ্যামুপদিশেৎ ? কিঞ্চ ব্রহ্মাণ্ডস্থোৎ-কৃষ্টস র্বপদার্থপ্রাপ্ত্যা য়াবৎসুখং ভবতি ন তাবৎ বিদ্যাপ্রাপ্তসুখস্য সহস্র তমেনাংশেনাপি তুল্যং ভবত্যতো বেদোপদেশ ঈশ্বরেণ কৃত এবাস্তীতি নিশ্চয়ঃ ।

।। ভাষার্থ।।

প্রঃ – ঈশ্বরের বেদোৎপাদন করিবার প্রয়োজন কী ?

উঃ – আমি আপনাকেই জিজ্ঞাসা করিতেছি, যে পরমেশ্বরের বেদোৎপাদন না করিবারই বা প্রয়োজন কী ? আর যদি আপনি বলেন, যে আমি এরূপ প্রশ্নের উত্তর জানি না, তবে সে কথা সত্য বটে, কারণ বেদ ঈশ্বরের নিত্য বিদ্যা, এজন্য ইহার উৎপত্তি বা অনুৎপত্তি, দুইয়ের মধ্যে একটীও হইতে পারে না। পরন্তু আমাদিগের অর্থাৎ জীবের প্রয়োজন সাধনার্থে, পরমেশ্বর বেদশাস্ত্র প্রকাশ করিয়াছেন, এজন্য পরমাত্মা আমাদিগের প্রতি বিশেষ কৃপা করিয়াই বেদোৎপত্তি বা বেদশাস্ত্র প্রকাশ করিয়াছেন তাহা আপনারা জ্ঞাত হইবেন।

প্রঃ -ঈশ্বরে অনন্ত বিদ্যা আছে কী না ?

উঃ- আছে।

প্রঃ- সেই বিদ্যার আবশ্যকতা কি ?

উঃ- নিজের জন্যই আছে, যদ্দ্বারা তিনি সমস্ত পদার্থ রচনা করেন, ও তদ্বিষয়ে জ্ঞাত হইয়া থাকেন।

প্রঃ - ভাল আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করি যে ঈশ্বর পরোপকার করেন কি না ?

উঃ - ঈশ্বর পরোপকারী বটে , পরন্তু তাহাতে আপনার কী সিদ্ধ হইল ?

প্রঃ - ইহাতে এই সিদ্ধ হইতেছে যে, বিদ্যা, স্বার্থ ও পরার্থ জন্য হইয়া থাকে , কারণ স্বার্থ ও পরার্থ সিদ্ধ করাই বিদ্যার স্বাভাবিক গুণ। যদ্যপি পরমেশ্বর আমাদিগের জন্য বেদবিদ্যা উপদেশপ্রদান না করেন, তাহা হইলে বিদ্যা প্রদানরূপ পরোপকার গুণ তাঁহাতে বর্ত্তে না, তজ্জন্য পরমেশ্বর স্ববিদ্যাযুক্ত বেদোপদেশ দ্বারা, তাঁহার বিদ্যোপদেশের সপ্রয়োজনতা সম্পাদন করিয়াছেন, যেহেতু পরমেশ্বর আমাদিগের পিতা মাতার স্বরূপ, আমরা সকলে তাঁহারই প্রজা, তিনি সর্বদাই আমাদিগের প্রতি কৃপা দৃষ্টি রাখিয়া থাকেন এবং যেরূপ পিতা মাতা সন্তানদিগের প্রতি সদৈব করুণা প্রকাশ করেন, যাহাতে তাহারা সর্ব প্রকারে সুখ প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ ঈশ্বরও সকল মনুষ্যাদি সৃষ্টির প্রতি সদৈব কৃপাদৃষ্টিকরিয়া থাকেন, এবং তজ্জন্যই পরমেশ্বর যাবতীয় মনুষ্যের কল্যাণের জন্য , কৃপাপূর্বক বেদশাস্ত্রের উপদেশ দিয়াছেন। যদি পরমেশ্বর মনুষ্যের হিতার্থে বেদোপদেশ না দিতেন, তবে অন্ধ পরম্পরায় কাহারও ধর্ম্ম, অর্থ, কাম,

মোক্ষের সাক্ষাৎ প্রাপ্তি হইত না, সুতরাং কেহই পরমানন্দ প্রাপ্ত হইতে সমর্থ হইতেন না। যখন পরম দযালু পরমেশ্বর, প্রজাদিগের সুখার্থে কন্দমূল ফলাদি ও তৃণাদি ক্ষুদ্র পদার্থ সৃজন ও রচনা করিয়াছেন, তখন সেই ঈশ্বর স র্বসুখ প্রকাশিকা স র্ব সত্যবিদ্যাময়ী বেদবিদ্যার উপদেশ প্রজাদিগের সুখার্থে কেন করিবেন না ? ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় উৎকৃষ্ট পদার্থ প্রাপ্তি দ্বারা যে সুখ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা (সত্য) বিদ্যালব্ধক সুখের সহস্রাংশের একাংশের সহিত তুল্য হইতে পারে না। এজন্য এরূপ সর্বোত্তম বিদ্যা পদার্থ যাহাকে বেদ বলে তাহার উপদেশ পরমেশ্বর কেন করিবেন না ? অতএব নিশ্চয় জানিও যে বেদ ঈশ্বর প্রণীত।

ঈশ্বরেণ লেখনীমসীপাত্রাদিসাধনানি বেদপুস্তকলেখনায় কুতো লব্ধানি ?

অত্রোচ্যতে–অহহহ ! মহতীয়ং শংকা ভবতা কৃতা। বিনা হস্তপাদাদ্যবয়বৈঃ কাষ্ঠলোষ্ঠাদিসামগ্রীসাধনৈশ্চ য়থেশ্বরেণ জগদ্রচিতং তথা বেদা অপি রচিতাঃ, সর্বশক্তিমতীশ্বরে বেদরচনং প্রত্যেবং মাশংকি। কিন্তু পুস্তকস্থা বেদা তেনাদৌ নোৎপাদিতাঃ। কিং তর্হি জ্ঞানমধ্যে প্রেরিতাঃ। কেষাম্ ? অগ্নিবায়্বাদিত্যাংগিরসাম্। তে তু জ্ঞানরহিত জডাঃ সন্তি ? মৈবং বাচ্যং, সৃষ্ট্যাদৌ মনুষ্যদেহধারিণস্তে হ্যাসন্। কুতঃ জড়ে জ্ঞানকার্য্যাসংম্ভবাৎ। য়ত্রার্থাসম্ভবোऽস্তি তত্রলক্ষণা ভবতি। তদ্যথা কশ্চিদাপ্তঃ কঞ্চিৎপ্রতি বদতি–মঞ্চাঃ ক্রোশন্তীতি। অত্র মঞ্চস্থা মনুষ্যাঃ ক্রোশন্তীতি বিজ্ঞায়তে, তথৈবাত্রাপি বিজ্ঞায়তাম্। বিদ্যাপ্রকাশসংভবো মনুষ্যেষ্বেব ভবিতুমর্হতীতি। অত্র প্রমাণম্–

তেভ্যস্তপ্তেভ্যস্ত্রয়ো বেদা অজায়ন্তে ঋগ্বেদো বায়োর্য়জুর্বেদঃ সূর্য্যাৎ সামবেদঃ।
শ০ কাং০ ১১ অ০ ৫।

এষাং জ্ঞানমধ্যে প্রেরয়িত্বা তদ্দ্বারা বেদাঃ প্রকাশিতাঃ।

সত্যমেবমেতৎ। পরমেশ্বরেণ তেভ্যো জ্ঞানং দত্তং, জ্ঞানেন তৈর্বেদানাং রচনং কৃতমিতি বিজ্ঞায়তে ?

মেবং বিজ্ঞায়ি। জ্ঞানং কিং প্রকারকং দত্তম্ ? বেদপ্রকারকং। তদীশ্বরস্য বা তেষাম্ ? ঈশ্বরস্যৈব। পুনস্তনৈব প্রণীতা বেদা আহো স্বিত্তৈশ্চ ? য়স্য জ্ঞানং তেনৈব প্রণীতাঃ। পুনঃ কিমর্থা শংকা কৃতা তৈরেব রচিতা ইতি ? নিশ্চয়করণার্থা।।

।। ভাষার্থ।।

প্রঃ – ঈশ্বর বেদপুস্তক লিখিবার জন্য, লেখনী মসীও পাত্রাদি সাধন কোথায় প্রাপ্ত হইলেন ? যেহেতু সে সময় কাগজাদি পদার্থ ই রচিত হয় নাই।

উঃ – অহো ! আপনি ত বড়ই শঙ্কা করিতেছেন, আপনার বুদ্ধির কী বিশেষ প্রশংসা করিব ? ভাল, আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, যে হস্ত পদাদি অবয়ব ও কাষ্ঠ লোষ্ট্রাদি সাধন ব্যতিরেকেও জগদীশ্বর কীরূপে জগৎ রচনা করিতে সমর্থ

হইয়াছিলেন ? যেরূপ হস্ত পদাদি ব্যাতিরেকেও, পরমেশ্বর জগৎ রচনা করিয়াছেন। তদ্রূপ লেখনী, মসী ও পাত্রাদি সাধন ব্যতীতও, ঈশ্বর বেদশাস্ত্র রচনা করিয়াছেন। ঈশ্বর স র্বশক্তিমান এজন্য তাঁহার (সামর্থ্য) বিষয়ে আপনার এরূপ শঙ্কা করা যোগ্য ও যুক্তিযুক্ত নহে। পরন্তু আপনার প্রশ্নের উত্তরে ইহাও জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক যে, বেদশাস্ত্রকে পুস্তকাকারে লিখিয়া, সৃষ্টির আদিতে পরমেশ্বর প্রকাশ করেন নাই।

প্রঃ – তবে ঈশ্বর কী প্রকারে বেদ প্রকাশ করিয়াছিলেন ?

উঃ – ঈশ্বর জ্ঞান মধ্যে বেদশাস্ত্রকে প্রেরণা দিয়াছিলেন।

প্রঃ – কাহাদের জ্ঞান মধ্যে প্রেরণা দিয়াছিলেন।

উঃ – অগ্নি, বায়ু, আদিত্য ও অঙ্গিরা ঋষিদিগের মধ্যে।

প্রঃ – তাঁহারাও ত জ্ঞান রহিত জড় পদার্থ ছিলেন ?

উঃ – না না এরূপ বাক্য বলিবেন না, ইহাঁরা সৃষ্টির আদি সময়ে শরীরধারী মনুষ্য ছিলেন, যেহেতু জড় পদার্থে জ্ঞানের কার্য্য বা প্রকাশ অসম্ভব, এবং যে যে স্থানে অর্থ অসম্ভব হয়, তথায় লক্ষণা হইয়া থাকে, অর্থাৎ যে লক্ষণ ধরিলে, ঐ কার্য্য বা অর্থ সম্ভব, তথায় তদনুযায়ী অর্থ করিতে হইবে। যেমন কোন সত্যবাদী ধর্ম্মাত্মা বিদ্বান আপ্ত পুরুষ যদি বলেন যে, 'ক্ষেত্র মধ্যে মঞ্চ শব্দ করিতেছে', এস্থলে লক্ষণ দ্বারা এরূপ বুঝিতে হইবে, যে মঞ্চের স্বয়ং শব্দ করা অসম্ভব, অতএব মঞ্চস্থ কোন ব্যক্তি শব্দ করিতেছে। তদ্রূপ ইহাও জ্ঞাত হইবেন যে, মনুষ্যেই বিদ্যার প্রকাশ হওয়া সম্ভব, অন্যত্র নহে। এবিষয়ে (তেভ্যঃ) ইত্যাদি শতপথ ব্রাহ্মণের প্রমাণ লিখিত আছে যে (অগ্নি, বায়ু, আদিত্য ও অঙ্গিরা) এই চারি ঋষিগণের জ্ঞান মধ্যে পরমেশ্বর (বেদ) প্রেরণা দিয়া ছিলেন, পরে ঐ চারি ঋষি ব্রহ্মাদি ঋষিগণের মধ্যে চারি বেদ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

প্রঃ – ইহা সত্য বটে, যে ঈশ্বর ঐ ঋষিদিগকে জ্ঞান দান করিয়াছিলেন। পরন্তু তাহারা (প্রথমে জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া পরে) নিজ জ্ঞান দ্বারা বেদ রচনা করিয়া লইয়াছেন।

উঃ – আপনার এরূপ বলা উচিত নহে। কারণ ঈশ্বর তাহাদিগকে কী প্রকার জ্ঞান প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা কি আপনি অবগত আছেন ? পরমেশ্বর ঐ ঋষিগণকে বেদরূপ জ্ঞানই প্রদান করিয়াছিলেন।

প্রঃ – তবে আমি জিজ্ঞাসা করি, ঐ জ্ঞান ঈশ্বরের অথবা উক্ত ঋষিদিগের ?

উঃ – ঐ জ্ঞান ঈশ্বরেরই।

প্রঃ – পুনঃ আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, বেদ ঈশ্বর রচনা করিয়াছেন অথবা উক্ত ঋষিগণ ?

উঃ – যাঁহার জ্ঞান তিনিই তাহার প্রণেতা।

প্রঃ – তবে আপনি কী জন্য শঙ্কা করিয়াছিলেন যে, উক্ত ঋষিগণই বেদশাস্ত্রের প্রণেতা ?

উঃ –এ বিষয় নিশ্চয় করিবার ও করাইবার জন্যই ঐরূপ শঙ্কা করিয়াছিলাম।

ঈশ্বরো ন্যায়কার্য্যস্তি বা পক্ষপাতী ? ন্যায়কারী। তর্হি চতুর্ণামেব হৃদয়েষু বেদাঃ প্রকাশিতাঃ কুতো ন সর্বেষামিতি ?

অত্রাহ – অত ঈশ্বরে পক্ষপাতস্য লেশোপ্যপি নৈবাগচ্ছতি, কিন্ত্বনেন তস্য ন্যায়কারিণঃ পরমাত্মনঃ সম্যঙ্ন্যায়ঃ প্রকাশিতো ভবতি। কুতঃ ? ন্যায়েত্যস্যৈব নামাস্তি য়ো য়াদৃশং কর্ম্ম কুর্য্যাত্তস্মৈ তাদৃশমেব ফলং দদ্যাৎ। অত্রৈবং বেদিতব্যং তেষামেব পূর্বপুণ্যমাসীদ্যতঃ খল্বেতেষাং হৃদয়ে বেদানাং প্রকাশঃ কর্তুং য়োগ্যোঽস্তি।

কিং চ তে তু সৃষ্টেঃ প্রাগুৎপন্নাস্তেষাং পূ র্বপুণ্যং কুত আগতম্ ? অত্র ব্রুমঃ –

সর্বে জীবাঃ স্বরূপতোঽনাদয়স্তেষাং কর্ম্মাণি সর্বং কার্য্যং জগচ্চ প্রবাহেণৈবাণাদীনি সন্তীতি। এতেষামনাদিত্বস্য প্রমাণপূ র্বকং প্রতিপাদনমগ্রে করিষ্যতে।।

।। ভাষার্থ।।

প্রঃ – ঈশ্বর ন্যায়কারী অথবা পক্ষপাতী ?

উঃ – তিনি ন্যায়কারী।

প্রঃ – তিনি যদি ন্যায়কারী তবে তিনি কীজন্য সকলের হৃদয়ে বেদ প্রকাশ করিলেন না, কেবল চারিজনের হৃদয়ে প্রকাশ করায় কি তাঁহার পক্ষপাতিত্ব প্রমাণ হইল না ?

উঃ – ইহাতে ঈশ্বরে লেশমাত্র পক্ষপাতিত্ব আরোপিত হইতে পারে না, বরং ন্যায়কারী পরমাত্মার সম্যক্ ন্যায়েরই প্রকাশ হইয়াছে। কারণ যে ব্যক্তি যেরূপ কর্ম্ম করে, তাহাকে তদনুযায়ী ফল প্রদান করাই ন্যায় ব্যবহারের কার্য বলা হয়। অতএব জানিবেন যে, উক্ত চারি ঋষিগণের এরূপ পূ র্ব জন্মার্জিত পুণ্য ছিল যে তাহাদিগের হৃদয়ে বেদ প্রকাশ করা ঈশ্বর উচিত বিবেচনা করিয়াই উহা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

প্রঃ – এই চারি পুরুষই সৃষ্টির প্রথমেই উৎপন্ন হইয়াছিলেন। অতএব ইহাদিগের পূ র্ব পুণ্য কোথা হইতে আসিল ?

উঃ – জীব, জীবের কর্ম্ম ও জগতের কারণ (প্রকৃতি) এই তিনই অনাদি। জীব ও কারণ জগৎ স্বরূপতঃ অনাদি এবং জীবের কর্ম্ম ও প্রকৃতি, ইঁহারা প্রবাহরূপে অনাদি, এবিষয়ের বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রমাণসহকারে পরে লিখিত হইতেছে।

কিং গায়ত্র্যাদিচ্ছন্দোরচনমপী ঈশ্বরেণৈব কৃতম্ ?

ইয়ং কুতঃ শংকাভূৎ ? কিমীশ্বরস্য গায়ত্র্যাদিচ্ছন্দো রচনজ্ঞানং নাস্তি ? অস্ত্যেব তস্য সর্ববিদ্যাবত্ত্বাৎ । অতো নির্মূলা সা শংকাস্তি ?

চতুর্মুর্খেন ব্রহ্মণা বেদানিরমায়িষতেত্যৈতিহ্যম্ ? মৈবং বাচ্যম্। ঐতিহ্যস্য শব্দপ্রমাণান্তর্ভাবাৎ। আপ্তোপদেশঃ শব্দঃ। ন্যায়শাস্ত্রে অ০ ১ সু০ ৭ ইতি গোতমাচার্যেণোক্তত্বাৎ। শব্দ ঐতিহ্যমিত্যাদি চ। অস্যৈবোপরি। [ন্যায়০ অ০২। আহ্নি০২। সূ০২] আপ্তঃ খলু সাক্ষাৎকৃতধর্ম্মা য়থা দৃষ্টস্যার্থস্য চিখ্যাপয়িষয়া প্রযুক্ত উপদেষ্টা, সাক্ষাৎকরণমর্থস্যাপ্তিস্তয়া প্রবর্ত্তত ইত্যাপ্তঃ। [ন্যায়০ অ০১। আহ্নি০১ ।সূ০৭] ইতি ন্যায়ভাষ্যে বাৎস্যায়নোক্তেঃ। অতঃ সত্যস্যৈবৈতিহ্যত্বেন গ্রহণং নানৃতস্য। য়ৎসত্যপ্রমাণমাপ্তোপদিষ্টমৈতিহ্যং তদ্ গ্রাহ্যং, নাতো বিপরীতমিতি, অনৃতস্য প্রমত্তগীতত্বাৎ। এবমেব ব্যাসেনর্ষিভিশ্চ বেদা রচিতা ইত্যাদ্যপি মিথ্যৈবাস্তীতি মন্যতাম্। নবীনপুরাণগ্রন্থানাং তন্ত্রগ্রন্থানাং চ বৈয়র্থাপত্তেশ্চেতি।।

।। ভাষার্থ।।

প্রঃ – গায়ত্র্যাদি কি ঈশ্বরই রচনা করিয়াছেন ?

উঃ – আপনার এরূপ সংশয় কোথা হইতে আসিল ?

প্রঃ – আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, গায়ত্র্যাদি ছন্দ রচনা করিবার জ্ঞান কি ঈশ্বরের নাই ?

উঃ – ঈশ্বর স র্ব বিদ্যাযুক্ত হেতু তাঁহার গায়ত্রাদি ছন্দ রচনার জ্ঞান আছে। সুতরাং আপনার এরূপ সংশয় করা নিরর্থক জানিবেন।

প্রঃ – চতুর্মুখ ব্রহ্মা বেদ রচনা করিয়াছেন, এরূপ ইতিহাস আমরা শুনিতে পাই।

উঃ – আপনার এরূপ সংশয় কোথা হইতে আসিল ?

প্রঃ - আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, গায়ত্র্যাদি ছন্দ রচনা করিবার জ্ঞান কি ঈশ্বরের নাই ?

উঃ -ঈশ্বর সর্ববিদ্যাযুক্ত হেতু তাঁহার গায়ত্র্যাদি ছন্দ রচনার জ্ঞান আছে। সুতরাং আপনার এরূপ সংশয় করা নিরর্থক জানিবেন।

প্রঃ - চতুর্মুখ ব্রহ্মা বেদ রচনা করিয়াছেন, এরূপ ইতিহাস আমরা শুনিতে পাই।

উঃ - আপনার এরূপ কথা সঙ্গত নহে। কারণ ঐতিহাসিক প্রমাণ শব্দ প্রমাণের অন্তর্গত ন্যায়শাস্ত্রে গোতমাচার্য সত্যবাদী সাক্ষাৎকৃতধর্মা, বিদ্বান্ ব্যক্তির উপদেশকেই শব্দ প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন এবং যাহা শব্দপ্রমাণযুক্ত, তাহাকেই ঐতিহ্য বা ঐতিহাসিকপ্রমাণ বলা যায়। বাৎসায়ন মুনি ন্যায়ভাষ্যে আপ্তের লক্ষণ লিখিয়াছেন যে, যিনি সাক্ষাৎ সমস্ত পদার্থ বিদ্যার জ্ঞাতা, কপটতাদি রহিত ও ধর্মাত্মা, যিনি সত্যবাদী, সত্যমানী ও সত্যকারী এবং যিনি পূর্ণ বিদ্যাযুক্ত ও দয়াপরবশ হইয়া স্বেচ্ছায়

পরোপকারার্থে ও সকলের সুখ বৃদ্ধির জন্য নিজ নির্ভ্রান্ত জ্ঞান অপরকে প্রদান করেন এবং যিনি পৃথিবী হইতে পরমাত্মা পর্যন্ত সমস্ত পদার্থের যথাবৎ সাক্ষাৎ করিয়াছেন ও যিনি তদনুযায়ী নিজ আচরণের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন , এরূপ শুভ গুণকেই আপ্তি বলা হয় । এইরূপ আপ্তি অর্থাৎ শ্রেষ্ঠগুণযুক্ত মনুষ্যকেই 'আপ্ত' বলা হয় । এইরূপে আপ্তের বচন বা উপদেশই শব্দপ্রমাণ বলা হইয়া থাকে । আপ্তের লক্ষণের বিপরীত লক্ষণযুক্ত মনুষ্যের বাক্য শব্দপ্রমাণ নহে, যেহেতু সত্য বৃতান্তকেই ইতিহাস বলা হয়, অসত্য বৃতান্ত ইতিহাস নহে। এই কারণে যে সকল ইতিহাস সত্যপ্রমাণযুক্ত তাহাই গ্রহনীয় ও যাহা অসত্য তাহা অগ্রাহ্য। প্রমাদযুক্ত পুরুষ লিখিত মিথ্যা বৃত্তান্ত কদাপি গ্রাহ্য হইতে পারে না । এজন্য ব্যাসদেব চারি বেদ সংহিতা ভাগকে সংগ্রহ করিয়াছেন ইত্যাদি ইতিহাস বা বৃত্তান্তকে সদা মিথ্যা বলিয়া জানিবে। এইরূপ আজকালের নবীন ব্রহ্মবৈবর্তাদি পুরাণ ও ব্রহ্ময়ামল আদি তন্ত্র গ্রন্থাদির লিখিত বৃত্তান্তকে কদাপি প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করা মনুষ্যের কর্তব্য নহে, কারণ এই সকল পুস্তকে অসম্ভব, অপ্রমাণ ও কপোল কল্পিত মিথ্যা ইতিহাসরূপ অনেক কথা লিখিত আছে, অতএব শতপথ ব্রাহ্মণাদি সত্যগ্রন্থে ইতিহাস বা লিখিত বৃত্তান্তকে কদাপি মিথ্যা বলিয়া ত্যাগ করা কর্তব্য নহে।

য়োমন্ত্রসূক্তানামৃষিলিখিতস্তেনৈব তদ্রচিতমিতি কুতো ন স্যাৎ ?

মৈবং বাদি। ব্রহ্মাদিভিরপি বেদামধ্যয়নশ্রবণয়োঃ কৃতত্বাৎ । য়ো বৈ ব্রহ্মাণং বিদধাতি॰ পূর্বং য়ো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ০ ইতি শ্বেতাশ্বতরোপনিষদাদিবচনস্য বিদ্যমানত্বাৎ । এবং য়দর্ষিণামুৎপত্তিরপি নাসীত্তদা ব্রহ্মাদীনাং সমীপে বেদানাং বর্তমানত্বাৎ । তদ্যথা -

অগ্নিবায়ুরবিভ্যস্ত্ত ত্রয়ং ব্রহ্ম সনাতনম্। দুঃদোহ য়জ্ঞসিদ্ধ্যর্থমৃগ্যজুঃ সামলক্ষণম্। ।১। । অ০১। অধ্যাপয়ামাস পিতৃন্ শিশুরাংগিরসঃ কবিঃ। অ০ ২।।

ইতি মনুসাক্ষ্যত্বাৎ । অগ্ন্যাদীনাং সকাশাদ্ ব্রহ্মাপি বেদানামধ্যেয়নং চক্রে ১ন্যেষাং ব্যাসাদীনাং তু কা কথা ! ।।

প্রঃ- বেদমন্ত্র ও সূক্তে যে সকল ঋষির নাম লেখা আছে তাঁহারা কীজন্য বেদ রচনাকারী হইবেন না ?

উঃ -এরূপ বলিবেন না , যেহেতু ব্রহ্মাদি ঋষিগণও বেদাধ্যয়ন করিয়াছিলেন। এবং শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে লিখিত আছে যে পরমাত্মা ব্রহ্মাকে উৎপন্ন করিয়া সৃষ্টির আদিতে অগ্নি বায়ু আদি ঋষি দ্বারা বেদের উপদেশ করিয়াছেন, সেই পরমেশ্বরের আশ্রয় যেন আমরা প্রাপ্ত হই । এমন কি যখন মরীচ্যাদি ঋষি এবং ব্যাসাদি মুনিগণের জন্ম পর্যন্ত হয় নাই তখনও ব্রহ্মাদির নিকটে বেদশাস্ত্র বর্ত্তমান ছিল । এবিষয়ে ভগবান্ মনু বলিয়াছেন যে অগ্নি, বায়ু, আদিত্য ও অঙ্গিরার নিকট হইতে ব্রহ্মা ঋষিও বেদপাঠ করিয়াছিলেন, তখন ব্যাসাদি বা আমাদিগের কথাই আসিতে পারে না।

কথং বেদঃ শ্রুতিশ্চ দ্বে নাম্নী ঋক্‌সংহিতাদীনাং জাতে ইতি ?

অর্থবশাৎ! (বিদ্) জ্ঞানে (বিদ্) সত্তায়াম্, (বিদ্‌ল্) লাভে, (বিদ) বিচারণে, এতেভ্যো 'হলশ্চ' ইতি সূত্রেণ করণাধিকরণকারকয়োর্ঘঞ্ প্রত্যয়ে কৃতে বেদশব্দঃ সাধ্যতে। তথা (শ্রু) শ্রবণে, ইত্যস্মাদ্ধাতোঃ করণকারকে 'ক্তিন্' প্রত্যয়ে কৃতে শ্রুতিশব্দো ব্যুৎপদ্যতে। বিদন্তি জানন্তি, বিদ্যন্তে ভবন্তি, বিন্দন্তি বিন্দন্তে লভন্তে, বিন্দতে বিচারয়ন্তি সর্বে মনুষ্যাঃ সর্বাঃ সত্যবিদ্যাঃ য়ৈর্য়েষু বা তথাবিদ্বাংসশ্চ ভবন্তি তে 'বেদাঃ'। তথাऽऽদিসৃষ্টিমারভ্যাদ্যপর্য়ন্তং ব্রহ্মাদিভিঃ সর্বাঃ সত্যবিদ্য শ্রুয়ন্তেऽনয়া সা 'শ্রুতিঃ'। ন কস্যচিদ্দেহধারিণঃ সকাশাৎ কদাচিৎ কোऽপি বেদানাং রচনং দৃষ্টবান্। কুতঃ ? নিরবয়বেশ্বরাত্তেষাং প্রাদুর্ভাবাৎ। অগ্নিবায়্বাদিত্যাংগিরসস্ত নিমিত্তীভূতা বেদপ্রকাশার্থমীশ্বরেণ্ কৃতা ইতি বিজ্ঞেয়ম্। তেষাং জ্ঞানেন বেদানামনুৎপত্তেঃ। বেদেষু শব্দার্থসম্বন্ধাঃ পরমেশ্বরাদেব প্রাদুর্ভূতাঃ তস্য পূর্ণবিদ্যাবত্ত্বাৎ। অতঃ কিম্ সিদ্ধম্ ? অগ্নিবায়ুরব্যংগিরোমনুষ্যদেহধারিজীবদ্বারেণ পরমেশ্বরেণ শ্রুতির্বেদঃ প্রকাশীকৃত ইতি বোধ্যম্।।

।। ভাষার্থ।।

প্রঃ – ঋগ্বেদাদি সংহিতার বেদ ও শ্রুতি এই দুই নাম কী জন্য হইল ?

উঃ – অর্থভেদ হেতু। কারণ এক (বিদ্) ধাতুই জ্ঞানার্থ, সত্যার্থ, লাভার্থ ও বিচারার্থ এই চারি প্রকার অর্থ বাচক হইয়া থাকে। তৎপরে ঐ ''বিদ'' ধাতু করণ এবং অধিকরণ কারকে ''ঘঞ্ প্রত্যয়'' করিলে ''বেদ'' শব্দ সিদ্ধ হইয়া থাকে। এইরূপ (শ্রু) ধাতু শ্রবণ অর্থ বাচক, ইহাতে করণ কারকে ''ক্তিন্'' প্রত্যয় করিলে ''শ্রুতি'' পদ সিদ্ধ হয়। যাহা পাঠ করিলে মনুষ্য গণ সমস্ত সত্য বিদ্যার জ্ঞাতা হন, যাহা পাঠ করিলে লোকে বিদ্বান হইতে সমর্থ হন ও যদ্দ্বারা মনুষ্যেরা সত্যাসত্যের বিচার করিতে সমর্থ হন তাহাকে বেদ বলে। এজন্যই ঋগ্বেদাদি সংহিতার নাম বেদ সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে। পুনশ্চ সৃষ্টির আদি হইতে আজ পর্যন্ত ব্রহ্মাদি হইতে যাবতীয় মনুষ্য সকলেই যদ্দ্বারা সত্যবিদ্যা শ্রবণ করিয়া আসিতেছেন তাহাকে শ্রুতি বলে এবং এইজন্যই সংহিতা বা বেদকে শ্রুতি বলা হয়। আজ পর্য্যন্ত কোন ব্যক্তিই কোন দেহধারীকে বেদের প্রণেতা বলিয়া শুনেন নাই, ইহারই বা কারণ কী ? এজন্যই বেশ বুঝা যাইতেছে যে, নিরাকার ঈশ্বর হইতেই বেদের উৎপত্তি বা প্রকাশ হইয়াছে। এবং এই কথাই আমরা লোক পরম্পরায় শুনিয়াও আসিতেছি। পুনশ্চ যেমন কোন ব্যক্তি বাদ্যযন্ত্র বাজাইয়া থাকেন অথবা কাষ্ঠ পুতুলকে নৃত্য করাইয়া থাকেন, সেই প্রকার পরমেশ্বর বেদের

১. শ্বেতাশ্বরোপনিষদে উপলব্ধ পাঠ য়ো ব্রহ্মানং। সং।

প্রকাশার্থে অগ্নি, বায়ু, আদিত্য ও অঙ্গিরা এই চারি জন ঋষিকে নিমিত্ত মাত্র করিয়াছিলেন। এই ঋষিদিগের নিজ জ্ঞান দ্বারা বেদের উৎপত্তি বা প্রকাশ হয় নাই। কিন্তু বেদের যাবতীয় শব্দার্থ সম্বন্ধপূর্ণ ও বিদ্যাযুক্ত পরমেশ্বর নিজ জ্ঞান বলেই উপরোক্ত ঋষিদিগের দ্বারা প্রকট করিয়াছেন। এতদ্দ্বারা ইহাই সিদ্ধ হইতেছে যে, পরমেশ্বর মনুষ্যদেহধারী অগ্নি, বায়ু, আদিত্য ও অঙ্গিরা এই চারি ঋষিগণের হৃদয়ে বেদের প্রকাশ করিয়াছেন।

বেদানামুৎপত্তৌ কিয়ন্তি বর্ষাণি ব্যতীতানি ?

অত্রোচ্যতে – *একো বৃন্দঃ ষন্নবতিঃ কোটয়েऽষ্টৌলক্ষাণি দ্বিপঞ্চাশৎসহস্রাণি নবশতানি ষট্সপ্ততিশ্চৈতাবন্তি ১৯৬০৮৫২৯৭৬ বর্ষাণি ব্যতীতানি সপ্তসপ্ততিতমোऽয়ং সংবৎসরো বর্ত্তত ইতি বেদিতব্যম্। এতাবন্ত্যেব বর্ষাণি বর্ত্তমানকল্পসৃষ্টেশ্চেতি।

কথং বিজ্ঞায়তে হ্যেতাবন্ত্যেব বর্ষাণি ব্যতীতানীতি ?

অত্রাহ – অস্যাং বর্ত্তমানায়াং সৃষ্টৌবৈবস্বতস্য সপ্তমস্যাস্য মন্বন্তরস্যেদানীং বর্ত্তমানত্বাদস্মাৎপূর্বং ষন্নাং মন্বন্তরাণাং ব্যতীতত্বাচ্চেতি। তদ্যথা–স্বায়ম্ভবঃ স্বারোচিষ ঔত্তমিস্তামেসো রৈবতশ্চাক্ষুষো বৈবস্বতশ্চেতি সপ্তৈতে মনবস্তথা সাবর্ণ্যাদয় আগামিনঃ সপ্তচৈতে মিলিত্বা ১৪ চতুর্দ্দশৈব ভবন্তি। তত্রৈকসপ্ততিশ্চতুর্যুগানি হ্যেকৈকস্য মনোঃ পরিমাণং ভবতি। তে চৈকস্মিনব্রাহ্মদিনে ১৪ চতুর্দশভুক্তভোগা ভবন্তি। এক সহস্রং ১০০০ চতুর্যুগানি ব্রাহ্মদিনস্য পরিমাণং ভবতি। ব্রাহ্ম্যা রাত্রেরপি তাবদেব পরিমাণং বিজ্ঞেয়ম্। সৃষ্টের্বর্ত্তমানস্য দিনসংজ্ঞাস্তি, প্রলয়স্য চ রাত্রিসংজ্ঞেতি। অস্মিনব্রাহ্মদিনে ষট্মনবস্তুব্যতীতাঃ, সপ্তমস্য বৈবস্বতস্য বর্ত্তমানস্য মনোরষ্টাবিংশতিতমোऽয়ং কলির্বর্ত্ততে। তত্রাস্য বর্ত্তমানস্য কলিযুগস্যৈতাবন্তি ৪৯৭৬ চত্বারি সহস্রাণি নবশতানি ষট্সপ্ততিশ্চ বর্ষাণি তু গতানি, সপ্তসপ্ততিতমোऽয়ং সম্বৎসরো বর্ত্ততে। য়মার্য্যা বিক্রমস্যৈকোনবিংশতিশতং ত্রয়স্ত্রিংশত্তমোত্তরং সম্বৎসরং বদন্তি।

---

*মহর্ষি কৃত পুস্তক রচনার সময় হইতে পরবর্ত্তী পাঠের সময়ের সহিত বর্ধিত বৎসর যোগ করিয়া লইতে হইবে।

অত্র বিষয়ে প্রমাণম্

ব্রাহ্মস্য তু ক্ষপাহস্য য়ৎপ্রমাণং সমাসতঃ।
একৈকশো য়ুগানাং তু ক্রমশস্তন্নিবোধত।।১।।
চত্বার্য়্যাহুঃ সহস্রাণি বর্ষাণাং তু কৃতং য়ুগম্।
তস্য তাবচ্ছতী সন্ধ্যাংশশ্চ তথাবিধঃ।।২।।
ইতরেষু সসন্ধেষু সসন্ধ্যাংশেষু চ ত্রিষু।
একাপায়েন বর্ত্তন্তে সহস্রাণি শতানি চ।।৩।।
য়দেতৎ পরিসংখ্যাতমাদাবেব চতুর্য়ুগম্।
এতদ্দ্বাদশসাহস্রং দেবানাং য়ুগমুচ্যতে।।৪।।
দৈবিকানাং য়ুগানাং তু সহস্রং পরিসংখ্যয়া।
ব্রাহ্মমেকমহর্জ্জ্ঞেয়ং তাবতী রাত্রিরেব চ।।৫।।
তদ্বৈ য়ুগ সহস্রান্তং ব্রাহ্মং পুণ্যমহর্বিদুঃ।
রাত্রিং চ তাবতীমেব তেঽহোরাত্রবিদোজনাঃ।।৬।।
য়ৎপ্রাগ্দ্বাদশসাহস্রমুদিতং দৈবিকং য়ুগম্।
তদেকসপ্ততিগুণং মন্বন্তরমিহোচ্যতে।।৭।।
মন্বন্তরাণ্যসংখ্যানি সৃষ্টিঃ সংহার এব চ।
ক্রীডন্নিবৈতৎকুরুতে পরমেষ্ঠী পুনঃপুনঃ।।৮।।

মনু০ অধ্যায়ে ১।।

কালস্য পরিমাণার্থং ব্রাহ্মাহোরাত্রাদয়ঃ সুগমবোধার্থাঃ সংজ্ঞাঃক্রিয়ন্তে। য়তঃ সহজতয়া জগদুৎপত্তিপ্রলয়য়োর্বর্ষাণাং বেদোৎপত্তেশ্চ পরিগণনং ভবেৎ। মন্বন্তরপর্য়্যাবৃত্তৌ সৃষ্টের্নৈমিত্তিকগুণানামপি পর্য়্যাবর্ত্তনং কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎভবত্যতো মন্বন্তরসংজ্ঞা ক্রিয়তে। অত্রৈবং সংখ্যাতব্যম্ –

একং দশ শতং চৈব সহস্রময়ুতং তথা।
লক্ষং চ নিযুতং চৈব কোর্টিরর্বুদমেব চ।।১।।
বৃন্দঃ খর্বো নিখর্বশ্চ সংখঃ পদ্মং চ সাগরঃ।
অন্ত্যং মধ্যং পরার্দ্ধং চ দশবৃদ্ধ্যা য়থাক্রমম্।।২।।

ইতি সূর্য্যসিদ্ধান্তাদিষু সংখ্যায়তে। অনয়া রীত্যা বর্ষাদিগণনা কার্য়েতি।। সহস্রস্য প্রমাসি সহস্রস্য প্রতিমাসি।। য০ অ০ ১৫ মং০ ৬৫। স র্বং বৈ সহস্রং স র্বস্য দাতাসি।। শ০ কাং০ ৭ অ০ ৫।। স র্বস্য জগতঃ স র্বমিতি নামাস্তি। কালস্য চাননে সহস্রমহায়ুগসংখ্যয়া পরিমিতস্য দিনস্য নক্তস্য চ ব্রহ্মাণ্ডস্য প্রমা পরিমাণস্য কর্ত্তা পরমেশ্বরোऽস্তি। মন্ত্রস্যাস্য সামান্যার্থে বর্ত্তমানত্বাৎস র্বমভিবদতীতি। এবমেবাগ্রেऽপি য়োজনীয়ম্। জ্যোতিষ্‌শাস্ত্রে প্রতিদিনচর্য্যাऽভিহিতাऽऽর্য়ৈঃ ক্ষণমারভ্য কল্পকল্পান্তস্য গণিতবিদ্যয়া স্পষ্টং পরিগণনং কৃতমদ্যপর্যন্তমপি ক্রিয়তে প্রতিদিনমুচ্চার্য্যতে জ্ঞায়তে চাতঃ কারণাদিয়ং ব্যবস্থৈব সর্বৈর্মনুষ্যৈঃ স্বীকর্ত্তুং য়োগ্যাস্তি, নান্যেতি নিশ্চয়ঃ। কুতো-হ্যার্য়ৈর্নিত্যম্ ওম্ তৎসৎ শ্রীব্রহ্মণো দ্বিতীয় প্রহরার্দ্ধে বৈবস্বতে মন্বন্তরে অষ্টবিংশতিতমে কলিযুগে কলিপ্রথমচরণেऽমুকসম্বৎবৎসরায়নর্তু মাসপক্ষদিননক্ষত্র-লগ্নমুহূর্তেऽত্রেদং কৃতং ক্রিয়তে চ ইত্যাবালবৃদ্ধৈঃ প্রত্যহং বিদিতত্বাদিতিহাসস্যাস্য সর্বত্রার্য্যাবর্ত্তদেশে বর্ত্তমানত্বাৎসর্বত্রৈকরসত্বাদশক্যেয়ং ব্যবস্থা কেনাপি বিচালয়িতুমিতি বিজ্ঞায়তাম্। অন্যদ্যুগব্যাখ্যানমগ্রে করিষ্যতে তত্র দ্রষ্টব্যম্।।

।। ভাষার্থ।।

প্রঃ – বেদের উৎপত্তি হইতে কত বৎসর ব্যতীত হইয়াছে ?

উঃ – সম্বৎ ৭৭ সালে, এক বৃন্দ ছিয়ান বুই কোটি আট লক্ষ বাহান্ন হাজার নয় শত ছিয়াত্তর বৎসর হইল বেদোৎপত্তি ও জগৎপত্তি হইয়াছে।

প্রঃ – আপনি কীরূপে অবগত হইলেন যে, কত বর্ষ বেদোৎপত্তি এবং জগদুৎপত্তির পর গত হইয়াছে ?

উঃ – বর্ত্তমান সৃষ্টিতে সপ্তম বৈবস্বত মনু চলিতেছে। ইহার পূ র্ব ছয় মন্বন্তর গত হইয়া গিয়াছে। যথা ১ স্বায়ম্ভব, ২ স্বারোচিষ, ৩ ঔত্তমি, ৪ তামস, ৫ রৈবত, ৬ চাক্ষুষ এই ছয়টি ব্যতীত হইয়াছে এক্ষণে সপ্তম বৈবস্বত মনু চলিতেছে। ভবিষ্যতে সাবর্ণি আদি সাত মন্বন্তর হইবে এই অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যত মন্বন্তর লইয়া স র্ব সমেৎ ১৪ মন্বন্তর হইতেছে। পুনশ্চ একাত্তর (৭১) চতুর্যুগীতে এক এক মন্বন্তর হইয়া থাকে, ইহার গণনা এই প্রকার যথা (১৭২৮০০০) সতের লক্ষ আঠাইস হাজার বর্ষে এক সত্যযুগ হইয়া থাকে। (১২৯৬০০০) বার লক্ষ ছিয়ান বুই হাজার বর্ষে এক ত্রেতাযুগ হয়। (৮৬৪০০০) আট লক্ষ চৌষট্টি হাজার বর্ষের নাম এক দ্বাপর যুগ এবং (৪৩২০০০) চারি লক্ষ বত্রিশ হাজার বর্ষের নাম কলিযুগ রাখা হইয়াছে। এইরূপে আর্যগণ এক ক্ষণ ও নিমেষ হইতে এক বৎসর পর্য্যন্ত কালের সুক্ষ্ম এবং স্থুল সংজ্ঞা বাঁধিয়া দিয়াছেন। উক্ত চারি যুগ মিলিয়া (৪৩২০০০০) তেতাল্লিশ লক্ষ বিশ হাজার বৎসরকে এক চতুর্যুগী বলা হয়। (৭১) একাত্তর চতুর্যুগী অর্থাৎ (৩০৬৭২০০০০)

ত্রিশ কোটি সাতষট্টি লক্ষ বিশ হাজার বর্ষে এক মন্বন্তর হয়। এইরূপে (৬) মন্বন্তর মিলিয়া (১৮৪০৩২০০০০) এক অর্বুদচুরাশী কোটি তিন লক্ষ বিশ হাজার বৎসর গত হইয়াছে, আর সপ্তম মন্বন্তরের ভোগ মধ্যে (আটাশ) ২৮ চতুর্যুগী চলিতেছে, এই চতুর্যুগীতে কলিযুগের (৪৯৭৬) চারি হাজার নয় শত ছিয়াত্তর বর্ষ গত হইয়াছে। বাকী (৪২৭০২৪) চারি লক্ষ সাতাইস হাজার চবিশ বৎসর কলি যুগের আরও ভোগ হইবে।

বর্ত্তমান সময় যাহা চলিতেছে অর্থাৎ যাহাকে আর্যগণ ১৯৩৩ বিক্রমাব্দ বলিয়া থাকেন সেই সময়ে যে, বৈবস্বত মনুর (১২০৫৩২৯৭৬) বার কোটি পাঁচ লক্ষ বত্রিশ হাজার নয় শত ছিয়াত্তর বৎসর ভোগ হইয়া ইহারই ৭৭ বর্ষের ভোগ হইতেছে এবং এখন আরও উক্ত বৈবস্বত মনুর (১৮৬১৮৭০২৪) আঠার কোটি একষট্টি লক্ষ সাতাশী হাজার চবিশ বৎসর ভোগ হইতে বাকী আছে। পূর্বোক্ত এক হাজার চতুর্যুগের নাম এক ব্রাহ্মদিন এবং অন্য আর এক হাজার চতুর্যুগীকে এক ব্রাহ্মরাত্রি বলা হয়। পরমেশ্বর সৃষ্টি উৎপন্ন করিয়া এক হাজার চতুর্যুগী কাল পর্য্যন্ত সৃষ্টিকে স্থিত করিয়া রাখেন। এই স্থিতিকালকে এক ব্রাহ্মদিবস বলা হয়। এইরূপে আর একহাজার চতুর্যুগী সময়, যখন ঈশ্বর সৃষ্টিকে কারণে লয় করিয়া প্রলয়াবস্থায় রাখেন, তাহাকেই এক ব্রাহ্ম রাত্রি বলে। অর্থাৎ সৃষ্টির প্রকাশ ও স্থিতিকালকে দিবস ও প্রলয়কালকে রাত্রি বলে এক্ষণে বর্ত্তমান ব্রাহ্মদিনের (১৯৬০৮৫২৯৭৬) এক অর্বুদ ছিয়ানবই কোটি আট লক্ষ বাহান্ন হাজার নয় শত ছিয়াত্তর বর্ষ বর্ত্তমান সৃষ্টি ও বেদোৎপত্তির পরে ব্যতীত হইয়াছে এবং (২৩৩৩২২৭০২৪) দুই অর্বুদ তেত্রিশ কোটি বত্রিশ লক্ষ সাতাইশ হাজার চবিশ বর্ষ এখন আরও সৃষ্টির স্থিতিকাল বাকী আছে। বর্ত্তমান কালের পর প্রতি বৎসর গত হইলেই বর্ত্তমান কালের সংখ্যায় এক বৎসর করিয়া বৃদ্ধিও ভবিষ্যত স্থিতি কালের সংখ্যায় ১ বৎসর করিয়া হ্রাস হইবে। এইরূপ হ্রাস ও বৃদ্ধির নিয়মেই আজ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ স্থিতিকালের হ্রাস বৃদ্ধির ক্রম হইয়া আসিতেছে। ব্রহ্ম অর্থাৎ পরমেশ্বর এই সংসারের স্থিতিকালকে দিবস ও প্রলয় কালকে রাত্রি সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন। এবিষয়ের বিশেষ প্রমাণ স্বরূপ মনুসংহিতা উদ্ধৃত করা হইয়াছে যথা –

– হে মনুষ্যগণ ! এক্ষণে ব্রাহ্ম দিন, ব্রাহ্ম রাত্রি এবং সত্যাদি যুগের প্রমাণ সংক্ষেপে বর্ণনা করিতেছি আপনারা শ্রবণ করুন।

দিব্য বর্ষের গণনানুসারে চারিহাজার দিব্য বৎসরে এক সত্যযুগের স্থিতি। এই ৪০০০ হাজার দিব্যবর্ষের পূর্ববর্ত্তী দশমাংশ কাল অর্থাৎ পূর্ববর্ত্তী বা অতীত চারিশত বৎসর রূপ সময়কে সত্যযুগের সন্ধ্যা বলে। এইরূপে চার হাজার বর্ষের পরবর্ত্তী দশমাংশ কাল অর্থাৎ পরবর্ত্তী চারি শত দিব্য বৎসরকে সত্য যুগের সন্ধ্যাংশ কাল বলা

হয়। এজন্য স র্ব সমেৎ চারি হাজার আট শত দিব্যবর্ষ এক পূর্ণ সত্য যুগের পরিমাণ। মনুষ্যদিগের গণনায় এক বৎসরে এক দিব্য দিবস হয়। এজন্য মনুষ্যাদিগের ৩৬০ বৎসরে এক দিব্য বৎসর হইয়া থাকে অতএব ৩৬০কে ৪৮০০ দিয় গুণ করিলে যে সংখ্যা হয়, তাহাই মনুষ্যদিগের বৎসরের গণনায় সত্যযুগের স্থিতি হইবে। অতএব সত্য যুগের স্থিতি (১৭২৮০০০) সতের লক্ষ আটাইস হাজার মনুষ্যের বৎসর। অন্যান্য যুগের অর্থাৎ ত্রেতা, দ্বাপর ও কলিযুগের পরিমাণ ক্রমশঃ এক হাজার বৎসর করিয়া এবং সন্ধ্যায় ও সন্ধ্যাংশের পরিমাণ হইতে এক এক শত বৎসর কমিয়া যাইবে। যথা সত্য যুগের চারি হাজার বৎসর স্থিতি হইতে ত্রেতাযুগে একহাজার বৎসর কম। এজন্য ত্রেতা যুগের স্থিতি ৩০০০ হাজার দিব্য বৎসর। এবং সত্যযুগের সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশের প্রত্যেক ৪০০ দিব্য বৎসর হইতে ১০০ এক শত বৎসর হ্রাস করিলে প্রত্যেকের ৩০০ বৎসর হয়। এজন্য ত্রেতার সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ কালের পরিমাণ প্রত্যেক ৩০০ দিব্য বৎসর হইয়া থাকে। এজন্য স র্বসমেৎ দ্বাপরের স্থিতি ৩৬০০ দিব্য বৎসর যাহা মনুষ্যের গনণায় ১২৯৬০০০ বৎসর হয়। পুনরায় ত্রেতা যুগ হইতে ১০০০ বৎসর এবং সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ হইতে এক শত বৎসর হ্রাস করিলে দ্বাপরের স্থিতি ২০০০ দিব্য বৎসর হয়। উহার সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশের পরিমাণ প্রত্যেকের ২০০ দুই শত দিব্য বৎসর হইয়া থাকে। যাহা মনুষ্যের বৎসরের হিসাবে ৮৬৪০০০ বৎসর হয়। এইরূপ হিসাবে কলিযুগের স্থিতি ১০০০ এক হাজার বৎসর এবং তাহার সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশের প্রত্যেকের স্থিতি কাল ১০০ দিব্য বৎসর করিয়া হয়। অতএব সর্বসমেৎ ১২০০ দিব্য বৎসর পর্য্যন্ত কলিযুগের স্থিতি জানিবে। অর্থাৎ মনুষ্যের বৎসর হিসাবে কলিযুগে ৪৩২০০০ বৎসর স্থিতি হয়। পূ র্বোক্ত চারিযুগ মিলিয়া ১২০০০ দিব্য বৎসরে এক দিব্য যুগ হইয়া থাকে যাহা মানুষ্যের গণনায় ৪৩২০০০০ (তেতাল্লিশ লক্ষ কুড়ি হাজার) বৎসর হয়। উপরোক্ত এক সহস্র দিব্য যুগে এক ব্রাহ্ম দিন এবং আর এক সহস্র দিব্য বর্ষে এক ব্রাহ্মরাত্রি হইয়া থাকে। অর্থাৎ ৪৩২০০০০০০ মনুষ্য বর্ষে এক সৃষ্টিকাল হইয়া থাকে।

দিব্য বর্ষ পরিমাণ দ্বাদশ সহস্র সংখ্যায় পরিগণিত পূ র্বোক্ত যুগকে একসপ্ততি গুণ করিলে যেরূপ (৮৫২০০০) হয়, ইহাকে এক মন্বন্তর বলে। এইরূপে পরম পিতা পরমেশ্বর অসংখ্য মন্বন্তর যাহা অনেকবার অতীত হইয়াগিয়াছে, এবং ভবিষ্যতেও হইবে, তিনি তা সহজ ভাবে পুনঃপুনঃ সৃষ্টি ও প্রলয় করিয়া থাকেন।[১]

কালের পরিমাণ সুগমতার সহিত জানিবার জন্য ব্রাহ্মদিন ও ব্রাহ্মরাত্রি সংজ্ঞা করা হইয়াছে, যদ্দ্বারা মনুষ্য সহজে বেদোৎপত্তি, সৃষ্টি ও প্রলয়ের গণনা করিতে সমর্থ হন। প্রত্যেক মন্বন্তরের পরিবর্ত্তনে সৃষ্টির কিছু কিছু নৈমিত্তিক গুণ বা স্বভাবের

পরিবর্ত্তন হয় এবং তজ্জন্যই মন্বন্তর সংজ্ঞা করা হইয়াছে। বর্ত্তমান সৃষ্টির কল্প ও প্রলয়ের বিকল্প সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে। উক্ত বর্ষের গণনা নিম্নলিখিত প্রকারে করা উচিত। (একং দশ শতংচৈব০)

এক (১)	দশ (১০)
শত (১০০)	সহস্র (১০০০)
দশ সহস্র (১০০০০)	লক্ষ (১০০০০০)
নিযুত (১০০০০০০)	কোটি (১০০০০০০০)
অ র্বুদ (১০০০০০০০০)	বৃন্দ (১০০০০০০০০০)
খ র্ব (১০০০০০০০০০০)	নিখ র্ব (১০০০০০০০০০০০)
শংখ (১০০০০০০০০০০০০)	পদ্ম (১০০০০০০০০০০০০০)
সাগর (১০০০০০০০০০০০০০০)	অন্ত্য (১০০০০০০০০০০০০০০০)
মধ্য (১০০০০০০০০০০০০০০০০)	পরার্দ্ধ (১০০০০০০০০০০০০০০০০০)

এইরূপ দশ দশ গুণ বৃদ্ধি করিয়া সূর্য্য সিদ্ধান্তাদি শাস্ত্রানুসারে গণনা করা হইয়াছে। (*)

(সহস্রস্য প্র০) সমস্ত সংসারের সহস্র সংজ্ঞা হইয়া থাকে এবং পূ র্বোক্ত ব্রাহ্মদিন ও ব্রাহ্মরাত্রিকে সহস্র সংজ্ঞা দেওয়া যায়। এজন্য হে পরমেশ্বর ! আপনি এই সহস্র চতুর্যুগী দিন ও রাত্রির পরিমাণ কর্ত্তা অর্থাৎ নির্ম্মাণকারী। ইহাই মন্ত্রের সামান্যার্থ। এইরূপেই আর্য্যগণ জ্যোতিষ শাস্ত্রে যথাবৎ বর্ষের সংখ্যা গণনা করিয়াছেন এবং তাহারা সৃষ্টির উৎপত্তি কাল হইতে আজ পর্য্যন্ত এক এক দিবস গণনা করিয়া ক্ষণ হইতে কল্পান্ত পর্য্যন্ত কালের গণনা গণিত বিদ্যা দ্বারা প্রসার করিয়া আসিতেছেন। অর্থাৎ আমরা পরম্পরানুসারে শুনিয়া ও অন্যকে শুনাইয়া লিখিয়া ও লিখাইয়া এবং স্বয়ং পাঠ করিয়া ও অপরকে পাঠ করাইয়া আজ পর্য্যন্ত কালের সময়ের সংখ্যা গণনা করিয়া আসিতেছি। এইরূপ সৃষ্টি ও বেদোৎপত্তি বিষয়ের বর্ষ গণনার ব্যবস্থা সকলের গ্রহণ যোগ্য। মনুষ্যমাত্রেরই ইহা স্বীকার ও গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। যেহেতু আর্য্যগণ প্রতিদিন ওঁ তৎ সৎ পরমাত্মার এই তিন শ্রেষ্ঠ নাম প্রথমে উচ্চারণ করিয়া প্রত্যেক কার্য্যারম্ভে ও পরমেশ্বরের নিত্য স্তুতি প্রার্থনা করিয়া থাকেন। যেহেতু তাঁহার কৃপায় আমরা সুখের সহিত পরমাত্মার সৃষ্টিতে বর্ত্তমান রহিয়াছি এবং ইহা যেন প্রতি দিনের জমা খরচের খাতার মত লিখিত পঠিত করিয়া চলিয়া আসিতেছে। পূ র্বোক্ত ব্রাহ্মদিনের দ্বিতীয় প্রহরের পর মধ্যাহ্নের নিকট ঐ ব্রাহ্মদিবস আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে এবং যত দিন এখনও বৈবস্বত মনুর ভোগ বাকী আছে, তত দিনই মধ্যাহ্ন পূর্ণ হইতে বাকী রহিয়াছে। এজন্য লেখা আছে – শ্রী ব্রহ্মণো দ্বিতীয়ে প্রহরার্দ্ধে বৈবস্বত মন্বন্তরে

* কোথাও কোথাও এই সংখ্যাকে ১৯ (উনিশ) অঙ্ক পর্য্যন্ত গণনা করা হয়, সেইরূপ এখানেও জানিবে।

অষ্টাবিংশতিতমে কলিযুগে কলি প্রথম চরণে ইত্যাদি অর্থাৎ সম্প্রতি বৈবস্বত মন্বন্তর বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই মন্বন্তরে অষ্টাবিংশতি কলির প্রথম চরণের ভোগ হইতেছে, তৎপর অমুক বর্ষ, ঋতু, অয়ন্ মাস, পক্ষ, দিবস, নক্ষত্র, মহূর্ত্ত, লগ্ন ও পলাদিতে আমি অমুক কার্য্য করিতেছি, এরূপ সংকল্প বাক্য আমরা আবাল বৃদ্ধ বণিতা সকলেই বলিয়া থাকি। যেরূপ ১৮৩৩ বিক্রমাব্দে ফাল্গুন মাসে কৃষ্ণপক্ষে ষষ্টি তিথিতে শনি বাসরে চতুর্থ প্রহরের আরম্ভে এই বিষয়ে আমি লিখিতেছি, সেইরূপে সমস্ত ব্যবহার আবাল বৃদ্ধ বনিতাগণ করিয়া ও জ্ঞাত হইয়া আসিতেছেন। অথবা যেরূপ জমাখরচের খাতায় আমরা মিতি (শুক্ল পক্ষের বা কৃষ্ণ পক্ষের তিথি) লিখিয়া থাকি। তদ্রূপ মাস ও বর্ষের হ্রাস ও বৃদ্ধি করিয়া আসিতেছি। এইরূপে আর্যগণ পঞ্জিকাতেও বর্ষ, মাস ও দিবস লিখিয়া আসিতেছেন এবং এই ইতিহাসই আজ পর্য্যন্ত সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তে একভাবে ঐক্যতার সহিত বর্ত্তমান রহিয়াছে। সকল পুস্তকেই এক প্রকারই (অর্থাৎ বিরোধ রহিত) লেখা আছে দেখা যায়। এবিষয়ে কোথাও বিরোধ দৃষ্ট হয় না। এজন্য ইহাকে কেহই অন্যথা করিতে সমর্থ হইতে পারেন না। কারণ যদি সৃষ্টির উৎপত্তি কাল হইতে আজ পর্য্যন্ত ক্রমাগত এবিষয়ের যথার্থ গণনা করিয়া লিখিয়া না আসিতেন, তাহা হইলে ও বিষয়ের গণনার হিসাব আর্য্যগণের অবগতি নিশ্চয়ই সুকঠিন হইত, অন্য মনুষ্য সম্বন্ধে কোন কথাই নাই এবং ইহা দ্বারা আরও সিদ্ধ হয় যে, সৃষ্টির আরম্ভ হইতে আজ পর্য্যন্ত কেবল আর্য্যগণই বিদ্বান ও সুসভ্য হইয়া চলিয়া আসিতেছেন। যখন জৈন ও মুসলমানগণ এদেশের ইতিহাসও বিদ্যাযুক্ত পুস্তকের নাশ করিতে আরম্ভ করিলেন, তখনই আর্য্যগণ সৃষ্টি গণনার ইতিহাস কন্ঠস্থ করিয়া লইলেন। যে যে জ্যোতিষ শাস্ত্রের পুস্তক (ভাগ্যক্রমে) নষ্ট না হইয়া বাঁচিয়া গিয়াছে, তদনুসারেও যে বার্ষিক পঞ্চাঙ্গ পত্র (পঞ্জিকা) প্রস্তুত করা হয়, তহাতেও এক মিতি হইতে পরস্পর অপর মিতির বিষয়ে ঐক্যতার সহিত লিখিত হইয়া আসিতেছে। অতএব এবিষয়ে কেহ অন্যথা করিতে পারেন না। ইহার দ্বারা কি সিদ্ধ হইল ? ইহার দ্বারা এই সিদ্ধ হইতেছে যে যাহারা, নিজ নিজ ভাষায় বেদের অন্যরূপভাষ্য করিয়াছেন তাহাদিগের সকলের ভাষ্য ভ্রমার্থক। কারণ পূর্বেই লিখিয়াছি যে, যে পর্য্যন্ত এক চতুর্যুগী ব্যতীত না হইবে তাবৎ কাল পর্য্যন্ত ঈশ্বরোক্ত বেদ শাস্ত্র জগত ও মানবজাতি আদি সমস্ত সৃষ্টিই ঈশ্বরানুগ্রহে বর্ত্তমান থাকিবে। পূর্বাপর কালের যথাবৎ প্রমান যাহাতে সকলে বিদিত হন এবং সৃষ্টির উৎপত্তিও প্রলয় এবং বেদোৎপত্তি কালের বর্ষ গণনায় যাহাতে কোন প্রকারে ভ্রম না হয়, তজ্জন্যই এইরূপ ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। অতএব একার্য্য অত্যন্ত উত্তম হইয়াছে। সকলেরই এই ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত অবগত হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। বড়ই দুঃখের বিষয় যে, স্বার্থী লোকেরা এরূপ উত্তম বিষয়কে

অর্থোপার্জনের জন্য বিকৃত করিয়া রাখিয়াছেন। এবং নষ্ট হইতে দেন নাই, ইহা অবশ্যই আনন্দের বিষয়, সন্দেহ নাই। চারি যুগের চারি প্রকার ভেদ ও বর্ষের হ্রাস ও বৃদ্ধির সংখ্যা কী জন্য হইয়াছে, ইহার ব্যাখ্যা পরে লিখিত হইবে। তাহা এখানে অপ্রসঙ্গ হেতু লিখিলাম না।

এতাবতা কথনেনৈবাধ্যাপকৈর্বিলসন মোক্ষমূলরাদ্যভিধৈর্যূরোপাখ্যখণ্ডস্থৈর্মনুষ্য-রচিতো বেদেऽস্তি, শ্রুতিনাস্তীতি য়দুক্তং, য়চ্চোক্তং চতুর্বিংশতিরেকোনত্রিংশৎ ত্রিংশদেকত্রিংশচ্চ শতাণি বর্ষাণি বেদোৎপত্তৌ ব্যতীতানীতি, তৎসর্বং ভ্রমমূলমস্তীতি বেদ্যম্। তথৈব প্রাকৃতভাষায়া ব্যাখ্যানকারিভিরপ্যেবমুক্তং তদপি ভ্রান্তমেবাস্তীতি চ।

।। ইতি বেদোৎপত্তি বিচারঃ।।

।। ভাষার্থ।।

পূর্বোক্ত ভাষ্য দ্বারা অধ্যাপক উইলসন সাহেব ও মোক্ষমূলাদি ইউরোপীয় বিদ্বানগণ বলিয়াছেন, যে বেদ মনুষ্য রচিত, শ্রুতি নহে; তাহাদের একথা বাস্তবিক সত্য নহে। পুনরায় বেদের উৎপত্তি বিষয়ে কেহ ২৪০০ বৎসর, কেহ বা ২৯০০ বৎসর, কেহ বা ৩০০০ বৎসর, কেহ বা ৩১০০ বৎসর হইয়াছে বলিয়া থাকেন, কিন্তু এ সমস্ত কথাগুলি মিথ্যা ও ভ্রমার্থক জানিবে। কারণ এই সকল লোকেরা আমাদিগের (আর্য্যদিগের) নিত্য প্রতি দিনচর্য্যার (পঞ্জিকা) লিখা অথবা সংকল্প পঠনবিদ্যার যথাবৎ প্রমাণগ্রহণ বা বিচার করেন নাই। কারণ যদি তাঁহারা এই সামান্য বিষয় বিচার করিতেন বা জানিতেন, তবে তাঁহাদিগের এরূপ ভ্রম কদাপি ঘটিতে পারিত না। এজন্য ইহা অবশ্য জ্ঞাতব্য যে, বেদের উৎপত্তি পরমশ্বের হইতে হইয়াছে এবং ইতিপূর্বে যত বৎসর গণনা করা হইয়াছে, তত বৎসরই বেদের ও জগতের উৎপত্তিৎতে ব্যতীত হইয়াছে। ইহা হইতে প্রতিপন্ন হইল যে, যাঁহারা তাঁহাদের নিজ দেশীয় ভাষায় অন্য ব্যাখান বেদ সম্বন্ধে করিয়াছেন, উহা মিথ্যা। আমরা যেমন প্রথমে লিখিয়াছি যে, যতদিন পর্য্যন্ত এক সহস্র চতুর্যুগী ব্যতীত না হইবে ততদিন পর্য্যন্ত ঈশ্বরোক্ত বেদের পুস্তক, এই জগৎ এবং আমরা সকল মনুষ্যগণ ঈশ্বরের অনুগ্রহে বর্ত্তমান থাকিব।

ইতি বেদোৎপত্তি বিচারঃ।

অথ বেদানাং নিত্যত্ববিচারঃ

ঈশ্বরস্য সকাশাদ্বেদানামুৎপত্তৌ সত্যাং স্বতো নিত্যত্বমেব ভবতি, তস্য সর্বসামর্থ্যস্য নিত্যত্ত্বাৎ ।

।। ভাষার্থ।।

এখন বেদের নিত্যত্ব বিচার করা হইতেছে। পরমেশ্বরের যাবতীয় সামর্থ নিত্য এবং এই বেদ পরমেশ্বর হইতেই উৎপন্ন বলিয়াই উহাও স্বতঃ নিত্য স্বরূপ।

অত্র কেচিদাহুঃ–ন বেদানাং শব্দময়ত্বান্নিত্যত্বং সম্ভবতি। শব্দোনিত্যঃ কার্য্যত্বাৎ। ঘটবৎ। য়থা ঘটঃ কৃতোऽস্তি তথা শব্দোऽপি। তস্মাচ্ছব্দানিত্যত্বে বেদানামপ্যনিত্যত্বং স্বীকার্য্যম্।

মৈবং মন্যতাম্। শব্দো দ্বিবিধো নিত্যকার্য়ভেদাৎ। য়ে পরমাত্মজ্ঞানস্থাঃ শব্দার্থসম্বন্ধাঃ সন্তি তে নিত্যা ভবিতুমর্হন্তি। য়েऽস্মদাদীনাং বর্ত্তন্তে তে তু কার্য্যাশ্চ। কুতঃ ? য়স্য জ্ঞানক্রিয়ে নিত্যে স্বভাবসিদ্ধে অনাদি স্তস্তস্য সর্ ং সামর্থ্যমপি নিত্যমেব ভবিতুমর্হতি। তদ্বিদ্যাময়ত্বাদ্বেদানামনিত্যত্বং নৈব ঘটতে।।

।। ভাষার্থ।।

প্রঃ – এ বিষয়ে কেহ কেহ এরূপ সংশয় করেন যে, বেদে শব্দ, ছন্দ, পদ ও বাক্যাদি যুক্ত থাকায় ইহারা কদাপি নিত্য হইতে পারে না। যেরূপ কেহ ঘট প্রস্তুত না করিলে, উহা স্বয়ং উৎপন্ন হইতে পারে না, সেই প্রকার শব্দময় বেদও ঘটের ন্যায় অবশ্যই কেহ উৎপন্ন করিয়া থাকিবেন, অর্থাৎ কাহারো দ্বারা উচ্চারিত বা রচিত না হইলে বেদ স্বয়ং উৎপন্ন হইতে পারে না। এজন্য বেদের উৎপন্ন হইবার পূ র্বেও উহার অস্তিত্ব ছিল না ও প্রলয়ান্তেও থাকিবে না। অতএব বেদকে নিত্য বলিয়া জ্ঞান করা সঙ্গত নহে ?

উঃ – এরূপ বলা আপনার সঙ্গত হইতে পারে না, যেহেতু শব্দ দুই প্রকার–যথা নিত্য ও কার্য্য। যে সকল শব্দার্থ সম্বন্ধ পরমাত্মার জ্ঞানেস্থিত আছে, সে সমস্তই নিত্য এবং যে সকল শব্দ আমাদিগের কল্পনা হইতে উৎপন্ন হয় বা হইয়াছে, তাহা কার্যরূপ হওয়ায় নিত্য নহে। যাঁহার জ্ঞান ও ক্রিয়া স্বভাবসিদ্ধ, নিত্য ও অনাদি, তাঁহার সকল সামর্থই নিত্য হইয়া থাকে। অতএব বেদ ঈশ্বরের বিদ্যা স্বরূপ হওয়ায়, ইহা স র্বদাই নিত্য স্বরূপ। যেহেতু ঈশ্বরের বিদ্যা কদাপি অনিত্য হইতে পারে না।

কিং চ ভোঃ ! সর্বস্যাস্য জগতো বিভাগং প্রাপ্তস্য কারণরূপস্থিতৌ সর্বস্থূল কার্যাভাবে পঠনপাঠন পুস্তকানামভাবাৎকথং বেদানাং নিত্যত্বং স্বীক্রিয়তে ?

অত্রোচ্যতে–ইদং তু পুস্তকপত্রমসীপদার্থাদিষু ঘটতে, তথাস্মৎক্রিয়াপক্ষে চ, নেতরস্মিন্। অতঃ কারণাদীশ্বরবিদ্যাময়ত্বেন বেদানাং নিত্যত্বং বয়ং মন্যামহে। কিং চ, ন পঠনপাঠনপুস্তকানিত্যত্বে বেদানিত্যত্বং জায়তে। তেষামীশ্বরজ্ঞানেন সহ সদৈব বিদ্যমানত্বাৎ। য়থাস্মিনকল্পে বেদেষু শব্দাক্ষরার্থসম্বন্ধাঃ সন্তি তথৈব পূর্বমাসন্নগ্রে ভবিষ্যন্তি চ। কুতঃ, ঈশ্বরবিদ্যায়া নিত্যত্বাদব্যভিচারিত্বাচ্চ। অত এবেদমুক্তমৃগ্বেদে–সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা য়থাপূর্বমকল্পয়ৎ ইতি। (ঋ০ ১০।১৯০।৩)।।

অস্যায়মর্থঃ – সূর্য্যচন্দ্রগ্রহণমূপলক্ষণার্থং, য়থা পূ র্বকল্পে সূর্য্যচন্দ্রাদিরচনং তস্য জ্ঞানমধ্যে হ্যাসীত্তথৈব তেনাস্মিন্‌কল্পেঽপি রচনং কৃতমস্তীতি বিজ্ঞায়তে। কুতঃ ? ঈশ্বরজ্ঞানস্য বৃদ্ধিক্ষয়বিপর্য়য়াভাবাৎ। এবং বেদস্বপি স্বীকার্য়্যং, বেদানাং তেনৈব স্ববিদ্যাতঃ সৃষ্টত্বাৎ।

।। ভাষার্থ।।

প্রঃ – যখন সমস্ত জগতের পরমাণু পৃথক্ হইয়া কারণরূপে পরিণত হয়, তখন কার্য্যরূপ সমস্ত স্থুল জগতের অভাব হইয়া থাকে। এজন্য উক্ত সময়ে বেদ পুস্তকাদিরও অবশ্যই অভাব হয়। অতএব বেদকে কীজন্য নিত্য বলিয়া স্বীকার করেন ?

উঃ – ইহা পুস্তক, পত্র, মসি এবং অক্ষরাদি নির্ম্মাণ বা প্রস্তুত বিষয়ে ঘটিত পারে, এবং আমাদিগের কার্য্য ক্ষেত্রেও হইতে পারে কিন্তু বেদের পক্ষে (কদাপি) ঘটিতে পারে না। কারণ শব্দ, অর্থ ও সম্বন্ধ স্বরূপকেই বেদ বলে। ইহা মসিপাত্র, কাগজ ও অক্ষরাদির ন্যায় নির্মিত পদার্থ নহে। কারণ মসি ও লেখনীর ক্রিয়া মনুষ্য কৃত, এজন্য ইহারা অনিত্য। বেদ সদা ঈশ্বরের জ্ঞানে স্থিত থাকে বলিয়া আমরা উহাকে নিত্য বলিয়া স্বীকার করি। ইহার দ্বারা কী সিদ্ধ হইল ? সিদ্ধ হইল এই যে, বেদ বীজাঙ্কুরের ন্যায় ঈশ্বরের নিত্য জ্ঞানে সদা বিদ্যমান থাকে বলিয়া পঠন পাঠন ও পুস্তকাদির অনিত্যত্ব সিদ্ধ হইলেও বেদ প্রকাশিত হয় ও প্রলয়কালে জগতের অস্তিত্ব না থাকায় উহা (বেদ) পরমাত্মার নিত্যজ্ঞানে বিরাজিত থাকে।

যেরূপ বর্তমান কল্পে , শব্দ, অক্ষর, অর্থ ও সম্বন্ধ বেদে নিহিত আছে, তদ্রূপ পূর্ব কল্পেও ছিল এবং ভবিষ্যতেও থাকিবে। কারণ ঈশ্বরের বিদ্যা সদা নিত্য ও একরস। ইহার এক অক্ষরেরও বিপরীত ভাব কদাপি ঘটে না। এই বিষয়ে ঋগ্বেদের প্রমাণ (সূর্য় চন্দ্র০ ঋ০ ১০/১৯০/৩) যেরূপ পূর্ব কল্পে সূর্য চন্দ্রমাদির রচনা ঈশ্বরের জ্ঞানের মধ্যে বর্তমান ছিল সেই প্রকার এই কল্পেও তিনি সূর্য চন্দ্রমাদির রচনা করিয়াছেন। এজন্য চতুর্বেদ সংহিতায়, বর্তমান কালে শব্দ, অর্থ, সম্বন্ধ পদ ও অক্ষরাদি যেরূপে যেভাবে বিদ্যমান আছে ঐরূপ ক্রমযুক্ত সর্বদা বর্তমান থাকিবে,

যেহেতু ঈশ্বরের জ্ঞান নিত্য, ইহার কদাপি বৃদ্ধি, ক্ষয় এবং বৈপরীত্য হয় না এই জন্য বেদ ঐশ্বরীয় জ্ঞান হইতে উৎপন্ন প্রমাদশূন্য ও নিত্য বলিয়া স্বীকার করা সকলের কর্তব্য।

অত্র বেদানাং নিত্যত্বে ব্যাকরণশাস্ত্রাদীনাং সাক্ষ্যর্থং প্রমাণানি লিখ্যন্তে। তত্রাহ মহাভাষ্যকারঃ পতঞ্জলিমুনিঃ – 'নিত্যাঃ শব্দা নিত্যেষু শব্দেষু কূটস্থৈরবিচালিভির্বর্ণৈ—ভবিতব্যমনপায়োপজনবিকারিভিরিতি।'

ইদং বচনং প্রথমাহ্নিকমারভ্য বহুষু স্থলেষু ব্যাকরণমহাভাষ্যেঽস্তি। তথা –

'শ্রোত্রোপলব্ধির্বুদ্ধিনির্গ্রাহ্যঃ প্রয়োগেণাভিজ্বলিত আকাশদেশঃ শব্দঃ।'

ইদম্ 'অইউণ্' সূত্রভাষ্যে চোক্তমিতি। অস্যায়মর্থঃ–বৈদিকা লৌকিকাশ্চ সর্বে শব্দা নিত্যাঃ সন্তি। কুতঃ ? শব্দানাং মধ্যে কূটস্থা বিনাশরহিতা অচলা অনপায়া অনুপজনা অবিকারিণো বর্ণাঃ সন্ত্যতঃ। অপায়ো লোপো নিবৃত্তিরগ্রহণম্, উপজন আগমঃ, বিকার আদেশঃ, এতে ন বিদ্যন্তে য়েষু শব্দেষু তস্মান্নিত্যাঃ শব্দাঃ।

।। ভাষার্থ।।

এক্ষণে বেদের নিত্যত্ব বিষয়ে ব্যাকরণাদি শাস্ত্রের প্রমাণ লিখিত হইতেছে। ব্যাকরণ শাস্ত্র (যাহা মূল সংস্কৃত এবং অন্যান্য ভাষার শব্দ বিষয়ে সর্বাপেক্ষা মুখ্য প্রমাণ) তাহার প্রণেতা মহামুনি পাণিনি এবং পতঞ্জলির মত এই যে, শব্দ নিত্য। কারণ শব্দে যে সকল অক্ষরাদি অবয়ব আছে, তাহা সমস্ত কূটস্থ অর্থাৎ বিনাশ রহিত এবং পূর্বাপর অবিচলিত ও বিকার রহিত। শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারা শ্রুত হইয়া যাহা গৃহীত হয় এবং বাগেন্দ্রিয়ের দ্বারা উচ্চারণে যাহা প্রকাশিত হইয়া থাকে ও যাহার নিবাসস্থান আকাশ তাহাকেই শব্দ বলা হয়। এজন্য বৈদিক বা বেদোক্ত শব্দ ও যে শব্দ বেদ হইতে মনুষ্য ব্যবহারে আনিয়াছে, যাহাকে লৌকিক শব্দ বলে, এই উভয় প্রকার শব্দকেই নিত্য বলিয়া জানিবে। কারণ শব্দ সকলের মধ্যে সমস্ত বর্ণগুলিই বিনাশ রহিত ও অচল এবং ইহাতে লোপ আগম ও বিকার ঘটে না বলিয়া পূর্বোক্ত শব্দ নিত্য।

ননু গণপাঠাষ্টাধ্যায়ীমহাভাষ্যেষ্বপায়াদয়ো বিধীয়ন্তে, পুনরেতৎ কথং সংগচ্ছতে ? ইত্যেবং প্রাপ্তে ব্রূতে মহাভাষ্যকারঃ – 'সর্বে সর্বপদাদেশা দাক্ষীপুত্রস্য পাণিনেঃ।

একদেশবিকারে হি নিত্যত্বং নোপপদ্যতে।।১।।' (মহা০অ০১।পা০১।আ০৫)

'দাধা ঘ্বদাপ্' ইত্যস্য সূত্রস্যোপরি মহাভাষ্যবচনম্। অস্যায়মর্থঃ–

সর্বে সংঘাতাঃ সর্বেষাং পদানাং স্থান আদেশা ভবন্তি। অর্থাচ্ছব্দসংঘাতান্তরাণাং স্থানেষ্বন্যে শব্দসংঘাতাঃ প্রযুজ্যন্তে। তদ্যথা–বেদপার। গম্। ড। সুঁ ভূ। শপ্। তিপ্। ইত্যেতস্য বাক্য সমুদায়স্য স্থানে 'বেদপারগোঽভবদিতীদং সমুদায়ান্তরং প্রযুজ্যতে। অস্মিন্ প্রযুক্তসমুদায়ে 'গম্ ড সুঁ শপ্ তিপ্' ইত্যেতেষাম্ অম্ ড্ উঁশ্ প্ ই প্

ইত্যেতেऽপয়ন্তীতি কেষাংচিদ্ বুদ্ধির্ভবতি সা ভ্রমমূলৈবাস্তি। কুতঃ ? শব্দানামেকদেশবিকারে চ ইত্যুপলক্ষণাৎ । নৈব শব্দ স্যৈকদেশাপায় একদেশোপজন একদেশ বিকারিণি সতি দাক্ষীপুত্রস্য পাণিনেরাচার্য্যস্য মতে শব্দানাং নিত্যত্বমুপপন্নং ভবত্যতঃ । তথৈবাডাগমো, ভূ ইত্যস্য স্থানে ভো ইতি বিকারে চৈবং সংগতিঃ কার্য়্যেতি ।

(শ্রোত্রোপলব্ধিরিতি) শ্রোত্রেন্দ্রিয়েণ জ্ঞানং য়স্য, বুদ্ধ্যা নিতরাং গ্রহীতুং য়োগ্য, উচ্চারণেনাভিপ্রকাশিতো য়ো য়স্যাকাশো দেশোऽধিকরণং বর্ত্ততে, স শব্দো ভবতীতি বোধ্যম্ । অনেন শব্দলক্ষণেনাপি শব্দো নিত্য এবাস্তীত্যবগম্যতে । কথম্ ? উচ্চারণশ্রবণাদিপ্রযত্নক্রিয়ায়াঃ ক্ষণপ্র বংসিত্বাৎ । 'একৈকবর্ণবর্ত্তিনী বাক্' ইতি মহাভাষ্যপ্রামাণ্যাৎ । প্রতিবর্ণং বাক্‌ক্রিয়া (বি) পরিণমতে, অতস্তস্যা এবানিত্যত্বং গম্যতে, ন চ শব্দস্যেতি ।

। । ভাষার্থ । ।

প্রঃ – গণপাঠ অষ্টাধ্যায়ী ও মহাভাষ্যে অক্ষরের লোপ, আগম ও বিকারাদির বিধান আছে । অতএব শব্দের নিত্যত্ব কী প্রকারে সিদ্ধ হইতে পারে ?

এই প্রশ্নের উত্তরে মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি মুনি এরূপ বলিয়াছেন–শব্দের সমুদায়ের স্থানে অন্য শব্দের সমুদায়ের প্রয়োগ মাত্র হয় । যেমন 'বেদপার গম্ ড সূঁ ভূ শপ্ তিপ্ এই পদসমুদায় বাক্যের স্থানে ' অন্য ''বেদপারগোऽভবৎ '' এই সমুদায়ান্তরের প্রযোগ হয় । অতএব যাহার বুদ্ধির ভ্রম ঘটিয়াছে তাহারই এস্থলে অম্ ড্ উঁ শ্ প্ ই প্ ইহাদিগের নিবৃত্তি বা লোপ হয়, এরূপ জ্ঞান হয় । যেহেতু শব্দ সমুদায়ের স্থানে, অন্য শব্দ সমুদায়ের কেবল প্রয়োগ হইয়া থাকে । ইহাই দাক্ষী মুনির পুত্র অষ্টাধ্যায়ী আদি পুস্তক রচয়িতা পাণিনী মুনির মত । উচ্চারণও শ্রবণাদি রূপ আমাদিগের ক্রিয়া যদিও অনিত্য ও ক্ষণভঙ্গুর, কিন্তু তজ্জন্য শব্দ অনিত্য হইতে পারে না । কারণ আমাদিগের (ক্রিয়ারূপ) বাণীর প্রতিবর্ণে অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয় এজন্য তাহা অনিত্য, কিন্তু শব্দ অখণ্ড ও এক রস বলিয়া তাহা নিত্য ।

ননু চ ভোঃ । শব্দোऽপ্যুপরতাগতো ভবতি । উচ্চারিত উপাগচ্ছতি, অনুচ্চারিতোऽনাগতো ভবতি, বাক্‌ক্রিয়াবৎ । পুনস্তস্য কথং নিত্যত্ব ভবেৎ ?

অত্রোচ্যতে – নাকাশবৎ পূ র্বস্থিতস্য শব্দস্য সাধনাভাবাদভিব্যক্তির্ভবতি, কিন্তু তস্য প্রাণ বাক্‌ক্রিয়াভিব্যক্তিশ্চ । তদ্যথা, গৌরিত্যত্র য়াবদ্বাগকারেऽস্তি, ন তাবদৌকারে, য়াবদৌকারে ন তাবদ্বিসর্জনীয়ে । এবং বাক্‌ক্রিয়োচ্চারণস্যাপায়োপজনৌ ভবতঃ, ন চ শব্দস্যাখণ্ডৈকরসস্য, তস্য সর্বত্রোপলব্ধত্বাৎ । য়ত্র খলু, বায়ুবাক্‌ক্রিয়ে ন ভবতস্তত্রোচ্চারণশ্রবণে অপি ন ভবতঃ । অতঃ শব্দস্ত্বাকাশবদেব সদা নিতেऽস্তীত্যাদি ব্যাকরণমতেন সর্বেষাং শব্দানাং নিত্যত্বমস্তি, কিমুত বৈদিকানামিতি ।

।। ভাষার্থ ।।

প্রঃ – যেহেতু শব্দ উচ্চারণ ক্রিয়ার পশ্চাৎ নষ্ট হইয়া যায়, এবং উচ্চারণের পূর্বেও শ্রুত হয় না, (এজন্য) যেরূপ উচ্চারণ ক্রিয়া অনিত্য, তদ্রূপ শব্দও অনিত্য হইতে পারে। অতএব শব্দকে কীজন্য নিত্য বলিয়া স্বীকার করেন ?

উঃ – আকাশের ন্যায় শব্দ সর্বত্র একরস ও পূর্ণ, পরন্তু যে সময় উচ্চারণ ক্রিয়ার অভাব হয়, তখন ইহা শ্রুতিগোচর হয় না। যখন প্রাণ ও বাগেন্দ্রিয়ের ক্রিয়া দ্বারা শব্দ উচ্চারণ করা যায়, তখনই শব্দের প্রসিদ্ধি হইয়া থাকে। যথা ''গৌ'' এই শব্দের উচ্চারণ কালে, যাবৎ উচ্চারণের ক্রিয়া গকারে থাকে, তাবৎ ঔকারে থাকেনাও যাবৎ ঔকারে থাকে, তাবৎ গকার ও বিসর্জনীয়ে অর্থাৎ বিসর্গে বর্ত্তমান থাকে না। এইরূপে বাণী বা উচ্চারণ ক্রিয়ার উৎপত্তি ও নাশ ঘটিয়া থাকে, পরন্তু শব্দের নাশ ঘটে না। যেহেতু শব্দ অখণ্ড, একরস ও সর্বত্র উপলব্ধ হয় বলিয়াই ইহা নিত্য। যাবৎ বায়ু ও বাগেন্দ্রিয়ের ক্রিয়া না হয়, তাবৎ শব্দের উচ্চারণ বা গ্রহণ করা যায় না। ইহার দ্বারা কী সিদ্ধ হইল ? ইহার দ্বারা এই সিদ্ধ হইল যে, আকাশের ন্যায় শব্দ নিত্য এবং ব্যাকরণ শাস্ত্রের মতে, যখন শব্দ মাত্রই নিত্য প্রমাণিত হইতেছে, তখন বৈদিক শব্দ সকল যে নিত্য তাহাতে আর শঙ্কা কী ? বিশেষতঃ, বৈদিক শব্দ সর্ব প্রকারেই নিত্য হইয়া থাকে।

এবং জৈমিনিমুনিনাপি শব্দস্য নিত্যত্বং প্রতিপাদিতম্ –

'নিত্যস্তু স্যাদ্দর্শনস্য পরার্থত্বাৎ।' পূর্বমীমাংসা। অ০ ১ পা০ ১ সূ০ ১৮

অস্যায়মর্থ ঃ– 'তু' শব্দেনানিত্যশংকা নিবার্য়তে। বিনাশরহিতত্বাচ্ছব্দো নিত্যোঽস্তি কস্মাৎ ? দর্শনস্য পরার্থত্বাৎ। দর্শনস্যোচ্চারণস্য পরস্যার্থস্য জ্ঞাপনার্থত্বাৎ, শব্দস্যানিত্যত্বং নৈব ভবতি। অন্যথাঽয়ং গোশব্দার্থোঽস্তীত্যভিজ্ঞাঽনিত্যেন শব্দেন ভবিতুময়োগ্যাস্তি। নিত্যত্বে সতি জ্ঞাপ্যজ্ঞাপকয়োর্বিদ্যমানত্বাৎ সর্বমেতৎ সংগতং স্যাৎ। অতশ্চৈকমেব গোশব্দং যুগপদনেকেষু স্থলেষ্বনেক উচ্চারকা উপলভন্তে। পুনঃ পুনস্তমেব চেতি। এবং জৈমিনিনা শব্দ নিত্যত্বেঽনেকে হেতবঃ প্রদর্শিতাঃ।

।। ভাষার্থ ।।

এইরূপ জৈমিনি মুনিও শব্দকে নিত্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। শব্দে যে অনিত্যের শঙ্কা উপস্থিত হয়, তাহা সূত্রস্থ ''তু'' শব্দের দ্বারা নিবারণ করিয়াছেন। তিনি বলেন শব্দ নিত্য অর্থাৎ সদা নাশ রহিত, কারণ উচ্চারণ ক্রিয়া দ্বারা যে শব্দ শ্রুত হওয়া যায়, তাহা উক্ত শব্দের অর্থ জ্ঞাত হইবার জন্যই হইয়া থাকে, অতএব শব্দ অনিত্য হইতে পারে না। কারণ শব্দের উচ্চারণ ক্রিয়া দ্বারা উক্ত শব্দেরই প্রত্যভিজ্ঞা অর্থাৎ ''ইহা সেই'' এরূপ জ্ঞান বা স্মরণ বিশেষ ঘটাইয়া দেয় এবং শ্রোত্র দ্বারা জ্ঞান মধ্যে উক্ত উচ্চারিত শব্দ স্থির থাকে। পুনরায় উক্ত শব্দের দ্বারাই শব্দার্থের

প্রতীতি হইয়া থাকে। যদি শব্দ অনিত্য হইত, তবে শব্দের অর্থ জ্ঞাত করাইতে কে সমর্থ হইত ? যেহেতু উচ্চারণ ক্রিয়ার পশ্চাৎ যখন সেই শব্দের অস্তিত্ব থাকে না। (অর্থাৎ উহা পরিলক্ষিত হয় না) তখন সেই শব্দের অর্থ বা অভিপ্রায়কে কে জ্ঞাত করাইতে সমর্থ হয় ? পুনরায় শব্দ নিত্য বলিয়াই অনেক পুরুষ এককালীন এক গোঃ (বা অপর যে কোন শব্দ হউক না কেন) শব্দের পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করিয়া থাকেন (বা করিতে সমর্থ হন)। শব্দ নিত্য না হইলে, উপরোক্ত ব্যবস্থা কদাপি ঘটিতে পারিত না। এই প্রকার ও অন্যান্য অনেক কারণ প্রদর্শন করিয়া জৈমিনি মুনি শব্দের নিত্যত্ব সিদ্ধ করিয়াছেন।

অন্যচ্চ বৈশেষিকসূত্রকারঃ কণাদমুনিরপ্যত্রাহ –

তদ্বচনাদাম্নায়স্য প্রামাণ্যম্। বৈশেষিকে অ০ ১ সূ০ ৩।।

অস্যায়মর্থ–তদ্বচনাত্তয়োর্দ্ধর্মেশ্বরয়োর্বচণাদ্ধর্ম্মস্যৈব কর্ত্তবতয়া প্রতিপাদনা-দীশ্বরেণৈবোক্তত্বাচ্চাম্নায়স্য বেদচতুষ্টয়স্য প্রামাণং সর্বৈর্নিত্যত্বেন স্বীকার্য্যম্।

।। ভাষার্থ।।

এ বিষয়ে বৈশেষিক সূত্রকার কণাদ মুনিও বলিয়াছেন – (তদ্বচনা০) বেদ ঈশ্বরোক্ত বলিয়াই ইহাতে সত্য বিদ্যা ও পক্ষপাত রহিত ধর্মের প্রতিপাদন আছে, অতএব বেদ চতুষ্টয়কে নিত্য বলিয়া স্বীকার করা মনুষ্যমাত্রেরই কর্ত্তব্য, কারণ যখন ঈশ্বর নিত্য, তখন তাহার নিত্যজ্ঞানস্বরূপ বেদও অবশ্যই নিত্য হইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই।

তথা স্বকীয়ন্যায়শাস্ত্রে গৌতমমুনিরপ্যত্রাহ–

'মন্ত্রায়ুর্বেদপ্রামাণ্যবচ্চ তৎপ্রামাণ্যমাপ্তপ্রামাণ্যাৎ।'

অ০ ২ আ০ ১ সূ০ ৬৭।। (ন্যায়)

অস্যায়মর্থঃ– তেষাং বেদানাং নিত্যানামীশ্বরোক্তানাং প্রামান্যং সর্বৈঃ স্বীকার্য্যম্। কুতঃ ? আপ্তপ্রামাণ্যাৎ। ধর্মাত্মভিঃ কপটছলাদি দোষরহিতৈর্দয়ালুভিঃ সত্যোপদেষ্টৃ-ভির্বিদ্যাপারগৈর্মহায়োগিভিঃ সর্বৈর্ব্রহ্মাদিভিরাপ্তৈ র্বেদানাং প্রামাণ্যং স্বীকৃতমতঃ। কিংবৎ ? মন্ত্রায়ুর্বেদপ্রামাণ্যবৎ। য়থা সত্যপদার্থবিদ্যাপ্রকাশকানাং মন্ত্রাণাং বিচারাণাং সত্যত্বেন প্রাণান্যং ভবতি, য়থা চায়ুর্বেদোক্তস্যৈক দেশোক্তৌষধসেবনেন রোগনিবৃত্যা তদ্ভিন্নস্যাপি ভাগস্য তাদৃশস্য প্রামাণং ভবতি, তথা বেদোক্তার্থ- স্যৈকদেশপ্রত্যক্ষেণে-তরস্যাদৃষ্টার্থবিষয়স্য বেদভাগস্যাপি প্রামাণ্যমঙ্গীকার্য্যম্।

এতৎসূত্রস্যোপরি ভাষ্যকারেণ বাৎস্যায়নমুনিনাপ্যেবং প্রতিপাদিতম্ –

''দ্রষ্টৃপ্রবক্তৃসামান্যাচ্চানুমানম্। য়ু এবাপ্তা বেদার্থানাং দ্রষ্টারঃ প্রবক্তারশ্চ ত এবায়ুর্বেদ

প্রভৃতীনামিত্যায়ুর্বেদপ্রামাণ্যবদ্বেদপ্রামাণ্যমনুমাতব্যমিতি। নিত্যত্বাদ্বেদবাক্যানাং প্রমাণত্বে তৎপ্রামাণ্যমাপ্তপ্রামাণ্যাদিত্যুক্তম্।''

অস্যায়মভিপ্রায়ঃ–য়থাপ্তোপদেশস্য শব্দস্য প্রামাণ্যং ভবতি তথা সর্বথাপ্তেনেশ্বরেণোক্তানাং বেদানাং সর্বৈরাপ্তৈঃ প্রামাণ্যেনাঙ্গীকৃতত্বাদ্বেদাঃ প্রমাণমিতি বোধ্যম্। অত ঈশ্বরবিদ্যাময়ত্বাদ্বেদানাং নিত্যত্বমেবোপপন্নং ভবতীতি দিক্।

।। ভাষার্থ।।

এইরূপ ন্যায়শাস্ত্রে গোতম মুনিও শব্দকে নিত্য বলিয়াছেন–(মন্ত্রায়ু০) বেদকে নিত্য বলিয়াই স্বীকার করা কর্ত্তব্য, কারণ সৃষ্টির আদি হইতে আজ পর্যন্ত ব্রহ্মাদি যত আপ্ত পুরুষ জন্ম গ্রহণ করিয়া আসিয়াছেন তাঁহারা সকলেই বেদকে নিত্য বলিয়াই স্বীকার করিয়া থাকেন। আপ্তগণের প্রমাণ অবশ্যই স্বীকার্য্য। যেহেতু যে ধর্মাত্মা কপট ছলাদি দোষরহিত, সমস্ত সত্যবিদ্যাযুক্ত ও মহাযোগী পুরুষ. যিনি সকল মনুষ্যের সুখবৃদ্ধির হেতু নিঃস্বার্থে সত্যোপদেশ করিয়া থাকেন, যাঁহাতে লেশমাত্রও পক্ষপাত বা মিথ্যাচার নাই, এরূপ লোককেই আপ্ত বলা হয়। এবং এইরূপ আপ্ত পুরুষেরাই বেদশাস্ত্রকে নিত্যগুণযুক্ত বলিয়া প্রমাণ করিয়াছেন। এই সমস্ত আপ্তপুরুষরাই আয়ুর্বেদশাস্ত্রের প্রণয়ণ কর্ত্তা। আয়ুর্বেদের এক স্থানোক্ত ঔষধ ও পথ্যাদি সেবন দ্বারা রোগ নিবৃত্তি হইলে সুখোদয় হয় ও তজ্জন্য উহার অপর ভাগেরও প্রমাণিকতা স্বীকার করা যায়, তদ্রূপ সকল মনুষ্যের বেদোক্ত অর্থের প্রত্যক্ষ দ্বারা, তদ্ভিন্ন অন্যান্য (অদৃষ্টার্থ) ভাগের ও প্রামাণিকতা স্বীকার করা উচিত। বেদের এক স্থানের লিখিত বাক্যের অর্থ সত্য স্বরূপ বিদিত হইলে তদ্ভিন্ন বেদের অপরাপর যে সকল ভাগ বা অংশ আছে, যাহার অর্থ প্রত্যক্ষীভূত হয় নাই, তাহাকেও সত্য ও নিত্য বলিয়া অবশ্য গ্রহণ করা উচিত। যেহেতু আপ্তপুরুষদিগের উপদেশ কদাপি মিথ্যা হইতে পারে না।

উপরোক্ত ন্যায়সূত্রের ভাষ্যে বাৎসায়ণ মুনি বেদ নিত্য সম্বন্ধে স্পষ্ট প্রতিপাদন করিয়াছেন যে, আপ্তগণই বেদের সত্যার্থ স্বয়ং দর্শন ও অপরকে দর্শন করাইয়া থাকেন। যে সকল আপ্তগণ বেদশাস্ত্রের দ্রষ্টা ও প্রবক্তা, তাঁহারাই আয়ুর্বেদাদির রচয়িতা। অতএব ''যেরূপ ইহাদিগের কথিত বা লিখিত আয়ুর্বেদ শাস্ত্র সত্য ও প্রমাণীয়, তদ্রূপ বেদশাস্ত্র নিত্য,'' তাঁহাদিগের এরূপ কথন ও ব্যবহার অবশ্যই বিশ্বাস যোগ্য ও সত্য বলিয়া সকলেরই স্বীকার করা কর্ত্তব্য। পুনরায় যেরূপ আপ্তোপদেশ বা আপ্তবচন প্রমাণ স্বরূপ হইয়া থাকে, সেইরূপ আপ্তগণেরও গুরু স্বরূপ সেই পরমাপ্ত পরমেশ্বরের কৃত অর্থাৎ ঐশ্বরিক বিদ্যা বলিয়া বেদের নিত্যত্বের প্রমাণ অবশ্য যুক্তিযুক্ত হইতেছে।

অত্র বিষয়ে যোগশাস্ত্রে পতঞ্জলিমুনিরপ্যাহ –
'স এষ পূর্বেষামপি গুরুঃ কালেনানবচ্ছেদাৎ ।'

পাতঞ্জলযোগশাস্ত্রে অ০ ১ । পা০ ১ । সূ০ ২৬ ।।

য়ঃ পূর্বেষাং সৃষ্ট্যাদাবুৎপন্নানামগ্নিবায়্বাদিত্যাঙ্গিরোব্রহ্মাদীনাং প্রাচীনানামস্মদাদীনামিদানীন্তনানামগ্রে ভবিষ্যতাং চ সর্বেষামেষ ঈশ্বর এব গুরুরস্তি। গৃণাতি বেদদ্বারোপদিশতি সত্যানর্থান্ স 'গুরুঃ'। স চ সর্বদা নিত্যোঽস্তি, তত্র কালগতেরপ্রচারত্বাৎ। ন স ঈশ্বরো হ্যবিদ্যাদিক্লেশৈঃ পাপকর্মভিস্তদ্বাসনয়া চ কদাচিদ্যুক্তো ভবতি। য়স্মিন্ নিরতিশয়ং নিত্যং স্বাভাবিকং জ্ঞানমস্তি তদুক্তত্বাদ্বেদানামপি সত্যার্থবত্বনিত্যত্বে বেদ্যে ইতি।

।। ভাষার্থ ।।

বেদের নিত্যত্ব বিষয়ে যোগশাস্ত্র প্রণেতা পতঞ্জলি মুনিও বেদকে নিত্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। যথা (স এষ০) অর্থাৎ অগ্নি, বায়ু, আদিত্য, অঙ্গিরা ও ব্রহ্মাদি ঋষিগণ, যাহারা সৃষ্টির আদিতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে লইয়া আজ পর্য্যন্ত সকলের এবং ভবিষ্যতে যাঁহারা জন্মগ্রহণ করিবেন, ইহাদিগের সকলেরই পরমেশ্বরই গুরু। বেদ দ্বারা সত্যার্থের উপদেশ করেন বলিয়াই পরমেশ্বরকে সকলেরই গুরু বলা হয়। সেই পরম গুরু ঈশ্বর সদা নিত্য, তাঁহাতে ক্ষণাদি কালগতির বিরাম নাই। অর্থাৎ তিনি কাল দ্বারা পরিচ্ছিন্ন নহেন। তিনি অবিদ্যাদি ক্লেশ, পাপ কর্ম এবং পাপ কর্ম জনিত বাসনা ভোগ দ্বারা কদাপি যুক্ত হন না। তাঁহাতে অনন্ত বিদ্যা সর্বদা একরসে বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই নিরতিশয় নিত্য স্বাভাবিক জ্ঞানযুক্ত ঈশ্বরের উক্তি বলিয়া বেদ শাস্ত্রের সত্যার্থত্ব এবং নিত্যত্ব (বিষয়) সকলেরই স্বীকারণীয়।

এবমেব স্বকীয়সাংখ্যশাস্ত্রে পঞ্চমাধ্যায়ে কপিলাচার্য্যোঽপ্যত্রাহ –

নিজশক্ত্যভিব্যক্তেঃ স্বতঃ প্রামাণ্যম্ ।। ।। সূ০ ৫১ ।।

অস্যায়মর্থঃ – বেদানাং নিজশক্ত্যভিব্যক্তেঃ পুরুষসহচারিপ্রধানসামর্থ্যাৎ প্রকটত্বাৎ স্বতঃ প্রামাণ্যনিত্যত্বে স্বীকার্য্যে ইতি।

।। ভাষার্থ ।।

এইরূপ সাংখ্যশাস্ত্রে কপিলাচার্য্যও বলিয়াছেন (নিজ০) পরমেশ্বরের স্বীয় স্বাভাবিক বিদ্যাশক্তি হইতে বেদ প্রকটিত হইয়াছে বলিয়াই ইহার (বেদের) নিত্যত্ব ও স্বতঃ প্রামাণ্য সকল মনুষ্যেরই স্বীকার করা কর্ত্তব্য।

অস্মিন্ বিষয়ে স্বকীয়বেদান্তশাস্ত্রে কৃষ্ণদ্বৈপায়নো ব্যাসমুনিরপ্যাহ –
'শাস্ত্রয়োনিত্বাৎ ।' অ০ ১ । পা০ ১ । সূ০ ৩ ।।

অস্যায়মর্থ ঃ– ঋগ্বেদাদেঃ শাস্ত্রস্যানেক বিদ্যাস্থানোপবৃংহিতস্য প্রদীপবৎ-সর্বাথাবদ্যোতিনঃ সর্বজ্ঞকল্পস্য য়োনিঃ কারণম্ ব্রহ্ম। ন হীদৃশস্য শাস্ত্রস্যর্গ্বেদাদিলক্ষণস্য সর্বজ্ঞগুণান্বিতস্য সর্বজ্ঞাদন্যতঃ সম্ভবোऽস্তি। য়দ্যদ্বিস্তরার্থং শাস্ত্রং য়স্মাৎ পুরুষবিশেষাৎ সম্ভবতি, য়থা ব্যাকরণাদি পাণিন্যাদের্জ্ঞে য়ৈকদেশার্থমপি স ততোऽপ্যধিকতরবিজ্ঞান ইতি (প্র) সিদ্ধং লোকে কিমু বক্তব্যমিতি। ইদং বচনং শঙ্করাচার্য়েণাস্য সূত্রস্যোপরি স্বকীয়ব্যাখ্যানে গদিতম্। অতঃ কিমাগতং, সর্বজ্ঞস্যেশ্বরস্য শাস্ত্রমপি নিত্যং সর্বার্থজ্ঞানয়ুক্তং চ ভবিতুমর্হতি।

অন্যচ অস্মিন্নেবাধ্যায়ে। 'অত এব চ নিত্যত্বম্।।' ।। পা০ ত সূ০ ২৯।।

অস্যায়মর্থঃ – অত ঈশ্বরোক্তত্বান্নিত্যধর্মকত্বাদ্বেদানাং স্বতঃপ্রামাণ্যং সর্ববিদ্যাবত্ত্বং সর্বেষু কালেষ্বব্যভিচারিত্বান্নিত্যত্বং চ সর্বৈর্মনুষ্যৈর্মন্তব্যমিতি সিদ্ধম্।

ন বেদস্য প্রামাণ্যসিদ্ধ্যর্থমন্যৎ প্রমাণং স্বীক্রিয়তে। কিংত্বেতৎ সাক্ষিবদ্বিজ্ঞেয়ম্। বেদানাং স্বতঃপ্রমাণত্বাৎ, সূর্য্যবৎ। য়থা সূর্য্যঃ স্বপ্রকাশঃ সন্ সংসারস্থান্মহতোऽল্পাঁশ্চ পর্বতাদীন্ এসরেণ্বন্তান্ পদার্থান্প্রকাশয়তি, তথা বেদোऽপি স্বয়ম্ স্বপ্রকাশঃ সন্ সর্বা বিদ্যাঃপ্রকাশয়তীত্যবধেয়ম্।

।। ভাষার্থ।।

এইরূপে বেদান্ত শাস্ত্রে বেদের নিত্যত্ব বিষয় কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস মুনিও এইরূপ লিখিয়াছেন (শাস্ত্রয়োনিত্ত্যাৎ)। এই সূত্রের অর্থে শ্রীমদ্‌শঙ্করাচার্য্যও বেদের নিত্যত্ব বিষয়ে ব্যাখ্যান করিয়াছেন যে, অনেক বিদ্যাযুক্ত সূর্য্য স্বপ্রকাশক এবং সব সত্যার্থপ্রকাশক ঋগ্বেদাদি বেদ চতুষ্টয়ের কারণ বা রচয়িতা সর্বজ্ঞাদি গুণযুক্ত ব্রহ্মই হন। যেহেতু সর্বজ্ঞ ব্রহ্ম ভিন্ন ঋগ্বেদাদি শাস্ত্রের রচয়িতা হওয়া, অন্য কোন জীবের পক্ষে সম্ভব নহে, অবশ্য বেদের সহায়তা লইয়া বেদার্থ বিস্তার জন্য কোন পুরুষ বিশেষ দ্বারা অন্য শাস্ত্রের রচনা সম্ভব হইতে পারে। যেরূপ পাণিনি আদি ঋষিগণ ব্যাকরণাদি শাস্ত্র রচনা করিয়াছেন, যদ্দ্বারা তাহারা বেদের একদেশার্থ মাত্র প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাও তাঁহারা বেদ শাস্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াই প্রণয়ন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সর্ববিদ্যাযুক্ত বেদশাস্ত্র পরমেশ্বর ব্যতীত অপর কাহারও দ্বারা প্রণীত (প্রকাশিত) হইতে পারে না। যেহেতু পরমেশ্বর ভিন্ন সর্ব বিদ্যায় পূর্ণ এরূপ অপর কেহই নাই এবং তজ্জন্যই সেই পরমেশ্বর কৃত বেদশাস্ত্রের পঠন পাঠন ও তদ্বিষয়ের বিচার এবং মনুষ্যের যথাশক্তি বিদ্যার বোধ বা জ্ঞান লাভ করা পরমাত্মার অনুগ্রহেই হইতে পারে অন্যথা অসম্ভব। এবং শ্রীমদ্‌শঙ্করাচার্য্য মহাশয়ও উক্ত সূত্রের ভাষ্যে এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। ইহার দ্বারা আমরা কী বুঝিলাম ? বুঝিলাম এই যে, বেদের নিত্যত্ব বিষয়ে আর্য্য মাত্রেই সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন। এবং এতদ্দ্বারা ইহাও সিদ্ধ হইতেছে যে, ঈশ্বর

নিত্য ও সর্বজ্ঞ হেতু, তৎকৃত বেদও নিত্য। ঈশ্বর ভিন্ন অপর কাহারও দ্বারা এরূপ (সর্বদোষ শূন্য ও সর্ব গুণযুক্ত) গ্রন্থ কদাপি রচিত হইতে পারে না। (অতএব০) এজন্য এই সূত্র দ্বারা ইহা সিদ্ধ হইতেছে যে, বেদ ঈশ্বরোক্ত, নিত্যধর্মযুক্ত, সর্ববিদ্যাযুক্ত, সর্বকালে ব্যভিচারদোষশূন্য বলিয়া ইহাদিগের স্বতঃ প্রামাণ্য ও নিত্যত্ব সকল সজ্জন লোকেরই স্বীকার করা কর্ত্তব্য। বেদ স্বয়ংই নিত্য ও প্রামাণিক হেতু ইহার প্রামাণিকতা সিদ্ধির জন্য অন্য প্রমাণের আবশ্যক নাই। কিন্তু বেদ বিষয়ে অন্যান্য শাস্ত্রের প্রমাণ কেবল মাত্র সাক্ষী স্বরূপ জানিবেন। যেহেতু বেদ নিজ প্রমাণ দ্বারাই নিত্য বলিয়া সিদ্ধ হইয়া থাকে। যেরূপ সূর্য্যের প্রকাশ সূর্য্য দ্বারাই প্রমাণিত হয়, অপর দীপাদির দ্বারা হয় না এবং যেরূপ সূর্য্য স্বয়ং প্রকাশিত হইয়া সংসারস্থ মহৎ পর্বতাদি হইতে ক্ষুদ্র সূক্ষ্ম ত্রসরেণু পর্য্যন্ত সকল পদার্থকে প্রকাশ করে, তদ্রূপ বেদও স্বয়ং প্রকাশিত হইয়া, যাবতীয় সত্য বিদ্যাকে প্রকাশ করিয়া থাকে।

অত এব স্বয়মীশ্বরঃ স্বপ্রকাশিতস্য বেদস্য স্বস্য চ সিদ্ধিকরং প্রমাণমাহ –

'স পর্য্যগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণমস্নাবিরꣳশুদ্ধমপাপবিদ্ধম্। কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ং ভূর্য়াথাতথ্যতোऽর্থান্ ব্যদৃধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ।' য০ অ০ ৪০। মং০ ৮।।

অস্যায়মভিপ্রায়ঃ– য়ঃ পূর্বোক্তঃ সর্বব্যাপকত্বাদিবিশেষণযুক্ত ঈশ্বরোऽস্তি, (স পর্য্যগাৎ) পরিতঃ সর্বতোऽগাৎ গতবান্ প্রাপ্তবানস্তি, নৈবেকঃ পরমাণুরপি তদ্ব্যাপ্ত্যা বিনাস্তি, (শুক্রং) তদ্ ব্রহ্ম সর্বজগৎকর্তৃবীর্য্যবদনন্তবলবদস্তি, (অকায়ং) তৎ স্থূলসূক্ষ্মকারণশরীরত্রয়সম্বন্ধরহিতম্, (অব্রণং) নৈবৈতস্মিংশ্ছিদ্রং কর্ত্তুং পরমাণুরপি শক্নোতি, অতএব ছেদরহিতত্বাদক্ষতম্, (অস্নাবিরম্) তন্নাড়ীসম্বন্ধরহিত-ত্বাদ্বন্ধনাবরণবিমুক্তম, (শুদ্ধম্) তদবিদ্যাদিদোষেভ্য সর্বদা পৃথগ্বর্তমানম্, (অপাপবিদ্ধম্) নৈব তৎ পাপয়ুক্তং পাপকারি চ কদাচিদ্ভবতি, (কবিঃ) সর্বজ্ঞঃ, (মনীষী) য়ঃ সর্বেষাং মনসামীষী সাক্ষী জ্ঞাতাস্তি, (পরিভূঃ) সর্বেষামুপরি বিরাজমানঃ, (স্বয়ংভূঃ) য়ো নিমিত্তোপাদানসাধারণকারণত্রয়রহিতঃ, স এব সর্বেষাং পিতা, নহ্যস্য কশ্চিৎ জনকঃ, স্বসামর্থ্যেন সহৈব সদা বর্ত্তমানোऽস্তি, (শাশ্বতীভ্য) য় এবংভূতঃ সচ্চিদানন্দস্বরূপঃ পরমাত্মা সঃ সর্গাদৌ স্বকীয়াভ্যঃ শাশ্বতীভ্যো নিরন্তরাভ্যঃ (সমাভ্যঃ) প্রজাভ্যো (য়াথাতথ্যতঃ) য়থার্থস্বরূপেণ বেদোপদেশেন (অর্থান্ ব্যদধাৎ) বিধত্তবানর্থাদ্যদা য়দা সৃষ্টিং করোতি তদা তদা প্রজাভ্যো হিতায়াদিসৃষ্টৌ সর্ববিদ্যাসমন্বিতং বেদশাস্ত্রং স এব ভগবানুপদিশতি। অত এব নৈব বেদানামনিত্যত্বং কেনাপি মন্তব্যম্, তস্য বিদ্যায়াঃ সর্বদৈকরসবর্ত্তমানত্বাৎ।।

।। ভাষার্থ ।।

এইরূপ পরমেশ্বর স্বয়ং নিজের এবং স্বপ্রকাশিত বেদশাস্ত্রের নিত্যত্ব ও স্বতঃসিদ্ধত্ব বিষয়ের প্রমাণ বেদশাস্ত্রেই উপদেশ করিয়াছেন। যাহা পরে লিখিত হইতেছে -(সপর্য়গাৎ০) ইত্যাদি মন্ত্রে পরমেশ্বর নিজ স্বরূপ ও তৎকর্তৃক বেদ বিষয় প্রকাশ করিতেছেন যথা - যিনি (অর্থাৎ পূর্বোক্ত ঈশ্বর) সর্বব্যাপকাদি বিশেষণযুক্ত ও সমগ্র জগতে পরিপূর্ণ ভাবে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন, (যাহার) একটি (সামান্য) পরমাণুও যাহার ব্যাপ্তি রহিত নহে, এরূপ ব্রহ্ম(শুক্রং) সমস্ত জগতের রচয়িতা বা কর্তা এবং অনন্ত বিদ্যাবলযুক্ত, (অকায়ং) যিনি স্থূল, সুক্ষ্ম ও কারণ এই শরীরত্রয়ের সম্বন্ধ হইতে রহিত বা পৃথক্ অর্থাৎ যিনি কদাপি কোনরূপে জন্ম বা শরীর পরিগ্রহ করেন না; (অব্রণং) অতি সূক্ষ্ম পরমাণুও যাহাতে ছিদ্র করিতে সমর্থ হয় না, অর্থাৎ যিনি সদা ছিদ্র রহিত বা অক্ষতরূপে সদা বিরাজমান, (অস্নাবিরং) যিনি নাড়ী সকলের বন্ধন হইতে রহিত বা পৃথক্ অর্থাৎ যেরূপ বায়ু ও রুধির নাড়ীর মধ্যে বদ্ধ থাকে, তদ্রুপ কোন প্রকার বন্ধন বা আবরণ (য়ে) পরমেশ্বরে নাই,(শুদ্ধং) যিনি অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশাদি রূপ অজ্ঞান ক্লেশ, ওদোষ হইতে পৃথক্ স্বরূপে বর্তমান আছেন, (অপাপবিদ্ধং) যিনি কদাপি পাপযুক্ত অথবা পাপকারী নহেন, (যেহেতু তিনি ধর্মাত্মাস্বরূপে স্বভাবতঃই বর্তমান আছেন (কবিঃ) যিনি সকলের জ্ঞাতা, (মনীষী) যিনি সকলের অন্তর্যামী রূপ হইয়া ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান এই কালত্রয়ের ব্যবহার বিষয় যথাবৎ জ্ঞাত আছেন, (পরিভূঃ) যিনি সদা সর্বোপরি বিরাজমান (স্বয়ম্ভূঃ) যিনি কদাপি উৎপন্ন হন না, যাঁহার নিমিত্ত উপাদান বা সাধারণ কারণ নাই, পরন্ত যিনি স্বয়ং কারণ স্বরূপ, এবং অনাদি ও অনন্ত তজ্জন্যই তিনি সকলের পিতা, মাতা স্বরূপ, তাঁহার জনক কেহই নাই, তিনি নিজ সত্য সামর্থের সহিত সদা বর্তমান আছেন। (শাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ) এবম্ভূত সচ্চিদানন্দ স্বরূপ পরমাত্মা সৃষ্টির আদি কালে স্বকীয় নিত্য প্রজাদিগকে, যাহারা তাঁহার সামর্থে সদা কাল হইতে বর্তমান আছে, তাহাদিগের সুখ প্রাপ্তির জন্য (অর্থান্ ব্যদধ্যাৎ) সত্যার্থ রূপ বেদ শাস্ত্রের উপদেশ করিয়াছেন। এইরূপ পরমেশ্বর প্রত্যেক সৃষ্টির রচনা কালে, উক্ত সৃষ্টির প্রারম্ভেই প্রজাদিগের হিতার্থে সর্ববিদ্যাযুক্ত বেদশাস্ত্রের উপদেশ করিয়া থাকেন এবং পুনঃ প্রত্যেক প্রলয়কালেই ঐ বেদশাস্ত্র পরমেশ্বরের নিত্য জ্ঞান মধ্যে বিরাজিত থাকে। অতএব ঈশ্বরের (বেদরূপ) বিদ্যা সদা একরস হেতু, কদাপি অনিত্য বলিয়া জ্ঞান করা কর্তব্য নহে, পরন্ত ইহাকে সদা নিত্য বলিয়া স্বীকার করাই সকলের কর্তব্য।

য়থা শাস্ত্রপ্রমাণেন বেদা নিত্যাঃ সন্তীতি নিশ্চয়োऽস্তি, তথা য়ুক্ত্যাপি। তদ্যথা– 'নাসত আত্মলাভো, ন সত আত্মহানম্, য়োऽস্তি স ভবিষ্যতি' ইতি ন্যায়েন বেদানাং নিত্যত্বং স্বীকার্য়্যম্। কুতঃ ? য়স্য মূলং নাস্তি, নৈব তস্য শাখাদয়ঃ সম্ভবিতুমর্হন্তি,

বন্ধ্যাপুত্রবিবাহদর্শনবৎ । পুত্রো ভবেচ্ছ্যেত্তদা বন্ধ্যাত্বং ন সিদ্ধ্যেৎ, স নাস্তি চেৎ পুনস্তস্য বিবাহদর্শনে কথং ভবতঃ । এবমেবাত্রাপি বিচারণীয়ম্ । য়দীশ্বরে বিদ্যানন্তা ন ভবেৎ কথমুপদিশেৎ ? ন নোপদিশেচ্চেন্নৈব কস্যাপি মনুষ্যস্য বিদ্যাসম্বন্ধো দর্শনং চ স্যাতাম্ নির্মূলস্য প্ররোহাভাবাৎ । নহ্যস্মিন্ জগতি নির্মূলমুৎপন্নং কিঞ্চিদ্ দৃশ্যতে ।

য়স্য সর্বেষাং মনুষ্যাণাং সাক্ষাদনুভবোঽস্তি সোঽত্র প্রকাশ্যতে–যস্য প্রত্যক্ষোঽনুভবস্তস্যৈব সংস্কারী, য়স্য সংস্কারস্তস্যৈবস্মরণং জ্ঞানং, তেনৈব প্রবত্তিনিবৃত্তী ভবতী, নান্যথেতি । তদ্যথা–য়েন সংস্কৃতভাষা পঠ্যতে তস্যাঽস্যা এব সংস্কারো ভবতী, নাঽন্যস্যাঃ । য়েন দেশভাষাঽধীয়তে [তস্য] তস্যা এব সংস্কারো ভবতি; নাতোঽন্যথা । এবং সৃষ্ট্যাদাবীশ্বরোপদেশাঽধ্যাপনাভ্যাং বিনা নৈব কস্যাপি বিদ্যায়া অনুভবঃ স্যাৎ, পুনঃ কথং সংস্কারঃ, তেন বিনা কুতঃ স্মরণম্ ? ন চ স্মরণেন বিনা বিদ্যায়া লেশোঽপি কস্যচিদ্ভবিতু মর্হতি ।

। । ভাষার্থ । ।

যেরূপ শাস্ত্রপ্রমাণ দ্বারা বেদের নিত্যত্ব সিদ্ধ করা হইয়াছে, তদ্রূপ যুক্তিপ্রমাণ দ্বারা ও উহার নিত্যত্ব সিদ্ধ করা যাইতে পারে, যথা–অসৎ পদার্থ হইতে কদাপি সৎ পদার্থের উৎপত্তি, অর্থাৎ অভাব হইতে কদাপি ভাবের উদয় হইতে পারে না, এইরূপ সৎ বস্তুরও কদাপি নাশ বা অভাব হয় না, বা হইতে পারে না । যাহা সত্য তদ্দ্বারাই ভবিষ্যতে প্রবৃত্তি ইচ্ছাদি রূপ চেষ্টা হইতে পারে। অর্থাৎ তাহার দ্বারা অন্য বস্তুর উৎপত্তি বা তাহাই রূপান্তরিত হইয়া অন্য আকারে পরিণত হইতে পারে । পরন্তু যাহা বাস্তবিক বস্তু নহে, (অর্থাৎ যাহার বাস্তবিক অস্তিত্ব (বা) (উৎপত্তি নাই), তদ্দ্বারা বা তাহা হইতে অন্য বস্তুর উৎপত্তি কদাপি ঘটিতে পারে না । উপরোক্ত ন্যায়শাস্ত্রের প্রমাণ দ্বারা বেদের নিত্যত্বই সিদ্ধ হইতেছে। এ কারণ বেদকে নিত্য স্বরূপ স্বীকার করাই সকলের কর্তব্য। যে বস্তুর মূল নাই অর্থাৎ মূলহীন পদার্থের বা বৃক্ষের শাখা, পত্র, পুষ্পাদির উৎপত্তি কদাপি সম্ভব নহে। ইহা বন্ধ্যাপুত্রের বিবাহ দর্শনের ন্যায় সর্বথা অসম্ভব হইয়া থাকে । অর্থাৎ যদি বন্ধ্যার পুত্র হয়, তবে সে কীরূপে বন্ধ্যা হইতে পারে ? যখন বন্ধ্যার পুত্রই নাই, তখন তাহার পুত্রের বিবাহ কীরূপে সম্ভব ? যখন বিবাহেরই সম্ভাবনা নাই, তখন লোকেই বা কীরূপে তাহা দর্শন করিবে ? এইরূপ বেদ বিষয়েও বিচারণীয় । পরমেশ্বর অনন্তবিদ্যা যুক্ত বলিয়াই তিনি জীবকে উপদেশ করিয়াছেন । (যেহেতু) ঈশ্বরে অনন্ত বিদ্যা না থাকিলে, তিনি কীরূপে জীবকে উপদেশ দিতে অথবা জগত রচনা করিতে সমর্থ হইতেন ? যদি সৃষ্টির আদিতে পরমেশ্বর বেদ বিদ্যার উপদেশ প্রদান না করিতেন, তবে কোন মনুষ্যেরই বিদ্যা সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞান বা দর্শন ঘটিতে পারিত না । নির্মূল পদার্থের অভাব হেতু জগতে নির্মূল বা কারণহীন কোন পদার্থই

উৎপন্ন হইতে পারে না। এজন্য জানা উচিত, যে পরমেশ্বর হইতেই মূল বেদরূপ বিদ্যা প্রাপ্ত হওয়াতেই মনুষ্য মধ্যে বিদ্যা রূপ বৃক্ষ বিস্তৃত হইয়াছে।

এবিষয়ে আরও যুক্তি প্রমাণ আছে, যাহা মনুষ্য মাত্রেই অনুভব ও প্রত্যক্ষ জ্ঞান দ্বারা জানিতে সমর্থ হন এবং এক্ষণে তাহারই দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। যথা – যে পদার্থের সাক্ষাৎ অনুভব হয়, তদ্বস্তুরই মনুষ্যের জ্ঞান মধ্যে সংস্কার উৎপন্ন হয়, যে বস্তুর সংস্কার জন্মে তদ্বিষয়েরই স্মরণ জ্ঞান হইয়া থাকে, স্মরণ জ্ঞান জন্যই মনুষ্যের ইষ্ট বিষয়ে প্রবৃত্তি ও অনিষ্ট বিষয়ে নিবৃত্তি হইয়া থাকে, অন্যথা নহে। যেরূপ যে ব্যক্তি সংস্কৃত ভাষা পাঠ করেন, তাহার উক্ত ভাষায় সংস্কার জন্মে, কিন্তু অন্য ভাষায় জন্মে না, যে জন যে দেশের ভাষা পাঠ করেন, তাহার তদ্দেশীয় ভাষায় সংস্কার হয়, অন্য দেশীয় ভাষার সংস্কার হয় না, পরন্তু পঠন বিনা কাহারও কোন ভাষায় সংস্কার জন্মে না। অতএব সৃষ্টির আদি সময়ে যদি পরমেশ্বর কৃপা করিয়া বেদ শাস্ত্রের উপদেশ না করিতেন, তবে কোন মনুষ্যেরই বিদ্যার সংস্কার জন্মিতে পারিত না। বিদ্যার সংস্কার না হইলে কাহারও তদ্বিষয় স্মরণ থাকিতে পারিত না। এবং স্মরণ বিনা কোন লোকের কদাপি লেশমাত্রও বিদ্যা বা জ্ঞান লাভ হইতে পারিত না। ইহার দ্বারা আমরা কী বুঝিলাম ? বুঝিলাম এইযে, ঈশ্বরের সাক্ষাৎ উপদেশ রূপ বেদশাস্ত্র শ্রবণ, পঠন ও বিচার দ্বারাই মনুষ্য মধ্যে বিদ্যার সংস্কার আজ পর্য্যন্ত চলিয়া আসিয়াছে, অন্যথা বিদ্যা প্রাপ্ত হওয়া অসম্ভব ছিল।

কিং চ ভোঃ! মনুষ্যাণাং স্বাভাবিকী যা প্রবৃত্তির্ভবতি, তত্র সুখদুঃখানুভবশ্চ, তয়োত্তরোত্তরকালে ক্রমানুক্রমাদ্বিদ্যাবৃদ্ধির্ভবিষ্যত্যেব, পুনঃ কিমর্থমীশ্বরাদ্বেদোৎপত্তেঃ স্বীকার ইতি ?

এবং প্রাপ্তেক্রমঃ–এতদ্বেদোৎপত্তিপ্রকরণে পরিহৃতম্। তত্রৈষ নির্ণয়ঃ–য়থা নেদানীমন্যেভ্যঃ পঠনেন বিনা কশ্চিদপি বিদ্বান্ ভবতি, তস্য জ্ঞানোন্নতিশ্চ, তথা নৈবেশ্বরোপদেশাগমেন বিনা কস্যাপি বিদ্যাজ্ঞানোন্নতির্ভবেৎ, অশিক্ষিতবালকবনস্থবৎ। য়থোপদেশমন্তরা ন বালকানাং বনস্থানাং চ বিদ্যামনুষ্য-ভাষাবিজ্ঞানে অপি ভবতঃ, পুনর্বিদ্যোৎপত্তেস্তু কা কথা ? তস্মাদীশ্বরাদেব য়া বেদবিদ্যাঽঽগতা, সা নিত্যৈবাস্তি, তস্য সত্যগুণবত্বাৎ।

য়ন্নিত্যং বস্তু বর্ত্ততে তস্য নামগুণকর্মাণ্যপি নিত্যানি ভবন্তি, তদাধারস্য নিত্যত্বাৎ। নৈবাধিষ্ঠানমন্তরা নামগুণকর্মাদয়ো গুণাঃ স্থিতিং লভন্তে, তেষাং পরাশ্রিতত্বাৎ। য়ন্নিত্যং নাস্তি ন তস্যৈতান্যপি নিত্যানি ভবন্তি। নিত্যং চোৎপত্তিবিনাশাভ্যামিতরল্ভ বিতুমর্হতি। উৎপত্তির্হি পৃথগ্ভূতানাং দ্রব্যাণাং য়া সংযোগবিশেষাদ্ভবতি। তেষামুৎপন্নানাং কার্য্যদ্রব্যাণাং সতি বিয়োগে বিনাশশ্চ সংঘাতাভাবাৎ। অদর্শনং চ বিনাশঃ। ঈশ্বরস্যৈকরসত্বান্নৈব তস্য সংযোগবিয়োগাভ্যাং সংস্পর্শোঽপি ভবতি। অত্র কণাদমুনিকৃতং সূত্রং প্রমাণমস্তি –

'সদকারণবন্নিত্যম্' ।।১।। বৈশেষিকে। অ০৪ [আ ১] সূ০ ১।।

অস্যায়মর্থঃ–য়ৎকার্য্যং কারণাদুৎপদ্য বিদ্যমানং ভবতি, তদনিত্যমুচ্যতে, তস্য প্রাগুৎপত্তেরভাবাৎ। য়ত্তু কস্যাপি কার্য্যং নৈব ভবতি, কিন্তু সদৈব কারণরূপমেব তিষ্ঠতি, তন্নিত্যং কথ্যতে।

য়দ্যৎসংয়োগজন্যং তত্তৎকর্ত্রপেক্ষং ভবতি। কর্ত্তাপি সংয়োগজন্যশ্চেৎ তর্হি তস্যাপ্যন্যোঽন্যঃ কর্ত্তাস্তীত্যাগচ্ছেৎ। এবং পুনঃ পুনঃ প্রসঙ্গাদনবস্থাপত্তিঃ। য়চ্চ সংয়োগেন প্রাদুর্ভূতং, নৈব তস্য প্রকৃতিপরমান্বাদীনাং সংয়োগকরণে সামর্থ্যং ভবিতুমর্হতি, তস্মাত্তেষাং সূক্ষ্মত্বাৎ। য়দ্যস্মাৎ সূক্ষ্মং তত্তস্যাত্মা ভবতি, স্থূলে সূক্ষ্মস্য প্রবেশার্হত্বাৎ, অয়োঽগ্নিবৎ। য়থা সূক্ষ্মত্বাদগ্নিঃ কঠিনং স্থূলময়ঃ প্রবিশ্য তস্যাবয়বানাং পৃথগ্ভাবং করোতি, তথা জলমপি পৃথিব্যাঃ সূক্ষ্মত্বাতৎকণান্ প্রবিশ্য সংয়ুক্তমেকং পিণ্ডং করোতি, ছিনত্তি চ। তথা পরমেশ্বরঃ সংয়োগবিয়োগাভ্যাং পৃথগ্ভূতো বিভুরস্ত্যতো নিয়মেন রচনং বিনাশং চ কর্ত্তুমর্হতি, ন চান্যথা। য়থা সংয়োগবিয়োগান্তর্গতত্বান্নাস্মদাদীনাং প্রকৃতিপরমাণ্বাদীনাং সংয়োগবিয়োগকরণে সামর্থ্যমস্তি। তথেশ্বরেঽপি ভবেৎ।

অন্যচ্চ – য়তঃ সংয়োগবিয়োগারম্ভো ভবতি স তস্মাৎ পৃথগ্ভূতোঽস্তি, তস্য সংয়োগবিয়োগারব্ধস্যাদিকারণত্বাৎ। আদিকারণস্যাভাবাৎ সংয়োগবিয়োগারম্ভস্যানুৎপত্তেশ্চ। এবং ভূতস্য সদা নির্বিকারস্বরূপস্যাজস্যানাদের্নিত্যস্য সত্যসামর্থ্যস্যেশ্বরস্য সকাশাদ্বেদানাং প্রাদুর্ভাবাত্তস্য জ্ঞানে সদৈব বর্ত্তমানত্বাৎ সত্যার্থবত্ত্বং নিত্যত্বং চৈতেষামস্তীতি সিদ্ধম্।

।। ভাষার্থ।।

প্রঃ–মনুষ্যগণ চিত্তের স্বাভাবিক চেষ্টা বলেই সুখ দুঃখের অনুভব করিয়া থাকেন। এই (কর্ম বা চেষ্টা) জন্যই সুখ দুঃখানুভব হেতু তাহাদিগের ক্রমশঃ উত্তরোত্তর বিদ্যা (বহুদর্শিতা জন্য পদার্থ বিষয়ক জ্ঞান) অবশ্যই বৃদ্ধি হইয়া থাকিবে এবং তখনই (অর্থাৎ ক্রমশঃ বিদ্যা লাভ করিয়া) বেদ তাহারাই রচনা করিয়া থাকিবেন। অতএব ঈশ্বর যে বেদ রচনা করিয়াছেন, একথা কীজন্য স্বীকার করিব ?

উঃ–এ প্রশ্নের উত্তর বেদাৎপত্তি প্রকরণে প্রদত্ত হইয়াছে। তথায় এরূপ নির্ণয় করিয়াছিলাম যে, যেরূপ বর্ত্তমান সময়ে অপর বিদ্বান ব্যক্তিগণের নিকট পঠন বা জ্ঞাত হওয়া ব্যতীত কাহারও জ্ঞানোন্নতি হওয়া বা বিদ্বান হওয়া সম্ভব নহে, অথবা যেরূপ (আজ পর্য্যন্ত) উপরোক্ত পদ্ধতি বিনা কোন পুরুষের জ্ঞানোন্নতি হওয়া সৃষ্টির মধ্যে দৃষ্ট হয় না, তদ্রূপ সৃষ্টির আরম্ভে ঈশ্বরোপদেশের প্রাপ্তি ব্যতিরেকে কাহারও কদাপি বিদ্যা বা জ্ঞানোন্নতি হওয়া সম্ভব নহে। এ বিষয়ে অশিক্ষিত বালক ও বনস্থ মনুষ্যের

দৃষ্টান্ত পূর্বে উক্ত হইয়াছে। অর্থাৎ পূর্বোক্ত অশিক্ষিত বালকের যেরূপ উপদেশ ব্যতিরেকে কদাপি বিদ্যা প্রাপ্তি বা জ্ঞানোন্নতি হয় না এবং যখন অরণ্যস্থিত মনুষ্যেরও উপদেশ ব্যতীত মনুষ্যোচিত যথাবৎ বিদ্যা বিষয়ক জ্ঞান, ভাষা, বিজ্ঞান অথরা লৌকিক ব্যবহারের জ্ঞান আদি কিছুই প্রাপ্তি হইতে পারে না, তখন বিদ্যা প্রাপ্তি ত অনেক দূরের কথা। অতএব নিশ্চয় জানা উচিত যে, পরমেশ্বরের উপদেশ রূপ বেদবিদ্যা প্রকাশিত হইবার পরেই মনুষ্যের বিদ্যা লাভ বা জ্ঞানোন্নতি করা সুগম হইয়াছিল। নচেৎ মনুষ্যের জ্ঞান বা বিদ্যা লাভ করা অসম্ভব হইত সন্দেহ নাই। ঈশ্বর সত্য বা নিত্য গুণযুক্ত বলিয়াই তাঁহা হইতে যে বেদোৎপন্ন হইয়াছে, তাহাও নিত্য।

যে বস্তু নিত্য, তাহার নাম, গুণ এবং কর্মও নিত্য হইয়া থাকে। কারণ যখন ঐ নাম, গুণও কর্মের আধার নিত্য, তখন তাহার আধেয়ও নিশ্চয়ই নিত্য হইবে। অধিষ্ঠান (আশ্রয়) ব্যতিরেকে নাম, গুণ ও কর্মাদি স্থির বা স্থিত হইতে পারে না। যেহেতু ইহারা সদা দ্রব্যেরই আশ্রয়ে থাকে। যে বস্তু অনিত্য, তাহার নাম, গুণ ও কর্ম অনিত্য হইয়া থাকে. এখন নিত্য কাহাকে বলে ? তাহা জানা উচিত। যাহা নিত্য, তাহা উৎপত্তি ও বিনাশ হইতে ভিন্ন বা পৃথক। ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্যের সংযোগ বিশেষে স্থুলাকার প্রাপ্তিকেই উৎপত্তি বলা যায় এবং যখন ঐ স্থুল পদার্থ বিয়োগ দ্বারা পৃথক্ পৃথক্ ভাবে পরমাণু রূপ কারণে লীন বা লয় প্রাপ্ত হয়, তখন ঐ অবস্থাকেই বিনাশ বলা হয়। যে দ্রব্য সংযোগ বিশেষ দ্বারা স্থুলাকার প্রাপ্তি হয়, তাহাই দর্শনেন্দ্রিয়ের গোচরীভূত হইয়া থাকে। এইরূপে স্থূল দ্রব্যের পরমাণুর বিয়োগ কালে, সূক্ষ্মরূপ ধারণ করায় তাহা প্রত্যক্ষীভূত হয় না, এবং ইহাকেই নাশ বলা হয়। যেহেতু অদর্শনকেই নাশ বলে। যে দ্রব্য সংযোগ ও বিয়োগ হেতু উৎপন্ন বা নষ্ট হয়, তাহাকেই কার্য্য বলা হয়। এই কার্য্যরূপ অবস্থাই অনিত্য। যাহা সংযোগ ও বিয়োগ হইতে পৃথক্, তাহার কদাপি উৎপত্তি অথবা নাশ হয় না। ঈশ্বর সদা এক রস বলিয়া, সংযোগ ও বিয়োগ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। এইজন্য পরমাত্মা সদা নিত্য। এইরূপে প্রকৃতি, যাহা জগতের কারণ, তাহারও উৎপত্তি ও বিনাশ না থাকায় তাহাকেও নিত্য বলা হয়।

এ বিষয়ে কণাদ মুনি বলিয়াছেন (সদকারণবৎ নিত্যম্) অর্থাৎ যে কার্য্য, কারণ হইতে উৎপন্ন হইয়া বিদ্যমান হয়, তাহা অনিত্য, যথা মৃত্তিকা হইতে ঘট প্রস্তুত হইয়া পুনঃ বিনাশ প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ পরমেশ্বরের সামর্থ্যরূপ কারণ দ্বারা সমস্ত স্থুল জগৎ উৎপন্ন হইয়া বিদ্যমান হয় ও পুনরায় প্রলয়কালে স্থূলাকার লয় প্রাপ্ত হইয়া কারণরূপে অবস্থান করে। এই কারণ সদা অবস্থিত রহিযাছে। ইহা দ্বারা আমরা কী বুঝিলাম ? ইহা বুঝিলাম যে, যে বস্তু সদা বিদ্যমান আছে ও যাহার অন্য কোন কারণ নাই অর্থাৎ যাহা স্বয়ং কারণ স্বরূপেই অবস্থান করিতেছে, তাহাকেই নিত্য বলা হয়।

যেহেতু যাহা কিছু সংযোগ দ্বারা উৎপন্ন হয়, তাহা নির্মাণকর্তার অপেক্ষা অবশ্য

করে। যথা কর্ম, নিয়ম ও কার্য্য এ সমস্তই কর্ত্তা, নিয়ন্তা বা কারণকে সদা জ্ঞাত করাইয়া থাকে। যদি কেহ এরূপ শঙ্কা করেন যে, ঐ কর্ত্তাকেও অপর কেহ সৃজন করিয়া থাকিবেন, তবে তাাকেই জিজ্ঞাসা করা উচিত যে, সেই কর্ত্তার পুনঃ কর্ত্তা কে ? এবং তাহারই বা আবার কর্ত্তা বা সৃজন কর্ত্তা কে ? এইরূপ ক্রমাগত স্বীকার করিলে অনবস্থা দোষ উপস্থিত হয় অর্থাৎ মর্যাদা রহিত হইয়া থাকে, অর্থাৎ যে বিষয়ের মর্যাদা নাই, তাহা কদাপি ব্যবহার যোগ্য নহে। যাহা সংযোগ দ্বারা উৎপন্ন হয়, তাহার প্রকৃতি ও পরমাণু আদির দ্বারা সংযুক্ত হইবার সামর্থই থাকিতে পারে না। ইহা দ্বারা আমরা কী বুঝিলাম ? বুঝিলাম ইহা যে, যে বস্তু যাহা অপেক্ষা সূক্ষ্ম সেই বস্তু তাহার আত্মস্বরূপ হইয়া থাকে অর্থাৎ স্থুল পদার্থে সূক্ষ্ম পদার্থ ব্যাপক স্বরূপে অবস্থান করে। যেরূপ অগ্নি সূক্ষ্ম বলিয়া কঠিন ও স্থূল লৌহের সমস্ত অবয়বে ব্যাপ্ত হইয়া যায় এবং যেরূপ জল পৃথিবীতে প্রবিষ্ট হইয়া তাহার প্রতিকণায় সংযুক্ত হইয়া পিণ্ডাকার প্রস্তুতের হেতু হয় এবং তাহার ছেদনেরও কারণ হইয়া থাকে, তদ্রূপ পরমেশ্বর সমস্ত প্রকার সংযোগ ও বিয়োগ হইতে পৃথক ও সমস্ত পদার্থের মধ্যে ব্যাপক এবং প্রকৃতি ও পরমাণু আদি হইতেও অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও সদা বিশুদ্ধ চেতন স্বরূপ বলিয়াই, তিনি প্রকৃতি ও পরমাণু আদি পদার্থের সংযোগ করিয়া জগত রচনা করিতে সমর্থ হন। যদি পরমাত্মা জগৎ হইতে স্থূল হইতেন, তবে উপরোক্ত প্রকৃত্যাদিকে তিনি কদাপি গ্রহণ বা রচনা করিতে সমর্থ হইতেন না। যেহেতু স্থুল পদার্থ সূক্ষ্ম পদার্থের নিয়ম পূর্বক রচনা করিতে সমর্থ হয় না। যেরূপ আমরা প্রকৃতিও পরমাণু আদির সংযোগও বিয়োগ করিতে সমর্থ নহি, কারণ আমরা স্বয়ংই সংযোগও বিয়োগের অন্তর্গত, এজন্য আমরা উহাকে সংযুক্ত বা বিযুক্ত করিতে সমর্থ নহি।

য়দ্দ্বারা সংযোগ ও বিয়োগ আরম্ভ হয়, তাহা উক্ত সংযোগ ও বিয়োগাবস্থার আদি কারণ বলিয়া সংযোগ ও বিয়োগ হইতে সদা পৃথক থাকে। আদি কারণের অভাব হইলে, সংযোগ ও বিয়োগারম্ভ হওয়াই অসম্ভব। ইহার দ্বারা আমরা কী জ্ঞাত হইলাম ? বুঝিলাম এই যে, এবম্ভূত আদিকারণ সদা নির্বিকার স্বরূপ, অজ, অনাদি, নিত্য, সত্য সামর্থ্যযুক্ত ও অনন্ত বিদ্যাবান ঈশ্বরের বিদ্যা হইতেই বেদ শাস্ত্র প্রাদুর্ভূত হইয়াছে ও তাঁহার জ্ঞান মধ্যে ঐ বেদ সদা বর্তমান থাকে বলিয়াই বেদ সত্যার্থযুক্ত ও নিত্য বলিয়া সকলের স্বীকার করা কর্তব্য। এখানে সংক্ষেপে বেদের নিত্যত্ব বিচার করা হইল।

ইতি বেদানাং নিত্যত্ব বিচারঃ

অথ বেদবিষয়বিচারঃ

অত্র চত্বারো বেদবিষয়াঃ সন্তি, বিজ্ঞানকর্মোপাসনাজ্ঞানকাণ্ডভেদাৎ। তত্রাদিমো বিজ্ঞান বিষয়ো হি সর্বেভ্যো মুখ্যোঽস্তি। তস্য পরমেশ্বরাদারভ্য তৃণপর্য্যন্তপদার্থেষু সাক্ষাদ্বোধান্বয়ত্বাৎ। তত্রাপীশ্বরাণুভবো মুখ্যোঽস্তি। কুতঃ ? অত্রৈব সর্বেষাং বেদানাং তাৎপর্য্যমস্তি, ঈশ্বরস্য খলু সর্বেভ্যঃ পদার্থেভ্যঃ প্রধানত্বাৎ। অত্র প্রমাণানি –

'সর্বে বেদা য়ৎপদমামনন্তি তপাꣳসি সর্বাণি চ যদ্বদন্তি।

য়দিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি তত্তে পদং সংগ্রহেণ ব্রবীম্যোমিত্যেতৎ।'

(কঠোপনি০ বল্লী ২ মং০ ১৫)

'তস্য বাচকঃ প্রণবঃ' যোগশাস্ত্রে। অ০ ১ পা০ ১ সূ ২৭।

'ও৩ম্ খং ব্রহ্ম।' যজুঃ। অ০৪০। ম০১৭।

'ওমিতিব্রহ্ম।' তৈত্তিরীয়ারণ্যকে প্র০ ৭ অনু০ ৮।

'তত্রাপরা ঋগ্বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদোঽথর্ববেদঃ শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি। অথ পরা য়য়া তদক্ষরমধিগম্যতে।।১।।'

য়ত্তদদৃশ্যমগ্রাহ্যমগোত্রমবর্ণমচক্ষুঃ শ্রোত্রং তদপাণিপাদং নিত্যং বিভুং সর্বগতং সুসূক্ষ্মং তদব্যয়ম্ য়দ্ভূতয়োনিং পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ।।২।। মুণ্ডকে ১ খণ্ডে ১ মং০ ।৫-৬।।

ভাষার্থঃ–(সর্বেবেদাঃ০) য়ৎপরমং পদং মোক্ষাখ্যং পরব্রহ্মপ্রাপ্তিলক্ষণং সর্বানন্দময়ং, সর্বদুঃখেতরদস্তি তদেবৌংকারবাচ্যমস্তি। (তস্য০) তস্যেশ্বরস্য প্রণব ওঙ্কারো বাচকোঽস্তি, বাচ্যশ্চেশ্বরঃ। (ওম্০) ওমিতি পরমেশ্বরস্য নামাস্তি, তদেব পরং ব্রহ্ম সর্বে বেদা আমনন্তি আসমন্তাদভ্যস্যন্তি, মুখ্যতয়া প্রতিপাদয়ন্তি, (তপাংসি) সত্যধর্মানুষ্ঠানানি তপাংস্যপি তদভ্যাসপরাণ্যেব সন্তি, (য়দিচ্ছন্তো০) ব্রহ্মচর্য্যগ্রহণমুপলক্ষণার্থং, ব্রহ্মচর্য্যগৃহস্থবানপ্রস্থসন্ন্যাসাশ্রমাচরণানি সর্বাণি তদেবামনন্তি, ব্রহ্মপ্রাপ্ত্যভ্যাসপরাণি সন্তি। য়দ্ ব্রহ্মেচ্ছন্তো বিদ্বাংসস্তস্মিন্নধ্যাসমানা বদন্ত্যপদিশন্তি চ। হে নচিকেতঃ। অহং য়মো য়দীদৃশং পদমস্তি তদেতত্তে তুভ্যম্ সংগ্রহেণ সংক্ষেপেণ ব্রবীমি।।১।।

(তত্রাপরা০) বেদেষু দ্বে বিদ্যে বর্ত্তেতে অপরা পরা চেতি। তত্র য়য়া পৃথিবীতৃণমারভ্য প্রকৃতিপর্য্যন্তানাং পদার্থানাং জ্ঞানেন য়থাবদুপকারগ্রহণং ক্রিয়তে সা অপরোচ্যতে। য়য়া চাদৃশ্যাদিবিশেষণয়ুক্তং সর্বশক্তিমদ্ ব্রহ্ম বিজ্ঞায়তে, সা পরাऽর্থাদপরায়াঃ সকাশাদত্যুৎকৃষ্টাস্তীতি বেদ্যম্।

।। ভাষার্থ।।

এখন বেদের নিত্যত্ব বিচারের পর, বেদ শাস্ত্রে কোন্ কোন্ বিষয় কী প্রকারে বর্ণিত আছে, তদ্বিষয়ের বিচার করা হইতেছে। বেদশাস্ত্রে অবয়বরূপ বিষয় অনেক আছে। পরন্তু উহাদিগের মধ্যে চারিটী বিষয় মুখ্য। যথা–(১ম) বিজ্ঞান, (২য়) কর্ম, (৩য়) উপাসনা ও (৪র্থ) জ্ঞান। কর্ম, উপাসনা ও জ্ঞান এই তিন বিষয় দ্বারা যথাবৎ উপযোগ লওয়া অর্থাৎ পদার্থের যথাবৎ জ্ঞান লাভ করিয়া, তদ্বারা নিজ ইষ্ট সিদ্ধি, সাধন ব্যাপারে পরিণত করা এবং পরমেশ্বর হইতে সামান্য তৃণ পর্য্যন্ত সমস্ত পদার্থের সাক্ষাৎ বোধ করিয়া তদ্বারা যথাবৎ উপযোগ লওয়াকেই বিজ্ঞান বলা হয়। উপরোক্ত চারিপ্রকার বিষয় মধ্যে বিজ্ঞান বিষয়ই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। যেহেতু এই বিজ্ঞান বলেই বেদের মুখ্য তাৎপর্য্য জ্ঞাত হওয়া যায়। এই তাৎপর্য্য দুই প্রকার যথা ঃ–(১) পরমেশ্বর বিষয়ক যথাবৎ জ্ঞান ও তাঁহার আজ্ঞা পালন, (২য়) পরমেশ্বরের রচিত সমস্ত পদার্থের গুণ সকলের যথাবৎ বিচার করিয়া, তদ্দ্বারা নিজ কার্য্য সিদ্ধি করা অর্থাৎ পরমাত্মা কোন্ পদার্থ কী জন্য সৃজন করিয়াছেন তাহা জ্ঞাত হইয়া, তদ্দ্বারা নিজ নিজ ইষ্ট সাধন করা। উপরোক্ত দুইপ্রকার তাৎপর্য্যের মধ্যে ঈশ্বর প্রতিপাদন রূপ তাৎপর্য্যই শ্রেষ্ঠ।

এ বিষয়ে কঠবল্লী আদির প্রমাণ পরে লিখিত হইতেছে। যথা –(সর্বেবেদা) পরমপদ অর্থাৎ যাহাকে মোক্ষ বলা হয় এবং যাহা প্রাপ্ত হইলে পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়া সদা পরম সুখে অবস্থান করিতে পারা যায়, সেই পরব্রহ্ম সকল প্রকার আনন্দযুক্ত, সর্বদুঃখরহিত ও সর্বশক্তিমান। এই পরমাত্মার ওঙ্কারাদি অনেক নাম আছে। ইহাতেই বেদের সমস্ত মুখ্য তাৎপর্য নিহিত আছে। এ বিষয়ে যোগ শাস্ত্রেরও প্রমাণ আছে যথা–(তস্য) পরমেশ্বরের নাম ওঙ্কার। (ওম্ খম্) তথা (ওমিতি) ওম্ খম্ এই দুইটিই পরব্রহ্মের বাচক। এই ব্রহ্মপ্রাপ্তি করাইবার জন্যই সমস্ত বেদ প্রবৃত্ত রহিয়াছে। এই ব্রহ্মপ্রাপ্তি অপেক্ষা অন্য কোন পদার্থই শ্রেষ্ঠ নহে। যেহেতু জগতের বর্ণন, দৃষ্টান্ত ও উপযোগাদি ক্রিয়া সেই পরব্রহ্মকেই (পরব্রহ্মের মহিমাকেই) প্রকাশ করিয়া থাকে। এইরূপ সত্যধর্মের অনুষ্ঠান, যাহাকে তপস্যা বলা হয়, তাহাও পরমেশ্বর প্রাপ্তি জন্যই হইয়া থাকে। ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস এই চতুরাশ্রমের সত্যাচরণ রূপ যে সমস্ত বিহিত কর্মের আদেশ আছে, তাহাও ব্রহ্মপ্রাপ্তির জন্যই নির্দিষ্ট হইয়াছে। যে

ব্রহ্মপ্রাপ্তির ইচ্ছা করিয়া বিদ্বান্ পুরুষেরা স্বয়ং প্রযত্ন ও অপরকে উপদেশ করিয়া থাকেন, তদ্বিষয়ে নচিকেতা ও যম ইহাদিগের পরস্পর এরূপ সংবাদ (লিখিত) আছে যে, হে নচিকেতঃ! আমি তোমাকে পরব্রহ্ম, যিনি সকলের অবশ্য প্রাপ্তির যোগ্য, তদ্বিষয় সংক্ষেপে উপদেশ করিতেছি। এস্থলে ইহাও জানা কর্ত্তব্য যে, উপনিষদে অলঙ্কারযুক্ত বাক্য দ্বারা নচিকেতা শব্দে জীব এবং যম শব্দে অন্তর্যামী পরমাত্মাকে বুঝিতে হইবে।

(তত্রাপরা০) বেদশাস্ত্রে দুইপ্রকার বিদ্যা বর্ণিত আছে, এক অপরা এবং অন্য পরা। যদ্দ্বারা পৃথিবী ও তৃণাদি হইতে প্রকৃতি পর্য্যন্ত সমস্ত জড় পদার্থের গুণ জ্ঞাত হইয়া যথাবৎ কার্য্য সিদ্ধিকরণে সমর্থ হওয়া যায়, তাহাকেই অপরা বিদ্যা বলে এবং যে বিদ্যা বলে সর্বশক্তিমান পরব্রহ্মের যথাবৎ প্রাপ্তি করিতে পারা যায় তাহাকেই পরা বিদ্যা বলে। পরা বিদ্যা এই অপরা বিদ্যাপেক্ষা অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ। যেহেতু অপরা বিদ্যার শ্রেষ্ঠ ফলকে পরা বিদ্যা বলা হয়।

অন্যচ্চ–'তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ। দিবীব চক্ষুরাততম্'।।১।। ঋগ্বেদ। অষ্টকে ১ অধ্যায়ে ২ বর্গে ৭ মন্ত্রঃ ৫।

অস্যায়মর্থঃ–য়ৎ (বিষ্ণোঃ) ব্যাপকস্য পরমেশ্বরস্য, (পরমং) প্রকৃষ্টানন্দস্বরূপং, (পদং) পদনীয়ং সর্বোত্তমোপায়ৈর্মনুষ্যৈঃ প্রাপণীয়ং মোক্ষাখ্যমস্তি, তৎ (সূরয়ঃ) বিদ্বাংসঃ সদা সর্বেষু কালেষু পশ্যন্তি। কীদৃশং তৎ ? (আততম্) আসমন্তাৎ ততং বিস্তৃতং যদ্দেশকালবস্তুঃ পরিচ্ছেদরহিতমস্তি, অতঃ সর্বৈঃ সর্বত্র তদুপলভ্যতে, তস্য ব্রহ্মস্বরূপস্য বিভুত্বাৎ। কস্যাম্ কিমিব ? (দিবীব চক্ষুরাততম্) দিবি মার্ত্তণ্ডপ্রকাশে নেত্রদৃষ্টে ব্যাপ্তির্য়থা ভবতি, তথৈব তৎপদং ব্রহ্মাপি বর্ত্ততে, মোক্ষস্য চ সর্বস্মাদধিকোৎকৃষ্টত্বাৎ তদেব দ্রষ্টুং প্রাপ্তুমিচ্ছন্তি। অতো বেদা বিশেষেণ তস্যৈব প্রতিপাদনং কুর্বন্তি।

এতদ্বিষয়কং বেদান্তসূত্রং ব্যাসোপ্যাহ।

'তত্তু সমন্বয়াৎ।।' অ০১ পা০ ১ সূ০ ৪।

অস্যায়মর্থ ঃ– তদেব ব্রহ্ম সর্বত্র বেদবাক্যেষু সমন্বিতং প্রতিপাদিতমস্তি। ক্বচিৎ সাক্ষাৎ ক্বচিৎ পরস্পরয়া চ। অতঃ পরমোঽর্থো বেদানাং ব্রহ্মৈবাস্তি। তথা য়জুর্বেদে প্রমাণম্ –

'য়স্মান্ন জাতঃ পরোঽঅন্যো অস্তি য় আবিবেশ ভুবনানি বিশ্বা।
প্রজাপতিঃ প্রজয়া সংররাণস্ত্রীণি জ্যোতীংষি সচতে স ষোডশী।'

যজু০ অ০ ৮ মং০ ৩৬।

এতস্যার্থঃ–(য়স্মাৎ) [ন] নৈব পরব্রহ্মণঃ সকাশাৎ (পরঃ) উত্তমঃ পদার্থঃ (জাতঃ) প্রাদুর্ভূতঃ প্রকটঃ (অন্যঃ) ভিন্নঃ কশ্চিদপ্যস্তি, (প্রজাপতিঃ) প্রজাপতিরিতি ব্রহ্মণো নামাস্তি, প্রজাপালকত্বাৎ, (য় আবিবেশ ভূ০) য়ঃ পরমেশ্বরঃ (বিশ্বা) বিশ্বাণি সর্বাণি (ভূবনানি) সর্বলোকান্ (আবিবেশ) ব্যাপ্তবানস্তি (সꣳররাণঃ) সর্বপ্রাণিভ্যোऽত্যন্তং সুখং দত্তবান্ সন্ (ত্রীণি জ্যোতীংষি) ত্রীণ্যগ্নিসূর্য্যবিদ্যুদাখ্যানি সর্বজগৎ প্রকাশকানি (প্রজয়া) জ্যোতিষোऽন্যয়া সৃষ্ট্যা সহ তানি (সচতে) সমবেতানি করোতি, কৃতবানস্তি, (সঃ) অতঃ স এবেশ্বরঃ (ষোড়শী) যেন ষোড়শকলা জগতি রচিতাস্তাঃ, তা বিদ্যন্তে যস্মিন্যস্য বা তস্মাৎ স ষোড়শীত্যুচ্যতে। অতোऽয়মেব পরমোऽর্থো বেদিতব্যঃ।

'ওমিত্যেতদক্ষরমিদꣳসর্বম্ তস্যোপব্যাখ্যানম্।'

ইদং মাণ্ডুক্যোপনিষদ্বচনমস্তি।

অস্যায়মর্থঃ – ওমিত্যেতদ্যস্য নামাস্তি তদক্ষরম্। য়ন্ন ক্ষীয়তে কদাচিদ্যচ্চরাচরম্ জগদশ্নুতে ব্যাপ্নোতি তদ্ ব্রহ্মৈবাস্তীতি বিজ্ঞেয়ম্। অস্যৈব সর্বৈর্বেদাদিভিঃ শাস্ত্রৈঃ সকলেন জগতা বোপগতং ব্যাখ্যানং মুখ্যতয়া ক্রিয়তেऽতোऽয়ং প্রধানবিষয়োऽস্তীত্যবধার্য্যম্।

কিং চ, নৈব প্রধানস্যাগ্রেऽপ্রধানস্য গ্রহণং ভবিতুমর্হতি। 'প্রধানাপ্রধানয়োঃ প্রধানে কার্য্যসম্প্রত্যয়ঃ' ইতি ব্যাকরণমহাভাষ্যবচনপ্রামাণ্যাৎ। এবমেব সর্বেষাং বেদানামীশ্বরে মুখ্যেऽর্থে মুখ্যতাৎপর্য্যমস্তি। তৎপ্রাপ্তিপ্রয়োজনা এব সর্ব উপদেশাঃ সন্তি। অতস্তদুপদেশপুরঃসরেণৈব ত্রয়াণাং কর্মোপাসনাজ্ঞানকাণ্ডানাং পারমার্থিকব্যাবহারিকফলসিদ্ধয়ে য়থায়োগ্যোপকারায় চানুষ্ঠানম্ সর্বৈর্মনুষ্যৈর্য়থাবৎ কর্ত্তব্যমিতি।

।। ভাষার্থ।।

পুনরায় এ বিষয়ে ঋগ্বেদের প্রমাণ আছে। যথা (তৎ)। (বিষ্ণুঃ) অর্থাৎ ব্যাপক পরমেশ্বরের (পরমম্) অত্যন্ত উত্তম আনন্দস্বরূপ (পদং) যাহা প্রাপ্তির যোগ্য অর্থাৎ যাহাকে মুক্তি বলা হয়, (সূরয়ঃ) বিদ্বানগণ (সদা পশ্যন্তি) সর্বদা বা সকল কালেই তাহা দর্শন করিয়া থাকেন। অর্থাৎ যোগী পুরুষেরা সদা সেই পরমাত্মার আনন্দ স্বরূপকে সদা জ্ঞান নেত্র বলে দর্শন বা হৃদয়ে গ্রহণ করেন। সেই বিষ্ণু সমস্ত পদার্থে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন। তাঁহাতে দেশ, কাল ও বস্তুর ভেদ নাই। অর্থাৎ অমুক স্থানে আছেন এবং এস্থানে নাই, অথবা অমুক সময় ছিলেন, এসময় নাই অথবা অমুক বস্তুতে আছেন,

এবস্তুতে নাই এরূপ নহে। পরন্তু তিনি দেশ, কাল বা বস্তু হইতে কদাচিৎ পরিচ্ছিন্ন নহেন। এজন্য তাহার পদ (অবস্থান) সর্ব পদার্থে বিরাজিত আছেন। যেহেতু সেই ব্রহ্ম, সর্ব সময়ে সর্বত্র পরিপূর্ণ রূপে অধিষ্ঠিত হইয়া রহিয়াছেন। যেরূপ (দিবীব চক্ষুরাততম্) সূর্যের প্রকাশ আবরণ রহিত আকাশে ব্যাপ্ত হয় এবং যেরূপ ঐ প্রকাশে নেত্রের দৃষ্টি ব্যাপ্ত হইয়া থাকে, তদ্রূপ পরব্রহ্মের অবস্থান বা স্থিতিও স্বয়ং প্রকাশ ও সর্বত্র ব্যাপ্তবান হইয়া রহিয়াছে। ঐ পরব্রহ্মের পরমপদ প্রাপ্তি অপেক্ষা আর শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি ব্রহ্মাণ্ডে নাই। এজন্য চারি বেদই সেই পদ প্রাপ্তির জন্য বিশেষ প্রতিপাদন করিতেছে। এ বিষয়ে ব্যাসদেব লিখিত বেদান্ত শাস্ত্রেরও প্রমাণ আছে যথা–(তত্তু সমন্বয়াৎ) অর্থাৎ সমস্ত বেদবাক্যে সেই ব্রহ্মেরই বিশেষ প্রতিপাদন আছে। এই ব্রহ্ম বেদের কোন স্থানে পরম্পরাভাবে প্রতিপাদিত হইয়াছে। এজন্য সেই পরব্রহ্মই বেদের পরম অর্থ বা পরম প্রতিপাদক পদার্থ হন। যজুর্বেদেও ইহার ঐরূপ প্রমাণ আছে যথা–(য়স্মান্নজাতঃ)। যে পরব্রহ্ম অপেক্ষা (অন্যঃ) অন্য কোন দ্বিতীয় পদার্থ (পরঃ) শ্রেষ্ঠ বা উৎকৃষ্ট (জাতঃ) উৎপন্ন (নাস্তি) হয় নাই, (য় আবিবেশ ভু০) যিনি সর্বত্র সমস্ত বিশ্বে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন, (প্রজাপতি প্র০) যিনি সমস্ত জগতের পালনকর্ত্তা ও অধ্যক্ষ, যিনি (ত্রীণি জ্যোতীꣳষি) অগ্নি, সূর্য্য ও বিদ্যুৎ এই তিন জ্যোতির্ময় পদার্থের প্রকাশের জন্য (সচতে) রচনা করিয়া সংযুক্ত রাখিয়াছেন, যাহাকে (ষোড়শী) অর্থাৎ ষোড়শ কলা বলা হয়। যথা–(১) ঈক্ষণ বা যথার্থ বিচার, (২) প্রাণ, যাহা সমস্ত বিশ্বকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে, (৩) শ্রদ্ধা বা সত্য বিষয়ে বিশ্বাস, (৪) আকাশ, (৫) বায়ু, (৬) অগ্নি, (৭) জল, (৮) পৃথিবী, (৯) ইন্দ্রিয়, (১০) মন অর্থাৎ জ্ঞান, (১১) অন্ন, (১২) বীর্য্য, অর্থাৎ বল ও পরাক্রম, (১৩) তপ, অর্থাৎ ধর্মানুষ্ঠানরূপ সত্যাচার, (১৪) মন্ত্র বা বেদবিদ্যা, (১৫) কর্ম বা চেষ্টা এবং (১৬) নাম, অর্থাৎ দৃষ্ট ও অদৃষ্ট পদার্থের সংজ্ঞা। এই ষোড়শ পদার্থকে ষোড়শ কলা বলা হয়। ইহারা ঈশ্বর ব্যাপ্তিতে অবস্থান করে, এজন্য ইহাকে ষোড়শী বলে। এই ষোড়শ কলার প্রতিপাদন প্রশ্নোপনিষদের ষষ্ঠ প্রশ্নে লিখিত আছে। ঐস্থানে বেদ শব্দের মুখ্যার্থ, পরমেশ্বরকেই প্রতিপাদন করা হইয়াছে এবং পরমেশ্বর হইতে পৃথকরূপ যে জগতাদি আছে, তাহা বেদ শব্দের গৌণার্থ এবং তজ্জন্যই মুখ্য ও গৌণার্থের মধ্যে, মুখ্যার্থই গ্রহণীয় হইয়া থাকে। পুনঃ মাণ্ডুক্যোপনিষদেও লিখিত আছে, (ওমিত্যেতদক্ষরমিদꣳসর্বং তস্যোপব্যাখ্যানম্) অর্থাৎ সেই অক্ষর বা অবিনশ্বর পরমাত্মার নাম ওম্। যিনি সর্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন ও যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ, তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলে ইত্যাদি। এক্ষণে পরমেশ্বর প্রাপ্ত ও প্রতিপাদন করাই বেদের মুখ্য তাৎপর্য্য। এই পরমেশ্বরের উপদেশ রূপ বেদ তিন প্রকার অবয়ব যুক্ত, যথা–কর্ম্ম, উপাসনা ও

জ্ঞান, এই তিন কাণ্ডের দ্বারা ইহকালের ও পরকালের ব্যবহারিক ফলের সিদ্ধি ও যথাবৎ উপকারার্থ সকল মনুষ্যেরই উপরোক্ত তিনপ্রকারের অনুষ্ঠান বিষয়ে পুরুষার্থ করাই, দেহ ধারণের ফল জানিবে।

তত্র দ্বিতীয়ো বিষয়ঃ কর্মকাণ্ডাখ্যঃ, স সর্বঃ ক্রিয়াময়োঽস্তি। নৈতেন বিনা বিদ্যাভ্যাসজ্ঞানে অপি পূর্ণে ভবতঃ কুতঃ ? বাহ্যমানসব্যবহারয়োর্বাহ্যাভ্যন্তরে যুক্তত্বাৎ। স চানেকবিধেঽস্তি। পরং তু তস্যাপি খলু দ্বৌ ভেদৌ মুখ্যৌ স্তঃ–একঃ পরমপুরুষার্থ সিদ্ধ্যর্থোঽর্থাদ্য ঈশ্বরস্তুতিপ্রার্থনোপাসনাজ্ঞাপালনধর্মানুষ্ঠানজ্ঞানেন-মোক্ষমেব সাধয়িতুং প্রবর্ত্ততে, অপরো লোকব্যবহারসিদ্ধয়ে য়ো ধর্মেণার্থকামৌ নির্বর্ত্তয়িতুং সংয়োজ্যতে।

স য়দা পরমেশ্বরস্য প্রাপ্তিমেব ফলমুদ্দিশ্য ক্রিয়তে তদাঽয়ং শ্রেষ্ঠফলাপন্নো নিষ্কামসংজ্ঞাং লভতে। অস্য খল্বনন্তসুখেন য়োগাৎ। য়দা চার্থকামফলসিদ্ধ্যবসানো লৌকিকসুখায় য়োজ্যতে, তদা সোঽপরঃ সকাম এব ভবতি। অস্য জন্মমরণফলভোগেন য়ুক্তত্বাৎ।

স চাগ্নিহোত্রমারভ্যাশ্বমেধপর্য্যন্তেষু য়জ্ঞেষু সুগন্ধিমিষ্টপুষ্টরোগনাশকগুণৈর্য়ুক্তস্য সম্যক্ সংস্কারেণ শোধিতস্য দ্রব্যস্য বায়ুবৃষ্টিজলশুদ্ধিকরণার্থমগ্নৌ হোমঃ ক্রিয়তে, স তদ্দ্বারা সর্বজগৎ সুখকার্য়্যেব ভবতি। য়ং চ ভোজনাচ্ছাদনয়ানকলাকৌশল-য়ন্ত্রসামাজিক নিয়মপ্রয়োজনসিদ্ধ্যর্থং বিধত্তে সোঽধিকতয়া স্বসুখায়ৈব ভবতি।

।। ভাষার্থ।।

বেদের দ্বিতীয় মুখ্য অবয়ব কর্মকাণ্ড বিষয়, যাহা সমস্তই ক্রিয়াময়। এই কর্মকাণ্ড ব্যতীত বিদ্যাভ্যাস ও জ্ঞানপূর্ণ হইতে পারে না, যেহেতু মন সর্বদাই বাহ্যক্রিয়া ও মানস ব্যবহারে যুক্ত হইয়া থাকে। ইহার অনেক প্রকার ভেদ আছে, তন্মধ্যে দুইটী মুখ্য। যথা–প্রথম পরমার্থ ও দ্বিতীয় লোক ব্যবহার, অর্থাৎ প্রথম দ্বারা পরমার্থ ও দ্বিতীয় দ্বারা জাগতিক ব্যবহার সিদ্ধ হইয়া থাকে। প্রথম যাহা পরম পুরুষার্থ রূপ, যাহাতে পরমেশ্বরের স্তুতি (অর্থাৎ তাঁহার সর্বশক্তিমত্বাদি গুণের কীর্ত্তন ও উপদেশ শ্রবণ করা), প্রার্থনা (ঈশ্বরের নিকট হইতে সহায়তা প্রাপ্তির ইচ্ছা করা) ও উপাসনা (ঈশ্বরের সমীপস্থ হইয়া অর্থাৎ তাঁহার স্বরূপে মগ্ন হইয়া, যথাবৎ তাঁহার সত্যভাষণাদি আজ্ঞা পালন করা) সর্বতোভাবে অবশ্য কর্তব্য। এই স্তুতি প্রার্থনা ও উপাসনা বেদ ও পাতঞ্জল যোগশাস্ত্রের রীত্যানুসারে সাধন করা কর্ত্তব্য। ধর্মের স্বরূপ ন্যায়াচরণ অর্থাৎ পক্ষপাত পরিত্যাগ করিয়া, সর্বপ্রকারে সত্যের গ্রহণ ও অসত্যের পরিত্যাগ করা। এই ধর্মবিষয়ক জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া ও তদনুযায়ী যথাবৎ ধর্মানুষ্ঠান করাই কর্মকাণ্ডের শ্রেষ্ঠভাগ এবং

যদ্দ্বারা অর্থ এবং কাম, অথবা ইহাদিগের প্রাপ্তি বিষয়ক সাধন প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাই কর্মকাণ্ডের দ্বিতীয় ভাগ।

এ বিষয়ের ভেদ এই যে, মোক্ষ অর্থাৎ সকল প্রকার দুঃখ বা ক্লেশ হইতে পৃথক হইয়া, কেবল পরমেশ্বর প্রাপ্তির নিমিত্ত ধর্মযুক্ত সর্বকর্মের যথাবৎ অনুষ্ঠান করাকেই নিষ্কাম মার্গ বলা হয়। কারণ ইহা সংসার ভোগের জন্য করা হয় না এবং তজ্জন্যই ইহার ফলও অক্ষয়। আর যাহা সংসার ভোগেচ্ছার সহিত ধর্মযুক্ত কর্মকরা যায়, তাহাকেই সকাম কর্ম বা সকাম মার্গ বলে। এই সকাম কর্মের ফলও সেই জন্যই নাশবান অর্থাৎ অনিত্য হইয়া থাকে। যেহেতু সমস্ত সকাম কর্মের জন্য জীব ইন্দ্রিয় সুখ ভোগ প্রাপ্ত হয় ও তজ্জন্য জন্ম মরণ রূপ বন্ধন হইতে পৃথক বা উত্তীর্ণ হইতে সমর্থ হন না। অগ্নিহোত্র হইতে অশ্বমেধ পর্য্যন্ত সমস্তই কর্মকাণ্ডের অন্তর্গত। এই কর্মকাণ্ডে চারিপ্রকার দ্রব্য দ্বারা হোম করিতে হয় যথা–(১ম) সুগন্ধিগুণযুক্ত কস্তুরী কেশরাদি, (২য়) মিষ্টগুণযুক্ত গুড় ও মধু ইত্যাদি, (৩য়) পুষ্টিকারক গুণযুক্ত দ্রব্য যথা ঘৃত, দুগ্ধ, অন্নাদি এবং (৪র্থ) রোগনাশক গুরুচী ও সোমলতাদি ওষধি প্রভৃতি এই চারিপ্রকার দ্রব্যের পরস্পর শোধন, সংস্কার ও যথাযোগ্য মিশ্রিত করিয়া, অগ্নিতে যুক্তিপূর্বক হোম করিলে তাহা বায়ু ও বৃষ্টির জলের শুদ্ধিকারক স্বরূপ হইয়া সমগ্র জগতের সুখপ্রাপ্তির কারণ হইয়া থাকে। পরন্তু যাহা ভোজন, ছাদন, বিমানাদি যান, কলা, কুশলতা, যন্ত্র ও সামাজিক নিয়মের জন্য অনুষ্ঠিত হয়, তাহার অধিকাংশই কর্মকর্ত্তার সুখদায়ী হইয়া থাকে।

অত্র পূর্বমীমাংসায়াঃ প্রমাণম্ –

'দ্রব্যসংস্কারকর্মসু পরার্থত্বাৎ ফলশ্রুতিরর্থবাদঃ স্যাৎ।।'

অ০৪ পা০৩ সূ০১।

'দ্রব্যাণাং তু ক্রিয়ার্থানাং সংস্কারঃ ক্রতুধর্মঃ স্যাৎ।।'

অ০৪ পা০৩ সূ০৮।

অনয়োরর্থঃ – দ্রব্যং সংস্কারঃ কর্ম চৈত্যত্রয়ং য়জ্ঞকর্ত্তা কর্ত্তব্যম্। দ্রব্যাণি পূর্বোক্তানি চতুঃসংখ্যাকানি সুগন্ধ্যাদিগুণয়ুক্তান্যেব গৃহীত্বা তেষাং পরস্পর-মুত্তমোত্তমগুণসংপাদনার্থং সংস্কারঃ কর্ত্তব্যঃ। য়থা সূপাদীনাং সংস্কারার্থং সুগন্ধয়ুক্তং ঘৃতং চমসে সংস্থাপ্যাগ্নৌ প্রতপ্য সধূমে জাতে সতি তং সূপপাত্রে প্রবেশ্য তন্মুখং বদ্ বা প্রচালয়েচ্ছ, তদা য়ঃ পূর্বং ধূমবদ্বাষ্প উত্থিতঃ স সর্বঃ সুগন্ধো হি জলং ভূত্বা প্রবিষ্টঃ সন্সর্বং সূপং সুগন্ধমেব করোতি, তেন পুষ্টিরুচিকরশ্চ ভবতি। তথৈব য়জ্ঞাদ্যো বাষ্পো জায়তে স বায়ুং বৃষ্টিজলং চ নির্দোষং কৃত্বা সর্বজগতে সুখায়ৈব ভবতি। অতশ্চোক্তম্ –

'য়জ্ঞোऽপি তস্যৈ জনতায়ৈ কল্পতে, য়ত্রৈবং বিদ্বান্ হোতা ভবতি।' ঐ০ ব্রা০ পং০ ১ অ০ ২। (খং১)

জনানাং সমূহো জনতা, তৎসুখায়ৈব য়জ্ঞো ভবতি, য়স্মিন্যজ্ঞেऽমুনা প্রকারেণ বিদ্বান্ সংস্কৃতদ্রব্যাণামগ্নৌ হোমং করোতি। কুতঃ ? তস্য পরার্থত্বাৎ। য়জ্ঞঃ পরোপকারায়ৈব ভবতি। অত এব ফলস্য শ্রুতিঃ শ্রবণমর্থবাদোऽনর্থবারণায় ভবতি। তথৈব হোমক্রিয়ার্থানাং দ্রব্যাণাং পুরুষাণাং চ য়ঃ সংস্কারো ভবতি, স এব ক্রতুধর্মো বোধ্যঃ। এবং ক্রতুনা য়জ্ঞেন ধর্মো জায়তে নান্যথেতি।।

।। ভাষার্থ।।

এক্ষণে পূর্ব মীমাংসা ধর্মশাস্ত্রের প্রমাণ লিখিত হইতেছে। (দ্রব্য০) দ্রব্য, সংস্কার এবং দ্রব্য ও সংস্কারের যথাবৎ উপযোগ, এই তিনটী বিষয়েরই অনুষ্ঠান যজ্ঞকর্ত্তার অবশ্য কর্ত্তব্য। পূর্বোক্ত সুগন্ধাদিযুক্ত চারিপ্রকার দ্রব্যকে রীতিমত সংস্কার করিয়া অগ্নিতে হোম করিলে, জগতের অত্যন্ত উপকার সাধিত হয়। যেরূপ ডাল ও ব্যঞ্জনাদিতে সুগন্ধ মসলা এবং চামচ বা হস্ত দ্বারা ঘৃত অগ্নিতে উত্তপ্ত করিয়া প্রক্ষেপ করিলে সমস্ত পদার্থই সুগন্ধিত হইয়া যায়। যেহেতু সুগন্ধ দ্রব্য ও ঘৃতের অণু সকল ডাল আদি পদার্থকে সুগন্ধিত করিয়া, উহাদিগকে পুষ্টিকর ও রুচিবর্দ্ধক করিয়া দেয়, সেইরূপ যজ্ঞ হইতে যে বাষ্প বা ধূম উত্থিত হয়, তাহা বায়ু ও বৃষ্টির জলকণা সমূহকে নির্দোষ ও সুগন্ধিত করিয়া সমস্ত জগতের সুখদায়ক হইয়া থাকে। এই হেতু ঐ যজ্ঞ পরোপকারার্থেই সাধিত হয় এবং সংস্কারকৃত দ্রব্যাদির দ্বারা বিদ্বান ব্যক্তিগণ হোম করিয়া আনন্দ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। কেন না, যে মনুষ্য জগতের যে পরিমাণে উপকার করেন, তিনি ঈশ্বরের ন্যায় ব্যবস্থানুসারে সেই পরিমাণেই সুখ প্রাপ্ত হইবেন। এজন্য যজ্ঞের অর্থবাদ* এই যে, অনর্থ দোষ সকলকে পরিত্যাগ করিয়া জগতের আনন্দ বৃদ্ধি করা, পরন্তু হোমের দ্রব্য সকলকে উত্তমরূপে সংস্কার করা এবং হোমকর্ত্তার হোম করিবার শ্রেষ্ঠ বিদ্যাযুক্ত হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। এই প্রকারে যজ্ঞ করিলে বিশেষ করিয়া যজ্ঞ কর্ত্তার উত্তম ফল প্রাপ্তি হইয়া থাকে। ইহা অন্যথা হইবার নহে। অত্র প্রমাণম্ –

'অগ্নের্বৈ ধূমো জায়তে ধূমাদভ্রমভ্রাদ্ বৃষ্টিরগ্নের্বা এতা জায়ন্তে তস্মাদাহ তপোজা ইতি।' শ০ কাং০ ৫, অ০ ৩ [ব্রা০৫। ত০১৭]

অস্যায়মভিপ্রায়ঃ–অগ্নেঃ সকাশাদ্ধূমবাষ্পৌ জায়েতে। য়দাऽয়মগ্নির্বৃক্ষৌষধিবনস্পতি-জলাদিপদার্থান্প্রবিশ্য তান্সংহতান্ বিভিদ্য তেভ্যো রসং চ পৃথক্ করোতি, পুনস্তে

* এই শব্দের অর্থ ইতিপূর্বে বেদসংজ্ঞা প্রকরণে লিখিত হইবে।

লঘুত্বমাপন্না বায়্বা ধারেণোপর্য্যাকাশং গচ্ছন্তি। তত্র য়াবান্ জলরসাংশস্তাবতো বাষ্পসংজ্ঞাস্তি। য়শ্চ নিঃস্নেহো ভাগঃ স পৃথিব্যংশোऽস্তি। অত এবোভয়ভাগয়ুক্তো ধূম ইত্যুপচর্য্যতে। পুনর্ধূমগমনানন্তরমাকাশে জলসংচয়ো ভবতি। তস্মাদভ্রং ঘনা জায়ন্তে। তেভ্যো বায়ুদলেভ্যো বৃষ্টির্জায়তে। অতোऽগ্নেরেবৈতা য়বাদয় ওষধয়ো জায়ন্তে। তাভ্যোऽন্নমন্নাদ্বীর্য্যং বীর্য্যাচ্ছরীরাণি ভবন্তীতি।।

।।ভাষার্থ।।

এ বিষয়ে শতপথ ব্রাহ্মণের প্রমাণ প্রদর্শিত হইতেছে যথা–(অগ্নে০) হোমের জন্য যে দ্রব্য অগ্নিতে নিক্ষেপ করা হয়, তাহা হইতে ধুম ও বাষ্প উৎপন্ন হইয়া থাকে। কেন না, পদার্থের মধ্যে প্রবেশ করিয়া উহাকে পৃথক পৃথক্ করিয়া দেওয়াই অগ্নির স্বভাব। এইরূপে পৃথক হইলে উহা লঘু হইয়া পড়ে, কাজেই বায়ুর সহিত আকাশে উত্থিত হয়। উহাতে যে জলীয় অংশ থাকে, তাহাকে বাষ্প বা ভাপ কহে এবং যাহা শুষ্ক তাহা পৃথিবীর অংশ। এই উভয়ের সংযোগের নাম ধূম। যখন ঐ পরমাণু মেঘমণ্ডলে বায়ুরূপ আধারে ভাসিতে থাকে, তখন উহা পরস্পর মিলিত হইয়া মেঘরূপে পরিণত হয়। এই মেঘ হইতে বৃষ্টি, বৃষ্টি হইতে ওষধি, ওষধি হইতে অন্ন, অন্ন হইতে ধাতু, ধাতু হইতে শরীর এবং শরীর হইতে কর্মের উৎপত্তি হইয়া থাকে।

অত্র বিষয়ে তৈত্তিরীয়োপনিষদ্যপয়ুক্তম্–'তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সংভূতঃ, আকাশাদ্বায়ুঃ, বায়োরগ্নিঃ, অগ্নেরাপঃ, অদ্‌ভ্যঃ পৃথিবী, পৃথিব্যা ওষধয়ঃ, ওষধিভ্যোন্নং, অন্নাদ্রেতঃ, রেতসঃ পুরুষঃ, স বা এষ পুরুষোऽন্নরসময়ঃ।।' আনন্দবল্ল্যাং প্রথমেऽনুবাকে।।

'স তপোऽতপ্যত (স) তপস্তপ্‌ত্বা অন্নং ব্রহ্মেতি বিজানাৎ। অন্নাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, অন্নেন জাতানি জীবন্তি, অন্নং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশংতীতি।' ভৃগুবল্ল্যাং দ্বিতীয়োऽনুবাকে।।

অন্নং ব্রহ্মেত্যুচ্যতে, জীবনস্য বৃহদ্ধেতুত্বাৎ। শুদ্ধান্নজলবায়্বাদিদ্বারৈব প্রাণিনাং সুখং ভবতি, নাতোऽন্যথেতি।।

।।ভাষার্থ।।

এ বিষয়ে তৈত্তিরীয় উপনিষদেরও প্রমাণ লিখিত হইতেছে, যথা–(তস্মাদ্বা০) পরমাত্মার অনন্ত সামর্থ্য হইতে আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও পৃথিব্যাদি তত্ত্ব উৎপন্ন হইয়াছে এবং এইরূপে পূর্বোক্ত ক্রমানুসারে শরীরাদির উৎপত্তি, জীবন বা স্থিতি ও

প্রলয় প্রাপ্তি হইয়া থাকে। উপরের লিখিত মন্ত্রে ব্রহ্মের নাম অন্ন ও অন্নের অর্থ ব্রহ্ম রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। যেহেতু যে কারণরূপ পদার্থের যাহা কার্য্য স্বরূপ, তাহা কারণের অনুরূপই হইয়া থাকে কদাপি বিপরীত হয় না। ঐরূপের জন্য ঈশ্বরের সামর্থ্য দ্বারাই জগতের তিন প্রকার অবস্থা ঘটিয়া থাকে, এবং তাহাই জীবমাত্রেরই জীবনের মুখ্য সাধন। এজন্য অন্নকে ব্রহ্ম বলা হইয়া থাকে। হোমের দ্বারা বায়ু, জল ও ওষধি আদি শুদ্ধ হইয়া থাকে এবং ঐ শুদ্ধি দ্বারা সমস্ত জগতের সুখ প্রাপ্তি হয়। আর ঐ সকল পদার্থ অশুদ্ধ থাকিলে, তদ্বারা সকলের দুঃখ প্রাপ্তি হইয়া থাকে।

তত্র দ্বিবিধঃ প্রয়ত্নোऽস্তীশ্বরকৃতো জীবকৃতশ্চ। ঈশ্বরেণ খল্বগ্নিময়ঃ সূর্য্যো নির্মিতঃ, সুগন্ধপুষ্পাদিশ্চ। স নিরন্তরং সর্বস্মাজ্জগতো রসানাকর্ষতি। তস্য সুগন্ধদুর্গন্ধাণুসংয়োগত্বেন তজ্জলবায়ূ অপীষ্টানিষ্টগুণয়োগান্মধ্যগুণৌ ভবতস্তয়োঃ সুগন্ধদুর্গন্ধমিশ্রিতত্বাৎ। তজ্জলবৃষ্টাবোষধ্যন্নরেতঃশরীরাণ্যপি মধ্যমান্যেব ভবন্তি। তন্মধ্যম ত্বাদ্বলবুদ্ধিবীর্য্য-পরাক্রমধৈর্য্যশৌর্য্যাদয়োऽপি গুণা মধ্যমা এব জায়ন্তে। কুতঃ ? য়স্য য়াদৃশং কারণমস্তি তস্য তাদৃশমেব কার্য্যং ভবতীতি দর্শনাৎ। অয়ং খল্বীশ্বরসৃষ্টের্দোষো নাস্তি। কুতঃ ? দুর্গন্ধাদিবিকারস্য মনুষ্যসৃষ্ট্যন্তর্ভাবাৎ। য়তো দুর্গন্ধাদিবিকারস্যোৎ-পত্তির্মনুষ্যাদিভ্য এব ভবতি, তস্মাদস্য নিবারণমপি মনুষ্যৈরেব করণীয়মিতি। য়থেশ্বরেণাজ্ঞা দত্তা সত্যভাষণমেব কর্ত্তব্যং নানৃতমিতি, য়স্তামুল্লঙ্ঘ্য প্রবর্ত্ততে স পাপীয়ান্ভূত্বা ক্লেশং চেশ্বরব্যবস্থয়া প্রাপ্নোতি, তথা য়জ্ঞঃ কর্ত্তব্য-ইতীয়মপ্যাজ্ঞা তেনৈব দত্তাস্তি, তামপি য় উল্লঙ্ঘয়তি সোऽপি পাপীয়ান্সন্ ক্লেশবাংশ্চ ভবতি।।

।। ভাষার্থ।।

উপরোক্ত জল, বায়ু আদির শুদ্ধিকরণে দুই প্রকার প্রযত্ন হইয়া থাকে। যথা– (১ম) ঈশ্বর কৃত ও (২য়) জীব কৃত। অগ্নিরূপ সূর্য্য ও সুগন্ধ রূপ পুষ্পাদি দ্বারা জগতের যে পরিমাণে শুদ্ধি হয়, তাহা পরমেশ্বর কৃত শুদ্ধি। এই সূর্য্য নিরন্তর সমগ্র জগতের রসকে পূর্বোক্ত প্রকারে উর্দ্ধে আকর্ষণ করে এবং পুষ্পাদির সুগন্ধও দুর্গন্ধকে নিবারণ করিয়া থাকে। আকাশস্থ পরমাণু সকল সুগন্ধ ও দুর্গন্ধযুক্ত হইলে তজ্জন্য জল ও বায়ুকে মধ্যম অর্থাৎ দোষযুক্ত করিয়া দেয়। এইরূপে দূষিত জল বায়ুর পরমাণু, বৃষ্টিরূপে পতিত হইলে তাহা ওষধি, অন্ন, বীর্য্য, শরীর আদিকেও মধ্যম বা নিকৃষ্ট গুণযুক্ত করিয়া দেয়, আর এই সকল পদার্থ নিকৃষ্ট গুণযুক্ত হইলেই, উহার সংযোগ হইতে উৎপন্ন বুদ্ধি, বল, পরাক্রম, ধৈর্য্য ও শূর বীরতাদিও, নিকৃষ্ট গুণযুক্ত হইয়া থাকে। যেহেতু যাহার যে প্রকার কারণ, তাহার কার্য্যও তদ্রূপই হইয়া থাকে। দুর্গন্ধ দ্বারা বায়ু ও বৃষ্টির জল যে দোষযুক্ত হইয়া থাকে, তাহা সর্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়।

এই দোষ ঈশ্বরের সৃষ্টি হইতে উৎপন্ন হয় না, কিন্তু মনুষ্যেরই কার্য্য হইতে হইয়া থাকে। এজন্য মনুষ্যেরই উহা নিবারণ করা কর্ত্তব্য। যেরূপ ঈশ্বর সত্যভাষণাদি ধর্ম ব্যবহার করিতে আজ্ঞা দিয়াছেন ও মিথ্যাভাষণাদির নিষেধ করিয়াছেন, অতএব যে মনুষ্য এই আজ্ঞার বিপরীত কর্ম করে, সে অত্যন্ত পাপী হইয়া থাকে এবং ঈশ্বরের ন্যায়ব্যবস্থানুসারে উহার ক্লেশ প্রাপ্তি হয়, তদ্রূপ ঈশ্বর মনুষ্যকে যজ্ঞ করিবার আজ্ঞা দিয়াছেন। যে মনুষ্য এই যজ্ঞানুষ্ঠান না করে, সে ঈশ্বরাজ্ঞা ভঙ্গ হেতু পাপী হইয়া দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে।

কুতঃ ? সর্বোপকারাকরণাৎ। য়ত্র খলু য়াবান্মনুষ্যাদিপ্রাণিসমুদায়ো ভবতি তত্র তাবানেৰ দুর্গন্ধসমুদায়ো জায়তে। ন চৈবায়মীশ্বরসৃষ্টিনিমিত্তো ভবিতুমর্হতি। কুতঃ ? তস্য মনুষ্যাদিপ্রাণিসমুদায়নিমিত্তোৎপন্নত্বাৎ। য়ত্তু খলু মনুষ্যাঃ স্বসুখার্থং হস্ত্যাদিপ্রাণিনামেকত্র বাহুল্যং কুর্বন্তি, অতস্তজ্জন্যোऽপ্যধিকো দুর্গন্ধো মনুষ্যসুখেচ্ছানিমিত্ত এব জায়তে। এবং বায়ুবৃষ্টিজলদূষকঃ সর্বো দুর্গন্ধো মনুষ্যনিমিত্তাদেবোৎপদ্যতেऽতস্তস্য নিবারণমপি মনুষ্যা এব কর্তুমর্হন্তি।।

।। ভাষার্থ।।

কেননা সকলের মঙ্গলকারী যজ্ঞানুষ্ঠান না করিলে মনুষ্যকে পাপী হইতে হয়। যেখানে যে পরিমাণে মনুষ্যের সংখ্যা অধিক হইবে, তথায় সেই পরিমাণে দুর্গন্ধও অধিক হইয়া থাকে। এই দুর্গন্ধ ঈশ্বরের সৃষ্টি হইতে হয় না, কিন্তু মনুষ্যাদি প্রাণি হইতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে, কেননা হস্তি আদি পশু সকলকে মনুষ্য আপনার সুখের জন্যই একত্রিত করিয়া থাকে এইহেতু ঐ পশ্বাদি হইতে যে অধিক দুর্গন্ধ উৎপন্ন হয়, তাহা মনুষ্যেরই সুখভোগেচ্ছা হেতু হইয়া থাকে। অতএব বিচার করা উচিত যে, জল ও বায়ুর দূষক দুর্গন্ধাদি মনুষ্যের নিমিত্তই উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহার নিবারণ করা মানুষের অবশ্য কর্ত্তব্য।

তেষাং মধ্যান্মনুষ্যা এবোপকারানুপকারৌ বেদিতুমর্হাঃ সন্তি। মননং বিচারস্তদ্যোগাদেব মনুষ্যত্বং জায়তে। পরমেশ্বরেণ হি সর্বদেহধারিপ্রাণিনাং মধ্যে মনস্বিনো বিজ্ঞানং কর্ত্তুং য়োগ্যা মনুষ্যা এব সৃষ্টাস্তদ্দেহেষু পরমাণুসংযোগবিশেষেণ বিজ্ঞানভবনানুকূলানাম-বয়বানামুৎপাদিতত্বাৎ। অতস্ত এব ধর্মাধর্ময়োর্জ্ঞান-মনুষ্ঠানাননুষ্ঠানে চ কর্ত্তুমর্হন্তি ন চান্যে। অস্মাৎ কারণাৎ সর্বোপকারায় সর্বৈর্মনুষ্যৈর্য়জ্ঞঃ কর্ত্তব্য এব।

।। ভাষার্থ।।

কেননা জগতে সমস্ত দেহধারী প্রাণীগণের মধ্যে মনুষ্যই শ্রেষ্ঠ। এই হেতু মনুষ্যই উপকার ও অনুপকার বিষয় জানিবার যোগ্য। মনন শব্দের অর্থ বিচার, মননশীল বা

বিচারযুক্ত বলিয়াই, মনুষ্য নামের উৎপত্তি হইয়াছে। ঈশ্বর মনুষ্যের শরীরের পরমাণু আদির বিশেষ সংযোগ এই রূপে রচনা করিয়াছেন যে, যদ্দ্বারা উহার জ্ঞানের উন্নতি হইয়া থাকে। এই কারণে মনুষ্যই ধর্মানুষ্ঠান ও অধর্ম ত্যাগ করিবার যোগ্য হইয়া থাকেন, অপরে নহে। অতএব সকলের উপকারার্থ যজ্ঞানুষ্ঠান করা মনুষ্যেরই কর্ত্তব্য।

কিঞ্চ ভোঃ! কস্তুর্য্যাদীনাং সুরভিয়ুক্তানাং দ্রব্যাণামগ্নৌ প্রক্ষেপণেন বিনাশাৎ কথমুপকারায় য়জ্ঞো ভবিতুমর্হতীতি। কিং ত্বীদৃশৈরুত্তমৈঃ পদার্থৈর্মনুষ্যাদিভ্যো ভোজনাদিদানেনোপকারে কৃতে হোমাদপ্যুত্তমং ফলং জায়তে, পুনঃ কিমর্থং য়জ্ঞকরণমিতি ?

অত্রোচ্যতে – নাত্যন্তো বিনাশঃ কস্যাপি সংভবতি। বিনাশো হি য়দ্ দৃশ্যং ভূত্বা পুনর্ন দৃশ্যেতেতি বিজ্ঞায়তে। পরন্তু দর্শনং ত্বয়া কতিবিধং স্বীক্রিয়তে ? অষ্টবিধং চেতি। কিঞ্চ তৎ ? অত্রাহুর্গোতমাচার্য্যা ন্যায়শাস্ত্রে –

'ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষোৎপন্নং জ্ঞানমব্যপদেশ্যমব্যভিচারি ব্যবসায়াত্মকং প্রত্যক্ষম্।।১।।

অথ তৎপূর্বকং ত্রিবিধমনুমানং পূর্ববচ্ছেষবৎ সামন্যতো দৃষ্টং চ।।২।।

প্রসিদ্ধসাধর্ম্যাৎ সাধ্যসাধনমুপমানম্।।৩।।

আপ্তোপদেশঃ শব্দঃ।।৪।।'

অ০ ১ আহ্নিকম্।১। সূ০ ৪।৫।৬।৭।

প্রত্যক্ষানুমানোপ্রমানশব্দৈতিহ্যার্থাপত্তিসম্ভবাভাবসাধনমেদাদষ্টধা প্রমাণং ময়া মন্যত ইতি।

তত্র য়দিন্দ্রিয়ার্থসম্বন্ধাৎ সত্যমব্যভিচারি জ্ঞানমুৎপদ্যতে তৎ প্রত্যক্ষম্। সন্নিকটে দর্শনান্মনুষ্যোऽয়ং নান্য ইত্যাদ্যুদাহরণম্।।১।।

য়ত্র লিঙ্গজ্ঞানেন লিঙ্গিনো জ্ঞানং জায়তে তদনুমানম্। পুত্রং দৃষ্ট্বাऽऽসীদস্য পিতেত্যাদ্যুদাহরণম্।।২।।

উপমানং সাদৃশ্যজ্ঞানং। যথা দেবদত্তোऽস্তি তথৈব য়জ্ঞদত্তোऽপ্যস্তীতি সাধর্ম্যাদুপদিশতীত্যাদ্যুদাহরণম্।।৩।।

শব্দ্যতে প্রত্যায়্যতে দৃষ্টোऽদৃষ্টশ্চার্থো য়েন স শব্দঃ। জ্ঞানেন মোক্ষো ভবতীত্যাদ্যুদাহরণম্।।৪।।

।। ভাষার্থ।।

প্রঃ – সুগন্ধযুক্ত কস্তুরী আদি পদার্থকে অন্যান্য দ্রব্যের সহিত মিশ্রিত করিয়া, অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে তাহা সমস্তই নষ্ট হইয়া যায়, এই জন্য যজ্ঞ হইতে কোন রূপ উপকার প্রাপ্ত হইতে পারে না, কিন্তু ঐ সমস্ত উত্তম উত্তম পদার্থ যদি মনুষ্যকে ভোজনার্থ দান করা যায়, তবে তাহাতে অবশ্যই তদপেক্ষা অধিকতর উপকার সাধিত হইবে, সন্দেহ নাই। সুতরাং হোম করিবার প্রয়োজন কি ?

উঃ – কোন পদার্থেরই বিনাশ হয় না, কেবল বিয়োগ মাত্র হইয়া থাকে।

প্রঃ – ভাল, আপনি বলুন দেখি, বিনাশ কাহাকে বলে ?

উঃ – পদার্থ সমূহ স্থুলরূপ ধারণ পূর্বক প্রথমে দৃষ্টি গোচর হইয়া, পুনরায় তাহা অদৃশ্য হইলেই তাহাকে বিনাশ বলা যায়।

প্রঃ – আপনি কয় প্রকার দর্শন (প্রমাণ) স্বীকার করেন ?

উঃ – আট প্রকার।

প্রঃ – সেইগুলি কী কী ?

উঃ – ১ প্রত্যক্ষ, ২ অনুমান, ৩ উপমান, ৪ শব্দ, ৫ ঐতিহ্য, ৬ অর্থাপত্তি, ৭ সম্ভব, ও ৮ অভাব, এই প্রকার ভেদে আমি ৮ প্রকার দর্শন (প্রমাণ) স্বীকার করিয়া থাকি।

(ইন্দ্রিয়ার্থ০) ইহাদের মধ্যে চক্ষু আদি ইন্দ্রিয় এবং রূপ আদি বিষয়ের সম্বন্ধ হইতে যে সত্যজ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহাকে (প্রত্যক্ষ) বলা যায়। যেমন দূর হইতে দেখিলে সন্দেহ হয় যে উহা মনুষ্য বা অপর কিছু। কিন্তু পরে তাহার সমীপস্থ হইলেই নিশ্চয় হওয়া যায় যে, ইহা মনুষ্যই বটে, অপর কিছু নহে, ইত্যাদি বিষয় প্রত্যক্ষের উদাহরণ স্বরূপ জানিবে।।১।।

(অথ তৎপু০) কোন পদার্থের (আংশিক) চিহ্নমাত্র দেখিলেই, (সেই বা অপর) পদার্থের যে জ্ঞান হয়, তাহাকেই অনুমান বলে। যেমন কোন ব্যক্তির পুত্রকে দেখিলে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, ইহার মাতা পিতাদি আছেন বা অবশ্য ছিলেন, ইত্যাদি অনুমান বিষয়ের উদাহরণ রূপ জানিবে।।২।।

(প্রসিদ্ধ০) তৃতীয় উপমান কোন বস্তুর তুল্যধর্ম দেখিয়া, সম-ধর্মযুক্তের যে জ্ঞান হয় তাহাকে উপমান বলে। যেমন কোন ব্যক্তি কাহাকেও বলিল–যেরূপ এই দেবদত্তকে দেখিতেছ, এই প্রকার সেই যজ্ঞদত্তকেও জানিবে এবং উহার নিকট যাইয়া এই কার্য্য করাইয়া লও। এই প্রকারের তুল্য ধর্ম হইতে যে জ্ঞান জন্মে, তাহাকে উপমান বলা হয়।।৩।।

(আপ্তোপ০) চতুর্থটি শব্দ প্রমাণ, যাহা প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ অর্থের নিশ্চয় করাইয়া দেয়, যেমন জ্ঞান হইতে মোক্ষ হয় এইরূপ আপ্তোপদেশ, শব্দ প্রমাণের উদাহরণ স্বরূপ জানিবে। ।৪। ।

ন চতুষ্ট্বমৈতিহ্যার্থাপত্তিসম্ভবাভাবপ্রামাণ্যাৎ। ।৫। ।

শব্দ ঐতিহ্যানর্থান্তরভাবাদ অনুমানেঽর্থাপত্তিসম্ভবাভাবানর্থান্তর-ভাবাচ্চাপ্রতিষেধঃ। ।৬। ।

অ০ ২ আ০ ২। সূ০ ১২। ।

ন চতুষ্ট্ব বমিতি সূত্রদ্বয়স্য সংক্ষিপ্তেঽর্থঃ ক্রিয়তে–

(ঐতিহ্যং) শব্দোপগতমাপ্তোপদিষ্টং গ্রাহ্যম্–দেবাসুরাঃ সংয়ত্তা আসন্নিত্যাদি। ।৫। ।

(অর্থাপত্তি) অর্থাদাপদ্যতে সার্থাপত্তিঃ। কেনচিদুক্তং সৎসু ঘনেষু বৃষ্টির্ভবতীতি। কিমত্র প্রসজ্যতে, অসৎসু ঘনেষু ন ভবতীত্যাদ্যুদাহরণম্। ।৬। ।

(সম্ভবঃ) সম্ভবতি য়েন য়স্মিন্বা স সম্ভবঃ। কেনচিদুক্তং মাতাপিতৃভ্যাং সন্তানং জায়তে, সম্ভবোঽস্তীতি বাচ্যম্। পরন্তু কশ্চিদ্ ব্রূয়াৎ কুম্ভকরণস্য ক্রোশচতুষ্টয়পর্যন্তং শ্মশ্রুণঃ কেশা উর্দ্ধং স্থিতা আসন্, 'ষোড়শক্রোশমূর্দ্ধং নাসিকা চ' অসম্ভবত্বান্মিথ্যৈবাস্তীতি বিজ্ঞায়তে, ইত্যাদ্যুদাহরণম্। ।৭। ।

(অভাবঃ) কোঽপি ব্রূয়াদ্ ঘটমানয়েতি, স তত্র ঘটমপশ্যন্নত্র ঘটো নাস্তীত্যভাবলক্ষণেন য়ত্র ঘটো বর্ত্তমানস্তস্মাদানীয়তে। ।৮। ।

ইতি প্রত্যক্ষাদীনাং সংক্ষেপতোঽর্থঃ। এবমষ্টবিধং দর্শনমর্থাজজ্ঞানং ময়া মন্যতে। সত্যমেবমেতৎ। নৈবমঙ্গীকারেণ বিনা সমগ্রৌ ব্যবহারপরমার্থৌ কস্যাপি সিধ্যেতাম্।

। । ভাষার্থ। ।

(ঐতিহ্যং) সত্যবাদী বিদ্বান কর্ত্তৃক কথিত বা লিখিত উপদেশের নাম ইতিহাস। যেমন ''দেব ও অসুর যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত তৎপর হইয়াছিলেন,'' এই (বা এইরূপ) যে সমস্ত ইতিহাস ঐতরেয়, শতপথ ব্রাহ্মণাদি সত্য গ্রন্থে লিখিত আছে, তাহাই গ্রহণীয় হইয়া থাকে। অন্য অসত্য গ্রন্থের বাক্যাদি প্রমাণ নহে এবং ইহাই (ঐতিহ্যরূপ) পঞ্চম প্রমাণ। ।৫। ।

ষষ্ঠ প্রমাণ (অর্থাপত্তিঃ), অর্থাৎ কোন বাক্য শ্রবণ করিয়া, তাহা হইতেই বিরুদ্ধ অর্থ বুঝিয়া লওয়া, যথা কোন ব্যক্তি বলিল যে, মেঘ হইতেই বৃষ্টি হয়, এই কথা

শুনিয়াই অপরে জ্ঞাত হইলেন, যে বিনা মেঘে কদাপি বৃষ্টি হইতে পারে না, এবম্বিধ প্রমাণ হইতে যে জ্ঞান জন্মে, তাহাকে অর্থাপত্তি বলে। ।৬। ।

সপ্তম (সম্ভবঃ), যেমন কোন ব্যক্তি কাহাকেও বলিল যে, মাতা পিতা হইতে সন্তানের উৎপত্তি হইয়া থাকে এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি তাহা স্বীকার করিল যে, হ্যাঁ, একথা সম্ভব বটে পরন্তু যদি কেহ এইরূপ বলেন যে রাবণের ভাই কুম্ভকর্ণের শ্মশ্রুর কেশ (গোঁফ), আকাশে চারি ক্রোশ পর্য্যন্ত উর্দ্ধে অবস্থান করিত এবং উহা (১৬) ষোড়শ ক্রোশ পর্য্যন্ত দীর্ঘ বা প্রস্থেও তদ্রূপ ছিল, তবে এইরূপ বাক্যগুলিকে সর্বথা মিথ্যা বলিয়া বুঝিতে হইবে। যেহেতু এরূপ ঘটনা বা অবস্থা কখনও সম্ভব হইতে পারে না। ।৭। ।

অষ্টম প্রমাণ (অভাবঃ), যেমন কোন ব্যক্তি কাহাকেও বলিল যে ''তুমি ঘট আনয়ন কর'' এবং যখন সে ঘট আনয়ন করিতে গিয়া তথায় ঘট পাইল না, তখন অপর যেখানে ঘট ছিল, তথা হইতে লইয়া আসিল। ।৮। ।

উপরোক্ত আট প্রকার প্রমাণকে আমি স্বীকার করিয়া থাকি এবং এই আটটীর অর্থও আমি সংক্ষেপে বর্ণন করিলাম।* (উত্তর)–এ কথা সত্য বা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, উপরোক্ত অষ্ট প্রকার প্রমাণ স্বীকার না করিলে, সম্পূর্ণ ব্যবহার (বিষয়) কাহারও সিদ্ধ হইতে পারে না এবং তজ্জন্যই এই অষ্ট প্রকার প্রমাণকে আমরাও স্বীকার করিয়া থাকি।

যথা কশ্চিদেকং মৃৎপিণ্ডং বিশেষতশ্চুর্ণীকৃত্য বেগযুক্তে বায়ৌ বাহূবেগেনাকাশে প্রতিক্ষিপেত্তস্য নাশো ভবতীত্যুপচর্য্যতে, চক্ষুষা দর্শনাভাবাৎ। (ণশ্) অদর্শনে অস্মাদ্ ঘঞ্প্রত্যয়ে কৃতে নাশ ইতি শব্দঃ সিদ্ধ্যতি। অতো নাশো বাহ্যেন্দ্রিয়াঽদর্শনমেব ভবিতুমর্হতি। কিঞ্চ, য়দা পরমাণবঃ পৃথক্ পৃথক্ ভবন্তি, তদা তে চক্ষুষা নৈব দৃশ্যন্তে, তেষামতীন্দ্রিয়ত্বাৎ। য়দা চৈতে মিলিত্বা স্থূলভাবমাপদ্যন্তে তদৈব তদ্দ্রব্যং দৃষ্টিপথমাগচ্ছতি, স্থুলস্যৈন্দ্রিয়কত্বাৎ। য়দ্ দ্রব্যং বিভক্তুং বিভাগানর্হং ভবতি তস্য পরমাণুসংজ্ঞা চেতি ব্যবহারঃ। তে হি বিভক্তা অতীন্দ্রিয়াঃ সন্ত আকাশে বর্ত্তন্ত এব।

। । ভাষার্থ। ।

নাশের অর্থ দৃষ্টান্তের দ্বারা বুঝাইতেছি যথা–(যেরূপ) কেহ মৃৎপিণ্ডকে চুর্ণ করিয়া বায়ু মধ্যে বেগ পূর্বক নিক্ষেপ করিলে, সেই সূক্ষ্ম ধুলিকণাগুলি চক্ষুর দ্বারা দৃষ্ট হয় না, কেননা (ণশ্) ধাতুর অর্থ অদর্শন এবং যখন ঐ অণু সকল পৃথক্ পৃথক্ হইয়া যায়, তখন তাহা আদৌ দৃষ্টিগোচর হয় না। তখন তাহাকেই (অদর্শন অবস্থাকেই) নাশ বলা হয়। পুনশ্চ যখন পরমাণুর সংযোগে দ্রব্য স্থূল অর্থাৎ বৃহৎ হইয়া যায়, তখন

* শব্দ প্রমাণের মধ্যে ঐতিহ্য এবং অনুমানের মধ্যে অর্থাপত্তি, সম্ভব এবং অভাবকে স্বীকার্য্য বলিয়া মানিয়া লইলে চারি প্রকার প্রমাণ হইয়া থাকে।

তাহা দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। যাহার বিভাগ আদৌ হইতে পারে না, তাহাকেই পরমাণু বলে। পরন্তু এই কথা কেবল ব্যবহারিক ও একদেশীয় বুঝিতে হইবে, কেননা জ্ঞান দ্বারা উহার বিভাগ হইতে পারে। যাহার পরিধি ও ব্যাস হইতে পারে, তাহার বিভাগও অবশ্য হইবে। যে পর্য্যন্ত তাহা এক রস হইয়া না যায়, সে পর্য্যন্ত জ্ঞানের দ্বারা উহাকে বারম্বার বিভাগ করিতে পারা যায়।

তথৈবাগ্নৌ য়দ্ দ্রব্যং প্রক্ষিপ্যতে তদ্বিভাগং প্রাপ্য দেশান্তরে বর্ত্তত এব, ন হি তস্যাভাবঃ কদাচিদ্ভবতি। এবং য়দ্ দুর্গন্ধাদিদোষনিবারকং সুগন্ধাদি দ্রব্যমস্তি তচ্চাগ্নৌ হুতং সদ্বায়োর্বৃষ্টিজলস্য শুদ্ধিকরং ভবতি। তস্মিন্নির্দোষে সতি সৃষ্টয়ে মহান্‌হ্যুপকারো ভবতি সুখং চাতঃ কারণাদ্যজ্ঞঃ কর্ত্তব্য এবেতি।

কিঞ্চ ভোঃ! বায়ুবৃষ্টিজলশুদ্ধিকরণমেব য়জ্ঞস্য প্রয়োজনমস্তি চেত্তর্হি গৃহাণাং মধ্যে সুগন্ধদ্রব্যরক্ষণেনৈতৎ সেৎস্যতি, পুনঃ কিমর্থমেতাবানাড়ম্বরঃ ?

নৈবং শক্যম্। নৈব তেনাশুদ্ধো বায়ুঃ সূক্ষ্মো ভূত্বাऽऽকাশাং গচ্ছতি, তস্য পৃথক্ত্বলঘুত্বাভাবাৎ। তত্র তস্য স্থিতৌ সত্যাং নৈব বাহ্যো বায়ুরাগন্তুং শক্নোত্যবকাশাভাবাৎ। তত্র পুনঃ সুগন্ধদুর্গন্ধয়ুক্তস্য বায়োর্বর্ত্তমানত্বাদ্ আরোগ্যাদিকং ফলমপি ভবিতুমশক্যমেবাস্তি।

।। ভাষার্থ।।

অতএব যে সকল সুগন্ধ্যাদি যুক্ত দ্রব্য অগ্নিতে হোম করা হয়, তাহাদের অণু সকল পৃথক পৃথক হইয়া আকাশে বর্ত্তমান থাকে। কেননা বস্তুতঃ কোন দ্রব্যের কখনও অভাব হয় না। এইহেতু সেই দ্রব্য অবশ্যই দুর্গন্ধাদি দোষের নিবারক হইয়া থাকে এবং তদ্দ্বারা বায়ু ও বৃষ্টি জলের শুদ্ধি হইলে জগতের অত্যন্ত উপকার সাধিত হয় ও তজ্জন্য অবশ্যই সুখ প্রাপ্তি হইয়া থাকে। এই কারণে যজ্ঞ করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

প্রঃ – বায়ু ও বৃষ্টি জলের শুদ্ধি করিবার জন্যই যদি যজ্ঞের প্রয়োজন হয়, তবে গৃহ মধ্যে আতর ও পুষ্পাদি রাখিলেই ত উহা সিদ্ধ হইতে পারে। অতএব যজ্ঞ কার্য্যে এত পরিশ্রম করিবার প্রয়োজন কী ?

উঃ – উপরোক্ত শুদ্ধিকার্য্য অন্য কোন প্রকারে সিদ্ধ হইতে পারে না। যেহেতু আতর ও পুষ্পাদির সুগন্ধ আকাশস্থিত দুর্গন্ধ বায়ুতে মিশ্রিত হইয়া বর্ত্তমান থাকে। ইহা দ্বারা ঐ গন্ধ বায়ুকে পৃথক পৃথক রূপে ছেদন করিয়া তৎস্থান হইতে বহির্গত করাইয়া দিতে সমর্থ হয় না এবং লঘুত্বের অভাব বশতঃ উর্দ্ধেও উত্থিত হইতে পারে না। উহা এক অবকাশেই বর্ত্তমান থাকায় বাহিরের শুদ্ধ বায়ু সেস্থলে যাইতে পারে না, কেননা শূন্য স্থান না পাইলে তথায় অপর পদার্থের প্রবেশ হইতে পারে না। অতএব

সুগন্ধ ও দুর্গন্ধযুক্ত বায়ু এক স্থানেই থাকে বলিয়া, তদ্দ্বারা রোগ নাশাদি ফল কখনই সিদ্ধ হইতে পারে না।

য়দা তু খলু তস্মিন্ গৃহেঽগ্নিমধ্যে সুগন্ধ্যাদিদ্রব্যস্য হোমঃ ক্রিয়তে, তদাঽগ্নিনা পূর্বো বায়ুর্ভেদং প্রাপ্য লঘুত্বমাপন্ন উপর্য্যাকাশং গচ্ছতি। তস্মিন্ গতে সতি তত্রাবকাশত্বাচ্চতসৃভ্যো দিগ্ভ্যঃ শুদ্ধো বায়ুরাদ্রবতি। তেন গৃহাকাশস্য পূর্ণত্বাদ্ আরোগ্যাদিকং ফলমপি জায়তে।

।। ভাষার্থ।।

পরন্তু যখন অগ্নি ঐ (স্থানের) বায়ুকে লঘু করিয়া তথা হইতে বাহিরে সরাইয়া দেয়, তখন অপর শুদ্ধ বায়ু তথায় প্রবেশ করিয়া থাকে। অতএব এইরূপ ফল একমাত্র যজ্ঞ দ্বারাই সিদ্ধ হইয়া থাকে, অন্য প্রকারে হয় না। যেহেতু হোমের পরমাণু দ্বারা শুদ্ধ বায়ু, পূর্বস্থিত বায়ুকে সরাইয়া দিয়া, তথাকার বায়ুকে শুদ্ধ ও রোগ নাশক করিয়া, জীব সকলকে উত্তম সুখপ্রাপ্তি করাইয়া থাকে।

য়ো হোমেন সুগন্ধয়ুক্তদ্রব্যপরমাণুয়ুক্ত উপরিগতো বায়ুর্ভবতি, স বৃষ্টিজলং শুদ্ধং কৃত্বা, বৃষ্ট্যাধিক্যমপি করোতি। তদ্দ্বারৌষধ্যাদীনাং শুদ্ধেরুত্তরোত্তরং জগতি মহৎসুখং বর্দ্ধত ইতি নিশ্চীয়তে। এতৎ খল্বগ্নিসংয়োগরহিতসুগন্ধে বায়ুনা ভবিতুমশক্যমস্তি। তস্মাদ্ধোমকরণমুত্তমমেব ভবতীতি নিশ্চেতব্যম্।

।। ভাষার্থ।।

হোমের দ্বারা বায়ু সুগন্ধ্যাদি পদার্থ সকল পরমাণুর সহিত যুক্ত হইয়া, আকাশে উত্থান পূর্বক বৃষ্টির জলকে শুদ্ধ করিয়া দেয় এবং উহা হইতে বৃষ্টিও অধিক পরিমাণে পতিত হইয়া থাকে। যেহেতু হোম দ্বারা নিম্ন দেশ অধিক উত্তপ্ত হওয়ায়, জলকণা অধিক পরিমাণে উর্দ্ধে উত্থিত হয় এবং জল বায়ু শুদ্ধ হওয়ায় তজ্জাত অন্নাদি ও ওষধিও অত্যন্ত শুদ্ধ হইয়া যায়। এইরূপে হোম দ্বারা প্রতিদিন সুগন্ধের আধিক্য হওয়ায় জগতে নিত্য অধিক সুখের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। এবম্বিধ শুভ ফল অগ্নিতে হোম করা ব্যতীত অন্য কোন প্রকারেই প্রাপ্ত হওয়া সম্ভব নহে। অতএব হোম করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

অন্যচ্চ। দূরস্থলে কেনচিৎ পুরুষেণাগ্নৌ সুগন্ধদ্রব্যস্য হোমঃ ক্রিয়তে, তদ্যুক্তো বায়ুর্দূরস্থমনুষ্যস্য ঘ্রাণেন্দ্রিয়েণ সংযুক্তো ভবতি। সোঽত্র সুগন্ধো বায়ুরস্তীতি জানাত্যেব। অনেন বিজ্ঞায়তে বায়ুনা সহ সুগন্ধং দুর্গন্ধং চ দ্রব্যং গচ্ছতীতি। তদ্যদা স দূরং গচ্ছতি তদা তস্য ঘ্রাণেন্দ্রিযসংয়োগো ন ভবতি, পুনর্বালবুদ্ধীনাং ভ্রমো ভবতি স সুগন্ধো নাস্তীতি। পরন্তু তস্য হুতস্য পৃথগ্ভূতস্য বায়ুস্থস্য সুগন্ধয়ুক্তস্য দ্রবস্য দেশান্তরে

বর্ত্তমানত্বাত্তৈর্ন বিজ্ঞায়তে। অন্যদপি খলু হোমকরণস্য বহুবিধমুত্তমং ফলমস্তি, তদ্বিচারেণ বুধৈর্বিজ্ঞেয়মিতি।

।। ভাষার্থ।।

পুনঃ হোম করিলে যে সুগন্ধির নাশ হয় না, তাহার কারণ এই যে কোন লোক দূরদেশে অগ্নিতে সুগন্ধ পদার্থের হোম করিলে, ঐ সুগন্ধযুক্ত বায়ু যজ্ঞস্থল হইতে দুরস্থিত মনুষ্যের ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের সহিত সংযুক্ত হইলেই, তিনি অনুভব করিতে সমর্থ হন, যে তথায় সুগন্ধ বায়ু বহিতেছে। ইহার দ্বারা বেশ বুঝা যাইতেছে যে, কোন স্থূল দ্রব্যের বিয়োগ ঘটিলেও, তাহা সুগন্ধ বা দুর্গন্ধযুক্ত সূক্ষ্ম বা অণুরূপে ইতস্ততঃ বায়ুর সহিত যাতায়াত বা বিচরণ করিয়া থাকে। যখন ঐ দ্রব্য বা দ্রব্যের সূক্ষ্ম অণূ সকল বায়ুর সহিত দূরদেশে চলিয়া যায়, তখন ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের সহিত তাহার সংযোগের অভাব হইয়া যায় এবং তখনই বাল্য বা স্বল্প বুদ্ধি মানুষের ভ্রম ঘটে যে, ঐ সুগন্ধিত দ্রব্যের অভাব বা তাহার অস্তিত্ব নষ্ট হইয়া গেল। পরন্তু জানা উচিত যে, ঐ সুগন্ধযুক্ত দ্রব্য বা তাহার পরমাণু, বায়ুর সহিত আকাশে সদাই বর্ত্তমান থাকে। যাহা হউক হোম দ্বারা ইহা হইতে আরও অনেক প্রকারের শুভ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, যাহা বুদ্ধিমান ব্যক্তি বিচার বলে জ্ঞাত হইবেন।

যদি হোমকরণস্যৈতৎ ফলমস্তি তদ্ধোমকরণমাত্রেণৈব সিদ্ধ্যতি, পুনস্তত্র বেদমন্ত্রাণাং পাঠঃ কিমর্থঃ ক্রিয়তে ?

অত্র ব্রূমঃ - এতস্যান্যদেব ফলমস্তি। কিম্ ? য়থা হস্তেন হোমো, নেত্রেণ দর্শনং, ত্বচা স্পর্শনং চ ক্রিয়তে, তথা বাচা বেদমন্ত্রা অপি পঠ্যন্তে। তৎপাঠেনেশ্বরস্তুতি-প্রার্থনোপাসনাঃ ক্রিয়ন্তে। হোমেন কিং ফলং ভবতীত্যস্য জ্ঞানং, তৎপাঠানুবৃত্যা বেদমন্ত্রানাং রক্ষণমীশ্বরস্যাস্তিত্বসিদ্ধিশ্চ। অন্যচ্চ, সর্বকর্মাদাবীশ্বরস্য প্রার্থনা কায়্যেত্যুপদেশঃ। য়জ্ঞে তু বেদমন্ত্রোচ্চারণাৎ সর্বত্রৈব তৎপ্রার্থনা ভবতীতি বেদিতব্যম্।

।। ভাষার্থ ।।

প্রঃ - যদি হোম করিলেই হোমের প্রয়োজন সিদ্ধ হয়, তবে পুনঃ হোমকালে বেদমন্ত্র পাঠের প্রয়োজন কী ?

উঃ - বেদমন্ত্র পাঠ করিবার অন্য প্রয়োজন আছে।

প্রঃ - তাহা কী ?

উঃ - যেরূপ হোম করিবার সময় হস্ত দ্বারা হব্য পদার্থ অগ্নিতে অর্পণকরি, চক্ষুর দ্বারা দর্শন করি ও ত্বকেন্দ্রিয়ের দ্বারা উহা স্পর্শ করি, তদ্রূপ বাণী দ্বারাও বেদমন্ত্র উচ্চারণ দ্বারা বেদের রক্ষা ও তৎসঙ্গে ঈশ্বরের স্তুতি প্রার্থনা ও উপাসনা হইয়া থাকে

এবং হোম দ্বারা য়ে সকল ফল লাভ হয়, তাহারও (তদ্বিষয়েরও)স্মরণ হইয়া যায়। বারংবার বেদমন্ত্র পাঠ করিলে উহা কণ্ঠস্থ হইয়া যায় ও তৎসঙ্গে ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিদিত হওয়া যায়, যাহাতে কেহ যেন নাস্তিক হইতে না পারে। যেহেতু ঈশ্বরের প্রার্থনা পূর্বক সমস্ত কর্মের আরম্ভ করা হয়; যজ্ঞে বেদমন্ত্রের উচ্চারণ দ্বারা ঈশ্বরের প্রার্থনা সর্বত্র হইয়া থাকে, এজন্য সমস্ত উত্তম কর্ম বেদমন্ত্রের সহিত অর্থাৎ বেদমন্ত্র দ্বারা ঈশ্বরকে স্মরণ ও তাঁহার উপাসনা করা কর্তব্য।

কশ্চিদত্রাহ - বেদমন্ত্রোচ্চারণং বিহায়ান্যস্য কস্যচিৎ পাঠস্তত্র ক্রিয়তে তদা কিং দূষণমস্তীতী ?

অত্রোচ্যতে - নান্যস্য পাঠে কৃতে সত্যেতৎ প্রয়োজনং সিদ্ধ্যতি। কুতঃ ? ঈশ্বরোক্তাভাবান্নিরতিশয়সত্যবিরহাচ্চ। য়দ্যদ্ধি য়ত্র ক্বচিৎ সত্যং প্রসিদ্ধমস্তি তত্তৎ সর্বং বেদাদেব প্রসৃতমিতি বিজ্ঞেয়ম্। য়দ্যৎ খল্বনৃতং তত্তদনীশ্বরোক্তং বেদাদ্বহিরিতি চ। অত্রার্থে মনুরাহ -

ত্বমেকো হ্যস্য সর্বস্য বিধানস্য স্বয়ম্ভূবঃ। অচিন্ত্যস্যাপ্রমেয়স্য কার্য়্যতত্ত্বার্থবিৎপ্রভো।।

অ০ ১/ শ্লো০ ৩।

চাতুর্বর্ণ্যং ত্রয়ো লোকাশ্চত্বারশ্চাশ্রমাঃ পৃথক্।
ভূতং ভব্যং ভবিষ্যচ্চ সর্বং বেদাৎ প্রসিদ্ধ্যতি।।২।।
বিভর্তি সর্বভূতানি বেদশাস্ত্রং সনাতনম্। তস্মাদেতৎ পরং মন্যে য়জ্জন্তোরস্য সাধনম্।।৩।।

অ০/ শ্লো০ ৯৭, ৯৯।

প্রঃ - য়জ্ঞে বেদমন্ত্র পাঠ না করিয়া, অপর কোন মন্ত্র পাঠ করিলে ক্ষতি কী ?

উঃ - অন্য মন্ত্র পাঠে এই সকল প্রয়োজন সিদ্ধ হইতে পারে না। ঈশ্বর বাক্য হইতে যে সত্য প্রয়োজন সিদ্ধ হয়, অন্যের বাণী দ্বারা তাহা কখনই সিদ্ধ হইতে পারেনা। যেহেতু ঈশ্বরের বচন সর্বথা ভ্রান্তিরহিত ও সত্যস্বরূপ,অন্যের বচন তদ্রূপ কখনই হইতে পারে না। পরন্তু যদি কেহ বেদানুকূল অর্থাৎ আত্মার শুদ্ধি, আপ্ত পুরুষ কৃত গ্রন্থের বোধ ও তাহাদের শিক্ষা দ্বারা বেদকে যথাবৎ জানিতে পারিয়া, বাক্য প্রয়োগ করেন, তবে তাঁহারও বচন সত্য হইয়া থাকে। কিন্তু যাহা কেবল আপনার বুদ্ধি হইতেই বলা যায়, তাহা কখনও সত্য হইতে পারে না। অতএব নিশ্চয় জানিবে যে, যে স্থানে সত্য বিষয় দেখিতে বা শুনিতে পাওয়া যায়, তথায় তৎ সমস্তই বেদ হইতে প্রসৃত হইয়াছে। আর যাহা কিছু মিথ্যা (দৃষ্ট হয়), তৎ সমস্তই জীবেরই কল্পনা হইতে প্রসিদ্ধ হইয়াছে, বেদ হইতে নহে। অতএব ঈশ্বরোক্ত গ্রন্থ হইতে যে সত্য প্রয়োজন সিদ্ধ হয়, তাহা অন্য কোন পুস্তক হইতে কদাপি হয় না। এই বিষয়ে ভগবান্ মনুর প্রমাণ আছে যথা -

(ত্বমে০) অর্থাৎ ভগবান্ মনুকে ঋষিগণ জিজ্ঞাসা করিতেছেন, যে স্বয়ম্ভূ অর্থাৎ সনাতন বেদ যাহাতে কিঞ্চিৎ মাত্রও অসত্য নাই ও যাহাতে সমস্ত সত্য বিদ্যার বিধান রহিয়াছে, তাহার অর্থজ্ঞাতা কেবল আপনিই বিদ্যমান আছেন ।। ১ ।।

(চাতু০) অর্থাৎ চারিবর্ণ, চারি আশ্রম, ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান আদির সমস্ত বিদ্যা বেদ হইতেই প্রসিদ্ধ হইয়া থাকে ।। ২ ।।

(বিভর্তি০) এই সনাতন বেদশাস্ত্র, সমস্ত বিদ্যাপ্রদানপূর্বক সম্পূর্ণ প্রাণীমাত্রকেই ধারণ করিয়া রহিয়াছে এবং সমস্ত সুখকেই প্রাপ্ত করাইতেছে, এই কারণেই আমরা উহাকে সর্বথা উত্তম বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকি । এই প্রকার মান্য করা অবশ্যই কর্তব্য, কেননা ইহাই সমস্ত জীবের সুখের সাধনস্বরূপ ।।

কিং য়জ্ঞানুষ্ঠানার্থং ভূমিং খনিত্বা বেদিঃ, প্রণীতাদীনি পাত্রাণি, কুশতৃণং, য়জ্ঞশালা, ঋত্বিজশ্চৈতৎ সর্বং করণীয়মস্তি ?

অত্র ব্রূমঃ - য়দ্যদাবশ্যকং যুক্তিসিদ্ধং তত্তৎ কর্তব্যং, নেতরৎ । তদ্যথা - ভূমিং খনিত্বা বেদী রচনীয়া, তস্যাং হোমে কৃতেऽগ্নেস্তীব্রত্বাদ্ধুতং দ্রব্যং সদ্যো বিভেদং প্রাপ্যাকাশং গচ্ছতি । তথা বেদিদৃষ্টান্তেন ত্রিকোণচতুষ্কোণগোলশ্যেনাদ্যাকারবৎ-করণাদ্রেখাগণিতমপি সাধ্যতে । তত্র চেষ্টকানাং পরিগণিতত্বাদনয়া গণিতবিদ্যাপি গৃহ্যতে । এবমেবোত্তরেऽপি পদার্থাঃ সপ্রয়োজনাঃ সন্ত্যেব । পরন্ত্বেবং প্রণীতায়াং রক্ষিতায়াং পুণ্যং স্যাদেবং পাপমিতি যদুচ্যতে তত্রপাপনিমিত্তাভাবাৎ সা কল্পনা মিথ্যৈবাস্তি । কিন্তু খলু যজ্ঞসিদ্ধ্যর্থং যদ্যদাবশ্যকং য়ুক্তিসিদ্ধমস্তি, তত্তদেব গ্রাহ্যম্ । কুতঃ ? তৈর্বিনা তদসিদ্ধেঃ ।

।। ভাষার্থ ।।

প্রঃ - যজ্ঞ করিবার জন্য ভূমি খনন পূর্বক বেদি রচনা, প্রণীতা, প্রোক্ষণী ও চমসাদি পাত্রের স্থাপনা, যজ্ঞশালা নির্মাণ ও ঋত্বিজকে নিযুক্ত ইত্যাদি রূপ কার্য করা কি একান্ত আবশ্যক ?

উঃ - হাঁ করা উচিত । যেহেতু যাহা কিছু যুক্তিসিদ্ধ, তাহা সমস্তই সম্পাদন করা অবশ্য কর্তব্য । যজ্ঞে বেদি রচনা পূর্বক উহাতে হোম করিলে সেই আহুত দ্রব্যশীঘ্রই পৃথক্ পৃথক্ অর্থাৎ পরমাণুরূপ হইয়া, বায়ুও অগ্নির সহিত আকাশে ছড়াইয়া পড়ে ।তজ্জন্য বেদি থকিলে

অগ্নির তেজ বর্ধিত হয় এবং হোম করিবার সামগ্রী, বেদির চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িতে পারে না, এই কারণে বেদির রচনা করা অবশ্য কর্তব্য । আর বেদি ত্রিকোণ, চতুষ্কোণ, গোল তথা শ্যেন পক্ষী প্রভৃতির তুল্য রচনা করিবার দৃষ্টান্ত হইতে রেখা

গণিতবিদ্যা বিষয় জ্ঞাত হওয়া যায়। ইহা দ্বারা মনুষ্যের ত্রিভুজ আদি রেখা সকলেরও যথাবৎ বোধ হইয়া থাকে । তথা উহাতে যে ইষ্টকের সংখ্যা করা হয়, তদ্দারা বিদ্যারও এই প্রকারে বোধ হইয়া থাকে যে, যদি এইরূপ লম্বা চওড়া ও গভীর বেদি রচনা করিবার অনেক প্রয়োজন আছে। তদ্রূপ সুবর্ণ, রৌপ্য বা কাষ্ঠ পাত্রের এইজন্যআবশ্যক হয়, যে তাহাতে ঘৃত আদি পদার্থ রাখিলে উহা নষ্ট হয় না । কুশ রাখিবার কারণ এই যে, ইহার দ্বারা যজ্ঞশালার মার্জন হইয়া থাকে ও আরশোলা আদি কোন জীব বেদি মধ্যস্থ অগ্নিতে যাইতে পারে না। পুনশ্চ এই যজ্ঞশালা নির্মাণ করিবার অন্য প্রয়োজন এই যে, যাহাতে প্রজ্জ্বলিত অগ্নিতে অত্যন্ত বায়ু না লাগে, ও বেদিতে কোন পক্ষী কিংবা উহার বিষ্ঠাদি পড়িতে না পারে। এইপ্রকারে ঋত্বিজ ব্যতীত যজ্ঞকর্ম অপরের দ্বারা কদাপি সম্পন্ন হইতে পারেনা । এইরূপ ও অন্যান্য প্রয়োজন সাধনের নিমিত্ত, এই সকল বিধান যজ্ঞকার্যে অবশ্য কর্তব্য। এতদ্ভিন্ন দ্রব্যের শুদ্ধি ও সংস্কার আদিও অবশ্যই করিতে হইবে। পরন্তু কোন বিশেষ প্রণীতা পাত্র রাখিলে পুণ্য হয় ওঅন্য প্রকারে পাপ হইয়া থাকে , ইত্যাদি প্রকার বিধি বা বাক্য সকল, কেবল কল্পনামাত্র জানিবেন। পরন্তু যে প্রকারে কার্য করিলে যজ্ঞকার্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়, তাহা করা অবশ্য কর্তব্য: অন্যথা নহে।

য়জ্ঞে দেবতা শব্দেন কিং গৃহ্যতে ?

য়াশ্চ বেদোক্তাঃ। অত্র প্রমাণানি -

অগ্নির্দেবতা বাতো দেবতা সূর্য়ো দেবতা চন্দ্রমা দেবতা বসবো দেবতা রুদ্রা দেবতাऽऽদিত্যা দেবতা মরুতো দেবতা বিশ্বেদেবা দেবতা বৃহস্পতির্দেবতেন্দ্রো দেবতা বরুণো দেবতা।। য়জু০ অ০ ১৪/ মন্ত্র ২০।

অত্র কর্মকাণ্ডে দেবতাশব্দেন বেদমন্ত্রাণাং গ্রহণম্। গায়ত্র্যাদীনি ছন্দাংসি হ্যগ্ন্যাদিদেবতাখ্যান্যেব গৃহ্যন্তে। তেষাং কর্মকাণ্ডাদিবিধের্দ্যোতকত্বাৎ। য়স্মিন্মন্ত্রে চাগ্নিশব্দার্থপ্রতিপাদনং বর্ততে, স এব মন্ত্রোऽগ্নিদেবতো গৃহ্যতে। এবমেব বাতঃ, সূর্য়শ্চন্দ্রমা, বসবো, রুদ্রা, আদিত্যা, মরুতো, বিশ্বেদেবা, বৃহস্পতিরিন্দ্রো, বরুণশ্চেত্যেতচ্ছব্দয়ুক্তা মন্ত্রা দেবতাশব্দেন গৃহ্যন্তে। তেষামপি তত্তদর্থস্য দ্যোতকত্বাৎ পরমাপ্তেশ্বরেণ কৃতসঙ্কেতত্বাচ্চ।

প্রঃ – যজ্ঞে দেবতা শব্দ হইতে কোন্ পদার্থের গ্রহণ হইয়া থাকে ?

উঃ – যাহা যাহা বেদে কথিত হইয়াছে তাহারই গ্রহণ হইয়া থাকে, ইহাতে যজুর্বেদের এইরূপ প্রমাণ আছে যে (অগ্নির্দেব০) কর্মকাণ্ড অর্থাৎ যজ্ঞ ক্রিয়াতে

মুখ্যরূপে দেবতা শব্দে বেদ মন্ত্রেরই গ্রহণ হইয়া থাকে, যেহেতু গায়ত্র্যাদি ছন্দকেই দেবতা বলা হয়, ও এই বেদ মন্ত্র হইতেই সকল বিদ্যার প্রকাশ হইয়াছে, অতএব যে যে মন্ত্রে অগ্নি আদি শব্দ দেখিতে পাওয়া যায়, সেই সেই মন্ত্রের ও সেই সেই শব্দের অর্থে অগ্নি আদি দেবতার নাম গ্রহণ হইয়া থাকে। মন্ত্রের দ্বারা সকল অর্থের যথাবৎ প্রকাশ হয় বলিয়াই মন্ত্রকে দেবতা বলা হয়।

অত্রাহ য়াস্কাচার্য্যো নিরুক্তে–

'কর্মসম্পত্তির্মন্ত্রোবেদে' নি০অ০১ খং০২

অথাতো দৈবতম্। তদ্যানি নামানি প্রাধান্যস্তুতীনাং দেবতানাং তদ্দৈবতমিত্যাচক্ষতে সৈষা দেবতোপপরীক্ষা। য়ৎকাম ঋষির্য়স্যাং দেবতায়ামার্থপত্যমিচ্ছন্ স্তুতিং প্রয়ুঙ্‌ক্তে তদ্দৈবতঃ স মন্ত্রো ভবতি। তাস্ত্রিবিধা ঋচঃ। পরোক্ষকৃতাঃ প্রত্যক্ষকৃতা আধ্যাত্মিক্যশ্চ।

নি০ অ০ ৭ খং০ ১।

অস্যার্থঃ। (কর্মসং০) কর্মণামগ্নিহোত্রাদ্যশ্বমেধান্তানাং শিল্পবিদ্যাসাধনানাং চ সম্পত্তিঃ সম্পন্নতা সংয়োগো ভবতি য়েন স মন্ত্রো বেদে দেবতাশব্দেন গৃহ্যতে। তথা চ কর্মণাং সম্পত্তির্মোক্ষো ভবতি য়েন পরমেশ্বরপ্রাপ্তিশ্চ সোঽপি মন্ত্রো মন্ত্রার্থশ্চাঙ্গীকার্য্যঃ।

[(অথাতো০)] অথেত্যনন্তরং দৈবতং কিমুচ্যতে, য়ৎপ্রাধান্যেন স্তুতির্য়াসাং দেবতানাং ক্রিয়তে তদ্দৈবতমিতি বিজ্ঞায়তে। য়ানি নামানি মন্ত্রোক্তানি য়েষামর্থানাং মন্ত্রেষু বিদ্যন্তে তানি সর্বাণি দেবতালিঙ্গানি ভবন্তি তদ্যথা –

'অগ্নিং দূতং পুরো দধে হব্যবাহমুপ ব্রুবে। দেবাঁ২।। আ সাদয়াদিহ ।১।'

যজু০ অ০ ১২ মং০ ১৭।

অত্রাগ্নিশব্দো লিঙ্গমস্তি। অতঃ কিং বিজ্ঞেয়ং য়ত্র য়ত্র দেবতোচ্যতে তত্র তত্র তল্লিঙ্গো মন্ত্রো গ্রাহ্য ইতি। যস্য দ্রব্যস্য নামান্বিতং য়চ্ছন্দোঽস্তি তদেব দৈবতমিতি বোধ্যম্। সা এষা দেবতোপ-পরীক্ষাঽতীতা আগামিনী চাস্তি। অত্রোচ্যতে –

ঋষিরীশ্বরঃ সর্বদৃগ্, য়ৎ কামো য়ং কাময়মান ইমমর্থমুপদিশেয়মিতি স য়ৎকামঃ, য়স্যাং, দেবতায়ামার্থপত্যমর্থস্য স্বামিত্বমুপদেষ্টুমিচ্ছন্ সন্ স্তুতিং প্রয়ুঙ্‌ক্তে, তদর্থগুণকীর্ত্তনং প্রয়ুক্তবানস্তি, স এব মন্ত্রস্তদ্দেবতো ভবতি। কিঞ্চ য়দেবার্থপ্রতীতেরণং দৈবতং প্রকাশ্যং য়েন ভবতি, স মন্ত্রো দেবতাশব্দবাচ্যোঽস্তীতি বিজ্ঞায়তে। দেবতাভিধা ঋচো য়াভির্বিদ্বাংসঃ সর্বাঃ সত্যবিদ্যাঃ স্তুবন্তি, প্রকাশয়ন্তি, ঋচস্তুতাবিতি ধাত্বর্থয়োগাৎ। তাঃ শ্রুতয়স্ত্রিবিধাস্ত্রিপ্রকারকাঃ সন্তি-পরোক্ষকৃতাঃ প্রত্যক্ষকৃতা আধ্যাত্মিক্যশ্চেতি। য়াসাং দেবতানামৃচাং পরোক্ষকৃতোঽর্থোঽস্তি তাঃ পরোক্ষকৃতাঃ। য়াসাং প্রত্যক্ষমর্থো

দৃশ্যতে তাঃ প্রত্যক্ষকৃতা ঋচো দেবতাঃ। আধ্যাত্মিক্যশ্চাধ্যাত্মং জীবাত্মানং তদন্তর্যামিণং পরমেশ্বরং চ প্রতিপাদিতুমর্হা যা ঋচো মন্ত্রাস্তা আধ্যাত্মিক্যশ্চেতি। এতা এব কর্মকাণ্ডে দেবতাশব্দার্থাঃ সন্তীতি বিজ্ঞেয়ম্।

ভাষার্থ ঃ- (কর্ম সঃ) যেহেতু বেদমন্ত্র বলেই, অগ্নিহোত্র হইতে অশ্বমেধ পর্য্যন্ত সমস্ত যজ্ঞসম্বন্ধীয় শিল্পবিদ্যা ও তাহার সাধনের প্রাপ্তি এবং কর্মকাণ্ড হইতে মোক্ষ পর্য্যন্ত (সকল প্রকার) সুখ প্রাপ্তি হইয়া থাকে, এজন্য উহাকে (বেদ মন্ত্রকে) দেবতা বলা যায়।

(অথাতো) দৈবত শব্দের অর্থ, যাহার গুণকীর্ত্তন করা হয়, অর্থাৎ যে যে মন্ত্রের যে যে সংজ্ঞা ও যাহা যাহা অর্থ হয়, সেই সেই মন্ত্রের নামে সেই সেই দেবতা হইয়া থাকে, যথা (অগ্নি দূতঃ) এই মন্ত্রে অগ্নি শব্দ লিঙ্গ বা প্রধান চিহ্ন স্বরূপ। অতএব এস্থলে এ মন্ত্রের অগ্নিকে দেবতা বলিয়া জানা উচিত। এইরূপ যে যে মন্ত্রে যে শব্দের লেখা অর্থাৎ বর্ণন আছে, তথায় উহাকে ঐ মন্ত্রের দেবতা স্বরূপ জ্ঞান করা কর্তব্য। এইরূপে সর্বত্রই বুঝিতে হইবে। দেবতা শব্দে যে যে গুণের জন্য যেরূপ অর্থ হইয়া থাকে, তাহা নিরুক্ত ও ব্রাহ্মাণাদি গ্রন্থে বিস্তারিত লিখিত আছে। পরমাত্মা যেরূপ অর্থ ও যেরূপ নাম দ্বারা বেদশাস্ত্রে উপদেশ করিয়াছেন, সেইরূপ নাম যুক্ত মন্ত্রের তদ্রূপ অর্থ জ্ঞাত হওয়া কর্তব্য। এই বেদ মন্ত্র তিন প্রকার হয়, কতকগুলি পরোক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ অর্থযুক্ত, কতকগুলি প্রত্যক্ষ অর্থাৎ প্রসিদ্ধ অর্থযুক্ত এবং কতকগুলি আধ্যাত্মিক অর্থাৎ জীব, পরমেশ্বর ও পদার্থ মাত্রেরই কার্যকারণ প্রতিপাদনকারী। ইহার দ্বারা আমরা কী বুঝিলাম ? বুঝিলাম এই যে ত্রিকালের যত প্রকার পদার্থ বা বিদ্যা আছে, বেদমন্ত্রই তাহার একমাত্র বিধানকারী। এইজন্যই বেদমন্ত্রকে দেবতা বলা হয়।

তদ্যেঽনাদিষ্টদেবতা মন্ত্রাস্তেষু দেবতোপপরীক্ষা য়দ্দেবতঃ স য়জ্ঞো বা য়জ্ঞাঙ্গং বা তদ্দেবতা ভবন্ত্যথান্যত্র য়জ্ঞাৎ, প্রাজাপত্যা ইতি য়াজ্ঞিকা, নারাশংসা ইতি নৈরুক্তা, অপি বা, সা কামদেবতা স্যাৎ, প্রায়োদেবতা বা অস্তিহ্যাচারো বহুলং লোকে, দেব দেবত্যমতিথি দেবত্যং, পিতৃদেবত্যং, য়াজ্ঞদৈবতো মন্ত্র ইতি । নি০ অ০ ৭ খং০ ৪

(তদ্যে নাদি০) - তত্তস্মাদ্যে খল্বনাদিষ্টদেবতা মন্ত্রা, অর্থান্ন বিশেষতো দেবতাদর্শনং নামার্থো বা য়েষু দৃশ্যতে, তেষু দেবতোপপরীক্ষা কাস্তীত্যত্রীচ্যতে–য়ত্র বিশেষো ন দৃশ্যতে তত্রৈবং যজ্ঞো দেবতা, য়জ্ঞাঙ্গং বেত্যেতদ্যেবতাখ্যমিতি বিজ্ঞায়তে। যে খলু য়জ্ঞাদন্যত্র প্রয়ুজ্যন্তে তে বৈ প্রাজাপত্যাঃ পরমেশ্বরদেবতাকা মন্ত্রা ভবন্তীত্যেবং য়াজ্ঞিকা মন্যন্তে। অত্রৈব বিকল্পোঽস্তি নারাশংসা মনুষ্যবিষয়া ইতি নৈরুক্তা ব্রুবন্তি। তথা য়া

কামনা সা কামদেবতা ভবতীতি সকামা লোকিকা জনা জানন্তি। এবং দেবতাবিকল্পস্য প্রায়েণ লোকে বহুলমাচারোঽস্তি। ক্বচিদ্দেবদেবত্যং কর্ম, মাতৃদেবত্যং, বিদ্বদ্দেবত্যমতিথিদেবত্যং, পিতৃদেবত্যং, পিতৃদেবত্যং চৈতেঽপি পূজ্যাঃ সৎকর্ত্তব্যাঃ সন্ত্যতস্তেষামুপকারকর্ত্তৃত্ব মাত্রমেব দেবতাত্বমস্তীতি বিজ্ঞায়তে। মন্ত্রাস্তু খলু য়জ্ঞসিদ্ধয়ে মুখ্যহেতুত্বাদ্যাজ্ঞদৈবতা এব সন্তীতি নিশ্চীয়তে।

।। ভাষার্থ।।

যে সকল মন্ত্র সামান্যার্থক, অর্থাৎ যাহার কোন বিশেষ অর্থ বা নাম প্রসিদ্ধ নাই, তথায় যজ্ঞাদিকেই উক্ত মন্ত্রের দেবতা বলিয়া জানা কর্ত্তব্য। (অগ্নিমীডে) আদি মন্ত্রের ভাষ্যে যে তিন প্রকার যজ্ঞ লিখিত আছে, অর্থাৎ ১ম অগ্নিহোত্র হইতে অশ্বমেধ পর্যন্ত, ২য় প্রকৃতি হইতে পৃথিবী পর্য্যন্ত জগতের রচনা রূপ যজ্ঞ ও শিল্পবিদ্যা এবং ৩য় সাধুসঙ্গও যোগসাধন রূপ যজ্ঞ হইতে বিজ্ঞান প্রাপ্তি রূপ জ্ঞান যজ্ঞ, এই গুলিকেই উক্ত মন্ত্রের দেবতা বলিয়া জানা উচিত। পুনঃ যদ্দ্বারা সকল যজ্ঞ সিদ্ধ হয়, তিনিও ঐ সকল যজ্ঞের দেবতা স্বরূপ। এই সকল মন্ত্র হইতে অন্য কতকগুলি ভিন্ন-ভিন্ন মন্ত্রের প্রাজাপত্য অর্থাৎ পরমেশ্বরই দেবতা। এইরূপে যে সকল মন্ত্র মানবগণের অর্থ বা বিষয় প্রতিপাদন করে, তথায় সেই সকল মন্ত্রের দেবতা মনুষ্য হইয়া থাকে। এ বিষয়ে অনেক প্রকার বিকল্প (ভেদ) আছে। অর্থাৎ কোন স্থানে পূর্বোক্ত বিষয় গুলিকেই দেবতা বলে, কোথাও বা যজ্ঞাদি রূপ কর্মকে, কোন স্থানে মাতাকে, কোন স্থলে পিতাকে, কোথাও বা অতিথিকে এবং কোন স্থলে আচার্য্যকেও দেবতা বলে। ভাল কথা, ইহার মধ্যে বিশেষ ভেদ এই যে, যজ্ঞে মন্ত্র ও পরমেশ্বরকেই দেবতা বলা যায়।

অত্র পরিগণনং — গায়ত্র্যাদিচ্ছন্দোন্বিতা মন্ত্রাঃ ঈশ্বরাজ্ঞা, য়জ্ঞঃ, য়জ্ঞাঙ্গম্, প্রজাপতিঃ পরমেশ্বরঃ, নরাঃ, কামঃ, বিদ্বান্, অতিথিঃ, মাতা, পিতা, আচার্য্যশ্চেতি কর্মকাণ্ডাদীন্ প্রত্যেতা দেবতাঃ সন্তি। পরন্তু মন্ত্রেশ্বরাবেব য়াজ্ঞদৈবতে ভবত ইতি নিশ্চয়ঃ।

গায়ত্র্যাদি ছন্দযুক্ত বেদমন্ত্রে ঈশ্বরাজ্ঞা যজ্ঞ ও তাহার অঙ্গ বা সাধন, প্রজাপতি, পরমেশ্বর, মনুষ্য, কাম, বিদ্বান অতিথি, মাতা, পিতা ও আচার্য্য এই সমস্ত বিষয় গুলিই নিজ নিজ দিব্যগুণ বশতঃ, দেবতা বলিয়া কথিত হয়। পরন্তু যজ্ঞে কেবল বেদমন্ত্র ও ঈশ্বরকেই দেবতা বলিয়া স্বীকার করা হয়।

অন্যচ্চ–**'দেবো দানাদ্বা, দীপনাদ্বা, দ্যোতনাদ্বা, দ্যুস্থানো ভবতীতি বা।'**

নি০ অ০ ৭ খং০ ১৫।

'মন্ত্রা মননাচ্ছন্দাংসি ছাদনাৎ।' নিরু০ অ০ ৭ খং০ ১২।

অস্যার্থঃ (দেবো দানাৎ০) য়ৎস্বস্বত্বনিবৃত্তিপূর্বকং পরস্বত্বোৎপাদনং তদ্দানং ভবতি, (দীপনাৎ) দীপনং প্রকাশনম্, দ্যোতনমুপদেশাদিকং চ। অত্র দানশব্দেনেশ্বরো বিদ্বাংসো মনুষ্যাশ্চ দেবতাসংজ্ঞাঃ সন্তি। দীপনাৎ সূর্য্যাদয়ো, দ্যোতনান্মাতৃপিত্রাচার্য্যাতিথয়শ্চ। তথা দ্যৌঃ কিরণা আদিত্যরশ্ময়ঃ প্রাণসূর্য্যোদয়ো বা স্থানং স্থিত্যর্থং য়স্য স দ্যুস্থানঃ। প্রকাশকানামপি প্রকাশকত্ত্বাৎ পরমেশ্বর এবাত্র দেবোঽস্তীতি বিজ্ঞেয়ম্। অত্র প্রমাণম্ –

'ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি।।' ইতি কঠ০ বল্লী ৫ মং ১৫।

তত্র নৈব পরমেশ্বরে সূর্য্যাদয়ো ভান্তি প্রকাশং কুর্বন্তি। কিন্তু তমেব ভান্তং প্রকাশয়ন্তমনু পশ্চাত্তে হি প্রকাশয়ন্তি। নৈব খল্বেতেষু কশ্চিৎ স্বাতন্ত্র্যেণ প্রকাশোঽস্তীতি। অতো মুখ্যো দেব একঃ পরমেশ্বর এবোপাস্যোঽস্তীতি মন্য বম্।

।। ভাষার্থ।।

দান করিলেই দেব সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয় এবং দান বলিলেই বুঝিতে হইবে যে, আপনার দ্রব্য অপরের জন্য অর্পণ করা, দীপন শব্দে প্রকাশ বুঝায়, দ্যোতন শব্দের অর্থ সত্যোপদেশ। ইহাদিগের মধ্যে দান বিষয়ে মুখ্যদাতা এক পরমেশ্বরই আছেন, যিনি জগতের সমস্ত পদার্থই প্রদান করিয়া রাখিয়াছেন। এইরূপ বিদ্বান ব্যক্তিগণও বিদ্যাদি পদার্থ দান করেন, এজন্য তাঁহাদিগকেও দেবতা বলা হয়। দীপন অর্থাৎ সমস্ত মূর্ত্তিমান দ্রব্যের প্রকাশক হেতু, সূর্য্যাদি লোককেই দেবতা বলা হয়। পুনঃ মাতা, পিতা, আচার্য্য, অতিথি ও পালনকর্ত্তা এবং যিনি বিদ্যা ও সত্যোপদেশ প্রদান করেন, ইহাঁরা সকলেই দেবতা নামে অভিহিত হন। এইরূপে সূর্য্যাদি লোকেরও প্রকাশকারী যে ঈশ্বর তিনিই একমাত্র মনুষ্যের উপাসনা করিবার যোগ্য ইষ্টদেব, অন্য কেহ নহে। এ বিষয়ে কঠোপনিষদেরও প্রমাণ আছে যে, যখন সূর্য্য, চন্দ্রমা, তারকা ও বিদ্যুতাদি সেই পরমাত্মাকে প্রকাশ করিতে পারে না, তখন সামান্য অগ্নি কীরূপে তাঁহাকে প্রকাশ করিতে সমর্থ হইবে ? অর্থাৎ যদিও ইহারা অপর বস্তুকে প্রকাশ করে, কিন্তু পরমাত্মাকে প্রকাশ করিতে পারে না। যেহেতু পরমাত্মার প্রকাশ হইতেই সূর্য্যাদি সমগ্র জগত (ব্রহ্মাণ্ড) প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার দ্বারা আমরা কী বুঝিলাম ? বুঝিলাম এই যে, ঈশ্বর ব্যতীত অন্য কোন পদার্থই স্বতন্ত্র প্রকাশক নহে। অতএব এক পরমেশ্বরই মুখ্য দেব।

'নৈনদ্দেবা আপ্নুবন্পূর্বমর্শৎ।।' য০ অ০ ৪০ মং০ ৪।

অত্র দেবশব্দেন মনঃষষ্ঠানি শ্রোত্রাদীনীন্দ্রিয়াণি গৃহ্যন্তে। তেষাং শব্দস্পর্শরূপ-

রসগন্ধানাং সত্যাসত্যয়োশ্চার্থানাং দ্যোতকত্বাত্তান্যপি দেবাঃ। য়ো দেবঃ সা দেবতা, দেবাত্তল্ (অষ্টা০ ৫.৪.২৭) **ইত্যনেন সূত্রেণ স্বার্থে তল্ বিধানাৎ। স্তুতির্হি গুণদোষকীর্ত্তনং ভবতি। য়স্য পদার্থস্য মধ্যে য়াদৃশা গুণা বা দোষাঃ সন্তি তাদৃশানামেবোপদেশঃ স্তুতির্বিজ্ঞায়তে। তদ্যথা–অয়মসিঃ প্রহৃতঃ সন্নতীবচ্ছেদনং করোতি, তীক্ষ্ণধারঃ স্বচ্ছো ধনুর্বন্নাম্যমানোঽপি ন ত্রুট্যতীত্যাদি গুণকথনম্, অতো বিপরীতোঽসির্নৈব তৎ কর্ত্তুং সমর্থো ভবতীত্যসেঃ স্তুতির্বিজ্ঞেয়া।**

।।ভাষার্থ।।

(নৈনদ্দেবা০) উপরোক্ত বেদমন্ত্রের বচন দ্বারা দেব শব্দে, ইদ্রিয়গণের গ্রহণ হইয়া থাকে। অর্থাৎ শ্রোত্র, ত্বক্, নেত্র, জিহ্বা, নাসিকা ও মন এই ছয় ইন্দ্রিয়কে দেব অর্থাৎ দেবতা বলা হয়। কারণ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, সত্য ও অসত্যাদির অর্থ ইহাদিগের দ্বারাই প্রকাশ অর্থাৎ জ্ঞাত হওয়া যায়। দেব শব্দে স্বার্থে সহিত ''তল্'' প্রত্যয় করিলে ''দেবতা'' পদ সিদ্ধ হয়। অর্থাৎ যে যে গুণ যে যে পদার্থে ঈশ্বর রচনা বা সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই সেই গুণের যথাবৎ লিখন, উপদেশ, শ্রবণ, ও জ্ঞাত হওয়া তথা সৃষ্টিতে মনুষ্যের বিষয়ে যথার্থ গুণ দোষ লিখন বা কথনকেও স্তুতি বলা হয়। যেহেতু যাহাতে যে পরিমাণ দিব্য গুণ বিদ্যমান আছে, তাহার সেই পরিমাণ দেবত্ব হইয়া থাকে। অতএব ঐ সকল সৃষ্ট পদার্থ কাহারও ইষ্ট দেব হইতে পারে না। যদি কেহ বলেন যে, এই তরবারীটি কাটিতে অত্যন্ত উত্তম ও পরিষ্কার এবং ইহার ধার অত্যন্ত তীক্ষ্ম এবং ইহাকে ধনুকের ন্যায় নোয়াইলেও ভাঙ্গিয়া যায় না ইত্যাদি তরবারীর গুণ কথনকে উহার স্তুতি বলা হয়।

তদ্বদন্যত্রাপি বিজ্ঞেয়ম্। পরন্ত্বয়ং নিয়মঃ কর্মকাণ্ডং প্রত্যস্তি। উপাসনাজ্ঞানকাণ্ডয়োঃ কর্মকাণ্ডস্য নিষ্কামভাগেঽপি চ পরমেশ্বর এবেষ্টদেবোঽস্তি। কস্মাৎ ? তত্র তস্যৈব প্রাপ্তিঃ প্রার্থ্যতে। য়শ্চ তস্য সকামো ভাগোঽস্তি তত্রেষ্টবিষয়ভোগপ্রাপ্তয়ে পরমেশ্বরঃ প্রার্থ্যতে। অতঃ কারণাদ্ভেদো ভবতি। পরন্তু নৈবেশ্বরার্থত্যাগঃ ক্বাপি ভবতীতি বেদাভিপ্রায়োঽস্তি।

।।ভাষার্থ।।

এইরূপ সমস্ত জ্ঞাত হইবেন। পরন্তু এই নিয়ম কর্মকাণ্ড বিষয়ক জানিবেন। উপাসনাও জ্ঞানকাণ্ড বিষয়ে সকলেরই ইষ্টদেব একমাত্র পরমেশ্বর এবং তিনিই স্তুতি প্রার্থনা পূজা ও উপাসনা করিবার যোগ্য। গুণ তাহাকেই বলা যায়, যদ্দ্বারা কর্মকাণ্ডাদি হইতে উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়। পরন্তু সর্বত্র কর্মকাণ্ডেও, ইষ্টভোগজন্য পরমেশ্বরকে ত্যাগ করা কদাপি কর্ত্তব্য নহে, কারণ কার্য্য কারণ সম্বন্ধ হেতু ঈশ্বরই সর্বত্র স্তুতি, প্রার্থনা ও উপাসনা দ্বারা পূজ্য হইয়া থাকেন।

অত্র প্রমাণম্ – 'মাহাভাগ্যাদ্দেবতায়া এক আত্মা বহুধা স্তুয়তে। একস্যাত্মনোঽন্যেদেবাঃ প্রত্যঙ্গানি ভবন্তি। কর্মজন্মান আত্মজন্মান আত্মৈবৈষাং রথো ভবত্যাত্মাশ্বা আত্মায়ুধমাত্মেষব আত্মা সর্বং দেবস্য দেবস্য।' নি০অ০ ৭ খং০ ৪

(মাহাভাগ্যাদ্দেব০) - সর্বাসাং ব্যবহারোপয়োগিদেবতানাং মধ্য আত্মন এব মুখ্যং দেবতাত্বমস্তি। কুতঃ ? আত্মনো মাহাভাগ্যাদর্থাৎ সর্বশক্তিমত্ত্বাদিবিশেষণ বত্ত্বাৎ। ন তস্যাগ্রেঽন্যস্য কস্যাপি দেবতাত্বম্ গণ্যম্ ভবিতু মর্হতি। কুত ? সর্বেষু বেদেষ্বেকস্যাদ্বিতীয়স্যাসহায়স্য সর্বত্রব্যাপ্তস্যাত্মন এব বহুধা বহুপ্রকারৈরুপাসনা বিহিতাস্তি। অস্মাদন্যে য়ে দেবা উক্তা বক্ষ্যন্তে চ। তে সর্ব একস্যাত্মনঃ পরমেশ্বরস্য প্রত্যঙ্গান্যেব ভবন্তি। অঙ্গমঙ্গং প্রত্যঞ্চংতীতি নিরুক্ত্যা তস্যৈব সামর্থ্যস্যৈকৈকস্মিন্দেশে প্রকাশিতাঃ সন্তি। তে চ (কর্মজ০) য়তঃ কর্মণা জায়ন্তে তস্মাৎ কর্মজন্মানো য়ত আত্মন ঈশ্বরস্য সামর্থ্যাজ্জাতাস্তস্মাদাত্মজন্মানশ্চ সন্তি। অথৈতেষাং দেবানামাত্মা পরমেশ্বর এব রথো রমণাধিকরণম্ স এবাশ্বা গমনহেতবঃ। স আয়ুধং বিজয়াবহমিষবো বাণা দুঃখনাশকাঃ স এবাস্তি। তথা চাত্মৈব দেবস্য দেবস্য সর্বস্বমস্তি। অর্থাৎ সর্বেষাং দেবানাং স এবোৎপাদকো ধাতাধিষ্ঠাতা মঙ্গলকারী বর্ত্ততে। নাতঃ পরং কিঞ্চিদুত্তমং বস্তু বিদ্যত ইতি বোধ্যম্।

।। ভাষার্থ।।

এ বিষয়ে নিরুক্তের প্রমাণ আছে যে, ব্যবহারিক দেবতার কদাপি উপাসনা করা উচিত নহে, পরন্তু এক পরমেশ্বরেরই পূজা বা উপাসনা করা উচিত। বেদশাস্ত্রে ও বিষয় অনেক প্রকারে নিশ্চয় অর্থাৎ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, একমাত্র অদ্বিতীয় পরমেশ্বরেরই প্রকাশ, ধারণ ও উৎপাদন দ্বারা উপরোক্ত সমস্ত ব্যবহারিক দেবতাগণ প্রকাশিত রহিয়াছে। ইহাদিগের আত্মস্বরূপ সেই পরমেশ্বরই ইহাদিগের জন্ম ও কর্মাদি সমস্তই ঈশ্বরেরই সামর্থ্য বলে ঘটিয়া থাকে। এইরূপে ইহাদিগের রথ অর্থাৎ রমণাধিকরণ বা রমণ স্থান, তথা অশ্বা অর্থাৎ শীঘ্র গমনাগমন বা সুখপ্রাপ্তির কারণ, আয়ুধ শত্রুনাশের শক্তি এবং ইষু অর্থাৎ বাণ অথবা দুষ্টগুণ ছেদন করিবার শস্ত্র বা শক্তি আদি সমস্তই পরমেশ্বরেরই (প্রদত্ত)। যেহেতু পরমেশ্বর যাহাতে যে পরিমাণে দিব্যগুণ প্রদানপূর্বক স্থিত রাখিয়াছেন, সেই পরিমাণেই তাহাতে দেবত্ব বিদ্যমান আছে, অধিক নহে। ইহার দ্বারা কী সিদ্ধ হইল ? সিদ্ধ হইল এই যে, পরমেশ্বরই উহাদিগের উৎপাদন, ধারণ ও মুক্তি প্রদাতা।

অত্রান্যদপি প্রামাণম্ –

'য়ে ত্রিংশতি ত্রয়স্পরো দেবাসো বর্হিরাসদন্। বিদন্নহ দ্বিতাসনন্ ।১।'

ঋ০ অ০ ৬ অ০ ২ ব০ ৩৫ মং০ ১।

'ত্রয়াস্ত্রিꣳশতাস্তুবত ভূতান্যশাম্যন্ প্রজাপতিঃ পরমেষ্ঠ্যধিপতিরাসীৎ।।২।।'

য০ অ০ ১৪ মং০ ৩১।

'য়স্য ত্রয়স্ত্রিংশদ্ দেবা নিধিং রক্ষন্তি সর্বদা।
নিধিং তমদ্য কো বেদ যং দেবা অভিরক্ষথ।।৩।।
য়স্য ত্রয়স্ত্রিংশদ্ দেবা অঙ্গে গাত্রা বিভেজিরে।
তান্বৈ ত্রয়স্ত্রিংশদ্দেবানেকে ব্রহ্মবিদো বিদুঃ।।৪।।'

অথর্ব০ কাং০ ১০ প্রপা০ ২৩ অনু০ ৪মং০ ২৩।২৭ঋ (-১০ঋ৭ঋ২৩ঋ২৭)

'স হোবাচ মহিমান এবৈষামেতে ত্রয়স্ত্রিংশত্ত্বেব দেবা ইতি। কতমে তে ত্রয়স্ত্রিংশদিত্যষ্টৌ বসব একাদশ রুদ্রা দ্বাদশাদিত্যাস্ত একত্রিংশদিন্দ্রশ্চৈব প্রজাপতিশ্চ ত্রয়স্ত্রিংশাবিতি।।৫।।

কতমে বসব ইতি ? অগ্নিশ্চ, পৃথিবী চ, বায়ুশ্চান্তরিক্ষং, চাদিত্যশ্চ, দ্যৌশ্চ, চন্দ্রমাশ্চ, নক্ষত্রাণি চৈতে বসবঃ। এতেষু হীদংসর্বং বসু হিতমেতে হীদংসর্বং বাসয়ন্তে, তদ্যদিদং সর্বং বাসয়ন্তে তস্মাদ্বসব ইতি।।৬।।'

কতমে রুদ্রা ইতি ? দশেমে পুরুষে প্রাণা আত্মৈকাদশস্তে য়দাস্মান্মর্ত্যাচ্ছরীরাদুৎক্রামন্ত্যথ রোদয়ন্তি, তদ্যদ্রোদয়ন্তি তস্মাদ্রুদ্রা ইতি।।৭।।

কতম আদিত্যা ইতি ? দ্বাদশ মাসাঃ সংবৎসরস্যৈত আদিত্যাঃ। এতে হীদংসর্বমাদদানা য়ন্তি, তদ্যদিদং সর্বমাদদানা য়ন্তি তস্মাদাদিত্যা ইতি।।৮।।

কতম ইন্দ্রঃ কতমঃ প্রতাপতিরিতি ? স্তনয়িত্নুরেবেন্দ্রো, য়জ্ঞঃ প্রজাপতিরিতি। কতম স্তনয়িৎনুরিত্যশনিরিতি। কতমো য়জ্ঞ ইতি ? পশব ইতি।।৯।।

কতমে তে ত্রয়ো দেবা ইতীম এব ত্রয়ো লোকা এষু হীমে সর্বে দেবা ইতি। কতমৌ দ্বৌ দেবাবিৎয়ন্নং চৈব প্রাণশ্চেতি। কতমোऽধ্যর্ধ ইতি ? য়োऽয়ং পবত ইতি।।১০।।

তদাহুঃ। য়দয়মেক এব পবতেऽথ কথমধ্যর্ধ ইতি ? য়দস্মিন্নিদং সর্বমধ্যার্ধ্নোত্তেনাধ্যর্ধ ইতি। কতম একো দেব ইতি ? স ব্রহ্ম ত্যদিত্যাচক্ষতে।১১।।

শ০ কাং০ ১৪।।অ০ ৬।।

অথৈষামর্থঃ – বেদমন্ত্রাণামেবার্থো ব্রাহ্মণগ্রন্থেষু প্রকাশিত ইতি দ্রষ্টব্যম্। শাকল্যং প্রতি য়াজ্ঞবল্ক্যোক্তিঃ। ত্রয়স্ত্রিংশদেব দেবাঃ সন্তি। অষ্টৌ বসবঃ, একাদশ রুদ্রাঃ, দ্বাদশাদিত্যাঃ, ইন্দ্রঃ, প্রজাপতিশ্চেতি।।

তত্র (বসবঃ) – অগ্নিঃ, পৃথিবী, বায়ুঃ, অন্তরিক্ষম্, আদিত্যঃ, দ্যৌঃ, চন্দ্রমাঃ, নক্ষত্রাণি চ। এতেষামষ্টানাং বসুসংজ্ঞা কৃতাস্তি। আদিত্যঃ সূর্য্যলোকঃ, তস্য প্রকাশোऽস্তি দ্যৌঃ সূর্য্যসন্নিধৌ পৃথিব্যাদিষু বা। অগ্নিলোকোऽস্ত্যগ্নিরেব। (কুত এতে বসব ইতি ?) য়দ্যস্মাদেতেষ্বষ্টস্বেবেদং সর্বং সম্পূর্ণং বসু বস্তুজাতং হিতং ধৃতমস্তি। কিঞ্চ সর্বেষাং বাসাধিকরণানীম এব লোকাঃ সন্তি। হি য়তশ্চেদং বাসয়ন্তে সর্বস্যাস্য জগতো বাসহেতবস্তস্মাৎ কারণাদগ্ন্যাদয়ো বসুসংজ্ঞকাঃ সন্তীতি বোদ্ধব্যম্।

(একাদশ রুদ্রাঃ) য়ে পুরুষেऽস্মিন্দেহে প্রাণঃ, অপানঃ, ব্যানঃ, সমানঃ, উদানঃ, নাগঃ, কূর্মঃ, কৃকলঃ, দেবদত্তঃ, ধনঞ্জয়শ্চ, ইমে দশ প্রাণাঃ একাদশম আত্মা, সর্বে

মিলিত্বৈকাদশ রুদ্রা ভবন্তি। কুত এতে রুদ্রা ইত্যত্রাহ–য়দা য়স্মিন্ কালেঽস্মান্মরণধর্মকাচ্ছরীরাদুৎক্রামন্তো নিঃসরন্তঃ সন্তোঽথেত্যন্তরং মৃতকসম্বন্ধ নো জনাংস্তে রোদয়ন্তি। য়তো জনা রুদন্তি, তস্মাৎ কারণাদেতে রুদ্রাঃ সন্তীতি বিজ্ঞেয়ম্।

(দ্বাদশাদিত্যাঃ) চৈত্রাদ্যাঃ ফাল্গুনান্তা দ্বাদশ মাসা আদিত্যা বিজ্ঞেয়াঃ। কুতঃ ? হি য়ত এতে সর্বং জগদাদদানা অর্থাদাসমন্তাদ্ গৃহ্নন্তঃ প্রতিক্ষণমুৎপন্নস্য বস্তুন আয়ুষঃ প্রলয়ং নিকটমানয়ন্তো য়ন্তি গচ্ছন্তি, চক্রবদ্ ভ্রমণেনোত্তরোত্তরং জাতস্য বস্তুনোঽবযবশিথিলতাং পরিণামেন প্রাপযন্তি। তস্মাৎ কারণান্মাসানামাদিত্যসংজ্ঞা কৃতাস্তি।

ইন্দ্রঃ পরমৈশ্বর্য্যয়োগাৎ স্তনয়িত্নুরশনির্বিদ্যুদিতি। প্রজাপতির্য়জ্ঞঃ পশব ইতি। প্রজায়াঃ পালনহেতুত্বাৎ পশূনাং য়জ্ঞস্য চ প্রজাপতিরিতি গৌণিকী সংজ্ঞা কৃতাস্তি। এতে সর্বে মিলিত্বা ত্রয়স্ত্রিংশদ্দেবা ভবন্তি। দেবো দানাদিত্যাদিনিরুক্ত্যা হ্যেতেষু ব্যাবহারিকমেব দেবত্বং য়োজনীয়ম্।

ত্রয়ো লোকাস্ত্রয়ো দেবাঃ, কে ত ইত্যত্রাহ নিরুক্তকারঃ–

'ধামানি ত্রয়াণি ভবন্তি স্থানানি নামানি জন্মানীতি।' নি০অ০ ৯খং০ ২৮।

'ত্রয়ো লোকা এত এব। বাগেবায়ং লোকো মনোঽন্তরিক্ষলোকঃ প্রাণোঽসৌলোকঃ।' শ০ কাং০ ১৪ অ০ ৪।

এতেঽপি ত্রয়ো দেবা জ্ঞাতব্যাঃ। দ্বৌ দেবাবন্নং প্রাণশ্চেতি। অধ্যর্ধো ব্রহ্মাণ্ডস্থঃ সূত্রাত্মাখ্যঃ সর্বজগতো বৃদ্ধিকরত্বাদ্বায়ুর্দেবঃ। কিমেতে সর্ব এবোপাস্যাঃ সন্তীত্যত্রাহ।

নৈব, কিন্তু (স ব্রহ্ম০) য়ৎসর্বজগতকর্ত্তৃ সর্বশক্তিমৎ সর্বস্যেষ্টং সর্বোপাস্যং সর্বাধারং সর্বব্যাপকং সর্বকারণম্ অনাদি সচ্চিদানন্দস্বরূপম্ অজং ন্যায়কারীত্যাদিবিশেষণয়ুক্তং ব্রহ্মাস্তি। স এবৈকো দেবশ্চতুস্ত্রিংশো বেদোক্তসিদ্ধান্তপ্রকাশিতঃ পরমেশ্বরো দেবঃ সর্বমনুষ্যৈরুপাস্যোঽস্তীতি মন্য বম্। য়ে বেদোক্তমার্গপরায়ণা আর্য্যাস্তে সর্বদৈতস্যৈবোপাসনং চক্রুঃ, কুর্বন্তি, করিষ্যন্তি চ। অস্মাদ্ ভিন্নস্যেষ্টকরণেনোপাসনেন চানার্য্যত্বমেব মনুষ্যেষু সিধ্যতীতি নিশ্চয়ঃ। অত্র প্রমাণম্ –

'আত্মেত্যেবোপাসীত।। স য়োঽন্যমাত্মনঃ প্রিয়ং ব্রুবাণং ব্রূয়াৎ প্রিয়ꣳরোৎস্যতীতীশ্বরো হ তথৈব স্যাদাত্মানমেব প্রিয়মুপাসীত, স য় আত্মানমেব প্রিয়য়ুপাস্তে ন হাস্য প্রিয়ং প্রমায়ুকং ভবতি। য়োঽন্যাং দেবতামুপাস্তে, ন স বেদ য়থা পশুরেবꣳস দেবানাম্।' শঃ কাং১৪ অং ৪।

অনেনায়েতিহাসেন বিজ্ঞায়তে ন পরমেশ্বরং বিহায়ান্যস্যোপাসকা আর্য্যা হ্যাসন্নিতি।

।। ভাষার্থ।।

এক্ষণে দেবতা বিষয়ে তেত্রিশ প্রকার দেবতাগণের ব্যাখ্যা লিখিত হইতেছে। (ত্রয়স্ত্রিংশ০) ব্যবহারিক ৩৩ প্রকার দেবতা আছে, যথা অষ্ট বসু, একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য, এক ইন্দ্র এবং এক প্রজাপতি। ইহার মধ্যে অগ্নি, পৃথিবী, বায়ু, অন্তরিক্ষ, আদিত্য, দ্যৌঃ, চন্দ্রমা ও নক্ষত্র এই অষ্ট প্রকার পদার্থকে বসু বলা হয়। ইহাদিগকে বসু বলিবার কারণ এই যে, সমস্ত পদার্থ উপরোক্ত অষ্ট পদার্থের মধ্যে বা ব্যপকতায় বসতি করে, অর্থাৎ স্থিত থাকে। অর্থাৎ ইহারাই সকল প্রকার পদার্থের নিবাসস্থান। শরীরস্থিত দশপ্রাণ অর্থাৎ প্রাণ, অপান, ব্যান, সমান, উদান, নাগ, কুর্ম, কৃকল, দেবদত্ত ও ধনঞ্জয় এবং জীবাত্মা এই একাদশ পদার্থকেই একাদশ রুদ্র বলা হয়। ইহাদিগকে রুদ্র সংজ্ঞা দিবার কারণ এই যে, উপরোক্ত দশপ্রাণ ও জীবাত্মা, যখন স্থূল শরীর পরিত্যাগ করে, তখনই লোকের মৃত্যু উপস্থিত হইয়া থাকে এবং তৎকালে উক্ত ব্যক্তির আত্মীয় ও বন্ধু তাহার বিয়োগের জন্য রোদন বা ক্রন্দন করিয়া থাকেন। অর্থাৎ উপরোক্ত একাদশ পদার্থ শরীর হইতে বহির্গত হইবার সময়, সকলকে রোদন বা ক্রন্দন করায় বলিয়াই, ইহাদিগকে রুদ্র বলা হয়, (কারণ রুদ্র শব্দের অর্থ রোদন করায় যে)। এইরূপে দ্বাদশ মাসকেই দ্বাদশ আদিত্য বলা হয়, কারণ এই দ্বাদশ মাস রূপী কাল জগতের সমস্ত পদার্থের আদান অর্থাৎ আয়ু গ্রহণ করিয়া আসিতেছে। বিদ্যুৎকেই ইন্দ্র বলে, কারণ বৈদ্যুতিক বিদ্যাই ঐশ্বর্য্যোপার্জনের মুখ্য হেতু স্বরূপ। যজ্ঞকে এই জন্য প্রজাপতি বলা হয় যে, ইহা দ্বারা বায়ু ও বৃষ্টির জলের শুদ্ধি হইয়া থাকে, এই শুদ্ধি হেতু উত্তম অন্নাদি উৎপন্ন হয়, যদ্দ্বারা প্রজার পালন হইয়া থাকে। তৎপরে পশুদিগকেও যজ্ঞ সংজ্ঞা দিবার কারণ এই যে ইহাদিগের দ্বারাও প্রজার জীবন ধারণ হয় অর্থাৎ পশুদিগের দ্বারাও, প্রজাগণ অনেক প্রকার উপকার প্রাপ্ত হইয়া জীবন ধারণ করিতে সমর্থ হয়। এইরূপে উপরোক্ত ৩৩টী পদার্থ প্রত্যেকে নিজ নিজ দিব্যগুণ হেতু, তেত্রিশ দেবতা নামে অভিহিত হয়। পুনরায় স্থান, নাম ও জন্ম, এই তিন পদার্থকেও, নিরুক্তের মতে ত্রয়োদেব বলা হয়। এইরূপে অন্ন ও প্রাণ, এই দুইটীকেও দুই দেবতা বলে। সূত্রাত্মা রূপী বায়ু যাহা সমগ্র জগতে পরিপূর্ণ রূপে বিরাজমান থাকিয়া সকল পদার্থের ধারণ ও বৃদ্ধি করে তাহাকে অধ্যর্ধ দেবতা বলা হয়।

প্রঃ – উপরোক্ত দেবতা সকলের কি মনুষ্যের উপাসনা করা কর্ত্তব্য ?

উঃ – ইহাদিগের মধ্যে একটীরও মনুষ্যের উপাসনা করা কর্ত্তব্য নহে। পরন্তু এই সমস্ত পদার্থগুলি দ্বারা মনুষ্যের ব্যবহারিক কার্য্য সিদ্ধি হয় বলিয়াই, ইহাদিগকে দেবতা সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে। মনুষ্যগণের পক্ষে একমাত্র উপাস্য দেবতা সেই

পরব্রহ্মই। এ বিষয়ের প্রমাণ যথা– (স ব্রহ্ম) অর্থাৎ যিনি সমগ্র জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা, সর্ব শক্তিমান, সকলের ইষ্টদেব, সকলের উপাসনার যোগ্য, সকলের ধারণকারী বা ধারকস্বরূপ, সর্বব্যাপক এবং সকলের কারণ স্বরূপ, যাঁহার আদি অন্ত নাই, যিনি সচ্চিদানন্দ স্বরূপ, যাঁহার কদাপি জন্ম হয় না, যিনি কদাপি অন্যায় করেন না ইত্যাদি বিশেষণযুক্ত বেদাদি সত্য শাস্ত্রের প্রতিপাদিত পরমাত্মাকেই ইষ্টদেব বলিয়া জ্ঞান করা কর্ত্তব্য। যে জন উপরোক্ত পরমাত্মাকে পরিত্যাগ করিয়া, অন্য পদার্থকে ইষ্টস্বরূপে স্বীকার করে, তাহাকে অনার্য্য অর্থাৎ আনাড়ী জ্ঞান করিবে। (আত্মেত্যে) আর্য্যগণের ইতিহাস স্বরূপ শতপথ ব্রাহ্মণগ্রন্থে লিখিত আছে যে, পরমেশ্বর, যিনি সকল পদার্থের আত্মস্বরূপ, তাঁহাকেই সকল মনুষ্যের উপাসনা করা কর্ত্তব্য। যদি কেহ এরূপ কুতর্ক করেন যে, পরমাত্মা ব্যতীত অপর বস্তুতেও ঈশ্বর মনে করিয়া প্রেম ও ভক্তি করা আবশ্যক, তবে তাহাকে বলা উচিত যে, তিনি এরূপ করিলে সদা দুঃখী হইয়া রোদন করিবেন, যেহেতু যেজন পরমাত্মার উপাসনা করেন, তিনি সদা পরমানন্দে মগ্ন থাকেন, পরন্তু যেজন অনাত্ম পদার্থে ঈশ্বর মনে করিয়া তাহার উপাসনা করেন, তিনি কিছুই ভাল মন্দ জানিতে পারেন না এবং তজ্জন্যই তিনি বিদ্বানদিগের সম্মুখে, পশু অর্থাৎ গর্দভের ন্যায় গণ্য হইয়া থাকেন। অতএব নিশ্চয় জানিবেন যে, আর্য্যগণ সদাকাল হইতে এক পরমাত্মারই উপাসনা করিয়া আসিতেছেন।

অতঃ ফলিতার্থোঽয়ং জাতঃ–দেবশব্দে দিবুধাতোর্য়ে দশার্থাস্তে সঙ্গতা ভবন্তীতি। তদ্যথা–ক্রীড়া, বিজিগীষা, ব্যবহারঃ, দ্যুতিঃ, স্তুতিঃ, মোদঃ, মদঃ, স্বপ্নঃ, কান্তিঃ, গতিশ্চেতি। এষামুভয়ত্র সমানার্থত্বাৎ। পরন্ত্বন্যাঃ সর্বা দেবতাঃ পরমেশ্বরপ্রকাশ্যাঃ সন্তি। স চ স্বয়ংপ্রকাশোঽস্তি। তত্র ক্রীড়নং ক্রীড়া, দুষ্টান্ বিজেতুমিচ্ছা বিজিগীষা, ব্যবহ্রিয়ন্তে য়স্মিন্ ব্যবহরণং (বা) ব্যবহারঃ, স্বপ্নো নিদ্রা, মদো গ্লেপনং দীনতা, এতে মুখ্যতয়া লৌকিকব্যবহারবৃত্তয়ো ভবন্তি। তৎসিদ্ধিহেতবোঽগ্ন্যাদয়ো দেবতাঃ সন্তি। অত্রাপি নৈব সর্বথা পরমেশ্বরস্য ত্যাগো ভবতি, তস্য সর্বত্রানুসঙ্গিতয়া সর্বোৎপাদকাধারকত্বাৎ। তথা দ্যুতির্দ্যোতনং প্রকাশনং, স্তুতির্গুণেষু গুণকথনং স্থাপনং চ, মোদো হর্ষঃ প্রসন্নতা, কান্তিঃ শোভা, গতির্জ্ঞানং গমনং প্রাপ্তিশ্চেতি। এতে পরমেশ্বরে মুখ্যবৃত্ত্যা য়থাবৎ সঙ্গচ্ছন্তে। অতোঽন্যত্র তৎসত্যয়া গৌণ্যা বৃত্যা বর্ত্তন্তে। এবং গৌণমুখ্যাভ্যাং হেতুভ্যামুভয়ত্র দেবতাত্বং সম্যক্ প্রতীয়তে।

।। ভাষার্থ।।

এক্ষণে এই সিদ্ধ হইতেছে যে, ''দিবু'' শব্দের যে দশপ্রকার অর্থ প্রচলিত আছে, তাহা ব্যবহারিক ও পারমার্থিক উভয়ার্থেই ব্যবহৃত হয়। এই দুই প্রকার অর্থেরই

যোজনা বেদশাস্ত্রে সুন্দররূপে বর্ণিত আছে। ইহার মধ্যে প্রভেদ এই যে, পূর্বোক্ত বসু আদি দেবতা সকল এক পরমেশ্বরেরই প্রকাশ দ্বারা প্রকাশিত হইয়া থাকে এবং পরমেশ্বররূপী দেব স্বয়ং স্বপ্রকাশ বলিয়াই সদা প্রকাশিত হইয়া রহিয়াছেন। এজন্য তিনিই একমাত্র সকলের পূজ্য দেবতা। দিবু ধাতুর দশ প্রকার অর্থ নিম্নে লিখিত হইতেছে, যথাঃ–১ম ক্রীড়া অর্থাৎ খেলা করা, ২য় বিজিগীষা অর্থাৎ শত্রুগণকে পরাজয় করিবার ইচ্ছা করা, ৩য় ব্যবহার যাহা দুই প্রকার বাহ্য ও অন্তর, ৪র্থ নিদ্রা, ৫ম মদ, এই পাচ প্রকার অর্থ মুখ্যরূপে ব্যবহারিক বিষযে প্রযুক্ত হয়, যেহেতু ভৌতিক অন্নাদি পদার্থ সকল ব্যবহার সিদ্ধিরই হেতু হইয়া থাকে পরন্তু ইহাতেও পরমেশ্বরের সর্বথা ত্যাগ হয়না। যেহেতু উপরোক্ত ব্যবহারিক দেব সকলও সেই পরমাত্মার ব্যাপ্তি ও রচনা বলেই দিব্যগুণযুক্ত হইয়াছে। এইরূপে দ্যুতি অর্থাৎ প্রকাশ করা, স্তুতি গুণ কীর্ত্তন করা, মোদ প্রসন্নতা, কান্তি শোভা, এবং গতি যাহা জ্ঞান, ও গমন প্রাপ্তি অর্থপ্রকাশ করে ইত্যাদি, রূপ। ''দিবু'' ধাতুর অপর যে পাঁচপ্রকার অর্থ আছে, তাহা, মুখ্যরূপে পরমেশ্বরে বর্ত্তিয়া থাকে। যেহেতু পরমেশ্বর ব্যতীত অন্যান্য পদার্থে যে পরিমাণে উপরোক্ত দিব্যগুণ বর্ত্তমান থাকে, সেই পদার্থের সেই পরিমাণেই দেবত্ব গ্রহণ করা যায়, এবং এক পরমেশ্বরের সর্বশক্তিমত্বাদিরূপ অনন্তগুণ বর্ত্তমান আছে বলিয়াই, তিনিই একমাত্র পুজ্য দেবতা।

অত্র কেচিদাহুঃ–বেদেষু জড় চেতনয়োঃ পূজাভিধানাদে বেদাঃ সংশয়াস্পদং প্রাপ্তাঃ সন্তীতি গম্যতে ?

অত্রোচ্যতে–মৈবং ভ্রমি। ঈশ্বরেণ সর্বেষু পদার্থেষু স্বাতন্ত্র্যস্য রক্ষিতত্বাৎ। য়থা চক্ষুসি রূপগ্রহণশক্তিস্তেন রক্ষিতাস্তি, অতশ্চক্ষুস্মান্ পশ্যতি নৈবান্ধশ্চেতি ব্যবহারোऽস্তি। অত্র কশ্চিদ্ ব্রূয়ান্নেত্রেণ সূর্য্যাদিভিশ্চ বিনেশ্বরো রূপং কথং ন দর্শয়তীতি, য়থা তস্য ব্যর্থেয়ং শঙ্কাস্তি তথায়ং পূজনং, পূজা, সৎকারঃ, প্রিয়াচরণম্ অনুকূলাচরণং চেত্যাদয়ঃ পর্য্যায়া ভবন্তি। ইয়ং পূজা চক্ষুষোऽপি সর্বৈর্জনৈঃ ক্রিয়ত। এবমগ্ন্যাদিষু য়াবদর্থদ্যোতকত্বং বিদ্যাক্রিয়োপয়োগিত্বং চাস্তি, তাবদ্দেবতা ত্বমপ্যস্তু নাত্র কাচিৎ ক্ষতিরস্তি। কুতঃ ? বেদেষু য়ত্র য়ত্রোপাসনা বিধীয়তে তত্র তত্র দেবতাত্বেনেশ্বরস্যৈব গ্রহণাৎ।

।। ভাষার্থ।।

প্রঃ – এ বিষয়ে কেহ কেহ এরূপ বলিয়া থাকেন যে বেদশাস্ত্রের প্রতিপাদন দ্বারা একমাত্র ঈশ্বরের পূজা সিদ্ধ হয় না, যেহেতু উহাতে বেদশাস্ত্রে জড় ও চৈতন্য উভয়েরই পূজা বিষয় লিখিত আছে। অতএব বেদশাস্ত্রে সন্দেহযুক্ত কথন প্রতীত হয়।

উঃ – এরূপ ভ্রমে পতিত হইবেন না, কারণ ঈশ্বর সমস্ত পদার্থের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন গুণ স্থিত রাখিয়াছেন, যথা তিনি নেত্র বা দর্শনেন্দ্রিয়েই দর্শন করিবার সামর্থ্য রাখিয়াছেন, যদ্দ্বারা জীব সমস্ত পদার্থ দর্শন করিতে সমর্থ হয়। এখন যদি কেহ এরূপ বলেন যে, পরমাত্মা কীজন্য নেত্র ও সূর্য্যের কিরণ বা আলোক বিনা, পদার্থ দর্শন করান না, তবে এরূপ সংশয় যেমন সর্বথা ব্যর্থ হইয়া থাকে, তদ্রূপ পূজা বিষয়ও জ্ঞাত হইবেন। যেহেতু অপরের সৎকার ও প্রিয়াচরণ অর্থাৎ তদনুযায়ী অনুকূল কার্য্য করাকেই পূজা বলা হয়। এই পূজার সাধন সকলেরই করা কর্ত্তব্য। অতএব অগ্নি আদি পদার্থের অর্থ যে যে পরিমাণে দিব্যগুণ, ক্রিয়াসিদ্ধি ও উপকার লওয়া সম্ভব আছে, সেই সেই পরিমাণে উক্ত পদার্থ সকলের দেবত্ব স্বীকার করায় কোন রূপ ক্ষতি নাই। আর বেদশাস্ত্রে যে যে স্থানে উপাসনা রূপ ব্যবহার বিষয় গ্রহণ করা হইয়াছে তথায় এক অদ্বিতীয় পরমেশ্বরই গৃহীত হইয়াছেন।

তত্রাপি মতদ্বয়ং বিগ্রহবত্যবিগ্রহবদ্দেবতাভেদাৎ। তচ্চোভয়ং পূর্বং প্রতিপাদিতম্। অন্যচ্চ –

'মাতৃদেবো ভব, পিতৃদেবো ভব, আচার্য্যদেবো ভব, অতিথিদেবো ভব।'

প্রপা০ ৭ অনু০ ১১।

'ত্বমেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্মাসি, ত্বামেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্ম বদিষ্যামি।'

প্রপা০ ৭ অনু০ ১।

ইতি সর্বমনুষ্যোপাস্যাঃ পঞ্চ দেবতাস্তৈত্তিরীয়োপনিষদুক্তাঃ। য়থাত্র মাতাপিতরা-বাচার্য্যোऽতিথিশ্চেতি সশরীরা দেবতাঃ সন্তি এবং সর্বথা নিঃশরীরং ব্রহ্মাস্তি।

।। ভাষার্থ।।

উপরোক্ত দেবতা বিষয়ে দুইপ্রকার ভেদ আছে, যথা–প্রথম মূর্ত্তিমান ও দ্বিতীয় অমূর্ত্তিমান। মাতা, পিতা, আচার্য্য ও অতিথি এই চারিজন সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমান দেবতা স্বরূপ, পরমাত্মা অমূর্ত্তিমান দেবতা। অর্থাৎ পরমাত্মার কোন প্রকার মূর্ত্তি বা ভৌতিক শরীর অথবা ইন্দ্রিয়াদি নাই এবং এইভাবে পাঁচ দেবতার পূজাতে দুই প্রকারের ভেদ জানা উচিত।

তথৈব পূর্বোক্তাসু দেবতাস্বগ্নিপৃথিব্যাদিত্যচন্দ্রমোনক্ষত্রাণি চেতি পঞ্চ বসবো বিগ্রহবত্যঃ সন্তি। এবমেকাদশ রুদ্রা দ্বাদশাদিত্যা মনঃষষ্ঠানি জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি বায়ুরন্তরিক্ষং দ্যৌর্মন্ত্রাশ্চেতি শরীররহিতাঃ। তথা স্তনয়িত্নু বিধিয়জ্ঞৌ চ সশরীরাশরীরে দেবতে স্ত ইতি। এবং সশরীরনিঃশরীরভেদেন দেবতাদ্বয়ং ভবতি। তত্রৈতাসাং ব্যবহারোপয়োগিত্বমাত্রমেব দেবতাত্বং গৃহ্যতে। ইত্থমেষ মাতৃপিত্রাচার্য্যাতিথীনাং

ব্যবহারোপয়োগিত্বং পরমার্থপ্রকাশকত্বং চৈতাবন্মাত্রং চ। পরমেশ্বরস্তু খল্বিষ্টোপয়োগিত্বেনৈবোপাস্যোঽস্তি। নাতো বেদেষু হ্যপরা কাচিদ্দেবতা পূজ্যোপাস্যত্বেন বিহিতাস্তীতি নিশ্চীয়তাম্।

।। ভাষার্থ।।

এই রূপে অষ্ট বসুরূপ দেবতাদিগের মধ্যে অগ্নি, পৃথিবী, আদিত্য, চন্দ্রমা ও নক্ষত্র এই পাঁচটী মূর্ত্তিমান দেব ! ও একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য, মন, অন্তরিক্ষ, বায়ু দ্যৌ এবং মন্ত্র। ইহারা অমূর্ত্তিমান দেবতা। এইরূপে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, বিদ্যুৎ ও বিধিযজ্ঞ ইহারা মূর্ত্তিমান ও অমূর্ত্তিমান (উভয় প্রকারেরই) দেবতা* হইয়া থাকে।

অতএব সাকার ও নিরাকার ভেদে, দেবতাদিগের মধ্যে দুইপ্রকার ব্যবস্থা জ্ঞাত হওয়া কর্ত্তব্য। ইহাদিগের মধ্যে পৃথিব্যাদি (জড়) পদার্থের দেবত্ব, কেবলমাত্র ব্যবহারের জন্যই আছে। পরন্তু মাতা, পিতা, আচার্য্য ও অতিথিদিগের প্রতি উপযোগ, ব্যবহারিক ও পারমার্থিক উভয় কার্য্যের জন্য হইয়া থাকে এবং তজ্জন্যই ইহাদিগের দেবত্ব। এইরূপে মন ও ইন্দ্রিয়গণের উপযোগ ব্যবহার ও পরমার্থ উভয় প্রকার কার্য্যের জন্য হইয়া থাকে। পরন্তু মনুষ্যমাত্রেরই উপাসনা করিবার যোগ্য একমাত্র পরমেশ্বর রূপী দেবই আছেন।

অত ইদানীন্তনাঃ কেচিদার্য্যা যুরোপখণ্ডবাসিনশ্চ ভৌতিকদেবতানামেব পূজনং বেদেষ্বস্তীত্যূচুর্বদন্তি চ, তদলীকতরমস্তি। তথা যুরোপখণ্ডবাসিনো বহব এবং বদন্তি– পুরা হ্যার্য্যা ভৌতিকদেবতানাং পূজকা আসন্, পুনস্তাঃ সংপূজ্য সংপূজ্য চ বহুকালান্তরে পরমাত্মানং পূজ্যং বিদুরিতি। তদপ্যসৎ। তেষাং সৃষ্ট্যারম্ভমারভ্যানেকৈরিন্দ্রবরুণা-গ্ন্যাদিভির্নামভীর্বেদোক্তরীত্যেশ্বরস্যৈবোপাসনানুষ্ঠানাচারাগমাৎ।

।। ভাষার্থ।।

প্রঃ – আজকাল অনেক আর্য্যসন্তান ও ইংরেজাদি ইউরোপদেশবাসী ব্যক্তি এরূপ শঙ্কা করেন যে বেদশাস্ত্রে পৃথিব্যাদি ভূত ভৌতিক পদার্থের পূজার বিধি লিখিত আছে। ইহারা আরও বলিয়া থাকেন যে, পুরাকালে আর্য্যগণ ভূত বা উপদেবতাদিগের পূজা করিতেন ও এইরূপে পূজা করিতে করিতে বহুকাল পরে, পরমেশ্বরের উপাসনা বিষয় জ্ঞাত হন।

---

* ইন্দ্রিয়াদির শক্তিরূপ পদার্থ অমূর্ত্তিমান, পরন্তু গোলকাদি মূর্ত্তিমান দেবতা। এইরূপে বিদ্যুৎ ও বিধিয়জ্ঞে যে যে শক্তি, শব্দ ও জ্ঞান আছে বা প্রযুক্ত হয়, তাহা অমূর্ত্তিমান। পরন্তু যাহা দৃষ্টিগোচর হয় ও যে যে সামগ্রী ঐ যজ্ঞে অর্পিত হয় তাহা মূর্ত্তিমান বলিয়া জানা উচিত। অতএব সাকার ও নিরাকার ভেদে, দেবতাদিগের মধ্যে দুইপ্রকার ব্যবস্থা জ্ঞাত হওয়া কর্ত্তব্য। ইহাদিগের মধ্যে পৃথিব্যাদি (জড়) পদার্থের দেবত্ব, কেবলমাত্র ব্যবহারের জন্যই আছে। পরন্তু মাতা, পিতা, আচার্য্য ও অতিথিদিগের প্রতি উপযোগ, ব্যবহারিক ও পারমার্থিক উভয় কার্য্যের জন্য হইয়া থাকে এবং তজ্জন্যই ইহাদিগের দেবত্ব। এইরূপে মন ও ইন্দ্রিয়গণের উপযোগ ব্যবহার ও পরমার্থ উভয় প্রকার কার্য্যের জন্য হইয়া থাকে। পরন্তু মনুষ্যমাত্রেরই উপাসনা করিবার যোগ্য একমাত্র পরমেশ্বর রূপী দেবই আছেন।

উঃ – এরূপ লোকদিগের কথন সর্বতোভাবে মিথ্যা। যেহেতু আর্য্যগণ সৃষ্টির আদি হইতে ইন্দ্র, বরুণ ও অগ্ন্যাদি নাম গ্রহণ পূর্বক, বেদোক্ত প্রমাণ ও রীত্যানুসারে এক পরমাত্মারই উপাসনা করিয়া আসিতেছেন। এ বিষয়ে বহু প্রমাণ আছে। পরন্তু তন্মধ্যে কয়েকটী এস্থলে বর্ণনা করিতেছি। যথা –

অত্র প্রমাণানি–(অগ্নিমী০) অস্য মন্ত্রস্য ব্যাখ্যানে হি 'ইন্দ্রং মিত্রম্০' ঋগমন্ত্রোঽয়ম। অস্যোপরি 'ইমমেবাগ্নিং মহান্তমাত্মানম্' ইত্যাদি নিরুক্তং চ লিখিতং তত্র (নিরু০ অ০৭। খং০১৮) দ্রষ্টব্যম্। তথা 'তদেবাগ্নিস্তদাদিত্য' ইতি যজুর্মন্ত্রশ্চ।

(যজু০অ০৩২। মং০১)

'তমীশানং জগতস্তস্থুষস্পতিং ধিয়জিন্বমবসে হূমহে বয়ম্।
পূষা নো য়থা বেদসামসদ্বৃধে রক্ষিতা পায়ুরদব্ধঃ স্বস্তয়ে।।১।।'

ঋ০ অ০১ অ০৬ ব০১৫ মং০ ৫।

'হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ত্ততাগ্রে ভূতস্য জাতঃ পতিরেক আসীৎ।
সদাধার পৃথিবীং দ্যামুতেমাং কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম।।২।।'

ঋ০ অ০৮ অ০৭ ব০৩ মং০ ১।

ইত্যাদয়ো নব মন্ত্রা এতদ্বিষয়াঃ সন্তি।।

'প্র তদ্বোচেদমৃতং নু বিদ্বান্ গন্ধর্বো ধাম বিভৃতং গুহা সৎ।
ত্রীণি পদানি নিহিতা গুহাস্য য়স্তানি বেদ স পিতুঃ পিতাসৎ।।৩।।'
'স নো বন্ধুর্জনিতা স বিধাতা ধামানি বেদ ভুবনানি বিশ্বা।
য়ত্র দেবা অমৃতমানশানাস্তৃতীয়ে ধামন্নধ্যৈরয়ন্ত।।৪।।'
'পরীত্য ভূতানি পরীত্য লোকান্ পরীত্য সর্বাঃ প্রদিশো দিশশ্চ।
উপস্থায় প্রথমজামৃতস্যাত্মনাত্মানমভি সং বিবেশ।।৫।।'

য০অ০৩২ মং ৯।১০।১১।।

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেব বিদিত্বাতি মৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।।৬।।

য০অ০৩১/মং ১৮।

তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বন্তিকে।
তদন্তরস্য সর্বস্য তদু সর্বস্যাস্য বাহ্যতঃ।।৭।। যজু০অ০৪০/মং ৫।
স পর্য়গাচ্ছুক্রমকায়মব্রণম ইত্যাদি চ। (য০অ০ ৪০।মং০৮)

য় ইমা বিশ্বা ভুবনানি জুহ্বদৃষির্হোতা ন্যসীদৎ পিতা নঃ ।
স আশিষা দ্রবিণমিচ্ছমানঃ প্রথমচ্ছদবরাঁ ২ আবিবেশ । । ৮ । ।
কিংস্বিদাসীদধিষ্ঠানমারম্ভণং কতমৎ স্বিৎ কথাসীৎ ।
য়তো ভূমিং জনয়ন্বিশ্বকর্মা বি দ্যামৌর্ণোন্মহিনা বিশ্বচক্ষাঃ । ।৯ । ।
বিশ্বতশ্চক্ষুরুত বিশ্বতোমুখো বিশ্বতোবাহুরুত বিশ্বতস্পাৎ ।
সং বাহুভ্যাং ধমতি সং পতত্রৈর্দ্যাবাভূমো জনয়ন্দেব একঃ । ।১০ । ।

য়০অ০ ১৭/মং ১৭,১৮,১৯ ।

ইত্যাদয়ো মন্ত্রা য়জুষি বহবঃ সন্তি । তথা সামবেদস্যোত্তরার্চিকে ত্রিকম্ । ।১১ । ।

অভি ত্বা শূর নোনুমোঽদুগ্ধা ইব ধেনবঃ ।
ঈশানমস্য জগতঃ স্বর্দৃশমীশানমিনদ্র তস্থুষঃ । ।১১ । ।
ন ত্বাবাঁ অন্যো দিব্যো ন পার্থিবো ন জাতো ন জনিষ্যতে ।
অশ্বায়ন্তো মঘবন্নিন্দ্র বাজিনো গব্যন্তস্ত্বা হবামহে । ।১২ । । ইত্যাদয়শ্চ ।
নাসদাসীন্নো সদাসীত্তদানীং নাসীদ্রজো নো ব্যোমা পরো য়ৎ ।
কিমাবরীবঃ কুহ কস্য শর্ম্মন্নম্ভঃ কিমাসীদ্ গহনং গভীরম্ । ।১৩ । ।
ইয়ং বিসৃষ্টির্য়ত আবভূব য়দি বা দধে য়দি বা ন ।
য়ো অস্যাধ্যক্ষঃ পরমে ব্যোমন্ৎসো অঙ্গ বেদ য়দি বা ন বেদ । ।১৪ । ।

ইত্যন্তাঃ সপ্ত মন্ত্রা ঋগ্বেদে । অ০ ৮ অ০ ৭ ব০ ১৭ মং০ ১,৭ । ।

'য়ৎ পরমমবভং য়চ্চ মধ্যমং প্রজাপতিঃ সসৃজে বিশ্বরূপম্ ।
কিয়তা স্কম্ভঃ প্র বিবেশ তত্র য়ন্ন প্রাবিশৎ কিয়ত্তদ্বভূব । ।১৫ । ।'
'য়স্মিন্ ভূমিরন্তরিক্ষং দ্যৌর্য়স্মিন্নধ্যাহিতা ।
য়ত্রাগ্নিশ্চন্দ্রমাঃ সূর্য্যো বাতস্তিষ্ঠন্ত্যার্পিতাঃ স্কম্ভং তং ব্রূহি কতমঃ স্বিদেব সঃ । ।১৬ । ।'

অর্থব০ কাং ১০ অনু০ ৪ মং০ ৮, ১২ । ।

ইত্যাদয়োऽথর্ববেদেऽপি বহবো মন্ত্রাঃ সন্তি। এতেষাং মন্ত্রাণাং মধ্যাৎ কেষাঞ্চিদর্থঃ পূর্বং প্রকাশিতঃ, কেষাঞ্চিদগ্রে বিধাস্যতেऽত্রাপ্রসঙ্গান্নোচ্যতে।

অনোরণীয়ান্মহতো মহীয়ানআত্মাস্য জন্তোর্নিহিতো গুহায়াম্।
তমক্রতুঃ পশ্যতি বীতশোকো ধাতুঃ প্রসাদান্মহিমানমাত্মনঃ।।১।।

(কঠোo বল্লী০২।মং২০)

অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং তথাऽরসং নিত্যমগন্ধবচ্চ য়ৎ।
অনাদ্যনন্তং মহতঃ পরং ধ্রুবং নিচায্য তন্মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে।।২।।

(কঠোoবল্লী০৩,মং১৫)

য়দেবেহ তদমুত্র য়দমুত্র তদন্বিহ।
মৃত্যোঃ স মৃত্যমাপ্নোতি য় ইহ নানেব পশ্যতি।।৩।।
একো বশী সর্বভূতান্তরাত্মা একং রূপং বহুধা য়ঃ করোতি।
তমাত্মস্থং য়েऽনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং-সুখং শাশ্বতং নেতরেষাম্।।৪।।
নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানামেকো বহূনাং য়ো বিদধাতি কামান্।
তমাত্মস্থং য়েऽনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাম্।।৫।।
ইতি কঠবল্ল্যুপনিষদি। (কঠোoবল্লী০ ৫।মং১২,১৩)

দিব্যো হ্যমূর্ত্তঃ পুরুষঃ স বাহ্যাভ্যন্তরো হ্যজঃ।
অপ্রাণো হ্যমনাঃ শুভ্রো হ্যক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ।।৬।। (মুং০২।খং০২। সং০২)

য়ঃ সর্বজ্ঞঃ সর্ববিদ্যস্যৈষ মহিমা ভুবি। দিব্যে ব্রহ্মপুরে হ্যেষ ব্যোম্ন্যাত্মা প্রতিষ্ঠিতঃ।।৭।। (মুং০ ২।খং০২।মং০৭)

'নান্তঃ প্রজ্ঞং ন বহিঃ প্রজ্ঞং নোভয়তঃ প্রজ্ঞং ন প্রজ্ঞানঘনং ন প্রজ্ঞং নাপ্রজ্ঞম্। অদৃষ্টমব্যবহার্য়মগ্রাহ্যমলক্ষণমচিন্ত্যমব্যপদেশ্যমেকাত্মপ্রত্যয়সারং প্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিবমদ্বৈতং চতুর্থং মন্যন্তে স আত্মা স বিজ্ঞেয়ঃ।।৮।।'

ইতি মাণ্ডূক্যোপনিষদি। (মং০৭)

'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম যো বেদ নিহিতং গুহায়াম্।
পরমে ব্যোমনৎ সোऽশ্নুতে সর্বান্কামান্ ব্রহ্মণা সহ বিপশ্চিতেতি।।৯।।'

ইতি তৈত্তিরীয়োপনিষদি।

'য়ো বৈ ভূমা তৎ সুখং নাল্পে সুখমস্তি ভুমৈব সুখম্। ভূমা ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্য ইতি। য়ত্র নান্যৎ পশ্যতি নান্যচ্ছৃণোতি নান্যদ্বিজানাতি স ভূমা। অথ য়ত্রান্যৎ পশ্যত্যন্যচ্ছৃণোত্যন্যদ্বিজানাতি তদল্পম্। য়ো বৈ ভূমা তদমৃতমথ য়দল্পং তন্মর্ত্যꣳস ভগবঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইতি স্বে মহিম্নি। ইতি ছান্দোগ্যোপনিষদি।।১০।।'

(প্রপা০৭ যং-২৩, ২৪)

বেদোক্তেশানাদিবিশেষণপ্রতিপাদিতোঽণোরণীয়ানিত্যাদ্যুপনিষদুক্তবিশেষণপ্রতিপাদিতশ্চ য়ঃ পরমেশ্বরোঽস্তি, স এবাঽঽর্য়ৈঃ সৃষ্টিমারভ্যাদ্যপর্য়ন্তং য়থাবদ্বিদিত্বোপাসিতোঽস্তীতি মন্যধ্বম্। এবং পরব্রহ্মবিষযপ্রকাশকেষু প্রমাণেষু সৎসু য়ন্তট্ট মোক্ষ মুলরৈরুক্তমার্য়্যাণাং পূর্বমীশ্বরজ্ঞানম্ নাসীৎ পুনঃ ক্রমাজ্জাতমিতি, ন তচ্ছিষ্টগ্রহণার্হমস্তীতি বিজানীমঃ।

।। ভাষার্থ।।

(ইন্দ্রং মিত্রম্) এবিষয়ে বেদ চতুষ্টয়, শতপথ আদি চারি ব্রাহ্মণগ্রন্থ, নিরুক্ত ও ষড়দর্শন শাস্ত্রের অনেক্ প্রমাণ আছে, যদ্দ্বারা আমরা জানিতে পারি যে সৎ বা নিত্য বস্তুরূপ ব্রহ্মের ইন্দ্র, ঈশান, অগ্নি আদি বেদোক্ত অনেক নাম আছে। যাঁহাকে উপনিষদে 'অণোরণীয়াম্' আদি বিশেষণে প্রতিপাদন করা হইয়াছে। সেই পরমাত্মাকেই আর্য্যগণ সদাকাল হইতে উপাসনা করিয়া আসিতেছেন। উপরোক্ত মন্ত্র সকলের মধ্যে যে গুলির অর্থ ভূমিকাতে করা হয় নাই তাহার অর্থ পরে বেদভাষ্যে করা হইবে। আর যে সকল আর্য্যসন্তান বা ইংরেজাদি ইউরোপবাসীগণ এরূপ বলিয়া থাকেন যে প্রাচীন আর্য্যগণ অনেক দেবতা ও ভূতগণের পুজা করিতেন তাহাদিগের এরূপ কথন সর্বথা অসত্য জানিবেন, যেহেতু বেদশাস্ত্রে অথবা বেদের প্রাচীন ব্যাখ্যান রূপ ব্রাহ্মণাদি গ্রন্থে অগ্নি আদি নাম ও অপর যাহা যাহা উপাসনা কালে গ্রহণ করা হইয়াছে, তদ্দ্বারা একমাত্র পরমেশ্বরকেই গ্রহণ করা হইয়াছে, অর্থাৎ তথায় ঐ অগ্ন্যাদি শব্দ পরমেশ্বর বাচক যাঁহার উপাসনা আর্য্যগণ করিতেন। অতএব পূর্বোক্ত প্রকার সংশয় করা যুক্তিযুক্ত নহে।

ভাষ্যম – কিঞ্চ 'হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ত্ততাগ্রে ভূতস্য জাতঃ পতি০' এতন্মন্ত্রব্যাখ্যানাবসরেঽয়ং মন্ত্রোঽর্বাচীনোঽস্তি ছন্দস ইতি শারমণ্যদেশোৎপন্নৈর্ভট্টমোক্ষমূলরৈঃ স্বকীয়সংস্কৃতসাহিত্যাখ্যে গ্রন্থ এতদ্বিষয়ে য়দুক্তং, তন্ন সংগচ্ছতে। য়চ্চ বেদানাং দ্বৌ ভাগাবেকশ্ছন্দো, দ্বিতীয়ো মন্ত্রশ্চ। তত্র য়ৎসামান্যার্থাভিধানং পরবুদ্ধিপ্রেরণাজন্যং স্বকল্পনয়া রচনাভাবং, য়থা হ্যজ্ঞানিনো মুখাদ্ কস্মান্নিস্সরেদীদৃশং য়দ্রচনং তচ্ছন্দ ইতি বিজ্ঞেয়ম্। তস্যোৎপত্তিসময় একত্রিংশচ্ছতানি বর্ষাণ্যধিকাদধিকানি ব্যতীতানি। তথৈকোনত্রিংশচ্ছতানি বর্ষাণি মন্ত্রোৎপত্তৌ চেত্যনুমানং তেষামস্তি। তত্র তৈরুক্তানি প্রমাণানি–'অগ্নিঃ পূর্বেভির্ঋষিভিরীড্যো নূতনৈরুত ইত্যা দীনি জ্ঞাতব্যানি।'

তদিদমপ্যন্যথাস্তি। কুতঃ ? হিরণ্যগর্ভশব্দস্যার্থজ্ঞানাভাবাৎ। অত্র প্রমাণানি –

'জ্যোতির্বৈ হিরণ্যং জ্যোতিরেষোঽমৃতꣳহিরণ্যম্।' শ০ কাং ৬ অ০৭।

'কেশী কেশা রশ্ময়স্তৈস্তদ্বান্ ভবতি। কাশনাদ্বা প্রকাশনাদ্বা।

কেশীদং জ্যোতি রুচ্যতে।' নি০ অ০ ১২ খং০ ২৫।

'য়শো বৈ হিরণ্যম।' ঐ০প০ ৭ অ০ ৩।

'জ্যোতিরেবায়ং পুরুষ ইত্যাত্মজ্যোতিঃ।' শ০কাং০ ১৪। অ০৭।

'জ্যোতিরিন্দ্রাগ্নী।' শ০ কাং০ ১০ অ০ ৪।

এষামর্থঃ–জ্যোতির্বিজ্ঞানং গর্ভঃ স্বরূপং য়স্য স হিরণ্যগর্ভঃ। এবং চ জ্যোতির্হিরণ্যং প্রকাশো, জ্যোতিরমৃতং মোক্ষো, জ্যোতিরাদিত্যাদয়ঃ কেশাঃ প্রকাশকা লোকশ্চ, য়শঃ সৎকীর্ত্তির্ধন্যবাদশ্চ, জ্যোতিরাত্মা জীবশ্চ, জ্যোতিরিন্দ্রঃ সূর্য়্যোঽগ্নিশ্চৈতৎ সর্বং হিরণ্যাখ্যং গর্ভে সামর্থ্যে য়স্য স হিরণ্যগর্ভঃ পরমেশ্বরঃ।

অতো হিরণ্যগর্ভশব্দপ্রয়োগাদ্ বেদানামুত্তমত্বং সনাত(ন)ত্বং তু নিশ্চীয়তে ন নবীনত্বং চ। অস্মাৎ কারণাদ্যত্তৈরুক্তং হিরণ্যগর্ভশব্দপ্রয়োগান্মন্ত্রভাগস্য নবীনত্বং তু দ্যোতিতং ভবতি, কিন্ত্বস্য প্রাচীনবত্বে কিমপি প্রমাণমঃ নোপলভামহ ইতি, তদ্ ভ্রমমূলমেব বিজ্ঞেয়ম্। য়চ্চোক্তং মন্ত্রভাগনবীনত্বে অগ্নিঃ পূর্বেভি রিত্যাদিকারণম্, তদপি তাদৃশমেব। কুতঃ ? ঈশ্বরস্য ত্রিকালদর্শিত্বাৎ। ঈশ্বরো হি ত্রীণ্ কালান্ জানাতি। ভূতভবিষ্যদ্বর্ত্তমানকালস্থৈর্মন্ত্রদ্রষ্টৃ ভির্মনুষ্যৈর্মন্ত্রৈঃ প্রাণৈস্তর্কৈশ্চর্ষি ভিরহমেবেড্যো বভূব ভবামি ভবিষ্যামি চেতি বিদিত্ত্বেদমুক্তমিত্যদোষঃ। অন্যচ্চ, য়ে বেদাদিশাস্ত্রাণ্যধীত্য বিদ্বাংসো ভূত্বাঽধ্যাপয়ন্তি তে প্রাচীনাঃ, য়ে চাধীয়তে তে নবীনাঃ। তৈঋষিভিরগ্নিঃ পরমেশ্বর এবেড্যোঽস্ত্যতশ্চ।

।। ভাষার্থ।।

ডঃ মোক্ষমুলার সাহেব নিজ সংস্কৃত সাহিত্য গ্রন্থে প্রতিপাদন করিয়াছেন যে, আর্য্যগণ ক্রমে ক্রমে অর্থাৎ বহুকাল পরে ঈশ্বরবিষয়ক জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি আরও বলেন যে উপরোক্ত বেদমন্ত্র দ্বারা বেদের প্রাচীনত্ব প্রমাণ না হইয়া, বরং উহার নুতনত্বই প্রমাণিত হইয়া থাকে। তিনি এই নবীনত্ব বিষয়ক অনেকগুলি প্রমাণ মধ্যে, বেদে লিখিত হিরণ্যগর্ভ শব্দ উদ্ধৃত করিয়াছেন, যদ্দ্বারা তিনি প্রথমতঃ ছন্দভাগকে মধ্যভাগ অপেক্ষা দুই শত বর্ষ পূর্বে রচিত হইয়াছে, এরূপ সিদ্ধান্ত করেন। তিনি আরও বলেন যে, বেদের মধ্যে ছন্দ ও মন্ত্রভাগ রূপ যে দুইপ্রকার বিভাগ আছে, তন্মধ্যে ছন্দভাগের সামান্যার্থের সহিত সম্বন্ধ আছে, যাহা অন্যের প্রেরণা হইতে প্রকাশিত হইতেছে মনে হয়। অর্থাৎ যাহার উৎপত্তি গ্রন্থকারের নিজ প্রেরণা হইতে উৎপন্ন বা প্রকাশিত হইতে পারে না, পরন্তু ঐ সমস্ত বাক্যগুলি ঠিক যেন অজ্ঞানী মনুষ্যের মুখ হইতে অকস্মাৎ বাহির হইয়াছে এরূপ অনুভূত হইয়া থাকে। এই ছন্দভাগের উৎপত্তিতে (৩১০০) বৎসর ও মন্ত্রভাগের উৎপত্তিতে (২৯০০) বর্ষ ব্যতীত হইয়াছে। এ বিষয়ে (অগ্নিঃ পূর্বেভিঃ) ইত্যাদি মন্ত্রও তিনি প্রমাণ স্বরূপ উদ্ধৃত করিয়াছেন।

এক্ষণে বক্তব্য এই যে, উহাদিগের এরূপ বাক্য কদাপি সত্য হইতে পারে না।

যেহেতু মোক্ষমুলার ও অপরাপর পাশ্চাত্য বিদ্বানেরা হিরণ্যগর্ভ ও পূর্বেভিঃ ইত্যাদি মন্ত্র সকলের প্রকৃত অর্থ অবগত হইতে পারেন নাই এবং তজ্জন্যই তিনি হিরণ্যগর্ভ অগ্নি শব্দটীকে নবীন কল্পিত শব্দ স্বরূপে স্থির করিয়াছেন, যেহেতু তিনি এরূপ মনে করিয়া থাকিবেন যে, হিরণ্য শব্দে স্বর্ণ বুঝায়, যাহা সৃষ্টির অনেক পরে মনুষ্য জানিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, অর্থাৎ সৃষ্টির বহুকাল পরে যখন মনুষ্যগণ উন্নতির সোপানে আরোহণ করিয়াছিলেন ও যখন রাজা প্রজার সম্বন্ধ উত্তমরূপে পৃথিবীর মধ্যে প্রচলিত হইয়া গিয়াছিল, সেই সময়ই পৃথিবীর অভ্যন্তর হইতে স্বর্ণাদি ধাতু উত্থিত করা হইয়া থাকিবে। এক্ষণে বক্তব্য এই যে, এরূপ সিদ্ধান্ত ম্যোক্ষমুলার সাহেবের যথার্থ হইতে পারে না, যেহেতু হিরণ্যগর্ভ শব্দের প্রকৃত অর্থ এইরূপ যথা–হিরণ্য শব্দে জ্যোতিও বিজ্ঞান বুঝায়, এজন্য যাঁহার গর্ভ অর্থাৎ স্বরূপ ও সামর্থ্য মধ্যে জ্যোতি অর্থাৎ অমৃত বা মোক্ষ বিদ্যমান রহিয়াছে অথবা জ্যোতি অর্থাৎ প্রকাশ স্বরূপ সূর্যাদি লোক যাঁহার গর্ভেস্থিত রহিয়াছে কিম্বা জ্যোতি অর্থাৎ জীবাত্মা যাঁহার গর্ভে অর্থাৎ সামর্থ্য মধ্যে রহিয়াছে অথবা হিরণ্যশব্দে যশঃ, সৎকীর্ত্তি ও ধন্যবাদ বুঝায়, এজন্য যশ ও সৎকীর্ত্ত্যাদি যাঁহার স্বরূপে বিদ্যমান রহিয়াছে অথবা জ্যোতি বা ইন্দ্র অর্থাৎ সূর্য্য, বায়ু ও অগ্নি যাঁহার সামর্থ্য মধ্যে অবস্থান করে, এরূপ পরমেশ্বরকেই হিরণ্যগর্ভ বলা হয়, অতএব বেদশাস্ত্রে হিরণ্যগর্ভ শব্দ প্রযুক্ত হওয়ায়, বরং উহার উত্তমতা ও সনাতনতাই যথাবৎ সিদ্ধ হইয়া থাকে পরন্তু ইহার দ্বারা বেদের নবীনত্ব কদাপি সিদ্ধ হয় না। অতএব ডঃ মোক্ষমুলার সাহেব যে বেদশাস্ত্রের নবীনরূপে কল্পনা করিয়াছেন, তাহা কদাপি সত্য হইতে পারে না। আর তিনি যে (অগ্নি পূর্বেভিঃ) মন্ত্র দ্বারা বেদের নবীনত্ব প্রমাণ করিতে গিয়াছিলেন, তাহাও বাস্তবিক যুক্তিসঙ্গত নহে। যেহেতু বেদের প্রণেতা ত্রিকালদর্শী ঈশ্বর ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানরূপ ত্রিকালের ব্যবহার বিষয় যথাবৎ জ্ঞাত থাকিয়া বলিয়াছেন, যাঁহারা বেদশাস্ত্র পাঠ করিয়া বিদ্বান হইয়াছেন, অথবা যাহারা ইহা পাঠ করিতেছেন, সেই সমস্ত প্রাচীন ও নবীন ঋষিগণ আমার (পরমাত্মার) স্তুতি করিয়া থাকেন। পুনরায় ঋষি শব্দে, মন্ত্র, প্রাণ ও তর্ক বুঝায় অতএব ইহাদিগের দ্বারাই আমার (পরমাত্মার) স্তুতি করা যোগ্য বা কর্ত্তব্য। এই কারণেই পরমেশ্বর উপরোক্ত মন্ত্রের প্রকাশ করিয়াছেন। অতএব এইরূপ মন্ত্রের দ্বারা বেদশাস্ত্রের কেবল যে সনাতনত্ব ও উত্তমতা সিদ্ধ হয় তাহা নহে, বরং ইহার নবীনত্ব অসিদ্ধ হইয়া থাকে। অতএব জানিবেন যে, মোক্ষমুলার সাহেবের উপরোক্ত মন্তব্য কদাপি সত্য নহে।

অত্র নিরুক্তেঽপি প্রমাণম্ –

‘তৎপ্রকৃতীতরদ্বর্ত্ত নসামান্যাদিত্যয়ং মন্ত্রার্থ চিন্তাভ্যুহোঽভ্যুঢোঽপি শ্রুতিত্যেঽপি তর্কতো ন তু পৃথকত্বেন মন্ত্রা নির্বক্তব্যাঃ প্রকরণশ এব তু নির্বক্তব্যা নহ্যেষু প্রত্যক্ষমস্ত্যনৃষেরতপসো বা। পারোবর্য্যাবিৎসু তু খলু বেদিতৃষু ভূয়োবিদ্যঃ প্রশস্যো ভবতীত্যুক্তং পুরস্তান্মনুষ্যা বা ঋষিষুক্রামৎসু

দেবানব্রুবন্ কো ন ঋষির্ভবিষ্যতীতি ? তেভ্য এতং তর্কমৃষিং প্রায়চ্ছন্ মন্ত্রার্থচিন্তাভ্যূহমভ্যূঢং তস্মাদ্যদেব কিং চানূচানোঽভ্যূহত্যার্ষং তদ্ভবতি।'

নি০ অ০ ১৩ খং ১২।

অস্যার্থঃ। (তৎপ্রকৃতি০) তস্য মন্ত্রসমূহস্য পদশব্দাক্ষরসমুদায়ানামিতরৎ পরস্পরং বিশেষ্যবিশেষণতয়া সামান্যবৃত্তৌ বর্ত্তমানানাং মন্ত্রানামর্থজ্ঞানচিন্তা ভবতি। কোঽয়ং খল্বস্য মন্ত্রস্যার্থো ভবিষ্যতীত্যভ্যূহো বুদ্ধাবাভিমুখ্যেনোহো বিশেষজ্ঞানার্থস্তর্কো মনুষ্যেণ কর্ত্তব্যঃ। নৈতে শ্রুতিতঃ শ্রবণমাত্রেণৈব তর্কমাত্রেণ চ পৃথক্ পৃথক্ মন্ত্রার্থা নির্বক্তব্যাঃ। কিন্তু প্রকরণানুকূলতয়া পূর্বাপরসম্বন্ধেনৈব নিতরাং বক্তব্যাঃ। কিঞ্চ নৈবৈতেষু মন্ত্রেষ্বনৃষেরতপসোঽশুদ্ধান্তঃকরণস্যাবিদুষঃ প্রত্যক্ষং জ্ঞানং ভবতি। ন য়াবদ্বা পারোবর্য্যবিৎসু কৃতপ্রত্যক্ষমন্ত্রার্থেষু মনুষ্যেষু ভূয়োবিদ্যো বহুবিদ্যান্বিতঃ প্রশস্যোঽত্যুত্তমো বিদ্বান্ ভবতি, ন তাবদভ্যূঢঃ সুতর্কেণ বেদার্থমপি বক্তুমর্হতীত্যুক্তং সিদ্ধমস্তি।

অত্রেতিহাসমাহ–পুরস্তাৎ কদাচিন্মনুষ্যা ঋষিষু মন্ত্রার্থদ্রষ্টৃষুৎক্রামৎস্বতীতেষু সৎসু দেবান্ বিদুষোঽব্রুবন্নপৃচ্ছন্ কোঽস্মাকং মধ্যে ঋষির্ভবিষ্যতীতি। তেভ্যঃ সত্যাসত্যবিজ্ঞানেন বেদার্থবোধার্থং চৈতং তর্কমৃষিং তে প্রায়চ্ছন্ দত্তবন্তো ঽয়মেব য়ুস্মাসু ঋষির্ভবিষ্যতীত্যুত্তরমুক্তবন্তঃ। কথম্ভূতং তং তর্কং ? মন্ত্রার্থচিন্তাভ্যূহমভ্যূঢম্, মন্ত্রার্থবিজ্ঞানকারকম্। অতঃ কিং সিদ্ধম্ ? য়ঃ কশ্চিদনূচানো বিদ্যাপারগঃ পুরুষোঽভ্যূহতি, বেদার্থমভ্যূহতে প্রকাশয়তে, তদেবার্ষমৃষুপ্রোক্তং বেদব্যাখ্যানং ভবতীতি মন্তব্যম্। কিঞ্চ য়দল্পবিদ্যেনাল্পবুদ্ধিনা পক্ষপাতিনা মনুষ্যেণ চাভ্যূহ্যতে তদনার্ষমনৃতং ভবতি। নৈতৎ কেনাপ্যাদর্ত্তব্যমিতি। কুতঃ ? তস্যানর্থয়ুক্তত্বাৎ। তদাদরেণ মনুষ্যাণামপ্যনর্থাপত্তেশ্চেতি।

অতঃ পূর্বেভিঃ প্রাক্তনৈঃ প্রথমোৎপন্নৈস্তর্কৈর্ঋষিভিস্তথা নূতনৈর্বর্ত্তমানস্থৈশ্চোতাপি ভবিষ্যদ্ভিশ্চ ত্রিকালস্থৈরগ্নিঃ পরমেশ্বর এবেড্যোঽস্তি। নৈবাস্মাদ্ভিন্নঃ কশ্চিৎ পদার্থঃ কস্যাপি মনুষ্যস্যেড্যঃ স্তোতব্য উপাস্যোঽস্তীতি নিশ্চয়ঃ। এবং 'অগ্নিঃ পূর্বেভির্ঋষিভিরীড্যো নূতনৈরুতে' ত্যস্য মন্ত্রস্যার্থসংঙ্গতেনৈর্ব বেদেষ্বর্বাচীনাখ্যঃ কশ্চিদ্ দোষো ভবিতুমর্হতীতি।

।। ভাষার্থ।।

এখন বিচার করা উচিত যে, বেদের প্রকৃতার্থ (বিষয়) যথাবৎ বিচার না করিয়া তৎ-সম্বন্ধে বিনা বিচারে বা যুক্তিতে মিথ্যা তর্ক করা কর্ত্তব্য নহে। কারণ বেদশাস্ত্র, সকল প্রকার বিদ্যাযুক্ত অর্থাৎ বেদশাস্ত্রে যত মন্ত্র ও পদ বিদ্যমান আছে, তৎসমুদায়ই সকল প্রকার সত্য বিদ্যার প্রকাশক এবং স্বয়ং ঈশ্বরও বেদশাস্ত্রে ব্যাখ্যান, বেদের মন্ত্র দ্বারাই করিয়া রাখিয়াছেন যেহেতু উহার শব্দসকল ধাত্বার্থের সহিত যুক্ত সম্বন্ধ আছে। এবিষয়ে নিরুক্তকার যাস্কমুনি প্রমাণ স্বরূপে বলিয়াছেন যথা–(তৎপ্রকৃতীত) ইত্যাদি, অর্থাৎ বেদ সকলের ব্যাখ্যান বা যথার্থ বিষয় এরূপে জ্ঞাত হওয়া কর্ত্তব্য যে, যাবৎ সত্যপ্রমাণ, সূতর্ক, বেদের শব্দ সকলের পূর্বাপর প্রকরণ, ব্যাকরণ আদি বেদাঙ্গ,

শতপথাদি ব্রাহ্মণগ্রন্থ, পূর্বমীমাংসাদি ষট্শাস্ত্র ও বেদের অন্যান্য শাখা সকলের যথাবৎ বোধ বা জ্ঞান না হইবে এবং যাবৎ পরমেশ্বরের অনুগ্রহে উত্তম বিদ্বজ্জনের নিকট হইতে শিক্ষা প্রাপ্তি ও তাঁহাদিগের সহিত সৎসঙ্গ দ্বারা পক্ষপাত পরিত্যাগ পূর্বক আত্মার শুদ্ধি প্রাপ্তি না হইবে এবং যাবৎ মহর্ষিগণের কৃত ব্যাখ্যানের দর্শন পাঠ না হইবে তাবৎ মনুষ্যের হৃদয়ে বেদের প্রকৃত অর্থের প্রকাশ হইতে পারে না। এই হেতু আর্য্য বিদ্বান মাত্রেরই এই রূপ সিদ্ধান্ত যে, যাহা কিছু প্রত্যক্ষাদি প্রমাণযুক্ত তর্ক, তাহাই মনুষ্যগণের পক্ষে ঋষি স্বরূপ হইয়া থাকে। ইহা দ্বারা এই সিদ্ধ হয় যে, সায়ণাচার্য্য ও মহীধরাদি অল্প বুদ্ধি লোকদিগের বেদের মিথ্যা ব্যাখ্যান দর্শন করিয়া, আজকাল আর্য্যাবর্ত্ত ও ইউরোপ খণ্ডের লোকেরা বেদ সম্বন্ধে আপন আপন ভাষায় যে সকল অনর্থ ব্যাখ্যান করিয়া থাকেন, তাহা বেদের যথার্থ ব্যাখ্যান নহে। এবং এই সকল লোকের অনর্থ ব্যাখ্যাকে, বেদের যথার্থ বলিয়া স্বীকার করিলে, মনুষ্যের অত্যন্ত দুঃখ হইয়া থাকে। অতএব বুদ্ধিমান লোকের ঐরূপ অনর্থ ব্যাখ্যা প্রমাণ স্বরূপ জ্ঞান করা কর্ত্তব্য নহে। তর্কের নাম 'ঋষি' (যুক্তি) হওয়ায়, আর্য্যমাত্রেরই এরূপ সিদ্ধান্ত যে, অগ্নি অর্থাৎ পূজনীয় পরমেশ্বরই একমাত্র উপাসনা করিবার যোগ্য।

অন্যচ্চ – 'প্রাণা বা ঋষয়ো দৈব্যাসঃ।' ঐ০পং০২অ০৪। (খ০৩)।।

পূর্বেভিঃ পূর্বকালাবস্থাস্থৈঃ কারণস্থৈঃ প্রাণৈঃ কার্য্যদ্রব্যস্থৈর্নূতনৈশ্চর্ষিভিঃ সহৈব সমাধিয়োগেন সর্বৈর্বিদ্বদ্ভিরগ্নিঃ পরমেশ্বর এবেড্যোঽস্ত্যনেনে শ্রেয়ো ভবতীতি মন্তব্যম্।

।। ভাষার্থ।।

জগতের কারণ স্বরূপ প্রকৃতিতে যে প্রাণ বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহাকে প্রাচীন ও প্রকৃতির কার্য্য মধ্যে যে প্রাণ আছে তাহাকে নবীন বলা যায়; এজন্য বিদ্বান মাত্রেরই কর্ত্তব্য যে তাঁহারা ঐ ঋষিদিগের সহিত যোগাভ্যাস করিয়া, অগ্নি নামক পরমেশ্বরেরই প্রার্থনা ও উপাসনা করিবার যোগ্য হন। অতএব বুঝিবেন, যে, ডঃ মোক্ষমূলার সাহেব এই মন্ত্রের যেরূপ অর্থ করিয়াছেন তাহা সঙ্গত নহে, বিশেষতঃ তিনি এই মন্ত্রের প্রকৃত অর্থ জ্ঞাত হইতে সমর্থ হন নাই।

ভাষ্যম্ ঃ য়চ্চোক্তং ছন্দেমন্ত্রয়োর্ভেদোঽস্তীতি, তদপ্য সঙ্গতম্। কুতঃ ? ছন্দোবেদনিগমমন্ত্রশ্রুতিনাং পর্য্যায়বাচকত্বাৎ তত্র ছন্দোঽনেকার্থবাচকমস্তি। বৈদিকানাং গায়ত্র্যাদিবৃত্তানাং লৌকিকানামার্য্যাদীনাং চ বাচকম্, ক্বচিৎ স্বাতন্ত্র্যস্যাপি। অত্রাহুর্য়াস্কাচার্য্যাঃ–

'মন্ত্রা মননাচ্ছন্দাংসি ছাদনাৎ স্তোমঃ স্তবনাদ্যজুর্য়জতেঃ সামসংমিতমৃচা।' নি০ অ০ ৭ খং০ ১২।

অবিদ্যাদিদুঃখানাং নিবারণাৎ সুখৈরাচ্ছাদনাচ্ছন্দো বেদঃ। তথা 'চন্দেরাদেশ্চ ছঃ' ইত্যৌণাদিকং সূত্রম্, (৪/২১৯) চদি 'আহ্লাদনে দীপ্তৌ চ' ইত্যস্মাদ্ধাতোরসুন্প্রত্যয়ে

পরে চকারস্য ছকারাদেশে চ কৃতে 'ছন্দস্' ইতি শব্দো ভবতি। বেদাধ্যয়নেন সর্ববিদ্যাপ্রাপ্তের্মনুষ্য আহ্লাদী ভবতি, সর্বার্থজ্ঞাতা চাতশ্ছন্দো বেদঃ।

'ছন্দাꣳসি বৈ দেবা বয়োনাধাশ্ছন্দোভির্হীদꣳ সর্বং বয়ুনং নদ্ধম্।'

শ০ কাং০ ৮ অ০ ২।

'এতা বৈ দেবতাশ্ছন্দাꣳসি।' শ০ কাং০ ৮ অ০ ৩।

অস্যায়মভিপ্রায়ঃ–'মত্রি গুপ্তভাষণে' অস্মাদ্ হলশ্চেতি সূত্রেণ 'ঘঞ্' প্রত্যয়ে কৃতে মন্ত্রশব্দস্য সিদ্ধির্জায়তে। গুপ্তানাং পদার্থানাং ভাষণং য়স্মিন্বর্ত্ততে স 'মন্ত্রো' বেদঃ। তদবয়বানামনেকার্থানামপি মন্ত্রসংজ্ঞা ভবতি, তেষাং তদর্থবত্ত্বাৎ। তথা 'মন জ্ঞানে' অস্মাদ্ধাতোঃ সর্বধাতুভ্যঃ 'ষ্ট্রন' ইত্যুণাদিসূত্রেণ 'ষ্ট্রন' প্রত্যয়ে কৃতে মন্ত্রশব্দো ব্যুৎপদ্যতে। মন্যন্তে জ্ঞায়ন্তে সর্বৈর্মনুষ্যৈঃ সত্যাঃ পদার্থা য়েন য়স্মিন্বা স 'মন্ত্রো' বেদঃ। তদবয়বা অগ্নিমীড়ে পুরোহিতমিত্যাদয়ো মন্ত্রাঃ গৃহ্যন্তে।

য়ানি গায়ত্র্যাদীনিচ্ছন্দাংসি তদন্বিতা মন্ত্রাঃ সর্বার্থদ্যোতকত্বাদ্দেবতাশব্দেন গৃহ্যন্তে। অতশ্চ ছন্দাংস্যেব দেবাঃ বয়োনাধাঃ সর্বক্রিয়াবিদ্যানিবন্ধনাস্তৈশ্ছন্দোভিরেব বেদৈর্বেদমন্ত্রৈশ্চেদং সর্বংবিশ্বং বয়ুনং কর্মাদি চেশ্বরেণ নদ্ধং বদ্ধং কৃতমিতি বিজ্ঞেয়ম্। য়েন ছন্দসা ছন্দোভির্বা সর্বা বিদ্যাঃ সংবৃতাঃ আবৃতাঃ সম্যক্ স্বীকৃতা ভবন্তি, তস্মাচ্ছন্দাংসি বেদা, মননান্মন্ত্রাশ্চেতি পর্য্যায়ৌ। এবং

'শ্রুতিস্তু বেদো বিজ্ঞেয়' ইতি মনুস্মৃতৌ।

ইত্যপি নিগমো ভবতী তি নিরুক্তে।'

।। ভাষার্থ।।

শ্রুতির্বেদো মন্ত্রশ্চ, নিগমো বেদো মন্ত্রশ্চেতি পর্য্যায়ৌ স্তঃ। শ্রূয়ন্তে বা সকলা বিদ্যা য়য়া সা শ্রুতির্বেদো মন্ত্রাশ্চ শ্রুতয়ঃ। তথা নিগচ্ছন্তি নিতরাং জানন্তি প্রাপ্নুবন্তি বা সর্বা বিদ্যায়স্মিন্ স নিগমো বেদো মন্ত্রশ্চেতি।

ভাষার্থ ঃ- যেরূপ 'ছন্দ' ও 'মন্ত্র' এই দুইটী শব্দই একার্থবাচী অর্থাৎ বেদের সংহিতা ভাগের নাম বুঝায়, তদ্রুপ ''শ্রুতি'' শব্দও বেদের একটি পৃথক নাম, অর্থাৎ ইহাও বেদবাচক। এই সকল শব্দের ভিন্ন-ভিন্ন অর্থই এইরূপ নাম ভেদের কারণ। বেদ স্বভাবতঃ স্বতন্ত্র প্রমাণ স্বরূপ, এবং ইহা সকল প্রকার সত্য বিদ্যায় পরিপূর্ণ বলিয়াই, ইহাকে ছন্দ বলা হয়। এইরূপে সত্যবিদ্যা বিষয়ক জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া যায় বলিয়াই, বেদকে মন্ত্র বলা হয়। ইহাকে শ্রুতি এইজন্য বলে যে, বেদশাস্ত্রের পঠন, অভ্যাস ও শ্রবণ দ্বারা, মনুষ্যগণ সকল প্রকার সত্যবিদ্যা প্রাপ্ত হইতে সমর্থ হন। এইরূপে যদ্দ্বারা সকল পদার্থের যথার্থ জ্ঞানপ্রাপ্ত হওয়া যায় তাহাকে নিগম বলে। অতএব উপরোক্ত ছন্দ, মন্ত্র, শ্রুতি ও নিগম এই চারি শব্দই পর্য্যায়ক্রমে একার্থবাচী, তাহা জানা কর্ত্তব্য।

ভাষ্যম ঃ- তথা ব্যাকরণেऽপি –

'মন্ত্রে ঘসহ্বরণশবৃদহাদ্‌বৃচ্‌ কৃগমিজনিভ্যো লেঃ । ।১ । ।'

অষ্টাধ্যায়াম্‌ । অ০ ২ পা০ ৪ । সূ০ ৮০ ।

'ছন্দসি লুঙ্‌ লঙ্‌ লিটঃ । ।২ । ।' অ০ ৩ পা০ ৪ সূ০ ৬ ।

'বা ষপূর্বস্য নিগমে । ।৩ । ।' অ০ ৬ পা০ ৪ সূ০ ৯ ।

অত্রাপি চ্ছন্দোমন্ত্রনিগমাঃ পর্য্যায়বাচিনঃ সন্তি । এবং ছন্দআদীনাং পর্য্যায়সিদ্ধের্যো ভেদং ব্রূতে তদ্বচনমপ্রমাণমেবাস্তীতি বিজ্ঞায়তে । ।

। । ভাষার্থ । ।

এইরূপ অষ্টাধ্যায়ী ব্যাকরণেও ছন্দ, মন্ত্র ও নিগম এই তিনটী শব্দই, বেদের নাম, এজন্য যে সকল মনুষ্য ইহাদিগের ছন্দ, মন্ত্র, শ্রুতি ও নিগমের মধ্যে ভেদ স্বীকার করেন, তাহাদিগের বাক্য কদাপি প্রমাণ স্বরূপে গৃহীত হইতে পারে না ।

। । ইতি বেদাবিষয় বিচারঃ । ।

অথ বেদসংজ্ঞাবিচারঃ

অথ কোঽয়ং বেদো নাম ? মন্ত্রভাগ সংহিতেত্যাহ। কিঞ্চ 'মন্ত্রব্রাহ্মণয়োর্বেদনামধেয়ম্' ইতি কাত্যায়নোক্তের্ব্রাহ্মণভাগস্যাপি বেদসংজ্ঞা কুতো ন স্বীক্রিয়ত ইতি ?

মৈবং বাচ্যম্। ন ব্রাহ্মণানাং বেদসংজ্ঞা ভবিতুমর্হতি। কুতঃ ? পুরাণেতিহাসসংজ্ঞকত্বাদ্বেদব্যাখ্যানাদ্ ঋষিভিরুক্তত্বাদ্ অনীশ্বরোক্তত্বাৎ কাত্যায়নভিন্নৈর্ঋষি-ভির্বেদসংজ্ঞায়ামস্বীকৃতত্বান্মনুষ্যবুদ্ধিরচিতত্বাচ্চেতি।

।। ভাষার্থ।।

প্রঃ – বেদ কাহাকে বলে।

উঃ – মন্ত্র সংহিতার নাম বেদ।

প্রঃ – যখন কাত্যায়ন ঋষি মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ গ্রন্থ উভয়কেই বেদ সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন, তখন আপনারা কীজন্য ব্রাহ্মণভাগকে বেদ বলিয়া স্বীকার করেন না ?

উঃ – ব্রাহ্মণগ্রন্থ কদাপি বেদ হইতে পারে না। যেহেতু ব্রাহ্মণগ্রন্থকেই ইতিহাস, পুরাণ, কল্প, গাথা ও নারাশংসী বলা যায়। এই সকল গ্রন্থ ঈশ্বরোক্ত নহে, পরন্তু ইহা মহর্ষিগণ কর্তৃক বেদের ব্যাখ্যান স্বরূপ লিখিত হইয়াছে। কাত্যায়ন ভিন্ন অন্য কোন ঋষি ব্রাহ্মণগ্রন্থকে বেদ বলিয়া সাক্ষী দেন না, অর্থাৎ স্বীকার করেন নাই। বিশেষতঃ, ব্রাহ্মণগ্রন্থ দেহধারী পুরুষ কর্তৃক রচিত বলিয়া কদাপি বেদ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইতে পারে না। মন্ত্র সংহিতা স্বয়ং ঈশ্বর কর্তৃক রচিত ও সকল প্রকার বিদ্যার মূল স্বরূপ বলিয়াই ইহাকে বেদ বলা হয়।

ভাষ্যম ঃ- য়থা ব্রাহ্মণগ্রন্থেষু মনুষ্যাণাং নামলেখপূর্বকা লৌকিকা ইতিহাসাঃ সন্তি, ন চৈবং মন্ত্রভাগে।

কিঞ্চ ভোঃ !

'ত্র্যায়ুষং জমদগ্নেঃ কশ্যপস্য ত্র্যায়ুষম্।

য়দ্দেবেষু ত্র্যায়ুষং তন্নো অস্তু ত্র্যায়ুষম্।।১।।' যজু০ অ০ ৩ মং০ ৬২।

ইত্যাদীনি বচনান্যৃষীণাং নামাঙ্কিতানি য়জুর্বেদাদিষ্বপি দৃশ্যন্তে। অনেনেতিহাসাদিবিষয়ে মন্ত্রব্রাহ্মণয়োস্তুল্যতা দৃশ্যতে পুনর্ব্রাহ্মনানমপি বেদসংজ্ঞা কুতো ন মন্যতে ?

মৈবং ভ্রমি। নৈবাত্র জমদগ্নিকশ্যপৌ দেহধারিণো মনুষ্যস্য নাম্নী স্তঃ। অত্র প্রমাণম্ —

'চক্ষুর্বৈ জমদগ্নির্ঋষির্যদেনেন জগৎ পশ্যত্যথো মনুতে তস্মাচ্চক্ষুর্জমদগ্নির্ঋষিঃ।' শ০ কাং০ ৮ অ০ ১।

'কশ্যপো বৈ কূর্ম্মঃ।' 'প্রাণো বৈ কূর্ম্ম।' শ০ কাং০ ৭ অ০ ৫।

অনেন প্রাণস্য কূর্ম্মঃ কশ্যপশ্চ সংজ্ঞাস্তি। শরীরস্য নাভৌ তস্য কূর্ম্মাকারাবস্থিতেঃ।

অনেন মন্ত্রেণেশ্বর এব প্রার্থ্যতে। তদ্যথা – হে জগদীশ্বর! ভবৎকৃপয়া নোঽস্মাকং জমদগ্নিসংজ্ঞকস্য চক্ষুষঃ কশ্যপাখ্যস্য প্রাণস্য চ (ত্র্যায়ুষং) ত্রিগুণমর্থাৎ ত্রীণি শতানি বর্ষাণি য়াবত্তাবদায়ুরস্তু। চক্ষুরিত্যুপলক্ষণমিন্দ্রিয়াণাং, প্রাণো মনআদীনাং চ। (য়দ্দেবেষু ত্র্যায়ুষম্), অত্র প্রমাণম্–'বিদ্বাꣳসো হি দেবাঃ।' শ০ কাং০ ৩ অ০ ৭। অনেন বিদুষাং দেবসংজ্ঞাস্তি, দেবেষু বিদ্বৎসু য়দ্বিদ্যাপ্রভাবয়ুক্তং ত্রিগুণমায়ুর্ভবতি, (তন্নো অস্তু ত্র্যায়ুষম্) তৎসেন্দ্রিযাণাং সমনস্কানাং নোঽস্মাকং পূর্বোক্তং সুখয়ুক্তং ত্রিগুণমায়ুরস্তু ভবেৎ। য়েন সুখয়ুক্তা বয়ং তাবদায়ুর্ভুঞ্জীমহি। অনেনান্যদপ্যুপদিশ্যতে– ব্রহ্মচর্য্যাদিসুনিয়মৈর্মনুষ্যৈরেতত্রিগুণমায়ুঃ কর্ত্তুং শক্যমস্তীতি গম্যতে।

অতোঽর্থাভিধায়কৈর্জমগ্ন্যাদিভিঃ শব্দৈরর্থমাত্রং বেদেষু প্রকাশ্যতে। অতো নাত্র মন্ত্রভাগে হীতিহাসলেশোঽপ্যস্তীত্যবগন্তব্যম্। অতো য়চ্চ সায়ণাচার্য্যাদিভির্বেদপ্রকাশাদিষু য়ত্র কুত্রেতিহাসবর্ণনং তদ্ ভ্রমমূলমস্তীতি মন্তব্যম্।

।।ভাষার্থ।।

(যে রূপ ব্রাহ্মণ গ্রন্থে মনুষ্যের নাম উল্লেখ থাকায় তাহাকে লৌকিক ইতিহাস বলে, তদ্রূপ মন্ত্রের মধ্যে হয় না।)

প্রঃ–যেরূপ ঐতরেয় আদি ব্রাহ্মণগ্রন্থে যাজ্ঞবল্ক্য, মৈত্রেয়ী, গার্গী ও জনকাদির ইতিহাস লিখিত আছে, তদ্রূপ (ত্র্যয়ুষং জমদগ্নেঃ) ইত্যাদি বেদমন্ত্রেও জমদগ্নি আদি নাম বা শব্দ পাওয়া যায়, এজন্য মন্ত্র ও ব্রাহ্মণভাগ উভয়ই এ বিষয়ে তুল্য হইতেছে, অতএব কীজন্য ব্রাহ্মণগ্রন্থকেও বেদ বলিয়া স্বীকার করিবেন না ?

উঃ–এরূপ ভ্রমে পতিত হইবেন না, যেহেতু (ঐ সকল মন্ত্রে) জমদগ্নি ও কশ্যপাদি কোন দেহধারী মনুষ্যের নাম নহে। এ বিষয়ের প্রমাণ শতপথ ব্রাহ্মণেই লিখিত আছে যথা – চক্ষুকে জমদগ্নি ও প্রাণকে কশ্যপ বলে। এস্থলে প্রাণশব্দে অন্তঃকরণ, ও চক্ষুশব্দে ইন্দ্রিয়াদি গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। পুণরায় কশ্যপ শব্দের অর্থ কূর্ম্ম, এবং দেবশব্দের অর্থ বিদ্বান জানিবেন, অর্থাৎ যে পরমেশ্বরের কৃপায় জীবমাত্রেই অন্তর্বাহ্য সকল পদার্থই দেখিতে বা জ্ঞাত হইতে সমর্থ হন। এজন্য (ত্র্যায়ুষং) ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ দ্বারা পরমেশ্বরেরই প্রার্থনা করা কর্ত্তব্য যে, হে পরমেশ্বর! আপনার অনুগ্রহে

যেন আমার প্রাণাদি অন্তঃকরণ ও চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় সকল তিনশত বর্ষ পর্য্যন্ত সুস্থ ও বলবান থাকে। (য়দ্দেবষু) যেরূপ বিদ্বান মনুষ্যদিগের মধ্যে বিদ্যাদি শুভগুণ ও আনন্দ বর্ত্তমান থাকে ও ত্রিগুণ আয়ুর বৃদ্ধি হয়, তদ্রূপ আমাদিগের মধ্যেও হউক।

পুনরায় (ত্র্যায়ুষং জমদগ্নেঃ) ইত্যাদি উপদেশ দ্বারা ইহাও জ্ঞাত হওয়া যায় যে, মনুষ্য ব্রহ্মচর্য্যাদি শুভনিয়ম প্রতিপালন করিলে, আয়ুকে ত্রিগুণ ও চতুর্গুণ পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হন, অর্থাৎ চারিশত বর্ষ পর্য্যন্ত জীবিত থাকিতে সমর্থ হন। ইহার দ্বারা এই সিদ্ধ হইতেছে যে, বেদশাস্ত্রে সত্যার্থবাচক শব্দ দ্বারা সত্যবিদ্যারই প্রকাশ করা হইয়াছে, লৌকিক ইতিহাস প্রকাশ করা হয় নাই। অতএব সায়ণাচার্য্যাদি লোকেরা বেদের টীকা করিতে গিয়া, স্থানে স্থানে যে ইতিহাসাদি বর্ণন করিয়াছেন তাহা সর্বথা মিথ্যা বলিয়া জানিবেন।

তথা ব্রাহ্মণগ্রন্থানামেব পুরাণেতিহাসাদিনামাস্তি, ন ব্রহ্মবৈবর্ত্তশ্রীমদ্ভাগবতাদীনাং চেতি নিশ্চীয়তে।

কিঞ্চ ভোঃ। ব্রহ্মযজ্ঞবিধানে য়ত্র ক্বচিদ্ ব্রাহ্মণসূত্রগ্রন্থেষু। 'য়দ্ ব্রাহ্মণানীতিহাসান্ পুরাণানি কল্পান্ গাথা নারাশংসী' রিত্যাদীনি বচনানি দৃশ্যন্তে, এষাং মুলমথর্ববেদেঽপ্যস্তি।

'স বৃহতীং দিশমনু ব্যচলৎ। তমিতিহাসশ্চ পুরাণং চ গাথাশ্চ নারাশংসীশ্চানুব্যচলন্।

ইতিহাসস্য চ বৈ স পুরাণস্য চ গাথানাং চ নারাশংসীনাং চ প্রিয়ং ধাম ভবতি য় এবং বেদ।।১।।' অথর্ব০কাং০১৫। প্রপা০৩০ অনু০১ মং০৪।

অতো ব্রাহ্মণগ্রন্থেভ্যো ভিন্না ভাগবতাদয়ো গ্রন্থা ইতিহাসাদিসংজ্ঞয়া কুতো ন গৃহ্যন্তে?

মৈবং বাচি। এতৈঃ প্রমাণৈর্ব্রাহ্মণগ্রন্থানামেব গ্রহণং জায়তে, ন শ্রীমদ্ভাগবতাদীনামিতি।

কুতঃ? ব্রাহ্মণগ্রন্থেষ্বিতিহাসাদীনামন্তর্ভাবাৎ। তত্র–

'দেবাসুরাঃ সংয়ত্তা আসন্নিত্যাদয় ইতিহাসা গ্রাহ্যাঃ।'

'সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্।' ছান্দোগ্যোপনি০ প্রপা০ ৬।

'আত্মা বা ইদমেকমেবাগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চন মিষৎ।' ইত্যৈতরেয়ারণ্যকোপনি০ অ০১ খং০১।

'আপো হ বা ইদমগ্রে সলিলমেবাস।' শ০ কাং০ ১১ অ০১।

'ইদং বা অগ্রে নৈব কিঞ্চিদাসীৎ।' ইত্যাদীনি জগতঃ পূর্বাবস্থাকথনপূর্বকাণি বচনানি ব্রাহ্মণান্তর্গতান্যেব পুরাণানি গ্রাহ্যাণি।

কল্পা মন্ত্রার্থসামর্থ্যপ্রকাশকাঃ। তদ্যথা–'ইষে ত্বোর্জে ত্বেতি বৃষ্ট্যৈ তদাহ, য়দাহেষে ত্বেত্যূর্জ্জেত্বেতি য়ো বৃষ্টাদূর্গ্রসো জায়তে তস্মৈ তদাহ।' 'সবিতা বৈ দেবানাং প্রসবিতা সবিতৃপ্রসূতাঃ।' শ০ কাং০ ১ অ০ ৭। ইত্যাদয়ো গ্রাহ্যাঃ।

গাথা য়াজ্ঞবল্ক্যজনক সংবাদো য়থা (বা) শতপথব্রাহ্মণে গার্গী মৈত্রেয়্যাদীনাং পরস্পরং প্রশ্নোত্তরকথনয়ুক্তাঃ সন্তীতি।

নারাশংস্যশ্চ, অত্রাহুর্য়াস্কাচার্য়াঃ–'নরাশংসো য়জ্ঞ ইতি কথক্যো নরা অস্মিন্নাসীনাঃ শংসন্ত্যগ্নিরিতি শাকপূণির্নরৈঃ প্রশস্যো ভবতি।' নি০ অ০ ৮ খং০ ৬।

নৃণাং য়ত্র প্রশংসা নৃভির্য়ত্র প্রশস্যতে তা ব্রাহ্মননিরুক্তাদ্যন্তর্গতাঃ কথা নারাশংস্যো গ্রাহ্যাঃ, নাতোऽন্যা ইতি।

কিঞ্চ তেষু তেষু বচনেষ্বপীদমেব বিজ্ঞায়তে য়ৎ য়স্মাদ্ ব্রাহ্মণানীতি সংজ্ঞীপদমিতিহাসাদিস্তেষাং সংজ্ঞেতি। তদ্যথা–ব্রাহ্মণান্যেবেতিহাসান্ জানীযাৎ পুরাণানি কল্পান্ গাথা নারাশংসীশ্চেতি।

।। ভাষার্থ।।

এইজন্যই ব্রাহ্মণগ্রন্থ সকলকে ইতিহাসাদি নামযুক্ত বলিয়া জ্ঞাত হওয়া উচিত; পরন্তু ব্রহ্মবৈবর্ত্ত ও শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থাদিকে কদাপি ইতিহাস বলিয়া জ্ঞান কর্ত্তব্য নহে।

প্রঃ – যখন ব্রহ্ময়জ্ঞ বিধানে ব্রাহ্মণ ও সূত্রাদি গ্রন্থের স্থানে স্থানে (য়দ্ ব্রাহ্মণা ইত্যাদি) অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ইতিহাস, পুরাণ, কল্প, গাথা, নারাশংসী ইত্যাদি বচন দেখিতে পাওয়া যায়, ও অথর্ববেদেও ইতিহাস ও পুরাণাদি নাম লেখা আছে, তখন ব্রাহ্মণগ্রন্থ ভিন্ন ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, শ্রীমদ্বাগবতাদিকে কীজন্য ইতিহাস ও পুরাণাদি নামে গ্রহণ করা যাইবে না ?

উঃ – ইহাদিগের ঐরূপভাবে গ্রহণ সম্বন্ধে কোন প্রমাণ লিখিত নাই, বিশেষতঃ, ইহাদিগের মধ্যে পরস্পরের সহিত বিরোধ, মতভেদও যুদ্ধ্যাদি সম্বন্ধে অসম্ভব মিথ্যা কথন, নিজ নিজ মত সমর্থনার্থ স্বার্থী লোকেরা লিখিয়া রাখিয়াছেন, অতএব এই সমস্ত মিথ্যা বাক্যগুলিকে ইতিহাস ও পুরাণ নামে গ্রহণ করা কোন মনুষ্যেরই কর্ত্তব্য নহে। ব্রাহ্মণগ্রন্থে যে স্থলে (দেবাসুরাঃ সংয়ত্তাআসন) দেবাসুরেরা পরস্পরে যুদ্ধে তৎপর হইয়াছিলেন, এরূপ লেখা আছে, তথায় দেব অর্থাৎ বিদ্বানগণ ও অসুর অর্থাৎ মূর্খ ও ক্রূর লোকেরা পরস্পরে যুদ্ধ করিতে তৎপর হইয়াছিলেন ইত্যাদি সত্য কথা বিষয়ক ইতিহাস লিখিত হইয়াছে। অর্থাৎ ঐ সমস্ত সত্য কথা বা ঘটনাগুলিকে ইতিহাস বলে। এইরূপে (সদেব সো) অর্থাৎ যদ্দ্বারা জগতের উৎপত্ত্যাদি বর্ণন আছে, সেই ব্রাহ্মণভাগকে পুরাণ বলা হয়। (ইষে ত্বোর্জে ত্বেতি বৃষ্ট্যৈ) ইত্যাদি বেদমন্ত্রের অর্থে, যেস্থানে দ্রব্য ও সামর্থ্যের কথন লিখিত হইয়াছে, তাহাকে কল্প বলে। এইরূপে

শতপথাদি ব্রাহ্মণে যাজ্ঞবল্ক্য, জনক, গার্গী আদির কথা বা ইতিহাসের নাম গাথা এবং যাহাতে (যে শাস্ত্রে) নর অর্থাৎ মনুষ্যগণ, ঈশ্বর, ধর্ম্ম, পদার্থ বিদ্যা ও মনুষ্যাদির প্রশংসা বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাকে 'নারাশংসী' বলা হয়।

অতএব (ব্রাহ্মণানীতিহাসান্) ইত্যাদি বচনে 'ব্রাহ্মণানি' সংজ্ঞী স্বরূপ ও ইতিহাসাদি সংজ্ঞা রূপে বর্ণিত হইয়া থাকে। অর্থাৎ ব্রাহ্মণগ্রন্থকেই ইতিহাস, পুরাণ, কল্প, গাথা ও নারাশংসী বলা হয়। অতএব ব্রাহ্মণ ও নিরুক্ত্যাদি গ্রন্থে, যাহার যাহার সম্বন্ধে যেরূপ কথা বা ইতিহাসাদি লিখিত আছে, তাহাদিগকেই প্রকৃত ইতিহাসাদির কথা বলিয়া (প্রমাণ স্বরূপে) গ্রহণ বা স্বীকার করা কর্ত্তব্য, অপর ইতিহাসাদি গ্রাহ্য নহে।

।। ভাষার্থ।।

অন্যদপ্যত্র প্রমানমস্তি ন্যায়দর্শনভাষ্যে –

'বাক্য বিভাগস্য চার্থগ্রহণাৎ ।।১।।' অ০২ আ০১ সূ০৬০।

অস্যোপরি বাৎস্যায়নভাষ্যম্–'প্রমাণং শব্দো য়থা লোকে, বিভাগশ্চ ব্রাহ্মণবাক্যানাং ত্রিবিধঃ।'

অয়মভিপ্রায়ঃ–ব্রাহ্মণগ্রন্থশব্দা লৌকিকা এব, ন বৈদিকা ইতি। তেষাং ত্রিবিধো বিভাগো লক্ষ্যতে –

সূ০–**'বিধ্যর্থবাদানুবাদবচনবিনিয়োগাৎ ।।২।।'** অ০২ আ০১ সূ০৬১।

অস্যোপরি বাৎস্যায়নভাষ্যম 'ত্রিধা খলু ব্রাহ্মণবাক্যানি বিনিয়ুক্তানি, বিধিবচনান্যর্থবা—বচনান্যনুবাদবচনানীতি তত্র'–

সূ০–**'বিধির্বিধায়কঃ ।।৩।।'** অ০২ আ০১ সূ০৬২।

অস্যোপরি বাৎসায়ন ভাষ্যম্ 'য়দ্বাক্যং বিধায়কং চোদকং স বিধিঃ। বিধিস্তু নিয়োগোऽনুজ্ঞা বা, য়থাऽগ্নিহোত্রং জুহুয়াৎ স্বর্গকাম ইত্যাদি।' ব্রাহ্মণবাক্যনামিতি শেষঃ।

সূ০–**'স্তুতির্নিন্দা পরকৃতিঃ পুরাকল্প ইত্যর্থবাদঃ ।।৪।।'** অ০ ২ আ০ ১ সূ০ ৬৩।।

অস্যোপরি বাৎসায়ন ভাষ্যম্ 'বিধে ফলবাদলক্ষণা য়া প্রশংসা সা স্তুতিঃ সংপ্রত্যয়ার্থং স্তূয়মানং শ্রদ্দধীতেতি প্রবর্ত্তিকা চ, ফলশ্রবণাৎপ্রবর্ত্ততে সর্বজিতা বৈ দেবাঃ সর্বমজয়ন্ সর্বস্যাপ্ত্যৈ সর্বস্য জিত্যৈ সর্বমেবৈতেনাপ্নোতি সর্বং জয়তীত্যেবমাদি। অনিষ্টফলবাদো নিন্দা, বর্জনার্থং, নিন্দিতং ন সমাচরেদিতি। স এষ বা প্রথমো য়জ্ঞো য়জ্ঞানাং য়জ্জ্যোতিষ্টোমো য় এতেনানিষ্ট্বাऽন্যেন য়জতে গর্ত্তে পতত্যয়মে(বৈ)তজ্জীর্য্যতে বা ইত্যেবমাদি। অন্যকর্ত্তৃকস্য ব্যাহতস্য বিধের্বাদঃ

পরকৃতিঃ। হুত্বা বপামেবাগ্রেঽভিধারয়ন্তি, অথ পৃষদাজ্যম্। তদু হ চরকা বর্য্যবঃ পৃষদাজ্যমেবাগ্রেঽভিধারয়ন্তি। অগ্নেঃ প্রাণাঃ পৃষদাজ্যং স্তোমমিত্যেবমভিদধ-তীত্যেবমাদি। ঐতিহ্যসমাচরিতো বিধিঃ পুরাকল্প ইতি। তস্মাদ্বা এতেন ব্রাহ্মণা হবিঃ পবমানং সাম স্তোমমস্তৌষন্ য়োনের্য্যজ্ঞং প্রতনবামহ ইত্যেবমাদি। কথং পরকৃতিপুরাকল্পৌ অর্থবাদা ইতি। স্তুতিনিন্দাবাক্যেনাভিসম্বন্ধাদ্বিধ্যাশ্রয়স্য কস্য কস্যচিদর্থস্য দ্যোতনাদর্থবাদ ইতি।'

।। ভাষার্থ।।

ব্রাহ্মণগ্রন্থ সকলের ইতিহাসাদি সংজ্ঞা হইবার অন্যতম প্রমাণ ন্যায়ভাষ্যে লিখিত আছে। যেরূপ লৌকিক ব্যবহারে বিধি, অর্থবাদ ও অনুবাদরূপ তিনপ্রকার বচন ব্যবহৃত হয়, তদ্রূপ ব্রাহ্মণগ্রন্থেও হইয়া থাকে। তন্মধ্যে ১ম বিধিবাক্য, যথা–(দেবদত্তো গ্রামং গচ্ছেৎ সুখার্থম্) অর্থাৎ সুখের জন্য দেবদত্ত গ্রামে যায়, (উপরোক্ত লৌকিক বিধিবাক্য যেরূপ ব্যবহৃত হয়) তদ্রূপ ব্রাহ্মণগ্রন্থে (অগ্নিহোত্রং জুহুয়াৎ স্বর্গকামঃ) ইত্যাদি প্রকার বিধিবাক্য লেখা আছে, অর্থাৎ যাহার সুখপ্রাপ্তির ইচ্ছা আছে, সে অগ্নিহোত্র যজ্ঞাদি করে বা করিয়া থাকে। ২য় অর্থবাদ, এই অর্থবাদ চারিপ্রকারের আছে, যথা–১ম ''স্তুতি'' অর্থাৎ পদার্থের যথার্থ গুণের প্রকাশ করা, যদ্দ্বারা মনুষ্যের উত্তম কর্ম করিতে ও গুণগ্রহণ করিতে শ্রদ্ধা হইয়া থাকে। ২য়–''নিন্দা'' অর্থাৎ কর্মের দোষ দর্শন করাইয়া দেওয়া, যদ্দ্বারা কেহ যেন উক্ত মন্দকর্মে প্রবৃত্ত না হয় তয়–''পরকৃত্তিঃ'' যথা এই চোর বা তস্কর মন্দ করিয়াছেন এজন্য সে দণ্ড পাইল, এবং এই সাধু উত্তম কর্ম করিয়াছিল, এইজন্য ইহার প্রতিষ্ঠা ও উন্নতি হইয়াছে, ইত্যাদিকে ''পরকৃত্তি'' বলা হয়। ৪র্থ–''পুরাকল্প'' অর্থাৎ যে ঘটনা পূর্বে ঘটিয়া গিয়াছে, যথা–(রাজর্ষি জনকের সভায় যাজ্ঞবল্ক্য, গার্গী, শাকল্য আদি একত্রিত হইয়া পরস্পর প্রশ্নোত্তর রীতিতে (বিধানে) সংবাদ করিয়াছিলেন, ইত্যাদি ইতিহাসকে ''পুরাকল্প'' বলা হয়।

সূ০–**'বিধিবিহিতস্যানুবচনমনুবাদঃ।।৫।।'** অ০২ আ০ ১ সূ০ ৬৪।

অস্যোপরি বাৎস্যায়নভাষ্যম–'বিধ্যনুবচনং চানুবাদো বিহিতানুবচনং চ। পূর্বঃ শব্দানুবাদোঽপরোঽর্থানুবাদঃ।'

সূ০–**'ন চতুষ্ট্বমৈতিহ্যার্থাপত্তিসম্ভবাভাবপ্রামাণ্যাৎ।।৬।।'**

অ০২ আ০২ সূ০১।

অস্যোপরি বাৎসায়ন ভাষ্যম্ 'ন চত্বার্য্যেব প্রমাণানি। কিং তর্হি? ঐতিহ্যমর্থাপত্তিঃ সম্ভবোঽভাব ইত্যেতান্যপি প্রমাণানি। ইতি হোচুরিত্যনির্দিষ্টপ্রবক্তৃকং প্রবাদপারংপর্য্যমৈতিহ্যম্।'

অনেন প্রমাণেনাপীতিহাসাদিনামভি র্ব্রাহ্মণান্যেব গৃহ্যন্তে, নান্যদিতি।

।। ভাষার্থ।।

উপরোক্ত তৃতীয় প্রকার বচনের নাম ''অনুবাদ'', অর্থাৎ যে বস্তুর পূর্বে বিধান করা হইয়াছে, পুনরায় তাহার স্মরণ বা কথন করা। এই অনুবাদ, শব্দ ও অর্থ ভেদে দুইপ্রকার হইয়া থাকে। যথা–কোন লোক বিদ্যা পাঠ করিয়াছে, ইহা বা এরূপ বাক্যকে শব্দানুবাদ বলা হয়, পরন্তু 'বিদ্যা পাঠ করিলে জ্ঞানানুভব হয়,' ইহা বা এরূপ বাক্যকে অর্থানুবাদ বলে, অর্থাৎ যাহার প্রতিজ্ঞার সঙ্গেই তাহার হেতু, উদাহরণ, উপনয় ও নিগমন ঘটিয়া থাকে, তাহাকেই অর্থানুবাদ বলা হয়। এ বিষয়ের উদাহরণ যথা–কেহ বলিল যে পরমেশ্বর নিত্যস্বরূপ, তিনি বিনাশরহিত আকাশের ন্যায় ব্যাপ্তিযুক্ত ইত্যাদি। এস্থলে পরমেশ্বর নিত্য, ইহাই ''প্রতিজ্ঞা'' স্বরূপ, বিনাশরহিত বলিয়াই 'হেতু' এবং তিনি আকাশের সমান, ইহাকেই 'উদাহরণ' বলে, পুনশ্চ যেরূপ আকাশ নিত্য ও সর্বব্যাপক তদ্রূপ পরমেশ্বরও হন, ইহাকে ''উপনয়'' বলে, এবং উপরোক্ত চারি পদার্থকে ক্রমানুসারে উচ্চারণ করিয়া তদপক্ষে যোজনা করাকে ''নিগমন'' বলা হয়। যেরূপ পরমেশ্বর নিত্য ও বিনাশরহিত বলিয়াই, তিনি আকাশের ন্যায় বা সদৃশ হন, অর্থাৎ যেরূপ আকাশ নিত্য, তদ্রূপ পরমেশ্বরও নিত্য হন।

এস্থলে এরূপ বুঝিতে হইবে যে, যে কোন শব্দ ও অর্থের দ্বিতীয় বার উচ্চারণ ও বিচার করা যায়, তাহাকেই অনুবাদ বলে, এবং ব্রাহ্মণগ্রন্থে যথাবৎ এইরূপে লেখা আছে বলিয়াই, ব্রাহ্মণগ্রন্থকেও ইতিহাস বলিয়া জানা উচিত, যেহেতু ইহার মধ্যে ইতিহাস, পুরাণ, কল্প, গাথা ও নারাশংসী রূপে যে (৫) পাঁচ প্রকারের বিভাগ আছে, তাহা সমস্তই সত্যস্বরূপ লিখিত হইয়াছে। পরন্তু ভাগবতাদিতে অনেক মিথ্যা বিষয় লিখিত আছে বলিয়াই, উহাদিগকে ইতিহাস স্বরূপে গ্রহণ করা কর্ত্তব্য নহে।

ভাষ্যম ঃ- অন্যচ্চ–ব্রাহ্মণানি তু বেদব্যাখ্যানান্যেব সন্তি, নৈব বেদাখ্যানীতি। কুতঃ ? 'ইষে ত্বোর্জে ত্বেতি' শ০ কাং০১ অ০৭। **ইত্যাদীনি মন্ত্রপ্রতীকানি ধৃত্বা ব্রাহ্মণেষু বেদানাং ব্যাখ্যানকরণাৎ।**

।। ভাষার্থ।।

ব্রাহ্মণগ্রন্থ সকল যে বেদ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইতে পারে না, তাহার (অন্যতম) কারণ এই যে, (ইষেত্বোর্জেত্বেতি) ইত্যাদি বেদ মন্ত্র সকলের ''প্রতীক''কে ধরিয়া ব্রাহ্মণগ্রন্থে বেদের ব্যাখ্যান করা হইয়াছে, পরন্তু মন্ত্রভাগরূপ সংহিতায় ব্রাহ্মণগ্রন্থের একটিও ''প্রতীক'' কোন স্থানে দেখা যায় না, অতএব ঈশ্বরোক্ত রূপ যে মূলমন্ত্র অর্থাৎ চারিটী সংহিতা আছে, তাহাই (যথার্থ) বেদ, ব্রাহ্মণগ্রন্থ বেদ নহে।

অন্যচ্চ মহাভাষ্যেऽপি–

কেষাং শব্দানাম ? লৌকিকানাং বৈদিকানাং চ। তত্র লৌকিকাস্তাবৎ–গৌরশ্বঃ পুরুষো হস্তী শকুনির্মৃগো ব্রাহ্মণ ইতি। বৈদিকাঃ খল্বপি–শন্নো দেবীরভিষ্টয়ে। ইষে

ত্বোর্জে ত্বা । অগ্নিমীড়ে পুরোহিতম্ । অগ্ন আ য়াহি বীতয় ইতি । (অ০১ । পা০১ । আ০১)

য়দি ব্রাহ্মণগ্রন্থানামপি বেদসংজ্ঞাভীষ্টাভূৎ তর্হি তেষামপ্যুদাহরণমদাৎ । অত এব মহাভাষ্যকারেণ মন্ত্রভাগস্যৈব বেদসংজ্ঞাং মত্বা প্রথমমন্ত্রপ্রতীকানি বৈদিকেষু শব্দেষুদাহৃতানি । কিন্তু য়ানি 'গৌরশ্ব' ইত্যাদীনি লৌকিকোদাহরণানি দত্তানি তানি ব্রাহ্মণাদিগ্রন্থেষ্বেব ঘটন্তে । কুতঃ ? তেষ্বীদৃশশব্দপাঠব্যবহারদর্শনাৎ ।

'দ্বিতীয়া ব্রাহ্মণে । ।১ । ।' অ০২ পা০৩ সূ০৬০ ।

'চতুর্থ্যর্থে বহুলং ছন্দসি । ।২ । ।' অ০২ পা০৩ সূ০৬২ ।

'পুরাণপ্রোক্তেষু ব্রাহ্মণকল্পেষু । ।৩ । ।' অ০৪ পা০৩ সূ০১০৫ ।

ইত্যষ্টাধ্যায়াং সূত্রাণি ।

অত্রাপি পাণিন্যাচার্য্যৈর্বেদব্রাহ্মণয়োর্ভেদেনৈব প্রতিপাদনং কৃতম্ । তদ্যথা– পুরানৈঃ প্রাচীনৈর্ব্রহ্মাদ্যৃষিভিঃ প্রোক্তা ব্রাহ্মণকল্পগ্রন্থা বেদব্যাখ্যানাঃ সন্তি । অত এবৈতেষাং পুরাণেতিহাসসংজ্ঞা কৃতাস্তি । য়দ্যত্র ছন্দোব্রাহ্মণয়োর্বেদসংজ্ঞাভীষ্টা ভবেৎ তর্হি 'চতুর্থ্যর্থে বহুলং ছন্দসি' ইত্যত্র ছন্দোগ্রহণং ব্যর্থং স্যাৎ । কুতঃ ? 'দ্বিতীয়া ব্রাহ্মণে' ইতি ব্রাহ্মণ শব্দস্য প্রকৃতত্বাৎ । অতো বিজ্ঞায়তে ন ব্রাহ্মণগ্রন্থানাং বেদসংজ্ঞাস্তীতি । অতঃ কিং সিদ্ধম্ ? ব্রহ্মেতি ব্রাহ্মণানাং নামাস্তি । অত্র প্রমাণম্ –

'ব্রহ্ম বৈ ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রꣳরাজন্যঃ ।' শ০ কা০ ১৩ অ০১ ।

'সমানার্থাবেতৌ [বৃষশব্দো বৃষন্শব্দশ্চ] ব্রহ্মণ্শব্দো ব্রাহ্মণশব্দশ্চ ।'

ইতি ব্যাকরণমহাভাষ্যে । অ০৫ পা১ আ০১ ।

চতুর্বেদবিদ্ভির্ব্রহ্মভির্ব্রাহ্মণৈর্মহর্ষিভিঃ প্রোক্তানি য়ানি বেদব্যাখ্যানানি তানি ব্রাহ্মণানি ।

অন্যচ্চ – কাত্যায়নেনাপি ব্রহ্মণা বেদেন সহচরিতত্বাৎ সহচারোপাধিং মত্বা ব্রাহ্মণানাং বেদসংজ্ঞা সম্মতেতি বিজ্ঞায়তে, এবমপি ন সম্যগস্তি । কুতঃ ? এবং তেনানুক্তত্বাদ, অতোঽন্যৈর্ঋষিভিরগৃহীতত্বাৎ । অনেনাপি ন ব্রাহ্মণানাং বেদসংজ্ঞা ভবিতুমর্হতীতি । ইত্যাদিবহুভিঃ প্রমাণৈর্মন্ত্রাণামেব বেদসংজ্ঞা, ন ব্রাহ্মণগ্রন্থানামিতি সিদ্ধম্ ।

। । ভাষার্থ । ।

ব্রাহ্মণ গ্রন্থ যে বেদসংজ্ঞা নহে, এবিষয়ে ব্যাকরণ ও মহাভাষ্যের প্রমাণ আছে, যাহাতে লৌকিক ও বৈদিক বিষয়ের ভিন্ন-ভিন্ন উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে, যথা– লৌকিক ও বৈদিক শব্দের উদাহরণে যেরূপ 'গৌরশ্বঃ' ইত্যাদিকে লৌকিক বাক্য এবং (শন্নো দেবীর ভিষ্টয়) ইত্যাদিকে বেদ বাক্য স্বরূপে বর্ণন করা হইয়াছে । বৈদিক উদাহরণে কোন স্থানে ব্রাহ্মণগ্রন্থের বচন উদ্ধৃত করেন নাই, পরন্তু 'গৌরশ্বঃ' ইত্যাদি

যে সমস্ত লৌকিক বাক্য উদাহরণ স্বরূপ বর্ণন করিয়াছেন, তাহা সমস্ত ব্রাহ্মণগ্রন্থ হইতেই দেওয়া হইয়াছে। অতএব ব্রাহ্মণগ্রন্থের বেদসংজ্ঞা হইতে পারে না।

পুনরায় কাত্যায়ন ঋষি কর্ত্তৃক মন্ত্র ও ব্রাহ্মণগ্রন্থ উভয়েরই যে বেদসংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে, তাহা যদি ''সহচার উপাধি লক্ষণা'' করিয়া বলা হইয়াছে, এরূপও বলা যায়, তথাপি তাহা সত্য বা সঙ্গত হইতে পারে না। যথা কেহ যদি এরূপ বলেন যে, ঐ কাষ্ঠকে ভোজন করাইয়া দাও, পরন্তু একথা বলা মাত্রেই দ্বিতীয় ব্যক্তি বুঝিতে পারেন, যে কাষ্ঠ জড়পদার্থ, এজন্য তাহাকে ভোজন করান সম্ভব নহে, এই কারণে যাহার হস্তে কাষ্ঠ আছে, তাহাকেই ভোজন করান কর্ত্তব্য। পরন্তু যদি এরূপ লক্ষণ ধরিয়াও লওয়া যায়, তথাপি কাত্যায়নের বাক্য কদাপি গ্রাহ্য হইতে পারে না, যেহেতু এবিষয়ে অন্য কোন একজন ঋষিরও সাক্ষী বা প্রমাণ নাই। ইহার দ্বারা এইরূপ সিদ্ধ হইতেছে যে, 'ব্রহ্ম' ব্রাহ্মণের নাম, অতএব ব্রহ্মাদি যাঁহারা বেদজ্ঞ মহর্ষি ছিলেন, তাঁহাদেরই কৃত ঐতরেয়, শতপথ আদি ব্রাহ্মণগ্রন্থই বেদের ব্যাখ্যান স্বরূপ, এজন্য এরূপ লোকের রচিত গ্রন্থের নাম ব্রাহ্মণগ্রন্থ। অতএব নিশ্চয় সিদ্ধ হইল যে, মন্ত্রভাগকেই বেদসংজ্ঞা দেওয়া হয়, ব্রাহ্মণগ্রন্থ কদাপি বেদ নহে।

কিঞ্চ ভোঃ ! ব্রাহ্মণগ্রন্থানামপি বেদবৎ প্রামাণ্যং কর্ত্তব্যমাহোস্বিন্নেতি ?

ভাষ্যম্ঃ- অত্র ব্রূমঃ–নৈতেষাং বেদবৎ প্রামাণ্যং কর্ত্তুং যোগ্যমস্তি। কুতঃ ? ঈশ্বরোক্তাভাবাৎ তদনুকূলতয়ৈব প্রমাণার্হত্বাচ্চেতি। পরন্তু সন্তি তানি পরতঃ প্রমাণয়োগ্যান্যেবেতি।

।। ভাষার্থ।।

প্রঃ – এখন জিজ্ঞাস্য যে ব্রাহ্মণগ্রন্থ সকলকে বেদের সমতুল্য প্রমাণীয় গ্রন্থ বলিয়া স্বীকার করা কর্ত্তব্য কি না ?

উঃ–ব্রাহ্মণগ্রন্থের প্রমাণ কদাপি বেদের সমতুল্য হইতে পারে না, যেহেতু উহা ঈশ্বরোক্ত নহে, পরন্তু ইহারা (ব্রাহ্মণগ্রন্থ সকল) বেদানুকূল বশতঃ, প্রমাণ যোগ্য হইয়া থাকে।*

(ইতি বেদসংজ্ঞাবিচারঃ)

---

* ইহাদিগের মধ্যে প্রভেদ এই যে, যদি কোন স্থানে ব্রাহ্মণগ্রন্থের রচনা বেদ প্রতিকূল দৃষ্ট হয়, তবে তাহা প্রমাণ্য নহে, পরন্তু বেদে যদি ব্রাহ্মণগ্রন্থের বিরোধ দৃষ্ট হয়, তথাপি তাহা সর্বথা প্রমাণ্য। অর্থাৎ বেদ স্বতঃ প্রমাণ ও ব্রাহ্মণগ্রন্থ সকল বেদানুকূল বশতঃ পরতঃ প্রমাণ স্বরূপ।

অথ ব্রহ্মবিদ্যাবিষয়ঃ

বেদেষু সর্বা বিদ্যাঃ সন্ত্যাহোস্বিন্নেতি ?

অত্রোচ্যতে–সর্বাঃ সন্তি মূলোদ্দেশতঃ। তত্রাদিমা ব্রহ্মবিদ্যা সংক্ষেপতঃ প্রকাশ্যতে–

'তমীশানং জগতস্তস্থুষস্পতিং ধিয়ংজিন্বমবসে হূমহে বয়ম্।
পূষা নো য়থা বেদসামসদ্ বৃধে রক্ষিতা পায়ুরদব্ধঃ স্বস্তয়ে।।১।।'

ঋ০ অ০ ১ অ০৬ ব০ ১৫ মং০ ৫।

তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা 'পশ্যন্তি সূরয়ঃ। দিবীব চক্ষুরাততম্।।২।।'

ঋ০ অ০ ১ অ০ ২ ব০ ৭ মং ৫।

অনয়োরর্থঃ– (তমীশানম্) ঈষ্টেऽসাবীশানঃ সর্বজগৎকর্ত্তা, (জগতস্তস্থুষস্পতিং) জগতো জঙ্গমস্য, তস্থুষঃ স্থাবরস্য চ পতিঃ স্বামী, (ধিয়ংজিন্বম্) য়ো বুদ্ধেস্তৃপ্তিকর্ত্তা, (অবসে হুমহে বয়ম্) তমবসে রক্ষণায় বয়ং হুমহে আহবয়ামঃ। (পূষা) পুষ্টিকর্ত্তা (নঃ) স এবাস্মাকং পুষ্টিকারকোऽস্তি। (য়থা বেদসামসদ্বৃধে) হে পরমেশ্বর ! য়থা য়েন প্রকারেণ বেদসাং বিদ্যাসুবর্ণাদীনাং ধনানাং বৃধে বর্ধনায় ভবানস্তি, তথৈব কৃপয়া (রক্ষিতাऽসৎ) রক্ষকোऽপ্যস্তু। এবং (পায়ুরদব্ধঃ স্বস্তয়ে) অস্মাকং রক্ষণে স্বস্তয়ে সর্বসুখায় (অদব্ধঃ) অনলসঃ সন্ পালনকর্ত্তা সদৈবাস্তু।।১।।

তদ্বিষ্ণোরিতি মন্ত্রস্যার্থো বেদবিষযপ্রকরণে বিজ্ঞানকাণ্ডে গদিতস্তত্র দ্রষ্টব্যঃ।

।।ভাষার্থ।।

প্রঃ – বেদে সকল প্রকার বিদ্যা বর্ণিত আছে কি না ?

উঃ – হাঁ, উহাতে সকল প্রকার বিদ্যাই আছে, যেহেতু সংসারে যতপ্রকার সত্যবিদ্যা বর্ত্তমান আছে, সে সমস্তই বেদপ্রসূত। এই সমস্ত বিদ্যার মধ্যে আমি প্রথমে ব্রহ্মবিদ্যা সম্বন্ধে সংক্ষেপে প্রকাশ বা বর্ণন করিতেছি যথা –

(তমীশানং) যিনি সমগ্র জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা, (জগতস্তস্থুষস্পতিং) যিনি জগৎ অর্থাৎ যাবতীয় জঙ্গম ও তস্থুষের অর্থাৎ স্থাবরের পতি অর্থাৎ রাজাও পালনকর্ত্তা, (ধিয়ংজিন্বম্) যিনি মানবগণকে বুদ্ধি ও আনন্দ দ্বারা তৃপ্তি প্রদান করেন, (অবসে হুমহে বয়ম্) তাঁহাকেই আমরা আহ্বান করি অর্থাৎ নিজ রক্ষা ও উপকারার্থ প্রার্থনা করিয়া থাকি। (পূষা নঃ) যেহেতু, তিনি সুখ প্রদান পূর্বক আমাদিগের পুষ্টিসাধন করেন। (য়থা বেদসামসদ্বৃধে) হে পরমেশ্বর ! যেরূপ আপনি কৃপাপূর্বক আমার সমস্ত পদার্থের ও আমার নিজের সুখের বৃদ্ধি করিয়া থাকেন, তদ্রূপ (রক্ষিতা) সকলকে রক্ষা করিতে

আজ্ঞা হউক। (পায়ুরদব্ধ স্বস্তয়ে) যেরূপ আপনি আমার রক্ষক হন, তদ্রূপ আমাকে সকল প্রকার সুখ প্রদান করুন।।১।।

(তদ্বিষ্ণো) এই মন্ত্রের অর্থ বেদবিষয় বিচার প্রকরণের বিজ্ঞান কাণ্ডে উত্তমরূপে বর্ণণ করিয়াছি, এজন্য পুনরায় এস্থলে বর্ণণ করিলাম না, তথায় দেখিয়া লইবেন।।২।।

'পরীত্য ভূতানি পরীত্য লোকান্ পরীত্য সর্বাঃ প্রদিশো দিশশ্চ।
উপস্থায় প্রথমজামৃতস্যাত্মনাত্মানমভি সং বিবেশ।।৩।।'

য০অ০৩২মং০১১।

ভাষ্যম্ ঃ- (পরীত্য ভূ০) য়ঃ পরমেশ্বরো ভূতান্যাকাশাদীনি পরীত্য সর্বতোऽভিব্যাপ্য, সূর্য্যাদীন্ ল্লোকান্ পরীত্য, পূর্বাদিদিশঃ পরীত্য, আগ্নেয়াদিপ্রদিশশ্চ পরীত্য, পরিতঃ সর্বতঃ ইত্বা প্রাপ্য বিদিত্বা চ, (উপস্থায় প্র০) য়ঃ স্বসামর্থ্যস্যাপ্যাত্মাস্তি, য়শ্চ প্রথমানি সূক্ষ্মভূতানি জনয়তি, তং পরমানন্দস্বরূপং মোক্ষাখ্যং পরমেশ্বরং য়ো জীব আত্মনা স্বসামর্থ্যেনান্তঃকরণেনোপস্থায় তমেবোপগতো ভূত্বা বিদিত্বা চ (অভিসংবিবেশ) আভিমুখ্যেন সম্যক্ প্রাপ্য স এব মোক্ষাখ্যং সুখমনুভবতীতি।

।।ভাষার্থ।।

(পরীত্য ভূঃ) যে পরমেশ্বর আকাশাদি সমস্ত ভূত সকলে তথা (পরীত্য লোকান্) সূর্য্যাদি সমস্ত লোকে ব্যাপ্তস্বরূপে বিরাজমান রহিয়াছেন, (পরীত্য সর্বা) যিনি পূর্বাদি দিশা এবং আগ্নেয়াদি উপদিশাতেও নিরন্তর পরিপূর্ণরূপে বিরাজিত রহিয়াছেন, অর্থাৎ যাহার ব্যপকতার মধ্যে সামান্য অণূ পর্য্যন্তও শূন্য বা চ্যুত নহে, অর্থাৎ বৃহৎ হইতে বৃহৎ সূর্য্যাদি এবং অণু হইতেও সূক্ষ্ম পরমাণু আদি সমস্ত পদার্থই যাঁহার ব্যাপকতায় স্থিত আছে। (ঋতস্যা) যিনি নিজ সামর্থ্যেরও আত্মা স্বরূপ, অর্থাৎ যিনি নিজ সামর্থ্য নিজে জ্ঞাত আছেন (প্রথমজাং) যিনি প্রত্যেক কল্পের পর সূক্ষ্ম ভূত সকলের দ্বারা অর্থাৎ প্রকৃতির কার্য্যান্তর করাইয়া সৃষ্টি উৎপন্ন করিয়া থাকেন, সেই আনন্দ স্বরূপ পরমেশ্বরকে, যে জীবাত্মা আপন সামর্থ্য অর্থাৎ নিজ মন দ্বারা যথাবৎ জ্ঞাত হয়েন, অর্থাৎ জ্ঞাত হইতে সমর্থ হন, তিনিই সামর্থ্য অর্থাৎ নিজ মন দ্বারা যথাবৎ জ্ঞাত হয়েন, অর্থাৎ জ্ঞাত হইতে সমর্থ হন, তিনিই তাহাকে (পরমাত্মাকে) প্রাপ্ত হইয়া (অভিঃ) সদা মোক্ষানন্দ উপভোগ করিতে সমর্থ হন।

'মহদ্যক্ষং ভুবনস্য মধ্যে তপসি ক্রান্তং সলিলস্য পৃষ্ঠে।
তস্মিঞ্ছ্রয়ন্তে য় উ কে চ দেবা বৃক্ষস্য স্কন্ধঃ পরিত ইব শাখাঃ।।৪।।'

অথর্ব কাং০১০ প্রপা০ ২৩ অনু০ ৪ মং০ ৩৮।

ভাষ্যম ঃ- (মহদ্যক্ষম্) য়ন্মহৎ সর্বেভ্যো মহত্তরং য়ক্ষং সর্বমনুষ্যৈঃ পূজ্যম্, (ভুবনস্য) সর্বসংসারস্য (মধ্যে) পরিপূর্ণম্, (তপসি ক্রান্তং) বিজ্ঞানে বৃদ্ধম্, (সলিলস্য) অন্তরিক্ষস্য কারণরূপেণ কার্য্যস্য প্রলয়ানন্তরং (পৃষ্ঠে) পশ্চাৎ স্থিতমস্তি, তদেব ব্রহ্ম বিজ্ঞেয়ম্। (তস্মিঞ্ছ্র য়০) তস্মিন্ ব্রহ্মণি য়ে কে চাপি দেবাস্ত্রয়স্ত্রিংশদ্ বস্বাদয়স্তে সর্বে তদাধারেণৈব তিষ্ঠন্তি। কস্য কা ইব ? (বৃক্ষস্য স্কন্ধঃ) বৃক্ষস্য স্কন্ধে পরিতঃ সর্বতো লগ্নাঃ শাখা ইব।।৪।।

।। ভাষার্থ।।

(মহদ্যক্ষম্) ব্রহ্ম যিনি মহৎ অর্থাৎ যিনি সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, বৃহৎ ও পূজ্য, (ভূবনস্য মধ্যে) যিনি সমস্ত লোকের মধ্যে বিরাজমান রহিয়াছেন ও যিনি সকলের উপাসনার যোগ্য, (তপসি ক্রান্ত) তিনি বিজ্ঞানাদি গুণ সম্পন্ন হেতু সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। (সলিলস্য পৃষ্টে) তিনি সলিল অর্থাৎ সর্বাধার রূপ যে আকাশ, তাহারও আধারস্বরূপ, অর্থাৎ তাহাতেও ব্যাপকস্বরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছেন, এবং তিনি জগতের প্রলয়াবস্থার পরেও নিত্য নির্বিকার রূপে বিরাজমান থাকেন, (তস্মিঞ্ছ্রয়ন্তে য় উ কে চ দেবাঃ) এবং তাঁহারই আশ্রয়ে বসু আদি তেত্রিশ দেবতা স্থিত রহিয়াছে। (বৃক্ষস্য স্কন্ধঃ পরিত ইব শাখাঃ) অর্থাৎ যেরূপ বৃক্ষের কাণ্ড সমস্ত শাখা আদিকে ধারণ করে, তদ্রূপ এই ব্রহ্মাণ্ডের আধার স্বরূপ সেই একমাত্র পরমেশ্বরই হয়েন।

'ন দ্বিতীয়ো ন তৃতীয়শ্চতুর্থো নাপ্যুচ্যতে।।৫।।
ন পঞ্চমো ন ষষ্ঠঃ সপ্তমো নাপ্যুচ্যতে।।৬।।
নাষ্টমো ন নবমো দশমো নাপ্যুচ্যতে।।৭।।
তমিদং নিগতং সহঃ স এষ এক একবৃদেক এব।।৮।।
সর্বে অস্মিন্ দেবা একবৃতো ভবন্তি।।৯।।'

অথর্ব কাং০ ১৩ অনু০ ৪ মং০ ১৬, ১৭, ১৮, ২০, ২১।

(ন দ্বিতীয়০) এতৈর্মন্ত্রৈরিদং বিজ্ঞায়তে পরমেশ্বর এক এবাস্তীতি। নৈবাতো ভিন্নঃ কশ্চিদপি দ্বিতীয়ঃ তৃতীয়ঃ চতুর্থঃ।।৫।। পঞ্চমঃ ষষ্ঠঃ সপ্তমঃ।।৬।। অষ্টমো নবমো দশমশ্চেশ্বরো বিদ্যতে।।৭।।

য়তো নবভির্নকারৈর্দ্বিত্বসংখ্যামারভ্য শূন্যপর্য্যন্তেনৈকমীশ্বরং বিধায়াস্মাদ্ ভিন্নেশ্বরভাবস্যাতিশয়তয়া নিষেধো বেদেষু কৃতোঽস্ত্যতো দ্বিতীয়স্যোপাসনমত্যন্তং নিষিধ্যতে। সর্বান অন্তর্য়ামিতয়া প্রাপ্তঃ সন্ জড়ং চেতনং চ দ্বিবিধং সর্বং জগৎ স এব পশ্যতি, নাস্য কশ্চিদ্ দ্রষ্টাস্তি। ন চায়ং কস্যাপি দৃশ্যো ভবিতুমর্হতি।

য়েনেদং জগদ্ ব্যাপ্তং তমেব পরমেশ্বরমিদং সকলং জগদপি (নিগতং) নিশ্চিতং প্রাপ্তমস্তি, ব্যাপকাদ্ ব্যাপ্যস্য সংয়োগসম্বন্ধত্বাৎ। (সহঃ) য়তঃ সর্বং সহতে তস্মাৎ স

এবৈষ সহোऽস্তি । স খল্বেক এব বর্ত্ততে, ন কশ্চিদ্ দ্বিতীয়স্তদধিকস্তত্তুল্যো বাস্তি, একশব্দস্য ত্রির্গ্রহণাৎ । অতঃ সজাতীয় বিজাতীয় স্বগতভেদরাহিত্যমীশ্বরে বর্ত্তত এব, দ্বিতীয়েশ্বরস্যাত্যন্তনিষেধাৎ । কস্মাৎ ? একবৃদেক এবেত্যুক্তত্বাৎ স এষ এক একবৃৎ, একেন চেতনমাত্রেণ বস্তুনৈব বর্ত্ততে ? পুনরেক এবাসহায়ঃ সন্ য় ঈদং সকলং জগদ্ রচয়িত্বা ধারযতীত্যাদিবিশেষণয়ুক্তোऽস্তি, তস্য সর্বশক্তিমত্বাৎ । ।৮ । ।

অস্মিন্ সর্বশক্তিমতি পরমাত্মনি সর্বে দেবাঃ পূর্বোক্তা বস্বাদয় একবৃত একাধিকরণা এব ভবন্তি, অর্থাৎ প্রলয়ানন্তরমপি তৎসামর্থ্যং প্রাপ্যৈককারণবৃত্তযো ভবন্তি । ।৯ । ।

এবম্বিধাশ্চান্যেऽপি ব্রহ্মবিদ্যাপ্রতিপাদকাঃ 'স পর্য্যগাচ্ছুক্রমকায়ম্ এত্যাদয়ো মন্ত্রা বেদেষু বহবঃ সন্তি । গ্রন্থাধিক্যভিয়া নাত্র লিখ্যন্তে । কিন্তু য়ত্র য়ত্র বেদেষু তে মন্ত্রাঃ সন্তি, তত্তদ্ভাষ্যকরণাবসরে তত্র তত্রার্থানুদাহরিষ্যাম ইতি ।

। । ভাষার্থ । ।

(ন দ্বিতীয়ো ন০) এই মন্ত্র দ্বারা ইহাই সিদ্ধ হয় যে, পরমেশ্বর এক ও অদ্বিতীয় । তদ্ভিন্ন কোন দ্বিতীয়, তৃতীয় বা চতুর্থ পরমেশ্বর নাই, (৫) (ন পঞ্চমো ন০) তিনি ব্যতীত কোন পঞ্চম, ষষ্ঠ বা সপ্তম পরমেশ্বর নাই, (৬) (নাষ্টমো ন০) এইরূপে তদ্ভিন্ন কোন অষ্টম, নবম বা দশম ঈশ্বর নাই ইত্যাদি (৭) (তমিদং) পরন্তু তিনিই এক অদ্বিতীয় পরমেশ্বর বিদ্যমান রহিয়াছেন, তদ্ভিন্ন অপর কোন পরমাত্মা নাই ।

এই মন্ত্রে দুই হইতে দশ পর্য্যন্ত যে অপর ঈশ্বর বিষয় কথিত হইয়াছে, তাহার তাৎপর্য্য এই যে, একই সমস্ত সংখ্যার মূল স্বরূপ, এবং তাহাকেই দুই তিন চারি আদি নবম পর্য্যন্ত গণনা করিলে যথাক্রমে ২ ।৩ ।৪ ।৫ ।৬ ।৭ ।৮ ।৯ হইয়া থাকে, এবং পুনঃ একের পর শূন্য দিলে ১০ হইয়া যায় এবং ইহা হইতেই ক্রমাগত সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়া থাকে অর্থাৎ পরমেশ্বর এক ভিন্ন যত অঙ্ক আছে তাহা গণনায়ুক্ত নহেন, অথবা তিনি শূন্যও নহেন, পরন্তু তিনি সচ্চিদানন্দ লক্ষণযুক্ত এবং সদা একরসরূপে বিরাজমান রহিয়াছেন । তিনি সমগ্র জগতে পরিপূর্ণ থাকিয়া পৃথিব্যাদি লোক সকলকে রচনা করিয়া, আপন সামর্থ্যে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন, এবং তিনি নিজ কার্য্যে কাহারও সহায়তা গ্রহণ করেন না, যেহেতু তিনি স্বয়ংই সর্বশক্তিমান । ।৮ । ।

(সর্বে অস্মিন্) সেই পরমাত্মার সামর্থ্যে বসু আদি দেব ও পৃথিব্যাদি লোক সকল স্থিত রহিয়াছে, এবং প্রলয়কালেও তাঁহারই সামর্থ্যে সমস্ত সৃষ্টি সূক্ষ্মরূপ ধারণ করিয়া তাঁহারই আধারে স্থিত থাকে ।

এই প্রকার অর্থাৎ এইরূপ মর্মের মন্ত্র বেদশাস্ত্রে অনেক আছে, পরন্তু সে সকল এস্থানে লিখিবার আবশ্যক নাই, যেহেতু প্রসঙ্গক্রমে যে যে স্থানে ঐ সকল মন্ত্র বর্ণিত হইবে, তথায় তাহাদিগের অর্থ বর্ণন করা যাইবে । ।

ইতি ব্রহ্মবিদ্যাবিষয়বিচারঃ

অথ বেদোক্তধর্মবিষয়ঃ সংক্ষেপতঃ প্রকাশ্যতে

'সংগচ্ছধ্বং সং বদধ্বং সং বো মনাংসি জানতাম্ ।
দেবা ভাগং যথা পূর্বে সংজানানা উপাসতে । ।১ । ।'

ঋ০অ০৮ অ০৮ ব০৪৯ মং২ ।

(সংগচ্ছ বং০) ঈশ্বরোऽভিবদতি–হে মনুষ্যা ময়োক্তং ন্যায্যং পক্ষপাতরহিতং সত্যলক্ষণোজ্জ্বলং ধর্মং যূয়ং সংগচ্ছ বং সম্যক্ প্রাপ্নুত, অর্থাৎ তৎপ্রাপ্ত্যর্থং সর্বং বিরোধং বিহায় পরস্পরং সংগতা ভবত, য়েন য়ুষ্মাকমুত্তমং সুখং সর্বদা বর্ধেত, সর্বদুঃখনাশশ্চ ভবেৎ । (সং বদ০) সংগতা ভূত্বা পরস্পরং জল্পবিদণ্ডাদি বিরুদ্ধবাদং বিহায় সংপ্রীত্যা প্রশ্নোত্তরবিধানেন সংবাদং কুরুত, য়তো য়ুষ্মাসু সম্যক সত্যবিদ্যাদ্যুত্তমগুণাঃ সদা বর্ধেরন্ । (সং বো মনাংসি জানতাম্) য়ূয়ং জানন্তো বিজ্ঞানবন্তো ভবত, জানতাং বো য়ুষ্মাকং মনাংসি যথা জ্ঞানবন্তি ভবেয়ুস্তথা সম্যক্ পুরুষার্থং কুরুত, অর্থাদ্ য়েন য়ুষ্মন্মনাংসি সদানন্দয়ুক্তানি স্যুস্তথা প্রয়তধ্বম্ । য়ুষ্মাভির্ধর্ম্ এব সেবনীয়ো নাধর্মশ্চেত্যত্র দৃষ্টান্ত উচ্যতে–(দেবা ভাগং য়থা০) য়থা পূর্বে সংজানানা য়ে সম্যগ্ জ্ঞানবন্তো দেবা বিদ্বাংস আপ্তাঃ পক্ষপাতরহিতা ঈশ্বরধর্মোপদেশপ্রিয়াশ্চাসন্, য়ুষ্মৎপূর্বং বিদ্যামধীত্য বর্তন্তে, কিংবা য়ে মৃতাস্তে য়থা ভাগং ভজনীয়ং সর্বশক্তিমদাদিলক্ষণমীশ্বরং মদুক্তং ধর্মং চোপাসতে তথৈব য়ুষ্মাভিরপি স এব ধর্ম উপাসনীয়োঃ, য়থা বেদপ্রতিপাদ্যো ধর্মো নিংশঙ্কতয়া বিদিতশ্চ ভবেৎ । ।১ । ।

। । ভাষার্থ । ।

এক্ষণে বেদোক্ত রীত্যানুসারে ধর্মের লক্ষণ বর্ণনা করা হইতেছে, যথা –

(সংগচ্ছ বং) অর্থাৎ পরমেশ্বর বলিতেছেন, দেখ, আমি সকলের জন্য উপদেশ করিতেছি যে হে মনুষ্যগণ ! তোমরা পক্ষপাত রহিত ন্যায় ও সত্যাচরণযুক্ত যে ধর্ম, তাহাই গ্রহণ কর । ইহার বিপরীত কদাপি আচরণ করিও না, পরন্তু উহারই প্রাপ্তির জন্য বিরোধ পরিত্যাগ পূর্বক পরস্পর সম্মতিযুক্ত হও যদ্দ্বারা তোমাদিগের শ্রেষ্ঠ সুখ দিন দিন বৃদ্ধি হউক এবং কোন প্রকারের দুঃখানুভব না হয় । (সংবদ বং) তোমরা বিরুদ্ধ বাদ বিতণ্ডা পরিত্যাগ পূর্বক অর্থ পরস্পর প্রীতি সহকারে, পঠন-পাঠন ও প্রশ্নোত্তর বিধানে সংবাদে রত হও, যদ্দ্বারা তোমাদিগের মধ্যে সত্যবিদ্যা নিত্য নিত্য বৃদ্ধি প্রাপ্ত হউক । (সংবোমনাংসি জানতাম্) তোমরা আপন আপন যথার্থ জ্ঞানকে নিত্যপ্রতি বৃদ্ধি করিতে থাক, যদ্দ্বারা তোমাদিগের মন প্রকাশযুক্ত হইয়া সদা তোমাদিগের পুরুষার্থ, ধর্মযুক্ত পুরুষকারকে বৃদ্ধি করুক, এবং এইরূপ তোমরা জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া নিত্যানন্দে

স্থিত বা মগ্ন থাক। তোমাদিগের সদা ধর্মেরই সেবা করা কর্ত্তব্য, অধর্মের সেবা করা কদাপি কর্ত্তব্য নহে। (দেবাভাগং য়০) যেরূপ পক্ষপাত রহিত ধর্মাত্মা বিদ্বান পুরুষেরা বেদোক্ত রীত্যানুসারে সত্য ধর্মের আচরণ করেন, তদ্রূপ তোমরাও আচরণ কর। যেহেতু ধর্মের জ্ঞান তিন প্রকারে হইয়া থাকে – ১ম ধর্মাত্মা বিদ্বানদিগের শিক্ষা; ২য় আত্মার শুদ্ধি তথা সত্যবিষয়কে জানার ইচ্ছা এবং ৩য় পরমেশ্বরের কথিত বেদবিদ্যা বিষয় জানলে অর্থাৎ জ্ঞাত হইলেই মনুষ্যগণের সত্য অসত্যের যথাবৎ বোধ হয়, অন্যথা নহে।

'সমানো মন্ত্রঃ সমিতিঃ সমানী সমানং মনঃ সহ চিত্তমেষাম্ ।
সমানং মন্ত্রমভি মন্ত্রয়ে বঃ সমানেন বো হবিষা জুহোমি । ।২ । ।'

ঋ০অ০ ৮ অ০৮ ব০ ৪৯ ।মং৩ ।

(সমানো মন্ত্রঃ০) হে মানবা বো য়ুষ্মাকং মন্ত্রোऽর্থান্মামীশ্বরমারভ্য পৃথিবীপর্য়ন্তানাং গুপ্তপ্রসিদ্ধ সামর্থ্যগুণানাং পদার্থানাং ভাষণমুপদেশনং জ্ঞানং বা ভবতি য়স্মিন্ য়েন বা স মন্ত্রো বিচারো ভবিতুমর্হতি। তদ্যথা রাজ্ঞো মন্ত্রী সত্যাসত্যবিবেককর্ত্তেত্যর্থঃ। সোऽপি সত্যজ্ঞানফলঃ, সর্বোপকারকঃ, সমানস্তুল্যো ऽর্থাদ্ বিরোধরহিত এব ভবতু। যদা বহুভির্মনুষ্যৈর্মিলিত্বা সংদিগ্ধপদার্থানাং বিচারঃ কর্ত্তব্যো ভবেৎ তদা প্রথমতঃ পৃথক্ পৃথগপি সভাসদাং মতানি ভবেয়ুঃ, তত্রাপি সর্বেভ্যঃ সারং গৃহীত্বা য়দ্যৎ সর্বমনুষ্যহিতকারকং সদ্গুণলক্ষণান্বিতং মতং স্যাৎ তত্তৎ সর্বং জ্ঞাত্বৈকত্র কৃত্বা নিত্যং সমাচরত। য়তঃ প্রতিদিনং সর্বেষাং মনুষ্যাণামুত্তরোত্তরমুত্তমং সুখং বর্ধেত। তথা (সমিতিঃ সমানী) সমিতিঃ সামাজিক নিয়মব্যবস্থা অর্থাদ্যা যা ন্যায়প্রচারাঢ্যা, সর্বমনুষ্যাণাং মান্যজ্ঞানপ্রদা, ব্রহ্মচর্য্যবিদ্যা-ভ্যাসশুভগুণসাধিকা, শিষ্টসভয়া রাজ্যপ্রবন্ধা দ্যাহ্লাদিতা পরমার্থব্যবহারশোধিকা, বুদ্ধিশরীরবলারোগ্যবর্দ্ধিনী শুভমর্য্যাদাপি সমানী সর্বমনুষ্যস্বতন্ত্রদানসুখবর্ধনায়ৈকরসৈব কার্য়্যেতি। (সমানং মনঃ০) মনঃ সংকল্পবিকল্পাত্মকং, সংকল্পোऽভিলাষেচ্ছেত্যাদি, বিকল্পোऽপ্রীতির্দ্বেষ ইত্যাদি, শুভগুণান্ প্রতি সংকল্পঃ, অশুভগুণান্ প্রতি বিকল্পশ্চ রক্ষণীয়ঃ। এতদ্ধর্মকং য়ুস্মাকং মনঃ সমানমন্যোন্যমবিরুদ্ধস্বভাবমেবাস্ত। য়চ্চিত্তং পূর্বপরানুভূতং স্মরণাত্মকং ধর্মেশ্বরচিন্তনং তদপি সমানমর্থাৎ সর্বপ্রাণিনাং দুঃখনাশায় সুখবর্ধনায় চ স্বাত্মবৎ সম্যক্ পুরুষার্থে নৈব কার্য্যম্ (সহ) য়ুষ্মাভিঃ পরস্পরস্য সুখোপকারায়ৈব সর্বং সামর্থ্যং য়োজনীয়ম্। (এষাং০) য়ে হ্যেষাং সর্বজীবানাং সংগে স্বাত্মবৎ বর্ত্তন্তে তাদৃশানাং পরোপকারিণাং পরসুখদাতৃণামুপর্য্যহং কৃপালুর্ভুত্বা (অভিমন্ত্রয়ে বঃ) য়ুষ্মান্ পূর্বপরোক্তং ধর্মমাজ্ঞাপয়ামি। ইত্থমেব সর্বৈঃ কর্ত্তব্যমিতি, য়েন য়ুষ্মাকং মধ্যে নৈব

কদাচিৎ সত্যনাশোঽসত্যবৃদ্ধিশ্চ ভবেৎ। (সমানেন বো০) হবির্দানং গ্রহণং চ, তদপি সত্যেন ধর্মেণ য়ুক্তমেব কার্য্যম্। তেন সমানেনৈব হবিষা বো য়ুষ্মান জুহোমি, সত্যধর্মেণ সহৈবাহং সদা নিয়োজয়ামি। অতো মদুক্ত এব ধর্মো মন্তব্যো নান্য ইতি।।২।।

।। ভাষার্থ।।

(সমানো মন্ত্রঃ) হে মনুষ্যগণ! তোমাদিগের মন্ত্র, অর্থাৎ সত্যাসত্যের বিচার সমান অর্থাৎ বিরোধ রহিত হউক। তোমরা পরস্পর সংযত হইয়া, যাহা বিচারে সিদ্ধ হইবে, সেই সমস্ত বিষয় গুলিকে পৃথকভাবে শুনিয়া, তন্মধ্যে যাহা কিছু ধর্মযুক্ত ও সকলের হিতকারী, তাহাই পৃথক রূপে প্রচার করিবে, যদ্দ্বারা তোমাদিগের ক্রমাগত সুখ বৃদ্ধি হইতে থাকুক। (সমিতিঃ সমানী) পুনরায় যদ্দ্বারা মনুষ্যমাত্রেই মান, জ্ঞান, বিদ্যাভ্যাস, ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রম, উত্তম উত্তম কর্ম, শ্রেষ্ঠ মনুষ্যের সভা হইতে রাজ্য বিষয়ে যথাবৎ প্রবন্ধ করা এবং যদ্দ্বারা শীল, বল, বুদ্ধি ও পরাক্রম আদি গুণের বৃদ্ধি হয়, তথা পারমার্থিক ও ব্যবহারিক বিষয়ও শুদ্ধ হয়, ইত্যাদি যে সকল শুভ মর্য্যাদা আছে, তৎসমুদায়ই তোমাদিগের একপ্রকার অর্থাৎ বিরোধ রহিত হউক, যদ্দ্বারা তোমাদিগের সমস্ত শ্রেষ্ঠ কার্য্য সিদ্ধ হয়। (সমানং মনঃ সহ চিত্তম্০) হে মনুষ্যগণ! তোমাদিগের মন যেন পরস্পরের সহিত বিরোধ রহিত হউক, অর্থাৎ প্রাণীমাত্রেরই দুঃখনাশ ও সুখ বৃদ্ধির হেতু সকলেই সমভাবে পুরুষার্থযুক্ত হয। পুনশ্চ শুভগুণের প্রাপ্তির ইচ্ছাকে সংকল্প বলা হয় ও দুষ্টগুণের পরিত্যাগের ইচ্ছাকে বিকল্প বলে এবং যদ্দ্বারা জীবাত্মা উপরোক্ত সংকল্প ও বিকল্প রূপ কার্য্য করেন তাহাকেই মন বলা হয়, অতএব হে মনুষ্যগণ! তোমরা এই মন দ্বারা সদা ধর্মযুক্ত পুরুষকারে রত থাক, যদ্দ্বারা তোমাদিগের ধর্ম সকল দৃঢ় ও অবিরূদ্ধ হউক। এরূপে তোমাদিগের চিত্ত অর্থাৎ যদ্দ্বারা অর্থের স্মরণ ও পূর্বাপর কর্মের যথাবৎ বিচার করিতে পারা যায় তাহা বিরোধ রহিত হয। (সহ) তোমার বা তোমাদিগের মন ও চিত্ত সদা যেন মনুষ্যমাত্রেরই সুখের জন্য প্রযুক্ত হউক। (এষাং) এই প্রকারে যে সকল লোক সকলের উপকারী ও সুখপ্রদানকারী হন। (পরমেশ্বর বলিতেছেন), আমি সদা তাহাকেই (তাহাদিগকেই) কৃপা করিয়া থাকি। (সমানং মন্ত্র মভিমন্তয়ে বঃ) আমি এইরূপ লোককে আশীর্বাদ করিতেছি ও আজ্ঞা দিতেছি, যেন সকল মনুষ্যই আমার আজ্ঞানুসারে চলুক। যদ্দারা তাহাদিগের সত্যধর্ম বৃদ্ধি ও অসত্যের নাশ হয়? । (সমানেন বো হবিষা জুহোমি) হে মনুষ্যগণ। তোমাদিগের পরস্পরের মধ্যে, পদার্থের দান ও গ্রহণ যেন সদা ধর্মযুক্ত হয়, কদাপি ইহার বিরুদ্ধ ব্যবহার করিও না। নিশ্চয় জানিও যে, আমি সত্যের সহিত তোমাকে ও তোমার সহিত সত্যকে, সংয়োগ বা সংযুক্ত করিতেছি, অতএব তোমরা ইহাকেই ধর্ম জ্ঞান করিয়া সদা আমার আজ্ঞা পালনে রত হও, এবং ইহা ভিন্ন অপর কোন ধর্মকে ধর্ম বলিয়া স্বীকার করিও না।

'সমানী ব আকূতিঃ সমানা হৃদয়ানি বঃ।
সমানমস্তু বো মনো য়থা বঃ সুসহাসতি।।৩।।'

ঋ০অ০৮ অ০৮ ব০৪৯ মং০৪।

অস্যায়মভিপ্রায়ঃ–হে মানবা বো যুষ্মাকং য়ৎসর্বং সামর্থ্যমস্তি তদ্ধর্মসম্বন্ধে পরস্পরমবিরুদ্ধং কৃত্বা সর্বৈঃ সুখং সদা সংবর্ধনীয়মীতি।

(সমানীব০) আকূতিরধ্যবসায় উৎসাহ আপ্তরীতির্বা সাপি বো য়ুষ্মাকং পরস্পরোপকার-করণেন সর্বেষাং জনানাং সুখায়ৈব ভবতু। য়থা মদুপদিষ্টস্যাস্য ধর্মস্য বিলোপো ন স্যাৎ তথৈব কার্য্যম্। (সমানা হৃদয়ানি বঃ) বো য়ুষ্মাকং হৃদয়ান্যর্থান্মানসানি প্রেমপ্রচুরাণি কর্মাণি নির্বৈরায় সামানান্যবিরুদ্ধান্যেব সন্তু। (সমানমস্তু বো মনঃ) অত্র প্রমাণম্ –

'কামঃ সংকল্পো বিচিকিৎসা শ্রদ্ধা ঽশ্রদ্ধা ধৃতিরধৃতির্হ্রীর্ধীর্ভীরেত্যেতৎ সর্বং মন এব তস্মাদপি পৃষ্ঠত উপস্পৃষ্টো মনসা বিজানাতি।'

শ০ কাং১৪ অ০৪।।

মনসা বিবিচ্য পুনরনুষ্ঠাতব্যম্। শুভগুণানামিচ্ছা 'কামঃ', তৎপ্রাপ্ত্যনুষ্ঠানেচ্ছা 'সংকল্পঃ'। পূর্বং সংশয়ং কৃত্বা পুনর্নিশ্চয়করণেচ্ছা সংশয়ো 'বিচিকিৎসা'। ঈশ্বরসত্য-ধর্মাদিগুণানামুপর্য্যত্যন্তং বিশ্বাসঃ 'শ্রদ্ধা'। অনীশ্বরবাদাধর্মাদ্যুপরি সর্বথা হ্যনিশ্চয়োঽশ্রদ্ধা। সুখ দুঃখপ্রাপ্ত্যাপীশ্বরধর্মাদ্যুপরি সদৈবনিশ্চয়রক্ষণং 'ধৃতিঃ'। অশুভগুণানামাচরণং নৈব কার্য্যমিত্যধৈর্য্যম 'ধৃতিঃ'। সত্যধর্মানাচরণেঽসত্যাচরণে মনসঃ সংকোচো ঘৃণা 'হ্রীঃ'। শুভগুণান্ শীঘ্রং ধারয়েদিতি ধারণাবতী বৃত্তি 'র্ধীঃ'। অসত্যাচরণাদীশ্বরাজ্ঞাভঙ্গাৎ পাপাচরণাদ্ ঈশ্বরো নঃ সর্বত্র পশ্যতীত্যাদি বৃত্তি 'র্ভীঃ'। এতদ্ধর্মকং মনো বো য়ুষ্মাকং সমানং তুল্যমস্তু। (য়থা বঃ সুসহাসতি) হে মনুষ্যা বো য়ুষ্মাকং য়থা পরস্পরং সুসহায়েন স্বসতি সম্যক্ সুখোন্নতিঃ স্যাত্তথা সর্বৈঃ প্রয়ত্নো বিধেয়ঃ। সর্বান্ সুখিনো দৃষ্ট্বা চিত্ত আহ্লাদঃ কার্য্যঃ। নৈব কশ্চিদপি দুঃখিতং দৃষ্ট্বা সুখং কেনাপি কর্ত্তব্যম্, কিন্তু য়থা সর্বে স্বতন্ত্রাঃ সুখিনঃ স্যুস্তথৈব সর্বৈঃ কার্য্যমিতি।

।। ভাষার্থ।।

(সমানী ব আকূতিঃ) অর্থাৎ পরমেশ্বর এই মন্ত্রে বলিতেছেন যে, হে মনুষ্যগণ! তোমরা তোমাদিগের সর্ব সামর্থ্য ধর্মযুক্ত করিয়া সর্বদা সকলপ্রকার সুখ বৃদ্ধি করিতে থাক। হে মনুষ্যগণ! তোমাদিগের অধ্যবসায়, উৎসাহ ও আকুতিরূপ (ধর্মাত্মাদিগের আচরণকে আকুতি বলে) সকল প্রকার পুরুষকার জীবমাত্রেরই সুখের জন্য সদা আচরিত হউক, যাহাতে আমার (পরমেশ্বরের) কথিত বেদধর্ম কেহ যেন কখন

পরিত্যাগ না করিয়া, সদা তাহারই প্রযত্নে রত থাকে। (সমানা হৃদয়ানি বঃ) তোমাদিগের হৃদয় অর্থাৎ মনের সমস্ত ব্যবহার পরস্পর প্রেমযুক্ত ও বিরোধ রহিত হউক। (সমানমস্তু বো মনঃ) এস্থলে বারম্বার মনঃ শব্দ প্রযুক্ত হওয়ার কারণ এই যে, মন দ্বারা এস্থলে অনেকার্থ গ্রহণ করা কর্ত্তব্য, যথা (১) (কামঃ) অর্থাৎ বিচার করিয়া যাহা উত্তম ব্যবহার, তাহার গ্রহণ ও আচরণ করা, এবং যাহা মন্দ, তাহা পরিত্যাগ করাকে কাম বলা যায়, (২) (সংকল্প) অর্থাৎ সুখ ও বিদ্যাদি শুভগুণ প্রাপ্তির জন্য যে অত্যন্ত ইচ্ছা হয় তাহাকে সংকল্প বলে (৩) (বিচিকিৎসা) অর্থাৎ যে কার্য্য করিতে হইবে, তদ্বিষয় বিচার পূর্বক নিশ্চয় সিদ্ধান্ত করিবার জন্য যে শঙ্কা ও সন্দেহ করা আবশ্যক হয়, তাহাকে বিচিকিৎসা বলে। (৪) (শ্রদ্ধা) অর্থাৎ ঈশ্বর ও বেদাদি সত্যধর্মাদিতে নিশ্চয়তার সহিত বিশ্বাস করাকে শ্রদ্ধা বলা হয়। (৫) (অশ্রদ্ধা) অর্থাৎ অবিদ্যা, কুতর্ক, মন্দকার্য্য (ঈশ্বরে অবিশ্বাস রূপ মন্দকার্য্য) ও অন্যায়াদি অশুভগুণ হইতে বিরত থাকা ও তদ্বিষয়ে শ্রদ্ধা না থাকাকে অশ্রদ্ধা বলে। (৬) (ধৃতিঃ) সুখ দুঃখ, হানি ও লাভাদিতেও ধৈর্য্য পরিত্যাগ না করাকেই ধৃতি বলা হয়। (৭) (অধৃতি) অর্থাৎ মন্দ কর্মে ধৃতিশালী না হওয়াকেই অধৃতি বলে। (৮) (হ্রীঃ) অর্থাৎ মন্দ আচরণ জন্য ও শুভ ও সত্যাচরণ না করার জন্য মনে যে লজ্জার উদ্রেক হয়, তাহাকে হ্রীঃ বলা হয়। (৯) (ধীঃ) শ্রেষ্ঠগুণ বিষয়ের ধারণাবতী বৃত্তিকে 'ধীঃ' বলা হয়। (১০) (ভীঃ) ঈশ্বরাজ্ঞা পালন অর্থাৎ সত্যাচরণ রূপ ধর্মের আচরণ করা, এবং ইহার বিপরীত অর্থাৎ পাপাচরণ হইতে সর্বদা ভীত থাকিয়া দূরে অবস্থান করা, অর্থাৎ পরমেশ্বর আমাদিগের শুভাশুভ কর্মের প্রতি সর্বদা সকল প্রকারেই দৃষ্টি রাখেন ও তদনুযায়ী আমাদিগের কর্মফল প্রদান করেন, এইরূপ জ্ঞাত হইয়া, সর্বদা ভীত থাকা ও মনে করা যে, যদি আমি বা আমরা কোনরূপ পাপ বা মন্দাচরণ করি, তবে নিশ্চয়ই তিনি অপ্রসন্ন হইবেন ও তাঁহার ন্যায় বিচারে আমার বা আমাদিগের প্রতি দণ্ডবিধান করিবেন, ইত্যাদি মননশালী বস্তুর নাম মন। হে মনুষ্যগণ! তোমরা এই মনকে সকল প্রকারে সকলের সুখার্থে যুক্ত কর। (যথা বঃ সুসহাসতি) হে মনুষ্যগণ! যেরূপ পূর্বোক্ত ধর্মাচরণ দ্বারা তোমাদিগের উত্তম ও শ্রেষ্ঠ সুখের বৃদ্ধি হইয়া থাকে, এবং যে শ্রেষ্ঠ সহায় বলে একজন অপরের সুখ বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হও, এরূপ আচরণে সদা রত থাক। কাহাকেও দুঃখ দিয়া নিজে সুখী জ্ঞান করিও না। পরন্তু অপরের ও সকলের সুখকেই নিজের সুখ জ্ঞান কর ও এই প্রকারে স্বাধীন হইয়া যাহাতে সকলে সুখে অবস্থান করে তাহাই প্রযত্ন কর।

'দৃষ্ট্বা রূপে ব্যাকরোৎ সত্যানৃতে প্রজাপতিঃ।
অশ্রদ্ধামনৃতেঽদধাচ্ছ্রদ্ধাং সত্যে প্রজাপতিঃ।।৪।।'

য০অ০১৯ মং৭৭।

ভাষ্যমঃ (দৃষ্ট্বা) – অস্যায়ম ভিপ্রায়ঃ – প্রজাপতিঃ পরমেশ্বরো ধর্মমুপদিশতি– সর্বৈর্মনুষ্যৈঃ সর্বথা সর্বদা সত্য এব সম্যক্ শ্রদ্ধা রক্ষণীয়াऽসত্যে চাশ্রদ্ধেতি।

(প্রজাপতিঃ) পরমেশ্বরঃ (সত্যানৃতে) ধর্মাধর্মৌ (রূপে) প্রসিদ্ধাপ্রসিদ্ধলক্ষণৌ দৃষ্ট্বা (ব্যাকরোৎ) সর্বজ্ঞয়া স্বয়া বিদ্যয়া বিভক্তৌ কৃতবানস্তি। কথমিত্যত্রাহ–(অশ্রদ্ধাম০) সর্বেষাং মনুষ্যাণামনৃতেऽসত্যেऽধর্মেऽন্যায়েऽশ্রদ্ধামদধাৎ। অর্থাদধর্মেऽশ্রদ্ধাং কর্তুমাজ্ঞাপয়তি, তথৈব বেদশাস্ত্র প্রতিপাদিতে সত্যে, প্রত্যক্ষাদিভিঃ প্রমাণৈঃ পরীক্ষিতে, পক্ষপাতরহিতে, ন্যায়ে ধর্মে প্রজাপতিঃ সর্বজ্ঞ ঈশ্বরঃ শ্রদ্ধাং চাদধাৎ। এবং সর্বৈর্মনুষ্যৈঃ পরমপ্রয়ত্নেন স্বকীয়ং চিত্তং ধর্মে প্রবৃত্তমধমান্নিবৃত্তং চ সদৈব কার্য্যমিতি।।৪।।

।। ভাষার্থ।।

(দৃষ্ট্বা০) এই মন্ত্রে প্রজাপতি পরমেশ্বর, যিনি সমগ্র জগতের অধিপতি ও স্বামী, তিনি মনুষ্যমাত্রকেই ধর্মোপদেশ করিতেছেন যে, সকল মনুষ্যেরই সকল প্রকারে, সর্বদা সত্যের প্রতি দৃষ্টি রাখা ও প্রীতি করা কর্ত্তব্য, এবং কদাপি অসত্যকে প্রশ্রয় দেওয়া বা প্রীতি করা কর্ত্তব্য নহে।

(প্রজাপতিঃ) পরমেশ্বর যিনি সমগ্র জগতের অধ্যক্ষ, তিনি আপন সর্বজ্ঞ বিদ্যা দ্বারা যথার্থরূপে বিচার করিয়া (সত্যানৃত) সত্য ও অসত্যরূপ ধর্মাধর্মকে (যাহা প্রকট ও গুপ্ত লক্ষণযুক্ত*) (ব্যাকরোৎ) তাহাকে ঈশ্বর নিজস্ব সর্বজ্ঞ বিদ্যা দ্বারা সম্যক বিচার করিয়া সত্য ও মিথ্যাকে পৃথক করিয়া দিয়াছেন। (অশ্রদ্ধাম) অতএব হে মনুষ্যগণ ! তোমরা নিত্যপ্রতি অনৃত বা মিথা ব্যবহারে অশ্রদ্ধা করিবে, কদাপি উহাতে প্রীতি করিও না। (শ্রদ্ধাꣳস) পরন্তু যাহা সত্য অর্থাৎ যাহা বেদ শাস্ত্রোক্ত বা বেদানুকূল ও যাহা প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ সিদ্ধ, তাহারই অর্থাৎ পক্ষপাত রহিত ন্যায় ধর্মেরই আচরণে সর্বদা প্রীতি রাখিবে। আর তোমাদিগের প্রতি আমার (পরমাত্মার) যে সকল আজ্ঞা আছে, সেই আজ্ঞা বিষয়ে আপন আত্মা, প্রাণ ও মন ইত্যাদিকে কোমল স্বভাবযুক্ত করিয়া ধর্মযুক্ত পুরুষকার দ্বারা সত্যার্থে প্রবৃত্ত হও।

'দৃতে দৃꣳহ মা মিত্রস্য মা চক্ষুষা সর্বাণি ভূতানি সমীক্ষন্তাম। মিত্রস্যাহং চক্ষুষা সর্বাণি ভূতানি সমীক্ষে। মিত্রস্য চক্ষুষা সমীক্ষামহে।।৫।।'

য০অ০ ৩৬ মং০ ১৮।।

(দৃতে দৃꣳহ০) অস্যায়ম অভিপ্রায়–সর্বে মনুষ্যাঃ সর্বথা সর্বদা সর্বৈঃ সহ সৌহার্দ্যেনৈব বর্ত্তেরন্নিতি। সর্বৈরীশ্বরোক্তোऽয়ং ধর্মঃ স্বীকার্য্য, ঈশ্বরঃ প্রার্থনীয়শ্চ, য়তো ধর্মনিষ্ঠ স্যাৎ। তদ্যথা –

* যে সকল ধর্মাধর্মের লক্ষণ বাহিরের চেষ্টায় বা পদার্থের সহিত সম্বন্ধ রাখে তাহাকে প্রকট বলে ও যাহার আত্মার সহিত সম্বন্ধ থাকে, তাহাকেই গুপ্ত লক্ষণ বলা যায়।

হে (দৃতে) সর্বদুঃখবিনাশকেশ্বর ! মদুপরি কৃপাং বিধেহি, য়তোऽহং সত্যধর্মং য়থাবদ্ বিজানীয়াম্। পক্ষপাতরহিতস্য সুহৃদশ্চক্ষুষা প্রেমভাবেন সর্বাণি ভূতানি (মা) মাং সদা সমীক্ষন্তাম্ অর্থান্মম মিত্রাণি ভবন্তু। ইতীচ্ছাবিশিষ্টং মাং (দৃꣳহ্) দৃংহ, সত্যসুখৈঃ শুভগুণৈশ্চ সহ সদা বর্দ্ধয়। (মিত্রস্যাহং০) এবমহমপি মিত্রস্য চক্ষুষা স্বাত্মবৎ প্রেমবুদ্ধ্যা (সর্বাণি ভূতানি সমীক্ষে) সম্যক্ পশ্যামি। (মিত্রস্য চ০) ইত্থমেব মিত্রস্য চক্ষুষা নির্বৈরা ভূত্বা বযমন্যোऽন্যং সমীক্ষামহে, সুখসম্পাদনার্থং সদা বর্ত্তামহে, ইতীশ্বরোপদিষ্টো ধর্মো হি সর্বৈর্মনুষ্যৈরেক এব মন্তব্যঃ।।৫।।

(দৃতে দৃꣳহ০) উপরোক্ত মন্ত্রের তাৎপর্য্য এই যে সকল মনুষ্যেরই পরস্পর পরস্পরের সহিত সকল সময়েই প্রেমভাবে অবস্থিতি করা এবং বেদানুযায়ী ঈশ্বররোক্ত যে ধর্ম তাহারই গ্রহণ বা স্বীকার করা কর্ত্তব্য। (পুনশ্চ) বেদানুযায়ী ঈশ্বরের উপাসনা করাই মনুষ্যের উচিত, যেহেতু এইরূপে উপাসনা করিলেই মনুষ্যের ধর্মে প্রবৃত্তি জন্মে।

(দৃতে) হে সর্বদুঃখবিনাশকারী পরমেশ্বর ! আপনি আমাদিগের প্রতি এরূপ কৃপা করুন, যাহাতে আমরা পরস্পর পরস্পরের সহিত বৈরীভাব পরিত্যাগ পূর্বক, একজন অপরের সহিত প্রীতিভাবে অবস্থানে করিতে সমর্থ হই। (মিত্রস্য) হে পরমেশ্বর ! প্রাণী বা জীবমাত্রই যেন আমাকে তাহার মিত্র বা বন্ধু জ্ঞান করিয়া, আমার সহিত বন্ধুর সদৃশ ব্যবহার করে। হে পরমেশ্বর ! এইরূপ শুভ কামনাযুক্ত করিয়া আমাদিগকে (দৃꣳহ০) সত্যসুখ ও শুভগুণ দ্বারা সদা বৃদ্ধি করিতে আজ্ঞা হউক। (মিত্রস্যাহং) আপনার অনুগ্রহে আমরা যেন সকল মনুষ্যাদি প্রাণী-মাত্রকেই আপন মিত্র স্বরূপে জ্ঞান করি, অর্থাৎ জ্ঞান করিতে সমর্থ হই, এবং নিজ হানি, লাভ ও সুখ দুঃখের ন্যায় তুল্যরূপে জীবমাত্রেরই হানি, লাভাদিতে যেন জ্ঞান করিতে পারি। (মিত্রস্য চ) আমরা সকল যেন পরস্পর সম্মিলিত হইয়া সদা মিত্রভাবে অবস্থিতি করি, সত্যধর্মাচরণ দ্বারা (পূর্বক) যেন নিত্যপ্রতি সত্যসুখ বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হই। যেহেতু যাহা ঈশ্বরোক্ত ধর্ম, তাহাই একমাত্র সকলের মানিবার যোগ্য।

'অগ্নে ব্রতপতে ব্রতং চরিষ্যামি তচ্ছকেয়ং তন্মে রাধ্যতাম্।
ইদমহমনৃতাৎ সত্যমুপৈমি।।৬।। য০অ০১ মং৫।'

ভাষ্যম্ – (অগ্নে ব্র০) অস্যাভিপ্রায়ঃ–সর্বৈর্মনুষ্যৈরীশ্বরস্য সহায়েচ্ছা সদা কার্য়্যেতি। নৈব তস্য সহায়েন বিনা সত্যধর্মজ্ঞানং তস্যানুষ্ঠানপূর্ত্তিশ্চ ভবতঃ।'

হে অগ্নে ব্রতপতে ! সত্যপতে ! (ব্রতং) সত্যধর্মং চরিষ্যাম্যনুষ্ঠাস্যামি। অত্র প্রমাণম্ – সত্যমেব দেবা অনৃতং মনুষ্যাঃ। এতদ্ধ বৈ দেবা ব্রতং চরন্তি য়ৎসত্যম্। শ০ কাং০ ১ অ০১। সত্যাচরণাদ্দেবা অসত্যাচরণান্মনুষ্যাশ্চ ভবন্তি, অতঃ সত্যাচরণমেব

ধর্ম্মাহুরিতি। (তচ্ছকেয়ম্) য়থা তৎ সত্যাচরণং ধর্মং কর্ত্তুমহং শকেয়ং সমর্থো ভবেয়ম্, (তন্মে রাধ্যতাম্) তৎ সত্যধর্মানুষ্ঠানং মে মম ভবতা রাধ্যতাং কৃপয়া সম্যক্ সিদ্ধং ক্রিয়তাম্। কিঞ্চ তদ্ ব্রতমিত্যত্রাহ–(ইদমহমনৃতাৎ সত্যমুপৈ০) য়ৎ সত্যধর্মস্যৈবাচরণমনৃতাদসত্যাচরণাদধর্মাৎ পৃথগ্ ভূতং তদেবোপৈমি প্রাপ্নোমীতি। অস্যৈব ধর্মস্যানুষ্ঠান ঈশ্বর প্রার্থনয়া স্বপুরুষার্থেন চ কর্ত্তব্যম্। না পুরুষার্থিনং মনুষ্যমীশ্বরোঽনুগৃহ্নাতি য়থা চক্ষুষ্মন্তং দর্শয়তি নান্ধং চ, এবমেব ধর্মং কর্ত্তুমিচ্ছন্তং পুরুষার্থকারিণমীশ্বরানুগ্রহাভিলাষিনং প্রত্যেবেশ্বরঃ কৃপালুর্ভবতি নান্যং প্রতি চেতি। কুতঃ ? জীবে তৎসিদ্ধিং কর্ত্তুং সাধনানামীশ্বরেণ পূর্বমেব রক্ষিতত্বাৎ, তদুপযোগাকরণাচ্চ। য়েন পদার্থেন য়াবানুপকারো গ্রহীতুং শক্যস্তাবান্ স্বেনৈব গ্রহীতব্যস্তদুপরীশ্বরানুগ্রহেচ্ছা কার্য়্যেতি।।৬।।

ভাষার্থ ঃ- (অগ্নে ব্র০) এই মন্ত্রের অভিপ্রায় এই যে, মনুষ্যমাত্রেই একমাত্র ঈশ্বরের নিকট হইতে সহায় প্রাপ্তির ইচ্ছা করা কর্ত্তব্য। যেহেতু পরমাত্মার সহায় বিনা, ধর্ম সম্বন্ধে পূর্ণ জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া অথবা ধর্মের পূর্ণানুষ্ঠান করা কদাপি সম্ভব হইতে পারে না।

অতএব পরমেশ্বরের সহায় প্রাপ্তির জন্য এইরূপ প্রার্থনা করা কর্ত্তব্য যে, হে সত্যপতে পরমেশ্বর ! (ব্রতং) আমি যে সত্যধর্মের অনুষ্ঠান করিতে ইচ্ছা করিতেছি, তদ্বিষয়ের সিদ্ধি একমাত্র আপনার কৃপাবলেই ঘটিতে পারে, (নচেৎ নহে)। এই বিষয়ে শতপথ ব্রাহ্মণ গ্রন্থে লিখিত আছে। (যেজন সত্যাচরণ রূপ ব্রত পালন করেন, তাঁহাকে দেব বলা যায়, এইরূপে যেজন অসত্যাচরণ করে তাহাকে মনুষ্য বলে), এইজন্য আমি সত্যব্রতের আচরণ করিতে চাহি। (তচ্ছকেয়ং) আমার প্রতি (আপনি) এরূপ কৃপা করুন, যদ্দ্বারা আমি পূর্ণ (রীতিতে) সত্যধর্মের অনুষ্ঠান করিতে সমর্থ হই। (তন্মে রাধ্যতাং) উক্ত অনুষ্ঠানের আপনিই একমাত্র সিদ্ধিদাতা। অতএব কৃপাপূর্বক যাহা করিতে চাহিতেছি, তৎসম্বন্ধীয় অসত্য কার্য্য গুলিকে পরিত্যাগ পূর্বক সদা যেন আমি সত্যাচরণে দৃঢ় থাকি।

পরমেশ্বর মনুষ্যকে যে পরিমাণে সামর্থ্য প্রদান করিয়াছেন, তৎপরিমাণ পুরুষকারে তিনি যেন অবশ্যই রত থাকেন। অর্থাৎ তদ্বিষয়ে যেন তিনি কদাপি ত্রুটি না করেন, এবং উপরোক্ত বিষয়ে ঈশ্বরের নিকট হইতে সহায়তা প্রাপ্তির ইচ্ছা করা কর্ত্তব্য। যেহেতু পরমেশ্বর মনুষ্যকে এইজন্যই সামর্থ্য প্রদান করিয়াছেন, যাহাতে তিনি (মানবগণ) কর্ত্তব্যের অনুরোধে নিজ নিজ পুরুষকার দ্বারা সত্যাচরণে প্রবৃত্ত হন। যেরূপ নেত্রবান ব্যক্তিকেই লোকে পদার্থ দর্শন করাইতে সমর্থ হন, অন্ধকে দর্শন করাইতে সক্ষম হন না, তদ্রূপ যেজন সত্যনিষ্ঠ হইয়া নিজ পুরুষকার দ্বারা ধর্মোপার্জন করিতে ইচ্ছা করেন, তাহারই প্রতি ঈশ্বর কৃপা করিয়া থাকেন, অপরের

প্রতি নহে। যেহেতু পরমেশ্বর জীবকে বুদ্ধি আদি এইজন্যই প্রদান করিয়াছেন যে, তদ্দ্বারা তিনি ধর্মোপার্জন বিষয়ের সাধন করিতে সমর্থ হন, এবং তজ্জন্য যখন জীব সেই বুদ্ধি আদি দ্বারা পূর্ণভাবে ধর্মোপার্জনে প্রবৃত্ত হন, তখনই পরমেশ্বরও নিজ সামর্থ্য দ্বারা উক্ত জীবের প্রতি কৃপা করিয়া থাকেন, অন্যের প্রতি তদ্রূপ কৃপা করেন না। সমস্ত জীব কর্ম করিতে স্বাধীন বা স্বতন্ত্র, পরন্তু পাপের ফল স্বরূপ ভোগ করিতে তিনি ঈশ্বরের ন্যায় বিচারের অধীন বা পরতন্ত্র হইয়া থাকেন।

ব্রতেন দীক্ষামাপ্নোতি দীক্ষয়াপ্নোতি দক্ষিণাম্।
দক্ষিণা শ্রদ্ধামাপ্নোতি শ্রদ্ধয়া সত্যমাপ্যতে।।৭।।

য০অ০১৯ মং০ ৩০।।

ভাষ্যম্ ঃ- (ব্রতেন দী০) অস্যাভিপ্রায়ঃ–য়দা মনুষ্যো ধর্মং জিজ্ঞাসতে, সত্যং চিকীর্ষতি, তদৈব সত্যং বিজনাতি, তত্রৈব মনুষ্যৈঃ শ্রদ্ধেয়ম্, নাসত্যে চেতি।

য়ো মনুষ্যঃ সত্যং ব্রতমাচরতি, তদা দীক্ষামুত্তমাধিকারং প্রাপ্নোতি। (দীক্ষয়াপ্নোতি দ০) য়দা দীক্ষিতঃ সন্নুত্তমগুণৈরুত্তমাধিকারী ভবতি তদা সর্বতঃ সৎকৃতঃ ফলবান্ ভবতি, সাস্য দক্ষিণা ভবতি। তাং দীক্ষয়া শুভগুণাচরণেনৈবাপ্নোতি। (দক্ষিণা শ্র০) সা দক্ষিণা য়দা ব্রহ্মচর্য্যাদিসত্যব্রতৈঃ সৎকারাঢ্যা স্বস্যান্যেষাং চ ভবতি, তদাচরণে শ্রদ্ধাং দৃঢ়ং বিশ্বাসমুৎপাদয়তি। কুতঃ ? সত্যাচরণমেব সৎকারকারক মস্ত্যতঃ। (শ্রদ্ধয়া০) য়দোত্তরোত্তরং শ্রদ্ধা বর্দ্ধেত, তদা তয়া শ্রদ্ধয়া মনুষ্যৈঃ পরমেশ্বরো মোক্ষধর্মাদিকং চাপ্যতে প্রাপ্যতে, নান্যথেতি। অতঃ কিমাগতম্ ? সত্যপ্রাপ্ত্যর্থং সর্বদা শ্রদ্ধোৎ-সাহাদিপুরুষার্থো বর্দ্ধযিতব্যঃ।।৭।।

।। ভাষার্থ।।

(ব্রতেন দী০) এই মন্ত্রের অভিপ্রায় এই, যখন মনুষ্য ধর্ম কী ইহা জানিতে ইচ্ছা করেন, তখনই তিনি সত্যকে জ্ঞাত হন। অতএব মনুষ্যের সদা সত্যের প্রতি শ্রদ্ধা করা কর্ত্তব্য, অসত্যের প্রতি শ্রদ্ধা করা কদাপি কর্ত্তব্য নহে। (ব্রতেন) যখন কেহ দৃঢ়তার সহিত সত্যাচরণে প্রবৃত্ত হন, তখনই তিনি দীক্ষা অর্থাৎ উত্তমাধিকারের যশ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। (দীক্ষয়াপ্নোতি) মনুষ্য উত্তম গুণযুক্ত হইলে, সকলেই সর্বপ্রকারে তাঁহার সৎকার করিয়া থাকেন। যেহেতু ধর্মাদি শুভগুণ দ্বারাই মনুষ্যগণ এরূপ দক্ষিণা প্রাপ্ত হইতে সমর্থ হন, অন্য প্রকারে নহে। (দক্ষিণা শ্র০) ব্রহ্মচর্য্যাদি সত্যব্রত পালন করিলে লোকে স্বয়ং অথবা অপর যে কেহ পালন করেন, তিনিই অত্যন্ত সৎকার প্রাপ্ত হন, এবং তজ্জন্যই লোকে ব্রহ্মচর্য্য ব্রতে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়া থাকে, যেহেতু সত্যধর্মের আচরণই লোকে সৎকার প্রাপ্তির কারণ স্বরূপ। (শ্রদ্ধয়া) পুনঃ সত্যাচরণ

মানবের অন্তঃকরণে যে পরিমাণে শ্রদ্ধার বৃদ্ধি হয়, তিনি সেই পরিমাণেই তত অধিক ব্যবহারিক ও পারমার্থিক সুখ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। অধর্মাচরণ দ্বারা লোকে সুখ বা আনন্দ প্রাপ্ত হইতে কদাপি সমর্থ হন না। ইহার দ্বারা কী সিদ্ধ হইল ? সিদ্ধ হইল যে, মনুষ্যগণ সত্য প্রাপ্তির জন্য যেন নিত্যপ্রতি শ্রদ্ধা ও উৎসাহ রূপ ধর্মযুক্ত পুরুষকারের বৃদ্ধি করিতে থাকেন, যদ্দ্বারা তাঁহারা যথাবৎ সত্যধর্ম প্রাপ্ত হইতে সমর্থ হন।

শ্রমেণ তপসা সৃষ্টা ব্রহ্মণা বিত্তঋতে শ্রিতা।।৮।।
সত্যেনাবৃতা শ্রিয়া প্রাবৃতা য়শসা পরীবৃতা।।৯।।

অথর্ব কাং০ ১২ অনু০ ৫ মং০ ১,২।

ভাষ্যম্ ঃ– (শ্রমেণ তপসা০) অভিপ্রায়ঃ শ্রমণেত্যাদিমন্ত্রেষু ধর্মস্য লক্ষণানি প্রকাশ্যন্ত ইতি।

শ্রমঃ প্রয়ত্নঃ পুরুষার্থ উদ্যম ইত্যাদি, তপো ধর্মানুষ্ঠানম্। তেন শ্রমেণৈব তপসা চ সহেশ্বরেণ সর্বে মনুষ্যাঃ সৃষ্টা রচিতাঃ। অতঃ (ব্রহ্মণা০) বেদেন পরমেশ্বরজ্ঞানেন চ য়ুক্তাঃ সন্তো জ্ঞানিনঃ স্যুঃ। (ঋতে শ্রিতা০) ঋতে ব্রহ্মণি পুরুষার্থে চাশ্রিতা, ঋতং সেবমানাশ্চ সদৈব ভবন্তু।।৮।।

(সত্যেনাবৃ০) বেদশাস্ত্রেণ প্রত্যক্ষাদিভিঃ প্রমাণৈশ্চ পরীক্ষিতেনাব্যভিচারিণা সত্যেনাবৃতা য়ুক্তাঃ সর্বে মনুষ্যাঃ সন্তু। (শ্রিয়া প্রাবৃ০) শ্রিয়া শুভগুণাচরণোজ্জ্বলযা চক্রবর্তি রাজ্যসেবমানয়া প্রকৃষ্টয়া লক্ষ্ম্যাऽऽবৃতা য়ুক্তাঃ পরমপ্রয়ত্নেন ভবন্তু। (য়শসা০) উৎকৃষ্টগুণগ্রহণং সত্যাচরণং য়শস্তেন পরিতঃ সর্বতো বৃতা য়ুক্তাঃ সন্তঃ প্রকাশয়িতারশ্চ স্যুঃ।।৯।।

।। ভাষার্থ।।

(শ্রমণে তপসা) উপরোক্ত মন্ত্রের অভিপ্রায় এই যে, সকল মনুষ্যেরই শ্রমেণ ইত্যাদি ধর্মের লক্ষণ অবশ্য গ্রহণ করা কর্ত্তব্য, যেহেতু পরমেশ্বর (শ্রম০) পরম প্রয়ত্নশীল (তপঃ) ও ধর্মাচরণকারী রূপ ধর্মযুক্ত করিয়াই মনুষ্যকে রচনা করিয়াছেন, এজন্য (ব্রহ্মণা) অর্থাৎ ব্রহ্ম ও বেদবিদ্যা বা পরমেশ্বরের জ্ঞানযুক্ত হইয়া সকল মনুষ্যেরই আপনাপন জ্ঞানের বৃদ্ধি করা কর্ত্তব্যঃ। (ঋতেশ্রিতা) এইরূপে সকল মনুষ্যই যেন ঋত অর্থাৎ সত্যবিদ্যাদি ও ধর্মাচরণাদি শুভগুণেরই সেবন করেন।

(সত্যেনাবৃতা) সকল মনুষ্যেরই প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ দ্বারা সত্যাসত্যের পরীক্ষা করিয়া, সত্যাচরণে যুক্ত হওয়া কর্ত্তব্য। (শ্রিয়া প্রাবৃতা) হে মনুষ্যগণ ! তোমরা পরম প্রয়ত্নবলে, শুভগুণ দ্বারা প্রকাশিত হইয়া, চক্রবর্ত্তী রাজ্য আদি ঐশ্বর্য্যকে সিদ্ধ বা প্রাপ্তি করিয়া শ্রেষ্ঠ লক্ষ্মী বা ঐশ্বর্য্যযুক্ত হইয়া, শোভারূপী শ্রীকে সিদ্ধ বা লাভ করিয়া

শোভাযুক্ত হও। (য়শসা পরী) মনুষ্যমাত্রেরই শুভগুণ সকল গ্রহণ করিয়া সত্যাচরণশীল ও যশঃ বা সুকীর্ত্তিযুক্ত হওয়া কর্ত্তব্য।

স্বধয়া পরিহিতা শ্রদ্ধয়া পর্য্যূঢ়া দীক্ষয়া গুপ্তা য়জ্ঞে প্রতিষ্ঠিতা লোকো নিধনম্।।১০।।

ওজশ্চ তেজশ্চ সহশ্চ বলং চ বাক্ চেন্দ্রিয়ং চ শ্রীশ্চ ধর্মশ্চ।।১১।।

অথর্ব কাং০ ১২ অনু০ ৫ মং০ ৩, ৭।

ভাষ্যম্ ঃ– (স্বধয়া পরি০) পরিতঃ সর্বতঃ স্বকীয়পদার্থশুভগুণধারণৈনৈব সংতুষ্য সর্বে মনুষ্যাঃ সর্বেভ্যো হিতাকারিণঃ স্যুঃ। (শ্রদ্ধয়া প০) সত্যমেব বিশ্বাসমূলমস্তি নাসদিতি, তয়া সত্যোপরি দৃঢ়বিশ্বাসসরূপয়া শ্রদ্ধয়া পরিতঃ সর্বত উঢাঃ প্রাপ্তবন্তঃ সন্তু। (দীক্ষয়া গুপ্তা) সদ্ভিরাপ্তৈর্বিদ্বদ্ভিঃ কৃতসত্যোপদেশযা দীক্ষযা গুপ্তা রক্ষিতাঃ, সর্বমনুষ্যাণাং রক্ষিতারশ্চ স্যুঃ (য়জ্ঞে প্রতিষ্ঠাতাঃ) 'য়জ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ' ব্যাপকে পরমেশ্বরে সর্বোপকারকেঽশ্বমেধাদৌ শিল্পবিদ্যাক্রিযাকুশলত্বে চ প্রতিষ্ঠিতাঃ প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠাশ্চ ভবন্তু। (লোকোনিধনম্) অয়ং লোকঃ সর্বেষাং মনুষ্যাণাং নিধনং য়াবনমৃত্যুর্ন ভবেৎ তাবৎ সর্বোপকারকং সৎ কর্মানুষ্ঠানং কর্ত্তুং য়োগ্যমস্তীতি সর্বৈর্মন্তব্যমিতীশ্বরোপদেশঃ।।১০।।

অন্যচ্চ – (ওজশ্চ) ন্যায়পালনান্বিতঃ পরাক্রমঃ, (তেজশ্চ) প্রগল্‌ভতা, ধৃষ্টতা, নির্ভয়তা, নির্দীনতা, সত্যে ব্যাবহারে কর্তব্যা। (সহশ্চ) সুখদুঃখহানিলাভাদিক্লেশ প্রদবর্ত্তমানপ্রাপ্তাবপি হর্ষশোকাকরণং, তন্নিবারণার্থং পরমপ্রয়ত্নানুষ্ঠানং সহনং চ সর্বৈঃ সদা কর্ত্তব্যম্। (বলং চ) ব্রহ্মচর্য্যাদিসুনিয়মাচরণেন শরীরবুদ্ধ্যাদিরোগনিরাকরণং, দৃঢ়াঙ্গতানিশ্চলবুদ্ধিত্বসম্পাদনং, ভীষণাদিকর্ময়ুক্তং বলং চ কার্য্যমিতি। (বাক্ চ) বিদ্যাশিক্ষাসত্যমধুরভাষণাদিশুভগুণযুক্তা বাণী কার্য্যেতি। (ইন্দ্রিয়ং চ) মনআদীনি বাগ্‌ভিন্নানি ষড়জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি, বাক্ চেতি কর্মেন্দ্রিয়াণামুপলক্ষণেন কর্মেন্দ্রিয়ানি চ, সত্যধর্মাচরণয়ুক্তানি পাপাদ্ ব্যতিরিক্তানি চ সদৈব রক্ষণীয়ানি। (শ্রীশ্চ) সম্রাড্‌রাজ্যশ্রীঃ পরমপুরুষার্থেন কার্য্যেতি। (ধর্মশ্চ) অয়মেব বেদোক্তো ন্যায়্যঃ, পক্ষপাতরহিতঃ সত্যাচরণয়ুক্তঃ, সর্বোপকারকশ্চ ধর্মঃ সদৈব সর্বৈঃ সেবনীয়ঃ। অস্যৈবেয়ং পূর্বা পরা সর্বা ব্যখ্যাস্তীতি বোধ্যম্।।১১।।

।।ভাষার্থ।।

(স্বধয়া পরিহিতা) সকল প্রকারই মনুষ্যগণের স্বধা অর্থাৎ আপনাপন পদার্থের ধারণ করা কর্ত্তব্য। এইরূপ অমৃতরূপী ব্যবহারে সদা সকলেরই যুক্ত হওয়া উচিত। (শ্রদ্ধয়া পর্য্যূঢ়া) মনুষ্যমাত্রই যেন সত্য ব্যবহার বিষয়ে অত্যন্ত বিশ্বাসযুক্ত হন, যেহেতু যাহা কিছু সত্য, তাহাই বিশ্বাসমূলক, এবং সত্যাচরণই উহার (উপরোক্ত বিষয়ের) ফল ও স্বরূপ হইয়া থাকে, অসত্য কদাপি হয় না। (দীক্ষয়া গুপ্তা) ঈশ্বর বলিতেছেন),

যে বিদ্বান জন সত্যশিক্ষা দ্বারা রক্ষা প্রাপ্ত হন, এইরূপে হে মনুষ্যগণ ! তোমরাও মনুষ্যাদি প্রাণিগণের রক্ষার্থে পরম পুরুষার্থ অর্থাৎ পুরষকারে রত থাক। (য়জ্ঞে প্রতিষ্ঠিতা) যজ্ঞ অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপক পরমাত্মা, অথবা সমগ্র সংসারের হিতকারী অশ্বমেধাদি যজ্ঞ, কিম্বা শিল্পবিদ্যাদির সিদ্ধি দ্বারা জগতের যে উপকার সাধিত হয়, তাহা উপরোক্ত তিন-প্রকার যজ্ঞশব্দের অর্থরূপ বিষয়ে সকল মনুষ্যেরই প্রবৃত্ত হওয়া কর্ত্তব্য। (লোকা নি০) হে মনুষ্যগণ ! যাবৎ তোমরা জীবিত থাকিবে, তাবৎ তোমরা (ধর্মযুক্ত) পুরুষকারেই রত থাক, এ বিষয়ে কদাপি আলস্য করিও না। উপরোক্ত সমস্ত উপদেশ ঈশ্বর মনুষ্যের হিতার্থেই প্রদান করিয়াছেন। ।১০।।

(ওজশ্চ) ধর্মপালন বা ধর্মাচরণযুক্ত পরাক্রম, (তেজশ্চ) প্রগল্ভতা অর্থাৎ ভয় রহিত হইয়া দীনতা হইতে দূরে থাকা, (সহশ্চ) সুখ, দুঃখ হানি ও লাভাদিতেও হর্ষযুক্ত বা শোকাতুর না হইয়া সত্যধর্মে দৃঢ় থাকা, এবং দুঃখের নিবারণ ও সহন করা, (বলঞ্চ) ব্রহ্মচর্য্যাদি পালনরূপ সুনিয়ম দ্বারা শরীরের অথবা বুদ্ধির চাতুর্য্য ও বলের বৃদ্ধি করা অর্থাৎ শারীরিক মানসিক ও আত্মিক বল বৃদ্ধি করা, (বাক্ চ) সত্যবিদ্যা শিক্ষা এবং সত্য মধুর অর্থাৎ কোমল বাক্য প্রয়োগ করা অর্থাৎ প্রিয়ভাষণ, করা, (ইন্দ্রিয়ংচ) অর্থাৎ পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় সকলকে পাপ কর্ম হইতে বিরত করিয়া, সদা সত্য ও ধর্মযুক্ত পুরুষকারে প্রবৃত্ত করা (রাখা), (শ্রীশ্চ) চক্রবর্ত্তী রাজ্য বিষয়ক সামগ্রীর সিদ্ধি করা, (ধর্মশ্চ) বেদানুসারে ন্যায়যুক্ত হইয়া ও পক্ষপাত পরিত্যাগ করিয়া সদা সত্যাচরণে রত বা যুক্ত থাকা, অসত্যাচরণে বিরত হওয়া বা উহা ত্যাগ করা কর্ত্তব্য। (ফলকথা) যাহা সকলের উপকারী ও ইহজন্ম ও পরজন্মে পরমানন্দ প্রাপ্তিই যাহার ফলস্বরূপ, তাহাকেই ধর্ম এবং ইহার বিপরীতকেই অধর্ম বলা যায়। উপরোক্ত ধর্মেরই এই সমস্ত ব্যাখ্যা, যাহা (সংগচ্ছধবং) এই মন্ত্র হইতে (য়তোভ্যুদয়) ইত্যাদি সূত্র পর্য্যন্ত, যে সকল ধর্মের লক্ষণ লিখিত হইয়াছে, তৎসমুদায়ই মনুষ্য মাত্রেরই গ্রহণ করিবার যোগ্য ও করা কর্ত্তব্য।

ব্রহ্ম চ ক্ষত্রং চ রাষ্ট্রং চ বিশশ্চ ত্বিষিশ্চ য়শশ্চ বর্চশ্চ দ্রবিণং চ। ।১২।।
আয়ুশ্চ রূপং চ নাম চ কীর্তিশ্চ প্রাণশ্চাপানশ্চ চক্ষুশ্চ শ্রোত্রং চ। ।১৩।।
পয়শ্চ রসশ্চান্নং চান্নাদ্যং চ ঋতং চ সত্যং চেষ্টং চ পূর্তং চ প্রজা চ পশবশ্চ ।১৪।

অথর্ব কাং০ ১২ অনু০৫ মং০৮,৯, ১০।

ভাষ্যম্ ঃ– ইত্যাদ্যনেকমন্ত্রপ্রমাণৈর্ধর্মো বেদেষ্বীশ্বরেণৈব সর্বমনুষ্যার্থমুপদিষ্টোऽস্তি।

(ব্রহ্ম চ) ব্রাহ্মণোপলক্ষণং সর্বোত্তমবিদ্যাগুণকর্মবত্ত্বং সদ্গুণপ্রচারকরণত্বং চ ব্রাহ্মণলক্ষণং, তচ্চ সদৈব বর্ধয়িতব্যম্ (ক্ষত্রং চ) ক্ষত্রিয়োপলক্ষণং

বিদ্যাচাতুর্য়্যশৌর্য়্যবীরপুরুষান্বিতং চ সদৈবোন্নেয়ম্ (রাষ্ট্রং চ) সৎপুরুষসভায়া সুনিয়মৈঃ সর্বসুখাঢ্যং শুভগুণান্বিতং চ রাজ্যং সদৈব কার্য়্যম্ (বিশশ্চ) বৈশ্যাদিপ্রজানাং ব্যাপারাদিবগরিনাং ভূগোলে হ্যব্যাহতগতিসম্পাদনেন ব্যাপারাদ্ধনবৃদ্ধ্যর্থং সংরক্ষণং চ কার্য়ম্, (ত্বিষিশ্চ) দীপ্তিঃ শুভগুণানাং প্রকাশঃ, সত্যগুণকামনা চ শুদ্ধা প্রচারণীয়েতি, (য়শশ্চ) ধর্মান্বিতাऽনুত্তমা কীর্ত্তিঃ সংস্থাপনীয়া, (বর্চশ্চ) সদ্বিদ্যাপ্রচারং সম্যগধ্যয়নাধ্যাপন প্রবন্ধং কর্ম সদা কার্য়ম্ (দ্রবিণং চ) অপ্রাপ্তস্য পদার্থস্য ন্যায়েন প্রাপ্তীচ্ছা কার্য়্যা, প্রাপ্তস্য সংরক্ষণ, রক্ষিতস্য বৃদ্ধির্বৃদ্ধস্য সৎকর্মসু ব্যয়শ্চ য়োজনীয়ঃ। এতচ্চতুর্বিধপুরুষার্থেন ধনধান্যোন্নতিসুখে সদৈব কার্য়্যে।।১২।।

(আয়ুশ্চ) বীর্য়্যাদিরক্ষণেন ভোজনাচ্ছাদনাদিসুনিয়মেন ব্রহ্মচর্য্যসুসেবনেনায়ুর্বলং কার্য়ম্, (রূপং চ) নিরন্তরবিষয়াসেবনেন সদৈব সৌন্দর্য়্যাদিগুণয়ুক্তং স্বরূপং রক্ষণীয়ম (নামং চ) সৎকর্মানুষ্ঠানেন নামপ্রসিদ্ধিঃ কার্য়্যা। য়তোऽন্যস্যাপি সৎকর্মসুৎসাহবৃদ্ধিঃ স্যাৎ, (কীর্ত্তিশ্চ) সদ্গুণগ্রহণার্থমীশ্বরগুণানামুপদেশার্থং কীর্ত্তনং, স্বসৎকীর্ত্তিমত্বং চ সদৈব কার্য়্যম্, (প্রাণশ্চাপানশ্চ) প্রাণায়ামরীত্যা প্রাণাপানয়োঃ শুদ্ধিবলে কার্য়্যে। শরীরাদ্ বাহ্যদেশং য়ো বায়ুর্গচ্ছতি স প্রাণঃ বাহ্যদ্দেশাচ্ছরীরং প্রবিশতি স 'বায়ুরপানঃ,' শুদ্ধদেশনিবাসাদিনৈনয়োঃ প্রচ্ছর্দনবিধারণাভ্যাং বুদ্ধিঃ শরীরবলং চ সম্পাদনীয়ম্, (চক্ষুশ্চ শ্রোত্রং চ) চাক্ষুষং প্রত্যক্ষং, শ্রোত্রং শব্দজন্যং, চাদ অনুমানাদীন্যপি প্রমাণানি য়থাবদ্ বেদিতব্যানি, তৈঃ সত্যং বিজ্ঞানং চ সর্বথা কার্য়্যম্।।১৩।।

(পয়শ্চ রসশ্চ) পয়ো জলাদিকং, রসো দুগ্ধঘৃতাদিশ্চৈতৌ বৈদ্যকরীত্যা সম্যক্ শোধয়িত্বা ভোক্তব্যৌ, (অন্নং চান্নাদ্যং চ) অন্নমোদনাদিকম্ অন্নাদ্যং ভোক্তুমর্হ শুদ্ধং সংস্কৃতমন্নং সম্পাদ্যৈব, ভোক্তব্যম্ (ঋতং চ সত্যং চ) ঋতং ব্রহ্ম সর্বদেবোপাসনীয়ং, সত্য প্রত্যক্ষাদিভিঃ প্রমাণৈঃ পরীক্ষিতং য়াদৃশং স্বাত্মন্যস্তি তাদৃশং সদা সত্যমেব বক্তব্যম্ মন্তব্যং চ, (ইষ্টং চ পূর্ত্তং চ) ইষ্টং ব্রহ্মোপাসনং সর্বোপকারকং য়জ্ঞানুষ্ঠানং চ, পূর্ত্তং তু য়ৎপূর্ত্ত্যর্থং মনসা বাচা কর্মণা সম্যক্ পুরুষার্থে নৈব সর্ববস্তুসম্ভারৈশ্চোভয়ানুষ্ঠানপূর্ত্তিং কার্য়্যেতি (প্রজা চ পশবশ্চ) প্রজা সন্তানাদিকা রাজ্যং চ সুশিক্ষাবিদ্যাসুখান্বিতা, হস্ত্যশ্বাদয়ঃ পশবশ্চ সম্যক্ শিক্ষান্বিতাঃ কার্য়্যাঃ। বহুভিশ্চকারৈরন্যেऽপি শুভগুণা অত্র গ্রাহ্যাঃ।।১৪।।

।। ভাষার্থ।।

(ব্রহ্ম চ) সর্বোত্তম বিদ্যাসম্পন্ন ও শ্রেষ্ঠ কর্মকারী লোককে ব্রাহ্মণ বর্ণের অধিকার দেওয়া উচিত, এইরূপ লোক দ্বারাই বিদ্যার প্রচার করা কর্ত্তব্য, এবং এইরূপ শ্রেষ্ঠ স্বভাবযুক্ত মনুষ্যেরও সদা বিদ্যার প্রচারে তৎপর থাকা উচিত। (ক্ষত্রং চ) সর্বপ্রকার কার্য্যে দক্ষ, শূর, বীর ধৈর্যশালী বীরপুরুষকেই সেনাদলে নিযুক্তকরা কর্ত্তব্য। দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনকারী ইত্যাদি শুভগুণের বৃদ্ধিতে তৎপর পুরুষকেই ক্ষত্রিয়

বর্ণের অধিকার দিবে, (রাষ্ট্রঞ্চ) শ্রেষ্ঠ পুরুষদিগকে সভায় উত্তম উত্তম নিয়ম দ্বারা, রাজ্য সম্বন্ধীয় সকল প্রকার সুখ বর্দ্ধন করাইবে। শুভগুণযুক্ত হইয়া সমস্ত শুভকার্য্যের সিদ্ধিসাধন করা সকলের কর্ত্তব্য। (বিশিশ্চ) ব্যাপারাদি ব্যবহারে রত, এবং ভুগোলের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে যাতায়াত এবং যাহাতে ধনাগম বা ধন বৃদ্ধি হয়, তদ্বিষয়ের বিশেষ প্রবন্ধকারীকে বৈশ্য বর্ণের অধিকার দেওয়া উচিত। (ত্বিষিঞ্চ) মনুষ্যমাত্রেরই সর্বসময়ে সত্য গুণেরই প্রকাশ করা উচিত। (য়শশ্চ) এইরূপে শুভকর্মের অনুষ্ঠান দ্বারা সকলেরই পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তির বৃদ্ধি করা কর্ত্তব্য। (বর্ণশ্চ) সত্যবিদ্যার প্রচারার্থ পুত্র কন্যাদিগকে পাঠশালাদিতে পঠন পাঠনের ব্যবস্থা বিষয় যাহাতে বৃদ্ধি পায়, তদ্বিষয়ের প্রচারে উদ্যোগী হওয়া উচিত। (দ্রবিণং চ) এইরূপে পূর্বোক্ত ধর্মানুসারে অপ্রাপ্ত বস্তর প্রাপ্তি ইচ্ছায়, পুরুষকারে রত থাকিবে, এবং প্রাপ্ত বস্তর যথাবৎ রক্ষা করিবে, ও রক্ষিত পদার্থের সদা বৃদ্ধিতে তৎপর থাকিবে। এইরূপে বৃদ্ধি প্রাপ্ত ধনাদিকে বিদ্যা প্রচারার্থ যথাবৎ ব্যয় করা কর্ত্তব্য। উপরোক্ত চারিপ্রকার পুরুষকার দ্বারা ধনধান্যাদির বৃদ্ধি করতঃ সুখ বৃদ্ধিতে তৎপর থাকিবে।।১২।।

(আয়ুশ্চ) শরীরস্থিত বীর্য্যাদি ধাতুর শুদ্ধি ও রক্ষা করা, এবং যুক্তিপূর্বক ভোজন ও বস্ত্রাদি ধারণ করা ইত্যাদি শুভ নিয়ম দ্বারা আয়ুর বৃদ্ধি করা কর্ত্তব্য। (রূপঞ্চ) অত্যন্ত বিষয় ভোগ হইতে পৃথক থাকিয়া, শুদ্ধ বস্ত্রাদি ধারণ পূর্বক শরীরকে সর্বদা উত্তমরূপে রাখিবে। (নাম চ) শুভকর্মের আচরণ দ্বারা নামের প্রসিদ্ধি করা অর্থাৎ শুভকর্মানুষ্ঠান দ্বারা সুনাম বা সুযশ বৃদ্ধি করা কর্ত্তব্য, যাহা দেখিয়া অপর লোকের শুভকর্মে মতি জন্মে ও উৎসাহ বৃদ্ধি হয়। (কীর্ত্তিশ্চ) শ্রেষ্ঠ গুণ সকল গ্রহণার্থে পরমেশ্বরের গুণবিষয় শ্রবণ ও তদ্বিষয়ে উপদেশ করিতে থাক। হে মনুষ্য! যদ্দ্বারা তোমার যশোবৃদ্ধি হয়, তাহাই তোমার করা কর্ত্তব্য। (প্রাণশ্চাপানশ্চ্য) যে বায়ু বাহির হইতে অন্তরে প্রবেশ করে তাহাকে প্রাণ বায়ু বলে ও যাহা অন্তর হইতে বহির্দেশে আগমন করে তাহাকে অপান বায়ু বলা যায়, অতএব হে মনুষ্যগণ! তোমরা শুদ্ধদেশে বাস ও যোগাভ্যাস দ্বারা অন্তরের বায়ু বাহিরে বলপূর্বক নিঃসরণ করিয়া, শরীরকে নীরোগ করতঃ বুদ্ধি আদির বৃদ্ধি সাধন কর। (চক্ষুশ্চ শ্রোত্রশ্চ) অর্থাৎ প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, শব্দ, ঐতিহ্য, অর্থাপত্তি, সম্ভব ও অভাব এই অষ্টপ্রকার প্রমাণ রূপ বিজ্ঞান বলে সদা সত্যেরই গ্রহণ করিতে থাক।।১৩।।

(পয়শ্চ রসশ্চ) পয়ঃ অর্থাৎ দুগ্ধ ও জলাদি পদার্থ এবং রস অর্থাৎ শর্করা ওষধি ও ঘৃতাদি পদার্থ, এই সকল দ্রব্যকে যথাশক্তি আয়ুর্বেদ শাস্ত্রমতে শোধন পূর্বক ভোজন করিতে থাক, অর্থাৎ ভোজন করা কর্ত্তব্য। (ঋতঞ্চ সত্যঞ্চ) ঋত অর্থাৎ পরমাত্মারই সদা উপাসনা করা কর্ত্তব্য। হৃদয়ে যাহা সত্য বলিয়া জ্ঞাত হওয়া যায়, তদ্রূপই ভাষণ করা উচিত এবং সদা একমাত্র সত্যকেই স্বীকার করিবে। (ইষ্টঞ্চ পূর্ত্তঞ্চ) ইষ্টরূপ এক ব্রহ্মেরই উপাসনা করিবে এবং পূর্বোক্ত যে সকল যজ্ঞ, যাহা সমগ্র সংসারের

সুখপ্রদাতা সেই ইষ্টের সিদ্ধি করিবার পূর্তি এবং যে যে উত্তম কর্মের অনুষ্ঠানে যাহা করা কর্ত্তব্য ও আবশ্যক, তদ্বিষয় সম্পন্ন করা কর্ত্তব্য। (প্রজাচপশবশ্চ) মনুষ্যমাত্রেরই নিজ নিজ সন্তানকে ও (রাজার পক্ষে) রাজ্যকে অর্থাৎ রাজ্যের লোককে উত্তম শিক্ষা প্রদান করা উচিত, এবং ঘোটক, হস্তি আদি পশু সকলকেও যেন উত্তমরূপে শিক্ষা প্রদান করিবে অর্থাৎ করা কর্ত্তব্য। উপরোক্ত মন্ত্রে আরও অনেক প্রয়োজনীয় বিষয় কথিত হইয়াছে, যদ্দ্বারা মনুষ্যের ধর্মের অপরাপর শুভলক্ষণ গ্রহণ করা উচিত।।১৪।।

অত্র ধর্মবিষয়ে তৈত্তিরীয়শাখায়া অন্যদপি প্রমাণম্ –

'ঋতং চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। সত্যং চ স্বা০। তপশ্চ স্বা০। শমশ্চ স্বা০। অগ্নয়শ্চ স্বা০। অগ্নিহোত্রং চ স্বা০। অতিথয়শ্চ স্বা০। মানুষং চ স্বা০। প্রজা চ স্বা০। প্রজনশ্চ স্বা০। প্রজতিশ্চ স্বা০। সত্যমিতি সত্যবচা রাথীতরঃ। তপ ইতি তপোনিত্যঃ পৌরুশিষ্টিঃ। স্বাধ্যায় প্রবচনে এবেতি নাকো মৌদ্গল্যঃ। তদ্ধি তপস্তদ্ধি তপঃ।।১।।

বেদমনূচ্যাচার্য্যোঽন্তেবাসিনমনুশাস্তি। সত্যং বদ। ধর্মং চর। স্বাধ্যায়ান্মা প্রমদঃ। আচার্য্যায় প্রিয়ং ধনমাহৃত্য প্রজাতন্তুং মা ব্যবচ্ছেৎসীঃ। সত্যান্ন প্রমদিতব্যাম্। ধর্মান্ন প্র০। কুশলান্ন প্র০। ভূত্যৈ ন প্র০। স্বাধ্যায়প্রবচনাভ্যাং ন প্র০। দেবপিতৃকার্য্যাভ্যাং ন প্র০। মাতৃদেবো ভব। পিতৃদেবো ভব। আচার্য্যদেবো ভব। অতিথিদেবো ভব। য়ান্যনবদ্যানি কর্মাণি তানি সেবিতব্যানি নো ইতরাণি। য়ান্যস্মাকꣳসুচরিতানি তানি ত্বয়োপাস্যানি।।২।। নো ইতরাণি। য়েকে চাস্মচ্ছ্রেয়াꣳসো ব্রাহ্মণাঃ। তেষাং ত্বয়াসনেন প্রশ্বসিতব্যম্। শ্রদ্ধয়া দেয়ম্। অশ্রদ্ধয়া দেয়ম্। শ্রিয়া দেয়ম। হ্রিয়া দেয়ম্। ভিয়া দেয়ম্। সংবিদা দেয়ম্। অথ য়দি তে কর্মবিচিকিৎসা বা বৃত্তবিচিকিৎসা বা স্যাৎ। য়ে তত্র ব্রাহ্মণাঃ সম্মর্শিনঃ, য়ুক্তা আয়ুক্তাঃ, অলুক্ষা ধর্মকামাঃ স্যুঃ, য়থা তে তত্র, বর্ত্তেরন্, তথা তত্র বর্ত্তেথাঃ। অথাভ্যাখ্যাতেষু য়ে তত্র ব্রাহ্মণাঃ সম্মর্শিনঃ, য়ুক্তা আয়ুক্তা, অলুক্ষা ধর্মকামাঃ স্যুঃ, য়থা তে তেষু বর্ত্তেরন্, তথা তেষু বর্ত্তেথাঃ। এষ আদেশঃ। এষ উপদেশঃ। এষা বেদোপনিষৎ। এতদনুশাসম্। এবমুপাসিতব্যম্। এবমু চৈতদুপাস্যম্।।৪।। তৈত্তিরীয় আরণ্যকে। প্রপা০ ৭। অনু০ ৯, ১১।

ভাষ্যম্ ঃ- (এতেষামভিপ্রায়ঃ) সর্বৈর্মনুষ্যৈরেতানি বক্ষ্যমাণানি ধর্মলক্ষণানি সদৈব সেব্যানীতি।

(ঋতং চ) য়থার্থস্বরূপং বা জ্ঞানং, (সত্যং চ০) সত্যস্যাচরণং চ, (তপশ্চ০) জ্ঞানধর্ময়োর্ঋতাদিধর্মলক্ষণানাং য়থাবদনুষ্টানম্, (দমশ্চ) অধর্মাচরণাদিন্দ্রিয়াণি সর্বথা নিবর্ত্ত্য তেষাং সত্যধর্মাচরণে সদৈব প্রবৃত্তিঃ কার্য্যা, (শমশ্চ০) নৈব মনসাপি কদাচিদধর্মকরণেচ্ছা কার্য্যেতি, (অগ্নশ্চ০) বেদাদিশাস্ত্রেভ্যোঽগ্ন্যাদিপদার্থেভ্যশ্চ পারমার্থিকব্যবহারিক বিদ্যোপকারকরণম্, (অগ্নিহোত্রং চ) নিত্যহোম-মারভ্যাশ্বমেধপর্য্যন্তেন য়জ্ঞেন বায়ুবৃষ্টিজলশুদ্ধিদ্বারা সর্বপ্রাণিনাং সুখসম্পাদনং কার্য্যম্, (অতিথয়০) পূর্ণবিদ্যাবতাং ধর্মাত্মনাং সঙ্গসেবাভ্যাং সত্যশোধনং ছিন্নসংশয়ত্বং চ কার্য্যম, (মানুষং চ০) মনুষ্যসম্বন্ধিরাজ্যবিদ্যাদিবিত্তং সম্যক্ সিদ্ধং কর্ত্তব্যম্, (প্রজা চ) ধর্মেণৈব প্রজামুৎপাদ্য সা সদৈব সত্যধর্মবিদ্যাসুশিক্ষয়ান্বিতা কার্য্যা, (প্রজনশ্চ০) বীর্য্যবৃদ্ধিঃ পুত্রেষ্টিরীত্যা ঋতুপ্রদানং চ কর্ত্তব্যম্, (প্রজাতিশ্চ০) গর্ভরক্ষা জন্মসময়ে সংরক্ষণং সন্তানশরীরবুদ্ধিবর্দ্ধনং চ কর্ত্তব্যম্। (সত্যমস্তি০) মনুষ্য সদা সত্যবক্তৈব ভবেদিতি রাথীতরাচার্য্যস্য মতমস্তি। (তপ ইতি০) য়দৃতাদিসেবনেনৈব সত্যবিদ্যাধর্মানুষ্ঠানমস্তি তন্নিত্যমেব কর্ত্তব্যমিতি পৌরুশিষ্টেরাচার্য্যস্য মতমস্তি। পরন্তু নাকোমৌদ্গল্যস্যেদং মতমস্তি–স্বাধ্যায়ো বেদবিদ্যাধ্যয়নং, প্রবচনং তদধ্যাপনং চেত্যুভয়ং সর্বেভ্যঃ শ্রেষ্ঠতমং কর্মাস্তি। ইদমেব মনুষ্যেষু পরমং তপোঽস্তি, নাতঃপরমুত্তমং ধর্মলক্ষণং কিঞ্চিদ্বিদ্যত ইতি।।১।।

(বেদমনুষ্যা০) আচার্য্যঃ শিষ্যায়বেদানধাপ্য ধর্মমুপদিশতি - হে শিষ্য ! ত্বয়া সদৈব সত্যমেব বক্তব্যং সত্যভাষণাদিলক্ষণো ধর্মশ্চ সেবনীয়ঃ । শাস্ত্রোধ্যনাধ্যাপনে কদাপি নৈব ত্যাজ্যে। আচায়্যসেবা প্রজোৎপত্তিশ্চ, সত্যধর্মকুশলতৈশ্বর্য়সংবর্ধনসেবনে সদৈব কর্তব্যে ।[২] দেবা বিদ্বাংসঃ, পিতরো জ্ঞানিনশ্চ, তেভ্যো জ্ঞানগ্রহণং, তেষাং সেবনং চ সদৈব কায়্যম্ , এবং মাতৃপিত্রাচায়্যাতিথীনাং সেবনং চৈতৎসর্বং সম্প্রীত্যা কর্তব্যম্। নৈতৎ কদাপি প্রমাদাৎ ত্যাজ্যমিতি। বক্ষ্যমাণরীত্যা মাত্রাদয় উপদিশেয়ুঃ - ভোঃ পুত্রা য়ান্যুত্তমানি কর্মাণি বয়ং কুর্মস্তান্যেব য়ুষ্মাভিরাচরিতব্যানি । য়ানি তু পাপাত্মকানি কানিচিদস্মাভিঃ ক্রিয়ন্তে তানি কদাপি নৈবাচরণীযানি।।২।।

য়েঽস্মাকং মধ্যে বিদ্বাংসো ব্রহ্মবিদঃ স্যুস্তৎসঙ্গস্তদুক্তবিশ্বাসশ্চ সদৈব কর্ত্তব্যো নেতরেষাম্। মনুষ্যৈর্বিদ্যাদিপদার্থদানং প্রীত্যাঽপ্রীত্যা শ্রিয়া, লজ্জয়া, ভয়েন, প্রতিজ্ঞয়া চ সদৈব কর্ত্তব্যম্, অর্থাৎ প্রতিগ্রহাদ্ দানমতীব শ্রেয়স্করমিতি। ভোঃ শিষ্য ! তব কস্মিংশ্চিদ্ কর্মণ্যাচরণে চ সংশয়ো ভবেৎ।।৩।।

তদা ব্রহ্মবিদাং পক্ষপাতরহিতানাং য়োগিনামধর্মাৎ, পৃথগ্ভূতানাম্, বিদ্যাদিগুণৈঃ স্নিগ্ধানাং ধর্মকামানাং বিদুষাং সকাশাদুত্তরং গ্রাহ্যং, তেষামেবাচরণং চ। য়াদৃশেন মার্গেণ তে বিচরেয়ুস্তেনৈব মার্গেণ ত্বয়াপি গন্তব্যম্। অয়মেব য়ুষ্মাকং হৃদয় আদেশ উপদেশো হি স্থাপ্যত, ইয়মেব বেদানামুপনিষদস্তি। ঈদৃশমেবানুশাসনং সর্বৈর্মনুষ্যৈঃ কর্ত্তব্যম্। ঈদৃগাচরণপুরঃসরমেব পরমশ্রদ্ধয়া সচ্চিদানন্দাদিলক্ষণং ব্রহ্মোপাস্যং নান্যথেতি।।৪।।

।। ভাষার্থ।।

তৈত্তিরীয় শাখায় ধর্মবিষয়ক আদেশ আছে, যাহা পরে লিখিত হইবে। (ঋতঞ্চ) মনুষ্যমাত্রেরই জ্ঞান ও বিদ্যার বৃদ্ধি করিয়া ব্রহ্মেরই উপাসনা করা কর্ত্তব্য, এবং তৎসঙ্গে বেদাদি সত্যশাস্ত্রের পঠন পাঠনেও সদা রত থাকা উচিত। (সত্যঞ্চ) এইরূপে হে মনুষ্যগণ। প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ দ্বারা পরীক্ষা করিয়া যে, বিষয় আত্মায সত্য বলিয়া প্রতিভাত হইবে, তাহাই বাক্যে প্রয়োগ করিবে ও তাহাকেই সত্য বলিয়া জ্ঞান করিবে এবং কদাপি পঠন পাঠন পরিত্যাগ করিবে না। (তপশ্চ) বিদ্যোপার্জনার্থ ব্রহ্মচর্য্যরূপ আশ্রম ও ব্রত-প্রতিপালন করিয়া সদা ধর্মে রত থাকিবে। (দমশ্চ) নেত্রাদি বাহ্যেন্দ্রিয়গণকে অধর্ম ও আলস্যাদি হইতে পৃথক করিয়া সদা ধর্মমার্গে পরিচালন কর অর্থাৎ করিতে থাক। (শমশ্চ) নিজ আত্মা ও মনকে সদা ধর্ম সেবনেই স্থির রাখ। (অগ্নয়শ্চ) বেদ ও অগ্ন্যাদি পদার্থ দ্বারা ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের, সিদ্ধির জন্য তৎপর হও ও বিবিধপ্রকার শিল্প বিদ্যার উন্নতি সাধন কর। (অগ্নিহোত্রশ্চ) বায়ু ও বৃষ্টির জল শুদ্ধির জন্য অগ্নিহোত্র হইতে অশ্বমেধ পর্য্যন্ত যজ্ঞাদি দ্বারা সদা সৃষ্টির উপকার করিতে থাক। (অতিথিয়শ্চ) সমগ্র জগতের উপকারার্থে সত্যবাদী, সত্যকারী পূর্ণ বিদ্বান্ ও সকলের সুখাকাঙ্খী সাধুগণের সহিত সৎসঙ্গরূপ যোগ্য ব্যবস্থা বিষয়ের বৃদ্ধিতে তৎপর হও। (মনুষ্যঞ্চ) রাজ্য, প্রজা ও মনুষ্যমাত্রেরই সত্য ও যথার্থ দ্বারা ধনাদি পদার্থের বৃদ্ধি ও রক্ষা করতঃ শুভকার্য্যে ও ধর্মার্থে ঐ অর্থ ব্যয় করিয়া ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষরূপ চতুর্বর্গেরফল প্রপ্তি দ্বারা নিজ নিজ মানব জীবন সফল করা কর্তব্য। (প্রজা চ) সন্তানদিগকে যথাযোগ্য পালন ও বিদ্যা প্রদান করিবে যাহাতে তাহারা বিদ্বান্ ও ধর্মাত্মা হইয়া ধর্মযুক্ত পুরুষার্থে রত হয়, তদ্বিষয়ে অনুষ্ঠান কর। (প্রজনাশ্চ) সন্তান উৎপত্তির ব্যবহার বিষয়কে পুত্রেষ্টি বলা হয়, এই পুত্রেষ্টি সাধনজন্য উত্তমোত্তম পদার্থ,ভোজন ও ওষধাদি সেবন করিতে ও করাইতে থাক, এবং সেই সঙ্গে য়থোচিৎ গর্ভ রক্ষা করিবে। (প্রজাতিশ্চ) পুত্র-কন্যার জন্মকালীন স্ত্রী ও নবপ্রসূত সন্তানদিগের যত্ন ও যুক্তি সহকারে রক্ষা করিবে।

ঋত হইতে প্রজাতি পর্যন্ত যে দ্বাদশ প্রকার লক্ষণ আছে, তৎসঙ্গে স্বাধ্যায় অর্থাৎ পঠন ও প্রবচন পাঠন বিষয়ে উপদিষ্ট হইয়াছে; তাহার কারণ এই যে, পূর্বোক্ত যে সকল ধর্মের লক্ষণ কথিত হইয়াছে তাহা তখনই প্রাপ্ত হইতে পারিবেন যখন সমস্ত মনুষ্যগণ সত্যবিদ্যা পঠন-পাঠন করিবেন এবং তখনই সকলে সর্বদা সুখে থাকিবেন। যেহেতু সমস্ত শুভগুণের মধ্যে বিদ্যাকেই শ্রেষ্ঠগুণ বলিয়া জানিবে। অতএব সমস্ত ধর্মসম্বন্ধীয় লক্ষণের সহিত স্বাধ্যায় ও প্রবচনকে গ্রহণ করা হইয়াছে । সুতরাং ইহাদিগকে মনুষ্যের কদাপি পরিত্যাগ করা কর্তব্য নহে। (সত্যমিতি) হে মনুষ্যগণ! তোমরা সদা সর্বদা সত্য বচন প্রয়োগ করিবে অর্থাৎ সত্য বলিবে। (তপ ইতি) ধর্ম ও ঈশ্বর প্রপ্তির জন্য প্রতিদিন বিদ্যা গ্রহণ কর, অর্থাৎ বিদ্যার চর্চায় রত থাক, যেহেতু বিদ্যা সম্বন্ধে পঠন পাঠনই সর্বোত্তম (কার্য)।।১।।

(বেদ মনুচ্যা) আচার্য্য অর্থাৎ যিনি বিদ্যা ও সুশিক্ষা প্রদান করেন, তাঁহার কর্ত্তব্য এই যে, পুত্র বা শিষ্যগণকে বিদ্যাপাঠের সময় অর্থাৎ যতদিন পর্য্যন্ত তাহাদিগের বিদ্যাভ্যাস বা বিদ্যাপাঠ সাঙ্গ না হয়, তাবৎ আচার্য্যের এইরূপ উপদেশ দেওয়া কর্ত্তব্য যে, হে পুত্র বা শিষ্যগণ ! তোমরা সদা সত্যবচন প্রয়োগ করিবে এবং ধর্মে মতি রাখিয়া একমাত্র পরমেশ্বরেরই ভক্তি ও উপাসনা করিবে, এবং সত্যাচরণ ও ধর্মাচরণে কদাপি আলস্য করিও না। তোমরা নিজ নিজ আচার্য্যকে উত্তমোত্তম পদার্থ প্রদানপূর্বক প্রসন্ন করিবে, এবং যুবাকালেই (সমাবর্ত্তনান্তর) বিবাহ করিয়া প্রজার উৎপত্তি সাধন করিবে এবং কদাপি সত্যধর্মকে পরিত্যাগ করিও না। কুশলতা অর্থাৎ চতুরতা দ্বারা 'ভূতি' অর্থাৎ উত্তম ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধিতে তৎপর হও এবং পঠন পাঠন বিষয়ে কদাপি আলস্য করিও না (১)।

(দেবপিতৃ) দেব অর্থাৎ বিদ্বানপুরুষ ও পিতৃ অর্থাৎ জ্ঞানী পুরুষগণের সেবায় ও তাহাদিগের সহিত সৎসঙ্গ করিয়া বিদ্যা গ্রহণে আলস্য বা প্রমাদ করিও না। (এইরূপে) মাতা পিতা আচার্য্য বা বিদ্যাদাতা এবং অতিথি অর্থাৎ যে সকল বিদ্বান পুরুষ সদা সত্যোপদেশ করিয়া দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়া বেড়ান, এইরূপ সাধু লোকদিগের সেবায় কদাপি আলস্য বা অবহেলা করিও না। সদা সত্যভাষণাদি শুভগুণ ও কর্মেরই সেবন করিবে এবং কদাপি অসত্য ভাষণাদি করিও না। মাতা-পিতা আচার্য্যাদিরও কর্ত্তব্য, যে তাঁহারা নিজ নিজ পুত্র বা শিষ্যকে এইরূপ উপদেশ করিবেন, যে হে পুত্র ও শিষ্যগণ ! তোমরা আমাদিগের সুচরিত্র ও শুভানুষ্ঠান গ্রহণ কর, অর্থাৎ আমরা চরিত্র সুগঠিত করিয়া যেরূপ ধর্মানুষ্ঠানে রত রহিয়াছি, তোমরাও তদ্রূপ করিতে চেষ্টা কর, পরন্তু আমাদিগের মন্দাচরণের আদৌ অনুকরণ করিও না।২। আমাদিগের মধ্যে যাঁহারা বিদ্বান, ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞ ও ধর্মাত্মা আছেন তাঁহাদিগের বচনে সদা তোমরা বিশ্বাস করিবে। এইরূপ মহাত্মাগণকে প্রীতি, অপ্রীতি, শ্রী বা লজ্জা, ভয় বা প্রতিজ্ঞা (যে কোন প্রকারে হউক) সদা (উত্তমোত্তম) দ্রব্য প্রদান করিতে থাকিবে। এবং সদা বিদ্যা দানে রত থাক। যদি তোমাদিগের কোন বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হয়, তবে পূর্ণ বিদ্বান পক্ষপাত রহিত ধর্মাত্মা মনুষ্যের নিকট হইতে উক্ত বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়া শঙ্কা সমাধান করিতে থাক।৩। এইরূপ (মহাত্মাগণ) যে যে ধর্মের যেরূপে আচরণ বা অনুষ্ঠান করিবে। ইহাই আদেশ অর্থাৎ অবিদ্যা ও অধর্মকে দূর করিয়া তৎ তৎ স্থানে বিদ্যা ও ধর্মকে স্থাপন করিতে থাক। ইহাকেই অর্থাৎ উপরোক্ত ধর্ম ও সত্যোপদেশকেই উপদেশ বা শিক্ষা বলা যায় এইরূপে শুভলক্ষণ সকলের গ্রহণপূর্বক এক পরমেশ্বরেরই সদা উপসানা করিবে।৪।

ঋতং তপঃ সত্যং তপঃ শ্রুতং তপঃ শান্তং তপো দমস্তপঃ শমস্তপো দানং তপো যজ্ঞস্তপো ভূর্ভুবঃ সুবর্ব্রহ্মৈতদুপাস্বৈতত্তপঃ ।

তৈত্তি০ আরণ্য০ প্রপা০ ১০ অনু০ ৮।

ভাষ্যম্ ঃ- ইদানীং তপসো লক্ষণমুচ্যতে–(ঋতং) য়ত্তত্ত্বং ব্রহ্মণ এবোপাসনং য়থার্থজ্ঞানং চ, (সত্যং০) সত্যকথনং সত্যমাচরণং চ, (শ্রুতং০) সর্ববিদ্যাশ্রবণং শ্রাবণং চ, (শান্তং) অধর্মাৎ পৃথক্কৃত্য মনসো ধর্মে সংস্থাপনং মনঃ শান্তি, (দমস্ত০) ইন্দ্রিয়াণাং ধর্ম এব প্রবর্ত্তনমধর্মান্নিবর্ত্তনং চ, (শমস্ত০) মনসোঽপি নিগ্রহশ্চাধর্মাদ্ধর্মে প্রবর্ত্তন্ চ, (দানং ত০) তথা সত্যবিদ্যাদিদানং সদা কর্ত্তব্যম্, (য়জ্ঞস্ত০) পূর্বোক্তং য়জ্ঞানুষ্ঠানং চৈতৎসর্বং তপঃশব্দেন গৃহ্যতে নান্যদিতি। অন্যচ (ভূর্ভু০) হে মনুষ্য ! সর্বলোকব্যাপকং য়দ্ ব্রহ্মাস্তি তদেব ত্বমুপাস্বেদমেব তপো মন্যধ্বং নাতো বিপরীতমিতি।

।। ভাষার্থ।।

(ঋতং তপঃ) যথার্থ তত্ত্বকে মানিতে, সত্য বাক্য প্রয়োগকরিতে, (শ্রুতং) সমস্ত বিদ্যা বিষয় শ্রবণ করিতে (শান্তং) এবং উত্তম কর্ম, শ্রেষ্ঠ স্বভাব ধারণ করিতে প্রবৃত্ত থাকাকে এবং পূর্বোক্ত শম, দম, দান ও যজ্ঞে রত থাকা এবং প্রেম ও ভক্তিসহকারে ত্রিকালব্যাপক পরমেশ্বরের উপাসনা করাকেই তপঃ বলা হয়। 'ঋত' আদি শব্দের অর্থ পূর্বে প্রকাশ করিয়াছি।

সত্যং পরং পরꣳসত্যꣳ সত্যেন ন সুবর্গাল্লোকাচ্চ্যবন্তে কদাচন, সতাꣳহি সত্যং, তস্মাৎ সত্যে রমন্তে। তপ ইতি তপো নানশনাৎ পরং, য়দ্ধি পর তপস্তদ্দুর্ধর্ষং, তদ্দু-রাধর্ষং তস্মাৎ তপসি রমন্তে। দম ইতি নিয়তং ব্রহ্মচারিণস্তস্মাদ্ দমে রমন্তে। শম ইত্যরণ্যে মুনয়স্তস্মাচ্ছমে রমন্তে। দানমিতি সর্বাণি ভূতানি প্রশꣳসন্তি, দানান্নাতিদুষ্করং, তস্মাদ্ দানে রমন্তে। ধর্ম ইতি ধর্মেণ সর্বমিদং পরিগৃহীতং, ধর্মান্নাতিদুশ্চরং তস্মাদ্ধর্মে রমন্তে। প্রজন ইতি ভূয়াꣳস সন্তস্মাদ্ ভূয়িষ্ঠাঃ প্রজায়ন্তে, তস্মাদ্ ভূয়িষ্ঠাঃ প্রজননে রমন্তে। অগ্নয় ইত্যাহ তস্মাদগ্নয় আধাতব্যাঃ। অগ্নিহোত্রমিত্যাহ তস্মাদগ্নিহোত্রে রমন্তে। য়জ্ঞ ইতি য়জ্ঞেন হি দেবা দিবংগতাস্তস্মাদ্যজ্ঞে রমন্তে। মানসমিতি বিদ্বাꣳসস্তস্মাদ্বিদ্বাꣳস এব মানসে রমন্তে। ন্যাস ইতি ব্রহ্মা, ব্রহ্মা হি পরঃ, পরো হি ব্রহ্মা, তানি বা এতান্যবরাণি তপাꣳসি, ন্যাস এবাত্যরেচয়ৎ। য় এবং বেদেত্যুপনিষৎ।

প্রাজাপত্যো হাঽঽরুণিঃ সুপর্ণেয়ঃ প্রজাপতিং পিতরমুপসসার, কিং ভগবন্তঃ পরমং বদন্তীতি তস্মৈ প্রোবাচ–সত্যেন বায়ুরাবাতি, সত্যেনাঽঽদিত্যো রোচতে দিবি, সত্যং বাচঃ প্রতিষ্ঠা, সত্যে সর্বং প্রতিষ্ঠিতং, তস্মাৎ সত্যং পরমং বদন্তি। তপসা দেবা দেবতামগ্র আয়ন্তপসর্ষয়ঃ সুবরন্ববিন্দন্, তপসা সপত্নান্ প্রণুদামারাতীস্তপসি সর্বং প্রতিষ্ঠিতং তস্মাৎ তপঃ পরমং বদন্তি। দমেন দান্তাঃ কিল্বিষমবধূন্বন্তি দমেন ব্রহ্মচারিণঃ সুবরগচ্ছন্ দমো ভূতানাং দুরাধর্ষং, দমে সর্বং প্রতিষ্ঠিতং তস্মাদ্ দমং পরমং বদন্তি। শমেন শান্তাঃ শিবমাচরন্তি শমেন নাকং মুনয়োঽন্ববিন্দঞ্ছমো ভূতানাং দুরাধর্ষং শমে সর্বং প্রতিষ্ঠিতং তস্মাচ্ছমং পরমং বদন্তি। দানং য়জ্ঞানাং বরুখং দক্ষিণা লোকে দাতারꣳ সর্বভূতান্যুপজীবন্তি দানেনারাতীরপানুদন্ত দানেন দ্বিষন্তো মিত্রা ভবন্তি দানে

সর্বং প্রতিষ্ঠিতং তস্মাদ্ দানং পরমং বদন্তি। ধর্মো বিশ্বস্য জগতঃ প্রতিষ্ঠা, লোকে ধর্মিষ্ঠং প্রজা উপসর্পন্তি ধর্মেণ পাপমপনুদন্তি ধর্মে সর্বং প্রতিষ্ঠিতং তস্মাদ্ধর্মং পরমং বদন্তি। প্রজননং বৈ প্রতিষ্ঠা লোকে সাধু প্রজায়াস্তন্তুং তন্বানঃ পিতৃণামনৃণো ভবতি তদেব তস্য অণৃং তস্মাৎ প্রজননং পরমং বদন্তি।

অগ্নয়ো বৈ ত্রয়ীবিদ্যা দেবয়ানঃ পন্থা গার্হপত্য ঋক্ পৃথিবী রথন্তরমন্বাহার্য্য পচনো য়জুরন্তরিক্ষং বামদেব্যমাহবনীয়ঃ সাম সুবর্গো লোকো বৃহৎ তস্মাদগ্নীন্ পরমং বদন্তি। অগ্নিহোত্রꣳ সায়ংপ্রাতর্গৃহাণাং নিষ্কৃতিঃ স্বিষ্টꣳ সুহুতং য়জ্ঞক্রতূনাং প্রাপণꣳ সুবর্গস্য লোকস্য জ্যোতিস্তস্মাদগ্নিহোত্রং পরমং বদন্তি। য়জ্ঞ ইতি য়জ্ঞেন হি দেবা দিবং গতা য়জ্ঞেনাসুরানপানুদন্ত য়জ্ঞেন দ্বিষন্তো মিত্রা ভবন্তি য়জ্ঞে সর্বং প্রতিষ্ঠিতং, তস্মাদ্যজ্ঞং পরমং বদন্তি। মানসং বৈ প্রাজাপত্যং পবিত্রং মানসেন মনসা সাধু পশ্যতি মানসা ঋষয়ঃ প্রজা অসৃজন্ত মানসে সর্বং প্রতিষ্ঠিতং তস্মান্মানসং পরমং বদন্তি।

তৈত্তি০ আরণ্য০ প্রপা০ ১০ অনু০ ৬২, ৬৩।

ভাষ্যম্ ঃ [অয়মভিপ্রায়ঃ] – (সত্যং প০) সত্যভাষণাৎ সত্যাচরণাচ্চ পরং ধর্মলক্ষণং কিংচিন্নাস্ত্যেব। কুতঃ ? সত্যেনৈব নিত্যং মোক্ষসুখং সংসারসুখং চ প্রাপ্য পুনস্তস্মান্নৈব কদাপি চ্যুতির্ভবতি। সৎপুরুষাণামপি সত্যাচরণমেব লক্ষণমস্তি। তস্মাৎ কারণাৎ সর্বৈর্মনুষ্যৈঃ সত্যে খলু রমণীয়মিতি। তপস্তু ঋতাদিধর্মলক্ষণানুষ্ঠানমেব গ্রাহ্যম্। এবং সম্যগ্ ব্রহ্মচর্য্যসেবনেন বিদ্যাগ্রহণং ব্রহ্ম ইত্যুচ্যতে। এবমেব দানাদিষ্বর্থগতিঃ কার্য্যা। বিদুষো লক্ষণং মানসো ব্যাপারঃ। এবমেব সত্যেন ব্রহ্মণা বায়ুরাগচ্ছতি, সত্যেনাদিত্যঃ প্রকাশিতো ভবতি, সত্যেনৈব মনুষ্যাণাং প্রতিষ্ঠা জায়তে নান্যথেতি। মানসা ঋষয়ঃ প্রাণা বিজ্ঞানাদয়শ্চেতি।

।। ভাষার্থ।।

(সত্যং পরং) এখন সত্যের স্বরূপ কী তাহা প্রকাশ করা হইতেছে। সত্যকে ঋতও বলা হয়। সত্যভাষণ ও সত্যাচরণ অপেক্ষা অন্য কোনপ্রকার শ্রেষ্ঠতর ধর্মের লক্ষণ নাই, যেহেতু মনুষ্যগণের মধ্যে সত্যই সৎপুরুষত্বের লক্ষণ। সত্যের বলেই মানবগণ ইহজগতে ব্যবহারিক সুখ ও পরলোকে মুক্তিরূপ পরমপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, এবং এই দুইপ্রকার সুখ হইতে চ্যুত হইয়া কদাপি দুঃখে পতিত হন না। অতএব মনুষ্যমাত্রেরই সত্যেই অর্থাৎ সত্যব্যবহার ও সত্য বিষয়েই রমণ করা কর্ত্তব্য। (তপ ইতি) অন্যায় পূর্বক কাহারও পদার্থ গ্রহণ না করা আদি রূপ লক্ষণ সকল, যাহা ঋতের লক্ষণে বর্ণন করিয়াছি, ইত্যাদি প্রকার কার্য্যগুলি উত্তম হইলেও যদিও অনুষ্ঠান কালে অত্যন্ত কঠিন বোধ হয়, তথাপি বুদ্ধিমান মনুষ্য উপায় বলে ঐ গুলিকে সুগম করিয়া নেন। তপরূপ কার্য্যে সকলেরই নিত্যপ্রতি নিশ্চিতরূপে স্থিত থাকা কর্ত্তব্য। (দম ইতি) জিতেন্দ্রিয় হইয়া বিদ্যাভ্যাস ও ধর্মাচরণে মনুষ্যমাত্রেরই নিত্য প্রবৃত্ত হওয়া

উচিত। (দান মিতি) দানের প্রশংসা সকলেই করিয়া থাকেন, বলিতে কী দানাপেক্ষা অধিক কঠিনতর কার্য্য আর জগতে নাই, যদ্দ্বারা শত্রুকেও মিত্ররূপে পরিণত করিতে পারা যায়। অতএব মনুষ্যমাত্রেরই সর্বদা দানশীল হওয়া কর্ত্তব্য।

(ধর্ম ইতি) ধর্মের লক্ষণ সকল ইতিপূর্বে যাহা বর্ণন করিয়াছি ও ইহার পরে যাহা বর্ণন করিব, তৎসমুদায়ই এই ধর্মেরই লক্ষণ জানিবে। যেহেতু ন্যায় অর্থাৎ পক্ষপাত পরিত্যাগ পূর্বক সত্যাচরণ ও অসত্যের পরিত্যাগকেই ধর্ম বলা হয়। বলিতে কী, ইহাকেই ধর্মের মর্মরূপ ও সর্বোত্তম বলিয়া জানিবে, অতএব মনুষ্যমাত্রেরই সদা ইহাতেই প্রবৃত্ত থাকা কর্ত্তব্য। (প্রজনন ইতি) জন্মকে প্রজন এই জন্য বলা যায় যে, ইহা দ্বারা প্রজাগণের বৃদ্ধি প্রাপ্তি হয় ও ইহাতেই বহুতর লোক রমণ করেন। (অগ্নয় ইত্যাদি) বেদাদি শাস্ত্র সকল এবং অগ্নি ও বিদ্যুতাদি পদার্থদ্বয় এইগুলি মানবের শিল্পবিদ্যার সাধন স্বরূপ। (অগ্নিহোত্র) অগ্নিহোত্র হইতে অশ্বমেধ পর্য্যন্ত সকল প্রকার হোম করিয়া সমস্ত জগতের উপকার সাধনে সদা যত্নশীল হওয়া উচিত। (মানসমিতি০) বিচারশীল মনুষ্যেরাই বিদ্বান হইতে সমর্থ হন, অতএব বিদ্বানরা সদা বিচারেই রমণ করিয়া থাকেন। মনের বিজ্ঞানাদি কতকগুলি শুভ গুণ আছে, যাহা ঈশ্বর জীবের কল্যাণার্থ সৃজন করিয়াছেন। এই মনের বল বা শক্তির বৃদ্ধি করা ও উহার শুদ্ধি করাকেও ধর্মের উত্তম লক্ষণ বলা হয়। (ন্যাস ইতি) ব্রহ্ম হইয়া অর্থাৎ চারি বেদ শাস্ত্রকে সম্যক জ্ঞাত হইয়া সাংসারিক বিষয় বা ব্যাবহার সকল পরিত্যাগ করিয়া ন্যাস অর্থাৎ সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ পূর্বক সত্যোপদেশ দ্বারা সত্য বিদ্যা ও সত্যধর্মের প্রচার করিয়া মনুষ্যমাত্রকেই লাভবান করা অর্থাৎ বেদোক্তধর্ম বিষয়ক উপদেশ দ্বারা মনুষ্যমাত্রকেই তদ্বিষয়ে জ্ঞাত করাইয়া, তাহাদিগের উপকার সাধন করাকে ধর্মের লক্ষণ বলিয়া জানিবে। অতএব বিদ্বান মনুষ্যের কর্ত্তব্য যে, উপরোক্ত ধর্মের লক্ষণ গুলির অনুষ্ঠানে যেন সদা রত থাকেন।

(সত্যেন বা০) সত্যকে এইজন্য উত্তম বলা হয়, যে সত্য অর্থাৎ ব্রহ্মই সকল লোকের প্রকাশক এবং তিনিই বায়ু আদি পদার্থের রক্ষা করিয়া থাকেন। সত্যের বলেই সমস্ত ব্যবহারিক বিষয়ে প্রতিষ্ঠা পাওয়া যায় এবং এই সত্যবলেই পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত অর্থাৎ তাঁহার স্বরূপ অবগত হইয়া পরকালে মুক্ত্যানন্দ উপভোগ করিতে সমর্থ হওয়া যায়, বিশেষতঃ সত্যাচরণই সাধুপুরষদিগের সৎপুরুষত্ব বা সাধুত্বের লক্ষণ স্বরূপ। (তপসা দেবা) পূর্বোক্ত প্রকার তপস্যার বলেই বিদ্বানগণ পরমেশ্বররূপী দেবকে প্রাপ্ত হইয়া, কাম-ক্রোধাদি রিপুগণকে জয় অর্থাৎ বশীভূত করিয়া পাপ হইতে ত্রাণ পাইয়া ধর্মেই স্থিরভাবে অবস্থিত করিতে সমর্থ হন। অতএব তপও অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত হয়। (দমেন) দম সাধন দ্বারাই মানবগণ সকল প্রকার পাপ হইতে পৃথক হইয়া এবং ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম সেবন করতঃ, (সত্য) বিদ্যা প্রাপ্ত হন, এইজন্যই দমকেও ধর্মের শ্রেষ্ঠ লক্ষণ বলা হয়। (শমেন) যদ্দ্বারা মানব কল্যাণ বিষয়ে আচরণ

করেন তাহাকেই শম বলে, এইজন্য ইহাও ধর্মের লক্ষণ স্বরূপ। (দানেন) দান হইতেই যজ্ঞ, অর্থাৎ যজ্ঞের উৎপত্তি, যেহেতু দাতার আশ্রয় বলেই সকল প্রাণীগণের জীবন হইয়া থাকে অর্থাৎ জীবন ধারণ করিতে সমর্থ হন। এই দান দ্বারাই লোকে শত্রুকেও মিত্ররূপে পরিণত করিতে সমর্থ হন, অতএব দানও ধর্মের একটী লক্ষণ স্বরূপ। (ধর্মোদি) সমগ্র জাগতিক প্রতিষ্ঠা ধর্মদ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায়। লোক মধ্যে ধর্মাত্মাই বিশ্বাসযোগ্য হন। ধর্মবলেই লোকে পাপ অর্থাৎ পাপাচরণকে পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হন। যাহা কিছু উত্তম কর্ম আছে, তৎসমুদায়ই ধর্ম মধ্যেই পরিগণিত হইয়া থাকে, (অতএব) একমাত্র ধর্মকেই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম পদার্থ বলিয়া জ্ঞাত হইবে। (প্রজনন) যদ্দ্বারা মানুষের জন্ম ও প্রজার বৃদ্ধি হয় এবং যে সকল কর্মের দ্বারা পরম্পরা হইতে লোকে জ্ঞানীপুরুষদিগের কৃত উপকারের গুণ পরিশোধ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাহাকে প্রজন বলা যায়, এজন্য প্রজন ক্রিয়া ধর্মের হেতু স্বরূপ। বিশেষতঃ যদি মনুষ্যের উৎপত্তি না হয়, তবে কে ধর্মযাজন করিবে ? অতএব প্রজনকেও ধর্মের প্রধান অঙ্গস্বরূপ জ্ঞাত হইবে।

(অগ্নয়ো বৈ) মানবের সাঙ্গোপাঙ্গ ত্রয়ী বিদ্যায় বিশেষতঃ, তিনটী বেদশাস্ত্রে পারদর্শী হওয়া কর্ত্তব্য, যেহেতু বিদ্বান পুরুষ জ্ঞানমার্গ প্রাপ্ত হইয়া বিজ্ঞান বলে পৃথিবী, আকাশ ও স্বর্গ বিষয়ক বিদ্যায় সিদ্ধি প্রাপ্ত হন। অতএব তিন অগ্নি অর্থাৎ তিন বেদকে শ্রেষ্ঠ সংজ্ঞা প্রদান করা হয়। (অগ্নিহোত্রং) প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যায় বায়ু ও বৃষ্টির জলের শুদ্ধি অর্থাৎ ইহাদিগের দুর্গন্ধ্যাদিরূপ অশুদ্ধতা নিবারণ পূর্বক সুগন্ধিত ও শুদ্ধ করিলে মনুষ্যের স্বর্গ অর্থাৎ সুখপ্রাপ্ত হয় অতএব, অগ্নিহোত্রকেও ধর্মের লক্ষণ বলিয়া অভিহিত করা হয়। (য়জ্ঞ ইতি০) বিদ্যা দ্বারাই বিদ্বানগণ স্বর্গ অর্থাৎ সুখ প্রাপ্ত হন এবং শত্রুদিগকে পরাজিত করিয়া মিত্র করিয়া লেন, ইহাতে বিদ্যা এবং অধ্বর্য্যু আদি য়জ্ঞও ধর্মেরলক্ষণ বলিয়া কথিত হয়। (মানসং বৈ০) মন শুদ্ধি দ্বারাই বিদ্বজ্জন মনের শুদ্ধি সম্পন্ন করেন, পূর্ণ বিদ্বানরা প্রজাপতি অর্থাৎ পরমেশ্বরকে জ্ঞাত হইয়া নিত্যানন্দ উপভোগ করিতে সমর্থ হন। মন পবিত্র হইলেই সত্য জ্ঞানের উদয় হয় এবং সেই সত্য জ্ঞান মধ্যে যে বিজ্ঞান আদি ঋষি অর্থাৎ গুণ বিদ্যমান আছে, তদ্দ্বারা পরমেশ্বর ও জীব উভয়েই আপনপন প্রজা উৎপন্ন করিয়া থাকেন। ফলকথা, পরমেশ্বর প্রদত্ত বিদ্যাদি গুণবলেই মনুষ্যেরা প্রজা উৎপন্ন করিতে সমর্থ হন। অতএব মনকে পবিত্র ও বিদ্যায়ুক্ত করাও ধর্মের লক্ষণ ও সাধন স্বরূপ হইয়া থাকে। মন পবিত্র হইলেই সকল প্রকার ধর্ম কার্য্যের সিদ্ধি হইয়া থাকে। উপরোক্ত সমস্ত গুলিই ধর্মের লক্ষণ বলিয়া জানিবে। এই সকল লক্ষণের মধ্যে পূর্বে কিছু বর্ণন করিয়াছি ও পরে আরও কিছু বর্ণন করিব।

সত্যেন লভ্যস্তপসা হ্যেষ আত্মা সম্যগ্ জ্ঞানেন ব্রহ্মচর্য়্যেণ নিত্যম্।
অন্তঃশরীরে জ্যোতির্ময়ো হি শুভ্রো য়ং পশ্যন্তি য়তয়ঃ ক্ষীণদোষাঃ।।১।।

সত্যমেব জয়তে নানৃতং সত্যেন পন্থা বিততো দেবয়ানঃ ।।
য়েনাক্রমনত্যৃষয়ো হ্যাপ্তকামা য়ত্র তৎ সত্যস্য পরমং নিধানম্ ।।২।।

মুণ্ডকোপনিষদি মুং০৩ খং০ ১ মং ৫, ৬ ।।

ভাষ্যম্ ঃ- অনয়োরর্থঃ ।। (সত্যেন লভ০) সত্যেন সত্যধর্মাচরণেনৈবাত্মা পরমেশ্বরো লভ্যো নান্যথেত্যয়ং মন্ত্রঃ সুগমার্থঃ ।।১।।

(সত্যমেব০) সত্যমাচরিতমেব জয়তে, তেনৈব মনুষ্যঃ সদা বিজয়ং প্রাপ্নোতি, অনৃতেনাধর্মাচরণেন পরাজয়ং চ। তথা সত্যধর্মেণৈব দেবয়ানো বিদুষাং য়ঃ সদানন্দপ্রদো মোক্ষমার্গোऽস্তি, সোऽপি সত্যেনৈব বিস্তৃতঃ প্রকাশিতো ভবতি। য়েন চ সত্যধর্মানুষ্ঠানপ্রকাশিতেন মার্গেণাপ্তকামা ঋষয়স্তত্রাক্রমন্তি গচ্ছন্তি য়ত্র সত্যস্য ধর্মস্য পরমং নিধানমধিকরণং ব্রহ্ম বর্ত্ততে। তৎপ্রাপ্য নিত্যানন্দমোক্ষপ্রাপ্তা ভবন্তি, নান্যথেতি। অতএব সত্যধর্মানুষ্ঠানম্ ধর্মত্যাগশ্চ সর্বৈঃ কর্ত্তব্য ইতি ।।

।। ভাষার্থ ।।

(সত্যেনলভ্যস্তপসা) অর্থাৎ যেজন সত্যাচরণরূপ ধর্মানুষ্ঠান, বিজ্ঞান ও ব্রহ্মচর্য্য প্রতিপালন করেন, তিনি এই সমস্ত শুভগুণ সকলের আত্মা অর্থাৎ ব্যাপকস্বরূপ পরমাত্মাকেও জ্ঞাত হইতে সমর্থ হন। জীবাত্মার পরম আত্মা স্বরূপে প্রকাশমান ও নিত্যশুদ্ধ পরমাত্মাকে নির্দোষ অর্থাৎ পাপ রহিত ধর্মাত্মা ও জ্ঞানী সন্ন্যাসীরা জ্ঞাননেত্র বলে দর্শন করিয়া থাকেন। এই পরমাত্মার আজ্ঞা পালন করা সকল মনুষ্যেরই একান্ত কর্ত্তব্য ।।১।।

(সত্যমেব জয়) যেজন সত্যাচরণকারী, তিনিই সদা বিজয় অর্থাৎ সুখ প্রাপ্ত হয়েন। এইরূপে যেজন মিথ্যাচরণে রত থাকেন, তিনি সদাই পরাজয় অর্থাৎ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকেন। বিদ্বানগণের ধর্মপথ সত্যাচরণ বলে মুক্ত হইয়া যায় অর্থাৎ অবরোধ রহিত হইয়া যায়। আপ্তকাম ধর্মাত্মা বিদ্বানজন যে পথে বিচরণ করিয়া সত্য সুখ প্রাপ্ত হন, ও যথায় সত্যস্বরূপ সুখ সদা প্রসারিত হইয়া থাকে তৎসমুদায় সুখ বা পরমার্থ একমাত্র সত্যাচরণ দ্বারাই প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই সুখ অসত্যচারণ দ্বারা কদাপি প্রাপ্ত হওয়া যায় না। অতএব সত্যের আচরণ ও অসত্যের পরিত্যাগ করাই মনুষ্য মাত্রেরই কর্ত্তব্য।

অন্যচ্চ।

'চোদনা লক্ষণোऽর্থো ধর্ম ।।১।।' পূ০ মী০ অ০ ১ পা০ সূ০ ২।

'যতোऽভ্যুদয়নিঃশ্রেয়সসিদ্ধিঃ স ধর্ম ।।২।।' বৈশেষিকে অ০১ পা০১ সূ০২।।

অনয়োরর্থঃ (চোদনা০) বেদদ্বারা য়া সত্যধর্মাচরণস্য প্রেরনাস্তি তয়ৈব সত্যধর্মো লক্ষ্যতে। য়োऽনর্থাদ্ অধর্মাচরণাদ্বহিরস্ত্যতো ধর্মাখ্যাং লব্ধ্বাऽর্থো ভবতি। য়স্যেশ্বরেণ নিষেধঃ ক্রিয়তে সোऽনর্থরূপত্বাদ্ অধর্মোऽয়মিতি জ্ঞাত্বা সর্বৈর্মনুষ্যৈস্ত্যাজ্য ইতি ।।১।।

(য়তোঽভ্যু০) য়স্যাচরণাদভ্যুদয়ঃ সাংসারিকমিষ্টসুখং সম্যক্ প্রাপ্তং ভরতি, য়েন চ নিঃশ্রেয়সং পারমার্থিকং মোক্ষসুখং চ, স এব ধর্মো বিজ্ঞেয়ঃ, অতো বিপরীতো হ্যধর্মশ্চ। ইদমপি বেদানামেব ব্যাখ্যানমস্তি।।২।।

ইত্যনেকমন্ত্র-প্রমাণসাক্ষ্যাদি ধর্মোপদেশো বেদেস্বীশ্বরেণ সর্বমনুষ্যার্থমুপদিষ্টোঽস্তি, এক এবায়ং সর্বেষাং ধর্মোঽস্তি, নৈব চাস্মাদ্ দ্বিতীয়োঽস্তীতি বেদিতব্যম্।।

।।ভাষার্থ।।

(চোদনা) শব্দে প্রেরণা বুঝায় অর্থাৎ বেদশাস্ত্রে পরমেশ্বর মনুষ্যের জন্য যে যে কার্যের আজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন, তাহাই ধর্ম, ও যে যে কার্য্য করিতে প্রেরণা করেন নাই, তাহাকেই অধর্ম বলা যায়। ধর্ম, অর্থযুক্ত এবং অধর্মাচরণ অনর্থযুক্ত হইয়া থাকে এইং তজ্জন্যই তাহা ধর্ম হইতে পৃথক। অতএব ধর্মাচরণই মনুষ্যের মনুষ্যত্ব স্বরূপ।

(য়তোঽভ্যু) অর্থাৎ যাহার আচরণ দ্বারা লোকে (সংসারে) অর্থাৎ ইহকালে বিশুদ্ধ সুখ ও পরকারে নিঃশ্রেয়স অর্থাৎ মোক্ষানন্দ প্রাপ্ত হয়, তাহাকেই ধর্ম বলা হয়। ইহাও বেদশাস্ত্রের ব্যাখ্যা স্বরূপ বলিয়া জানিবে।

এইরূপ বেদশাস্ত্রের অনেক প্রমাণ ও ঋষি মুনিদিগের লিখিত সাক্ষ্যের দ্বারা এই বেদোক্ত ধর্মের উপদেশ করা হইয়াছে, অতএব মনুষ্যমাত্রেরই এই বেদোক্ত ধর্মানুসারে আচরণ করা কর্ত্তব্য। অতএব স্পষ্ট বিদিত হইতেছে যে, সকল মনুষ্যের জন্যই ধর্ম ও অধর্ম একই প্রকার হইয়া থাকে, কদাপি দুইপ্রকার নহে, অর্থাৎ পরমেশ্বর মনুষ্যমাত্রেরই হিতার্থে একপ্রকার বেদোক্ত ধর্মাধর্মের নিরাকরণ করিয়াছেন। এইজন্য এই বিষয়ে যে জন ভেদ স্বীকার করেন, তাঁহাকে অজ্ঞানী ও মিথ্যাবাদী বলিয়া জ্ঞাত হওয়া কর্তব্য।

।।ইতি বেদোক্তধর্ম্মবিষয়ঃ সংক্ষেপতঃ ।।

।। অথ সৃষ্টিবিদ্যাবিষয়ঃ সংক্ষেপতঃ ।।

নাসদাসীন্নো সদাসীত্তদানীং নাসীদ্রজো নো ব্যোমাऽ পরো য়ৎ ।
কিমাবরীবঃ কুহ কস্য শর্মন্নম্ভঃ কিমাসীদ্গহনং গভীরম্ ।।১।।
ন মৃত্যুরাসীদমৃতং ন তর্হি ন রাত্র্যা অহ্ন আসীৎপ্রকেতঃ ।
আনীদবাতং স্বধয়া তদেকং তস্মাদ্ধান্যন্ন পরঃ কিংচনাস ।।২।।
তম আসীত্তমসা গূঢমগ্রেऽ প্রকেতং সলিলং সর্বমা ইদম্ ।
তুচ্ছ্যেনাভ্বপিহিতং য়দাসীত্তপসস্তন্মহিনা জায়তৈকম্ ।।৩।।
কামস্তদগ্রে সমবর্ত্ততাধি মনসো রেতঃ প্রথমং য়দাসীৎ ।
সতো বন্ধুমসতি নিরবিন্দনহৃদি প্রতীষ্যা কবয়ো মনীষা ।।৪।।
তিরশ্চীনো বিততো রশ্মিরেষামধঃ স্বিদাসী৩দুপরি স্বিদাসী৩ৎ ।
রেতোধা আসন্মহিমান আসন্স্বধা অবস্তাৎপ্রয়তিঃ পরস্তাৎ ।।৫।।
কো অদ্ধা বেদ ক ইহ প্র বোচৎকুত আজাতা কুত ইয়ং বিসৃষ্টিঃ ।
অর্বাগ্দেবা অস্য বিসর্জনেনাথা কো বেদ য়ত আবভুব ।।৬।।
ইয়ং বিসৃষ্টির্য়ত আবভূব য়দি বা দধে য়দি বা ন ।
য়ো অস্যাধ্যক্ষঃ পরমে ব্যোমন্তসো অঙ্গং বেদ য়দি বা ন বেদ ।।৭।।

ঋ০ অ০ ৮ অ০ ৭ ব০ ১৭ ।

ভাষ্যম্ ঃ- এতেয়ামভিপ্রায়ার্থঃ- য়দিদং সকলং জগদ্ দৃশ্যতে, তৎ পরমেশ্বরেণৈব সম্যগ্ রচয়িত্বা, সংরক্ষ্য, প্রলয়াবসরে বিয়োজ্য চ বিনাশ্যতে । পুনঃ পুনরেবমেব সদা ক্রিয়ত ইতি ।

(নাসদাসী০) য়দা কার্য্যং জগন্নোৎপন্নমাসীৎ তদাऽসৎ সৃষ্টেঃ প্রাক্ শূন্যমাকামপি নাসীৎ । কুতঃ ? তদ্ব্যবহারস্য বর্ত্তমানাভাবাৎ । (নো সদাসীত্তদানীং) তস্মিনকালে সৎ প্রকৃত্যাত্মকমব্যক্তং সৎসংজ্ঞকং য়জ্জগৎকারণং, তদপি নো আসীন্নাবর্ত্তত । (নাসীদ্র০) পরমাণবোऽপি নাসন্ । (নো ব্যোমাপরো য়ৎ) ব্যোমাকাশমপরং য়স্মিন্ বিরাডাখ্যে সোऽপি নো আসীৎ । কিন্তু পরব্রহ্মণঃ সামর্থ্যাখ্যমতীব সূক্ষমং সর্বস্যাস্য

পরমকারণসংজ্ঞকমেব তদানীং সমবর্তত। (কিমাবরীবঃ০) য়ৎপ্রাতঃ কুহকস্যাবর্ষাকালে ধূমাকারেণ বৃষ্টং কিংঞ্চিজ্জলং বর্তমানং ভবতি, য়থা নৈতজ্জলেন পৃথিব্যাবরণং ভবতি, নদীপ্রবাহাদিকং চ চলতি, অত এবোক্তং তজ্জলং গহনং গভীরং কিং ভবতি ? নেত্যাহ, কিংত্বাবরীবঃ। আবরকমাচ্ছাদকং ভবতি ? নৈব কদাচিৎ, তস্যাতীবাল্পত্বাৎ, তথৈব সর্বং জগৎ তৎসামর্থ্যাদুৎপদ্যাস্তি তচ্ছর্ম্মণি শুদ্ধে ব্রহ্মণি কিং গহনং গভীরমধিকং ভবতি ? নেত্যাহ। অতস্তদ্ব্রহ্মণঃ কদাচিন্নৈবাবরকং ভবতি। কুতঃ ? জগতঃ কিংঞ্চিন্মাত্রত্বাদ্ ব্রহ্মণোऽনন্তত্বাচ্চ।।১।।

ন মৃত্যুরাসীদিত্যাদিকং সর্বং সুগমার্থমেষামর্থং ভাষ্যে বক্ষ্যামি।। [২-৬]

(ইয়ং বিসৃষ্টিঃ) য়তঃ পরমেশ্বরাদিয়ং প্রত্যক্ষা বিসৃষ্টির্বিববিধা সৃষ্টিরাবভূবোৎপন্নাসীদস্তি। তাং স এব দধে ধারয়তি রচয়তি, য়দি বা বিনাশয়তি, য়দি বা ন রচয়তি। য়োऽস্যাধ্যক্ষঃ স্বামী, (পরমেব্যোমন্) তস্মিন্ পরমাকাশাত্মনি পরমে প্রকৃষ্টে ব্যোমবদ্ ব্যাপকে পরমেশ্বর এবেদানীমপি স র্ব সৃষ্টির্বর্ত্ততে। প্রলয়াবসরে সর্বস্যাদিকারণে পরব্রহ্মসামর্থ্যে প্রলীনা চ ভবতি। (সোऽধ্যক্ষঃ) স সর্বাধ্যক্ষঃ পরমেশ্বরোऽস্তি। (অঙ্গং বেদ) হে অঙ্গ মিত্র জীব! তং য়ো বেদ স বিদ্বান্ পরমানন্দমাপ্নোতি। য়দি তং সর্বেষাং মনুষ্যাণাং পরমিষ্টং সচ্চিদানন্দাদিলক্ষণং নিত্যং কশ্চিন্নৈব বেদ, বা নিশ্চয়ার্থে, স পরমং সুখমপি নাপ্নোতি।।৭।।

।। ভাষার্থ।।

(নাসদাসীৎ) যখন এই কার্য্যরূপী সৃষ্টির উৎপত্তি হয় নাই, অর্থাৎ যখন কারণরূপী প্রকৃতি বা পরমাণু হইতে কার্য্যান্তর হইয়া কার্য্যরূপী সৃষ্টির আবির্ভাব হয় নাই, তখন একমাত্র স র্বশক্তিমান পরমেশ্বরই বিরাজমান ছিলেন। উক্ত সময়ে অসৎ অর্থাৎ শূন্য, যাহাকে আকাশ বলা হয়, ও যাহা নেত্র দ্বারা দেখিতে পাওয়া যায় না, তাহাও বিদ্যমান ছিল না অর্থাৎ সে সময় উক্ত আকাশের কোন রূপ ব্যবহার প্রচলিত ছিল না।* (নো সদাসীত্তদানীং) উক্ত সময়ে (সৎ) অর্থাৎ সত্ব, রজঃ ও তমগুণযুক্ত যে প্রধান যাহাকে প্রকৃতি বলা হয়, তাহাও ছিল না। (নাসীদ্রজঃ) যে সময় পরমাণু সরলও ছিল না, অর্থাৎ ইহাদিগের কোনরূপ কার্য্য প্রকট ছিল না, ইহারা সকলেই কারণরূপে সেই পরমাত্মার ব্যাপকতায় অবস্থিত ছিল। (নো ব্যো০) বিরাট অর্থাৎ সমগ্র স্থূল জগতের নিবাসস্থানও বিদ্যমান ছিল না। (কিমা) এই যে পরিদৃশ্যমান সমগ্র জগৎ বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাহা সেই অনন্ত শুদ্ধব্রহ্মকে আবরণ করিতে সমর্থ হয় না এবং তাহা কদাপি পরমাত্মা হইতে অগাধ বা অধিক হইতে পারে না। যেরূপ

* আকাশ এই শব্দ দুইটী অর্থ বুঝায়, এক অবকাশ ও দ্বিতীয় যাহার গুণ শব্দ। অবকাশ দিক্ সময় আদি নিত্য পদার্থ ইহার বিনাশ নাই।

উষাকালের কুজ্ঝাটিকা বা বিন্দু পৃথিবীকে সমগ্র রূপে আবরণ করিতে (ঢাকিতে) পারে না, ও যেরূপ নিহার বিন্দু দ্বারা নদী প্রবাহিতা হয় না, অর্থাৎ উক্ত জল নদীর গভীরতা বা সঙ্কীর্ণতা সম্পাদন করিতে পারে না, তদ্রূপ অনন্ত ঈশ্বরের সমক্ষে তৎকৃত পৃথিব্যাদি বা অপর কোন পদার্থই, তাঁহার সমকক্ষতা করিতে সমর্থ হয় না। সমস্ত পদার্থই তদপেক্ষা স র্বতোভাবে নিকৃষ্ট, অধিক কী বলিব, তাঁহারই সত্তাতে সকল পদার্থ স্থিত আছে।

(নমৃত্যু০) যখন কার্য্যরূপী জগত বর্তমান ছিল না, সে সময় মৃত্যুরও অস্তিত্ব ছিল না, যেহেতু সংযোগ বিশেষ দ্বারা স্থুল জগতাদি উৎপন্ন হয়, পরে উহা বিদ্যমান থাকিয়া পুনঃ উহার বিয়োগ ঘটাকেই মৃত্যু বলা হয়, অতএব জগৎ বা শরীরাদির উৎপত্তি না হইলে, কোথা হইতে মৃত্যুর আগমন সম্ভব হইতে পারে ?

'ন মৃত্যু' ইত্যাদি পাঁচটী মন্ত্র সুগমার্থযুক্ত হওয়ার ইহাদিগের ব্যাখ্যা এস্থলে করিলাম না, পরন্তু এগুলির ব্যাখ্যা পরে বেদভাষ্যে করিব।

(ইয়ং বিসৃষ্টিঃ) যে পরমাত্মার রচনার এই বিচিত্র জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে, তাঁহাকেই জগতের ধারণ ও নাশকর্ত্তা বলিয়া জানিবে। তিনিই জগতের একমাত্র স্বামী। হে মিত্র গণ ! যে জন উক্ত পরমেশ্বরকে নিজ বুদ্ধিবলে জ্ঞাত হইতে সমর্থ হন, তিনিই তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন অর্থাৎ তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া মোক্ষানন্দ উপভোগ করিয়া থাকেন। যেজন উক্ত পরমেশ্বরকে জানিতে না পারেন, তিনিই দুঃখে পতিত হন, অর্থাৎ দুঃখ প্রাপ্ত হন। সেই আকাশবৎ ব্যাপক পরমেশ্বরে সমগ্র জগৎ নিবাস করিয়া থাকে, অর্থাৎ তাহারই ব্যাপকতায় স্থিত থাকে, এবং প্রলয়কালেও সমগ্র কারণরূপে পরিণত হইয়া সেই ঈশ্বরের সামর্থ্যমধ্যেই স্থিত হয়, পুনঃ তাঁহা হইতেই (নুতন) জগতের উৎপত্তি বা আবির্ভাব হইয়া থাকে।

হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ত্ততাগ্রে ভূতস্য জাতঃ পতিরেক আসীৎ।
স দাধার পৃথিবীং দ্যামুতেমাং কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম।।১।।

ঋ০ অ০৮ অ০৭ ব০৩ মং০১।

ভাষ্যম্ ঃ- (হিরণ্যগর্ভঃ০) অগ্রে সৃষ্টেঃ প্রাগ্‌ঘিরণ্যগর্ভঃ পরমেশ্বরো জাতস্যাস্যোৎপন্নস্য জগত একো্য দ্বিতীয়ঃ পতিরেব সমবর্ত্তত। স পৃথিবীমারভ্য দ্যুপর্য্যন্তং সকলং জগদ্ রচয়িত্বা (দাধার) ধারিতবানস্তি ! তস্মৈ সুখস্বরূপায় দেবায় হবিষা বয়ং বিধেমেতি।।১।।

।। ভাষার্থ ।।

(হিরণ্যগর্ভঃ) হিরণ্যগর্ভরূপী পরমেশ্বরই কেবলমাত্র সৃষ্টির পূ র্বে বর্ত্তমান ছিলেন। যিনি এই সমগ্র জগৎ ব্রহ্মাণ্ডের স্বামী, এবং যিনি পৃথিবী হইতে সূর্য্য পর্যন্ত

সমগ্র জগৎকে রচনা পূ র্বক ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। সেই সুখস্বরূপ পরমেশ্বররূপী পরম দেবতাকেই আমরা উপাসনা করি, অপর কাহারও উপাসনা করি না অর্থাৎ অন্য কাহারও উপাসনা করা আমাদিগের কর্ত্তব্য নহে।।১।।

সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।

স ভূমিঙ্গুস র্বত স্পৃত্বাऽত্যতিষ্ঠদ্ দশাঙ্গুলম্।।১।। যঽঅঽ৩১।মং০১।।

ভাষ্যম্ ঃ- (সহস্রশীর্ষা০) অত্র মন্ত্রে পুরুষ ইতি পদং বিশেষ্যমস্তি, সহস্রশীর্ষেত্যাদীনি বিশেষণানি চ। অত্র পুরুষশব্দার্থ প্রমাণানি –

'পুরুষং পুরিশয় ইত্যাচক্ষীরন্।' নি০ অ০ ১ খং০ ১৩।

(পুরি০) পুরি সংসারে শেতে স র্বমভিব্যাপ্য বর্ত্ততে, স পুরুষঃ পরমেশ্বরঃ।

'পুরুষঃ পুরিষাদঃ পুরিশয়ঃ, পুরয়তে র্বা। পুরয়ত্যন্তরিত্যন্তরপুরুষমভিপ্রেত্য– যস্মাৎ পরং নাপরমস্তি কিঞ্চিদ্য য়স্মান্নাণীয়ো ন জ্যায়োऽস্তি কিঞ্চিৎ। বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকস্তেনেদং পূর্ণং পুরিষেণং সর্বম্ ইত্যপি নিগমো ভবতি।'

নি০অ০২ খং০৩।।

(পুরুষঃ০) পুরি সর্বস্মিন্ সংসারেऽভিব্যাপ্য সীদতি বর্ত্তত ইতি, (পূরয়তের্বা) য়ঃ স্বয়ং পরমেশ্বর ইদং সর্বং জগৎ স্বস্বরূপেণ পূরয়তি ব্যাপ্নোতি তস্মাৎ স পুরুষঃ। (অন্তরিতি০) য়ো জীবস্যাপ্যন্তর্মধ্যেऽভিব্যাপ্য পুরয়তি তিষ্ঠতি স পুরুষঃ। তমন্তরপুরুষমন্তর্য়ামিনং পরমেশ্বরমভিপ্রেত্যেয়মৃক্ প্রবৃত্তাস্তি–(য়স্মাৎপরং০) য়স্মাৎ পূর্ণাৎ পরমেশ্বরাৎ পুরুষাখ্যাৎ পরং প্রকৃষ্টমুত্তমং কিঞ্চিদপি বস্তু নাস্ত্যেব, পূ র্বং, বা, (নাপরমস্তি) য়স্মাদপরমর্বাচীনং, তত্তুল্যমুত্তমং বা কিঞ্চিদপি বস্তু নাস্ত্যেব। তথা যস্মাদণীয়ঃ সূক্ষ্মং, জ্যায়ঃ স্থূলং মহদ্ বা কিঞ্চিদপি দ্রব্যং ন ভূতং, ন ভবতি, নৈব চ ভবিষ্যতীত্যবধেয়ম্। য় স্তব্ধো নিষ্কম্পঃ স র্বস্যাস্থিরতাং কুর্বন্ সন্ স্থিরোऽস্তি। ক ইব ? (বৃক্ষ ইব০) যথা বৃক্ষঃ শাখাপত্রপুষ্পফলাদিকং ধারযন্ তিষ্ঠতি, তথৈব পৃথিবীসূর্য়্যাদিকং স র্বং জগদ্ ধারয়ন্ পরমেশ্বরোऽভিব্যাপ্য স্থিতোऽস্তীতি। য়শ্চৈকোऽদ্বিতীয়োऽস্তি নাস্য কশ্চিৎ সজাতীয়ো বিজাতীয়ো বা দ্বিতীয় ঈশ্বরোऽস্তীতি। তেন পুরিষেণ পুরুষেণ পরমাত্মনা য়ত ইদং স র্বং জগৎ পূর্ণং কৃতমস্তি, তস্মাৎ পুরুষঃ পরমেশ্বর এবোচ্যতে। ইত্যয়ং মন্ত্রো নিগমো নিগমনং পরং প্রমাণং ভবতীতি বেদিতব্যম্।

'স র্বৎ বৈ সহস্রঙ্গুস র্বস্য দাতাসী' ত্যাদি০।।

শ০কাং০৭ অ০প।(ব্রা০২।কং১৩)।।

(সর্বং) স র্বমিদং জগৎ সহস্রনামকমস্তীতি বিজ্ঞেয়ম্।

(সহস্র শী০) সহস্রাণ্যসংখ্যাতান্যস্মদাদীনাং, শিরাংসি য়স্মিন্ পূর্ণে পুরুষে পরমাত্মনি, স সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ, (সরস্রাক্ষঃ স০) অস্মদাদীনাং সহস্রাণ্যক্ষীণি য়স্মিন্, এবমেব সহস্রাণ্যসংখ্যাতাঃ পাদাশ্চ য়স্মিন্ বৰ্ত্তন্তে স সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাচ্চ। (স ভূমিঁ্ঠং স র্বতঃ স্পৃত্বা) স পুরুষঃ পরমেশ্বরঃ স র্বতঃ সর্বেভ্যো বাহ্যান্তর্দেশেভ্যো, ভূমিরিতি ভূতানামুপলক্ষণং, ভূমিমারভ্য প্রকৃতিপর্য়ন্তং সর্বং জগৎ স্পৃত্বাভিব্যাপ্য বৰ্ত্ততে। (অত্যং) দশাঙ্গুলমিতি ব্রহ্মাণ্ড হৃদয়য়োরুপলক্ষণম্। অঙ্গুলমিত্যবয়বোপলক্ষণেন মিতস্য জগতোঽত্র গ্রহণং ভবতি। পঞ্চ স্থূলভূতানি, পঞ্চসূক্ষ্মাণি চৈতদুভয়ং মিলিত্বা দশাবয়বাখ্যং সকলং জগদস্তি। অন্যচ্চ, পঞ্চ প্রাণাঃ, সেন্দ্রিয়ং চতুষ্টয়মন্তঃকরণং, দশমো জীবশ্চ। এবমেবান্যদপি জীবস্য হৃদয়ং দশাঙ্গুলপরিমিতং চ তৃতীয়ং গৃহ্যতে। এতৎ ত্রয়ং স্পৃত্বা ব্যাপ্যাত্যতিষ্ঠৎ। এতস্মাৎ ত্রয়াদ্ বহিরপি ব্যাপ্তঃ সন্নবস্থিতঃ। অর্থাদ্ বহিরন্তশ্চ পূর্ণো ভূত্বা পরমেশ্বরোঽবতিষ্ঠত ইতি বেদ্যম্।

।। ভাষার্থ ।।

(সহস্র শ্রী০) এই মন্ত্রে পুরুষ শব্দ বিশেষ্য ও অপর সমস্ত পদ উহারই বিশেষণরূপে কথিত হইয়াছে। যিনি সমগ্র জগতে পূর্ণভাবে বিদ্যমান রহিয়াছেন, তাঁহাকেই পুরুষ বলা হয়, অর্থাৎ যেজন নিজ ব্যাপকতায় এই সমগ্র জগৎ কে পূর্ণরূপে স্থিত রাখিয়া অবস্থিত রহিয়াছেন, তাহাকেই পুরুষ সংজ্ঞা দেওয়া হয়। পুর শব্দ ব্রহ্মাণ্ড ও শরীর এই উভয়ার্থ বাচক। অতএব যিনি সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডে ও মানবাদির শরীরস্থিত দেহীরূপ জীবাত্মার অন্তরে অন্তর্য্যামীরূপে ও ব্যাপকস্বরূপে বিরাজমান আছেন, তাহাকেই পুরুষ বলা হয়। এবিষয়ে নিরুক্ত আদি গ্রন্থের প্রমাণ (উপরের) সংস্কৃত ভাষ্যে লিখিয়াছি, যাহা উক্ত ভাষ্যে দেখিয়া লইবেন।

সহস্র শব্দে সম্পূর্ণ জগৎ ও অসংখ্য সংখ্যা বুঝাইয়া থাকে। এজন্য যাঁহার মধ্যে বা ব্যাপকতায় জগতে অসংখ্য শিরঃ, চক্ষু, পদাদি স্থিত রহিয়াছে, তাঁহাকেই সহস্রশীর্ষা, সহস্রাক্ষ ও সহস্রপাৎ বলা যায়, যেহেতু তিনি অনন্তরূপে বৰ্ত্তমান রহিয়াছেন। যেরূপ আকাশের মধ্যে বা ব্যাপকতায় সমস্ত পদার্থ স্থিত আছে, অথচ সেই আকাশ সমগ্র পদার্থ হইতে পৃথক রহিয়াছে, অর্থাৎ কাহার সহিত বদ্ধ নহে, তদ্রূপ পরমেশ্বরকেও জানিবে। (স ভূমিঁ্ঠস র্বত স্পৃত্বা) সেই পরম পুরুষ স র্বত্র পূর্ণরূপে স্থিত থাকিয়া, পৃথিবী এবং অপরাপর লোক সকলের ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। (অত্যতিষ্ঠ০) দশাঙ্গুল শব্দ ব্রহ্মাণ্ড ও হৃদয়বাচী। অঙ্গুলি শব্দ অঙ্গের অবয়ববাচী। পঞ্চ ভূত ও পঞ্চ সূক্ষ্ম ভূত এই দুই প্রকার ভূত মিলিত হইলে তাহা জগতের দশ অবয়ব বলিয়া কথিত হয়। এইরূপে পঞ্চপ্রাণ, মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কার এই নয় প্রকার পদার্থ এবং দশম জীব ও তাহার শরীরস্থিত হৃদয় ইহাদিগকেও

দশাঙ্গুলের প্রমাণ স্বরূপ গ্রহণ করা যায়। অর্থাৎ দশাঙ্গুল সেই পরম পুরুষ, এই তিনপ্রকার পদার্থে ব্যাপক হইয়া ইহাদিগের চারিদিকে পরিপূর্ণভাবে বিরাজমান রহিয়াছেন বলিয়াই তিনি পুরুষ বলিয়া অভিহিত হন। তিনি উপরোক্ত দশাঙ্গুল স্থানকেও উলঙ্ঘন করিয়া স র্বত্র স্থিরভাবে বিরাজিত আছেন এবং তিনিই সমগ্র জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা।।১।।

পুরুষ এবেদꣳ সর্বং য়দ্ ভূতং য়চ্চ ভাব্যম্।
উতামৃতত্বস্যেশানো য়দন্নেনাতিরোহতি।।২।।

ভাষ্যম্ ঃ- (পুরুষ এবে০) এতদ্বিশেষণয়ুক্তঃ পুরুষঃ পরমেশ্বরঃ (য়দ্ভূতং০) য়জ্জগদুৎপন্নমভূত্, য়দ্ভাব্যমুৎপৎস্যমানং চকারাদ্বর্ত্তমানং চ, তৎ ত্রিকালস্থং সর্বং বিশ্বং পুরুষ এব কৃতবানস্তি, নান্যঃ। নৈবাতো হি পরঃ কশ্চিজ্জগদ্রচয়িতাস্তীতি নিশ্চেতব্যম্। উতাপি স এবেশান ঈষণশীলঃ, স র্বস্যেশ্বরোঽমৃতত্বস্য মোক্ষভাবস্য স্বামী দাতাস্তি। নৈবৈতদ্দানে কস্যাপ্যন্যস্য সামর্থ্যমস্তীতি। পুরুষো য়দ্যস্মাদন্নেন পৃথিব্যাদিনা জগতা সহাতিরোহতি ব্যতিরিক্তঃ সন্ জন্মাদিরহিতোঽস্তি, তস্মাৎ স্বয়মজঃ সন্ সর্বং জনয়তি, স্বসামার্থ্যাদিকারণাৎ কার্য্যং জগদুৎপাদয়তি। নাস্যাদিকারণ কিঞ্চিদস্তি। কিঞ্চ, সর্বস্যাদিনিমিত্তকারণং পুরুষ এবাস্তীতি বেদ্যম্।।২।।

।। ভাষার্থ ।।

(পুরুষ এবে০) পূ র্বোক্ত বিশেষণযুক্ত পুরুষ অর্থাৎ পরমেশ্বর। পূ র্ব যে সকল জগৎ উৎপন্ন হইয়া গিয়াছে ও পরে যে সকল জগৎ উৎপন্ন হইবে, এবং বর্তমান কালে যাহা বিদ্যমান রহিয়াছে, অর্থাৎ ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্তমান, এই তিন কালের জগতের তিনিই একমাত্র রচয়িতা। এই পরমাত্মা ভিন্ন জগতের অপর কোন রচয়িতা নাই, যেহেতু তিনিই (ঈশান) অর্থাৎ স র্বশক্তিমান হন। (অমৃত) মোক্ষানন্দেরও তিনিই একমাত্র প্রদাতা। এইরূপ পরমেশ্বর (অন্ন) পৃথিব্যাদি জগতের সহিত ব্যাপকরূপে স্থিত থাকিয়াও পূনঃ তাহা হইতে পৃথকরূপেও বর্ত্তমান রহিয়াছেন যেহেতু তাঁহাতে জন্ম আদি রূপ ব্যবহার (বা বিকার) নাই। তিনি নিজ সামর্থ্যে সমগ্র জগতের উৎপত্তি করিয়া থাকেন, অথচ কদাপি নিজে উৎপন্ন হন না অর্থাৎ তিনি সদা একরসেই বিরাজমান আছেন।।২।।

এতাবানস্য মহিমাতো জ্যায়াংশ্চ পূরুষঃ।
পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি।।৩।।

ভাষ্যম্ ঃ- (এতাবানস্য০) অস্য পুরুষস্য ভূতভবিষ্যদ্বর্ত্তমানস্থো য়াবান্ সংসারোঽস্তি, তাবান্ মহিমা বেদিতব্যঃ। এতাবানস্য মহিমাস্তি চেতর্হি তস্য মহিম্নঃ

পরিচ্ছেদ ঈয়ত্তা জাতেতি গম্যতে ? অত্র ব্রূতে–(অতো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ) নৈতাবন্মাত্র এব মহিমেতি। কিং তর্হি ? অতোऽপ্যধিকতমো মহিমানন্তস্তস্যাস্তীতি গম্যতে। অত্রাহ–(পাদোऽস্য০) অস্যানন্তসামর্থ্যস্যেশ্বরস্য (বিশ্বা) বিশ্বানি প্রকৃত্যাদিপৃথিবীপর্য্যন্তানি স র্বাণি ভূতান্যেকঃ পাদোऽস্তি, একস্মিন্দেশাংশে স র্বং বিশ্বং বর্ত্ততে, (ত্রিপাদস্যা০) অস্য দিবি দ্যোতনাত্মকে স্বস্বরূপেऽমৃতং মোক্ষসুখমস্তি, তথাऽস্য দিবি দ্যোতকে সংসারে ত্রিপাজ্জগদ্ অস্তি। প্রকাশ্যমানং জগদেকগুণমস্তি, প্রকাশকং চ তস্মাৎত্রিগুণমিতি। স্বয়ং চ মোক্ষস্বরূপঃ, স র্বাধিষ্ঠাতা, সর্বোপাস্যঃ, স র্বানন্দঃ, স র্বপ্রকাশকোऽস্তি।।৩।।

।। ভাষার্থ ।।

(এতাবানস্য) ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানরূপ ত্রিকাল মধ্যে এ পর্য্যন্ত যত সংসার উৎপন্ন হইয়াছে বা পরে হইবে, তৎসমুদায়ই সেই পরমপুরুষের মহিমা স্বরূপ জ্ঞাত হইবে। এখন যদি কেহ এরূপ প্রশ্ন করেন যে, যখন তাঁহার মহিমার পরিমাণ আছে, তখন উহার অন্তও অবশ্য থাকিবে। ইহার উত্তর এই যে, (অতো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ) উক্ত পুরুষ অনন্তমহিমাযুক্ত (পাদোऽস্য বিশ্বাভূতানি) প্রকৃতি হইতে পৃথিবী পর্য্যন্ত সমস্ত ভূত সকল অর্থাৎ এই যে সম্পূর্ণ জগৎ প্রকাশিত রহিয়াছে তাহা, ঐ পুরুষের একাংশে অথবা একদেশে বসতি করে বা স্থিত থাকে। (ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি) এবং আর যে সকল প্রকাশগুণযুক্ত জগৎ বিদ্যমান রহিয়াছে, যাহার পরিমাণ উপরোক্ত প্রকাশমান জগতের ত্রিগুণ। তাহা এবং মোক্ষসুখ, এই সমস্তই সেই জ্ঞানস্বরূপ প্রকাশে অর্থাৎ স র্বপ্রকাশক পরমাত্মায় স্থিত আছে। অর্থাৎ সেই পরম পুরুষ সকল প্রকার প্রকাশক পদার্থেরও প্রকাশক স্বরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছেন।।৩।।

ত্রিপাদূর্ব উদৈৎপুরুষঃ পাদোऽস্যেহাভবৎপুনঃ।
ততো বিষ্বঙ্ ব্যক্রামৎ সাশনানশনে অভি।।৪।।

ভাষ্যম্ ঃ- (ত্রিপাদূ০) অয়ং পুরুষঃ পরমেশ্বরঃ পূর্বোক্তস্য ত্রিপাদুপলক্ষিতস্য সকাশাদূর্ ব মুপরিভাগেऽর্থাৎ পৃথগ্ভূতোऽস্ত্যেবেত্যর্থঃ। একপাদুপলক্ষিতং য়ৎপূর্বোক্তং জগদস্তি, তস্মাদপীহাস্মিন্ সংসারে স পুরুষঃ পৃথগভবৎ, ব্যতিরিক্ত এবাস্তি। স চ ত্রিপাৎ সংসার একপাচ্চ মিলিত্বা সর্বশ্চতুষ্পাদ্ভবতি। অয়ং সর্বঃ সংসার ইহাস্মিন্ পরমাৎমন্যেব বর্ত্ততে। পুনর্লয়সময়ে তৎসামর্থ্যকারণে প্রলীনশ্চ ভবতি। তত্রাপি স পুরুষোऽবিদ্যান্ধকারাজ্ঞান- জন্মমরণজ্বরাদিদুঃখাদূর্ বঃপরঃ (উদৈৎ) উদিতঃ প্রকাশিতো বর্ত্ততে। (ততো বি০) ততস্তৎসামর্থ্যাৎ স র্বমিদং বিশ্বমুৎপদ্যতে। কিঞ্চ তৎ ? (সাশনানশনে০) য়দেকমশনেন ভোজনকরণেন সহ বর্ত্তমানং জঙ্গমং

জীবচেতনাদিসহিতং জগৎ, দ্বিতীয়মনশনমবিদ্যমানমশনং ভোজনং য়স্মিংস্তৎ পৃথিব্যাদিকং চ য়জ্জড়ং জীবসম্বন্ধরহিতং জগদ্ বর্ত্ততে, তদুভয়ং তস্মাৎ পুরুষস্য সামর্থ্যকারণাদেব জায়তে। য়তঃ স পুরুষ এতদ্ দ্বিবিধং জগৎ বিবিধতয়া সুষ্ঠুরীত্যা স র্বাত্মতয়াऽঞ্চতি তস্মাৎ সর্বং দ্বিবিধং জগদুৎপাদ্য (অভিব্যক্রামৎ) স র্বতো ব্যাপ্তবানস্তি।।৪।।

।। ভাষার্থ।।

(ত্রিপাদু র্ব উদৈৎপু০) সেই পুরুষ অর্থাৎ পরমেশ্বর পূ র্বোক্ত ত্রিপাদ রূপ জগৎ হইতেও অন্যান্য পদার্থে ব্যাপক হইয়া বর্ত্তমান রহিয়াছেন এবং সদা প্রকাশ রূপে অবস্থিতি করিতেছেন। (পাদোऽস্যেহা ভবৎ পুনঃ) এই সমস্ত পরিদৃশ্যমান জগৎ পরমাত্মার পাদমাত্র দেশে অবস্থিত আছে। অর্থাৎ পরমাত্মার অনন্ত ব্যাপকতার মধ্যে ইহা অতি অল্পমাত্র স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। এই সংসারের যে চারি পাদ আছে, তৎসমুদায়ই পরমেশ্বরের ব্যাপকতায় অবস্থিতি করিয়া থাকে। এই স্থূল জগতের উৎপত্তি ও বিনাশ সদা ঘটিয়া থাকে, পরন্তু পুরুষ, জন্ম-বিনাশ আদি ধর্ম্ম হইতে পৃথক ও সদা প্রকাশমান রহিয়াছেন। (ততো বিষ্বঙ্ ব্যক্তামৎ) সেই পরম পুরুষের সামর্থ্য দ্বারাই নানাপ্রকারের জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে। (সাশনা০) ইহা দুইভাগে বিভক্ত যথা–১ চেতন অর্থাৎ যাহার ভোজনাদির চেষ্টা আছে বা করিয়া থাকে ও যাহা জীবসংযুক্ত ও দ্বিতীয় অনশন অর্থাৎ জড় ও যাহা জীবের ভোজনার্থে রচিত হইয়াছে, যেহেতু তাহাতে জ্ঞান নাই ও স্বয়ং কোন রূপ চেষ্টাদি করিতে পারে না। সেই পরম পুরুষের অনন্ত সামর্থ্যই জগৎ রচনার প্রধান সামগ্রী বা উপায় স্বরূপ অর্থাৎ সেই সামর্থ্যবলেই সমগ্র জগৎ উৎপন্ন হইয়া থাকে। সেই পুরুষ স র্ব হিতকারক হইয়া উপরোক্ত দুইপ্রকার জগৎকে অনেক প্রকারে সুখ প্রদান করিয়া থাকেন। ঐ পরম পুরুষই জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা ও সংসারে স র্বব্যাপক হইয়া উহাকে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন ও তাঁহার দৃষ্টি সর্বত্র বিরাজমান রহিয়াছে, এবং তিনিই জগৎকে স র্বপ্রকারে আকর্ষণ করিয়া রহিয়াছেন।

ততো বিরাডজায়ত বিরাজো অধি পূরুষঃ।
স জাতো অত্যরিচ্যত পশ্চাদ্ ভুমিমথো পুরঃ।।৫।।

ভাষ্যম্ ঃ- (ততো বিরাডজায়ত) ততস্তস্মাদ্ ব্রহ্মাণ্ডশরীরঃ সূর্য্যচন্দ্রনেত্রো, বায়ুপ্রাণঃ পৃথিবীপাদইত্যাদ্যলঙ্কারলক্ষণলক্ষিতো হি সর্বশরীরাণাং সমষ্টিদেহো, বিবিধৈঃ পদার্থৈ রাজমানঃ সন্, বিরাড্ অজায়তোৎপন্নোऽস্তি। (বিরাজো অধিপূরুষঃ) তস্মাদ্ বিরাজোऽধি উপরি পশ্চাদ্ ব্রহ্মাণ্ডতত্ত্বাবয়বৈঃ পুরুষঃ, স র্বপ্রাণিনাং

জীবাধিকরণো দেহঃ, পৃথক্-পৃথক্ অজায়তোৎপন্নোঽভূৎ (স জাতো অ০) স দেহো ব্রহ্মাণ্ডাবয়বৈরেব বর্ধতে, নষ্টঃ সংস্তস্মিন্নেব প্রলীয়ত ইতি। পরমেশ্বরস্তু সর্বেভ্যো ভূতেভ্যোঽত্যরিচ্যতাতিরিক্তঃ পৃথগ্ভূত্যতাঽস্তি। (পশ্চাদ্ ভূমিমথোপুরঃ) পুরঃ পূর্বং ভূমিমুৎপাদ্য ধারিতবাংস্ততঃ পুরষস্য সামর্থ্যাৎ স জীবোঽপি দেহং ধারিতবানস্তি। স চ পুরুষঃ পরমাত্মা ততস্তস্মাজ্জীবাদপ্যত্যরিচ্যত পৃথগ্ভূতোঽস্তি।।৫।।

।। ভাষার্থ।।

(ততো বিরাডজাযত) এই মন্ত্র অলঙ্কাররূপে বর্ণন করা হইয়াছে, যথা-বিরাট্ অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডই যাহার শরীর সদৃশ্য, সূর্য্য, চন্দ্র যাহার নেত্র স্থানীয়, বায়ু যাহার প্রাণ স্বরূপ, পৃথিবী যাহার পাদ স্বরূপ, এবম্বিধ অলঙ্কার বিশিষ্ট সর্ব সমষ্টি দেহরূপ মূল প্রকৃতিকে বিরাট বলা হয়। এই বিরাট্ পরমেশ্বরের সামর্থ দ্বারা উৎপন্ন হইয়া প্রকাশমান হইয়া রহিয়াছে। (বিরাজো অধিঃ) সেই বিরাটরূপী তত্ত্বের পূ র্বভাগ হইতে সকল প্রকার প্রাণীগণের দেহ পৃথক পৃথক রূপে উৎপন্ন হইয়াছে, যাহাতে সমগ্র জীব বাস করিয়া থাকে, এবং যে দেহ পৃথিবী আদি অবয়ব ও অন্নাদি ওষধি দ্বারা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। (সজাতো অত্যরিচ্যত) এই বিরাট্ ব্রহ্মাণ্ডরূপ পরমেশ্বর হইতে পৃথক রূপ এবং পরমেশ্বরও এই সংসাররূপী দেহ হইতে সদা পৃথক রূপে বর্ত্তমান রহিয়াছেন। (পশ্চাদ্ভুমি মথো পুরঃ) সেই পরমেশ্বর ভুমি আদি জগৎকে প্রথমে উৎপন্ন করিয়া তৎপশ্চাৎ তাহাকেই ধারণ করিয়া রহিয়াছেন।

তস্মাদ্যজ্ঞাৎ সর্বহুতঃ সংভৃতং পৃষদাজ্যম।

পশুঁস্তাঁশ্চক্রে বায়ব্যানারণ্যা গ্রাম্যাশ্চ য়ে।।৬।।

ভাষ্যম্ ঃ- (তস্যাদ্য০) অস্যার্থো বেদোৎপত্তিপ্রকরণে কশ্চিদুক্তঃ। তস্মাৎ পরমেশ্বরাৎ (সংভৃতং পৃষদাজ্যম্) 'পৃষু সেচনে' ধাতুঃ, পর্ষন্তি সিঞ্চন্তি ক্ষুন্নিবৃত্যাদিকারকমন্নাদি বস্তু য়স্মিংস্তৎ পৃষৎ, আজ্যং ঘৃতং মধু দুগ্ধাদিকং চ। পৃষদিতি ভক্ষ্যান্নোপলক্ষণম্, আজ্যমিতি ব্যঞ্জনোপলক্ষণম্। য়াবদ্ বস্তু জগতি বর্ত্ততে তাবৎ স র্বং পুরুষাৎ পরমেশ্বরসামর্থ্যাদেব জাতমিতি বোধ্যম্। তৎস র্বমীশ্বরেণ, স্বল্পং ২ জীবৈশ্চ সম্যগ্ধারিতমস্তি। অতঃ সৈ র্বরনন্যচিত্তেনায়ং পরমেশ্বর এবোপাস্যো নান্যশ্চেতি। (পশূংস্তাংশ্চক্রে০) য় আরণ্যা বনস্থাঃ পশবো, য়ে চ গ্রাম্যা গ্রামস্থাস্তান্ সর্বান্ স এব চক্রে কৃতবানস্তি। স চ পরমেশ্বরো বায়ব্যান্ বায়ুসহচরিতান্ পক্ষিণশ্চক্রে। চকারাদন্যান সূক্ষ্মদেহধারিণঃ কীটপতঙ্গাদীনপি কৃতবানস্তি।।৬।।

।। ভাষার্থ।।

(তস্মাদ্যজ্ঞাৎস) এই মন্ত্রের অর্থ বেদোৎপত্তি প্রকরণে সামান্যরূপে বর্ণন করিয়াছি। পূর্বোক্ত পুরুষ হইতেই (সংভূতঃ পৃষদাজ্যম্) মনুষ্যগণ সকল প্রকার ভোজন, বস্ত্র, অন্ন, জলাদি পদার্থ, ধারণ করিয়া অর্থাৎ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, যেহেতু

তাঁহারই সামর্থ দ্বারা উক্ত দ্রব্য সকল উৎপন্ন হইয়াছে, এবং সেই পরমেশ্বর হইতেই সকলের জীবন অর্থাৎ প্রাণ প্রকাশিত হয়। অতএব মনুষ্যামাত্রেরই কর্ত্তব্য, যে সেই পরমাত্মা ভিন্ন অপর কাহারও যেন তাহারা উপাসনা না করেন। (পশুংস্তাংশ্চক্রে) গ্রাম্য ও বন্য পশুগণকেও তিনিই উৎপন্ন করিয়াছেন, সেই পরমেশ্বরই সমগ্র পক্ষীগণকেও সৃষ্টি করিয়াছেন। এইরূপে সূক্ষ্ম দেহধারী কীট পতঙ্গাদি জীবের দেহকেও তিনিই উৎপন্ন করিয়াছেন।

তস্মাদ্যজ্ঞাৎসর্বহুত ঋচঃ সামানি জজ্ঞিরে।
ছন্দাংসি জজ্ঞিরে তস্মাদ্যজুস্তস্মাদজায়থ।।৭।।

ভাষ্যম্ অস্যার্থ উক্তো বেদোৎপত্তিপ্রকরণে।।৭।।

।।ভাষার্থ।।

ইহার (উপরোক্ত মন্ত্রের) অর্থ বেদোৎপত্তি প্রকরণে লিখিত হইয়াছে। অতএব পুনর্ব্বার লিখিলাম না।

তস্মাদশ্বা অজায়ন্ত যে কে চোভয়াদতঃ।
গাবো হ জজ্ঞিরে তস্মাৎ তস্মাজ্জাতা অজাবয়ঃ।।৮।।

ভাষ্যম্ ঃ- (তস্মাদশ্বা০) তস্মাৎ পরমেশ্বরসামর্থ্যাদেবাশ্বাস্তুরংগা অজায়ন্ত। গ্রাম্যারণ্যপশূনাং মধ্যেঽশ্বাদীনামন্তর্ভাবাদ্দেষামুত্তমগুণবত্ত্বপ্রকাশনার্থোঽয়মারম্ভঃ। (যে কে চোভয়াদতঃ) উভয়তো দন্তা যেষাং ত উভয়াদতঃ, যে কেচিদুভয়াদত উষ্ট্রগর্দ্দভাদয়স্তেঽপ্যজায়ন্ত। (গাবো হ জ০) তথা তস্মাদ্ পুরুষ সামর্থ্যাদেব গাবো ধেনবঃ কিরণাশ্চেন্দ্রিয়াণি চ জজ্ঞিরে জাতানি। (তস্মাজ্জাতা অজা০) এবমেব চাজাশ্ছাগা অবয়শ্চ জাতা উৎপন্না ইতি বিজ্ঞেয়ম্।।৮।।

।।ভাষার্থ।।

(তস্মাদশ্বা অজায়ন্ত) ঐ পুরুষের সামর্থ হইতে অশ্ব অর্থাৎ ঘোটক ও বিদ্যুৎ আদি পদার্থ উৎপন্ন হইয়াছে। (যে কে চোভয়াদতঃ) যাহার মুখের দুই দিকে দন্ত হয়, সেই সমস্ত পশুকে উভয়দন্ত বলা হয়, যথা উষ্ট্র গর্দ্দভাদি পশু, ইহারা তাঁহা হইতেই অর্থাৎ তদ্দ্বারাই উৎপন্ন হইয়াছে (গোবো হ জ০) সেই পরমপুরুষ হইতেই গোজাতি অর্থাৎ গো, পৃথিবী, কিরণ ও ইন্দ্রিয় সকল উৎপন্ন হইয়াছে। (তস্মাজ্জাতা) এইরূপে ছাগী এবং মেষাদি ও সেই পরমেশ্বররূপী কারণ হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে।

তং য়জ্ঞং বর্হিষি প্রৌক্ষন্ পুরুষং জাতমগ্রতঃ।
তেন দেবা অয়জন্ত সাধ্যা ঋষয়শ্চ য়ে।।৯।।

ভাষ্যম্ ঃ- (তং য়জ্ঞং ব০) য়মগ্রতো জ্ঞাতং প্রাদুর্ভূতং জগৎকর্ত্তারং, পুরুষং পূর্ণং, য়জ্ঞং সর্বপূজ্যং, পরমেশ্বরং বর্হিষি হৃদয়ান্তরিক্ষে, প্রৌক্ষন্ প্রকৃষ্টতয়া য়স্যৈবাভিষেকং কৃতবন্তঃ, কু র্বন্তি, করিষ্যন্তি চেত্যুপদিশ্যত ঈশ্বরেণ, (তেন দেবা০) তেন পরমেশ্বরেণ পুরুষেণ বেদদ্বারোপদিষ্টাস্তে সর্বে দেবা বিদ্বাংসঃ, সাধ্যা জ্ঞানিনঃ, ঋষয়ো মন্ত্রদ্রষ্টারশ্চ, য়ে চান্যে মনুষ্যাস্তং পরমেশ্বরময়জন্তাপূজয়ন্ত। অনেন কিং সিদ্ধং ? স র্ব মনুষ্যাঃ পরমেশ্বরস্য স্তুতিপ্রার্থনোপাসনাপুরঃসরমেব স র্বকর্ম্মানুষ্ঠানং কুর্য্যুরিত্যর্থঃ।।৯।।

।। ভাষার্থ ।।

(তং য়জ্ঞং বর্হি) যিনি সকলের প্রথম হইতেই প্রকট রহিয়াছেন, যিনি সমগ্র জগতের সৃষ্টিকর্তা ও যিনি সমস্ত জগতে পূর্ণভাবে বিরাজিত রহিয়াছেন, সেই যজ্ঞ অর্থাৎ পূজনীয় পরমেশ্বরকে যে জন আপন হৃদয়াকাশের মধ্যে শুদ্ধপ্রেম, ভক্তি, ও সত্যাচরণ পূ র্বক পূজা করেন তাহাকেই শ্রেষ্ঠ মানব বলা হয়। ঈশ্বরের এইরূপ উপদেশ সকলের জন্য কথিত হইয়াছে। (তেন দেবা অয়জন্ত সা০) ঐ পরমেশ্বরের বেদোক্ত উপদেশ মতে (দেবাঃ) যে সকল বিদ্বান জন (সাধ্যাঃ) জ্ঞানী পুরুষ, (ঋষয়শ্চ য়ে) ঋষিগণ অর্থাৎ যাহারা বেদ মন্ত্রের অর্থ ও মর্ম্ম অবগত আছেন, এবং অন্যান্য মনুষ্য, ঐ পরমাত্মার সৎকার অর্থাৎ পূজা পূ র্বক, সাধু অনুষ্ঠানে রত থাকেন, তাহারাই সুখী হয়েন, অর্থাৎ সুখানুভব করিতে সমর্থ হন। মানব মাত্রেরই সকল প্রকার শুভানুষ্ঠানের প্রারম্ভেই ঐ পরমাত্মার স্মরণ ও প্রার্থনা পূ র্বক তদ্বিষয়ে প্রবৃত্ত হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। কাহারও দুষ্ট কার্যে প্রবৃত্ত হওয়া কদাপি উচিত নহে।

য়ৎ পুরুষং ব্যদধুঃ কতিধা ব্যকল্পয়ন্।
মুখং কিমস্যাসীৎ কিং বাহু কিমূরূ পাদা উচ্যেতে।।১০।।

ভাষ্যম্ ঃ- (য়ৎপুরুষং ব্য০) য়দ্যস্মাদেতং পূ র্বোক্তলক্ষণং পুরুষং পরমেশ্বরং, কতিধা কিয়ৎপ্রকারৈঃ (ব্যকল্পয়ন্) তস্য সামর্থ্যগুণকল্পনং কু র্বন্তীত্যর্থঃ, (ব্যদধুঃ) তং স র্বশক্তিমন্তমীশ্বরং বিবিধসামর্থ্যকথনেনাদ ধুরর্থাদনেকবিধং তস্য ব্যাখ্যানং কৃতবন্তঃ, কু র্বন্তি, করিষ্যন্তি চ। (মুকং কি০) অস্য পুরুষস্য মুখং মুখ্যগুণেভ্যঃ কিমুৎপন্নমাসীৎ ? (কিংবাহু) বলবীর্য্যাদিগুণেভ্যঃ কিমুৎপন্নপাসীৎ ? (কিমূরূ) ব্যাপারাদিমধ্যমৈর্গুণৈঃ কিমুৎপন্নমাসীৎ ? (পাদা উচ্যেতে) পাদাবর্থান্মূর্খত্বাদিনীচগুণৈঃ কিমুৎপন্নং বর্ত্ততে ?১০। অস্যোত্তরমাহ –

।। ভাষার্থ ।।

(য়ৎপুরুষং) স র্বশক্তিমান পরমেশ্বরকেই পুরুষ বলা হয়। (কতিধা) এই পরম পুরুষের সামর্থ বিবিধ প্রকারে প্রতিপাদিত হয়, যেহেতু ঐ পুরুষে চিত্র বিচিত্র অর্থাৎ

অনেক প্রকার সামর্থ বিদ্যমান আছে, যাহার বিষয়ে অনেক কল্পনা দ্বারা কথিত হয়। (মুখং কিমস্যাসীৎ) এই পুরুষের মুখ্য গুণ হইতে এই সংসারে কী কী পদার্থ উৎপন্ন হইয়াছে ? (কিং বাহু) বল, বীর্য শূরতা ও যুদ্ধাদি বিদ্যাগুণ হইতে এই সংসারে কী কী পদার্থ উৎপন্ন হইয়াছে ? (কিমূরূ) ব্যাপার আদি মধ্যম গুণ হইতে কীরূপ পদার্থের উৎপত্তি হইয়াছে ? (পাদা উচ্যেতে) এবং পাদ অর্থাৎ মুর্খত্বাদি নিকৃষ্টগুণ হইতেই বা কীরূপ পদার্থের উৎপত্তি হইয়াছে ? উপরোক্ত চারি প্রকার প্রশ্নের উত্তর এই যে।।১০।।

'ব্রাহ্মণোऽস্য মুখমাসীদ্ বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ।
ঊরূ তদস্য য়দ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাংশূদ্রো অজায়ত।।১১।।'

ভাষ্যম্ ঃ- (ব্রাহ্মণোऽস্য০) অস্য পুরুষস্য মুখং, য়ে বিদ্যাদয়ো মুখ্যগুণাঃ সত্যভাষণোপদেশাদীনি কর্মাণি চ সন্তি, তেভ্যো ব্রাহ্মণ আসীদুৎপন্নো ভবতীতি। (বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ) বলবীর্য়্যাদিলক্ষণান্বিতো রাজন্যঃ ক্ষত্রিয়স্তেন কৃত আজ্ঞপ্ত আসীদুৎপন্নো ভবতি। (ঊরূ তদস্য০) কৃষিব্যাপারাদয়ো গুণা মধ্যমাস্তেভ্যো বৈশ্যো বণিগ্জনোऽস্য পুরুষস্যোপদেশাদুৎপন্নো ভবতিতি বেদ্যম্। (পদ্ভ্যাংশূদ্রো০)। পদ্ভ্যাং পাদেন্দ্রিয়নীচত্বমর্থাজ্জড়বুদ্ধিত্বাদিগুণেভ্যঃ শূদ্রঃ সেবাগুণবিশিষ্টঃ পরাধীনতয়া প্রবর্ত্তমানোऽজায়ত জায়ত ইতি বেদ্যম্। অস্যোপরি প্রমাণানি বর্ণাশ্রমপ্রকরণে বক্ষ্যন্তে।। ছন্দসি লুঙ্ লঙ্ লিটঃ।।১।। অষ্টাধ্যা০ অ০৩। পা০৪। সূ০৬। **ইতি-সূত্রেণ সামান্যকালে ত্রয়ো লকারা বিধীয়ন্তে।।১১।।**

।।ভাষার্থ।।

(ব্রাহ্মণোऽস্য মুখমাসীৎ) এই পুরুষের আজ্ঞানুসারে বিদ্যা ও সত্যভাষণাদিরূপ উত্তম গুণ ও শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম হইতে ব্রাহ্মণ বর্ণ উৎপন্ন হয়, এই ব্রাহ্মণ বর্ণস্থের মুখ্যকর্ম্ম ও শুভ গুণযুক্ত হওয়ায়, মনুষ্যমধ্যে উত্তম বা শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত হন। (বাহূরাজন্যঃ কৃতঃ) ঐ পরম পুরুষ পরমেশ্বর বল ও পরাক্রম আদি গুণযুক্ত করিয়া ক্ষত্রিয় বর্ণের উৎপত্তি করিয়াছেন। (ঊরূ তদস্য) কৃষি ব্যাপারে পারদর্শী ও দেশ বিদেশের ভাষাভিজ্ঞ এবং পশু পালনাদি মধ্যমগুণযুক্ত হওয়ায় বৈশ্যবর্ণ সিদ্ধ হয়। (পদভ্যাংশূদ্রো) যেরূপ পাদ স র্বাপেক্ষা নীচ অঙ্গ, তদ্রূপ মূর্খতাদি নীচগুণ দ্বারা মনুষ্য মধ্যে শূদ্রবর্ণ হইয়া থাকে। এ বিষয়ের বিশেষ প্রমাণ বর্ণাশ্রমের ব্যাখ্যাকালে বর্ণন করিব।।১১।।

চন্দ্রমা মনসো জাতশ্চক্ষোঃ সূর্য়্যো অজায়ত।
শ্রোত্রাদ্ বায়ুশ্চ প্রাণশ্চ মুখাদগ্নিরজায়ত।।১২।।

ভাষ্যম্ ঃ- (চন্দ্রমা মনসো০) তস্যাস্য পুরুষস্য মনসো মননশীলাৎ সামর্থ্যাচ্চন্দ্রমা জাত উৎপন্নোऽস্তি, তথা চক্ষোর্জ্যোতির্ময়াৎ সূর্য়্যো অজায়ত উৎপন্নোऽস্তি, (শ্রোত্রাদ্বা০)

শ্রোত্রাকাশময়াদাকাশো নভ উৎপন্নমস্তি, বায়ুময়াদ্ বায়ুরুৎপন্নোऽস্তি প্রাণশ্চ, সর্বেন্দ্রিয়াণি চোৎপন্নানি সন্তি। মুখান্মুখ্যজ্যোতির্ময়াদ্ অগ্নিরজায়তোৎপন্নোऽস্তি।।১২।।

।। ভাষার্থ ।।

(চন্দ্রমা০) উক্ত পুরুষের মনন অর্থাৎ জ্ঞান স্বরূপ সামর্থ হইতে চন্দ্রমা ও তেজস্বরূপ সামর্থ হইতে সূর্য্যের উৎপত্তি হইয়াছে। (শ্রোত্রাদ্ধা) শ্রোত্র অর্থাৎ অবকাশরূপ সামর্থ্য হইতে আকাশ ও বায়ুরূপ সামর্থ্য হইতে বায়ু উৎপন্ন হইয়াছে। এইরূপে ইন্দ্রিয়াদি সকলও আপনাপণ কারণ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে এবং মুখ্য জ্যোতিঃ স্বরূপ সামর্থ্য হইতে অগ্নি উৎপত্তি হইয়াছে।

নাভ্যা আসীদন্তরিক্ষꣳশীর্ষ্ণো দ্যৌঃ সমবর্ত্তত।
পদ্ভ্যাং ভূমির্দিশঃ শ্রোত্রাৎ তথা লোকাঁ২ऽঅকল্পয়ন্।।১৩।।

ভাষ্যম্ ঃ- (নাভ্যা০) অস্য পুরুষস্য নাভ্যা অবকাশময়াৎ সামর্থ্যাদ্ অন্তরিক্ষমুৎপন্নমাসীৎ। এবং শীর্ষ্ণঃ শিরোবদুত্তমসামর্থ্যাৎ প্রকাশময়াৎ (দ্যৌঃ) সূর্য্যাদিলোকঃ প্রকাশাত্মকঃ সমবর্ত্তত সম্যগুৎপন্নঃ সন্ বর্ত্ততে, (পদ্ভ্যাং ভূমিঃ) পৃথিবীকারণময়াৎ সামর্থ্যাৎ পরমেশ্বরেণ ভূমির্ধরণিরুৎপাদিতাস্তি জলং চ, (দিশঃ শ্রো০) শব্দাকাশকারণ ময়াত্তেন দিশ উৎপাদিতাঃ সন্তি, (তথা লোকাঁ ২''ऽঅকল্পয়ন্) তথা তৈনৈব প্রকারেণ সর্বলোককারণময়াৎ সামর্থ্যাদন্যান্সর্বান্ লোকাংস্তত্রস্থান স্থাবরজঙ্গমান্ পদার্থানকল্পয়ৎ পরমেশ্বর উৎপাদি-তবানস্তি।।১৩।।

।। ভাষার্থ ।।

(নাভ্যা আসীদন্তঃ) এই পুরুষের অত্যন্ত সূক্ষ্ম সামর্থ্য হইতে অন্তরিক্ষ, অর্থাৎ পৃথিবী ও সূর্য্যাদি লোক মধ্যে যে অবকাশ আছে তাহা নিযুক্ত করা হইয়াছে। (শীর্ষ্ণো দ্যৌঃ) আর ইঁহার স র্বোত্তম সামর্থ্য বলে সমগ্র লোকের প্রকাশক সূর্য্যাদি লোক উৎপন্ন হইয়াছে। (পদ্ভ্যাং ভূমিঃ) পরমাণু কারণ রূপ সামর্থ দ্বারা পরমেশ্বর এই পৃথিবীর উৎপত্তি করিয়াছেন, এবং ঐ কারণ দ্বারাই জলও উৎপন্ন করিয়াছেন। (দিশঃ শ্রোত্রাৎ) সেই পরমাত্মা শ্রোত্ররূপ সামর্থ্য দ্বারা দিশা সকলের উৎপত্তি করিয়াছেন অর্থাৎ তাহাদিগের কার্য্যে নিয়ত করিয়াছেন। (তথা লোকাং২''ऽঅকল্পয়ন্) এইরূপ সকল প্রকার লোকের কারণরূপ সামর্থ্য বলে, পরমেশ্বর সূর্য্যাদি সমস্ত লোককে সৃজন করিয়া তাহাতে বাসোপযোগী পদার্থ সকলকেও উৎপন্ন করিয়াছেন।

য়ৎ পুরুষেণ হবিষা দেবা য়জ্ঞমতন্বত।
বসন্তোऽস্যাসীদাজ্যং গ্রীষ্মऽই মঃ শরদ্ধবিঃ।।১৪

ভাষ্যম্ ঃ- (য়ৎপুরুষেণ০) দেবা বিদ্বাংসঃ পূর্বোক্তেন পুরুষেণ হবিষা গৃহীতেন দত্তেন চাগ্নিহোত্রাদ্যশ্বমেধান্তং শিল্পবিদ্যাময়ং চ য়দ্ য়ং য়জ্ঞং প্রকাশিতমতন্বত বিস্তৃতং কৃতবন্তঃ, কু র্বন্তি, করিষ্যন্তি চ। ইদানীং জগদুৎপত্তৌ কালস্যাবয়াখ্যা সামগ্রয়ুচ্যতে (বসন্তো০) অস্য য়জ্ঞস্য পুরুষাদুৎপন্নস্য বা ব্রহ্মাণ্ডময়স্য বসন্ত আজ্যং ঘৃতবদস্তি। (গ্রীষ্ম ই মঃ) গ্রীষ্মর্ত্তুরি ম ইন্ধনান্যগ্নির্বাস্তি। (শরদ্ধবিঃ) শরদৃতুঃ পুরোডাশাদিবদ্ধবির্হবনীয়মস্তি।।১৪।।

।।ভাষার্থ।।

(য়ৎপুরুষেণ) ঐ পূ র্বোক্ত পরমাত্মা দেব অর্থাৎ বিদ্বান পুরুষদিগকেও তাঁহাদিগের নিজ নিজ কর্ম্মানুসারে উৎপন্ন করিয়াছেন। এই দেব বা বিদ্বান পুরুষেরা পরমাত্মার সৃষ্টি প্রদত্ত ঘৃতাদি পদার্থ গ্রহণ করিয়া, অগ্নি হইতে অশ্বমেধ পর্য্যন্ত যজ্ঞানুষ্ঠান করেন। এবং শিল্পবিদ্যারূপ যজ্ঞেরও প্রকাশ করিয়া থাকেন। (বসন্তো০) আর এই যে ব্রহ্মাণ্ডরূপ যজ্ঞ পরমাত্মা সৃষ্টি করিয়াছেন, তন্মধ্যে বসন্ত ঋতু অর্থাৎ চৈত্র ও বৈশাখ ঘৃতের সমান। (গ্রীষ্ম ই মঃ) গ্রীষ্ম ঋতু অর্থাৎ জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় ইন্ধন স্বরূপ। শ্রাবণ ও ভাদ্র বর্ষা ঋতু, আশ্বিন ও কার্ত্তিক শরত ঋতু, মার্গশীর্ষ (অগ্রহায়ণ) ও পৌষ হিম বা শীত ঋতু এবং মাঘ ও ফাল্গুন মাসকে শিশির ঋতু বলা যায়। এই সমস্তগুলি এই যজ্ঞের আহুতি স্বরূপ। উপরোক্ত রূপালঙ্কার দ্বারা ব্রহ্মাণ্ডের ব্যাখ্যান করা হইয়াছে, ইহাই জ্ঞাত হইবেন।

সপ্তাস্যাসন্ পরিধয়স্ত্রিঃ সপ্ত সমিধঃ কৃতাঃ।
দেবা য়দ্যজ্ঞং তন্বানাऽঅবধ্নন্ পুরুষং পশুম্।।১৫।।

ভাষ্যম্ ঃ- (সপ্তাস্যা০) অস্য ব্রহ্মাণ্ডস্য সপ্ত পরিধয়ঃ সন্তি। পরিধির্হি গোলস্যোপরিভাগস্য য়াবতা সূত্রেণ পরিবেষ্টনং ভবতি স পরিধির্জ্ঞেয়ঃ। অস্য ব্রহ্মাণ্ডস্য ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গতলোকানাং বা সপ্ত সপ্ত পরিধয়ো ভবন্তি সমুদ্র একস্তদুপরি ত্রসরেণুসহিতো বায়ুর্দ্বিতীয়ঃ, মেঘমণ্ডলং তত্রস্থো বায়ুস্তৃতীয়ঃ, বৃষ্টিজলং চতুর্থস্তদুপরিবায়ুঃ পঞ্চমঃ, অত্যন্তসূক্ষ্মো ধনঞ্জয়ষ্ ষষ্ঠঃ, সূত্রাত্মা স র্বত্র ব্যাপ্তঃ সপ্তমশ্চ। এবমেকৈকস্যোপরি সপ্ত সপ্তাবরণানি স্থিতানি সন্তি, তস্মাৎ তে পরিধয়ো বিজ্ঞেয়াঃ। (ত্রি সপ্ত সমিধঃ কৃতাঃ) একবিংশতিঃ পদার্থাঃ সামগ্র্যস্য চাস্তি। প্রকৃতির্মহৎ, বুদ্ধ্যাদ্যন্তঃকরণং, জীবশ্চৈষৈকা সামগ্রী পরমসূক্ষ্মত্বাৎ। দশেন্দ্রিয়াণি শ্রোত্রং, ত্বক্, চক্ষুঃ, জিহ্বা, নাসিকা, বাক্, পাদৌ, হস্তৌ, পায়ুঃ, উপস্থং চেতি। শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধাঃ পঞ্চতন্মাত্রাঃ. পৃথিব্যাপস্তেজোবায়ুরাকাশমিতি পঞ্চভূতানি চ মিলিত্বা দশ ভবন্তি। এবং স র্বা মিলিত্বৈকবিংশতির্ভবন্ত্যস্য ব্রহ্মাণ্ডরচনস্য সমিধঃ কারণানি বিজ্ঞেয়ানি। এতেষামবয়বরুপাণি তু তত্ত্বানি বহূনি সন্তীতি বোধ্যম্। (দেবা য়০) তদিদং যেন পুরুষেণ

রচিতং তং য়জ্ঞপুরুষং পশুং স র্বদ্রষ্টারং সর্বৈঃ পূজনীয়ং দেবা বিদ্বাংসঃ (অবঘ্নন্) ধ্যানেন বধ্নন্তি। তং বিহায়েশ্বরত্বেন কস্যাপি ধ্যানং নৈব বধ্নন্তি, নৈব কু র্বন্তীত্যর্থঃ।।১৫।।

।। ভাষার্থ।।

(সপ্তাস্যা) এই ব্রহ্মাণ্ডের সপ্ত পরিধি আছে, অর্থাৎ প্রত্যেক লোকের চারিদিকে সাত সাতটী করিয়া পরিধি রচিত হইয়াছে। কোন গোলাকার পদার্থের চতুর্দ্দিকে সূত্র দ্বারা বেষ্টন করিলে যত পরিমাণ হয়, তাহাকে পরিধি বলা যায়। এইরূপে ব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেক লোকের পরিধির উপর সাত সাতটি করিয়া আবরণ আছে, যথা ১ম সমুদ্র, ২য় এসরেণূ, ৩য় মণ্ডল বা বায়ু, ৪র্থ বৃষ্টি জল, ৫ম বৃষ্টির জলের উপর যে এক প্রকার বায়ু আছে তাহা, ৬ষ্ঠ অত্যন্ত সূক্ষ্ম বায়ু যাহাকে ধনঞ্জয় বলা যায়, এবং ৭ম সূত্রাত্মা যাহা ধনঞ্জয় হইতে সূক্ষ্ম, ইহাদিগকেই সপ্ত পরিধি বলা হয়। (ত্রি সপ্ত সমিধ) এই ব্রহ্মাণ্ডের সামগ্রী ত্রিসপ্ত প্রকার অর্থাৎ একবিংশতি প্রকার কথিত হয়। তন্মধ্যে প্রকৃতি, বুদ্ধি ও জীব এই তিন (একত্র) মিলিত হইয়া অবস্থান করে কারণ এই তিনটীই অত্যন্ত সূক্ষ্ম পদার্থ। ২য় শ্রোত্র, ৩য় ত্বচা, ৪র্থ নেত্র, ৫ম জিহ্বা ৬ষ্ঠ নাসিকা, ৭ম বাক্, ৮ম পদ, ৯ম হস্ত, ১০ম গুদালিঙ্গ, ১১শ উপস্থ, যাহাকে লিঙ্গেন্দ্রিয় বলে, ১২শ শব্দ, ১৩শ স্পর্শ, ১৪শ রূপ, ১৫শ রস, ১৬শ গন্ধ, ১৭শ পৃথিবী, ১৮শ জল, উনবিংশ অগ্নি, বিংশ বায়ু একবিংশ আকাশ, ইহাদিগকে একবিংশ সমিধা বলা যায়। (দেবা য়০) যে পুরুষরূপী পরমেশ্বর এই জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা ও সকলের সাক্ষী স্বরূপ ও পূজ্য, বিদ্বানগণ বেদ বাক্য শ্রবণ করিয়া অর্থাৎ তদ্বিষয় উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া, তাঁহারই (সেই পরমাত্মারই) গুণ কীর্ত্তন, প্রকাশ ও ধ্যান করিয়া থাকেন। সেই পরমাত্মা ব্যতীত অন্য কোন ঈশ্বরকে স্বীকার করেন না ও একমাত্র তাঁহারই ধ্যান দ্বারা নিজ নিজ আত্মার কল্যাণ সাধন করেন।

য়জ্ঞেন য়জ্ঞময়জন্ত দেবাস্তানি ধর্ম্মাণি প্রথমান্যাসন্।
তে হ নাকং মহিমানঃ সচন্ত যত্র পূর্বে সাধ্যাঃ সন্তি দেবাঃ।।১৬।।

ভাষ্যম্ ঃ- (য়জ্ঞেন য়জ্ঞম০) যে বিদ্বাংসো য়জ্ঞং য়জনীয়ং পূজনীয় পরমেশ্বরং, য়জ্ঞেন তৎস্তুতি প্রার্থনোপাসনরীত্যা পূজনেন, তমেবায়জন্ত, য়জন্তে, য়ক্ষ্যন্তি চ। তান্যেব ধর্ম্মাণি প্রথমানি সর্বকর্ম্মভ্য আদৌ সর্বৈর্মনুষ্যৈঃ কর্ত্তব্যান্যাসন্। ন চ তৈঃ পূর্বং কৃতৈর্বিনা কেনাপি কিঞ্চিৎ কর্ম্ম কর্ত্তব্যমিতি। (তে হ না০) ত ঈশ্বরোপাসকা, হেতি প্রসিদ্ধং নাকং সর্বদুঃখরহিতং পরমেশ্বরং মোক্ষং চ মহিমানঃ পূজ্যাঃ সন্তঃ সচন্ত সমবেতা ভবন্তি। কীদৃশং তৎ ? (য়ত্র পূ র্ব সাধ্যাঃ০) সাধ্যাঃ সাধনবন্তঃ কৃতসাধনাশ্চ দেবা বিদ্বাংসঃ পূ র্ব অতীতা য়ত্র মোক্ষাখ্যে পরমে পদে সুখিনঃ সন্তি। ন তস্মাদ্ ব্রহ্মণশ্ শতবর্ষসংখ্যাতাৎ কালাৎ কদাচিৎ পুনরাবর্ত্তন্ত ইতি, কিন্তু তমেব সমসেবন্ত।

অত্রাহুর্নিরুক্তকারা য়াস্কাচার্য্যাঃ–য়জ্ঞেন য়জ্ঞময়জন্ত দেবাঃ, অগ্নিনাগ্নিময়জন্ত দেবাঃ, অগ্নিঃ পশুরাসীত্তমালভন্ত তেনায়জন্তেতি চ ব্রাহ্মণম্। তানি ধর্ম্মাণি প্রথমান্যাসন্, তে হ নাকং মহিমানঃ সমসেবন্ত, য়ত্র পূর্ব্বে সাধ্যাঃ সন্তি দেবাঃ, সাধনাঃ, দ্যুস্থানো দেবগণ ইতি নৈরুক্তাঃ। নি০ অ০ ১২খং০ ৪১।।

অগ্নিনা জীবেনান্তঃকরণেন বাগ্নিং পরমেশ্বরময়জন্ত। অগ্নিঃ পশুরাসীত্তমেব দেবা আলভন্ত। সর্বোপকারকমগ্নিহোত্রাদ্যশ্বমেধান্তং ভৌতিকাগ্নিনাপি য়জ্ঞং দেবা সমসেবন্তেতি বা। সাধ্যাঃ সাধনবন্তো য়ত্র পূর্বে পূর্বং ভূতা মোক্ষাখ্যানন্দে পদে সন্তি। তমভিপ্রেত্যাত এব দ্যুস্থানো দেবগণ ইতি নিরুক্তকারা বদন্তি। দ্যুস্থানঃ প্রকাশময়ঃ পরমেশ্বরঃ স্থানং স্থিত্যর্থং য়স্য-সঃ। য়দ্বা সূর্য্যপ্রাণস্থানঃ বিজ্ঞানকিরণাস্তত্রৈব দেবগণো দেবসমুহো বর্ত্তত ইতি।।১৬।।

।। ভাষার্থ।।

(য়জ্ঞেন য়জ্ঞম০) বিদ্বান পুরুষকেই দেব বা দেবতা বলা হয়, ইহারা সকলেরই পূজ্য হইয়া থাকেন, যেহেতু বিদ্বানেরা সর্বদাই স্তুতি প্রার্থনা ও উপাসনা ও আজ্ঞা পালনাদিদ্বারা পরমেশ্বরেরই পূজা করিয়া থাকেন। অতএব মনুষ্যমাত্রেরই প্রত্যেক শুভকর্ম্মের প্রারম্ভে বেদমন্ত্র পাঠ করিয়া, পরমেশ্বরের স্তুতি ও প্রার্থনা অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। (তে হ নাকং) যাহারা ঈশ্বরের উপাসনা করেন, তাঁহারা সকল প্রকার দুঃখ হইতে ত্রাণ পাইয়া মনুষ্যগণের মধ্যে অত্যন্ত পূজ্য হইয়া থাকেন। (য়ত্র পূর্ব্বে সা০) বিদ্বান পুরুষেরা পরম পুরুষার্থ অর্থাৎ পুরুষাকার দ্বারা, যে পরম পদ প্রাপ্ত হইয়া নিত্যানন্দ উপভোগ করেন, তাহাকেই মুক্তি বলা হয়, যেহেতু তাহা হইতে নিবৃত্ত হইয়া সংসারের দুঃখে তাহারা আর ঐ কল্পের মধ্যে পতিত হন না। এই বিষয়ে নিরুক্তকারও এইরূপ বলিয়াছেন, যে জন পরমেশ্বরের অনন্ত প্রকাশ মধ্যে মোক্ষ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনিই পরমেশ্বরের প্রকাশে সদা অবস্থান করিয়া থাকেন, এরূপ লোকের আর অজ্ঞানান্ধকার থাকে না।

অদ্ভ্যঃ সংভৃতঃ পৃথিব্যৈ রসাচ্চ বিশ্বকর্ম্মণঃ সমবর্ত্ততাগ্রে।
তস্য ত্বষ্টা বিদধদ্রূপমেতি তন্মর্ত্ত্যস্য দেবত্বমাজানমগ্রে।।১৭।।

ভাষ্যম্ঃ- (অদ্ভ্যঃ সংভৃতঃ০) তেন পুরুষেণ পৃথিব্যৈ পৃথিব্যুৎপতার্থমদ্ভ্যো রসঃ সম্ভৃতঃ সংগৃহ্য তেন পৃথিবী রচিতা। এবমগ্নিরসেনাগ্নেঃ সকাশাদাপ উৎপাদিতাঃ। অগ্নিশ্চ বায়োঃ সকাশাদ্ বায়ুরাকাশাদুৎপাদিতঃ। আকাশঃ প্রকৃতেঃ, প্রকৃতিঃ স্বসামর্থ্যাচ্চ। বিশ্বং সর্বং কর্ম্ম ক্রিয়মাণমস্য স বিশ্বকর্ম্মা, তস্য পরমেশ্বরস্য সামর্থ্যমধ্যে কারণাখ্যেऽগ্রে সৃষ্টেঃ প্রাগ্ জগৎ সমবর্ত্তত বর্ত্তমানমাসীৎ। তদানীং সর্বমিদং জগৎ কারণভূতমেব, নেদৃশমিতি। তস্য সামর্থ্যস্যাংশান্ গৃহীত্বা ত্বষ্টা রচনকর্ত্তেদং সকলং জগদ্ বিদধৎ। পুনশ্চেদং বিশ্বং রূপবত্ত্বমেতি। তদেব মর্ত্ত্যস্য মরণধর্ম্মকস্য বিশ্বস্য

মনুষ্যস্যাপি চ রূপবত্ত্বং ভবতি। (আজনমগ্রে) বেদাজ্ঞাপনসময়ে পরমাত্মাজ্ঞপ্তবান বেদরুপামাজ্ঞাংদত্তবান্ বেদরূপামাজ্ঞাং দত্তবান্ মনুষ্যায়–ধর্ম্ময়ুক্তেনৈব সকামেন কর্ম্মণা কর্ম্মদেবত্বয়ুক্তং শরীরং ধৃত্বা বিষয়েন্দ্রিয়সংয়োগজন্যমিষ্টং সুখং ভবতু, তথা নিষ্কামেন বিজ্ঞানপরমং মোক্ষাখ্যং চেতি।।১৭।।

।। ভাষার্থ।।

(অদ্ভ্যঃ সংভৃতঃ) ঐ পরমপুরুষরূপী পরমেশ্বর পৃথিবীর উৎপত্তি হেতু জল হইতে সারাংশ রূপ রস গ্রহণ করিয়া ও অগ্নির পরমাণু দ্বারা পৃথিবী রচনা করিয়াছেন, এইরূপে অগ্নির পরমাণুর সহিত জলের পরমাণু একত্রিত করিয়া জলের সৃষ্টি করিয়াছেন। বায়ুর পরমাণুর সহিত অগ্নির বা তেজের পরমাণু মিশ্রিত করিয়া অগ্নিকে এবং বায়ুর পরমাণু দ্বারা বায়ুকে রচনা করিয়াছেন এবং এইরূপে নিজ সামর্থ দ্বারা আকাশকেও রচনা করিয়াছেন অর্থাৎ আকাশকেও ব্যবহারোপযোগী করিয়াছেন। এই আকাশ সকল প্রকার তত্ত্বের আধার স্থান। বলিতে কী, পরমাত্মা প্রকৃতি হইতে তৃণ পর্য্যন্ত সমগ্র পদার্থকে সৃজন করিয়াছেন, এই জন্যই পরমাত্মাকে বিশ্বকর্ম্মা বলা হয়। যখন সৃষ্টি অর্থাৎ কার্য্যরূপী সৃষ্টির প্রকাশ হয় নাই, তখন সমস্ত পদার্থ ই ঈশ্বরের মধ্যে কারণরূপে বর্ত্তমান ছিল। (তস্য) ঈশ্বর নিজ সামর্থ বলে যে যে সময় এই কার্য্যরূপ জগতের রচনা করেন, তখনই এই গুণশালী কার্য্যরূপী জগৎ স্থুলাকার ধারণ করিয়া দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। (তন্মর্ত্ত্যস্য দেবত্ব০) পরমেশ্বর মনুষ্যের শরীর রচনা করেন বলিয়াই মনুষ্যগণ দিব্য কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা দেবত্ব বা দেবসংজ্ঞা প্রাপ্ত হন। এইরূপে ঈশ্বরোপাসনা দ্বারা মনুষ্যেরা যখন বিদ্যা ও বিজ্ঞানাদি রূপ অত্যুত্তম গুণ প্রাপ্ত হন, তখনই তাহারা দেবরূপে কথিত হন, যেহেতু কর্ম্ম অপেক্ষা উপাসনা ও জ্ঞানের মহিমা অধিক হইয়া থাকে। ঈশ্বরের এইরূপ আজ্ঞা আছে যে, যেজন শুভ কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা শরীরাদির চালনা করেন, তিনি ইহ সংসারে উত্তম সুখ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। পুনশ্চ যেজন পরমেশ্বর প্রাপ্তিরূপ মুক্তির ইচ্ছা করেন, তিনি উত্তম দেব হন অর্থাৎ দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।।১৭।।

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেব বিদিত্বাতি মৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।।১৮।।

ভাষ্যম্ ঃ- (বেদাহমেতং পু০) কিং বিদিত্বা ত্বং জ্ঞানী ভবসীতি পৃচ্ছ্যতে? তদুত্তরমাহ–য়তঃ পূর্বোক্তলক্ষণবিশিষ্টং, সর্বেভ্যো মহান্তং, বৃদ্ধতমমাদিত্যবর্ণং স্বপ্রকাশবিজ্ঞানস্বরূপং, তমসোঽজ্ঞানাবিদ্যান্ধকারাৎ পরস্তাৎ পৃথগ্ বর্ত্তমানং পরমেশ্বরং পুরুষমহং বেদ জানাম্যতোঽহং জ্ঞান্যস্মীতি নিশ্চয়ঃ। নৈব তমবিদিত্বা কশ্চিজ্জ্ঞানী ভবিতুমর্হতীতি। কুতঃ? (তমেব বিদিত্বা০) মনুষ্যস্তমেব পুরুষং পরমাত্মানং বিদিত্বাঽতিমৃত্যুং মৃত্যুমতিক্রান্তং মৃত্যোঃ পৃথগ্ভূতং মোক্ষাখ্যামানন্দমেতি প্রাপ্নোতি, নৈবাতোঽন্যথেতি। এবকারাৎ তমীশ্বরং বিহায় নৈব কস্যচিদন্যস্য লেশমাত্রাপ্যুপাসনা

কেনচিৎ কদাচিৎ কার্য়েতি গম্যতে। কথমিদং বিজ্ঞায়তেঽন্যস্যোপাসনা নৈব কার্য়েতি ? (নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়) ইতি বচনাৎ। অয়নায় ব্যাবহারিকপারমার্থিকসুখায়াঽন্যো দ্বিতীয়ঃ পন্থা মার্গো ন বিদ্যতে। কিন্তু তস্যৈবোপাসনমেব সুখস্য মার্গোঽতো ভিন্নস্যেশ্বরগণনোপাসনাভ্যাং মনুষ্যস্য দুঃখমেব ভবতীতি নিশ্চয়ঃ। অতঃ কারণাদেষ এব পুরুষঃ সর্বৈরুপাসনীয় ইতি সিদ্ধান্তঃ।।১৮।।

।। ভাষার্থ ।।

(বেদাহমেতং) প্রঃ– কোন্ পদার্থ জ্ঞাত হইলে মনুষ্য জ্ঞানী হন ?

উঃ–পূর্বোক্ত লক্ষণযুক্ত পরমেশ্বরকে যথাবৎ জানিতে পারিলেই লোকে যথার্থ জ্ঞানী হইতে সমর্থ হয়েন, অন্যথা হন না। যিনি সর্বাপেক্ষা বৃহৎ, সকলের প্রকাশকারী এবং যিনি অবিদ্যাদি অন্ধকার ও অজ্ঞানাদি দোষ হইতে সদা পৃথক রূপে অবস্থান করেন, সেই পরম পুরুষকেই আমি পরমেশ্বর ও ইষ্টদেব স্বরূপ জ্ঞান করিয়া থাকি। এই পরমাত্মাকে সম্যক জানিতে না পারিলে, কেহই যথাবৎ জ্ঞানবান হইতে সমর্থ হন না। যেহেতু (ত্বমেব বিদিত্বা০) সেই পরমাত্মা বিষয়ক স্বরূপজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াই, লোকে জন্ম মরণাদিরূপ মহান দুঃখ সাগর হইতে পরিত্রাণ পাইয়া পরমানন্দরূপ মোক্ষ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, অন্যথা অন্য কোন প্রকারে মুক্তি প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা নাই।

প্রঃ–ইহার দ্বারা কী সিদ্ধ হইতেছে ?

উঃ–ইহার দ্বারা আমরা নিশ্চয় বুঝিতেছি যে, এক পরমাত্মারই উপাসনা করা মনুষ্য মাত্রেরই অবশ্য কর্ত্তব্য। পরমাত্মা ভিন্ন অন্য কোন পদার্থের উপাসনা করা কদাপি মনুষ্যের কর্ত্তব্য নহে। যেহেতু একমাত্র পরমাত্মা জীবের মোক্ষদাতা, অন্য কাহারও মোক্ষ প্রদান করিবার ক্ষমতা নাই। এ বিষয়ে বেদ বলিতেছেন যে, (নান্যঃ পন্থা ইত্যাদি) অর্থাৎ কী ব্যবহারিক কী পারমার্থিক এই উভয় প্রকারের পবিত্র সুখ একমাত্র পরমাত্মার স্বরূপ অবগত হওয়া ও তাহার উপাসনায় রত থাকিলেই প্রাপ্ত হওয়া যায়, অন্য কোন উপায়ে প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

প্রজাপতিশ্চরতি গর্ভে অন্তরজায়মানো বহুধা বি জায়তে।
তস্য য়োনিং পরি পশ্যন্তি ধীরাস্তস্মিন্ হ তস্থুর্ভুবনানি বিশ্বা।।১৯।।

(প্রজাপতি০) স এব প্রজাপতিঃ সর্বস্য স্বামী, জীবস্যান্যস্য চ জড়স্য জগতোঽন্তর্গর্ভে মধ্যেঽন্তর্য়্যামিরূপেণাজায়মানোঽনুৎপন্নোঽজঃ সন্নিত্যং চরতি। তৎসামর্থ্যাদেবেদং সকলং জগদ্ বহুধা বহুপ্রকারং বিজায়তে বিশিষ্টতয়োৎপদ্যতে। (তস্য য়োনিং০) তস্য পরব্রহ্মণো য়োনিং সত্যধর্ম্মানুষ্ঠানং বেদবিজ্ঞানমেব প্রাপ্তিকারণং, ধীরা ধ্যানবন্তঃ (পরিপ০) পরিতঃ সর্বতঃ প্রেক্ষন্তে। (তস্মিন্হ তস্থুর্ভু০) য়স্মিন্ ভুবনানি বিশ্বানি সর্বাণি সর্বে লোকাস্তস্থুঃ স্থিতিং চক্রিরে। হেতি নিশ্চয়ার্থে, তস্মিন্নেব পরমেপুরুষে ধীরা জ্ঞানিনো মনুষ্যা মোক্ষানন্দং প্রাপ্য তস্থুঃ স্থিরা ভবন্তীত্যর্থঃ।।১৯।।

ভাষার্থ

(প্রজাপতি০) যিনি প্রজাদিগের পতি অর্থাৎ সমস্ত জগতের স্বামী, তিনি সমস্ত জড় ও চৈতন্যের অন্তরে ও বাহিরে অন্তর্যামী রূপে স র্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন। যিনি সমগ্র জগৎকে উৎপন্ন করিয়া, স্বয়ং সদা অজন্মা থাকিয়া, সদা এক রসে অবস্থিতি করিতেছেন। (তস্য য়োনিং) সত্যাচরণ ও সত্যবিদ্যা পরমেশ্বর প্রাপ্তির কারণ স্বরূপ, বিদ্বানগণ এই দুই সাধন দ্বারা পরমেশ্বরের ধ্যানে মগ্ন হইয়া তাঁহাকে দর্শন অর্থাৎ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দ্বারা হৃদয়ে গ্রহণ করিয়া, স র্বপ্রকারে তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। (তস্মিন তে) যাঁহাতে অর্থাৎ যে পরমেশ্বরের আধারের মধ্যে সমস্ত ভুবন ও লোক অবস্থিতি করিতেছে, জ্ঞানী জন সেই পরমাত্মায় অবস্থিতি করিয়া ও সত্যের প্রতি নিশ্চয় বা নিষ্ঠা রাখিয়া মোক্ষসুখ প্রাপ্ত হইয়া জন্মমরণাদি ক্লেশ হইতে পৃথক হইয়া পরমানন্দে সদা মগ্ন থাকেন।

য়ো দেবেভ্য আতপতি য়ো দেবানাং পুরোহিতঃ।
পূর্বো য়ো দেবেভ্যো জাতো নমো রুচায় ব্রাহ্ময়ে।।২০।।

ভাষ্যম্ঃ- (য়ো দেবেভ্য০) য়ঃ পূর্ণঃ পুরুষো দেবেভ্যো বিদ্বদ্ভ্যস্তৎপ্রকাশার্থমাতপতি আসমন্তাৎ তদন্তঃকরণে প্রকাশয়তি, নান্যেভ্যশ্চ। য়শ্চ দেবানাং বিদুষাং পুরোহিতঃ সর্বৈঃ সুখৈঃ সহ মোক্ষে বিদুষো দধাতি। (পূ র্বো য়ো দেবেভ্যো জ্ঞাতঃ) দেবেভ্যো বিদ্বদ্ভ্যো য়ঃ পূ র্বঃ পূ র্বমেব সনাতনত্বেন বর্ত্তমানঃ সন্ জাতঃ প্রসিদ্ধোঽস্তি, (নমো রুচায়০) তস্মৈ রুচায় রুচিকরায় ব্রহ্মণে নমোঽস্তু। য়শ্চ দেবেভ্যো বিদ্বদ্ভ্যো ব্রহ্মোপদেশং প্রাপ্য ব্রহ্মরুচির্ব্রাহ্মির্ব্রহ্মণোঽপত্যমিব বর্ত্তমানোঽস্তি, তস্মা অপি ব্রাহ্ময়ে ব্রহ্মসেবকায নমোঽস্তু।।২০।।

।।ভাষার্থ।।

(যো দেবেভ্যঃ) যে পরমাত্মা বিদ্বানগণের নিকট সদা প্রকাশস্বরূপ রহিয়াছেন, অর্থাৎ যে পরমাত্মা উক্ত বিদ্বানদিগের আত্মাকে প্রকাশিত করিয়া থাকেন, এবং যিনি উহাদিগের পুরোহিত স্বরূপ অর্থাৎ যিনি ঐ সকল বিদ্বানদিগকে অত্যন্ত সুখের সহিত ধারণ ও পোষণ করিয়া থাকেন, অথচ যিনি তাহাদিগের ইহকালে পবিত্রসুখ সম্ভোগ করাইয়া দেহান্তে মোক্ষানন্দ (যাহা প্রাপ্ত হইলে আর জীবকে দুঃখ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না) তাহাই প্রাপ্ত করাইয়া কৃতকৃত্য করিয়া থাকেন। (পূ র্বা য়ো দেবেভ্যো জাতঃ) যে পরমাত্মা সমস্ত বিদ্বানদিগের মধ্যে সনাতন অর্থাৎ আদি বিদ্বানরূপে বিরাজমান বা

---

(১) পাতঞ্জল যোগশাস্ত্রে লিখিত আছে সত্রষ পূর্বোষামপি গুরুঃ কালেনানবচ্ছেদাৎ অর্থাৎ সেই পরমাত্মা পূর্বজ ব্রহ্মাদি ঋষিদিগেরও গুরু, কাল কর্ত্তৃক তিনি কদাপি পরিচ্ছন্ন হন না।
(২) যজুর্বেদে আর এক স্থানে লিখিত আছে ''তস্য যোনিং পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ'' অর্থাৎ ধীর বা বিদ্বান পুরুষেরা তাঁহাকে জ্ঞাননেত্র বলে দর্শন করিয়া থাকেন।

প্রসিদ্ধ রহিয়াছেন (১) এবং যিনি বিদ্বানগণের জ্ঞান দ্বারা প্রসিদ্ধ বা প্রত্যক্ষীভূত হইয়া থাকেন, (২) (নমো রূচায়) এইরূপ অত্যন্ত আনন্দস্বরূপ ও সত্যে রুচিকারক পরব্রহ্মকে আমার নমস্কার। এবং যে সকল বিদ্বান পুরুষেরা বেদাদি সত্যবিদ্যার পঠন পাঠন করিয়া সত্যবিদ্যা জ্ঞাত হইয়া ধর্ম্মাত্মা হইতে সমর্থ হন, ও যাঁহারা ঐ পরম পিতা পরমেশ্বরকে পিতার সমান জ্ঞান করিয়া সত্যভাবে তাঁহারই প্রেমে মগ্ন থাকেন বা প্রীতি করেন, তাঁহাদিগকেও আমরা নমস্কার করি।

রুচং ব্রাহ্মং জনয়ন্তো দেবা অগ্রে তদব্রুবন্।
য়স্ত্বৈবং ব্রাহ্মণো বিদ্যাৎ তস্য দেবা অসন্ বশে।।২১।।

ভাষ্যম্ ঃ- (রুচং ব্রাহ্মং০) রুচং প্রীতিকরং ব্রাহ্মং ব্রহ্মণোঽপত্যমিব ব্রহ্মণঃ সকাশাজ্জাতং জ্ঞানং জনয়ন্ত উৎপাদয়ন্তো দেবা বিদ্বাংসোঽন্যেষামগ্রে তজ্জ্ঞানং তদ্জ্ঞানসাধনং বাঽব্রুবন ব্রুবন্তূপদিশন্তু চ। (য়স্তৈবং০) য়স্ত্বৈবমমুনা প্রকারেণ তদ্ ব্রহ্ম ব্রাহ্মণো বিদ্যাৎ, (তু) পশ্চাৎ তস্যৈব ব্রহ্মবিদো ব্রাহ্মণস্য দেবা ইন্দ্রিয়াণি বশে অসন্ ভরন্তি নান্যস্যেতি।।২১।।

।। ভাষার্থ ।।

(রুচং ব্রাহ্মং) ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞানই জীবের পক্ষে অত্যন্ত আনন্দকারী ও মনুষ্যের পক্ষে ইহাই (ঐ জ্ঞানই) ঈশ্বর বিষয়ে রুচি বৃদ্ধিকারক হইয়া থাকে। জ্ঞানী পুরুষেরা ঐ ব্রহ্ম বিষয়ক জ্ঞানের উপদেশ দ্বারা সাধারণ মনুষ্যের আনন্দ বৃদ্ধি করিয়া থাকেন অর্থাৎ করিতে সমর্থ হন। (য়স্ত্বৈবং ব্রাহ্মণে) যে মনুষ্য এইরূপে ব্রহ্মকে জ্ঞাত হইতে সমর্থ হন, সেই বিদ্বান পুরুষই নিজ মনাদি ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করিয়া থাকেন, অন্য কেহই ইন্দ্রিগণকে বশীভূত করিতে সমর্থ হন না।

শ্রীশ্চ তে লক্ষ্মীশ্চ পত্ন্যাবহোরাত্রে পার্শ্বে নক্ষত্রাণি রূপমশ্বিনৌ ব্যাত্তম্।
ইষ্ণন্নিষাণামুং ম ইষাণ স র্বলোকং ম ইষাণ।।২২।।

য০অ০।।৩১।।

ভাষ্যম্ ঃ- (শ্রীশ্চ তে০) হে পরমেশ্বর! তে তব (শ্রীঃ) স র্বা শোভা (লক্ষ্মীঃ) শুভলক্ষণবতী ধনাদিশ্চ দ্বে প্রিয়ে পত্ন্যৌ পত্নীবৎ সেবমানে স্তঃ। তথাহোরাত্র দ্বে তে তব পার্শ্বে০ পার্শ্ববৎ স্তঃ। য়ে কালচক্রস্য কারণভূতস্যাপি কক্ষাবয়ববদ্ বর্ত্তেতে সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ নেত্রে বা, তথৈব নক্ষত্রাণি তবৈব সামর্থ্যস্যাদিকারণস্যাবয়বাঃ সন্তি, তত্ত্বযি রূপবদস্তি। অশ্বিনৌ দ্যাবাপৃথিব্যৌ তবৈব ব্যাত্তম্ বিকাশিতং মুখমিব বর্ত্তেতে। তথৈব য়ৎকিংচিৎ সৌন্দর্য্যগুণয়ুক্তং বস্তু জগতি বর্ত্তেতে তদপি রূপং তবৈব সামর্থ্যাজ্জাতমিতি জানীমঃ। হে বিরাডধিকরণেশ্বর! মেমমামুং পরলোকং মোক্ষাখ্যং পদং কৃপাকটাক্ষেণ (ইষ্ণন্) ইচ্ছন্ সন্ (ইষাণ) স্বেচ্ছয়া নিষ্পাদয়। তথা সর্বলোকং স র্বলোকসুখং সর্বলোকরাজ্যং বা মদর্থং কৃপয়া ত্বমিষাণেচ্ছ, স্বারাজ্যং সিদ্ধং কুরু। এবমেব সর্বাঃ

শোভা লক্ষ্মীশ্চ শুভলক্ষণবতীঃ সর্বাঃ ক্রিয়া মে মদর্থমিষাণ। হে ভগবন্ ! পুরুষ ! পূর্ণপরমেশ্বর ! সর্বশক্তিমন্ ! কৃপয়া সর্বান্ শুভান্ গুণান্ মহ্যং দেহি। দুষ্টান্ অশুভদোষাংশ্চ বিনাশয়। সদ্যঃ স্বানুগ্রহেণ সর্বোত্তমগুণভাজনং মাং ভবান্ করোত্বিতি। অত্র প্রমাণানি –

'শ্রীর্হি পশবঃ।' শ০ কাং০ ১ অ০ ৮।

'শ্রীর্বৈ সোমঃ।' শ০ কাং০ ৪ অ০ ১।

'শ্রীর্বৈ রাষ্ট্রং। শ্রীর্বৈ রাষ্ট্রস্য ভারঃ।' শ০ কাং০ ১৩ অ০ ২।

'লক্ষ্মীর্লাভাদ্বা লক্ষণাদ্বা লপ্স্য নাদ্বা লাঞ্ছনাদ্বা লষতের্বা স্যাৎ প্রেপ্সাকর্ম্মণো লজ্জতের্বা স্যাদশ্লাঘাকর্ম্মণঃ। শ্রিপ্রে ইত্যুপরিষ্টাদ্ব্যাখ্যাস্যামঃ।' নি০অ০৪ খং০ ১০।

অত্র শ্রীলক্ষ্ম্যোঃ পূ র্বোক্তয়োরর্থসংগতিরস্তীতি ব্যোধ্যম্।।২২।।

ইতি পুরুষসুক্তব্যাখ্যা সমাপ্তা

।। ভাষার্থ ।।

(শ্রীশ্চতে) হে পরমেশ্বর ! আপনার অনন্ত শোভাযুক্ত শ্রী ও অনন্ত শুভলক্ষণযুক্ত ধনাদি রূপ ঐশ্বর্য্য (যাহা আপনাতে বিদ্যমান রহিয়াছে), ও যাহাকে লক্ষ্মী সংজ্ঞা দেওয়া যায়, এই দুইপ্রকার পদার্থই স্ত্রীর সমান হইয়া থাকে। অর্থাৎ যেরূপ (পতিব্রতা) স্ত্রী সদা নিজ স্বামী সেবায় রত থাকিয়া নিজের ও স্বামীর শোভা বর্ধন করিয়া থাকেন, তদ্রূপ উপরোক্ত আপনার অনন্ত শ্রী ও ঐশ্বর্য্য যেন সদা আপনার সেবায় রত থাকিয়া আপনাকেই প্রাপ্ত করায়, যেহেতু আপনি নিজেই (নিজ সামর্থ্য দ্বারাই) সমগ্র জগতকে শোভা ও শুভক্ষণযুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন; অতএব ঐ সমস্ত শোভা ও সত্যভাষণাদিরূপ ধর্ম্মের লক্ষণরূপ উভয় পদার্থই যেন আপনার সেবার জন্যই বিদ্যমান রহিয়াছে। পুনশ্চ উপরোক্ত পদার্থ দ্বয়কে পত্নীরূপে বর্ণন করিবার অন্যতম কারণ এই যে, পত্নীর প্রধান ধর্ম্মই সদা স্বামীর অধীনে থাকা, এজন্য সমস্ত পদার্থ ঈশ্বরাধীন হওয়ায়, বিশেষতঃ তন্মধ্যে পরমাত্মার অনন্ত শোভা ও অনন্ত ঐশ্বর্য্য অর্থাৎ সকল পদার্থ মধ্যেই বিশেষ পদার্থ বলিয়া পরিগণিত হওয়ায় ইহাদিগকে পত্নী শব্দ দ্বারা রূপালঙ্কার স্বরূপে বর্ণন করা হইয়াছে। এইরূপে অহোরাত্র অর্থাৎ দিবা ও রাত্রিকে পরমেশ্বরের পার্শ্বদেশ স্বরূপে রূপালঙ্কার দ্বারা বর্ণন করা হইয়াছে, অর্থাৎ হে পরমেশ্বর ! দিবা রাত্রি আপনার যেন পার্শ্বস্বরূপ হইয়া বিদ্যমান রহিয়াছে। সূর্য্য ও চন্দ্রমাকেও ঐরূপ পার্শ্ব ও নেত্রস্থানীয় রূপে বর্ণন করা হইয়াছে ও নক্ষত্র সকল পরমেশ্বরের সৃষ্টিতে বিদ্যমান থাকিয়া তাঁহারই রূপে প্রকাশ করিতেছে, অর্থাৎ ইহারা অত্যন্ত রূপবান হওয়ায়, পরমেশ্বরের রূপ বিভূতির প্রকাশ সম্বন্ধীয় হইতেছে। এইরূপ দ্যৌ অর্থাৎ যেরূপ ওষ্ঠ তুল্য অর্থাৎ যেরূপ ওষ্ঠ দ্বয়ের মধ্যে অবকাশ বিদ্যমান আছে, তদ্রূপ পৃথিবী ও সূর্য্যাদি লোক মধ্যে যে পোল বা অবকাশ বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহাই পরমেশ্বরের মুখ অর্থাৎ মুখের সদৃশ বলিয়া রূপালঙ্কার দ্বারা বর্ণন করা হইয়াছে।

ইতি পুরুষ সূক্ত ব্যাখ্যা সমাপ্ত

যৎ পরমমবমং যচ্চ মধ্যমং প্রজাপতিঃ সসৃজে বিশ্বরূপম্ ।
কিয়তা স্কম্ভঃ প্র বিবেশ তত্র যন্ন প্রাবিশৎ কিয়ত্তদ্ বভূব । ।১ । ।

অথর্ব্বকাং০ ১০ অনু ৪ । মং ৮ ।

দেবাঃ পিতরো মনুষ্যা গন্ধর্বাপ্সরসশ্চ য়ে ।
উচ্ছিষ্টাজ্জজ্ঞিরে সর্বে দিবি দেবা দিবিশ্রিতঃ । ।২ । ।

অথর্ব্বকাং০ ১১ প্রপা০ ২৪ অনু০ ৪ মং০ ২৭ ।

ভাষ্যম্ ঃ- (য়ৎপরম০) য়ৎপরমং সর্বোৎকৃষ্টং প্রকৃত্যাদিকং জগৎ য়চ্চ (অবমং) নিকৃষ্টং তৃণমৃত্তিকা ক্ষুদ্রকৃমিকীটাদিকং চাস্তি, (য়চ্চ মং) য়ন্মনুষ্যদেহাদ্যাকাশপর্য্যন্তং মধ্যমং চ, তৎ- ত্রিবিধং সর্বং জগৎ প্রজাপতিরেব, (সসৃজে বি০) স্বসামর্থ্যরূপকারণাদুৎপাদিতবানস্তি । য়োऽস্য জগতো বিবিধং রূপং সৃষ্টবানস্তি, (কিয়তা) এতস্মিংত্রিবিধে জগতি স্কম্ভ ঃ প্রজাপতিঃ স পরমেশ্বরঃ কিয়তা সম্বন্ধেন প্রবিবেশ, ন চৈতৎ পরমেশ্বরে, (য়ন্ন০) য়ৎ ত্রিবিধং জগন্ন প্রাবিশৎ, তৎকিয়দ্ বভূব । তদিদং জগৎ পরমেশ্বরাপেক্ষয়াল্পমেবাস্তীতি । ।১১ । ।

(দেবাঃ০) দেবা বিদ্বাংসঃ সূর্য্যোদয়ো লোকাশ্চ, পিতরো জ্ঞানিনঃ, মনুষ্যা মননশীলাঃ, গন্ধর্বা গানবিদ্যাবিদঃ সূর্য্যাদয়ো বা, অপ্সরস এতেষাং স্ত্রিয়শ্চ, য়ে চাপি জগতি মনুষ্যাদিজাতিগণা বর্ত্তন্তে, (উচ্ছিষ্টা০) তে সর্ব উচ্ছিষ্টাৎ সর্বস্মাদূ র্ধ্বং শিষ্টাৎ পরমেশ্বরাত্তৎসামর্থ্যচ্চ জজ্ঞিরে জাতাঃ সন্তি । য়ে (দিবি দেবা দিবিশ্রিতঃ) দিবি দেবাঃ সূর্য্যাদয়ো লোকা য়ে চ দিবিশ্রিতাশ্চন্দ্রপৃথিব্যাদয়ো লোকাস্তেऽপি সর্বে তস্মাদেবোৎপন্না ইতি । ইত্যাদয়ো মন্ত্রা এতদ্বিষয়া বেদেষু বহবঃ সন্তি । ।

ইতি সংক্ষেপতঃ সৃষ্টিবিদ্যাবিষয়ঃ সমাপ্তঃ

। । ভাষার্থ । ।

(য়ৎপরম) উত্তম, মধ্যম ও নিকৃষ্ট রূপ যে তিন প্রকার জগৎ বা সৃষ্টি বিদ্যমান রহিয়াছে, তৎসমুদায়ই পরমেশ্বর রচনা করিয়াছেন । পরমাত্মা জগতকে নানা প্রকারে রচনা করিয়াছেন । এজন্যে তিনিই একমাত্র জগতের সমগ্র রচনা বিষয় যথাবৎ অবগত আছেন । জগতে বিদ্বান পুরুষেরাও জ্ঞানবলে কথঞ্চিৎ পরমেশ্বরেরর রচনার গুণবিষয় অবগত হইয়া থাকেন । পরমেশ্বর সমস্ত পদার্থের রচয়িতা, পরন্তু কদাপি তিনি স্বয়ং রচিত হন না । ।১ । ।

(দেবাঃ পিতরো০) দেব বা পণ্ডিতগণ সূর্য্যাদি লোক এবং (জ্ঞানিনঃ) সত্যবিদ্যা বিষয়ের জ্ঞাতা হন । (মনুষ্যাঃ) মননশীল বা বিচারবান পুরুষেরা, (গন্ধর্বাঃ) গান বিদ্যায় পারদর্শী, সূর্যাদি লোক এবং ঐ সকল লোকের অধিবাসী এবং (অপ্সরসঃ) উপরোক্ত সকল প্রকারের স্ত্রীগণ ইত্যাদি সকলেই ও অন্যান্য লোক সকলও, সেই পরমাত্মার সামর্থ্য বলে উৎপন্ন হইয়াছে । (দিবি দেবাঃ) যাহা সকল ভৌতিক পদার্থকে প্রকাশ করে এবং স্বয়ং প্রকাশস্বরূপ সূর্যাদি লোক তথা (দিবিশ্রিতঃ) চন্দ্র ও পৃথিব্যাদি প্রকাশ রহিত লোক সকল ও সেই পরমেশ্বরের সামর্থ্য দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছে ।

বেদশাস্ত্রে উপরোক্ত প্রকারের সৃষ্টিবিধান বিষয়ক অনেক মন্ত্র আছে, পরন্তু গ্রন্থের কলেবর পাছে অধিক বৃদ্ধি না পায়, এই আশঙ্কায় সৃষ্টি বিষয় সংক্ষেপে লিখিত হইল ।

ইতি সৃষ্টিবিদ্যা বিষয়ঃ

অথ পৃথিব্যাদিলোকভ্রমণ বিষয়ঃ

অথেদং বিচার্য্যতে পৃথিব্যাদয়ো লোকা ভ্রমন্ত্যাহোস্বিন্নেতি ? অত্রোচ্যতে—বেদাদিশাস্ত্রোক্তরীত্যা পৃথিব্যাদয়ো লোকাঃ সর্বে ভ্রমন্ত্যেব। তত্র পৃথিব্যাদিভ্রমণবিষয়ে প্রমাণম্—

আয়ং গৌঃ পৃশ্নিরক্রমীদসদন্মাতরং পুরঃ। পিতরং চ প্রয়ন্ৎস্বঃ।।১।।

যo অo ৩ মংo ৬।

ভাষ্যম্ ঃ- অস্যাভিপ্রায়—'আয়ং গৌ' রিত্যাদিমন্ত্রেষু পৃথিব্যাদয়ো হি সর্বে লোকা ভ্রমন্ত্যেবেতি বিজ্ঞেয়ম্।

(আয় গৌঃo) 'অয়ং গৌঃ' পৃথিবীগোলঃ, সূর্য্যশ্চন্দ্রোऽন্যো লোকো বা, পৃশ্নিমন্তরিক্ষমাক্রমীদাক্রমণং কুর্বন্ সন্ গচ্ছতীতি, তথান্যেऽপি। তত্র পৃথিবী মাতরং সমুদ্রজলমসদৎ সমুদ্রজলং প্রাপ্তা সতী, তথা (স্বঃ) সূর্য্যং পিতরমগ্নিময়ং চ পুরঃ পূর্বং পূর্বং প্রয়ন্সন্ সূর্য্যস্য পরিতো য়াতি। এবমেব সূর্য্যো বায়ুং পিতরমাকাশং মাতরং চ, তথা চন্দ্রোऽগ্নিং পিতরমপো মাতরং প্রতি চেতি য়োজনীয়ম্। অত্র প্রমাণানি–গৌ গ্মা, জ্মেত্যাদ্যেকবিংশতিষু পৃথিবীনামসু গৌরিতি পঠিতং য়াস্ককৃতে নিঘণ্টৌ। (অo১। খo১)

তথা চ — **স্বঃ, পৃশ্নিঃ, নাক ইতি ষট্সু সাধারণনামসু।।** [নিঘন্ু অo১ খংo ৪]

পৃশ্নিরিত্যন্তরিক্ষস্য নামোক্তম্ নিরুক্তে।। [২.১৪]

'গৌরিতি পৃথিব্যা নামধেয়ং, য়দ্ দুরঙ্গতা ভবতি, য়চ্চাস্যাং ভুতানি গচ্ছন্তি।।' নিরুo অo২ খংo৫

গৌরাদিত্যো ভবতি, গময়তি রসান্, গচ্ছত্যন্তরিক্ষে, অথ দ্যোর্য়ৎ পৃথিব্যা, অধি দুরং গতা ভবতি, য়চ্চাস্যাং জ্যোতীংষি গচ্ছন্তি।।

নিরুo অo ২। খংo ১৪।।

সূর্য্যরশ্মিশ্চন্দ্রমা গন্ধর্ব ইত্যপি নিগমো ভবতি, সোऽপি গৌরুচ্যতে।

নিরুo অo ২ খং ৬।

স্বরাদিত্যো ভবতি। নিরুo অo ২ খং ৬।

গচ্ছতি প্রতিক্ষণং ভ্রমতি য়া সা গৌঃ পৃথিবী। অদ্ভ্যঃ পৃথিবী'তি তৈত্তিরীরযোপনিষদি। [ব্রo বo অনুo ১] য়স্মাদ্যজ্জায়তে সোऽর্থস্তস্য মাতাপিতৃবদ্ ভবতি, তথা স্বঃ শব্দেনাদিত্যস্য গ্রহণাৎ পিতুর্বিশেষণত্বাদ্ আদিত্যোऽস্যাঃ পিতৃবদিতি নিশ্চীয়তে। য়দ্ দুরংগতা, দুরংদূরং সূর্য্যাদ্ গচ্ছতীতি বিজ্ঞেয়ম্। এবমেব সর্বে লোকাঃ স্বস্য১কক্ষায়াং বায়্বাত্মনেশ্বরসত্তয়া চ ধারিতাঃ সন্তো ভ্রমন্তীতি সিদ্ধান্তো বোধ্যঃ।

।। ভাষার্থ ।।

এক্ষণে সৃষ্টিবিদ্যা বিষয় বর্ণনা পর, পৃথিব্যাদি লোক বা গ্রহগণ সূর্য্যাদিকে প্রদক্ষিণা করে, অর্থাৎ উহাদিগের কিরূপ গতি, তদ্বিষয় লিখিত হইতেছে। বেদ বচন তথা যুক্তি-প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ হয় যে, পৃথিবী ও সূর্য্যাদি লোক বা গ্রহগণ, গতিশীল, ও ইহারা আপনাপন নিয়মানুসারে একে অপরকে প্রদক্ষিণ করিয়া থাকে। এবিষয়ের প্রমাণ নিম্নলিখিত হইতেছে যথা ঃ-

(আয়ং গৌঃ) গৌ শব্দে পৃথিবী, সূর্য্য ও চন্দ্রমাদি লোক বুঝায়। ইহারা আপনাপন পরিধিতে অন্তরীক্ষে সদা ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়। পরন্তু জলকে পৃথিবীর মাতার স্বরূপ জ্ঞান করা কর্ত্তব্য, যেহেতু পৃথিবী, জল বা অপর পরমাণু এবং পৃথিব্যাদি পরমাণুর সংযোগরূপ বিকার হইতে উৎপন্ন হয়, এবং মেঘ মণ্ডলস্থ জলের মধ্যেও পৃথিবী গর্ভস্থিত বীজের ন্যায় বর্ত্তমান থাকে। এইরূপ সূর্য্য অগ্নিময় হওয়ায়, উহা পিতার সমান হইয়া থাকে এবং তজ্জন্যই যেন পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে পরিভ্রমণ করিয়া থাকে। পুনশ্চ সূর্য্য বা অগ্ন্যাদি রূপ তেজের পিতা বায়ু ও মাতা আকাশ স্বরূপ হইয়া থাকে। এইরূপে চন্দ্রমার পিতা অগ্নি ও জল মাতার স্বরূপ হইয়া থাকে। এই চন্দ্রমা পৃথিবীর চারিদিকে প্রদক্ষিণ করে। এইরূপে সপ্তলোক বা গ্রহগণ আপনাপন কক্ষে সদা ভ্রমণ ও প্রদক্ষিণ করে।

এই বিষয়ের প্রমাণ নিঘন্টু ও নিরুক্তে লিখিত আছে, যাহা ভাষ্যে লিখিত হইয়াছে, এজন্য পুনরায় এস্থলে বর্ণনা করিলাম না। তথায় দেখিয়া লইবেন।

পুনশ্চ সূত্রাত্মারূপী বায়ুর আধার ও আকর্ষণ দ্বারা ভিন্ন-ভিন্ন সমগ্র লোকের ধারণ ও ভ্রমণ হইয়া থাকে এবং পরমাত্মা নিজ সামর্থ দ্বারা পৃথিব্যাদি সমস্ত লোককে ধারণ ও পালন করিয়া ভ্রমণ করাইতেছেন।।১।।

য়া গৌর্বর্ত্তনিং পর্য্যেতি নিষ্কৃতং পয়ো দুহানা ব্রতনীরবারতঃ।
সা প্রব্রুবাণা বরুণায় দাশুষে দেবেভ্যো দাশদ্ধবিষা বিবস্বতে।।২।।

ঋ০ অ০৮ অ০ ২ ব০১০। মং০১।

ভাষ্যম্ ঃ- (য়া গৌর্বর্ত্তনিং০) য়া পূর্বোক্তা গৌর্বর্ত্তনিং স্বকীয়মার্গং (অবারতঃ) নিরন্তরং ভ্রমতী সতী, পর্য্যেতি বিবস্বতের্থাৎ সূর্য্যস্য পরিতঃ সর্বতঃ স্বস্বমার্গং গচ্ছতি। (নিস্কৃতং) কথংভূতং মার্গং ? তত্তদগমনার্থমীশ্বরেণ নিষ্কৃতং নিষ্পাদিতম্। (পয়ো দুহানা০) অবারতো নিরন্তরং পয়ো দুহানাऽনেকরসফলাদিভিঃ প্রাণিনঃ প্রপূরয়তী, তথা (ব্রতনীঃ) ব্রতং স্বকীয়ভ্রমণা দিসত্যনিয়মং প্রাপয়ন্তী। (সা প্র০) দাশুষে দানকর্ত্রে, বরুণায় শ্রেষ্ঠকর্ম্মকারিণে, দেবেভ্যো বিদ্বদ্‌ভ্যশ্চ, হবিষা হবির্দানেন সর্বাণি সুখানি দাশৎ দদাতি। কিং কুর্বতী ? প্রব্রুবাণা সর্বপ্রাণিনাং ব্যক্তবাণ্যা হেতুভূতা সতীয়ং বর্ত্তত ইতি।।২।।

।। ভাষার্থ ।।

(য়া গৌর্ব) যে যে পদার্থ ইতিপূর্বে গৌ নামে অভিহিত হইয়াছে, তৎ সমুদায় লোক বা গ্রহগণ নিজ নিজ পথে পরিভ্রমণ করিয়া থাকে, য়থা—পৃথিবী নিজ কক্ষে সূর্য্যের চারিদিকে প্রদক্ষিণ করে। অর্থাৎ পরমেশ্বর যে যে গ্রহগণকে যে যে পথে প্রদক্ষিণ করিবার জন্য (নিষ্কৃত) নিশ্চয়রূপে নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন, তৎ সমুদায়ই সেই সেই পথে পরিভ্রম করিতেছে। (পয়োদুহানাং) উপরোক্ত গৌ বা লোক, সকল বিবিধপ্রকার রস, ফল, ফুল, তৃণ ও অন্নাদি পদার্থ দ্বারা সমগ্র প্রাণিগণকে নিরন্তর পূর্ণ করিতেছে, অর্থাৎ তাহাদিগের অভাব পূর্ণ করিতেছে, এবং ঐ সকল গ্রহগণও পরমাত্মার নিয়মানুযায়ী স্ব স্ব মার্গে নিয়মিতরূপে প্রাপ্ত হইতেছে, অর্থাৎ যথাসময় ও যথানিয়মে পরিভ্রমণ করিতেছে। (সা প্রব্রুবাণা০) অর্থাৎ বিদ্যাদি শুভগুণের দাতা পরমেশ্বরকেই জ্ঞাত হইবার জন্য সমস্ত জগৎ দৃষ্টান্ত স্বরূপ হইয়া থাকে অর্থাৎ জগতের বিচিত্র রচনা কৌশল দর্শন করিয়া, তাহার স্রষ্টাস্বরূপ পরমেশ্বরের শুভগুণ কর্ম্ম ও স্বভাব বিষয় সম্যক্ জ্ঞাত হওয়া যায়। বিদ্বানজনকে উত্তম পদার্থ প্রদান করিলেও লোকে সুখী হইতে সমর্থ হন। যেহেতু ঐ বিদ্বানজনের উপদেশরূপ বাণী দ্বারা আমরা অনেক প্রকারে জ্ঞানলাভ করিয়া সুখী হইতে সমর্থ হই। এইরূপে পৃথিবী, সূর্য্য, বায়ু ও চন্দ্রাদি রূপ গৌ ও সকল প্রাণিগণের বাণীর হেতুভূত অর্থাৎ নিমিত্তও হইয়া থাকে।

ত্বং সোম পিতৃভিঃ সংবিদানোঽনু দ্যাবাপৃথিবী আ ততন্থ।
তস্মৈ ত ইন্দো হবিষা বিধেম বয়ং স্যাম পতয়ো রয়ীণাম্।।৩।।

ঋ০ অ০ ৬ অ০ ৪ ব০ ১৩ ক্ব০ ৩।

ভাষ্যম্ঃ (ত্বং সোম০) অস্যাভিপ্রায়ঃ—অস্মিন্মন্ত্রে চন্দ্রলোকঃ পৃথিবীমনুভ্রমতীত্যয়ং বিশেষোঽস্তি। অয়ং সোমশ্চন্দ্রলোকঃ পিতৃভিঃ পিতৃবৎ পালকৈর্গুণৈঃ সহ সংবিদানঃ সম্যক্ জ্ঞাতঃ সন্ ভুমিমনু ভ্রমতি। কদাচিৎ সূর্য্যপৃথিব্যোর্ম্মধ্যেপি ভ্রমন সন্নাগচ্ছতীত্যর্থঃ। অস্যার্থং 'ভাষ্যকরণসময়ে স্পষ্টতয়া বক্ষ্যামি'।

তথা 'দ্যাবাপৃথিবী এজেতে' ইতি মন্ত্রবর্ণার্থা দ্যৌঃ সূর্য্যঃ, পৃথিবী চ ভ্রমতশ্চলত ইত্যর্থঃ। অর্থাৎ স্বস্যাং স্বস্যাং কক্ষায়াং সর্বে লোকা ভ্রমন্তীতি সিদ্ধম্।

।। ভাষার্থ ।।

(ত্ব সৌমং) এই মন্ত্রের অভিপ্রায় এই যে, চন্দ্রলোক পৃথিবীর চারিদিকে পরিভ্রমণ করিয়া থাকে, এবং সময় সময় সূর্য্য ও পৃথিবীর মধ্যস্থলে আগমন করে। এই মন্ত্রের বিস্তারিত অর্থ ভাষ্যকরণকালে করা যাইবে। (দ্যাবা পৃথিবী) এই কথা অনেক বেদমন্ত্রে বর্ণিত আছে। যথা দ্যৌঃ শব্দের অর্থ প্রকাশকারী সূর্য্যাদি লোক ও প্রকাশরহিত পৃথিব্যাদি লোক সকল নিজ নিজ কক্ষে সদা পরিভ্রমণ করিয়া থাকে। অতএব সিদ্ধ হইল যে, সমগ্র লোকই ভ্রমণশীল, অর্থাৎ ঈশ্বরের নিয়মানুসারে আপনাপন পথে ভ্রমণ করিয়া থাকে।

ইতি সংক্ষেপতঃ পৃথিব্যাদিলোক ভ্রমণ বিষয়ঃ।

অথাকর্ষণানুকর্ষণবিষয়ঃ

য়দা তে হর্য্যতা হরী বাবৃধাতে দিবেদিবে।

আদিত্তে বিশ্বা ভুবনানি যেমিরে।।১।। ঋ০অ০৬অ০১ব০৬মং০৩।

ভাষ্যম্ ঃ- (য়দা তে০) অস্যাভিপ্রায়ঃ—সূর্য়েণ সহ সর্বেষাং লোকানামাকর্ষণমস্তী, ঈশ্বরেণ সহ সূর্য্যাদিলোকানাং চেতি।

হে ইন্দ্রেশ্বর বায়ো সূর্য্য। য়দা য়স্মিন্ কালে তে হরী আকর্ষণ প্রকাশনহরণশীলৌ বলপরাক্রম গুণাবশ্বৌ কিরণৌ বা (হর্য্যতা) হর্য্যতৌ প্রকাশবন্তাবত্যন্তং বর্ধমানৌ ভবতস্তাভ্যাং (আদিৎ) তদনন্তরং (দিবে দিবে) প্রতিদিনং প্রতিক্ষণং চ (তে) তব গুণাঃ প্রকাশাকর্ষণাদয়ো (বিশ্বা) বিশ্বানি সর্বাণি ভুবনানি সর্বান্ লোকানাকর্ষণেন (য়েমিরে) নিয়মেন ধারয়ন্তি। অতঃ কারণাৎ সর্বে লোকাঃ স্বাং স্বাং কক্ষাং বিহায়েতস্তেতো নৈব বিচলন্তীতি।।১।।

।।ভাষার্থ।।

এই মন্ত্রের অভিপ্রায় এই যে, সমস্ত লোক বা গ্রহ গণের সহিত সূর্য্যাদি লোকের সহিত পরমেশ্বরের আকর্ষণ বিদ্যমান রহিয়াছে।

(য়দা তে) হে ইন্দ্র! অর্থাৎ (সর্বৈশ্বর্য্যবান্) পরমেশ্বর, আপনার অনন্ত বল ও পরাক্রম রূপ গুণদ্বারা সমগ্র সংসারের ধারণ, আকর্ষণ ও পালন হইয়া থাকে। আপনার সমগ্র গুণ বা প্রকাশ সূর্য্যাদি লোককে ধারণ করিতেছে, অর্থাৎ আপনি নিজ পরাক্রম বলেই সূর্য্যাদি লোককে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন এবং তজ্জন্যই সমস্ত লোক বা গ্রহগণ আপনাপন কক্ষ ও যথাস্থান হইতে অপর কোন দিকে চলায়মান হইতে পারে না, অর্থাৎ যথাসময়ে যথানিয়মে পরিচালিত হইতেছে।

এই মন্ত্রের দ্বিতীয়ার্থ এই যে, ইন্দ্র শব্দে পরমেশ্বর ব্যতীত বায়ু ও সূর্য্য বুঝায়, অতএব ইন্দ্ররূপী যে বায়ু ও সূর্য্য বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহাতে ঈশ্বরের রচিত আকর্ষণ প্রকাশ ও বলাদি রূপ অনেক প্রকার শ্রেষ্ঠ ও উৎকৃষ্ট গুণ বিদ্যমান আছে, যদ্বারা সমগ্র লোক বা গ্রহগণের দিন দিন ও ক্ষণে ক্ষণে অর্থাৎ সর্বসময়েই ধারণ আকর্ষণ ও প্রকাশ হইয়া থাকে, এবং তজ্জন্যই সমস্ত গ্রহগণ নিজ নিজ কক্ষে চালিত হইতেছে, ও যথামার্গ হইতে কোনদিকে আদৌ বিচলিত হইতে পারিতেছে না।

যদা তে মারুতীর্বিশস্তুভ্যমিন্দ্র নিয়েমিরে।

আদিত্তে বিশ্বা ভুবনানি য়েমিরে।।২।। ঋ০অ০৬অ০১ব০৬মং০৪।

ভাষ্যম্ ঃ- (য়দা তে মারুতী০) অস্যাভিপ্রায়—অত্রাপি পূ র্বমন্ত্রবদাকর্ষণবিদ্যাস্তীতি।

হে পূর্বোক্তেন্দ্র! য়দা তে তব মারুতীর্ম্মারুত্যো মরণধর্ম্মাণো মরুৎপ্রধানা বা বিশঃ

প্রজাস্তভ্যং য়েমিরে তবাকর্ষণবারণনিয়মং প্রাপ্নু বন্তি, তদৈব সর্বানি বিশ্বানি ভুবনানি স্থিতিং লভন্তে। তথা তবৈব গুণৈনিয়েনিরে আকর্ষণনিয়মং প্রাপ্তবন্তি সন্তি। অতএব সর্বাণি ভুবনানি য়থাকক্ষং ভ্রমন্তি বসন্তি চ।।২।।

।। ভাষার্থ ।।

(য়দা তে মারুতী০) এই মন্ত্রের অভিপ্রায়ও আকর্ষণ বিদ্যা বিষয় বর্ণন করা। হে পরমেশ্বর। আপনার প্রজা উৎপন্ন বা সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় ধর্মযুক্ত অর্থাৎ যাহার উৎপত্তি বা জন্ম, স্থিতি বা অবস্থান ও নাশ বা কারণে লয় রূপে রপান্তরিত হইয়া যাওয়া রূপ তিন অবস্থা আছে, এবং আপনার সৃষ্টিতে যাহা কিছু বায়ু প্রধান, তৎসমুদায়ই আপনার আকর্ষণাদি নিয়ম (Law of attraction) অর্থাৎ পরস্পর পরস্পরের আকর্ষণ ও সূর্য্যাদি লোকেরও আকর্ষণ বলেই স্থির হইয়া রহিয়াছে। যেহেতু আপনি এই সমস্ত প্রজাগণকে (সকল প্রকার সৃষ্ট পদার্থকে) নিজ নিয়মাধীনে রাখিয়াছেন, তজ্জন্যই ভুবন অর্থাৎ সমগ্র লোক নিজ নিজ কক্ষে পরিভ্রমণ করে ও নিজ নিজ স্থানে স্থিত আছে।।২।।

য়দা সূর্য্যমমুং দিবি শুক্রং জ্যোতিরধারয়ঃ।

আদিত্তে বিশ্বা ভুবনানি য়েমিরে।।৩।। ঋ০অ০৬ অ০১ ব০৬ মং০৫

ভাষ্যম্ ঃ- (য়দা সূর্য্য০) অভিঃ—অত্রাপি পূর্ববদভিপ্রায়ঃ। হে পরমেশ্বরামূং সূর্য্যং ভবান্ রচিতবানস্তি। য়দ্দিবি দ্যোৎনাত্মকে ত্বয়ি শুক্রমনন্তং সামর্থ্যং জ্যোতিঃ প্রকাশময়ং বর্ত্ততে, তেন ত্বং সূর্য্যাদিলোকানধারয়ো ধারিতবানসি। (আদিত্তে) তদনন্তরং (বিশ্বা) বিশ্বানি স র্বাণি ভুবনানি সূর্য্যাদয়ো লোকা অপি (য়েমিরে) তদাকর্ষণনিয়মেনৈব স্থিরাণি সন্তি। অর্থাদ্ যথা সূর্য্যস্যাকর্ষণেন পৃথিব্যাদয়ো লোকাস্তিষ্ঠন্তি, তথা পরমেশ্বরস্যাকর্ষণেনৈব সূর্য্যাদয়ঃ সর্বে লোকা নিয়মেন সহ বর্ত্তন্ত ইতি।।৩।।

।। ভাষার্থ ।।

(য়দা সূর্য্য) এ মন্ত্রেও আকর্ষণ বিষয়ে লিখিত হইয়াছে। হে পরমেশ্বর। আপনি সূর্য্যাদি লোককেও নিজ সামর্থ্য দ্বারা রচনা করিয়াছেন। এই সূর্য্য আপনার প্রকাশ বলেই প্রকাশিত হইয়া রহিয়াছে। আপনি নিজ অনন্ত সামর্থ্য বলে ঐ সূর্য্যাদি লোককে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। এই সূর্য্যাদি লোকের সহিত অপর সমস্ত লোককে আকর্ষণ ও ধারণ করিয়া রহিয়াছেন।।৩।।

ব্যস্তভ্নাদ্ রোদসী মিত্রো অদ্ভুতোऽন্তর্বাবদকৃণোজ্জ্যোতিষা তমঃ।

বি চর্ম্মণীব ধিষণে অবর্ত্তয়দ্ বৈশ্বানরো বিশ্বমধত্ত বৃষ্ণ্যম্।।৪।।

ঋ০অ০৪ অ০৫ ব০১০ মং০ ৩।

ভাষ্যম্ ঃ- (ব্যস্তভ্ নাদ্রোদসী০) অভিঃ—পরমেশ্বর সূর্য্যলোকৌ সর্বাংল্লোকানাকর্ষণ-প্রকাশাভ্যাং ধারয়ত ইতি।

হে পরমেশ্বর! তব সামর্থ্যেনৈব বৈশ্বানর বৈশ্বানরঃ পূর্বোক্তঃ সূর্য্যাদিলোকে। রোদসী দ্যাবাপৃথিব্যৌ ভুমিপ্রকাশৌ ব্যস্তভ্নাৎ স্তম্ভিতবানস্তি। অতো ভবান্ মিত্র ইব

সর্বেষাং লোকানাং ব্যবস্থাপকোঽস্তি। অদ্ভুত আশ্চর্য্যস্বরূপঃ স সবিতাদিলোকো জ্যোতিষা তমোঽন্তরকৃণোৎ তিরোহিতং নিবারিতং তমঃ করোতি। বাবৎ তথৈব ধিষণে ধারণকর্ত্র্যৌ দ্যাবাপৃথিব্যৌ ধারণাকর্ষণেন ব্যবর্ত্তয়ৎ। বিবিধতয়ৈতয়োর্বর্ত্তমানং কারয়তি। কস্মিন্নিব ? চর্মণ্যাকর্ষিতানি লোমানীব। য়থা ত্বচি লোমানি স্থিতান্যাকর্ষিতানি ভবন্তি, তথৈব সূর্য্যাদিবলাকর্ষণেন সর্বে লোকাঃ স্থাপিতাঃ সন্তীতি বিজ্ঞেয়ম্। অতঃ কিমাগতম্ ? অতঃ কিমাগতম্ ? বৃষ্ণং বীর্য়বদ্ বিশ্বং সর্বং জগচ্চ সূর্য্যাদিলোকো ধারযতি। সূর্য্যাদের্ধারণমীশ্বরঃ করোতীতি।।৪।।

।। ভাষার্থ ।।

(ব্যস্তভ্যনাদ্রোদসী) এ মন্ত্রও আকর্ষণ বিষয়ক, যথা—হে পরমেশ্বর ! আপনার প্রকাশ বলেই বৈশ্বানর ও সূর্য্যাদি লোকের প্রকাশ ও ধারণ হইতেছে। অর্থাৎ আপনিই উহাদিগের ধারণ ও প্রকাশ শক্তির কারণ। আপনার বলেই সূর্য্যাদি লোকও নিজ নিজ আকর্ষণ শক্তি দ্বারা নিজের ও পৃথিব্যাদি লোককে ধারণ করিতে সমর্থ হইয়া থাকে। যেহেতু আপনার বলেই সূর্য্যাদি লোকও সকলকে ধারণ করিতে সমর্থ হয় এজন্য আপনি সমগ্র লোকের পরম মিত্র ও স্থাপনকারী হন। আপনার সামর্থ্য অত্যন্ত আশ্চর্য্য স্বরূপ। আপনারই প্রকাশ বলে, সবিতাদি লোক সকল অন্ধকার নিবৃত্ত করিতে সমর্থ হয়। আপনি প্রকাশ স্বরূপ, কি অপ্রকাশ স্বরূপ, এই উভয় প্রকার সমস্ত লোকেরই ধারণ ও আকর্ষণ রূপ ব্যবহারে বর্ত্তমান থাকেন বলিয়াই ইহাদিগের মধ্যে নানাপ্রকার ব্যবহার সিদ্ধ হইতেছে। যেরূপ ত্বচের সহিত লোমের আকর্ষণ আছে তদ্রূপ সূর্য্যাদি লোকের সহিত অন্যান্য লোক সকলের আকর্ষণ হইয়া থাকে এবং পরমেশ্বরও ঐ আকর্ষণকারী সূর্য্যাদিকেও আকর্ষণ করিয়া রহিয়াছেন।।৪।।

আ কৃষ্ণেন রজসা বর্ত্তমানো নিবেশয়ন্নমৃতং মর্ত্যং চ।
হিরণ্যয়েন সবিতা রথেনা দেবো য়াতি ভুবনানি পশ্যন্।।৫।।

য০অ০৩৩ মং০৪৩।

ভাষ্যম্ঃ- (আকৃষ্ণেন০) অভিপ্রায়—অত্রাপ্যাকর্ষণবিদ্যাস্তীতি। সবিতা পরমাত্মা সূর্য্যলোকো বা রজসা সর্বৈর্লোকৈঃ সহাকৃষ্ণেনাকর্ষণগুণেন সহ বর্তমানোঽস্তি। কথংভূতেন গুণেন ? হিরণ্যয়েন জ্যেতির্ম্ময়েন। পুনঃ কথং ভুতেন ? রমণানন্দা দিব্যবহারসাধকজ্ঞানতেজোরূপেণ রথেন। কিং কুর্বন্ সন্ ? মর্ত্যং মনুষ্যলোকমমৃতং সত্যবিজ্ঞানং কিরণসমূহং বা স্বস্বকক্ষায়াং নিবেশয়ন্ ব্যবস্থাপয়ন্ সন্। তথা চ মর্ত্যং পৃথিব্যাত্মকং লোকং প্রত্যমৃতং মোক্ষম্, ওষধ্যাত্মকং বৃষ্ট্যাদিকং রসং চ প্রবেশয়ন্ সন্ সুর্য়্যো বর্ত্তমানোঽস্তি। স চ সূর্য়্যো দেবো দ্যোতনাত্মকো ভুবনানি সর্বান্ লোকান্ ধারয়তি। তথা পশ্যন্ দর্শয়ন্ সন্ রূপাদিকং বিভক্তং য়াতি প্রাপয়তীত্যর্থঃ।

অস্মান পূর্বমন্তরাদ্ দ্যুভিরক্তুভিরিতি পদানুবর্ত্তনাৎ সূর্য়্যো দ্যুভিঃ সর্বৈর্দিবসৈরক্তুভিঃ সর্বাভি রাত্রিভিশ্চার্থাৎ সর্বাংল্লোকান্ প্রতিক্ষণমাকর্ষতীতি গম্যতে।

এবং সর্বেষু লোকেশ্বাত্মিকা স্বা স্বাপ্যাকর্ষণ শক্তিরস্ত্যেব। তথানন্তাকর্ষণশক্তিস্তু খলু পরমেশ্বরেऽস্তীতি মন্তব্যম্। রজো লোকানাং নামাস্তি। অত্রাহুর্নিরুক্তকারা য়াস্কাচার্য্যাঃ–

লোকা রজাংস্যুচ্যন্তে। নিরু০অ০ ৪ খং০ ১৯ 'রথো রংহতের্গতিকর্ম্মণঃ, স্থিরতের্বা স্যাদ্বিপরীতস্য, রমমাণোऽস্মিংস্তিষ্ঠতীতি বা, রপতের্বা, রসতের্বা।' নিরু০অ০ ৯ খং০ ১১। 'বিশ্বানরস্যাদিত্যস্য।' নিরু০অ০ ১২ খং০ ২১।।

অতো রথশব্দেন রমণানন্দকরং জ্ঞানং তেজো গৃহ্যতে। ইত্যাদয়ো মন্ত্রা বেদেষু ধারণাকর্ষণবিধায়কা বহবঃ সন্তীতি বোধ্যম্।।

।। ভাষার্থ ।।

(আকৃষ্ণেন০) এই মন্ত্রেও, আকর্ষণ বিদ্যা বিষয় কথিত হইয়াছে যথা–সবিতা অর্থাৎ পরমাত্মা বায়ু ও যে সূর্য্যলোক আছে, তাহা সমস্ত লোক বা গ্রহ নক্ষত্রাদির সহিত আকর্ষণ ধারণ গুণ দ্বারা বর্ত্তমান রহিয়াছে, অর্থাৎ সকল লোকের সহিত সূর্য্যাদির পরস্পরের আকর্ষণ শক্তি বিদ্যমান আছে, যাহাকে ইংরাজীতে (Law of Gravitation) এবং (Law of Attraction) বলা হয়। হিরণ্যয় শব্দে অত্যন্ত বল, জ্ঞান ও তেজ বা জ্যোতি বুঝায়, (রথেন) অর্থাৎ আনন্দ পূর্বক ক্রীড়া করিবার যোগ্য অর্থাৎ যাহা জ্ঞান ও তেজযুক্ত। যেরূপ পরমেশ্বর সমস্ত জীব মাত্রের হৃদয়ে অমৃত অর্থাৎ সত্য বিজ্ঞান সদৈব প্রকাশ করিয়া থাকেন এবং যেরূপ সূর্য্যলোক বা সূর্য্যরশ্মি রসাদি পদার্থ সকলকে মর্ত্ত্য বা মনুষ্যলোকে প্রকৃষ্ট করায় এবং সমস্ত লোক বা পৃথিব্যাদি গ্রহগণকে ব্যবস্থার সহিত নিজ নিজ স্থানে আকর্ষণ শক্তি দ্বারা ধারণ করিয়া আছে তদ্রূপই পরমাত্মা, ধর্মাত্মা ও জ্ঞানীপুরুষদিগকে, অমৃতরূপী মোক্ষ প্রদান করিয়া থাকেন, এবং সূর্য্য ও রসযুক্ত ঔষধি বৃষ্টিরূপী অমৃত রূপ জলকে পৃথিবীতে প্রবিষ্ট করাইয়া থাকে। যেরূপ পরমেশ্বর সত্যাসত্যের এবং সমগ্র লোক বা গ্রহাদির প্রকাশ করিয়া সকলকে জ্ঞাত করান, তদ্রূপ সূর্য্যলোক ও রূপাদির বিভাগকে প্রকাশ করিয়া থাকে। এই মন্ত্রের পূ র্ব মন্ত্রেও (দ্যুভিরক্তুভিঃ) এই পদ দ্বারা এইরূপ অর্থ সিদ্ধ হয় যে, দিবস ও রাত্রি অর্থাৎ স র্ব সময়েই সকল লোক বা গ্রহাদির সূর্য্যের সহিত ও সূর্য্যের পরমেশ্বরের সহিত আকর্ষণ বিদ্যমান রহিয়াছে। বলিতে কী, সমগ্র লোক বা গ্রহে পরমেশ্বরের রচিত আকর্ষণ শক্তি বিদ্যমান রহিয়াছে। এবং পরমেশ্বরের আকর্ষণ শক্তি অনন্ত, অর্থাৎ অন্যান্য গ্রহের আকর্ষণ শক্তির পরিমাণ আছে, পরন্তু পরমেশ্বরের শক্তির পরিমাণ বা অবধি নাই, ইহা অনন্ত। রজ শব্দের অর্থ লোক, অর্থাৎ লোককেই রজ বলে, এ বিষয়ে নিরুক্তকার যাস্কাচার্য্য বলিয়াছেন 'লোকা রজাংস্যুচ্যন্তে' অর্থাৎ লোককে রজ বলে। এইরূপে রথ শব্দের অনেকার্থ আছে, অর্থাৎ যাহাতে রমণ করা যায় ও আনন্দের প্রাপ্তি হয়, তাহাকেই রথ বলে। (এ বিষয়েরও প্রমাণ নিরুক্তকার দিয়াছেন যাহা ভাষ্যে লিখিত হইয়াছে, দেখিয়া লইবেন)। উপরোক্ত প্রকার ধারণ ও আকর্ষণ বিদ্যা বিষয়ক অনেক বেদমন্ত্র আছে (যাহা বাহুল্য ভয়ে বর্ণন করিলাম না।)

ইতি ধারণাকর্ষণ বিষয় সংক্ষেপতঃ।

অথ প্রকাশ্যপ্রকাশক বিষয়ঃ সংক্ষেপতঃ

সূর্য্যেণ চন্দ্রাদয়ঃ প্রকাশিতা ভবন্তীত্যত্র বিষয়ে বিচারঃ

সত্যেনোত্তভিতা ভূমিঃ সূর্য্যেণোত্তভিতা দ্যৌঃ ।
ঋতেনাদিত্যাস্তিষ্ঠন্তি দিবি সোমো অধিশ্রিতঃ । ।১ । ।
সোমেনাদিত্যা বলিনঃ সোমেন পৃথিবী মহী ।
অথো নক্ষত্রাণামেষামুপস্থে সোম আহিতঃ । ।২ । ।

অথর্ব০ কাং০ ১৪ অনু০ ১ ।মং০ ১–২

কঃ স্বিদেকাকী চরতি ক উ স্বিজ্জায়তে পুনঃ ।
কিঙ্গুস্বিদ্ধিমস্য ভেষজং কিন্বাবপনং মহৎ । ।৩ । ।
সূর্য্য একাকী চরতি চন্দ্রমা জায়তে পুনঃ ।
অগ্নির্হিমস্য ভেষজং ভূমিরাবপনং মহৎ । ।৪ । ।

য০অ০ ২৩ । ম০৯–১০ । ।

ভাষ্যম ঃ- (সত্যেনো০) এষামভিপ্রায়ঃ — অত্র চন্দ্রপৃথিব্যাদিলোকানাং সূর্য্যঃ প্রকাশকোস্তীতি ।

ইয়ং ভুমিঃ (সত্যেন) নিত্যস্বরূপেণ ব্রহ্মণোত্তভিতোর্দ্ধমাকাশমধ্যে ধারিতাস্তি বায়ুনা সূর্য্যেন চ । (সূর্য্যেন০) তথা দৌঃ সর্বঃ প্রকাশঃ সূর্য্যেণোত্তভিতো ধারিতঃ (ঋতেন০) কালেন সূর্য্যেণ বায়ূনা বাऽऽদিত্যা দ্বাদশ মাসাঃ কিরণাস্ত্রসরেণবো বলবন্তঃ সন্তো বা তিষ্ঠন্তি । (দিবি সোমা অধিশ্রিতঃ) এবং দিবি দ্যোতনাত্মকে সূর্য্যপ্রকাশে সোমশ্চন্দ্রমা অধিশ্রিত আশ্রিতঃ সন্ প্রকাশিতো ভবতি । অর্থাচ্চন্দ্রলোকাদিষু স্বকীয়ঃ প্রকাশো নাস্তি, সর্বে চন্দ্রাদয়ো লোকাঃ সূর্য্যপ্রকাশনৈব প্রকাশিতা ভবন্তীতি বেদ্যম্ । ।১ । ।

(সোমেনাদিত্যা০) সোমেন চন্দ্রলোকেন সহাদিত্যাঃ কিরণাঃ সংযুজ্য ততো নিবৃত্য চ ভূমিং প্রাপ্য বলিনো বলং কর্ত্তুং শীলা ভবন্তি, তেষাং বলপ্রাপকশীলত্বাৎ । তদ্যথা, [(য়াবতি ?)] য়াবন্তো অন্তরিক্ষদেশে সূর্য্যপ্রকাশস্যাবরণং পৃথিবী করোতি তাবতি দেশেऽধিকং শীতলত্বংভবতি । তত্র সূর্য্যকিরণপতনাভাবাৎ তদভাবে চোষ্ণত্বাভাবাৎ তে বলকারিণো বলবন্তো ভবন্তি । সোমেন চন্দ্রমসঃ প্রকাশেন সোমাদ্যৌষধ্যাদিনা চ পৃথিবী মহী বলবতী পুষ্টা ভবতি । অথো ইত্যনন্তরমেষাং নক্ষত্রাণামুপস্থে সমীপে চন্দ্রমা আহিতঃ স্থাপিতঃ সন বর্ত্তত ইতি বিজ্ঞেয়ম্ । ।২ । ।

(কঃ স্বি০) কো হ্যেকাকী ব্রহ্মাণ্ডে চরতি ? কোঽত্র স্বেনৈব স্বয়ং প্রকাশিতঃ সন্ ভবতীতি ? কঃ পুনঃ প্রকাশিতো জায়তে ? হিমস্য শীতস্য ভেষজমৌষধং কিমস্তি ? তথা বীজরোপণার্থং মহং ক্ষেত্রমিব কিমত্র ভবতীতি প্রশ্নাশ্চত্বারঃ ।।৩।।

এষাং ক্রমেণোত্তরাণি — (সূর্য্য একাকী০) অস্মিন্ সংসারে সূর্য্য একাকী চরতি, স্বয়ংপ্রকাশমানঃ সন্নন্যান্ সর্বান্ লোকান্ প্রকাশয়তি। তস্যৈব প্রকাশেন চন্দ্রমা পুনঃ প্রকাশিতো জায়তে, নহি চন্দ্রমসি স্বতঃ প্রকাশঃ কশ্চিদস্তীতি। অগ্নির্হিমস্য শীতস্য ভেষজমৌষধমস্তীতি। ভূমির্ম্মহদাবপনং বীজারোপণা দেরধিকরণং ক্ষেত্রং চেতি।

বেদেষ্বেত দ্বিষয়প্রতিপাদকা এবম্ভূতা মন্ত্রা বহবঃ সন্তি।।

।। ভাষার্থ ।।

(সত্যেনো০) এই মন্ত্রের বিষয ও প্রয়োজন এই যে, লোক (বা গ্রহগণ) দুইপ্রকার হইয়া থাকে, এক প্রকাশকারী ও দ্বিতীয় যাহা প্রকাশিত হয়।

সত্যস্বরূপ পরমেশ্বর নিজ সামর্থ্য বলে সূর্য্যাদি সমস্ত লোকাকে ধারণ করিয়া আছেন। ঐ পরমেশ্বরেরই সামর্থ্য দ্বারা পুনঃ সুর্য্যাদিলোক ও অন্যান্য লোককে ধারণ ও প্রকাশ করিয়া থাকে। (ঋতেন) এইরূপে কাল, দ্বাদশাদিত্যরূপী দ্বাদশ মাস, সূর্য্যকিরণ ও বায়ু, ইহারা সূক্ষ্ম ও স্থুল ত্রষরেণু আদিকে যথাবৎ ধারণ করিয়া আছে। (দিবি সোমো০) সূর্য্যের প্রকাশ বলেই চন্দ্রমার প্রকাশ হইয়া থাকে, এই চন্দ্রমাতে যত প্রকাশ বিদ্যমান রহিয়াছে, তৎসমুদায়ই সূর্য্যাদি লোকেরই প্রকাশ জানিবেন। যদিও ঈশ্বরের প্রকাশ সর্বপদার্থে বিদ্যমান আছে সত্য, তথাপি চন্দ্রমাদি লোকে তাহাদিগের নিজের কিছুমাত্র স্বাভাবিক প্রকাশ বা প্রকাশ শক্তি নাই, পরন্তু সূর্য্যাদিলোকের প্রকাশ দ্বারাই চন্দ্র ও পৃথিব্যাদি লোক প্রকাশিত হইয়া থাকে।।১।।

(সোমেনাদিত্যা০) যখন আদিত্যের কিরণ চন্দ্রমার সহিত যুক্ত হইয়া, চন্দ্রমার জ্যোতিঃ ভুমি অর্থাৎ পৃথিবীতে পতিত হয়, তখন বলশালী হয়, এবং তজ্জন্যই সে সময় পৃথিবীতে শীতলতর প্রকাশ হয়, যেহেতু আকাশ বা অবকাশ মধ্যে যে যে স্থান পৃথিবীর ছায়া দ্বারা সূর্য্যের প্রকাশকে রুদ্ধ অর্থাৎ অপ্রকাশিত করে, সেই সেই স্থানে শীতের আধিক্য হইয়া থাকে। যে যে স্থানে সূর্যের কিরণ বক্র বা তির্য্যক ভাবে পতিত হয়, তথায় গ্রীষ্মের প্রকোপ অল্প দেখা যায়, অর্থাৎ ঐ স্থানে গ্রীষ্ম বা তেজের স্বল্পতা ও শীতের আধিক্য হয়, তথায় সমগ্র স্থুল পদার্থের পরমাণু সকল জমাট বাঁধিয়া যায় এবং জমাট বাঁধিয়া পুষ্টি সাধন করে, পরন্তু যখন ঐ পদার্থের মধ্যে সূর্য্যের তেজরূপী কিরণ পতিত হইয়া সেই পদার্থ হইতে বাষ্প উত্থিত হয়, তখন ঐ বাষ্পের যোগে সূর্য্যকিরণও বলবতী হইয়া থাকে। যেরূপ জলমধ্যে সূর্য্যকিরণ পতিত হইলে ঐ সূর্যের প্রতিবিম্ব অত্যন্ত চমৎকৃত রূপ ধারণ করে, পরন্তু যখন চন্দ্রমার প্রকাশ ও বায়ুর সহযোগ হয়,

তখনই সোমলতাদি ঔষধির পুষ্টি সাধন হয়, যদ্বারা পৃথিবীরও পুষ্টি অর্থাৎ যাহা সেবনে পৃথিবীর লোকদিগের পুষ্টি সাধন হয়, এইজন্যই পরমেশ্বর নক্ষত্রাদি লোকের সন্নিকটে চন্দ্রমাকে স্থাপিত করিয়াছেন। ।২। ।

(কঃ স্বি০) এই মন্ত্রে চারিটী প্রশ্ন আছে। তন্মধ্যে (১ম প্রশ্ন এই) কে একাকী বিচরণ করে ও নিজ প্রকাশ দ্বারাই প্রকাশিত হয় ? (দ্বিতীয় প্রশ্ন) কে অপরের প্রকাশ দ্বারা প্রকাশিত হয় ? (তৃতীয় প্রশ্ন) শীতের ঔষধি কী ? (এবং চতুর্থ প্রশ্ন) কোনটি বৃহৎ ক্ষেত্র ? অর্থাৎ-স্থুল পদার্থ রাখিবার বা ধারণ করিবার স্থান। ।৩। ।

এই প্রশ্নের উত্তর ক্রমানুসারে দেওয়া যাইতেছে যথা ঃ– (সূর্য্য একাকী০) এই সংসারে এক সূর্য্যই একাকী বিচরণ করে, ও নিজ কেন্দ্র মধ্যে পরিভ্রমণ করিয়া থাকে এবং স্বয়ং প্রকাশস্বরূপ হইয়া অপর সমস্ত লোকের প্রকাশক হইয়া থাকে। (২) ঐ সূর্য্যের প্রকাশ দ্বারাই চন্দ্রমার প্রকাশ হইয়া থাকে (৩) শীতের ঔষধি অগ্নি বা তেজ এবং (৪র্থ) এই পৃথিবীই সকলপ্রকার সাকার পদার্থ রাখিবার স্থান এবং সকল প্রকার বীজ বপনের বৃহৎ ক্ষেত্র স্বরূপ। উপরোক্ত বিষয়ের সিদ্ধি করণার্থ বেদশাস্ত্রে এইরূপ অনেক মন্ত্র বিদ্যমান আছে, পরন্ত এস্থলে একদেশমাত্র অর্থাৎ অতি সংক্ষেপে বর্ণন করিলাম। বেদভাষ্য মধ্যে সর্ববিষয় বিস্তার পূর্বক বর্ণন করিব।

ইতি সংক্ষেপতঃ প্রকাশ্য প্রকাশক বিষয়ঃ

অথ গণিতবিদ্যাবিষয়

একা চ মে তি̱স্রশ্চ মে তি̱স্রশ্চ মে̱ পঞ্চ চ মে̱ পঞ্চ চ মে স̱প্ত চ মে সপ্ত চ মে নব চ মে নব চ মএকাদশ চ ম একাদশ চ মে ত্রযোদশ চ মে ত্রয়োদশ চ মে পঞ্চদশ চ মে পঞ্চদশ চ মে সপ্তদশ চ মে সপ্তদশ চ মে নবদশ চ মে নবদশ চ মএকবিꣳশতিশ্চ মএকবিꣳশতিশ্চ মে ত্রয়োবিꣳশতিশ্চ মে ত্রয়োবিꣳশতিশ্চ মে পঞ্চবিꣳশতিশ্চ মে পঞ্চবিꣳশতিশ্চ মে সপ্তবিꣳশতিশ্চ মে সপ্তবিꣳশতিশ্চ মে নববিꣳশতিশ্চ মে নববিꣳশতিশ্চ ম একত্রিꣳশশ্চ ম একত্রিꣳশশ্চ মে ত্রয়স্ত্রিꣳশচ্চ মে যজ্ঞেন কল্পন্তাম্ । ।১ । ।
চতস্রশ্চ মেऽষ্টৌ চ মেऽষ্টৌ চ মে দ্বাদশ চ মে দ্বাদশ চ মে ষোডশ চ মে ষোডশ চ মে বিꣳশতিশ্চ মে বিꣳশতিশ্চ মে চতুর্বিꣳশতিশ্চ মে চতুর্বিꣳশতিশ্চ মেऽষ্টাবিꣳশতিশ্চ মেऽষ্টাবিꣳশতিশ্চ মে দ্বাত্রিꣳশচ্চ মে দ্বাত্রিꣳশশ্চ মে ষট্ত্রিꣳশশ্চ মে ষট্ত্রিꣳশশ্চ মে চত্বারিꣳশচ্চ মে চত্বারিꣳশশ্চ মে চতুশ্চত্বারিꣳশশ্চ মে চতুশ্চত্বারিꣳশশ্চ মেऽষ্টাচত্বারিꣳশশ্চ মে য়জ্ঞেন কল্পন্তাম্ । ।২ । । যঽঅঽ ১৮মংঽ ২৪–২৫ ।

ভাষ্যম্ ঃ- অভিপ্রায়—অনেয়ার্মন্ত্রয়োর্ম্মধ্যে খল্বীশ্বরেণাঙ্কবীজরেখাগণিতং প্রকাশিতমিতি । (একা০) একার্থস্য য়া বাচিকা সংখ্যাস্তি (১), সৈকেন য়ুক্তা দ্বৌ ভবতঃ (২), য়ত্র দ্বাবেকেন য়ুক্তৌ সা ত্রিত্ববাচিকা (৩) । ।১ । ।

দ্বাভ্যাং দ্বৌ য়ুক্তৌ চত্বারঃ (৪) এবং তিসৃভিস্ত্রিত্বসংখ্যায়ুক্তা ষট্ (৬), এবমে চতস্রশ্চ মে পঞ্চ চ মে ইত্যাদিষু পরস্পরং সংয়োগাদিক্রিয়য়াऽনেকবিধাঙ্কৈর্গণিতবিদ্যা সিধ্যতি । অন্যৎ খল্বত্রানেকচকরাণাং পাঠান্মনুষ্যৈরনেকবিধা গণিতবিদ্যাঃ সন্তীতি বেদ্যম্ ।

সেয়ং গণিতবিদ্যা বেদাঙ্গে জ্যোতিষ শাস্ত্রে প্রসিদ্ধাস্ত্যতো নাত্র লিখ্যতে । পরংত্বীদৃশা মন্ত্রা জ্যোতিষ্ শাস্ত্রস্থগণিতবিদ্যায়া মূলমিতি বিজ্ঞায়তে ।

ইয়মঙ্কসংখ্যা নিশ্চিতেষু সংখ্যাতপদার্ষেষু প্রবর্ত্ততে । য়ে চাজ্ঞাতসংখ্যাঃ পদার্থাস্তেষাং বিজ্ঞানার্থং বীজগণিতং প্রবর্ত্ততে । তদপি বিধানম্ একা চ ইতি । অ— ক ইত্যাদিসংকেতৈনৈতন্মন্ত্রাদিভ্যো বীজগণিতং নিঃসরতীত্যবধেয়ম্ । ।২ । ।

২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১২ ১র ২র ৩ ২
‘‘অগ্ন আ য়াহি বীতয়ে গৃণানো হব্যদাতয়ে । নি হোতা সৎসি বর্হিষি’’ । ।১ । ।

সামঽ ছংঽ প্রঽ ১ । খংঽ ১ ।

য়থৈকা ক্রিয়া দ্ব্যর্থকরী প্রসিদ্ধেতিন্যায়েন স্বরসঙ্কেতাঙ্কৈর্বীজগণিতমপি সাধ্যত ইতি বোধ্যম্ । এবং গণিতবিদ্যায়া রেখাগণিতং তৃতীয়ো ভাগঃ সোऽপ্যত্রোচ্যতে—

।। ভাষার্থ ।।

(একাচমে) উপরোক্ত মন্ত্রের অভিপ্রায় এই যে, অঙ্ক, বীজ ও রেখা ভেদে যে তিন প্রকার গণিত বিদ্যা প্রসিদ্ধ আছে, তন্মধ্যে প্রথম অঙ্করূপী যে (১) সংখ্যা আছে, সেই এক সংখ্যাকে দুইবার গণনা করিলে দুই অর্থাৎ দ্বিতীয় বাচক হয়, যথা ১+১=২ দুই হইয়া থাকে। এইরূপে এক সংখ্যার সহিত এক অথবা একেক সহিত দুই যোগ করিলে, কিম্বা দুই সংখ্যার সহিত এক যুক্ত করিলে, অথবা অপর কোন সংখ্যার সহিত অন্য সংখ্যা যোগ করিলে যেরূপ সংখ্যার বৃদ্ধি হয়, তাহাই বুঝিয়া লইবেন। যথা একের সহিত তিন যোগ করিলে অর্থাৎ এক সংখ্যার সহিত তিন সংখ্যা একত্রিত করিলে চারি (৪) সংখ্যা হয়, অথবা যেরূপ তিনের সহিত তিন যোগ করিলে ছয় হয়, ইত্যাদি (প্রকার জানিবেন)। পুনশ্চ তিন (৩) সংখ্যার সহিত তিন সংখ্যা গুণ করিলে (৩x৩=৯) যেরূপ নয় (৯) সংখ্যা হয়, তদ্রূপ পাঁচের সহিত পাঁচ অথবা ছয়ের সহিত ছয় কিম্বা আটের সহিত আট অথবা অন্য কোন সংখ্যার গুণ করিলে ভিন্ন-ভিন্ন সংখ্যা বাহির হইয়া থাকে, তাহাই এই মন্ত্রের বিষয় দ্বারা গণিত বিদ্যা বিষয় প্রকাশিত বা সিদ্ধ হয়। যেরূপ ৫ পাঁচের সহিত ৫ পাঁচ বসাইলে ৫৫ পঞ্চান্ন ও ছয়ের (৬) সহিত ৬ (ছয়) বসাইলে ৬৬ ছেষট্টি সংখ্যা হয়, ইত্যাদি প্রকার এই বেদমন্ত্রের বিষয় জ্ঞাত হইবেন। এইরূপে উপরোক্ত বেদমন্ত্রের যোজনা করিলে অঙ্ক হইতে অনেক প্রকার গণিত বিদ্যা সিদ্ধ হয় এবং এই বেদমন্ত্রের অর্থ (সংঘটন) ও অনেক প্রকারে (উপরোক্ত অঙ্ক) প্রয়োগ দ্বারা মনুষ্যগণের বিবিধ প্রকার গণিতবিদ্যা জ্ঞাত হওয়া কর্ত্তব্য।

পুনশ্চ বেদাঙ্গরূপ জ্যোতিষ শাস্ত্রেও উপরোক্ত প্রকারে গণিতবিদ্যা সিদ্ধ হইয়াছে, অর্থাৎ এই বেদমন্ত্র দ্বারা গণিতবিদ্যা বিষয় কথিত হইয়াছে।

অঙ্ক দ্বারা যে গণিতবিদ্যা সিদ্ধ হয়, তাহা নিশ্চিত অর্থাৎ ভ্রম রহিত এবং তাহা সংখ্যাত পদার্থ দ্বারা যুক্ত হয়। এইরূপে অজ্ঞাত পদার্থের সংখ্যা জ্ঞাত হইবার জন্য যে বীজগণিত বিদ্যা আছে তাহা (একাচমে) ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা সিদ্ধ হইয়া থাকে, যেরূপ (অ+ক) ((অ–ক) ক÷অ) ইত্যাদি সঙ্কেত দ্বারা প্রকাশিত হয়।। এইরূপে তৃতীয়ভাগরূপ যে রেখাগণিত শাস্ত্র আছে, তাহাও বেদ হইতে সিদ্ধ হইয়াছে (২)।

(অগ্ন আ০) এই সামবেদের মন্ত্রের সঙ্কেত দ্বারাও বীজগণিত বিদ্যা প্রকাশিত হয়।

ইয়ং বেদিঃ পরোঅন্তঃ পৃথিব্যাঅয়ং য়জ্ঞো ভুবনস্য নাভিঃ।
অয়ঞ্ঁসোমো বৃষ্ণোऽঅশ্বস্য রেতো ব্রহ্মায়ং বাচঃ পরমং ব্যোম।।৩।।

যদ০অ০ ২৩ মং০ ৬২।

কাসীৎ প্রমা প্রতিমা কিং নিদানমাজ্যং কিমাসীৎ পরিধিঃ ক আসীৎ।
ছন্দঃ কিমাসীৎ প্রউগং কিমুক্থং যদ্দেবা দেবময়জন্ত বিশ্বে।।৪।।

ঋ০অ০ ৮ অ০ ৭ ব০ ১৮ মং০ ৩।

ভাষ্যম্ ঃ- (ইয়ং বেদিঃ০) অভিপ্রায়ঃ—অত্র মন্ত্রয়ো রেখাগণিতং প্রকাশ্যত ইতি।

ইয়ং য়া বেদিস্ত্রিকোণা, চতুরস্রা, শ্যেনাকারা, বর্ত্তুলাকারাদিয়ুক্তা ক্রিয়তেঽস্যা বেদেরাকৃত্যা রেখাগণিতোপদেশলক্ষণং বিজ্ঞায়তে। এবং পৃথিব্যাঃ পরোঽন্তো, য়ো ভাগোঽর্থাৎ সর্বতঃ সূত্রবেষ্টনবদস্তি স পরিধিরিত্যুচ্যতে। য়শ্চায়ং য়জ্ঞো হি সঙ্গমনীয়ো রেখাগণিতে মধ্যো ব্যাসাখ্যো মধ্যরেখাখ্যশ্চ সোঽয়ং ভুবনস্য ভুগোলস্য ব্রহ্মাণ্ডস্য বা নাভিরস্তি। (অয়ꣳসো০) সোমলোকোঽপ্যেমেব পরিধ্যাদিয়ুক্তোঽস্তি। (বৃষ্ণো অশ্ব০) বৃষ্টিকর্ত্তুঃ সূর্য্যস্যাগ্নের্বায়োর্বা বেগহেতোরপি পরিধাদিকং তথৈবাস্তি। (রেতঃ) তেষাং বীর্য্যমৌষধিরূপেণ সামর্থ্যার্থং বিস্তৃতমপ্যস্তীতি বেদ্যম্। (ব্রহ্মায়ং বা০) য়দ্ ব্রহ্মাস্তি তদ্বাণ্যাঃ (পরমং ব্যোম) অর্থাৎ পরিধিরূপেণান্তর্বহিঃ স্থিতমস্তি।।৩।।

(কাসীৎ প্রমা) য়থার্থজ্ঞানং য়থার্থজ্ঞানবান্ তৎসাধিকা বুদ্ধিঃ কাসীৎ ? সর্বস্যেতি শেষঃ। এবম্ (প্রতিমা) প্রতিমীয়তেঽনয়া সা প্রতিমা, য়য়া পরিমাণং ক্রিয়তে, সা কাসীৎ ? এবমেবাস্য (কিং নিদানম্) কারণং কিমস্তি ? (আজ্যম্) জ্ঞাতব্যং ঘৃতবৎ সারভূতং চাস্মিন্ জগতি কিমাসীৎ ? সর্বদুঃখনিবারকমানন্দেন স্নিগ্ধং সারভূতং চ ? (পরিধিঃ ক০) তথাস্য সর্বস্য বিশ্বস্য পৃষ্ঠাবরণং ক আসীৎ ? গোলস্য পদার্থস্যোপরি সর্বতঃ সূত্রবেষ্টনং কৃত্বা য়াবতী রেখা লভ্যতে স পরিধিরিত্যুচ্যতে। (ছন্দঃ০) স্বচ্ছন্দং স্বতন্ত্রং বস্তু কিমাসীৎ ? (প্রউগং) গ্রহোক্থং স্তোতব্যং কিমাসীৎ ? ইতি প্রশ্নাঃ। এষামুত্তরাণি–(য়দ্দেবা দে০) য়ৎ য়ং দেবং পরমেশ্বরং বিশ্বে দেবাঃ সর্বে বিদ্বাংসঃ (অয়জন্ত) সমপুজয়ন্ত, পুজয়ন্তি, পূজয়িষ্যন্তি চ, স এব সর্বস্য (প্রমা) য়থার্থতয়া জ্ঞাতাস্তি, (প্রতিমা) পরিমাণকর্ত্তা। এবমেবাগ্রেঽপি পূর্বোক্তোঽর্থো য়োজনীয়ঃ।

অত্রাপি 'পরিধি' শব্দেন রেখাগণিতোপদেশলক্ষণং বিজ্ঞায়তে। সেয়ং বিদ্যা জ্যোতিষ্ শাস্ত্রে বিস্তরশ উক্তাস্তি। এবমেতদ্বিষয়প্রতিপাদকা অপি বেদেষু বহবো মন্ত্রাঃ সন্তি।।[৪]।।

।। ভাষার্থ ।।

(ইয়ং বেদিঃ) ইত্যাদি বেদমন্ত্র দ্বারা রেখাগণিত বিদ্যার প্রকাশ হইয়া থাকে। যেহেতু বেদীর রচনা বিষয়ে রেখাগণিতে উপদেশ বর্ণিত আছে, যথা ত্রিকোণ, চতুষ্কোণ, শ্যেন পক্ষীর আকার ও গোলাকার রূপ বেদীর আকার করিতে হয়, তাহা রেখাগণিত শাস্ত্রের দৃষ্টান্তানুসারে নির্দেশ করা হইয়াছে। যেহেতু (পরো অন্তঃ পৃ০) পৃথিবীর যেরূপ চারিদিকের বাহিরের বেষ্টনকে পরিধা বলে, এবং উপর হইতে অন্তঃ পর্য্যন্ত যে পৃথিবীর রেখা আছে, তাহাকে ব্যাস বলা যায়, তদ্রূপ এই বেদমন্ত্রে আদি মধ্য ও অন্ত আদি রেখা সকল জ্ঞাত হইবেন, এবং উপরোক্ত রীত্যনুসারেই তির্য্যক, বিষুবৎ আদি রেখার সিদ্ধি হয়।।৩।।

(কাসীৎ প্র০) অর্থাৎ যথার্থ জ্ঞান কাহাকে বলে ? (প্রতিমা) য়দ্দ্বারা পদার্থ বা বস্তুর তুলাকরণ, ওজন অর্থাৎ ভার লঘুতা ও পরিমাণ বিষয় জ্ঞাত হওয়া যায়, সেই পদার্থই বা কী ? (নিদানম্) কারণ কাহাকে বলে ? অর্থাৎ য়দ্দ্বারা কার্য্যের উৎপত্তি হয়, তাহাই বা কীরূপ পদার্থ ? (আজ্যং) জগতের মধ্যে জ্ঞাত হইবার যোগ্য সারভূত পদার্থই বা কী ? (পরিধি) পরিধি কাহাকে বলে ? (ছন্দ) স্বতন্ত্র বস্তু কাহাকে বলে ? (প্রউ) প্রয়োগ ও শব্দ দ্বারা স্তুতি যোগ্য বস্তুই বা কী ? উপরোক্ত সাত প্রকার প্রশ্নেরই উত্তর প্রদত্ত হইতেছে যথা ঃ– (য়দ্দেবা দেব০) অর্থাৎ যাঁহাকে সমস্ত বিদ্বানগণ পূজা করেন, সেই পরমেশ্বর প্রমা আদি নামযুক্ত হন।

(পুনশ্চ) এই মন্ত্রে প্রমা ও পরিধি আদি শব্দ (প্রয়ুক্ত হওয়ায়) পরমেশ্বর রেখাগণিত সাধনের উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। (বলিতে কি) উপরোক্ত তিন প্রকার গণিতবিদ্যা আর্য্যগণ বেদশাস্ত্র হইতেই সিদ্ধ করিয়াছেন ও এই গণিতবিদ্যা সর্বপ্রথমে এই আর্যবর্ত্ত দেশ হইতেই সর্বত্র পৃথিবী মধ্যে প্রচারিত হইয়াছে।

ইতি সংক্ষেপতঃ গণিতবিদ্যা বিষয়ঃ।

অথেশ্বরস্তুতি প্রার্থনায়াচনাসমর্পণোপাসনাবিদ্যাবিষয়ঃ

স্তুতিবিষয়স্তু 'য়ো ভূতং চ' এত্যারভ্যোক্তো বক্ষ্যতে চ। অথেদানীং প্রার্থনা বিষয় উচ্যতে –

তেজোऽসি তেজো ময়ি ধেহি বীর্য্যমসি বীর্য্যং ময়ি ধেহি বলমসি বলং ময়ি ধেহি। ওজোऽস্যোজো ময়ি ধেহি মন্যুরসি মন্যুং ময়ি ধেহি সহোऽসি সহো ময়ি ধেহি।।১।। য০অ০ ১৯ মং ০৯।।

ময়ীদমিন্দ্র ইন্দ্রিয়ং দধাত্বস্মান্ রায়ো মঘবানঃ সচন্তাম্।
অস্মাকꣳসন্ত্বাশিষঃ সত্যা নঃ সন্ত্বাশিষঃ।।২।। য০অ০ ২ মং০ ১০।

য়াং মেধাং দেবগণাঃ পিতরশ্চোপাসতে।
তয়া মামদ্য মেধয়াগ্নে মেধাবিনং কুরু স্বাহা।।৩।।

য০অ০৩২ মং০ ১৪।

ভাষ্যম্ ঃ- অভিপ্রায়ঃ — তেজোऽসী ত্যাদিমন্ত্রেষু পরমেশ্বরস্য স্তুতিপ্রার্থনাদিবিষয়াঃ প্রকাশ্যন্ত ইতি বোধ্যম্।

(তেজোऽসি০) হে পরমেশ্বর ! ত্বং তেজোऽস্যানন্তবিদ্যাদিগুণৈঃ প্রকাশময়োऽসি, ময়্যপ্যসংখ্যাতং তেজো বিজ্ঞানং ধেহি। (বীর্য্যমসি০) হে পরমেশ্বর ! ত্বং বীর্য়মস্যনন্তপরাক্রমবানসি, কৃপয়া ময়্যপি শরীরবুদ্ধিশৌর্য্যস্ফূর্ত্ত্যাদিবীর্য্যং পরাক্রমং স্থিরং নিধেহি। (বলম০) হে মহাবলেশ্বর ! ত্বমনন্তবলমসি, ময়্যপ্যনুগ্রহত উত্তমং বলং ধেহি স্থাপয়। (ওজো০) হে পরমেশ্বর ! ত্বমোজোऽসি, ময়্যপ্যোজঃ সত্যং বিদ্যাবলং ধেহি। (মন্যুরসি০) হে পরমেশ্বর ! ত্বং মন্যুর্দুষ্টান্ প্রতি ক্রোধকৃদসি, ময়্যপি স্বসত্তয়া দুষ্টান্ প্রতি মন্যুং ধেহি। (সহোऽসি০) হে সহনশীলেশ্বর ! ত্বং সহোऽসি, ময়্যপি সুখদুঃখয়ুদ্ধাদিসহনং ধেহি। এবং কৃপয়ৈতদাদিশুভান্ গুণান্ মহ্যং দেহীত্যর্থঃ।।১।।

(ময়ীদমিন্দ্র০) হে ইন্দ্র পরমৈশ্বর্য্যবন্ পরমাত্মন্। ময়ি মদাত্মনি শ্রোত্রাদিকং মনশ্চ সর্বোত্তমং ভবান্ দধাতু তথাऽস্মাংশ্চ পোষয়তু অর্থাৎ সর্বোত্তমৈঃ পদার্থৈঃ সহ বর্ত্তমানান্ অস্মান্ সদা কৃপয়া করোতু পালয়তু চ। (অস্মান্ রায়ো০) তথা নোऽস্মভ্যং, মঘং পরমং বিজ্ঞানাদিধনং বিদ্যতে য়স্মিন্ স মঘবা ভবান্ স পরমোত্তমং রাজ্যাদিধনমস্মদর্থং দধাতু। (সচন্তাম্০) সচতাং তত্র চাস্মান্ সমবেতান্ করোতু। তথা ভবন্ত উত্তমেষু গুণেষু সচন্তাং সমবেতা ভবন্ত্বিতীশ্বরাऽऽজ্ঞাস্তি–(অস্মাকꣳস০) তথা হে ভগবন্ ! তৎকৃপয়া অস্মাকং সর্বাআশিষ ইচ্ছাঃ সর্বদা সত্যা ভবন্তু। মা

কাশ্চিদস্মাকং চক্রবর্ত্তিরাজ্যানুশাসনাদয় আশিষ ইচ্ছা মোঘা ভবেয়ুঃ । ।২ । ।

(য়াং মেধাং০) হে অগ্নে পরমেশ্বর ! পরমোত্তময়া মেধয়া ধারণাবত্যা বুদ্ধ্যা সহ (মা) মাং মেধাবিনং সর্বদা কুরু । কা মেধেত্যুচ্যতে । (দেবগণাঃ) বিদ্বৎসমূহাঃ, পিতরো বিজ্ঞানিনশ্চ য়ামুপাসতে । (তয়া০) তয়া মেধয়া (অদ্য) বর্তমানদিনে মাং সর্বদা য়ুক্তং কুরু সম্পাদয় । (স্বাহা) অত্র স্বাহাশব্দার্থে প্রমাণং নিরুক্তকারা আহুঃ –

'স্বাহাকৃতয়, স্বাহেত্যেতৎসু আহেতি বা, স্বা বাগাহেতি বা, স্বং প্রাহেতি বা, স্বাহুতং হবির্জুহোতীতি বা । তাসামেষা ভবতি । । নিরু০ অ০ ৮ খং০ ২০ ।

স্বাহা শব্দস্যায়মর্থঃ— (সু আহেতি বা) সু সুষ্ঠু কোমলং মধুরং কল্যাণকরং প্রিয়ং বচনং সর্বৈর্মনুষ্যৈঃ সদা বক্তব্যম্ । (স্বা বাগাহেতি বা) য়া জ্ঞানমধ্যে স্বকীয়া বাগ্বর্ত্ততে, সা য়দাহ তদেব বাগিন্দ্রিয়েণ সর্বদা বাচ্যম্ । (স্বং প্রাহেতি বা) স্বং স্বকীয়পদার্থং প্রত্যেব স্বত্বং বাচ্যং ন পরপদার্থং প্রতি চেতি । (স্বাহুতং হবির্জুহোতীতি বা) সুষ্ঠুরীত্যা সংস্কৃত্য হবিঃ সদা হোতব্যমিতি স্বাহাশব্দপর্য্যায়ার্থাঃ । ।৩ । ।

। । ভাষার্থ । ।

গণিত বিদ্যাবিষয় বর্ণনের পর, এক্ষণে তেজোऽসী ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা কীরূপে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা, যাচনা, সমর্পণ ও উপাসনা করিতে হয়, তদ্বিষয়ে লিখিত হইতেছে যদিও পরমেশ্বরের স্তুতি বিষয় ইতিপূর্বে (য়োভূতং চ) ইত্যাদি বেদমন্ত্র দ্বারা কথঞ্চিৎ বর্ণন করা হইয়াছে ও পরে আরও কিছু বর্ণন করিব, তথাপি এস্থলে প্রথমে প্রার্থনা বিষয় (কিছু) বর্ণন করিতেছি ।

(তেজোऽসি) অর্থাৎ হে পরমেশ্বর ! আপনি স্বয়ং প্রকাশস্বরূপ, এজন্য কৃপাপূর্বক আমার হৃদয়ে বিজ্ঞানরূপ তেজ বা প্রকাশ কে প্রকাশিত করুন, অর্থাৎ আমাকে সর্ববিষয় প্রকাশক বিজ্ঞান প্রদান করুন । (বীর্য়মসি) হে জগদীশ্বর । আপনি অনন্ত পরাক্রমযুক্ত, কৃপাপূর্বক আমাকেও পূর্ণ পরাক্রমী করুন । (বলমসি) হে অনন্ত বলবান্ মহেশ্বর ! আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমার শরীর ও আত্মাতে পূর্ণবল প্রদান করুন । (ওজো) হে সর্বশক্তিমন্ । আপনিই সমস্ত সামর্থ্যের নিবাসস্থান বা আধারস্বরূপ, করুণাপ্রকাশপূর্বক আমাকেও যথোচিত সামর্থ্যের নিবাসস্থান করিতে আজ্ঞা হউক । (মন্যুরসি) হে দুষ্টের প্রতি ক্রোধকারী (রুদ্ররূপী) পরমেশ্বর ! আপনি আমাকেও দুষ্ট কর্ম্ম ও দুষ্ট জীবের প্রতি ক্রোধকারী করুন । (সহোऽসি) সর্ব সহনকারী পরমেশ্বর । আপনি যেরূপ পৃথিব্যাদি লোক সকলকে ধারণ করিয়া আছেন ও যেরূপ আপনি নাস্তিকদিগের দুষ্ট ব্যবহার সহ্য করেন, তদনুরূপ সুখ, দুঃখ, হানি, লাভ, শীত, গ্রীষ্ম, ক্ষুৎপিপাসা ও যুদ্ধাদি বিষয়েও আমাকে সহনশীল করুন, অর্থাৎ সকলপ্রকার শুভগুণ প্রদান পূর্বক সমস্ত অশুভ গুণ হইতে আমাকে পৃথক করুন । ।১ । ।

(ময়ীদমিন্দ্রং) হে পরমৈশ্বর্য্যবান্ পরমাত্মন্ ! আপনি কৃপাপূর্বক অত্যন্ত তীব্রশক্তি সম্পন্ন শ্রোত্রাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় তথা বাগাদি পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং প্রকাশধর্ম্মযুক্ত

সর্বোত্তম মনকে আমার সহিত সম্বন্ধযুক্ত করিয়া দিন এবং কৃপা করিয়া সর্বোত্তম পদার্থ সমূহের দ্বারা আমাকে পোষণ বা পালন করুন। (অস্মান্ রায়ো০) হে পরমবিজ্ঞানাদি ঐশ্বর্য্যযুক্ত পরমেশ্বর ! আপনি কৃপাপূর্বক পরমোত্তম রাজ্যাদি ধন আমার জন্য প্রদান করুন। (সচং তাং০) পরমেশ্বর মনুষ্যকে এইরূপ আজ্ঞা দিতেছেন যে, হে মনুষ্যগণ ! তোমরা সর্বসময়ে সকল প্রকার উত্তম গুণের গ্রহণ ও উত্তম কর্ম্মের সেবন করিবে। (অস্মাকꣳ স০) হে ভগবন্ ! আপনার কৃপায় আমাদের সমস্ত আশিষ অর্থাৎ ইচ্ছা সর্বদা সত্যযুক্ত (অর্থাৎ পূর্ণ) হউক, কখন যেন আমাদের চক্রবর্তী রাজ্যানুশাসনাদির ইচ্ছা নিষ্ফল না হয়। ।২। ।

(য়াং মেধাং) হে পরমাত্মন্ ! আপনি কৃপাপূর্বক আমাকে অত্যন্ত উত্তম সত্যবিদ্যাদিরূপ শুভগুণ ধারণ করিবার যোগ্য বুদ্ধি প্রদান করুন। অর্থাৎ আমাকে এরূপ বুদ্ধি প্রদান করুন, যাহার প্রভাবে আমরা দেব অর্থাৎ বিদ্বান ও পিতর অর্থাৎ জ্ঞানবান হইয়া আপনার উপাসনায় সদা রত থাকিতে পারি। নিরুক্তকার যাস্কমুনি 'স্বাহা' শব্দের অর্থ অনেক প্রকার করিয়াছেন যথা—

(সু আহেতি বা) অর্থাৎ সকল লোকেরই মিষ্ট ও কল্যাণকারী বাক্য প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। (স্বা বাগাহেতি বা) অর্থাৎ মনুষ্যের নিশ্চয় জ্ঞাত হওয়া কর্তব্য যে, যেরূপ ভাব তাহার জ্ঞানে উদয় হইবে অর্থাৎ যাহা তিনি সত্য বলিয়া জ্ঞান করিবেন, জিহ্বা দ্বারা তদ্রূপই (তাহাই) ব্যক্ত করিবেন, কদাপি তাহার বিপরীত ব্যক্ত করিবেন না, অর্থাৎ তাহার মনে যে ভাব উদয় হইবে, ছল বা কপট করিয়া তাহার অন্যথা মুখে প্রকাশ করা কদাপি কর্ত্তব্য নহে। মন, বাণী ও ক্রিয়া সর্বদা একপ্রকার হইবে। (স্বং প্রাহেতি বা) সকলেরই নিজ নিজ পদার্থকেই আপন পদার্থ বলা উচিত, অপরের পদার্থকে তদ্রূপ জ্ঞান করা কর্ত্তব্য নহে, অর্থাৎ যাহা কিছু ধর্ম্মযুক্ত পুরুষকার দ্বারা উপার্জ্জিত, তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিবে, অপরের ধনে কদাপি লোভ করিবে না। (স্বাহুতং হ০) লোক যেন সকল সময়েই উত্তমোত্তম সুগন্ধাদি দ্রব্যের সংস্কার দ্বারা সমগ্র জগতের কল্যাণার্থে হোম করেন। পুনশ্চ 'স্বাহা' শব্দে, সর্বদা মিথ্যাবাদ পরিত্যাগ পূর্বক সত্যভাষণ করা কর্ত্তব্য, এরূপ বুঝায়। ফলকথা 'স্বাহা' শব্দের সকল প্রকার অর্থ দ্বারা ইহাই স্পষ্ট প্রতিপাদিত হইতেছে যে, মনুষ্যের সদা সত্যানুষ্ঠানে ও জগতের কল্যাণকারী কার্যে রত থাকা কর্ত্তব্য।

স্থিরা বঃ সড়ন্ত্বায়ুধা পরাণুদে বীলূ উত প্রতিষ্কভে।
য়ুষ্মাকমস্তু তবিষী পনীয়সী মা মর্ত্ত্যস্য মায়িনঃ। ।৪। ।

ঋ০অ০ ১। অ০৩। ব০ ১৮ ম০ ২। ।

ইষে পিন্বস্বোর্জে পিন্বস্ব ব্রহ্মণে পিন্বস্ব ক্ষত্রায় পিন্বস্ব দ্যাবাপৃথিবীভ্যাং পিন্বস্ব।

ধর্ম্মাসি সুধর্ম্মা মেন্যস্মে নৃম্ণানি ধারয় ব্রহ্ম ধারয় ক্ষত্রং ধারয় বিশং ধারয়।।৫।। যত০অ০ ৩৮। মং০ ১৪।।

য়জ্জাগ্রতো দূরমুদৈতি দৈবং তদু সুপ্তস্য তথৈবৈতি।

দূরংগমং জ্যোতিষাং জ্যোতিরেকং তন্মে মনঃ শিবসংকল্পমস্তু।।৬।।

য০ অ০ ৩৪ মং০।।১।।

বাজশ্চ মে প্রসবশ্চ মে প্রয়তিশ্চ মে প্রসিতিশ্চ মে ধীতিশ্চ মে ক্রতুশ্চ মে০।

ভাষ্যম্ঃ- (স্থিরা বঃ০) অভিপ্রায়ঃ — ঈশ্বরো জীবেভ্য আশীর্দদাতীতি বিজ্ঞেয়ম— হে মনুষ্যা বো যুষ্মাকং (আয়ুধা) আয়ুধান্যাগ্নেয়াস্ত্রাদীনি, শতঘ্নীভুশুণ্ডীধনু র্বাণাস্যাদীনি শস্ত্রানি চ (স্থিরা) মদনুগ্রহেণ স্থিরাণি সন্তু। (পরাণুদে) দুষ্টানাং শত্রুণাং পরাজয়ায় যুষ্মাকং বিজয়ায় চ সন্তু। তথা (বীলূ) অত্যন্তদৃঢ়ানি প্রশংসিতানি চ (উত) এবং শত্রুসেনায়া অপি (প্রতিষ্কভে) প্রতিষ্ঠম্ভনায় পরাংমুখতয়া পরাজয়করণায় চ সন্তু। তথা (যুষ্মাকমস্তু তবিষী০) যুষ্মাকং তবিষী সেনাऽত্যন্তপ্রশংসনীয়া বলং চাস্তু। য়েন যুষ্মাকং চক্রবর্ত্তি রাজ্যং স্থিরং স্যাদ্ দুষ্টকর্ম্মকারিণাং যুষ্মদ্বিরোধিনাং শত্রুণাং পরাজয়শ্চ সদা ভবেৎ। (মা মর্ত্ত্যস্য মা০) পরস্ত্বয়মা সত্যকর্ম্মানুষ্ঠানিভ্যো হি দদামি, কিন্তু মায়িনোऽন্যায়কারিণো মর্ত্যস্যমুষ্যস্য চ কদাচিন্ মাস্তু। অর্থান্নৈব দুষ্টকর্মকারিভ্যোऽহম মনুষ্যেভোস্ত্বয়াশী র্বাদং কদাচিদ্দদামীত্যভি প্রায়ঃ।।৪।।

(ইষে পিন্বস্ব০) হে ভগবন্! ইষে উত্তমেচ্ছায়ৈ, পরমোৎকৃষ্টায়ান্নায় চাস্মান্ ত্বং পিন্বস্ব, স্বতন্ত্রতয়া সদৈব পুষ্টিমতঃ প্রসন্নান্ কুরু, (ঊর্জে০) বেদবিদ্যাবিজ্ঞানগ্রহণায় পরমপ্রয়ত্নকারিণো ব্রাহ্মণবর্ণয়োগ্যান্ কৃত্বা সদা পিন্বস্ব, দৃঢ়োৎসাহয়ুক্তান্ অস্মান্ কুরু। (ক্ষত্রা০) ক্ষত্রায় সাম্রাজ্যায় পিন্বস্ব, পরমবীর (ব) তঃ ক্ষত্রিয়স্বভাবয়ুক্তান্ চক্রবর্ত্তিরাজ্য-সহিতান্ অস্মান্ কুরু। (দ্যাবাপৃ০) এবং য়থা দ্যাবাপৃথিবীভ্যাং সূর্য্যাগ্নিভুম্যাদিভ্যঃ পদার্থেভ্যঃ সর্বজগতে প্রকাশোপকারৌ ভবতঃ, তথৈব কলাকৌশলয়ানচালনাদিবিদ্যাং গৃহীত্বা সর্বমনুষ্যোপকারং বয়ং কুর্মঃ, এতদর্থমস্মান্ পিন্বস্বোত্তমপ্রয়ত্নবতঃ কুরু। (ধর্মাসি০) হে সুধর্ম্ম পরমেশ্বর! ত্বং ধর্ম্মাসি ন্যায়কার্য্যসি, অস্মানপি ন্যায়ধর্ম্ময়ুক্তান্ কুরু। (অমেনি০) হে সর্বহিতকারকেশ্বর! য়থা ত্বমমেনির্নির্বৈরোऽসি, তথাऽস্মানপি সর্বমিত্রান্নির্বৈরান্ কুরু। তথা (অস্মে) অস্মদর্থং (নৃম্ণানি) কৃপযা সুরাজ্যসুনিয়মসুরত্নাদীনি ধারয়, এবমেবাস্মাকং (ব্রহ্ম০) বেদবিদ্যাং ব্রাহ্মণবর্ণং চ ধারয, (ক্ষত্রং০) রাজ্যং ক্ষত্রিয়বর্ণং চ ধারয়, (বিশম্০) বৈশ্যবর্ণং প্রজাং চ ধারয়। অর্থাৎ সর্বোত্তমান্ গুণান্

অস্মন্নিষ্ঠান্ কুর্বিতি প্রার্থ্যতে য়াচ্যতে চ ভবান্। তস্মাৎ সর্বামস্মদিচ্ছাং সম্পূর্ণাং সম্পাদয়েতি।।৫।।

(য়জ্জাগ্রতো দু০) য়ন্মনো জাগ্রতো মনুষ্যস্য দুরমুদৈতি, সর্বেষামিন্দ্রিয়াণামুপরি বর্তমানত্বাদ্ অধিষ্ঠাতৃত্বেন ব্যাপ্নোতি, (দৈবম্) জ্ঞানাদিদিব্যগুণয়ুক্তং (তদু) তৎ, উ ইতি বিতর্কে, সুপ্তস্য পুরুষস্য (তথৈব) তেনৈব প্রকারেণ স্বপ্নে দিব্যপদার্থদ্রষ্টৃ (এতি) প্রাপ্নোতি, এবং সুষুপ্তৌ চ দিব্যানন্দয়ুক্ততাং চৈতি, তথা (দুরংগমম্) অর্থাদ্ দুরগমনশীলমস্তি, (জ্যোতিষাং জ্যোতি০) জ্যোতিষামিন্দ্রিয়াণাং সুর্য্যাদীনাং চ জ্যোতিঃ সর্বপদার্থপ্রকাশকম্, (একম্) অসহায়ং য়ন্মনোঽস্তি, হে ঈশ্বর। ভবৎকৃপয়া (তন্মে০) তন্মে মম মনো মননশীলং সৎ, শিবসংকল্পং কল্যাণেষ্ঠধর্ম্মগুণপ্রিয়মস্তু।।৬।।

এবমেব 'বাজশ্চ ম' ইত্যষ্টাদশাধ্যায়স্থৈর্মন্ত্রৈঃ স র্বস্বসমর্পণং পরমেশ্বরায় কর্ত্তব্যমিতি বেদে বিহিতম্। অতঃ পরমোত্তমপদার্থং মোক্ষমারভ্যান্নপানাদি-পর্য্যন্তমীশ্বরাদ্যাচিতব্যমিতি সিদ্ধম্।

।। ভাষার্থ ।।

(স্থিরা বঃ) এই বেদমন্ত্রে ঈশ্বর জীবকে আশীর্বাদ করিতেছেন যে, হে মনুষ্য ! তোমরা সর্বসময়ে প্রভূত বলশালী হও এবং তোমাদিগের আয়ুধা অর্থাৎ আগ্নোয়াদি অস্ত্ররূপ শতঘ্নী (যদ্দ্বারা একবারে শত শত লোককে মৃত্যুমুখে পতিত করিতে পারা যায়, ও যাহা আধুনিক কামানের ন্যায়), এবং ভুশুণ্ডি (বন্দুক), ধনুর্বাণ ও তলবার আদি অস্ত্র শস্ত্র সকল যেন সদা তোমাতে স্থির থাকে, অর্থাৎ দৃঢ়রূপে স্থিত থাকে। এবং (পরাণুদে) আমার কৃপাবলে তোমাদিগের অস্ত্রশস্ত্রগুলি সমগ্র দুষ্ট শত্রুগণকে পরাজয় করিবার যোগ্য এবং (বীলু) অত্যন্ত দৃঢ় ও প্রশংসনীয় হউক। (উত প্রতিষ্কভে) তোমার অস্ত্র শস্ত্র সকল যেন তোমার প্রবল শত্রু সেনার বেগ সম্বরণ করিতে সক্ষম হয়। (যুষ্মাকং মস্তু ত০) হে মনুষ্য! তোমার (তবিষী) সেনা অত্যন্ত প্রশংসা যোগ্য হউক, যদ্দ্বারা তোমার অখণ্ডিত বল ও চক্রবর্ত্তী রাজ্য স্থির থাকিয়া, দুষ্ট শত্রুগণকে সদা পরাজিত রাখিতে সমর্থ হয়। এজন্য হে মনুষ্যগণ ! তোমরা উপরোক্ত সৌভাগ্য প্রাপ্তির জন্য সদা বেদানুযায়ী ধর্ম্মকার্যেই রত থাক।।৪।।

(ইষে পিন্বস্ব) হে ভগবন্ ! (ইষে) আমার যেন সদা শুভ কর্ম্মানুষ্ঠানেরই ইচ্ছা হয়। আপনি আমার শরীরকে উত্তম অন্ন দ্বারা সদা পরিপুষ্ট রাখুন, (অর্থাৎ আমি যাহাতে উত্তমোত্তম অন্নাদি সেবন দ্বারা শরীরকে পুষ্ট রাখিতে সমর্থ হই তদ্বিষয়েই বিধান করুন)। (ঊর্জে) আপনি কৃপা করিয়া আমাকে সদা উত্তম পরাক্রমযুক্ত ও দৃঢ়প্রযত্নশালী করুন। (ব্রহ্মণে) সত্যশাস্ত্র অর্থাৎ বেদবিদ্যার পঠন পাঠন ও তদ্দ্বারা যথাবৎ উপকার সাধন করিতে সমর্থবান হইয়া, আমরা যেন উত্তম বিদ্যাদিরূপ (শুভ)

গুণ ও শুভ কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা ব্রাহ্মণবর্ণ প্রাপ্ত হই। (ক্ষত্রায়ঃ) হে পরমেশ্বর। আপনার অনুগ্রহে আমরা চক্রবর্ত্তী রাজ্য, শূরবীর পুরুষের দ্বারা সংগঠিত সেনাযুক্ত হইতে সমর্থ হইয়া যেন ক্ষত্রিয় বর্ণের অধিকারী হই। (দ্যাবা পৃ০) হে পরমাত্মন্ ! যেরূপ পৃথিবী সূর্য্য, অগ্নি, জল ও বায়ু আদি পদার্থ দ্বারা জগতের প্রকাশ ও উপকার সাধন হয়, তদ্রূপ কলা কৌশল ও বিমান আদি যান চলাইবার জন্য আমাদিগকে উত্তম সুখযুক্ত করুন, যদ্দ্বারা আমরা সমগ্র সৃষ্টির উপকার সাধনে সমর্থ হই। (ধর্ম্মাসি) হে ভগবন্। (রূপী) ন্যায়কারী ঈশ্বর । আপনি (যেরূপ) ন্যায়কারী, আমাকেও তদ্রূপ ন্যায়কারী করুন। (অমে০) হে ভগবন্। আপনি যেরূপ নির্বৈর অর্থাৎ নির্বৈরীভাবে সদা সকলের সহিত অবস্থিতি করিতেছেন, তদ্রূপ আমাকেও বৈরী রহিত করুন। (অস্মে) হে পরমকারুণিক পরমেশ্বর। আপনি আমার জন্য (অর্থাৎ আমাকে) (নৃম্ণানি) উত্তম রাজ্য, ধন এবং শুভগুণ প্রদান করুন। (ব্রহ্ম) হে পরমেশ্বর ! আপনি ব্রাহ্মণকে আমাদিগের মধ্যে উত্তম বিদ্যাযুক্ত করুন। (ক্ষত্রম্) আমাকে অত্যন্ত চতুর, শূর, বীর ও ক্ষত্রিয়বর্ণের অধিকারী করুন। (বিষম্০) শব্দে বৈশ্যবর্ণ বুঝায়, অর্থাৎ হে পরমেশ্বর ! আপনি আমার প্রজাগণকে সদা রক্ষা করুন, যদ্দ্বারা আমি শুভগুণযুক্ত হইয়া অত্যন্ত (ধর্ম্মযুক্ত) পুরুষকারে রত থাকি।।৫।।

(য়জ্জাগ্রতো০) হে সর্বব্যাপক জগদীশ্বর ! যেরূপ জাগ্রতাবস্থায় আমার মন দূর দূর স্থানে ভ্রমণকারী, ইন্দ্রিয়গণের স্বামীরূপে, তথা (দৈবম্) জ্ঞানাদি দিব্যগুণযুক্ত ও প্রকাশ স্বরূপে বর্ত্তমান থাকে, তদ্রূপ নিদ্রাবস্থায়ও যেন উহা শুদ্ধ ও আনন্দযুক্ত হয়। (জ্যোতিষাং) যাহা ইন্দ্রিয় ও সূর্য্যাদিরূপ প্রকাশেরও প্রকাশক ও এক, (তন্মে) হে পরমেশ্বর ! এরূপ স্বভাবযুক্ত যে আমার মন, তাহা যেন আপনার কৃপায় (শিব সং) কল্যাণকারী ও শুভগুণযুক্ত হউক, যাহাতে উহা কদাপি অধর্ম্মে (অধর্ম্মযুক্ত কার্য্যে) প্রবৃত্ত না হয়।।৬।।

এইরূপে (বাজশ্চ মে) ইত্যাদি মন্ত্র যজুর্বেদের অষ্টাদশ অধ্যায়ে ঈশ্বরার্থে অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রীত্যর্থে সর্বস্য সমর্পণ করিবার বিধান আছে, অর্থাৎ পূর্বোক্ত মোক্ষানন্দ হইতে অন্ন জল পর্য্যন্ত সমস্ত পদার্থের জন্য মনুষ্যের কেবলমাত্র এক ঈশ্বরের নিকট হইতেই যাচনা করা কর্ত্তব্য।

আয়ুর্য়জ্ঞেন কল্পতাং প্রাণো য়জ্ঞেন কল্পতাং চক্ষুর্য়জ্ঞেন কল্পতাꣳশ্রোত্রং য়জ্ঞেন কল্পতাং বাগ্য়জ্ঞেন কল্পতাং মনো য়জ্ঞেন কল্পতামাত্মা য়জ্ঞেন কল্পতাং ব্রহ্মা য়জ্ঞেন কল্পতাং জ্যোতির্য়জ্ঞেন কল্পতাꣳ স্বর্য়জ্ঞেন কল্পতাং পৃষ্ঠং য়জ্ঞেন কল্পতাং য়জ্ঞো য়জ্ঞেন কল্পতাম্। স্তোমশ্চ য়জুশ্চঋক্ চ

সাম চ বৃহচ্চ রথন্তরং চ । স্বর্দেবা অগন্মামৃতা অভূম প্রজাপতেঃ প্রজা-অভূম বেট্ স্বাহা । ।৭ । । য০ অ০ ১৮ মং০ ২৯ ।

ভাষ্যম্ ঃ- (আয়ুর্য়জ্ঞেন) 'য়জ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ ।' শ০ ১ ।১ ।২ ।১৩ । বেবেষ্টি ব্যাপ্নোতি সর্বং জগৎ স বিষ্ণুরীশ্বরঃ । হে মনুষ্যাস্তেন য়জ্ঞেনেশ্বরপ্রাপ্ত্যর্থং সর্বং স্বকীয়মায়ুঃ কল্পতামিতি । য়দস্মাদীয়মায়ুরস্তি তদীশ্বরেণ কল্পতাং, পরমেশ্বরায় সমর্পিতং ভবতু । এবমেব (প্রাণঃ), (চক্ষুঃ), (শোত্র), (বাক্) বাণী, (মনঃ) মননং জ্ঞানম্, (আত্মা) জীবঃ, (ব্রহ্মা) চতুর্বেদজ্ঞাতা য়জ্ঞানুষ্ঠানকর্ত্তা, (জ্যোতিঃ) সূর্য়্যাদিপ্রকাশঃ, (ধর্ম্মঃ) ন্যায়ঃ, (স্বঃ) সুখং, (পৃষ্ঠম্) ভুম্যাদ্যধিকরণ, (য়জ্ঞো) অশ্বমেধাদিঃ শিল্পক্রিয়াময়ো বা (স্তোমঃ) স্তুতিসমূহঃ (যজুঃ) য়জুর্বেদাধ্যয়নম্ (ঋক্) ঋগ্বেদাধ্যয়নম্ (সাম) সামবেদাধ্যয়নম্ চকারাদথর্বেদাধ্যয়নং চ, (বৃহচ্চ রথন্তরং চ) মহৎক্রিয়াসিদ্ধিফলভোগঃ শিল্পবিদ্যাজন্যং বস্তু চাস্মদীয়মেতৎ সর্বং পরমেশ্বরায় সমর্পিতমস্তু । য়েন বয়ং কৃতজ্ঞাঃ স্যাম । এবং কৃতে পরমকারুণিকঃ পরমেশ্বরঃ সর্বোত্তমং সুখমস্মভ্যং দদ্যাৎ । য়েন বয়ং (স্বর্দেবা০) সুখে প্রকাশিতাঃ (অমৃতা০) পরমানন্দং মোক্ষং (অগন্ম) সর্বদা প্রাপ্তাঃ ভবমে । তথা (প্রজাপতে প্র০) বয়ং পরমেশ্বরস্যৈব প্রজাঃ (অভূম) অর্থাৎ পরমেশ্বরং বিহায়ান্যমনুষ্যং রাজানং নৈব কদাচিন্মন্যামহ ইতি । এবং জাতে (বেট্ স্বাহা) সদা বয়ং সত্যং বদমোঃ, ভবদাজ্ঞাকরণে পরমপ্রয়ত্নত উৎসাহবন্তোऽভূম ভবেম । মা কদাচিদ্ ভবদাজ্ঞাবিরোধিনো বয়মভূম, কিন্তু ভবৎসেবায়াং সদৈব পুত্রবদ্ বর্ত্তেমহি । ।৭ । ।

[ইতি ঈশ্বর স্তুতি প্রার্থনায়াচনা সমর্পণ বিষয়ঃ]

। । ভাষার্থ । ।

(আয়ুর্য়জ্ঞেন) য়জ্ঞ শব্দে বিষ্ণু বুঝায়, অর্থাৎ যিনি সমগ্র জগতে ব্যাপকস্বরূপে বিদ্যমান রহিয়াছেন । এইরূপ (য়জ্ঞরূপী) পরমেশ্বরের প্রতি সমস্ত পদার্থের সমর্পণ করা উচিত, এবং তজ্জন্যই বেদমন্ত্রে লিখিত হইতেছে যে, সকল মনুষ্যেরই আপনাপন আয়ু অর্থাৎ জীবন ঈশ্বরের সেবায় ও তাঁহারই আজ্ঞা পালনে সমর্পণ করা কর্ত্তব্য । (প্রাণো০) এইরূপে (নিজ নিজ) প্রাণকেও ব্রহ্মার্পণ করা, (চক্ষু০) সকল প্রকার প্রত্যক্ষ প্রমাণ ও দর্শনেন্দ্রিয়কে, (শ্রোত্র০) শ্রবণেন্দ্রিয়, বিদ্যা ও শব্দ প্রমাণকে, (বাক্০) বাণীকে, (মনো০) মনও বিজ্ঞানকে, (আত্মা) জীবকে, (ব্রহ্ম) চতুর্বেদ জ্ঞাতা ও য়জ্ঞানুষ্ঠান কর্ত্তাকে, (জ্যোতিঃ০) সূর্য়্যাদি প্রকাশকে, (স্বর্য়্য০) সকল প্রকার সুখকে, (পৃষ্ঠং) উত্তম কর্ম্মানুষ্ঠানের ফল ও স্থানকে, এবং (য়জ্ঞো) অশ্বমেধ ও শিল্পক্রিয়ারূপ যে তিনপ্রকার যজ্ঞ আছে, তাহাকেও সেই ঈশ্বরের প্রীত্যর্থে সমর্পণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য । (স্তোমশ্চ) স্তুতি সমূহ, (য়জুশ্চ) যজুর্বেদ রূপী সকলপ্রকার ক্রিয়া করিবার

বিদ্যা ও বিধি যাহাতে বর্ণিত আছে বা যাহা ক্রিয়া করিবার বিদ্যাস্বরূপ, তাহার অধ্যয়ন, (ঋক্ চ) ঋগ্বেদ যাহাতে বিশেষ করিয়া স্তুতি, স্তোত্রাদি বিষয় বর্ণন করা হইয়াছে, তাহার অধ্যয়ন, (সাম চ) সামবেদ, যাহাতে গান বিদ্যাবিষয় বর্ণিত আছে, তাহার অধ্যযন এবং চকারাৎ শব্দে অথর্ববেদেরও অধ্যয়ন তথা (বৃহচ্চ রথংতরং) মহৎ ক্রিয়াসিদ্ধির ফলভোগকেও অর্থাৎ বৃহৎ বৃহৎ শিল্পবিদ্যাদিবিষয়ক অনুশীলন ও অনুষ্ঠানে যে ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, তৎসমুদায়ই পরমেশ্বরকে সমর্পণ করা কর্ত্তব্য, যেহেতু সমস্ত পদার্থই ঈশ্বরের সৃষ্ট, অতএব যেজন আপনার সমস্ত পদার্থই পরমেশ্বরকে সমর্পণ করেন, তাহাকে পরম কারুণিক পরমাত্মা সর্বপ্রকারে সুখী করিয়া থাকেন, সন্দেহ নাই।

(স্বর্দেবা) অর্থাৎ পরমাত্মার কৃপা লহরী ও পরমপ্রকাশরূপ বিজ্ঞান প্রাপ্তি দ্বারা শুদ্ধ হইয়া (অর্থাৎ বিজ্ঞান প্রাপ্তি করতঃ, তদ্দ্বারা শুদ্ধ হইয়া) এবং সমস্ত সংসার মধ্যে কীর্ত্তিবান হইয়া (অর্থাৎ কীর্ত্তিলাভ করিয়া) আমরা পরমানন্দরূপ মুক্তিসুখ (বা মোক্ষানন্দ) যেন (অগন্ম০) সকল সময় প্রাপ্ত হই। (প্রজাপতেঃ) সকল মনুষ্যেরই কোন এক বিশেষ পুরুষকে আপনার রাজা (প্রজাপতি বা প্রভু) বলিয়া স্বীকার করা কর্ত্তব্য নহে, যেহেতু এরূপ কোন্ জন অভাগা মুর্খ আছে, যে সর্বজ্ঞ, ন্যায়কারী, সকলের পিতাস্বরূপ, সেই এক পরমেশ্বরকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য মনুষ্যের উপাসনা করিবে ও আপনার রাজা প্রভু বা প্রজাপতি বলিয়া স্বীকার করিবে ? এজন্য আমরা তাঁহাকেই (সেই পরমাত্মাকেই) প্রকৃত রাজা বলিয়া স্বীকার করিয়া, সত্য ও ন্যায়কে যেন প্রাপ্ত হইতে সমর্থ হই, যেহেতু কেবলমাত্র তিনিই মনুষ্যকে সত্য ও ন্যায় প্রদানে সমর্থ হন, অন্য নহে। (বেট্ স্বাহা) আমরা সর্বজ্ঞ, সত্যস্বরূপ এবং সত্য ও ন্যায়কারী পরমাত্মাকেই আপন রাজা বলিয়া স্বীকার করিয়া ও নিজ সত্যভাবে তাহারই প্রজা হইয়া যথাবৎ সত্যের মনন, বচন, ও আচরণ করিতে যেন সমর্থ হই। সকল মনুষ্যরই পরমেশ্বরের নিকট হইতে এরূপ আশা করা কর্ত্তব্য যে, হে কৃপানিধে ! আপনার আজ্ঞা ও ভক্তিবলে আমরা যেন কদাপি পরস্পরের সহিত বিরোধী না হই, এবং আপনিও আমাদিগের সকলের সহিত পিতা পুত্রের সম্বন্ধের ন্যায় সম্বন্ধযুক্ত থাকিয়া, প্রেমের সহিত অবস্থান করুন।

ইতিশ্বরস্তুতি প্রার্থনায়াচনা সমর্পণ বিষয়ঃ।

অথোপাসনাবিষয়ঃ সংক্ষেপতঃ

য়ুঞ্জতে মন উত য়ুঞ্জতে ধিয়ো বিপ্রা বিপ্রস্য বৃহতো বিপশ্চিতঃ ।
বি হোত্রা দধে বয়ুনাবিদেক ইন্মহী দেবস্য সবিতুঃ পরিষ্টুতিঃ । ।১ । ।

ঋ০ অ০ ৪ অ০ ৪ ব০ ২৪ মং০ ১ ।

য়ুঞ্জানঃ প্রথমং মনস্তত্ত্বায় সবিতা ধিয়ম্ । অগ্নের্জ্যোতির্নিচায়্য পৃথিব্যা অধ্যাভরৎ ।২ ।
য়ুক্তেন মনসা বয়ং দেবস্য সবিতুঃ সবে । স্বর্গ্যায় শক্ত্যা ।৩ ।
য়ুক্ত্বায় সবিতা দেবান্ৎস্বর্য়তো ধিয়া দিবম্ ।
বৃহজ্জ্যোতিঃ করিষ্যতঃ সবিতা প্রসুবাতি তান্ ।৪ ।
য়ুজে বাং ব্রহ্ম পূর্ব্যং নমোভির্বিশ্লোকএতু পথ্যেব সূরেঃ ।
শৃণ্বন্তু বিশ্বেঽঅমৃতস্য পুত্রাঽআ য়ে ধামাণি দিব্যানি তস্থুঃ ।৫ ।

য০ অ০ ১১ মং০ ১,২,৩,৪,৫

ভাষ্যম্ ঃ- (য়ুঞ্জতে) অস্যাভিপ্রায়ঃ — অত্র জীবেন সদা পরমেশ্বরস্যৈবোপাসনা কর্ত্তব্যেতি বিধীয়তে । (বিপ্রাঃ) ঈশ্বরোপাসকা মেধাবিনঃ, (হোত্রাঃ) য়োগিনো মনুষ্যাঃ, (বিপ্রস্য) সর্বজ্ঞস্য পরমেশ্বরস্য মধ্যে (মনঃ) (য়ুঞ্জতে) য়ুক্তং কু র্বন্তি, (উত) অপি (ধিয়ো) বুদ্ধিবৃত্তিস্তস্যৈব মধ্যে য়ুঞ্জতে । কথংভূত স পরমেশ্বরঃ ? সর্বমিদং জগৎ য়ঃ (বিদধে) বিদধে, তথা (বয়ুনাবি) সর্বেষাং জীবানাং শুভাশুভানি য়ানি প্রজ্ঞানানি প্রজাশ্চ তানি য়ো বেদ স বয়ুনাবিৎ, (একঃ) স একোঽদ্বিতীয়োঽস্তি, (ইৎ) সর্বত্র ব্যাপ্তো জ্ঞানস্বরূপশ্চ, নাস্মাৎ পর উত্তমঃ কশ্চিৎ পদার্থো বর্ত্তত ইতি । তস্য (দেবস্য) সর্বজগৎপ্রকাশকস্য, (সবিতুঃ) সর্বজগদুৎপাদকস্যেশ্বরস্য সর্বৈর্ম্মনুষ্যৈঃ (পরিষ্টুতিঃ) পরিতঃ সর্বতঃ স্তুতিঃ কার্য্যা । কথংভূতা স্তুতিঃ ? (মহী) মহতীত্যর্থঃ । এবংকৃতে সতি জীবাঃ পরমেশ্বরমুপগচ্ছন্তীতি । ।১ । ।

(য়ুঞ্জানঃ) য়োগং কুর্বাণঃ সন্ (তত্ত্বায়) ব্রহ্মাদিতত্ত্বজ্ঞানায় প্রথমং মনো য়ুঞ্জানঃ সন য়োঽস্তি, তস্য ধিয়ং (সবিতা) কৃপয়া পরমেশ্বরঃ স্বস্মিন্ নুপয়ুঙ্ ক্তে । (অগ্নের্জ্জ্যোতিঃ) য়তোঽগ্নেরীশ্বরস্য জ্যোতিঃ প্রকাশস্বরূপং (নিচায়্য) য়থাবৎ নিশ্চিত্য (অধ্যাভরৎ) স য়োগী স্বাত্মনি পরমাত্মানং ধারিতবান্ ভবেৎ । ইদমেব পৃথিব্যা মধ্যে য়োগিন উপাসকস্য লক্ষণমিতি বেদিতব্যম্ ।২ ।

সর্বে মনুষ্যা এবমিচ্ছেয়ুঃ (স্বর্গ্যায়০) মোক্ষসুখায় (শক্ত্যা) য়োগবলোন্নত্যা (দেবস্য) স্বপ্রকাশস্যানন্দপ্রদস্য (সবিতুঃ) স র্বান্তর্য়ামিনঃ পরমেশ্বরস্য (সবে) অনন্তৈশ্বর্য়্যে (যুক্তেন মনসাঃ) য়োগযুক্তেন শুদ্ধান্তঃকরণেন বয়ং সদোপয়ুঞ্জীমহীতি । ।৩ । ।

এবং য়োগাভ্যাসেন কৃতেন (স্বর্য়তঃ) শুদ্ধভাবপ্রেম্‌না (দেবান্) উপাসকান্ য়োগিনঃ (সবিতা) অন্তর্য়ামীশ্বরঃ কৃপয়া (য়ুক্ত্বায়০) তদাত্মসু প্রকাশকরণেন সম্যগ্ য়ুক্ত্বা (ধিয়া) স্বকৃপাধারবৃত্যা (বৃহজ্জ্যোতিঃ) অনন্তপ্রকাশং (দিবং) দিব্যং স্বস্বরূপম্ (প্রসুবাতি) প্রকাশয়তি । তথা (করিষ্যতঃ) সত্যভক্তিং করিষ্যমাণান্ উপাসকান্ য়োগিনঃ (সবিতা) পরমাকারুণিকান্তর্য়ামীশ্বরো মোক্ষদানেন সদানন্দয়তীতি । ।৪ । ।

উপাসনা প্রদোপাসনা গ্রহীতারৌ প্রতি পরমেশ্বরঃ প্রতিজানীতে—(ব্রহ্ম পূ র্ব্যম) য়দা তৌ পুরাতনং সনাতনং ব্রহ্ম (নমোভিঃ) স্থিরেণাত্মনা সত্যভাবেন নমস্কারৈরুপাসতে, তদা তদ্ ব্রহ্ম তাভ্যামাশীর্দদাতি—(শ্লোকঃ) সত্যকীর্ত্তিঃ (বাম্) (বি) (এতু) ব্যেতু ব্যাপ্নোতু কস্য কেব ? (সূরেঃ) পরমবিদুষঃ (পথ্যেব) ধর্ম্মমার্গ ইব, (য়ে) এবং য় উপাসকাঃ (অমৃতস্য) মোক্ষস্বরূপস্য নিত্যস্য পরমেশ্বরস্য (পুত্রাঃ) তদাজ্ঞানুষ্টাতারস্তৎ সেবকাঃ সন্তি, ত এব (দিব্যানি) প্রকাশস্বরূপাণি বিদ্যোপাসনায়ুক্তানি কর্ম্মাণি তথা দিব্যানি (ধামানি) সুখস্বরূপাণি জন্মানি সুখয়ুক্তানি স্থানানি বা (আতস্থুঃ) আ সমন্তাৎ তেষু স্থিরা ভবন্তি । তে (বিশ্বে০) সর্বে (বাম্) উপাসনোপদেষ্টুপদেশ্যৌ দ্বৌ (শৃণ্বন্তু) প্রখ্যাতৌ জানন্তু । ইত্যনেন প্রকারেণোপাসনাং কুর্বাণৌ বাং য়ুবাং দ্বৌ প্রতীশ্বরোঽহং (য়ুজে) কৃপয়া সমবেতো ভবামীতি । ।৫ । ।

। । ভাষার্থ । ।

এক্ষণে বেদশাস্ত্রে উপাসনা বিষয় যেরূপ লেখা আছে, তদ্বিষয়ে কিছু সংক্ষেপে বর্ণন করিতেছি য়থা ঃ—(য়ুঞ্জতে মনঃ) ইহার অভিপ্রায় এই যে জীবের পক্ষে পরমেশ্বরের নিত্য উপাসনা করা কর্তব্য, অর্থাৎ উপাসনা কালে সকল মনুষ্যই যেন তাঁহাতেই অর্থাৎ সেই পরমাত্মাতেই মন স্থির করেন ।

এবং যাঁহারা ঈশ্বরের উপাসক (বিপ্রাঃ) অত্যন্ত মেধাবী, বিদ্বান্ ও হোত্রা, অর্থাৎ উপাসনারূপ য়োগক্রিয়াশীল য়োগীগণ, (বিপ্রস্য) সেই বৃহতের অপেক্ষা বৃহৎ অর্থাৎ সর্বাপেক্ষা বৃহৎ (বিপশ্চিতঃ) সর্বজ্ঞ ও সর্বপ্রকার বিদ্যায়ুক্ত পরমেশ্বরের মধ্যে (স্বরূপে) অর্থাৎ তাহাতে (মনঃ য়ুঞ্জতে) আপনার মনকে যথাযোগ্য বা সম্যক প্রকারে য়ুক্ত বা স্থির (অর্থাৎ চিত্তবৃত্তির নিবৃত্তি) করেন, তথা (উত ধিয়ঃ) আপনার বুদ্ধিবৃত্তি ও জ্ঞানকেও (য়ুঞ্জতে) সদা পরমাত্মাতে স্থির করিয়া থাকেন । য়ে পরমাত্মা এই সমগ্র

জগতের (বিদধে) ধারণ ও বিধান করেন, (বয়ুনাবিদেক ইৎ) য়িনি সকল জীবের শুভাশুভ কর্ম্ম বিষয় জ্ঞাত আছেন এবং যিনি সাক্ষীস্বরূপ, যিনি একমাত্র অদ্বিতীয় ও সর্বব্যাপক, যাঁহাপেক্ষা আর শ্রেষ্ঠতম কোন পদার্থ নাই, সেই (দেবস্য) দেব অর্থাৎ সর্বজগতের প্রকাশক ও (সবিতুঃ) সকল পদার্ধের রচয়িতা স্রষ্টারূপী পরমেশ্বরের (পরিষ্টুতিঃ) আমরা সর্বপ্রকারে স্তুতি করি। (আমরা কীরূপে স্তুতি করিব ?) (মহী) অর্থাৎ অত্যন্ত মহতী স্তুতি করিব, যাহাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বা উত্তম (স্তুতি) হইতে পারে না, অথবা যাহার তুলনা অপর কোন পদার্থের সহিত হয় না।১।

(য়ুঞ্জানঃ) য়োগাভ্যাসী মনুষ্যেরা (তত্ত্বায়) তত্ত্ব অর্থাৎ ব্রহ্মবস্তু বা ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্তির জন্য, (প্রথম মনঃ) সর্বাগ্রে মনকে পরমেশ্বরে যুক্ত করিয়া থাকেন, (সবিতা) পরমেশ্বরও এইরূপ যোগীর প্রতি কৃপা করিয়া তাহার (ধিয়ম্) বুদ্ধিকে আপনাতে যুক্ত করিয়া নেন। (অগ্নের্জ্যো) তখন সেই যোগী পরমেশ্বরের প্রকাশকে নিশ্চয় করিয়া অর্থাৎ জ্ঞাত হইয়া (অধ্যাভরৎ) স্বীয় আত্মাতে পরমেশ্বরকে ধারণ করেন। (পৃথিব্যাঃ) পৃথিবী মধ্যে যোগীর উপরোক্ত লক্ষণ প্রসিদ্ধ আছে।২।

মনুষ্যমাত্রেই এরূপ ইচ্ছা করিবেন, (বয়ম্) যেন আমরা (স্বর্গায়) মোক্ষসুখ হেতু, (শক্ত্যা) য়থায়োগ্য সামর্থ্য ও যোগবলানুসারে, (দেবস্য) স র্বপ্রকাশক ও স র্বানন্দপ্রদ (সবিতু) সর্বান্তর্যামী পরমেশ্বরের সৃষ্টি মধ্যে উপাসনারূপ যোগসাধন দ্বারা (য়ুক্তেন মনসা) শুদ্ধান্তঃকরণ হইয়া, নিজ আত্মায় সেই পরমাত্মাস্বরূপ আরাধিত করিয়া পরমানন্দ প্রাপ্ত হই।৩।

(স্বর্য়ত দেবান্) এইরূপ শুদ্ধভাব প্রেমযুক্ত উপাসক যোগীকে, (সবিতা) অন্তর্যামী পরমাত্মা ও (ধিয়া দিবম্) অত্যন্ত সুখ বা আনন্দ প্রদান করিয়া, (য়ুক্তায়) কৃপাপূর্বক উক্ত য়োগীর শুদ্ধ বুদ্ধিকে আপনার সহিত যুক্ত করিয়া থাকেন, এবং ঐ যোগীজনের আত্মাতে (বৃহজ্জ্যোতিঃ) অনন্ত প্রকাশ প্রকট করেন। এই পরমাত্মাই সমগ্র জগতের সবিতা অর্থাৎ পিতা স্বরূপ, (প্রসুবাতি) তিনি ঐ সকল যোগী উপাসকগণকে জ্ঞান ও মুক্তি প্রদান পূর্বক সদানন্দে পরিপূর্ণ করিয়া থাকেন। যেহেতু (করিষ্যতঃ) যে জন সত্য প্রেম ও ভক্তিসহকারে পরমেশ্বরের উপাসনা করিবেন, তাহাকেই পরম কারুণিক অন্তর্যামী পরমাত্মা মোক্ষানন্দ প্রদানপূর্বক সদাকালের জন্য আনন্দযুক্ত বা সুখী করেন।৪।

পরমাত্মা, উপাসনা বিষয়ক উপদেশদাতা ও গৃহীতা উভয়ের প্রতি এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিতেছেন যে, হে মনুষ্য ! যখন তুমি (পূর্বব্যম্) সেই সনাতন ব্রহ্মকে (নমোভিঃ) নিজ আত্মাতে স্থির করিয়া, সত্য ও প্রেমভাবে এবং নমস্কারাদি রীত্যানুসারে উপাসনা করিবে, তখন আমি তোমাকে আশীর্বাদ করিব, যে (শ্লোকঃ) সত্য ও কীর্ত্তি

(বাম্) এই দুই (পদার্থই) (এতু) তুমি প্রাপ্ত হও। (কাহার ন্যায় প্রাপ্ত হইবে তাহাই বলিতেছেন) ঃ— (পথ্যেব সুরেঃ) যেরূপ পরম বিদ্বান্ পুরুষগণ যথাবৎ ধর্ম্মমার্গকে প্রাপ্ত হন, তদ্রূপ তুমিও সত্য সেবা বলে সৎকীর্ত্তি প্রাপ্ত হও। পুনশ্চ (পরমেশ্বর বলিতেছেন), যে আমি আরও উপদেশ করিতেছি যে (অমৃতস্য পুত্রাঃ) হে মোক্ষমার্গপালনকারী মনুষ্যগণ! (শৃন্বন্তু বিশ্বে) তোমরা সকল শ্রবণ কর, (জ্ঞাত হও), (আ য়ে ধামানি) যে দিব্য লোক বা মোক্ষানন্দ (আতস্থুঃ) পূর্বে ঋষিগণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, উপাসনা ও যোগ দ্বারা তোমরাও সেই সুখ বা পরমানন্দ প্রাপ্ত হও, এবিষয় কদাপি সন্দেহ করিও না, অর্থাৎ সন্দিদ্ধচিত্ত হইও না, এইজন্য (য়ুজে) আমি তোমাদিগকে উপাসনাযোগ বিষয় যুক্ত করিতেছি।।৫।।

সীরা য়ুঞ্জন্তি কবয়ো য়ুগা বি তন্বতে পৃথক্। ধীরা দেবেষু সুন্নয়া।।৬।।

য়ুনক্ত সীরা বি য়ুগা তনু বং কৃতে য়োনৌ বপতেহ বীজম্।

গিরা চ শ্রুষ্টিঃ সভরাঅসন্নো নেদীয়ইৎসৃণ্যঃ পক্বমেয়াৎ।।৭।।

য০ অ০ ১২ মং০ ৬৭।৬৮।

ভাষ্যম্ -ঃ (কবয়ঃ) বিদ্বাংসঃ ক্রান্তদর্শনাঃ ক্রান্তপ্রজ্ঞা বা, (ধীরাঃ) ধ্যানবন্তো য়োগিনঃ (পৃথক্) বিভাগেন (সীরাঃ) য়োগাভ্যাসোপাসনার্থং নাডীর্য্যুঞ্জন্তি, অর্থাৎ তাসু পরমাত্মানং জ্ঞাতুমভ্যস্যন্তি। তথা (য়ুগা) য়ুগানি য়োগয়ুক্তানি কর্ম্মাণি (বিতন্বতে) বিস্তারয়ন্তি। য় এবং কু র্বন্তি, তে (দেবেষু) বিদ্বৎসু য়োগিষু (সুন্নয়া) সুখেনৈব স্থিত্বা পরমানন্দং (য়ুঞ্জন্তি) প্রাপ্নুবন্তীত্যর্থঃ।।৬।।

হে য়োগিনা! য়ুয়ং য়োগাভ্যাসোপাসনেন পরমাত্ময়োগেনানন্দং (য়ুনক্ত) তদ্যুক্তা ভবত। এবং মোক্ষসুখং সদা (বিতনু বম্) বিস্তারয়ত। তথা (য়ুগা০) উপাসনায়ুক্তানি কর্ম্মাণি, (সীরাঃ) প্রাণাদিত্যয়ুক্তা নাডীশ্চ য়ুনক্তোপাসনাকর্ম্মণি য়োজয়ত। এবং (কৃতে য়োনৌ) অন্তঃকরণে শুদ্ধে কৃতে পরমানন্দয়োনৌ কারণ আত্মনি (রপতেহ বীজম্) উপাসনাবিধানেন য়োগোপাসনায়া বিজ্ঞানাখ্যং বীজং বপত। তথা (গিরা চ) বেদবাণ্যা বিদ্যয়া (য়ুনক্ত) য়ুঙক্ত, য়ুক্তা ভবত। কিং চ (শ্রুষ্টিঃ) ক্ষিপ্রং শীঘ্রং য়োগফলং (নো নদীয়ঃ) নোঽস্মান্নেদীয়োঽতিশয়েন নিকটং পরমেশ্বরাণুগ্রহেণ (অসৎ) অস্তু। কথংভূতং ফলম্? (পক্বম্) শুদ্ধানন্দসিদ্ধম্ (এয়াৎ) আ সমন্তাদিয়াৎ প্রাপ্নুয়াৎ। (ইৎসৃণ্যঃ) উপাসনায়ুক্তাস্তা-য়োগ বৃত্তয়ঃ সৃণ্যঃ সর্বক্লেশহন্ত্র্য এব ভবন্তি। ইদিতি নিশ্চয়ার্থে। পুনঃ কথংভূতাস্তাঃ? (সভরাঃ) শান্ত্যাদিগুণপুষ্টাঃ। এতাভির্বৃত্তিভিঃ পরমাত্ময়োগং বিতনু বম্।।৭।।

অত্র প্রমাণম্—শ্রুষ্টীতি ক্ষিপ্রনামাশু অষ্টীতি। নিরু০ অ০ ৬ খং ১২। দ্বিবিধা সৃর্ণির্ভবতি ভর্ত্তা চ হন্তা চ। নিরু০ অ০ ১৩ খং০ ৫।

।। ভাষার্থ।।

(কবয়ঃ) যাঁহারা বিদ্বান ও ধ্যানযোগক্রিয়াশীল, তাঁহারা (সীরা যুঞ্জন্তি) যোগাভ্যাস ও উপাসনার্থে নাড়ী বিশেষেও নিজ আত্মাতে যথাযোগ্য রূপে পৃথক পৃথক ভাবে পরমাত্মাকে ধারণ করিয়া থাকেন। (য়ুগা) যাঁহারা যোগযুক্ত কর্ম্মে তৎপর, (বিতন্বতে) তাঁহারা নিজ নিজ জ্ঞান ও আনন্দেকে সদা বিস্তৃত করেন। (দেবেষু সুন্নয়া) এইরূপ যোগী পুরুষেরা বিদ্বান জনের মধ্যে প্রশংসিত হইয়া পরমানন্দ প্রাপ্ত হন।।৬।।

হে উপাসকগণ ! তোমরা য়োগাভ্যাস তথা পরমাত্মার য়োগে রত থাকিয়া নাড়ীগণের মধ্যে তাঁহার ধ্যান করিয়া পরমানন্দ (বিতনু বং) বিস্তার কর, এবং এইরূপ করিয়া (কৃতে য়োনৌ) যোনী অর্থাৎ নিজ অন্তঃকরণের শুদ্ধি (সাধন) এবং পরমানন্দস্বরূপ পরমেশ্বরে নিজ মন ও আত্মাকে স্থির করিয়া অর্থাৎ ধ্যানে মগ্ন করাইয়া য়থাবিধি উপাসনা দ্বারা বিজ্ঞানরূপ বিদ্যাদ্বারা পরমাত্মাতে যুক্ত হইয়া, স্তুতি, প্রার্থনা ও উপাসনাতে প্রবৃত্ত কর (হও)। (শ্রুষ্টিঃ) তোমরা উপাসনা ও যোগের ফল প্রাপ্তির জন্য এরূপ ইচ্ছা করিবে যে, (নোনেদীয়ঃ) জগদীশ্বরের অনুগ্রহে যেন ঐ উপাসনা য়োগের ফল আমরা (অসৎ) শীঘ্র শীঘ্র প্রাপ্ত হইতে সমর্থ হই। (এখন সেই ফল কীরূপ, তাহাই বর্ণিত হইতেছে) য়থা ঃ– (পক্বং) সেই ফল পরিপক্ব, শুদ্ধ ও পরমানন্দে পরিপূর্ণ ও মোক্ষানন্দ প্রদাতা, (ইৎসৃণ্যঃ) পুনঃ সেই উপাসনা যোগ বৃত্তি কীরূপ ? উহা সকল প্রকার ক্লেশ নাশকারী এবং (সভরাঃ) সকল প্রকার শান্ত্যাদি গুণে পরিপূর্ণ। এইরূপ উপাসনা যোগ বৃদ্ধি দ্বারা তোমরা পরমাত্মার য়োগ নিজ আত্মাতে প্রকাশ কর।।৭।।

অষ্টাবিংশানি শিবানি শগ্মানি সহ য়োগং ভজন্ত মে।

য়োগং প্র পদ্যে ক্ষেমং চ ক্ষেমং প্র পদ্যে য়োগং চ নমোহোরাত্রাভ্যামস্ত।।৮।

অথর্ব০ কাং০ ১৯। অনু০ ১ ব০ ৮ মং০ ২।।

ভূয়ানরাত্যাঃ শচ্যাঃ পতিস্ত্বমিন্দ্রাসি বিভূঃ প্রভূরিতি ত্বোপাস্মহে বয়ম্।।৯।

নমস্তে অস্ত পশ্যত পশ্য মা পশ্যত।।১০।।

অন্নাদ্যেন য়শসা তেজসা ব্রাহ্মণবর্চসেন।।১১।।

ভাষ্যম্ ঃ- (অষ্টাবিংশানি০) হে পরমেশ্বর ভগবৎ কৃপয়াऽষ্টাবিংশানি (শিবানি) কল্যাণানি কল্যাণকারকাণি সন্ত্বর্থাদ্ দশেন্দ্রিয়াণি, দশ প্রাণাঃ, মনোবুদ্ধিচিত্তাহঙ্কারবিদ্যাস্বভাবশরীরবলং চেতি। (শগ্মানি) সুখকারকাণি ভূত্বা (অহোরাত্রাভ্যাং) দিবসে রাত্রৌ চোপসনাব্যবহারং য়োগং (মে) মম (ভজন্তু) সেবন্তাম্। তথা ভবৎকৃপয়াऽহং (য়োগং প্রদ্যে) প্রাপ্য (ক্ষেমং চ) (প্র পদ্যে) ক্ষেমং প্রাপ্য যোগং চ প্রপদ্যে। য়তোऽস্মাকং সহায়কারী ভবান্ ভবেদ্ এতদর্থং সততং নমোऽস্তু তে।।৮।।

ইমে বক্ষ্যমাণাশ্চ মন্ত্রা অথর্ববেদস্য সন্তীতি বোধ্যম্—(ইন্দ্রা০) হে ইন্দ্র পরমেশ্বর ! ত্বং (শচ্যাঃ) প্রজায়া বাণ্যাঃ কর্ম্মণো বা পতিরসি তথা (ভূয়ান্) সর্বশক্তি মত্বাৎ সর্বোৎকৃষ্টত্বাদতিশয়েন বহুরসি, তথা (অরাত্যাঃ) শত্রুভূতায়া বাণ্যাস্তাদৃশস্য কর্ম্মণো বা শত্রুরর্থাদ্ ভূয়ান্নিবারকোঽসি। (বিভূঃ) ব্যাপকঃ (প্রভূঃ) সমর্থশ্চাসি। (ইতি) অনেন প্রকারেণৈবংভূতং (ত্বা) ত্বাং বয়ং সদৈব (উপাস্মহে) অর্থাৎ তবৈবোপাসনং কুর্মহ ইতি।।৯।।

অত্র প্রমাণম্—বাচো নামসু শচীতি পঠিতম্। নিঘন্টু০ অ০ ১। খং ১১।।

তথা—কর্ম্মণাং নামসু শচীতি পঠিতম্। নিঘন্টু০ অ০ ২ খং০ ১।।

তথা—প্রজ্ঞানামসু শচীতি পঠিতম্। নিঘন্টু০ অ০ ৩ খং০ ৯।।

ইশ্বরোঽভিবদতি—হে মনুষ্যা য়ূয়মুপাসনারীত্যা সদৈর (মা) মাং (পশ্যত) সম্যগ্ জ্ঞাত্বা চরত। উপাসক এবং জানীয়াদ্ বদেচ্চ—হে পরমেশ্বরানন্তবিদ্যায়ুক্ত ! (নমস্তে অস্তু) তে তুভ্যমস্মাকং সততং নমোঽস্তু ভবতু।।১০।।

(অন্নাদ্যেনঃ) কস্মৈ প্রয়োজনায় ? অন্নাদিরাজ্যৈশ্বর্য্যেণ, (য়শসা) সর্বোত্তমসৎকর্ম্মানুষ্ঠানোদ্ভুতসত্যকীর্ত্যা, (তেজসা) নির্দীনতয়া প্রাগল্‌ভ্যেণ চ, (ব্রাহ্মণবর্চসেন) পূর্ণবিদ্যয়া সহ বর্ত্তমানান্ অস্মান্ হে পরমেশ্বর ! ত্বং কৃপয়া সদৈব (পশ্য) সংপ্রেক্ষস্বৈতদর্থং বয়ং ত্বাং সর্বদোপাস্মহে।।১১।।

।।ভাষার্থ।।

(অষ্টাবিংশানি শিবানি) হে পরমৈশ্বর্য্যযুক্ত মঙ্গলময় পরমেশ্বর ! আপনার কৃপাবলে যেন আমরা উপাসনার যোগ্যতা এবং তদ্দ্বারা যথার্থ সুখ প্রাপ্ত হই। এইরূপ আপনার কৃপাবলে দশ ইন্দ্রিয়, দশপ্রাণ, মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কার, বিদ্যা, স্বভাব, শরীর ও বল এই অষ্টাবিংশতি প্রকার পদার্থ, আমাদিগের কল্যাণে প্রবৃত্ত হইয়া অর্থাৎ আমাদিগের সুখকারিণী হইয়া, উপাসনা যোগ সেবনের উপযুক্ত হউক, এবং আমরাও (য়োগং) উক্ত উপাসনা ব্যবস্থারূপ যোগ দ্বারা (ক্ষেমং) রক্ষাকে ও রক্ষাদ্বারা যোগকে প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা করি, এজন্য আমরা দিবারাত্রি আপনাকে নমস্কার করিতেছি।।৮।।

(ভুয়ানরাত্যাঃ) হে জগদীশ্বর ! (শচ্যাঃ) আপনি সমস্ত প্রজা, বাণী ও কর্ম্ম এই তিন বিষয়ের পতি বা কর্ত্তাস্বরূপ, তথা (ভূয়ান্) আপনি সর্বশক্তিমানাদি বিশেষণযুক্ত, আপনি (অরাত্যঃ) দুষ্টলোক ও মিথ্যাবাদী এবং পাপকর্ম্ম সকলকে বিনাশ করিতে অত্যন্ত সমর্থবান, এবং আপনিই (বিভুঃ) সর্বব্যাপক ও (প্রভু) সর্বসামর্থ্যযুক্ত, এরূপ আপনাকে জ্ঞাত হইয়া আমরা আপনার উপাসনা করিতেছি।।৯।।

(নমস্তে অস্তু) পরমেশ্বর মনুষ্যমাত্রকে এইরূপ উপদেশ করিতেছেন যে, হে উপাসকগণ ! তোমরা বেদবিদ্যাকে যথাবৎ জ্ঞাত হইয়া তদনুযায়ী আচরণ কর। পুনশ্চ

মনুষ্যেরও এইরূপে ঈশ্বরের প্রার্থনা করা কর্ত্তব্য যে, হে পরমেশ্বর ! আপনি কৃপাদৃষ্টি সহকারে সদা আমাদিগের প্রতি প্রীতির সহিত দৃষ্টিপাত করুন, অর্থাৎ আপনার কৃপাদৃষ্টি সদা যেন আমাদিগের প্রতি বর্ত্তমান থাকে, এইজন্য আমরা সদা আপনাকে নমস্কার করিতেছি। ।১০। ।

(অন্নাদ্যেন) পুনশ্চ কীজন্য আমরা নমস্কার করি, তাহার অন্যতম কারণ দর্শাইতেছেন ঃ– যেহেতু আপনি আমাদিগকে অন্নাদি ঐশ্বর্য্য, (য়শসা) সর্বাপেক্ষা উত্তম কীর্ত্তি, (তেজসা) নির্দীনতা, নির্ভয়তা ও তেজস্বিতা এবং (ব্রাহ্মণ বর্চসেন) পূর্ণ বেদাদি সত্যবিদ্যা দ্বারা যুক্ত করিয়া কৃপাদৃষ্টি করেন, এইজন্যই আমরা সদা আপনার উপাসনা করিতেছি। ।১১। ।

অম্ভো অমো মহঃ সহ ইতি ত্বোপাস্মহে বয়ম্ । ।১২। ।

অম্ভো অরুণং রজতং রজঃ সহ ইতি ত্বোপাস্মহে বয়ম্ । ।১৩। ।

উরুঃ পৃথুঃ সুভূর্ভুব ইতি ত্বোপাস্মহে বয়ম্ । ।১৪। ।

প্রথো বরো ব্যচো লোক ইতি ত্বোপাস্মহে বয়ম্ । ।১৫। ।

অথর্ব০ কাং০ ১৩ অনু০ ৪ মং ৪৭। ৪৮। ৪৯। ৫০। ৫১। ৫২। ৫৩। ।

ভাষ্যম্ ঃ- হে ব্রহ্মন্ ! (অম্ভঃ) ব্যাপকং, শান্তস্বরূপং জলবৎ প্রাণস্যাপি প্রাণম্, আপ্ল্ ধাতো 'রসুন' প্রত্যায়ান্তস্যায়ং প্রয়োগঃ, (অমঃ) জ্ঞানস্বরূপম্, (মহঃ) পূজ্যং, সর্বেভ্যোমহত্তরম্, (সহঃ) সহনস্বভাবং ব্রহ্ম (ত্বা) ত্বাং জ্ঞাত্বা (ইতি) অনেন প্রকারেণ বয়ং সততং উপাস্মহে। ।১২। ।

(অম্ভঃ) আদরার্থো দ্বিরারম্ভঃ অস্যার্থ উক্তঃ। (অরুণম্) প্রকাশস্বরূপম্, (রজতম্) রাগবিষয়ম্ আনন্দস্বরূপম্, (রজঃ) সর্বলোকৈশ্বর্য্য সহিতম্ (সহঃ) সহনশক্তিপ্রদম্ **(ইতিত্যোপাস্মহে বয়ম্) ত্বাং বিহায় নৈব কশ্চিদন্যোঽর্থঃ কস্যচিদুপাস্যোঽস্তীতি। ।১৩। ।**

(উরুঃ) সর্বশক্তিমান্, (পৃথুঃ) অতীব বিস্তৃতো ব্যাপকঃ, (সুভূর্ভুবঃ) সুষ্ঠুতয়া সর্বেষু পদার্থেষু ভবতীতি সুভুঃ অন্তরিক্ষবদবকাশরূপত্বাদ্ ভুবঃ (ইতি) এবং জ্ঞাত্বা (ত্বা) ত্বাং উপাস্মহে বয়ম্)।

'বহুনামসু উরু' রিতি প্রত্যক্ষমস্তি। নিঘন্টু। অ০৩। খং০১। ১৪। ।

(প্রথঃ) সর্বজগৎপ্রসারকঃ, (বরঃ) শ্রেষ্ঠঃ, (ব্যচঃ) বিবিধতযা সর্বং জগজ্জানাতীতি, (লোকঃ) লোক্যতে সর্বৈর্জনৈর্লোকয়তি সর্বান্ বা (ইতি ত্বো০) বয়মীদৃক্স্বরূপং সর্বজ্ঞং ত্বামুপাস্মহে। ।১৫। ।

।। ভাষার্থ।।

হে ব্রাহ্মণ ! (অম্ভো) আপনি সমস্ত পদার্থে ব্যাপকভাবে, শান্তস্বরূপে ও প্রাণেরও প্রাণরূপে বিদ্যমান রহিয়াছেন। আপনি (অপঃ) জ্ঞানস্বরূপ ও সকলকে জ্ঞান প্রদান করাইয়া থাকেন, আপনি (মহঃ) সকলের পূজ্য ও সর্বাপেক্ষা বৃহৎ এবং (সহঃ) অত্যন্ত সহনস্বভাবযুক্ত, (ইতে) এইরূপ মহান গুণযুক্ত বলিয়া (ত্বো) আপনাকে জ্ঞাত হইয়া (বয়ম্) আমরা আপনাকে সদা উপাসনা বা আরাধনা করিতেছি।।১২।।

(অম্ভঃ) এই শব্দ দুইবার পাঠ কেবল আদরার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। (অরুণম্) অর্থাৎ হে পরমাত্মন্ ! আপনি প্রকাশস্বরূপ ও সকল প্রকার দুঃখের নাশকারী, তথা (রজতম্) প্রীতির পরমহেতু ও আনন্দ স্বরূপ। (রজঃ) হে পরমাত্মন্ ! আপনি সমগ্র লোকান্তরের ঐশ্বর্য্যযুক্ত, অর্থাৎ আপনি এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে সূর্য্য, চন্দ্রমা, পৃথিব্যাদি যে সকল লোক আছে, ও তাহাতে যাহা কিছু ঐশ্বর্য্য বিদ্যমান রহিয়াছে, তদ্দ্বারা যুক্ত। (সহঃ) (এই শব্দও আদরার্থে দুইবার ব্যবহার করা হইয়াছে), পরমাত্মা অত্যন্ত সহনশীল বলিয়া আমরা নিরন্তর তাঁহার উপাসনা করিয়া থাকি।।১৩।।

(উরুঃ) হে পরমাত্মন্ ! আপনি সর্বশক্তিমান্, (পৃথুঃ) অতীব বিস্তৃত ও ব্যাপক অর্থাৎ আদি অন্ত রহিত, ও (সুভূর্ভুবঃ) সমস্ত পদার্থে পূর্ণরূপে বিদ্যমান রহিয়াছেন, আপনি অন্তরিক্ষ বা অবকাশরূপে সকল পদার্থের নিবাসস্থান বা আধারস্বরূপ, এজন্য আমরা আপনার উপাসনা উপাসনা করিয়া আশ্রিত হইয়া থাকিতেছি।।১৪।।

নিঘণ্টুতে লিখিত আছে, (বহু নামসু উরুরিতি প্রত্যক্ষমস্তি) অর্থাৎ উরু শব্দে বহু বা শ্রেষ্ঠ বুঝায় ইত্যাদি। (প্রথো বরো) হে পরমাত্মন্ ! আপনি সমগ্র জগতের মধ্যে প্রসিদ্ধ ও উত্তম বা শ্রেষ্ঠ। (বাচঃ) আপনি সর্বপ্রকারে এই জগতের ধারণ, পালন ও প্রলয়কারী এবং (লোকঃ) কেবলমাত্র আপনিই সকল বিদ্বানজনের দেখিবার বা জানিবার যোগ্য হন, অন্য কেহ নহে।।১৫।।

যুঞ্জন্তি ব্রধ্নমরুষং চরন্তং পরি তস্থুষঃ। রোচন্তে রোচনা দিবি।।১৬।।

ঋ০ অ০ ১ অ০ ১ ব০ ১১ মং০ ১।।

ভাষ্যম্ ঃ- (যুঞ্জন্তি) যে য়োগিনো বিদ্বাংসঃ (পরিতস্থুষঃ) পরিতঃ সর্বতঃ সর্বান্ জগৎপদার্থান্ মনুষ্যান্ বা (চরন্তম্) জ্ঞাতারং সর্বজ্ঞম্ (অরুষম্) অহিংসকং করুণাময়ম্ 'রুষ হিংসায়াম্', (ব্রধ্নম্) বিদ্যাযোগাভ্যাসপ্রেমভরেণ সর্বানন্দবর্ধকং, মহান্তং পরমেশ্বরমাত্মনা সহ য়ুঞ্জন্তি, (রোচনাঃ) ত আনন্দে প্রকাশিতা রুচিময়া ভূত্বা (দিবি) দ্যোতনাত্মকে সর্বপ্রকাশকে পরমেশ্বরে (রোচন্তে) পরমানন্দয়োগেন প্রকাশন্তে, ইতি প্রথমোঽর্থঃ।

অথ দ্বিতীয়ঃ—(পরিতস্থূষ) চরন্তমরূষমগ্নিময়ং ব্রধ্নমাদিত্যং সর্বে লোকাঃ সর্বে পদার্থাশ্চ (য়ুঞ্জন্তি) তদাকর্ষণেন য়ুক্তাঃ সন্তি। এতে সর্বে তস্যৈব (দিবি) প্রকাশে (রোচনাঃ) রুচিকরাঃ সন্তঃ (রোচন্তে) প্রকাশন্তে, ইতি দ্বিতীয়োঽর্থঃ।

অথ তৃতীয়ঃ—য় উপাসকা পরিতস্থুষঃ সর্বান্ পদার্থান্ চরন্তমরুষং সর্বমর্ম্মস্থং (ব্রধ্নং) সর্বাবয়ববৃদ্ধিকরং প্রাণমাদিত্যং প্রাণায়ামরীত্যা (দিবি) দ্যোতনাত্মকে পরমেশ্বরে বর্ত্তমানং বর্তমান (রোচনাঃ) রুচিমন্তঃ সন্তো (য়ুঞ্জন্তি) য়ুক্তং কুর্বন্তি, অতস্তে তস্মিন্ মোক্ষানান্দে পরমেশ্বরে (রোচন্তে) সদৈব প্রকাশন্তে।।১৬।।

অত্র প্রমাণানি—

মনুষ্যানামসু তস্থুষঃ পঞ্চজনাঃ ইতি পঠিতম্। নিঘন্টু অ০ ২ খং ৩।

মহৎ, ব্রধ্ন মহন্নামসু পঠিতম্। নিঘন্টু অ০ খঃ০৩।

তথা যুঞ্জন্তি ব্রধ্নমরুষং চরন্তমিতি। অসৌ বা আদিত্যো ব্রধ্নোঽরুষোঽসুমেবাস্মা আদিত্যং য়ুনক্তি স্বর্গস্য লোকস্য সমৃষ্ট্যৈ।।১।। শ০ কা০ ১৩ অ০ ২।।

আদিত্যো হ বৈ প্রাণো রয়িরেব চন্দ্রমা, রয়ির্বা এতৎ সর্বং যন্মূর্ত্তং চামূর্ত্তং চ, তস্মান্মূর্ত্তিরেব রয়িঃ।।১।। প্রশ্নোপনি০ প্রশ্ন০ ১ মং০ ৫।।

পরমেশ্বরাৎ মহান্ কশ্চিদপি পদার্থো নাস্ত্যেবাতঃ প্রথমেঽর্থে য়োজনীয়ম্। তথা শতপথপ্রমাণং দ্বিতীয়মর্থং প্রতি। এবমেব প্রশ্নোপনিষৎপ্রমাণং তৃতীয়মর্থং প্রতি চ। ক্বচিন্নিঘন্টাবশ্বস্যাপি ব্রধ্নারুষৌ নাম্নী পঠিতে। পরন্ত্বস্মিন্ মন্ত্রে তদঘটনা নৈব সম্ভবতি, শতপথাদিব্যাখ্যানবিরোধাৎ, মূলার্থবিরোধাদ্ একশব্দেনাপ্যনেকার্থগ্রহণাচ্চ।

এবং সতি ভট্টমোক্ষমূলরৈর্ঋগ্বেদস্যেঙ্গলেণ্ডভাষয়া ব্যাখ্যানে য়দশ্বস্য পশোরেব গ্রহণং কৃতং তদ্ ভ্রান্তিমূলমেবাস্তি। সায়ণাচার্য্যেণাস্য মন্ত্রস্য ব্যাখ্যায়ামাদিত্য-গ্রহণাদেকস্মিন্নংশে তস্য ব্যাখ্যানং সম্যগস্তি। পরন্তু ন জানে ভট্টমোক্ষমূলরেণায়মর্থ আকাশাদ্ বা পাতালাদ্ গৃহীতঃ। অতো বিজ্ঞায়তে স্বকল্পনয়া লেখনং কৃতমিতি জ্ঞাত্বা প্রমাণার্হং নাস্তীতি।।১৬।।

।। ভাষার্থ।।

(য়ুঞ্জতি) উপাসনাই মুক্তি প্রাপ্তির অতি উত্তম সাধন, এজন্য বিদ্বান্ পুরুষেরা সমগ্র জগৎ ও মনুষ্যহৃদয়ে ব্যাপ্ত পরমেশ্বরকে উপাসনা দ্বারা নিজ আত্মার সহিত যুক্ত করিয়া থাকেন। সেই ঈশ্বর কীরূপ ? তাহাই বর্ণন করিতেছেন যথা ঃ– (চরন্তং) ঐ ঈশ্বর সর্বজ্ঞ অর্থাৎ তিনি সকল বিষয় অবগত আছেন, (অরুষং) তিনি অহিংসক, করুণাসাগর, (ব্রধ্নং) সকল প্রকার আনন্দর্বদ্ধনকারী, সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ও (রোচনা) অত্যন্ত রুচিকর বা পরমানন্দদায়ক হওয়ায়, উপাসকের আত্মার সমস্ত অবিদ্যাদি দোষ ও অন্ধকার নষ্ট হইয়া যায়, (দিবি) এবং জীবাত্মা ঐ প্রকাশকারী পরমাত্মার প্রকাশে (রোচন্তে) প্রকাশিত

রহিয়াছে। ইতি প্রথমার্থ অর্থাৎ ইহাই উপরোক্ত মন্ত্রের একপ্রকার অর্থ।

পুনশ্চ দ্বিতীয়ার্থ লিখিত হইতেছে যথা ঃ—(পরিতস্থু ষঃ) অর্থাৎ যে সূর্য্যলোক (বা সূর্য্য) নিজ কিরণ দ্বারা সমস্ত মূর্ত্তিমান দ্রব্যের প্রকাশ ও আকর্ষণ করিয়া থাকে, (ব্রধ্নম্) যাহা সর্বাপেক্ষা বৃহৎ (অর্থাৎ যাহার আয়তন সর্বাপেক্ষা বৃহৎ), যাহা (অরুষৎ) রক্তবর্ণ ও যাহার আকর্ষণের সহিত সমস্ত লোক যুক্ত আছে, (রোচনা) যাহার প্রকাশ দ্বারা সমস্ত পদার্থসকল প্রকাশিত রহিয়াছে, বিদ্বানজন এই সূর্য্যকেই সমস্ত লোকের সহিত আকর্ষণযুক্ত বলিয়া জ্ঞান করেন। ইহাই এই মন্ত্রের দ্বিতীয়ার্থ।

এখন তৃতীয়ার্থ কী ? তাহাই বর্ণন করিতেছি যথা ঃ—প্রাণই সকল পদার্থের সিদ্ধির মুখ্য হেতু স্বরূপ। এই প্রাণকে অর্থাৎ প্রাণবায়ুকে প্রাণায়ামের রীত্যানুসারে অত্যন্ত প্রীতির সহিত যোগীরা পরমাত্মায় যুক্ত করেন, এবং এইরূপ করিয়া তিনি মোক্ষ প্রাপ্ত হইয়া, সদা আনন্দের সহিত বিদ্যমান থাকেন। উপরোক্ত তিনপ্রকার অর্থ সম্বন্ধে নিঘন্টু শতপথ ও প্রশ্নোপনিষদের প্রমাণ ভাষ্যে লিখিত হইয়াছে, তথায় দেখিয়া লইবেন।

এই মন্ত্রের প্রকৃতার্থ জ্ঞাত হইতে না পারিয়া, ভট্ট মোক্ষমূলার সাহেব অশ্ব সম্বন্ধে যে পশু অর্থ করিয়াছেন, তাহা প্রকৃতার্থ নহে, যদিও এই মন্ত্রের সায়ণাচার্য্য কৃত অর্থও যথার্থ বা সত্যার্থ নহে, তথাপি মোক্ষমূলার কৃত অর্থ হইতে উহা অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ। বলিতে কি, ভট্ট মোক্ষমূলারের কৃত অর্থ কেবল কপোল কল্পিত মাত্র, জানি না, তিনি আকাশ বা পাতাল কোথা হইতে এরূপ অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন।

ইদানীমুপাসনা কথংরীত্যা কর্ত্তব্যেতি লিখ্যতে —

তত্র শুদ্ধ একান্তেऽভীষ্টে দেশে শুদ্ধমানসঃ সমাহিতো ভূত্বা, সর্বাণীন্দ্রিয়াণি মনশ্চৈকাগ্রীকৃত্য, সচ্চিদানন্দস্বরূপমন্তর্য্যামিনং ন্যায়কারিণং পরমাত্মানং সঞ্চিন্ত্য, তত্রাত্মানং নিয়োজ্য চ, তস্যৈব স্তুতিপ্রার্থনানুষ্ঠানে সম্যক্কৃত্বোপাসনয়েশ্বরে পুনঃ পুনঃ স্বাত্মানং সংলগয়েৎ। অত্র পতঞ্জলিমহামুনিনা স্বকৃতসুত্রেষু বেদব্যাসকৃতভাষ্যে চায়মনুক্রমো য়োগশাস্ত্রে প্রদর্শিতঃ। তদ্যথা।

য়োগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ।।১।। অ০ ১ পা০ ১ সূ০ ২

ভাষ্যম্ ঃ- উপাসনাসময়ে ব্যবহারসময়ে বা পরমেশ্বরাদ্ অতিরিক্তবিষয়াদ্ অধর্ম্মব্যবহারাচ্চ মনসো বৃত্তিঃ সদৈব নিরূদ্ধা রক্ষণীয়েতি।।১।।

নিরূদ্ধা সতী সা ক্বাবতিষ্ঠত ইত্যত্রোচ্যতে।

তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপেऽবস্থানম্।।২।। অ০১ পা০১ সূ০৩।।

ভাষ্যম্ ঃ- য়দা সর্বস্মাদ্ ব্যবহারান্মনোऽবরুধ্যতে, তদাস্যোপাসকস্য মনো দ্রষ্টুঃ সর্বজ্ঞস্য পরমেশ্বরস্য স্বরূপে স্থিতিং লভতে।।২।।

য়দোপাসকো য়োগ্যুপাসনাং বিহায় সাংসারিকব্যবহারে প্রবর্ত্ততে, তদা সাংসারিক

জনবত্তস্যাপি প্রবৃত্তির্ভবত্যাহোস্বিদ্বিলক্ষণেত্যত্রাহ—

বৃত্তিসারূপ্যমিতরত্র । ।৩ । । অ০ ১ পা০ ১ সূ০ ৪ । ।

ভাষ্যম্ ঃ- ইতরত্র সাংসারিকব্যবহারে প্রবৃত্তেঽপ্যুপাসকস্য য়োগিনঃ শান্তা ধর্ম্মরূঢা বিদ্যাবিজ্ঞানপ্রকাশা সত্যতত্ত্বনিষ্ঠাঽতীবতীব্রা সাধারণমনুষ্যবিলক্ষণাঽপূর্ব্বৈ বৃত্তির্ভবতীতি । নৈবেদৃশ্যনুপাসকানাময়োগিনাং কদাচিদ্ বৃত্তির্জায়ত ইতি । ।৩ । ।

কতি বৃত্তয়ঃ সন্তি, কথং নিরোদ্ধব্যা ইত্যত্রাহ —

বৃত্তয়ঃ পঞ্চতয্যঃ ক্লিষ্টাক্লিষ্টাঃ । ।৪ । ।

প্রমাণবিপর্য়য়বিকল্পনিদ্রাস্মৃতয়ঃ । ।৫ । ।

তত্র' প্রত্যক্ষানুমানাগমাঃ প্রমাণানি । ।৬ । ।

বিপর্য্যয়ো মিথ্যাজ্ঞানমতদ্রূপপ্রতিষ্টম্ । ।৭ । ।

শব্দজ্ঞানানুপাতী বস্তুশূন্যো বিকল্পঃ । ।৮ । ।

অভাবপ্রত্যয়ালম্বনা বৃত্তির্নিদ্রা । ।৯ । ।

অনুভূতবিষয়াসংপ্রমোষঃ স্মৃতিঃ । ।১০ । ।

অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাং তন্নিরোধঃ । ।১১ । ।

পা০ ১ সূ০ ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২ ।

উপাসনায়াঃ সিদ্ধেঃ সহায়কারি পরমং সাধনং কিমস্তীত্যত্রোচ্যতে —

ঈশ্বরপ্রণিধানাদ্বা । ।১২ । । পা০ ১ সূ০ ২৩ । ।

ভাষ্যম্ ঃ- ''প্রণিধানাদ্ভক্তিবিষেষাদাবর্ত্তিত ঈশ্বরস্তমনুগৃহ্নাত্যভিধ্যানমাত্রেণ । তদভিধ্যানাদপি য়োগিনঃ, আসন্নতমঃ সমাধিলাভঃ ফলঞ্চ ভবতীতি'' । ।১২ । ।

। । ভাষার্থ । ।

এক্ষণে কীরূপে উপাসনা করা কর্ত্তব্য, তাহাই লিখিত হইতেছে ঃ—

যে কেহ ঈশ্বরের উপাসনা করিতে চাহেন, তিনি যেন ইচ্ছানুসারে কোন অনুকূল ও একান্ত স্থানে মনকে শুদ্ধ ও আত্মাকে স্থির করিয়া, সমগ্র ইন্দ্রিয় ও মনকে সেই সচ্চিদানন্দাদি লক্ষণযুক্ত অন্তর্যামী, সর্ব্বব্যাপক ও ন্যায়কারী পরমাত্মার স্বরূপে সম্যক্ স্থিত করিয়া, এবং তাঁহারই বিষয় মনন ও চিন্তন করিয়া, সেই পরমাত্মাতেই আপনাপন আত্মাকে নিযুক্ত করিবেন। তৎপরে সেই পরমাত্মার বারম্বার স্তুতি, প্রার্থনা ও উপাসনায় প্রবৃত্ত হইয়া আপনাপন আত্মাকে পরব্রহ্মের স্বরূপে যেন সম্যক্ প্রকারে মগ্ন বা ধ্যান যুক্ত করেন। এই উপাসনা যোগের কার্য্যরীতি পতঞ্জলি ঋষি কৃত যোগদর্শনে ও ঐ দর্শন শাস্ত্রের মহর্ষি ব্যাসদেব কৃত ভাষ্যে প্রমাণ সহকারে লিখিত আছে যথা ঃ—

(যোগশ্চিত্ত০) অর্থাৎ চিত্তের বৃত্তি সকলকে মন্দ বিষয় হইতে নিবৃত্ত করিয়া,

শুভগুণ ও শুভবিষয়ে স্থির করিয়া পরমেশ্বরের সমীপে (স্বরূপে) মোক্ষ বা মুক্তি প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাকে যোগ বলে। পুনশ্চ পরমেশ্বরের আজ্ঞাবিরুদ্ধ মন্দাচরণে বদ্ধ হইয়া, পরমাত্মার সমীপ বা স্বরূপ হইতে দূর বা পৃথক হওয়াকে বিয়োগ বলে।

(প্রশ্ন) যখন চিত্তের বৃত্তিগুলি বাহ্য ব্যবহারিক বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইয়া স্থির হইয়া যায়, তখন তাহাদিগের কোথায় স্থিরতা সম্পাদিত হয় ?

এই প্রশ্নের উত্তর এই যে, (তদা দ্র০) যেরূপ জলের প্রবাহ বা স্রোতকে একদিকে দৃঢ়ভাবে বদ্ধ করিলে, ঐ জল বা স্রোত নিম্ন ভুমিতে প্রবাহিত হইয়া, একস্থানে স্থির হইয়া যায়, তদ্রূপ মনের বৃত্তি সকলকে যখন বাহ্য বিষয় হইতে রুদ্ধ করা হয়, তখন তাহা (সেই বৃত্তি গুলি) পরমাত্মার স্বরূপে স্থিত হয়, অর্থাৎ অবস্থান করে, এবং ইহাই চিত্তবৃত্তি নিরোধ করিবার এক প্রধান প্রয়োজন।

চিত্তবৃত্তি নিরোধ করণের দ্বিতীয় প্রয়োজন এই যে, উপাসক যোগী এবং সাংসারিক বদ্ধ জীব যখন ব্যবহারে অর্থাৎ ব্যবহারিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হন, তখন যোগীর চিত্ত নিগৃহীত হওয়ায় উহা সকল প্রকার হর্ষ – শোক রহিত আনন্দে প্রকাশিত হইয়া, উৎসাহ ও আনন্দসহকারে অবস্থান করে, অর্থাৎ আনন্দ ও উৎসাহে পূর্ণ থাকে। এইরূপে সাংসারিক মনুষ্যের বৃত্তি সকল, ব্যবহারিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে তাহাদিগের চিত্ত নিগৃহীত না হওয়ায়, সদা হর্ষশোকযুক্ত দুঃখ সাগরে মগ্ন অর্থাৎ উপাসক যোগীগণের চিত্তবৃত্তি সদা গুণরূপ প্রকাশে অধিকতর প্রকাশযুক্ত হইতে থাকে, এবং সাংসারিক মনুষ্যের বৃত্তি সকল সদা অন্ধকার বা তমোগুণে বদ্ধ হইয়া পড়ে।।৩।।

(বৃত্তয়ঃ) জীবমাত্রেরই মনে পাঁচ প্রকার বৃত্তি উৎপন্ন হয়। এই পঞ্চবৃত্তি দুই ভাগে বিভক্ত, যথা ১ম ক্লিষ্ট ও ২য় অক্লিষ্ট অর্থাৎ ১ম ক্লেশ সহিত, ও ২য় ক্লেশ রহিত। যাহার বৃত্তি বিষয়াসক্ত ও পরমেশ্বরে উপাসনাদি হইতে রহিত বা বিমুখ, তাহারই বৃত্তি অবিদ্যাদি ক্লেশযুক্ত হইয়া থাকে পরন্তু পূর্বোক্ত উপাসক যোগীর বৃত্তি সদা ক্লেশ রহিত ও শান্ত।

উপরোক্ত পঞ্চবৃত্তিগুলি কী কী, তাহা নিম্নেলিখিত হইতেছে যথা ঃ—

১ম প্রমাণ, ২য় বিপর্য্যয়, ৩য় বিকল্প, ৪র্থ নিদ্রা ও ৫ম স্মৃতি।।৫।।

এক্ষণে উহাদিগের লক্ষণ বর্ণন করিতেছি যথা ঃ— (তত্র প্রত্যক্ষ০) অর্থাৎ প্রথম প্রত্যক্ষ, যাহার ব্যাখ্যা বেদ বিষয়ক প্রকরণে ইতিপূর্বে লিখিত হইয়াছে, এজন্য এস্থলে পুনরুল্লেখ করিলাম না।।৬।।

(বিপর্য়্যয়) দ্বিতীয় বৃত্তি বিপর্য্যয়ের অর্থ মিথ্যা বা বিপরীত জ্ঞান হওয়া, অর্থাৎ যে পদার্থ যেরূপ তাহাকে তদ্রূপ জ্ঞাত না হওয়া অথবা এক পদার্থে অন্য পদার্থ কল্পনা করাকে বিপর্য্যয় বলা যায়।

৩য়, বিকল্পবৃত্তি (শব্দজ্ঞানা) (অর্থাৎ শ্রবণমাত্রের জ্ঞান) যথা যদি কেহ বলেন, যে, তিনি কোন এক প্রান্তের একটী শৃঙ্গ বিশিষ্ট মনুষ্য দর্শন করিয়াছেন এবং যদি এই

কথা শুনিয়া কেহ মনে মনে নিশ্চয় বিশ্বাস বা সিদ্ধান্ত করেন যে বাস্তবিকই শৃঙ্গবান মনুষ্যের অস্তিত্ব আছে, এইরূপ বৃত্তিকেই বিকল্পবৃত্তি বলা হয় অর্থাৎ যাহা বাস্তবিক মিথ্যা অর্থাৎ যাহার শব্দ বা নাম মাত্র বিদ্যমান আছে, পরন্তু স্বরূপতঃ যাহার বিদ্যমানতা নাই অথবা যাহার কোনরূপ অর্থ বা অস্তিত্ব পাওয়া যায় না, তাহাকেই বিকল্পবৃত্তি বলে।।

৪র্থ নিদ্রা অর্থাৎ যে বৃত্তি অজ্ঞান ও অবিদ্যারূপ অন্ধকারে বদ্ধ থাকে, তাহাকেই নিদ্রাবৃত্তি বলে।

৫ম স্মৃতি (অনুভূতি০) যাহার ব্যবহার অথবা যে বস্তু প্রত্যক্ষরূপে দৃষ্ট করা হইয়াছে, তদ্বিষয়ক সংস্কার জীবের জ্ঞানমধ্যে বিরাজমান থাকে, এবং তদ্বিষয়ের (অপ্রমেয়) অর্থাৎ ভ্রমরহিত বৃত্তিকে স্মৃতি বলা হয়।।১০।।

এক্ষণে এই পঞ্চবৃত্তিকে কী উপায়ে মন্দকর্ম্ম হইতে ও অনীশ্বর বিষয়ক ধ্যান ও চিন্তন হইতে বিরত বা বিমুখ করা যায়, তাহাই লিখিত হইতেছে।

(অভ্যাস০) অর্থাৎ অভ্যাস, যাহার বিবরণ উপাসনা প্রকরণে বর্ণন করিব, তদ্রূপ আচরণ করিবে। এই অভ্যাসের সঙ্গে সঙ্গে বৈরাগ্য অর্থাৎ সমস্ত মন্দ কর্ম্ম ও দোষ হইতে পৃথক হইয়া, অর্থাৎ বারম্বার চেষ্টা দ্বারা মন্দকর্ম ও মন্দকর্মের সংস্কারকে নষ্ট করিয়া, ও বিচার দ্বারা বিবেক ও বিবেকের জন্য মনে বৈরাগ্য উদয় করাইয়া, তদ্দ্বারা দুষ্টবৃত্তি হইতে পৃথক হইবার বারম্বার চেষ্টা করিলে পঞ্চবৃত্তিকে মন্দকর্ম্ম হইতে বিরত করিতে সমর্থ হওয়া যায়। উপরোক্ত পঞ্চবৃত্তিকে নিরোধ করিয়া পরমেশ্বরের উপাসনা যোগে প্রবৃত্ত রাখিবে।।১১।।

পুনশ্চ উপরোক্ত সমাধি যোগসাধনের আরও একটী পরমোৎকৃষ্ট উপায় ''ঈশ্বরপ্রণিধান'' অর্থাৎ মন দ্বারা ঈশ্বরের প্রতি অচলা ভক্তি উদয় করিতে পারিলে, মনের (চিত্তবৃত্তির) সমাধান হয় এবং যোগী শীঘ্রই সমাধি রূপ যোগ প্রাপ্ত হইতে সমর্থ হন।।১২।।

''অথ প্রধানপুরুষব্যতিরিক্তঃ কোऽয়মীশ্বরো নামেতি''—

ক্লেশকর্ম্মবিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ।।১৩।।

অ০১পা০১সূ০২৪।

ভাষ্যম্ ঃ- অবিদ্যাদয়ঃ ক্লেশাঃ, কুশলাকুশলানি কর্ম্মাণি, তৎফলং বিপাকস্তদনুগুণা বাসনা আশয়াঃ, তে চ মনসি বর্ত্তমানাঃ পুরুষে ব্যাপদিশ্যন্তে, স হি তৎফলস্য ভোক্তেতি। য়থা জয়ঃ পরাজয়ো বা য়োদ্ধৃষু বর্ত্তমানঃ স্বামিনি ব্যাপদিশ্যতে। য়ো হ্যনেন ভোগেনাপরামৃষ্টঃ স পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ।

কৈবল্যং প্রাপ্তাস্তর্হি সন্তি চ বহবঃ কেবলিনঃ। তে হি ত্রীণি বন্ধনানি ছিত্ত্বা কৈবল্যং প্রাপ্তাঃ। ঈশ্বরস্য চ তৎসম্বন্ধো ন ভূতো ন ভাবী। য়থা মুক্তস্য পূর্বা বন্ধকোটিঃ প্রজ্ঞায়তে, নৈবমীশ্বরস্য। য়থা বা প্রকৃতিলীনস্যোত্তরা বন্ধকোটিঃ সম্ভাব্যতে,

নৈবমীশ্বরস্য। স তু সদৈব মুক্তঃ সদৈবেশ্বর ইতি।

যোऽসৌ প্রকৃষ্টসত্ত্বোপাদানাদীশ্বরস্য শাশ্বতিক উৎকর্ষঃ স কিং সনিমিত্ত অহোস্বিন্নির্নিমিত্ত ইতি ? তস্য শাস্ত্রং নিমিত্তম্। শাস্ত্র পুনঃ কিং নিমিত্তম্ ? প্রকৃষ্টসত্ত্বনিমিত্তম্। এতয়োঃ শাস্ত্রোৎকর্ষয়োরীশ্বরসত্ত্বে বর্ত্তমানয়োরনাদিঃ সম্বন্ধঃ। এতস্মাদেতদ্ভবতি সদৈবেশ্বরঃ সদৈব মুক্ত ইতি। তচ্চ তস্যৈশ্বর্য্যং সাম্যাতিশয়বিনির্মুক্তং, ন তাবদৈশ্বর্য্যান্তরেণ তদতিশয্যতে। যদেবাতিশয়ি স্যাত্তদেব তৎস্যাৎ তস্মাদ্ যত্র কাষ্ঠাপ্রাপ্তিরৈশ্বর্য্যস্য স ঈশ্বরঃ। ন চ তৎসমানমৈশ্বর্যমস্তি। কস্মাৎ ? দ্বয়োস্তুল্যয়োরেকস্মিন্ যুগপৎ কামিতেऽর্থে নবমিদমস্তু পুরাণমিদমস্ত্বিতি, একস্য সিদ্ধাবিতরস্য প্রাকাম্যবিঘাতদ্ উণত্বং প্রসক্তম্। দ্বয়োশ্চ তুল্যয়োর্যুগপৎ কামিতার্থপ্রাপ্তির্নাস্তি, অর্থস্য বিরুদ্ধত্বাৎ। তস্মাদ্ যস্য সাম্যাতিশয়বিনির্মুক্তমৈশ্বর্য্যং স এবেশ্বরঃ, স চ পুরুষবিশেষ ইতি।।১৩।। কিংচ —

তত্র নিরতিশয়ং সর্বজ্ঞবীজম্।।১৪।। অ০১পা০১সূত্র২৫।

ভাষ্যম্—যদিদমতীতানাগতপ্রত্যুৎপন্নপ্রত্যেকসমুচ্চয়াতীন্দ্রিয়গ্রহণমল্পং বহ্বিতি স র্বজ্ঞমেতদ্বিবর্দ্ধমানং যত্র নিরতিশয়ং স সর্বজ্ঞঃ। অস্তি কাষ্ঠাপ্রাপ্তিঃ স র্বজ্ঞবীজস্য, সাতিশয়ত্বাৎ পরিমাণবদিতি। যত্র কাষ্ঠাপ্রাপ্তির্জ্ঞানস্য স সর্বজ্ঞঃ, স চ পুরুষবিশেষ ইতি। সামান্যমাত্রোপসংহারে কৃতোপক্ষয়মনুমানং ন বিশেষপ্রতিপত্তৌ সমর্থমিতি। তস্য সংজ্ঞাদিবিশেষপ্রতিপত্তিরাগমতঃ পর্য্যন্বেষ্যা। তস্যাত্মানুগ্রহাভাবেऽপি ভূতানুগ্রহঃ প্রয়োজনম্-জ্ঞানধর্ম্মোপদেশেন কল্পপ্রলয়মহাপ্রলয়েষু সংসারিণঃ পুরুষানুদ্ধরিষ্যামীতি। তথা চোক্তম্ —

আদিবিদ্বান্নির্ম্মাণচিত্তমধিষ্ঠায় কারুণ্যাদ্ভগবান্ পরমর্ষিরাসুরয়ে জিজ্ঞাসমানায় তন্ত্রং প্রোবাচেতি।।১৪।।

স এষ পূর্বেষামপি গুরুঃ কালেনানবচ্ছেদাৎ।।১৫।।

পা০ ১ সূ০ ২৬।

ভাষ্যম্—পূর্বে হি গুরবঃ কালেনাবচ্ছেদ্যন্তে। যত্রাবচ্ছেদার্থেন কালো নোপাবর্ত্ততে, স এষ পূর্বেষামপি গুরুঃ। যথাऽস্য সর্গস্যাদৌ প্রকর্ষগত্যা সিদ্ধঃ তথাতিক্রান্তসর্গাদিষ্বপি প্রত্যেতব্যঃ।।১৫।।

তস্য বাচকঃ প্রণবঃ।।১৬।। অ০১ পা০১ সূ০২৭।

ভাষ্যম্ ঃ- বাচ্য ঈশ্বরঃ প্রণবস্য। কিমস্য সঙ্কেতকৃতং বাচ্যবাচকত্বমথ প্রদীপপ্রকাশবদবস্থিতমিতি ? স্থিতোऽস্য বাচ্যস্য বাচকেন সহ সম্বন্ধঃ। সঙ্কেতস্ত্বীশ্বরস্য স্থিতমেবার্থমভিনয়তি। যথাবস্থিতঃ পিতাপুত্রয়োঃ সম্বন্ধঃ। সঙ্কেতস্ত্বীশ্বরস্য স্থিতমেবার্থমভিনয়তি। যথাবস্থিতঃ পিতাপুত্রয়োঃ সম্বন্ধঃ সঙ্কেতে নাবদ্যোত্যতে—

অয়মস্য পিতা, অয়মস্য পুত্র ইতি। সর্গান্তরেষ্বপি বাচ্যবাচকশক্ত্যপেক্ষস্তথৈব সঙ্কেতঃ ক্রিয়তে। সংপ্রতিপত্তিনিত্যতয়া নিত্যঃ শব্দার্থসম্বন্ধ ইত্যাগমিনঃ প্রতিজানতে।।১৬।।

বিজ্ঞাতবাচ্যবাচকত্বস্য য়োগিনঃ

তজ্জপস্তদর্থভাবনম্।।১৭।। পা০ ১ সূ০ ২৮।

ভাষ্যম্ ঃ- প্রণবস্য জপঃ প্রণবাভিধেয়স্য চেশ্বরস্য ভাবনা। তদস্য য়োগিনঃ প্রণবং জপতঃ প্রণবার্থং চ ভাবয়তশ্চিত্তমেকাগ্রং সম্পদ্যতে। ''তথা চোক্তম্ —

স্বাধ্যায়াদ্ য়োগমাসীত য়োগাৎ স্বাধ্যায়মামনেৎ।

স্বাধ্যায়য়োগসম্পত্ত্যা পরমাত্মা প্রকাশত ইতি।।১৭।।''

।।ভাষার্থ।।

এক্ষণে ঈশ্বরের লক্ষণ কী ? তাহাই (পতঞ্জলি ঋষি) বলিতেছেন, যথা ঃ— (ক্লেশকর্ম্ম) যেজন অবিদ্যাদি পঞ্চক্লেশ ও উত্তম ও মন্দকর্ম্মের বাসনা হইতে সদা পৃথক বা রহিত, যিনি কদাপি কর্ম্ম বন্ধনে পতিত হন না, এবং যিনি কি বদ্ধ, কি মুক্ত, সকল প্রকার জীব হইতে বিশেষ বা পৃথক, যিনি অর্থাৎ যাহার সদা কাল হইতে পৃথক অস্তিত্ব আছে ও যিনি সদা একরসযুক্ত—সেই পূর্ণ পুরুষকেই ঈশ্বর বলা যায়। পুনঃ, সেই ঈশ্বর কীরূপ তাহাই বর্ণন করিতেছেন—যাঁহাপেক্ষা অধিক অথবা যাঁহার তুল্য কোন পদার্থই নাই, যিনি সদা আনন্দস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ ও সর্বশক্তিমান, তাহাকেই ঈশ্বর বলা যায়।।১৩।।

(তত্র নিরতি) যাঁহাতে নিত্য সর্বজ্ঞতা বিদ্যমান আছে, তিনিই ঈশ্বর। (এইরূপে) যাঁহার জ্ঞানাদি গুণ নিরতিশয় বা অনন্ত, যিনি জ্ঞানাদিগুণের পরাকাষ্ঠা, যাঁহার সামর্থ্যের অবধি নাই, তিনিই ঈশ্বর। যেহেতু জীবের সামর্থ্যের অবধি প্রত্যক্ষ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, এজন্য জীবের নিজ নিজ জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য পরমেশ্বরের উপাসনা যোগে সদা রত বা প্রবৃত্ত থাকা কর্ত্তব্য।।১৪।।

এজন্য পরমেশ্বরের ভক্তি কী প্রকারে করা কর্ত্তব্য, তাহাই লিখিত হইতেছে ঃ—

(তস্য বা০) অর্থাৎ সেই উপরোক্ত গুণবিশিষ্ট পরমেশ্বরের বাচক নাম ওঙ্কার বা প্রণব, বা প্রণব, ওঙ্কার শব্দ একমাত্র ঈশ্বরবাচী, ইহা অন্য কোন অর্থে কদাপি ব্যবহৃত হয় না। এই ওঙ্কারের সহিত জীবের পিতা পুত্র সম্বন্ধ বিদ্যমান আছে, (বলিতে কি) ঈশ্বরের যত নাম বিদ্যমান আছে, তন্মধ্যে এই ওঙ্কার নামই সর্বাপেক্ষা উত্তম ও শ্রেষ্ঠ—(যেহেতু এই প্রণবরূপী ওঙ্কার) শব্দে ঈশ্বরের যত প্রকার গুণকর্মস্বভাব প্রকাশ পায়, অন্য কোন নামে তদ্রূপ প্রকাশ পায় না–অনুবাদক)।।১৬।।

এইজন্যই (তজ্জপ০) ঐ ওঙ্কারের সদা জপ অর্থাৎ স্মরণ ও উহার অর্থ বিচার করা কর্ত্তব্য, যেহেতু এইরূপ করিলে উপাসকের মন একাগ্রতা, প্রসন্নতা ও যথাবৎ

জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া, স্থির হইয়া যায়, যদ্দ্বারা সাধকের হৃদয়ে পরমাত্মা প্রকাশিত হন, কাজেই উপাসকের মনে পরমেশ্বরের প্রতি প্রেম ও ভক্তি বৃদ্ধি পায়। ।১৭। ।

''কিং চাস্য ভবতি''—

ততঃ প্রত্যক্‌চেতনাধিগমোঽপ্যন্তরায়াভাবশ্চ। ।১৮। । পা০১ সূ০২৯।

ভাষ্যম্ ঃ- যে তাবদন্তরায়াঃ, ব্যাধিপ্রভৃতয়স্তে তাবদীশ্বরপ্রাণিধানান্ন ভবন্তি। স্বরূপদর্শনমপ্যস্য ভবতি। যথৈবেশ্বরঃ পুরুষঃ শুদ্ধঃ প্রসন্নঃ কেবলঃ অনুপসর্গঃ, তথায়মপি বুদ্ধেঃ প্রতিসংবেদী যঃ পুরুষ ইত্যেবমধিগচ্ছতি। ।১৮। ।

অথ কেঽন্তরায়াঃ যে চিত্তস্য বিক্ষেপকাঃ। কে পুনস্তে কিয়ন্তো বেদি —

ব্যাধিস্ত্যানসংশয়প্রমাদালস্যাবিরতিভ্রান্তিদর্শনালব্ধভুমিকত্বানবস্থিতত্বানি চিত্তবিক্ষে পাস্তেঽন্তরায়াঃ। ।১৯। । পা০১ সূ০ ৩০।

ভাষ্যম্ ঃ- নবান্তরায়াশ্চিত্তস্য বিক্ষেপাঃ। সহৈতে চিত্তবৃত্তিভির্ভবন্ত্যেতেষামভাবে ন ভবন্তি। পূ র্বোক্তাশ্চিত্তবৃত্তয়ঃ। ব্যাধির্ধাতুরসকরণবৈষম্যম্। স্ত্যানমকর্ম্মণ্যতা চিত্তস্য। সংশয় উভয়কোটিস্পৃক্ বিজ্ঞানম্, স্যাদিদমেবং নৈবং স্যাদিতি। প্রমাদঃ সমাধিসাধনানামভাবনম্। আলস্যং কায়স্য চিত্তস্য চ গুরুত্বাদপ্রবৃত্তিঃ। অবিরতিশ্চিত্তস্য বিষয়সং প্রয়োগাত্মা গর্দ্ধঃ। ভ্রান্তিদর্শনং বিপর্য্যয়জ্ঞানম্। অলব্ধভূমিকত্বং সমাধিভূমেরলাভঃ। । অনবস্থিতত্ত্বং যল্লব্ধায়াং ভূমৌ চিত্তস্যাপ্রতিষ্ঠা, সমাধিপ্রতিলম্বে হি সতি তদবস্থিতং স্যাদিতি। এতে চিত্তবিক্ষেপা নব যোগমলাঃ, যোগপ্রতিপক্ষা যোগান্তরায়া ইত্যাভিধীয়ন্তে। ।১৯। ।

দুঃখদৌর্মনস্যাঙ্গমেজয়ত্বশ্বাসপ্রশ্বাসা বিক্ষেপসহ ভুবঃ। ।২০। ।

পা০১ সূ০৩১।

ভাষ্যম্ ঃ- 'দুঃখমাধ্যাত্মিকম্, আদিভৌতিকম্, আধিদৈবিকং চ। যেনাভিহতাঃ প্রাণিনস্তদুপঘাতায় প্রয়তন্তে তদ্ দুঃখম্। দৌর্ম্মনস্যম্—ইচ্ছাভিঘাতাচ্চেতসঃ ক্ষোভঃ।' যদঙ্গান্যেজয়তি কম্পয়তি তদঙ্গমেজয়ত্বম্। প্রাণো যদ্ বাহ্যং বায়ুমাচামতি স শ্বাসঃ। যৎকৌষ্ঠ্যং বায়ুং নিঃসারয়তি স প্রশ্বাসঃ। এতে বিক্ষেপসহভুবঃ। বিক্ষিপ্তচিত্তস্যৈতে ভবন্তি। সমাহিতচিত্তস্যৈতে ন ভবন্তি। ।২০। ।

অথৈতে বিক্ষেপাঃ সমাধিপ্রতিপক্ষাঃ, তাভ্যামেবাভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাং নিরোদ্ধব্যাঃ। তত্রাভ্যাসস্য বিষয়মুপসংহরন্নিদমাহ —

তৎপ্রতিষেধার্থমেকতত্ত্বাভ্যাসঃ। ।২১। । পা০১ সূ০৩২।

ভাষ্যম্ ঃ- বিক্ষেপ প্রতিষেধার্থমেকতত্ত্বাবলম্বনং চিত্তমভ্যস্যেৎ। যস্য তু প্রত্যর্থনিয়তং প্রত্যয়মাত্রং ক্ষণিকং চ চিত্তং, তস্য স র্বমেব চিত্তমেকাগ্রং, নাস্ত্যেব বিক্ষিপ্তম্। যদি পুনরিদং সর্বতঃ প্রত্যাহৃত্যৈকস্মিন্নর্থে সমাধীয়তে তদা

ভবত্যেকাগ্রমিত্যতো ন প্রত্যর্থনিয়তম্ ।

যোऽপি সদৃশপ্রত্যয়প্রবাহেণ চিত্তমেকাগ্রং মন্যতে, তস্যৈকাগ্রতা যদি প্রবাহিচিত্তস্য ধর্ম্মঃ তদৈকং নাস্তি প্রবাহচিত্তং, ক্ষণিকত্বাৎ । অথ প্রবাহাংশস্যৈব প্রত্যয়স্য ধর্ম্মঃ, স সর্বঃ সদৃশপ্রত্যয়প্রবাহী বা বিসদৃশপ্রত্যয়প্রবাহী বা, প্রত্যর্থনিয়তত্বাদেকাগ্র এবেতি বিক্ষিপ্তচিত্তানুপপত্তিঃ । তস্মাদেকমনেকার্থমবস্থিতং চিত্তমিতি ।

যদি চ চিত্তেনৈকেনানন্বিতাঃ স্বভাবভিন্নাঃ প্রত্যয়া জায়েরন্, অথ কথমন্য প্রত্যয়দৃষ্টস্যান্যঃ স্মর্ত্তা ভবেৎ । অন্যপ্রত্যয়োপচিতস্য চ কর্ম্মাশয়স্যান্যঃ প্রত্যয় উপভোক্তা ভবেৎ । কথঞ্চিৎ সমাধীয়মানমপ্যেতদ্ গোময়পায়সীয়ং ন্যায়মাক্ষিপতি ।

কিঞ্চ স্বাত্মানুভবাপহ্নবঃ চিত্তস্যান্যত্বে প্রাপ্নোতি । কথম্, যদহমদ্রাক্ষং তৎ স্পৃশামি, যচ্চাস্পার্ক্ষং তৎপশ্যামীতি । অহমিতি প্রত্যয়ঃ সর্বস্য প্রত্যয়স্য ভেদে সতি প্রত্যয়িন্যভেদেনোপস্থিতঃ । এক প্রত্যয়বিষয়ো অয়মভেদাত্মাহমিতি প্রত্যয়ঃ কথমত্যন্তভিন্নেষু চিত্তেষু বর্ত্তমানঃ সামান্যমেকং প্রত্যয়িনমাশ্রয়েৎ ? স্বানুভবগ্রাহ্যশ্চায়মভেদাত্মা অহমিতি প্রত্যয়ঃ । ন চ প্রত্যক্ষস্য মাহাত্ম্যং প্রমাণান্তরেণাবিভূয়তে । প্রমাণান্তরঞ্চ প্রত্যক্ষবলেনৈব ব্যবহারং লভতে । তস্মাদেকমনেকার্থমবস্থিতং চ চিত্তম্ ।

যস্যেদং শাস্ত্রেণ পরিকর্ম্ম নির্দিশ্যতে তৎকথম্ —

।। ভাষার্থ ।।

এইরূপ সাধকের কী হয় অর্থাৎ কীরূপ অবস্থা ঘটে, তাহাই ঋষি বলিতেছেন ঃ—

(ততঃ প্র০) ঐ উপাসক যোগীর পরমাত্মা প্রাপ্তি ঘটে এবং তাহার (অন্তরায়) অবিদ্যাদি ক্লেশও রোগাদিরূপ যোগবিঘ্নকর পদার্থের নাশ প্রাপ্তি হয় ।

এই বিঘ্ন (যোগ বিঘ্নকারী পদার্থ) নয় প্রকার আছে, যথা ঃ– (ব্যাধি) ১ম ব্যাধি অর্থাৎ শরীর সম্বন্ধীয় বাত, পিত্ত ও শ্লেষ্মারূপ ধাতুদিগের বিষমতা (বা বিকৃত্যাদি) হেতু শরীরে যে জ্বর ও ব্রণাদিরূপ রোগ উৎপন্ন হয় তাহা । ২য় (স্তান) সত্যকর্ম্মে অর্থাৎ উত্তম কার্য্যে অপ্রীতি । ৩য় (সংশয়) কোন কার্য্য করিতে হইলে তাহা সাধন করিতে পারিব কি না, এরূপ মনে মনে সন্দেহ করা, অথবা কোন বিষয়ে নিশ্চয় করিতে গিয়া তদ্বিষয় যথাবৎ জ্ঞান প্রাপ্ত না হওয়া । ৪র্থ (প্রমাদ) সাধকের সমাধি গ্রহণ বিষয়ে যথাবৎ প্রীতি বা তদ্বিষয়ের বিচার না করা, (অর্থাৎ কী উপায়ে সমাধি সাধন করিতে হয় তদ্বিষয়ে যথাবৎ প্রীতি না করা, এমন কি তৎপক্ষে বিচার পর্য্যন্ত না করা, যে ঐরূপ সাধন দ্বারা সিদ্ধি সম্ভব কি না—অনুবাদক) । ৫ম (আলস্য) শারীরিক ও মানসিক সুখ প্রাপ্তির ইচ্ছায় পুরুষকার পরিত্যাগ করা, (অর্থাৎ পাছে পরিশ্রম করিলে কষ্টবোধ হয়, এই আশঙ্কায় পুরুষকারে রত না থাকিয়া আলস্যতা প্রকাশ করা—অনুবাদক) । ৬ষ্ঠ

(অবিরতি) অর্থাৎ বিষয়ভোগের তৃষ্ণা বা আসক্তি। ৭ম (ভ্রান্তিদর্শন) অর্থাৎ বিপরীত জ্ঞান যথা জড় বস্তুতে চেতন বুদ্ধি ও চেতন পদার্থে জড়বুদ্ধি অথবা অনীশ্বর পদার্থে ঈশ্বর জ্ঞান এবং ঈশ্বরে অনীশ্বর জ্ঞান। ইত্যাকার বিপরীত জ্ঞানকেই ভ্রান্তিদর্শন বলে। ৮ম (অলব্ধ ভূমিকত্ব) সমাধি প্রাপ্ত না হওয়া। ৯ম (অনবস্থিতত্ব) সমাধি প্রাপ্তি করিয়াও তাহাতে চিত্ত স্থির করিতে না পারা (অর্থাৎ সমাধি প্রাপ্তির শক্তি প্রাপ্ত হইয়াও, অর্থাৎ সাধন দ্বারা কতক পরিমাণে সমাধি সাধন করিবার শক্তি সঞ্চয় করিয়াও পুনঃ দৃঢ়তার সহিত সমাধি সাধন প্রবৃত্ত না হওয়া ও চিত্তকে নিবৃত্তি করিবার চেষ্টা না করা। — অনুবাদক।) উপরোক্ত বিষয়গুলি চিত্তের সমাধি লাভের প্রতি বিক্ষেপ স্বরূপ অর্থাৎ উপাসনা যোগ বিষয়ের বিঘ্নকারক।।১৯।।

এইরূপে (দুঃখ দৌর্মনস্য) অর্থাৎ দুঃখ প্রাপ্ত হওয়া, মনে দুষ্টভাব উপস্থিত হওয়া, শরীরে অবয়বের কম্পন ও শ্বাস প্রশ্বাস অত্যন্ত বেগে চলিলে যে বহুপ্রকার শারীরিক ও মানসিক ক্লেশানুভব হইয়া চিত্তের বিক্ষেপ উপস্থিত করে, তজ্জন্যই ইহারাও যোগবিঘ্নকর হইয়া থাকে। দুঃখ দৌর্মনস্যাদি রূপ ক্লেশ, অশান্তচিত্তযুক্ত মনুষ্যেরাই ভোগ করিয়া থাকেন, শান্তচিত্ত যোগীগণকে এরূপ দুঃখ ভোগ করিতে হয় না।

এক্ষণে কী কী মুখ্য উপায়ে উপরোক্ত যোগবিঘ্নকর অন্তরায় হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারা যায়, তাহাই পতঞ্জলি ঋষি বলিতেছেন, যথা ঃ– (তৎপ্রতিষেধা০) অর্থাৎ কেবল একতত্ত্বস্বরূপ যে অদ্বিতীয় ব্রহ্মতত্ত্ব বিদ্যমান আছেন, তাঁহাতেই প্রেম ও তাঁহারই আজ্ঞা পালন রূপ কর্ম্মে সর্বদা পুরুষকার যুক্ত হওয়াই, ঐ সকল বিঘ্ননাশের একমাত্র বজ্রস্বরূপ শস্ত্র, ইহার ন্যায় অন্য কোন রূপ উৎকৃষ্ট বা শ্রেষ্ঠতর উপায় নাই, অতএব মনুষ্যের অত্যন্ত প্রেম ও ভক্তি সহকারে ঐ একতত্ত্বরূপ ব্রহ্মতত্ত্বের (পরমাত্মার) উপাসনা যোগরূপ পুরুষকারে নিত্য রত থাকা একান্ত কর্ত্তব্য, যদ্দ্বারা সমস্ত দুঃখের কারণ স্বরূপ যোগবিঘ্নকর অন্তরায় দূরে গমন করে অর্থাৎ নষ্ট হইয়া যায়।।২১।।

এক্ষণে কীরূপ উপায়ে উপাসকযোগী নিজ চিত্তের প্রসন্নতা লাভ করিতে সমর্থ হন, তাহাই লিখিত হইতেছে।

মৈত্রীকরুণামুদিতোপেক্ষাণাং সুখদুঃখপুণ্যাপুণ্যবিষয়াণাং ভাবনাতশ্চিত্তপ্রসাদনম্।।২২।। পা০ ১ সূ০ ৩৩।

ভাষ্যম্ ঃ- তত্র সর্বপ্রাণিষু সুখসংভোগাপন্নেষু মৈত্রীং ভাবয়েৎ, দুঃখিতেষু করুণা, পুণ্যাত্মকেষু মুদিতাম্, অপুণ্যশীলেষুপেক্ষাম্। এবমস্য ভাবয়তঃ শুক্লো ধর্ম্ম উপজায়তে। ততশ্চ চিত্তং প্রসীদতি, প্রসন্নমেকাগ্রং স্থিতিপদং লভতে।।২২।।

প্রচ্ছর্দ্দনবিধারণাভ্যাং বা প্রাণস্য।।২৩।। পা০১ সূ০৩৪।

ভাষ্যম্ ঃ- কোষ্ঠ্যস্য বায়োর্নাসিকাপুটাভ্যাং প্রয়ত্নবিশেষাদ্ বমনং প্রচ্ছর্দনম্,

বিধারণং প্রাণায়ামঃ । তাভ্যাং বা মনসঃ স্থিতিং সম্পাদয়েৎ ।

ছর্দনং ভক্ষিতান্নবমনবৎ প্রয়ত্নেন শরীরস্থং প্রাণং বাহ্যদেশং নিস্সার্য্য য়থাশক্তি বহিরেব স্তম্ভনেন চিত্তস্য স্থিরতা সম্পাদনীয়া । ।২৩ । ।

য়োগাঙ্গানুষ্ঠানাদশুদ্ধিক্ষয়ে জ্ঞানদীপ্তিরাবিবেকখ্যাতেঃ । ।২৪ । ।

পা০২ সূ০২৮ ।

ভাষ্যম্ ঃ- এষামুপাসনায়োগাঙ্গানামনুষ্ঠানাচরণাদশুদ্ধিরজ্ঞানং প্রতিদিনং ক্ষীণং ভবতি, জ্ঞানস্য চ বৃদ্ধির্য়াবন্মোক্ষপ্রাপ্তির্ভবতি । ।২৪ । ।

যমনিযমাসনপ্রাণায়ামপ্রত্যাহারধারণাধ্যানসমাধযোঽষ্টাবঙ্গানি । ।২৫ । ।

পা০২২ সূ০৩০ ।

তত্রাহিংসাসত্যাস্তেয়ব্রহ্মচর্য্যাপরিগ্রহা য়মাঃ । ।২৬ । । পা০১২ সূ০৩০ ।

ভাষ্যম্ ঃ- তত্রাহিংসা সর্বথা সর্বদা সর্বভূতানামনভিদ্রোহঃ । উত্তরে চ য়মনিয়মাস্তন্মুলাস্তৎসিদ্ধিপরতয়া তৎপ্রতিপাদনায় প্রতিপাদ্যন্তে । তদবদাতরূপকারণায়ৈবোপাদীয়ন্তে । তথা চোক্তম্—স খল্বয়ং ব্রাহ্মণো য়থা য়থা ব্রতানি বহূনি সমাদিৎসতে তথা তথা প্রমাদকৃতেভ্যো হিংসানিদানেভ্যো নিবর্ত্তমানস্তামেবাব-দাতরূপামহিংসাং করোতি ।

সত্যং য়থার্থে বাঙ্মনসে । য়থা দৃষ্টং য়থাঽনুমিতং য়থা শ্রুতং তথা বাঙ্মনশ্চেতি । পরত্র স্ববোধসঙ্ক্রান্তয়ে বাগুক্তা, সা য়দি ন বঞ্চিতা ভ্রান্তা বা প্রতিপত্তিবন্ধ্যা বা ভবেৎ ইতি, এষা সর্বভুতোপকারার্থং প্রবৃত্তা, ন ভূতোপঘাতায় । য়দি চৈবমপ্যভিদীয়মানা ভূতোপঘাতপরৈব স্যান্ন সত্যং ভবেৎ, পাপমেব ভবেৎ । তেন পুণ্যাভাসেন পুণ্যপ্রতিরূপকেন কষ্টং তমঃ প্রাপ্নুয়াৎ । তস্মাৎ পরীক্ষ্য স র্বভূতহিতং সত্যং ব্রূয়াৎ ।

স্তেয়মশাস্ত্রপূর্বকং দ্রব্যাণাং পরতঃ স্বীকরণং, তৎপ্রতিষেধঃ পুনরস্পৃহারূপমস্তেয়মিতি । ব্রহ্মচর্য্যং গুপ্তেন্দ্রিয়স্যোপস্থস্য সংযমঃ ।

বিষয়াণামর্জনরক্ষাণক্ষয়সঙ্গহিংসাদোষদর্শনাদস্বীকরণমপরিগ্রহঃ । ইত্যেতে য়মাঃ । ।২৬ । ।

এষাং বিবরণং প্রাকৃতভাষায়াং বক্ষ্যতে ।

। । ভাষার্থ । ।

(মৈত্রী) ইহার তাৎপর্য্য এই যে, পরের সুখে সুখী হওয়া, অর্থাৎ এই সংসারে মনুষ্যাদি প্রাণী মধ্যে যত লোক সুখী আছেন, তাহাদিগের সকলের সহিত মিত্রতা সংস্থাপন করা । এইরূপে সংসারে যত দুঃখী আছে, তাহাদিগের সকলের প্রতি কৃপাদৃষ্টি রাখা । পুণ্যাত্মাদিগের সহিত প্রসন্নতা রাখা (অথবা যে কেহ উত্তম কর্ম্ম করিতেছেন

তাঁহাকে তদ্বিষয়ে প্রশংসা করা বা উৎসাহ প্রদান করা—অনুবাদক) এবং পাপীদিগের উপেক্ষা করা, অর্থাৎ তাহাদিগের সহিত বিশেষ ঘনিষ্ঠতা বা বৈরীভাব অবলম্বন করা কর্ত্তব্য নহে, (অথবা কেহ মন্দ বলিলে বা মন্দ ব্যবহার করিলে, তাহার প্রতিশোধের জন্য ব্যস্ত হইয়া বৈরনির্য্যাতন না লইয়া তাহাকে উপেক্ষা করিয়া পরিত্যাগ করা—অনুবাদক)। উপরোক্ত প্রকারে মৈত্র্যাদি সাধন করিলে, উপাসকের আত্মায় সত্যধর্মের প্রকাশ পায়, এবং তাহার মনের (চিত্তবৃত্তির) শীঘ্রই স্থিরতা সম্পাদিত হয়।

(প্রচ্ছর্দ্দনং) যেরূপ ভোজনান্তে কোন খাদ্য দ্রব্য বমন করা যায়, তদ্রূপ অন্তরের বায়ুকে বলপূর্বক বাহির করিয়া সুখপূর্বক (স্বচ্ছন্দের সহিত) যে সময় পর্য্যন্ত রুদ্ধ রাখিতে পারা যায় তাবৎ বাহিরেই রুদ্ধ রাখিবে, অর্থাৎ শ্বাস লইয়া অন্তরে বায়ু গ্রহণ করিবে না, পুনঃ শনৈঃ শনৈঃ বাহিরের বায়ুকে নাসিকা দ্বার দিয়া অন্তরে গ্রহণ করিয়া পুনরপি অন্তরেই রুদ্ধ বা কুম্ভক করিবে, ও তৎপরে পূর্ববৎ বাহিরে বলপূ র্বক বাহির ইত্যাদি ক্রিয়া করিবে। এইরূপে বারম্বার (প্রাণায়াম) অভ্যাস করিলে উপাসক প্রাণকে বশীভূত করিতে সমর্থ হন, এবং প্রাণকে স্থির করিতে সমর্থ হইলেই, মনের স্থিরতা ঘটে, এবং প্রাণ ও মনের স্থিরতা সম্পাদিত হইলেই আত্মাও স্থির হইয়া যায়, অর্থাৎ আত্মারও স্থিরতা ঘটে, অর্থাৎ আত্মারও স্থিরতা সম্পাদিত হয়। উপরোক্ত প্রাণ মন ও আত্মার স্থিরতা কালীন যোগীর নিজ আত্মা অন্তরস্থ আনন্দস্বরূপ, অন্তর্যামী ও ব্যাপকস্বরূপ পরমাত্মার স্বরূপে মগ্ন হওয়া কর্ত্তব্য, অর্থাৎ যেরূপ আমরা স্নান কালীন সময়ে বারংবার জলে মগ্ন হইয়া (ডুব দিয়া) উঠিয়া পুনঃ মগ্ন হই, তদ্রূপ নিজ আত্মাকে পরমেশ্বরের স্বরূপে যোগীর বারম্বার মগ্ন করান উচিত।।২৩।।

(য়োগাঙ্গানু) অর্থাৎ উপাসনা যোগের যে অষ্টাঙ্গ বিষয় পরে বর্ণিত হইতেছে, তাহার অনুষ্ঠান দ্বারা অবিদ্যাদি দোষের ক্ষয় বা নাশ এবং জ্ঞানের প্রকাশ বৃদ্ধি পাইয়া জীব মোক্ষ প্রাপ্ত হন।।২৪।।

(য়ম নিয়মা) অর্থাৎ ১ম যম, ২য় নিয়ম, ৩য় আসন, ৪র্থ প্রাণায়াম, ৫ প্রত্যাহার, ৬ষ্ঠ ধারণা, ৭ম ধ্যান এবং ৮ম সমাধি, ইহাদিগকে উপাসনা যোগের অষ্টাঙ্গ বলা হয়, এবং সংযমই এই অষ্টাঙ্গযোগের সিদ্ধান্তরূপ ফলস্বরূপ।।২৫।।

(তত্রাহিংসা) এই অষ্টাঙ্গ যোগের প্রথমাঙ্গরূপ যম সাধন পাঁচ প্রকার, যথাঃ–১ম (অহিংসা) অর্থাৎ সর্ব সময়ে শরীর, বচন ও মন দ্বারা সর্বপ্রকারে, সকল প্রাণীমাত্রেরই সহিত বৈরভাব পরিত্যাগ করিয়া, প্রেম ও প্রাতিসহকারে অবস্থান করাকে অহিংসা সাধন বলে। ২য় (সত্য) যাহা নিজ জ্ঞানের মধ্যে সত্য বলিয়া প্রতিভাত হয়, তাহাই কার্য্যে ও বাণীতে ব্যবহার করা, ও তাহাই সত্য বলিয়া স্বীকার করা, ৩য় (অস্তেয়) বা চৌর্য্যবৃত্তি ত্যাগ বলা হয়, ৪র্থ (ব্রহ্মচর্য্য) অর্থাৎ বিদ্যাভ্যাসের জন্য বাল্যাবস্থা হইতে সর্বথা বীর্য্যরক্ষা করিয়া অর্থাৎ জিতেন্দ্রিয় থাকিয়া ২৫ বৎসর হইতে ৪৮ বৎসর বয়সের

মধ্যে বিবাহ করিয়া, এবং পরস্ত্রী ও বেশ্যাদি গমন না করিয়া, কেবল সন্তানার্থ বিবাহিতা ধর্ম্মপত্নীতে শাস্ত্রোক্তরীত্যানুসারে ঋতুগামী হওয়া, এবং ব্রহ্মচর্য্য ব্রত ধারণ কালীন বেদাদি সত্যশাস্ত্রের অধ্যয়ন, অনুশীলন ও অপরকে শিক্ষা প্রদান করা ও তৎ সঙ্গে সঙ্গে উপস্থেন্দ্রিয়কে সদা সংযমে রাখা, এমন কি স্বপ্নেও বীর্যৎ স্খলিত হইতে না দেওয়াকে ব্রহ্মচর্য্য ব্রত পালন করা বলে। (স্ত্রীগণের পক্ষে অন্ততঃ ১৬ ষোড়শ বৎসর পর্য্যন্ত কোন পুরুষের সংসর্গ, এমন কি বিবাহ পর্য্যন্তও না করিয়া এবং তৎসঙ্গে বেদাদিসত্যশাস্ত্র অধ্যয়ন করাকে স্ত্রীজাতির ব্রহ্মচর্য্য সাধন বলে—অনুবাদক)। ৫ম (অপরিগ্রহ) অর্থাৎ বিষয় ও অভিমানাদি দোষ হইতে রহিত বা পৃথক হওয়া। উপরোক্ত পাঁচপ্রকার যোগাঙ্গের সাধন যথাবিধি অনুষ্ঠান করা উপাসনার বীজ বপন স্বরূপ হইয়া থাকে। ।২৬। ।

যোগের দ্বিতীয়াঙ্গ নিয়ম, যাহা পাঁচভাগে বিভক্ত, যথা ঃ–

তে তু

শৌচসন্তোষতপঃস্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি নিয়মাঃ। ।২৭। ।

পা০২ সূ০৩২।

ভাষ্যম্ ঃ- শৌচং বাহ্যমাভ্যন্তরং চ। বাহ্যং জলাদিনাऽऽভ্যন্তরং রাগদ্বেষাऽসত্যাদিত্যাগেন চ কার্য্যম্। সংতোষো ধর্ম্মানুষ্ঠানেন সম্যক্ প্রসন্নতা সম্পাদনীয়া। তপঃ, সদৈব ধর্ম্মানুষ্ঠানমেব কর্ত্তব্যম্। বেদাদি সত্যশাস্ত্রাণামধ্যয়নাধ্যাপনে প্রণবজপো বা। ঈশ্বরপ্রণিধানং পরমগুরবে পরমেশ্বরায় স র্বাত্মাদিদ্রব্যসমর্পণম্। ইত্যুপাসনায়াঃ পঞ্চ নিয়মা দ্বিতীয়মঙ্গম্। ।২৭। ।

অথাহিংসাধর্ম্মস্য ফলম্ –

অহিংসাপ্রতিষ্ঠায়াং তৎসন্নিধৌ বৈরত্যাগঃ। ।২৮। ।

অত সত্যাচরণস্য ফলম্ –

সত্যপ্রতিষ্ঠায়াং ক্রিয়াফলাশ্রয়ত্বম্। ।২৯। ।

অথ চৌরীত্যাগফলম্—

অস্তেয়প্রতিষ্ঠায়াং সর্বরত্নোপস্থানম্। ।৩০। ।

অথ ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমানুষ্ঠানেন ফল্লভ্যতে, তদুচ্যতে—

ব্রহ্মচর্য্যপ্রতিষ্ঠায়াং বীর্য়লাভঃ। ।৩১। ।

অথাপরিগ্রহফলমুচ্যতে—

অপরিগ্রহস্থৈর্য্যে জন্মকথংতাসংবোধঃ। ।৩২। ।

অথ শৌচানুষ্ঠানফলম্—

শৌচাৎ স্বাঙ্গজুগুপ্সা পরৈরসংসর্গঃ। ।৩৩। ।

কিঞ্চ—সত্ত্বশুদ্ধি সৌমনস্যৈকাগ্রেন্দ্রিয়জয়াত্মদর্শনয়োগ্যত্বানি চ।।৩৪।।সংন্তোষাদনুত্তমসুখলাভঃ।।৩৫।।
কায়েন্দ্রিয়সিদ্ধিরশুদ্ধিক্ষয়াত্তপসঃ।।৩৬।।
স্বাধ্যায়াদিষ্টদেবতা সংপ্রয়োগঃ।।৩৭।।
সমাধিসিদ্ধিরীশ্বরপ্রণিধানাৎ।।৩৮।।

যোগ০ পা০২ সূ০ ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯ ৪০, ৪১, ৪২, ৪৩, ৪৪, ৪৫।

।।ভাষার্থ।।

১ম (শৌচ) অর্থাৎ পবিত্রতা সাধন। ইহা দুই প্রকার—যথা ১ম অন্তর শৌচ, ও ২য় বাহ্য শৌচ। ধর্ম্মাচরণ, সত্যভাষণ, বিদ্যাভ্যাস, সৎসঙ্গাদিরূপ শুভগুণের আচরণ দ্বারা অন্তরের শুদ্ধি সম্পাদিত হয়, এবং বাহিরের পবিত্রতা জল ও মৃত্তিকাদি পাঞ্জন দ্বারা সাধিত হয়, অর্থাৎ জলাদি দ্বারা বাহ্য শরীর, স্থান, মার্গ, বস্ত্র ও আহারীয় পদার্থ ইত্যাদির শুদ্ধি সম্পাদিত হইয়া থাকে। ২য় (সন্তোষ) অর্থাৎ আলস্য পরিত্যাগ করিয়া সদা ধর্ম্মযুক্ত পুরুষকারে রত থাকিয়া (যাহা পাওয়া যায় তাহাতেই) প্রসন্ন থাকা ও দুঃখে শোকাতুর না হওয়াকেই, সন্তোষ বলা হয়। ৩য় (তপঃ) অর্থাৎ যেরূপ সুবর্ণকে অগ্নিতে তপ্ত বা দগ্ধ করিয়া উহা নির্ম্মল করাকে তপঃ সাধন বলে। ৪র্থ (স্বাধ্যায়) অর্থাৎ মোক্ষবিদ্যাবিষযক বেদাদি সত্যশাস্ত্রের পঠনপাঠন এবং ও৩ম্-কারের অর্থ বিচারপূর্বক নিজে ঈশ্বরের নির্ণয় করা, ও অপরকে করান এবং ৫ম (ঈশ্বর প্রণিধানম্) অর্থাৎ প্রাণ, আত্মা ও মনে অত্যন্ত প্রেম ও ভক্তি উদ্ভব করিয়া, জীবের সমগ্র সামর্থ্য ও গুণ তথা নিজ আত্মাকে অর্থাৎ জীবের যাহা কিছু আছে তৎসমুদায়কেই, ঈশ্বরে প্রীত্যর্থে সমর্পণ করাকে ঈশ্বর প্রণিধান বলে। উপরোক্ত পাঁচ প্রকার নিয়মগুলি উপাসনা যোগের দ্বিতীয়াঙ্গ। এক্ষণে পঞ্চ যম ও পঞ্চ নিয়মের যথাবৎ অনুষ্ঠানের ফল বর্ণন করিতেছি।

(অহিংসা প্র০) ইহার অর্থে এই যে, যখন অহিংসা ধর্ম্ম, নিশ্চয় হইয়া যায় অর্থাৎ যখন অহিংসা সাধন পূর্ণরূপে সাধিত হয়, তখন ঐ যোগী পুরুষের মন হইতে বৈরীভাব একবারেই দূরীভত হইয়া যায়। কেবল যোগীর মন হইতেই বৈরীভাব নষ্ট হয় না, পরন্তু তাঁহার সঙ্গ দ্বারা অপরেরও বৈরীভাব নষ্ট হয়, (বলিতে কি ঐ যোগী পুরুষকে স্বাভাবিক হিংস্র জন্তুরাও হিংসা করে না, এমন কি তাঁহার সম্মুখে কোন হিংস্র জন্তু অপর পশুকেও হিংসা বধ করে না। —অনুবাদক)।।৮।।

(সত্য প্র০) এইরূপে সত্যাচরণ যথারূপে সম্পাদিত হইলে, তাহার ফল এইরূপ যে যোগী যাহা বলেন, মানেন, বা করেন, তাহা নিশ্চয় সম্পাদিত হয়, অর্থাৎ যখন যোগী নিশ্চয় করিয়া কেবল মন, বচন ও কার্য্য, দ্বারা সত্যেরই গ্রহণ বা আচরণ করেন, তখন তিনি যে সমস্ত যোগ্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন অথবা করিতে ইচ্ছা করেন তৎসমস্তই সফল হয়।।২৯।।

(অস্তেয়) চৌর্য্যত্যাগের ফল এই যে, যখন যোগী শরীর বচন ও মন দ্বারা একেবারেই চৌর্য্যবৃত্তি ত্যাগ করিতে সমর্থ হন, তখন তিনি উত্তমোত্তম পদার্থ সকল যথাযোগ্য প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। পু র্বেই বলিয়াছি যে স্বামীর আজ্ঞা, অনুমতি বা ইচ্ছা ব্যতীত, অথবা ছল কপট করিয়া পরের পদার্থ গ্রহণ করাকে চৌর্য্যবৃত্তি বলা হয় (সর্ব রত্নোপস্থানমের আর একটী অর্থ এই যে যোগী যখন অস্তেয় সাধনের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হন, তখন পৃথিবীর সমগ্র রত্নাদি প্রাপ্ত হইলে যে আনন্দ পাওয়া যায় তদ্রূপ বা তদপেক্ষা অধিক রত্ন লাভের সুখ, যোগী নিজ মনে অনুভব করিতে সমর্থ হন।—অনুবাদক।)।।৩০।।

(ব্রহ্মচর্য্য) ব্রহ্মচর্য্য সেবনের ফল বীর্য্য বা বল লাভ করা অর্থাৎ যখন মনুষ্য বাল্যাবস্থায় বিবাহাদি না করিয়া উপস্থেন্দ্রিয়কে সংযমে রাখেন ও তৎসঙ্গে বেদাদি সত্য শাস্ত্রের পঠনপাঠন করেন, (তৎপরে ব্রহ্মচর্য্য সমাপনান্তর সমাবর্ত্তন করিয়া গৃহস্থাশ্রম গ্রহণ করতঃ) বিবাহ করিয়া তৎপরে কেবল ধর্ম্মপত্নীতে ঋতুগামী হন, এবং (সর্বথা) পরস্ত্রী গমনাদিরূপ ব্যভিচার শরীর, বচন ও মন দ্বারা পরিত্যাগ করেন, তখন তাঁহার দুইপ্রকার বীর্য্য অর্থাৎ বল বৃদ্ধি পায়। যথা—এক শারীরিক ও দ্বিতীয় মানসিক বা বুদ্ধি সম্বন্ধীয় এবং এইরূপে বল প্রাপ্ত হইয়া ঐ ব্রহ্মচারী অত্যন্ত আনন্দিত হন, (অর্থাৎ আনন্দে কাল যাপন করেন।।৩১।।

(অপরিগ্রহস্থৈ০) অপরিগ্রহ সাধনের ফল এই যে, যখন মনুষ্য বিষয়াসক্তি হইতে ত্রাণ পাইয়া সর্বথা জিতেন্দ্রিয় (ভাবে) থাকিতে সমর্থ হন, তখন তিনি (নিজ শুদ্ধ মন বা ইন্দ্রিয়কে) আমি কে ? কোথা হইতে আসিলাম ? এবং আমারই বা কর্ত্তব্য কী ? অর্থাৎ কীরূপ কর্ম্ম বা আচরণ করিলে আমার যথার্থ কল্যাণ সাধিত হইবে, ইত্যাদি শুভগুণের বিচার সকল তাহার মনে স্থির হইয়া যায়, অর্থাৎ উপরোক্ত বিষযের তিনি সিদ্ধান্ত করিতে সমর্থ হন। (মনুষ্যের চিত্ত নানাপ্রকার বিষয়ভোগাভিলাষে মত্ত থাকায় তাহার মনের স্থিরতা সম্পাদিত হয় না, একটীর পর আর একটী বাসনা আসিয়া চিত্তের চাঞ্চল্য সম্পাদিত করে, পরন্তু যখন মন হইতে পূর্ণরূপে বিষয়ভোগাভিলাষ নষ্ট হইয়া যায়, কাজেই তখন আর চিত্তের কোন প্রকার বিক্ষেপের কারণ থাকে না, তখন তাঁহার চিত্ত স্থির ও নির্ম্মল হইয়া যায়, এজন্য যোগীজন যখন সেই নির্ম্মল ও শান্ত চিত্তকে আমি কে ? কোথা হইতে আসিলাম ? ইত্যাদি বিষয়ে নিযুক্ত করেন, তখন তাহার চিত্ত বিক্ষেপ শূন্য থাকায় অতি সূক্ষ্মভাবে বিচার করিতে করিতে মন দ্বারা পূর্বজন্ম জন্মান্তরীয় সংস্কারের সাক্ষাৎকরণে সমর্থ হন, ও কাজেই পূর্বজন্মাদির বিষয় সম্যক জ্ঞাত হইতে সমর্থ হন।—অনুবাদক)।

উপরোক্ত পাঁচ প্রকার সাধনকে যম সাধন বলে, ইহাদিগের গ্রহণ (অর্থাৎ সাধন) করা উপাসকের অবশ্য কর্ত্তব্য।।৩২।।

নিয়ম সকল যাহাকে উপাসনার দ্বিতীয়াঙ্গ বলা যায়, সেগুলি যমের সহকারী কারণস্বরূপ, (যেহেতু) এই গুলির সাধন করিলে উপাসকগণ উপাসনা সম্বন্ধে অত্যন্ত সহায়তা প্রাপ্ত হন। এই নিয়মগুলিও পাঁচ প্রকার, তন্মধ্যে প্রথম শৌচের ফল বর্ণন করিতেছি যথা—

(শৌচাৎ স্বাঙ্গজুগুপ্সা পরৈরসংসর্গঃ) অর্থাৎ পূর্বোক্ত প্রকারে শৌচ সাধন করিলে যখন যোগী নিজ স্থুল শরীর ও তাহার অবয়ব সকলকে অন্তর বাহির হইতে মলিন স্বরূপ অনুভব করেন, তখন অপরের শরীরেরও তৎসঙ্গেই পরীক্ষা হইয়া যায়, যে ঐ গুলিও তাঁহার নিজ শরীরের ন্যায় মল-মূত্রাদিময় ও রক্ত ও মাংসপিণ্ড মাত্র, অতএব তাহাও মলিন ভিন্ন আর কিছুই নহে, এজন্য যোগী নিজ শরীরের সহিত অপর প্রাণীর শরীরের সংঘটন করিতে ঘৃণা বোধ করেন ও কাজেই সদা পৃথক থাকেন। (আমরা সাধারণতঃ চর্ম্ম, রক্ত, মাংস, অস্থি, মজ্জাদিযুক্ত মলমূত্রাদি পরিপূর্ণ শরীর অথবা মলমূত্রাদির স্থানকেই, যথা স্থুল শরীর বা স্ত্রীকায়াদিকেই, যাহা বাস্তবিক অত্যন্ত অপবিত্র পদার্থ, তাহাকেই মোহবশতঃ অত্যন্ত পবিত্র বলিয়া জ্ঞান করি, বলিতে কি, আমরা মোহান্ধবশতঃ অর্থাৎ অবিদ্যাহেতু এক পদার্থকে অন্যরূপে দর্শন করিয়া থাকি, (যাহা বাস্তবিক অত্যন্ত অপবিত্র ও কুশ্রী তাহাদিগকেই অত্যন্ত পবিত্র ও সৌন্দর্য্যের আধার বলিয়া জ্ঞান করি, পরন্তু যোগী যখন বিচার ও ধ্যান দ্বারা তাঁহার বাহ্য ও অন্তর শরীরের সমস্ত অবয়ব বিষয় দেখিতে পান ও তদ্বিষয়ে ধ্যান করেন, তখন তিনি মোহান্ধে বশীভূত হইয়া স্থুল শরীরের পরস্পর সংঘটন আগ্রহ প্রকাশ করা দূরে থাকুক বরং সম্পূর্ণরূপে ঘৃণা করিয়া থাকেন, ও কাজেই তখন তাহার পৃথক থাকিবার অভিলাষা জন্মে—অনুবাদক)।।৩৩।।

এই জন্য শাস্ত্রকার বলিতেছেন যে, শৌচ সাধনের অন্য ফল এই যে (কিঞ্চ) শৌচ সাধন জন্য যোগীর অন্তঃকরণের শুদ্ধি সম্পাদিত হইলে, মনের প্রসন্নতা ও একাগ্রতা ঘটে, ও ইন্দ্রিয়গণ বশীভূত হয়, এবং তখন যোগী আত্মদর্শনে সমর্থ হন, অর্থাৎ আত্মাকে জানিবার বা দেখিবার যোগ্যতা প্রাপ্ত হন।।৩৪।।

এক্ষণে সন্তোষ সাধনে কীরূপ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, শাস্ত্রকার তাহা বর্ণন করিতেছেন যথা—

(সন্তোষাদ০) অর্থাৎ পূর্বোক্ত সন্তোষ সাধন করিতে পারিলে অত্যুত্তম অর্থাৎ সর্বোত্তম সুখ প্রাপ্তি হয়, যাহাকে মোক্ষ সুখ বা মোক্ষানন্দ বলে।।৩৫।।

(কায়েন্দ্রিয়০) অর্থাৎ পূর্বোক্ত রীত্যানুসারে তপঃ সাধন করিতে পারিলে, যোগীর শরীর ও ইন্দ্রিয় অশুদ্ধি হেতু ক্ষয় বা নাশ হইতে দৃঢ় হয়, এজন্য সদা তিনি রোগ রহিত হইয়া থাকেন, (রোগের অন্তরায় বা বিঘ্ন সকল নষ্ট হইলে আর শরীরে রোগের সম্ভাবনা থাকে না, এজন্য যোগীর শরীর নীরোগ হয়—অনুবাদক)।।৩৬।।

(স্বাধ্যায়) অর্থাৎ পূর্বোক্ত প্রকারে স্বাধ্যায় সাধন করিতে পারিলে ইষ্ট বা অভিলষিত দেবতা অর্থাৎ পরমাত্মার সহিত সংপ্রয়োগ অর্থাৎ যোগযুক্ত হওয়া যায়, অর্থাৎ যোগী পরমেশ্বরের অনুগ্রহরূপ সহায় বলের সহিত যোগী আপন আত্মার শুদ্ধি, সত্যাচরণ ধর্ম্মযুক্ত পুরুষকার এবং প্রেমের সংপ্রয়োগ অর্থাৎ সংযোগ দ্বারা শীঘ্রই মুক্তি প্রাপ্ত হইতে সমর্থ হন। কেহ কেহ সংপ্রয়োগ শব্দে দর্শন বা সাক্ষাৎকার এরূপ অর্থ করেন, তাহাদিগের মতে উপরোক্ত সূত্রের অর্থ এই যে, স্বাধ্যায় অর্থাৎ প্রমাণাদির অর্থ বিচার পূ র্বক তাহার ধ্যান অথবা বেদাদিসত্যশাস্ত্রের পঠপাঠনাদিদ্বারা ইষ্টদেবতা অর্থাৎ অভিলষিত দেবতা অর্থাৎ পরমাত্মার দর্শন লাভ হয়, অর্থাৎ সাক্ষাৎকার হয়, যদিচ এই অর্থের সহিত স্বামীজীর অর্থের বিরোধ নাই, পরন্তু এরূপও কোন কোন ভাষ্যকার অর্থ করেন, তাহাই প্রদর্শিত হইল। স্বামীজীর অর্থ এইরূপ অর্থাপেক্ষা অনেক গভীর ও যুক্তিযুক্ত।—অনুবাদক)।।৩৭।।

(সমাধি) পূ র্বোক্ত ঈশ্বর প্রণিধান রূপ সাধন বলে উপাসক যোগী অতি সুগমতার সহিত সমাধিযোগ প্রাপ্ত হইতে সমর্থ হন।।৩৮।। তথা —

''তত্র স্থিরসুখমাসনম্।।৩৯।। পা০২ সূ০৪৬।

ভাষ্যম্ ঃ- তদ্যথা পদ্মাসনং, বীরাসনং, ভদ্রাসনং, স্বস্তিকং, দণ্ডাসনং, সোপাশ্রয়ং, পর্য্যঙ্কং, ক্রৌঞ্চনিষদনং, হস্তিনিষদনম্ উষ্ট্রনিষদনং, সমসংস্থানং, স্থিরসুখং, য়থাসুখং চেত্যেবমাদীনি।''

পদ্মাসনাদিকমাসনং বিদধ্যাৎ, য়দ্বা য়াদৃশীচ্ছা তাদৃশমাসনং কুর্য্যাৎ।।৩৯।।

''ততো দ্বন্দ্বানভিঘাতঃ।।৪০।। পা০২ সূ০ ৪৮।

ভাষ্যম্ ঃ- শীতোষ্ণাদিভির্দ্বন্দ্বৈরাসনজয়ান্নাতিভূয়তে।।৪০।।''

তস্মিন সতি শ্বাসপ্রশ্বাস য়োর্গতিবিচ্ছেদঃ প্রাণায়ামঃ।।৪১।।

ভাষ্যম ঃ- সত্যাসনজয়ে বাহ্যস্য বায়োরাচমনং শ্বাসঃ, কোষ্ঠ্যস্য বায়োর্নিস্সারণং প্রশ্বাসস্তয়োর্গতিবিচ্ছেদ উভয়াভাবঃ প্রাণায়ামঃ।''

আসনে সম্যক্ সিদ্ধে কৃতে বাহ্যাভ্যন্তরগমনশীলস্য বায়োর্য়ুক্ত্যা শনৈঃ শনৈরভ্যাসেন জয়করণমর্থাৎ স্থিরীকৃত্যং গত্যভাবকরণং প্রাণায়ামঃ।।৪১।।

''স তু''—বাহ্যভ্যন্তরস্তম্ভবৃত্তির্দেশকালসংখ্যাভিঃ পরিদৃষ্টো দীর্ঘসূক্ষ্ম।।৪২।। পা০২ সূ০ ৫০।

ভাষ্যম্ ঃ- য়ত্র প্রশ্বাশপূর্বকো গত্যভাবঃ স বাহ্যঃ। য়ত্র শ্বাসপূ র্বকো গত্যভাবঃ স আভ্যন্তরঃ। তৃতীয়ঃ স্তম্ভবৃত্তির্য়ত্রোভয়াভাবঃ সকৃৎপ্রয়ত্নাদ্ভবতি। য়থা তপ্তে ন্যাস্তমুপলে জলং স র্বতঃ সঙ্কোচমাপদ্যতে তথা দ্বয়োর্য়ুগপদ্ গত্যভাব ইতি।

বালবুদ্ধিভিরঙ্গুল্যঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নাসিকাছিদ্রমবরুধ্য য়ঃ প্রাণায়ামঃ ক্রিয়তে স খলু

শিষ্টৈস্ত্যাজ্য এবাস্তি। কিন্ত্বত্র বাহ্যাভ্যন্তরাঙ্গেষু শান্তিশৈথিল্যে সম্পাদ্য সর্বঙ্গেষু য়থাবৎ স্থিতেষু সৎসু বাহ্যদেশং গতং প্রানং তত্রৈব য়থাশক্তি সংরুধ্য প্রথমো বাহ্যখ্যঃ প্রাণায়ামঃ কর্ত্তব্যঃ। তথোপাসকৈর্য়ো বাহ্যদ্দেশাদন্তঃ প্রবিশতি তস্যাভ্যন্তর এব য়থাশক্তি নিরোধঃ ক্রিয়তে, স আভ্যন্তরো দ্বিতীয়ঃ সেবনীয়ঃ। এবং বাহ্যাভ্যন্তরাভ্যামনুষ্ঠিতাভ্যাং দ্বাভ্যাং কদাচিদুভয়োর্য়ুগপৎ সংরোধো য়ঃ ক্রিয়তে, স স্তম্ভবৃত্তিস্তৃতীয়ঃ প্রাণায়ামোऽভ্যসনীয়ঃ।।৪২।।

'বাহ্যভ্যন্তরবিষয়াক্ষেপী চতুর্থঃ।।৪৩।।' পা০২ সূ০ ৫১।।

ভাষ্যম্ ঃ- দেশকালসংখ্যাভির্বাহ্যবিষয়ঃ পরিদৃষ্ট আক্ষিপ্তঃ তথাऽऽভ্যন্তরবিষয়ঃ পরিদৃষ্ট আক্ষিপ্তঃ, উভয়থা দীর্ঘসূক্ষ্মঃ। তৎপূর্বকো ভূমিজয়াৎ ক্রমেনোভয়োর্গত্যভাবশ্চতুর্থঃ প্রাণায়ামঃ। তৃতীয়স্তু বিষযানালোচিতো গত্যভাবঃ সকৃদারব্ধ এব দেশকালসংখ্যাভিঃ পরিদৃষ্টো দীর্ঘসূক্ষ্মঃ। চতুর্থস্তু শ্বাসপ্রশ্বাসয়োবিষয়াবধারণাৎ ক্রমেণ ভূমিজয়াদুভয়াক্ষেপপূর্বকো গত্যভাবশ্চতুর্থঃ প্রাণায়ামঃ, ইত্যয়ং বিশেষ ইতিঃ।

য়ঃ প্রাণায়াম উভয়াক্ষেপী স চতুর্থো গদ্যতে। তদ্যথা য়দোদরাদ্ বাহ্যদেশং প্রতিগন্তং প্রথমক্ষণে প্রবর্ত্ততে তং সংলক্ষ্য পুনঃ বাহ্যদেশং প্রত্যেব প্রাণাঃ প্রক্ষেপ্তব্যাঃ। পুনশ্চ য়দা বাহ্যাদ্দেশাদাভ্যন্তরং প্রথমমাগচ্ছেত্তমাভ্যন্তর এব পুনঃ পুনঃ য়থাশক্তি গৃহীত্বা তত্রৈব স্তম্ভয়েৎ স দ্বিতীয়ঃ।। এবং দ্বয়োরেতয়োঃ ক্রমেণাভ্যাসেন গত্যভাবঃ ক্রিয়তে, স চতুর্থঃ প্রাণায়ামঃ। য়স্তু খলু তৃতীয়োऽস্তি স নৈব বাহ্যভান্তরাভ্যাসস্যাপেক্ষাং করোতি, কিন্তু য়ত্র য়ত্র দেশে প্রাণো বর্ত্ততে তত্র তত্রৈব সকৃৎ স্তম্ভনীয়ঃ। য়থা কিমপ্যদ্ভুতং দৃষ্টা মনুষ্যশ্চকিতো ভবতি তথৈব কার্য্যমিত্যর্থঃ।।৪৩।।

।।ভাষার্থ।।

(তত্র স্থিরসুখমাসনং) অর্থাৎ যদ্দ্বারা সুখ পূর্বক শরীর ও আত্মার স্থিরতা সম্পাদিত হয়, তাহাকে আসন বলে, অথবা যেরূপ রুচি হয়, তদনুযায়ী আসন বা উপবেশন করা কর্ত্তব্য। (কাহার কাহার মতে, স্থিরভাবে অধিক কাল পর্য্যন্ত, যখন পদ্মাসন, বীরাসন, ভদ্রাসন আদি বিবিধ প্রকার আসনে উপবেশন করিয়াও শরীর ও আত্মায় ক্লেশানুভব হয় না, তাহাকেই আসন বা আসনসিদ্ধি বলে।—অনুবাদক)।

(ততো দ্বন্দ্বানভিঘাতঃ) অর্থাৎ যখন আসন দৃঢ় বা সিদ্ধ হয়, তখন উপাসকের উপাসনা করিতে কিছুমাত্র কষ্টানুভব হয় না, এবং শীত গ্রীষ্মাদি ক্লেশ সকলও তাহার পক্ষে কষ্টদায়ক বা বাধা কারক হয় না।।৪০।।

(তস্মিন্‌সতি০) অর্থাৎ আসন জয় বা সিদ্ধি হইলে, শ্বাস প্রশ্বাস অর্থাৎ যে বহিঃস্থিত বায়ু অন্তরে প্রবিষ্ট হয়, তাহাকে শ্বাস বলে এবং যে অন্তরের বায়ুকে বাহিরে নিঃসরণ করা যায় তাহাকে প্রশ্বাস বলা হয়, এই দ্বিবিধ বায়ুর উভয়বিধ ক্রিয়া বিচার পূর্বক নিরোধ করাকে প্রাণায়াম ক্রিয়া অর্থাৎ নাসিকা রন্ধ্রে হস্তাদি দ্বারা ঐ বায়ু দ্বয়কে রুদ্ধ না করিয়া,

কেবল জ্ঞান দ্বারা উক্ত দ্বিবিধ বায়ু নিরোধ করাকে প্রাণায়াম বলে। ।৪১। ।

এই প্রাণায়াম চারিপ্রকার হইয়া থাকে যথা—(স তু বাহ্যাভ্যন্তর০) ১ম বাহ্য, ২য় আভ্যন্তর, ৩য় স্তম্ভবৃত্তি এবং ৪র্থ বাহ্য ও আভ্যন্তর বিষয়ক। উপরোক্ত চারি প্রকার প্রাণায়াম নিম্নলিখিত প্রকারে সম্পন্ন করিতে হয় যথা—

যখন অন্তর হইতে বাহিরে শ্বাস প্রবাহিত হয়, তখন ঐ বায়ুকে বাহিরেই রুদ্ধ করিবে, ইহাকেই ১ম প্রাণায়াম বলে, যখন বাহিরে হইতে শ্বাস অন্তরে গমন করে, তখন অন্তরে যথাসাধ্য ঐ প্রবিষ্ট বায়ুকে রুদ্ধ করিবে, ইহাকে ২য় প্রাণায়াম বলে, তৃতীয় স্তম্ভবৃত্তি অর্থাৎ বায়ুকে যথাস্থানে একবারেই সুখের সহিত যতক্ষণ রুদ্ধ বা অবরোধ করিতে পারা যায়, তাবৎ কাল পর্য্যন্ত রুদ্ধ রাখাকে স্তম্ভবৃত্তি বলে, অর্থাৎ বাহিরের বায়ু অন্তরে প্রবিষ্ট না করিয়া, অথবা অন্তরের বায়ু বাহিরে নিঃসরণ না করিয়াই, যেস্থানে ঐ বায়ু রহিয়াছে উহাকে তথাস্থানেই ও তদবস্থাতেই সাধ্যানুসারে সুখের সহিত অবরোধ করাকে, স্তম্ভবৃত্তি বলা হয়। এইরূপে যখন শ্বাস অন্তর হইতে বাহিরে নিঃসরণ হয় তখন বাহিরেই যথাসাধ্য অল্প অল্প করিয়া ঐ বায়ুকে অন্তরে প্রবিষ্ট হইতে না দিয়া যথাশক্তি, শ্বাসক্রিয়া রুদ্ধ রাখা, এবং যখন বহির্দেশ হইতে বায়ু অন্তরে প্রবিষ্ট হয়, তখন অন্তরেই ঐ বায়ুকে যথাসাধ্য অল্প অল্প করিয়া রুদ্ধ করাকে বাহ্যাভ্যন্তর ক্ষেপী ৪র্থ প্রাণায়াম বলা হয়। এই চারিপ্রকার প্রাণায়ামের অনুষ্ঠান করিলে চিত্ত নির্ম্মল হইয়া উপাসনায় স্থির থাকে। ।৪২। ।

ততঃ ক্ষীয়তে প্রকাশাবরণম্। ।৪৪। । পাং২সূং৫২। ।

ভাষ্যম্ ঃ- এবং প্রাণায়ামাভ্যাসাদ্ য়ৎ পরমেশ্বরস্যান্তর্য়্যামিনঃ প্রকাশে সত্যবিবেকস্যাবরণাখ্যমজ্ঞানমস্তি, তৎ ক্ষীয়তে ক্ষয়ং প্রাপ্নোতীতি। ।৪৪। ।

'কিং চ' — ধারণাসু চ যোগ্যতা মনসঃ। ।৪৫। । পাং২ সূং৫২। ।

ভাষ্যম্ ঃ- এবং প্রাণায়ামাভ্যাসাদ্ প্রচ্ছর্দনাবিধারণাভ্যাং বা প্রাণস্যে'তি বচনাৎ। প্রাণায়ামানুষ্ঠানেনোপাসকানাং মনসো ব্রহ্মধ্যানে সম্যগ্‌য়োগ্যতা ভবতি। ।৪৫। ।

''অথ কঃ প্রত্যাহারঃ—

স্ববিষয়াসম্প্রয়োগে চিত্তস্য স্বরুপানুকার ইবেন্দ্রিয়াণাং প্রত্যাহারঃ। ।৪৬। ।'' পা০২ সূ০৫৪

ভাষ্যম্ ঃ- য়দা চিত্তং জিতং ভবতি, পরমেশ্বরস্মরণালম্বনাদ্ বিষয়ান্তরে নৈব গচ্ছতি, তদেন্দ্রিয়াণাং প্রত্যাহারোঽর্থান্নিরোধো ভবতি। কস্য কেষামিব ? য়থা চিত্তং পরমেশ্বরস্বরূপস্থং ভবতি তস্মৈবেন্দ্রিয়াণ্যপি, অর্থাচ্চিত্তে জিতে সর্বমিন্দ্রিয়াদিকং জিতং ভবতীতি বিজ্ঞেয়ম্। ।৪৬। ।

ততঃ পরমাবশ্যতেন্দ্রিয়াণাম্। ।৪৭। । পা০২ সূ০৫৪

ভাষ্যম্ ঃ- ততস্তদনন্তরং স্বস্ববিষয়াসং প্রয়োগেঽর্থাৎ স্বস্ববিষয়ান্নিবৃতৌ সত্যামিন্দ্রিয়াণাং পরমাবশ্যতা য়থাবদ্ বিজয়ো জায়তে। স উপাসকো য়দা য়দেশ্বরোপাসনং কর্ত্তুং প্রবর্ত্ততে, তদা তদৈব চিত্তস্যেন্দ্রিয়াণাং চ বশ্যত্বং কর্ত্তুংশক্নোতীতি।।৪৭।।

''দেশবন্ধশ্চিত্তস্য ধারণা।।৪৮।। পা০৩ সূ০১

ভাষ্যম্ ঃ- নাভিচক্রে হৃদয়পুণ্ডরীকে, মূর্দ্ধি, জ্যোতিষি, নাসিকাগ্রে, জিহ্বাগ্র, ইত্যেবমাদিষু দেশেষু বাহ্যে বা বিষয়ে চিত্তস্য বৃত্তিমাত্রেণ বন্ধ ইতি বন্ধো ধারণা।।৪৮।।''

তত্র প্রত্যয়ৈকতানতা ধ্যানম্।।৪৯।। পা০৩ সূ০২।

ভাষ্যম্ ঃ- তস্মিন্ দেশে ধ্যেয়ালম্বনস্য প্রত্যয়স্যৈকতানতা সদৃশঃ প্রবাহঃ প্রত্যয়ান্তরেণাপরামৃষ্টো ধ্যানম্।।৪৯।।

তদেবার্থমাত্রনির্ভাসং স্বরূপশূন্যমিব সমাধিঃ।।৫০।। পা০৩ সূ০৩।

ভাষ্যম্ ঃ- ধ্যানসমাধ্যোরয়ং ভেদঃ—ধ্যানে মনসো ধ্যাতৃধ্যানধ্যেয়াকারেণ বিদ্যমানা বৃত্তির্ভবতি। সমাধৌ তু পরমেশ্বরস্বরূপে তদানন্দে চ মগ্নঃ স্বরূপশূন্য ইব ভবতীতি।।৫০।।

''ত্রয়মেকত্র সংয়মঃ।।৫১।। পা০৩ সূ০৪।

ভাষ্যম্ ঃ- তদেতদ্ ধারণাধ্যানসমাধিত্রয়মেকত্র সংয়মঃ। একবিষয়াণি ত্রীণি সাধনানি সংয়ম ইত্যুচ্যতে। তদস্য ত্রয়স্য তান্ত্রিকী পরিভাষা সংয়ম ইতি।।৫১।।''

সংয়মশ্চোপাসনায়া নবমাঙ্গম্।

।।ভাষার্থ।।

(ততঃক্ষীয়তে প্রকাশাবরণম্) এইরূপে প্রাণায়াম দ্বারা উপাসনা করিলে, আত্মার প্রকাশ বা জ্ঞানের আবরণ স্বরূপ যে অজ্ঞান, তাহা নিত্যপ্রতি নষ্ট হইয়া যায় এবং ক্রমে ক্রমে জ্ঞানের প্রকাশ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে।।৪৪।।

পুনঃ ঐ প্রাণায়াম অভ্যাস দ্বারা কীরূপ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাই শাস্ত্রকার বলিতেছেন (কিঞ্চ ধারণাসুযোগ্যতা মনসঃ) অর্থাৎ পরমেশ্বরের মধ্যে মন ও আত্মার ধারণা হইলে, উপাসনাযোগ ও জ্ঞানের যোগ্যতা ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে পাইতে মোক্ষ পর্য্যন্ত প্রাপ্ত করাইয়া দেয়, পুনশ্চ ইহার দ্বারা ব্যাবহারিক ও পারমার্থিক উভয় প্রকার বিবেক উৎপন্ন হয়, এজন্য এই গুলিকে প্রাণায়ামের ফলস্বরূপ জানিবে।।৪৫।।

(স্ব বিষয়া) অর্থাৎ পুরুষ বা যোগী যখন নিজ মনকে জয় করিতে অর্থাৎ স্ববশে আনিতে সমর্থ হন, তখন অপরাপর বাহ্যেন্দ্রিয়গণ তৎসঙ্গেই অনায়াসেই ঐ যোগীর বশীভূত হইয়া থাকে, যেহেতু সমগ্র ইন্দ্রিয়গণের একমাত্র মনই পরিচালক, (অতএব মনকে জয় করিতে পারিলেই অপরাপর ইন্দ্রিয়ণ আপনা আপনই বশীভূত হইয়া যায়—অনুবাদক)।।৪৬।।

এইজন্য (ততঃ পরং) উক্ত যোগীপুরুষগণ জিতেন্দ্রিয় হইয়া যেস্থানে ইচ্ছা, সেই স্থানে নিজ মনকে স্থির বা চালনা করিতে সমর্থ হন, পুনশ্চ এইরূপ যোগী জ্ঞানলাভ করিয়া সদা সত্যের প্রতি সন্তোষ ও অসত্যের প্রতি অসন্তুষ্ট থাকেন, (অর্থাৎ তখন তাহার যথার্থ জ্ঞান লাভ হওয়ায়, যাহা কিছু সত্য, তাহাই তাহার প্রীতিরকারণ হয়, ও যাহা কিছু অসত্য তাহাই তাহার অপ্রীতি হেতু ত্যাজ্য হইয়া থাকে— অনুবাদক)। ।৪৭। ।

(দেশবন্ধশ্চিত্তস্য ধারণা) উপাসনা যোগের পূর্বোক্ত পাঁচটী অঙ্গ সিদ্ধ হইলে, যোগী ষষ্ঠাঙ্গরূপ ধারণা সাধনকে যথাবৎ প্রাপ্ত হন। অর্থাৎ মনের চাঞ্চল্য নষ্ট করিয়া, নাভিচক্রে, হৃদয়পুণ্ডরীকে বা হৃৎপদ্মে মস্তকস্থ জ্যোতি তে নাসিকাগ্রে জিহ্বার অগ্রভাগ আদি আধ্যাত্মিক প্রদেশে চিত্তবৃত্তিকে স্থির করিয়া ও৩ম্‌কারের জপ অর্থাৎ ঐ শব্দ মনে মনে উচ্চারণ ও তৎসঙ্গে তাহার অর্থভাবনা পূর্বক, সেই পরমাত্মা বিষয়ে বিচারে প্রবৃত্ত হন। ।৪৮। ।

(তত্র প্রত্যয়ৈকতানতা ধ্যানম্) ধারণার পশচাৎ ঐ সকল আধ্যাত্মিক প্রদেশে (বিষয়ান্তর হইতে চিত্তবৃত্তিকে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া, যে বিষয় ধারণা করা যায়, তদ্বিষয়ে বারংবার সদৃশরূপে সেই বৃত্তিকে কিছুকালজন্য স্থিত রাখাকে ধ্যান বলে,—অনুবাদক) অর্থাৎ ধারণা সাধনের অন্তর, উপরোক্ত যে কোন আধ্যাত্মিক প্রদেশে যোগী ধারণা করিয়াছেন, সেই ধ্যান ও আশ্রয় গ্রহণ করিবার উপযুক্ত স্থানে যে অন্তর্যামী ব্যাপক পরমেশ্বর বিদ্যমান রহিয়াছেন, তাঁহারই প্রকাশ ও আনন্দে অত্যন্ত বিচার ও প্রেমভক্তি সহকারে প্রবেশ করা অথবা তাহাতে প্রবিষ্ট হওয়াকে, অর্থাৎ যেরূপ সমুদ্র মধ্যে নদী সকল প্রবেশ করে, তদ্রূপ যোগী যেন সে সময় ঈশ্বর ভিন্ন অন্য কোন পদার্থ স্মরণ বা ধ্যান না করেন, পরন্তু সেই অন্তর্যামী স্বরূপ ও সেই অন্তর্যামীর জ্ঞানমধ্যে মগ্ন হইয়া যাওয়াকেই ধ্যান বলা যায়। এই সপ্তাঙ্গের ফল সমাধি। ।৪৯। ।

(তদেবার্থ) যেরূপ অগ্নি মধ্যে লৌহ অগ্নির রূপ প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তদ্রূপ পরমেশ্বরের জ্ঞানে প্রকাশিত হইয়া জীবাত্মা যখন নিজ শরীরে অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইয়া, পরমেশ্বরে প্রকাশস্বরূপ আনন্দ ও জ্ঞানদ্বারা পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হন, তদবস্থাকেই সমাধি বলা হয়। ধ্যান ও সমাধির মধ্যে প্রভেদ এই যে, ধ্যানকালে ধ্যানকারী যে পদার্থের ধ্যান করেন, তখন তাহার চিত্তমধ্যে ধ্যাতা, ধ্যান ও ধ্যেয়, এই তিনপদার্থের জ্ঞান বিদ্যমান থাকে, পরন্তু সমাধিকালে কেবল পরমেশ্বরেরই আনন্দস্বরূপ জ্ঞানে আত্মা মগ্ন থাকে, এজন্য তখন তাহার (যোগীর) ধ্যাতা, ধ্যেয় ও ধ্যান এই ত্রিবিধভাব জ্ঞান থাকে না। যেরূপ মনুষ্য জলে (স্নানকালীন) ডুব প্রদান বা মগ্ন হইয়া কিয়ৎকাল জল মধ্যে থাকিয়া পুনঃ বাহির হন, তদ্রূপ জীবাত্মা (সবিকল্প সমাধিকালে) তৎকালের জন্য পরমেশ্বরে মগ্ন হইয়া পুনঃ তাহা হইতে বাহির হইয়া যান। ।৫০। ।

(ত্রয়মেকত্র সংয়মঃ) যে স্থানে ধারণা করা যায়, সেই স্থানেই ধ্যান ও সমাধি করিতে হয়. অর্থাৎ এক কালে ধারণা, ধ্যান ও সমাধি সন্মীলনে ধ্যান যোগ্য পরমেশ্বরে মগ্ন হওয়াকে সংযম বলে, অর্থাৎ ধারণা সংযুক্ত ধ্যান ও ধ্যান সংযুক্ত সমাধির অনুষ্ঠানকে সংযম বলে, ইহাদিগের মধ্যে যদিও সূক্ষ্ম কাল সম্বন্ধে অনেক প্রভেদ আছে, পরন্তু যখন যোগী সমাধি প্রাপ্ত হন, তখন সেই সেই সমাধিজন্য আনন্দের মধ্যে এই তিন প্রকার সাধনের ফল একপ্রকার হইয়া যায় । ।৫১ । ।

অথোপাসনাবিষয়ে উপনিষদাং প্রমাণানি –

নাবিরতো দুশ্চরিতান্নাশান্তো নাসমাহিতঃ ।
নাশান্তমানসো বাপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ । ।১ । । কঠোপনি০ বল্লী০২ । মং০২৪ । ।

তপঃ শ্রদ্ধে য়ে হ্যুপবসন্ত্যরণ্যে শান্তা বিদ্বাংসো ভৈক্ষ্যচর্য্যাং১ চরন্তঃ । সূর্য্যদ্বারেণ তে বিরজাঃ প্রয়ান্তি যত্রামৃতঃ স পুরুষো হ্যব্যয়াত্মা । ।২ । ।

[মুন্ডকোপনি০] মুণ্ড০ ১ খং২ মং০১১

অথ য়দিদমস্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরং পুণ্ডরীকং বেশ্ম দহরোऽস্মিন্নন্তরাকাশস্তস্মিন্ য়দন্তস্তদন্বেষ্টব্যং তদ্বাব বিজিজ্ঞাসিতব্যমিতি । ।৩ । ।

তং চেদ্ ব্রুয়ুর্য়দিদমস্মিন্ ব্রহ্ম পুরে দহরং পুণ্ড পুণ্ডরীকং বেশ্ম দহরোऽস্মিন্নন্তরাকাশঃ কিং তদত্র বিদ্যতে য়দন্বেষ্টব্যং য়দ্বাব বিজিজ্ঞাসিতব্যমিতি । ।৪ । ।

স ব্রুয়াদ্যাবান্বা অয়মাকাশস্তাবানেষোऽন্তর্হৃদয় আকাশ উভে অস্মিন্দ্যাবাপৃথিবী অন্তরেব সমাহিতে, উভাবগ্নিশ্চ বায়ুশ্চ সূর্য্যাচন্দ্রমসাবুভৌ বিদ্যুন্নক্ষত্রাণি য়চ্চাস্যেহাস্তি য়চ্চ নাস্তি সর্বং তদস্মিন্ সমাহিতমিতি । ।৫ । ।

তং চেদ্ব্রূয়ুরস্মিꣳশ্চেদিদং ব্রহ্মপুরে স র্বꣳসমাহিতꣳসর্বাণি চ ভূতানি স র্বে চ কামা য়দৈনজ্জরাবাপ্নোতি প্র বꣳসতে বা কিং ততোऽতিশিষ্যত ইতি । ।৬ । ।

স ব্রূয়ান্নাস্য জরয়ৈতজ্জীর্য়তি, ন বধেনাস্য হন্যত এতৎ সত্যং ব্রহ্মপুরমস্মিন্ কামাঃ সমাহিতা এষ আত্মাऽপহতপাম্পা বিজরো বিমৃত্যুর্বিশোকো বিজিঘৎসোऽপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পো য়থা হ্যেবেহ

প্রজা অন্বাবিশন্তি য়তানুশাসনং য়ং য়মন্তভিকামা ভবন্তি য়ং জনপদং য়ং ক্ষেত্রভাগং তং তমেবোপজীবন্তি। ।৭। ।

ছান্দোগ্যোপনি০ প্রপা০ ।৮। খং০১ মং০১ ।২ ।৩ ।৪ ।৫।

অস্য সর্বস্য ভায়ায়ামভিপ্রায়ঃ প্রকাশয়িশ্যতে।

। । ভাষার্থ। ।

এই উপাসনা যোগ, দুষ্ট মনুষ্যের সিদ্ধি হয় না, কারণ (মাবিরতো) যে পর্য্যন্ত মনুষ্য দুষ্ট কার্য্য হইতে পৃথক হইয়া, আপন মনকে শান্ত ও নিজ আত্মাকে (ধর্ম্মযুক্ত) পুরুষাকারে রত এবং অন্তরের ব্যবহারকে শুদ্ধ করিতে না পারেন, তাবৎ তিনি যতই কিছু পাঠ বা শ্রবণ করুন না কেন, তাঁহার পক্ষে কদাপি পরমেশ্বর প্রাপ্তি সম্ভব নহে। ।১। ।

(তপঃ শ্রদ্ধে) যেজন ধর্মাচরণ দ্বারা পরমেশ্বর ও তাঁহার আজ্ঞায় অত্যন্ত প্রেম করিয়া অরণ্যে অর্থাৎ শুদ্ধ হৃদয়রূপী বনে স্থিরতার সহিত নিবাস করেন, তিনিই পরমেশ্বরের সমীপে বাস করেন। যাহারা অধর্মকে পরিত্যাগ ও ধর্মাচরণে দৃঢ় এবং বেদাদি সত্য বিদ্যায় বিদ্বান হন, যিনি ব্রহ্মচর্য্য আদি কর্ম করিয়া সন্যাস বা অন্য কোন আশ্রমে আছেন, এইরূপ গুণশালী মনুষ্য (সূর্য্যদ্বারেণ) প্রাণদ্বার দিয়া পরমেশ্বরের সত্যরাজ্যে প্রবেশপূর্বক (বিরজা) স র্বপ্রকার দোষ হইতে পৃথক হইয়া, পরমানন্দরূপ মোক্ষ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, যে পূর্ণপুরুষ, সকল পদার্থে পরিপূর্ণরূপে বিরাজিত আছেন, যিনি সর্বাপেক্ষা সূক্ষ্ম (অমৃতঃ) যিনি অবিনাশী এবং যাহাতে হানি লাভাদি নাই। এইরূপ পরমেশ্বরকে উপাসক যোগী প্রাপ্ত হইয়া সদা আনন্দে কালয়াপন করেন। ।২। ।

যে সময় উপাসক যোগী এই সমস্ত সাধন দ্বারা পরমেশ্বরের উপাসনা করিয়া তাঁহাতে প্রবিষ্ট (অর্থাৎ মগ্ন বা সমাধিযুক্ত) হইতে চাহেন, তখন তিনি যেন নিম্নলিখিত রীতি (উপায়) অবলম্বন করেন যথা (অথ য়দিদং) অর্থাৎ কণ্ঠের নিম্নভাগ ও বক্ষস্থলের মধ্যে এবং উদরের উপরিভাগে যে হৃদ্দেশ আছে, যাহাকে ব্রহ্মপুর বা পরমেশ্বরের নগর বলা যায়, তন্মধ্যে যে গর্ত্ত সদৃশ ছিদ্র আছে, তাহাতে পদ্মপুষ্পাকার বেশ্ম অর্থাৎ অবকাশরূপ যে এক (আধ্যাত্মিক) স্থান আছে, তন্মধ্যে (বা তথায়) স র্বশক্তিমান পরমাত্মা যিনি অন্তর ও বহির্দেশে সদা একরস হইয়া পরিপূর্ণ রহিয়াছেন, সেই আনন্দস্বরূপ পরমেশ্বরকে ঐ প্রকাশিত স্থানে (ধারণা, ধ্যান ও সমাধি বলে) অন্বেষণ করিলে জীব তাহাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন (অর্থাৎ যোগী তাঁহার স্বরূপানুভব করিতে সমর্থ হন—অনুবাদক) উপরোক্ত হৃদপদ্ম স্থানাপেক্ষা পরমাত্মার অন্বেষণের জন্য অধিক উপযোগী ও উত্তম স্থান বা মার্গ নাই। ।৩। ।

আর যদি কেহ এরূপ প্রশ্ন করেন যে (তংচেদ ব্রূয়ু) ঐ হৃদয়াকাশে এমন কি পদার্থ স্থিত আছে, সে যদি তথায় তাহার অন্বেষণ করা না যায় (তবে তাহাতেই বা ক্ষতি কি—অনুবাদক) ইহার উত্তর এই যে। ।৪। ।

(স ব্রূয়াদ্যা০) হৃদ্দেশে যে পরিমাণ আকাশ বিদ্যমান আছে, তাহা সেই অন্তর্যামী পরমাত্মা দ্বারাই পূর্ণ রহিয়াছে, ঐ হৃদয়াকাশের মধ্যেই সূর্য্যাদির প্রকাশ, তথা পৃথিবী আদি লোক, অগ্নি, বায়ু, সূর্য্য, চন্দ্র, বিদুৎ এবং সমস্ত নক্ষত্রলোকও তন্মধ্যে স্থিত রহিয়াছে (বলিতে কি) যত দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান পদার্থ আছে, তৎসমুদায়ও উহারই সত্তায় বিদ্যমান রহিয়াছে। (মানব শরীরকে ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড বলা যায়, অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত পদার্থই এই মানব শরীরে (সূক্ষ্মভাবে) পরিদৃশ্যমান হয়, এবং যোগীজণ ব্রহ্মাণ্ডের সকল বিষয় এই শরীরেই অনুভব করিতে সমর্থ হন—অনুবাদক)।।৫।।

(তে চেদ ব্রুয়ু) এক্ষণে যদি কেহ এরূপ আশঙ্কা করেন যে, যে ব্রহ্মপুর হৃদয়াকাশে সমগ্র ভূত ও কামনা স্থিরতা প্রাপ্ত হয় (অর্থাৎ যথায় স্থির হইয়া অবস্থান করে) সেই হৃদয়াকাশের বৃদ্ধাবস্থা ঘটিলে পর উহার নাশ হয়। অতএব তন্মধ্যে এমন কি পদার্থ বিদ্যমান থাকে, যাহার অন্বেষণ জন্য আপনি আদেশ প্রদান করিতেছেন ?

এই প্রশ্নের উত্তর এই যে (স-ব্রূয়াৎ) হে ভ্রাতঃ ! শ্রবণ কর (জানিও) যে, ঐ ব্রহ্মপুরে যে পরিপূর্ণ পরমেশ্বর বিরাজিত থাকেন, তাহার কদাপি বৃদ্ধাবস্থা অথবা নাশ কিছুই ঘটে না, তাহাকে সত্য ব্রহ্মাণ্ডপুর বলা যায়, যথায় সমগ্র কাম পরিপূর্ণ হইয়া যায়।। (বলিতে কি) উহা (অপহত পাম্পা) অর্থাৎ সকল প্রকার পাপ রহিত শুদ্ধ স্বভাব, (বিরজ) জরাবস্থা রহিত, (বিশোকঃ) শোক রহিত, (বিজিঘৎসোऽপি) আহারাদির ইচ্ছা রহিত, (অর্থাৎ যাহার আহার বা পানের ইচ্ছাদি নাই)। (সত্যকামঃ) যাহার সমস্ত কাম বা কামনা সত্য, (সত্য সংকল্প) যাহার সমস্ত সংকল্পও সত্য, এইরূপ আকাশ মধ্যে প্রলয়কালে সমস্ত প্রজাগণ প্রবেশ করিয়া থাকে (অর্থাৎ সেই খম্ ব্রহ্মরূপী পরমাত্মার ব্যাপকতায় সমগ্র জীব ও সৃষ্টি প্রলয়কালে স্থিত থাকে—অনুবাদক), এবং তৎপরে তাঁহারই রচনা দ্বারা পুনরুৎপত্তিকালে সমস্ত প্রকাশিত হইয়া থাকে, এজন্য পূর্বোক্ত উপাসনা দ্বারা যে যে কাম, যে যে দেশ ও যে যে ক্ষেত্রভাগ অর্থাৎ অবকাশের ইচ্ছা করেন, তৎসমুদায়ই যথাবৎ প্রাপ্ত হইতে সমর্থ হন।।৭।।

সেয়ং তস্য পরমেশ্বরস্যোপাসনা দ্বিবিধাস্তি—একা সগুণা, দ্বিতীয়া নিগুর্ণা চেতি।

তদ্যথা—'স পর্য্যগাচ্ছুক্র'০ ইত্যস্মিন্ মন্ত্রে শুক্রং শুদ্ধমিতি সগুণোপাসনম্। অকায়মব্রণমস্নাবিরমিত্যাদিনির্গুণোপাসনং চ। তথা—

একো দেবঃ সর্বভুতেষু গূঢ়ঃ সর্বব্যাপী সর্বভুতান্তরাত্মা।
সর্ব্বাধ্যক্ষঃ সর্ব্বভূতাধিবাসঃ সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ।।১।।

[শ্বে০উ০। অ০৬।মং০১১]

ভাষ্যম ঃ- একো দেব ইত্যাদি সগুণোপাসনম্, নির্গুণশ্চেতি বচনান্নির্গুণোপাসনম্। তথা সর্বজ্ঞাদিগুণৈঃ সহ বর্ত্তমানঃ সগুণঃ অবিদ্যাদিক্লেশপরিমাণ-দ্বিত্বাদিসংখ্যা-

শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধাদিগুণেভ্যো নির্গতত্বান্নির্গুণঃ। তদ্যথা—পরমেশ্বরঃ স র্বজ্ঞঃ, স র্বব্যাপী, স র্বাধ্যক্ষঃ, স র্বস্বামী চেত্যাদিগুণৈঃ সহ বর্ত্তমানত্বাৎ পরমেশ্বরস্য সগুণোপাসনং বিজ্ঞেয়ম্, তথা সোऽজোऽর্থাজ্জন্মরহিতঃ, অব্রণঃ ছেদরহিতঃ, নিরাকারঃ, আকাররহিতঃ, অকায়ঃ, শরীরসম্বন্ধরহিতঃ, তথৈব রূপরসগন্ধস্পর্শসংখ্যাপরিমাণাদয়ো গুণাস্তস্মিন্ন সন্তীদমেব তস্য নির্গুণোপাসনং জ্ঞাতব্যম্।

অতো দেহধারণেনেশ্বরঃ সগুণো ভবতি দেহত্যাগেন নির্গুণশ্চেতি য়া মূঢানাং কল্পনাস্তি, সা বেদাদিশাস্ত্রপ্রমাণবিরুদ্ধা বিদ্বদনুভববিরুদ্ধা চাস্তি। তস্মাৎ সজ্জনৈর্ব্যর্থেয়ং রীতিঃ সদা ত্যাজ্যেতি শিবম্। [ইতি সংক্ষেপতঃ ব্রহ্মোপাসনাবিষয়ঃ]

।। ভাষার্থ ।।

উপাসনা দুইপ্রকার ১ম সগুণ ও দ্বিতীয় নির্গুণ যথা ঃ—(স পর্য্যগা) ইত্যাদি মন্ত্রে যেরূপ শুক্র অর্থাৎ জগতের রচনাকারী বা সৃষ্টিকর্ত্তা, বীর্য্যবান্ তথা শুদ্ধ, কবি, মনীষী, পরিভূ ও স্বয়ম্ভূ ইত্যাদি গুণযুক্ত হইলে পরমেশ্বরকে সগুণ বলা হয়, তদ্রূপ অকায়, অব্রণ, অস্নাবির ইত্যাদি গুণের নিষেধ বাচী হওয়ায়, (এইরূপ বিশেষনযুক্ত হইলে), তাহাকে নির্গুণ (ব্রহ্ম) বলা হয়।

(একো দেবা০) অর্থাৎ একমাত্রদেব ইত্যাদি গুণযুক্ত করিয়া বর্ণন করিলে পরমেশ্বর সগুণ এবং (নির্গুণশ্চ) এরূপ বলিলে তাঁহাকে নির্গুণ বলিয়া বুঝা যায়। অর্থাৎ ঈশ্বরকে সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান্, শুদ্ধ, সনাতন, ন্যায়কারী, দয়ালু, ও স র্বব্যাপক, স র্বাধার, মঙ্গলময়, সকলের উৎপাদক ও সকলের স্বামী পরমাত্মার সত্যগুণ সকলের উপাসনা করা, অর্থাৎ পরমেশ্বর যে এইরূপ শুভগুণযুক্ত, তাহা অন্তরে বিচার ও মনন করিয়া, যখন তাঁহার উপাসনা বা ধ্যানাদি করা যায়, তখন তাহাকে সগুণ উপাসনা বলে, পুনশ্চ ঐ পরমেশ্বরকেই, যখন তাঁহার কদাপি জন্ম হয় না, নিরাকার, অকায় অর্থাৎ যিনি কদাপি শরীর ধারণ করেন না, অব্রণ অর্থাৎ যাঁহার শরীরে কোন রূপ ছিদ্রাদি নাই, যিনি শব্দ, স্পর্শ, রূপ রস, গন্ধ যুক্ত হন না অর্থাৎ ইহা হইতে সদা পৃথক, যাঁহাতে দুই, তিন আদি সংখ্যার গণনা নাই বা হইতে পারে না, যাঁহাতে দীর্ঘ, প্রস্থ, লঘুতা বা গুরুতা নাই, অর্থাৎ ইত্যাদি গুণের নিবারক মনে করিয়া, সেই পরমাত্মার স্মরণ বা উপাসনা করাকে নির্গুণ উপাসনা বলা হয়।

অতএব সিদ্ধ হইতেছে যে, মূঢ় লোকেরা যে সচরাচর বলিয়া থাকেন ঈশ্বর দেহধারী হইলেই সগুণ, এবং দেহত্যাগ করিলেই নির্গুণ হইয়া থাকেন, তাহা সর্বথা মিথ্যা, তদ্বিষয় সন্দেহ নাই। মূঢ়জনের উপরোক্ত কল্পনা সকল বেদাদি সত্যশাস্ত্রের প্রমাণের ও বিদ্বানজনের অনুভবের বিরুদ্ধ হেতু, সজ্জনগণের কদাপি এরূপ (ভ্রম) সিদ্ধান্ত সত্য বলিয়া গ্রহণ করা কর্ত্তব্য নহে, পরন্তু পূর্বোক্ত রীত্যানুসারে ঐ পরমাত্মারই উপাসনা করা কর্ত্তব্য।

ইতি সংক্ষেপতো ব্রহ্মোপাসনা বিধানম্

অথ মুক্তিবিষয়ঃ সংক্ষেপতঃ

এবং পরমেশ্বরোপাসনেনাऽবিদ্যাऽধর্ম্মা চরণনিবারণাচ্ছুদ্ধবিজ্ঞানধর্ম্মানুষ্ঠানোন্নতিভ্যাং জীবো মুক্তিং প্রাপ্নোতীতি। অথাত্র য়োগশাস্ত্রস্য প্রমাণানি। তদ্যথা —

অবিদ্যাস্মিতারাগদ্বেষাভিনিবেশাঃ পঞ্চ ক্লেশাঃ।।১।।

অবিদ্যা ক্ষেত্রমুক্তরেষাং প্রসুপ্ততনুবিচ্ছিন্নোদারাণাম্।।২।।

অনিত্যাশুচিদুঃখানাত্মসু নিত্যশুচিসুখাত্মখ্যাতিরবিদ্যা।।৩।।

দৃগ্দর্শনশক্ত্যোরেকাত্মতেবাস্মিতা।।৪।।

সুখানুশযী রাগঃ।।৫।।

দুঃখানুশযী দ্বেষঃ।।৬।।

স্বরসবাহী বিদুষোऽপি তথারূঢোऽভিনিবেশঃ।।৭।।

পা০২ সূ০৩।৪।৫।৬।৭।৮।৯।।

তদভাবাৎ সংয়োগাভাবো হানং তদ্দৃশেঃ কৈবল্যম্।।৮।।

পা০২ সূ০২৫।

তদ্বৈরাগ্যাদপি দোষবীজক্ষয়ে কৈবল্যম্।।৯।। পা০৩ সূ০৫০।

সত্ত্বপুরুষয়োঃ শুদ্ধিসাম্যে কৈবল্যমিতি।।১০।। পা০৩ সূ-৫৫।

তদা বিবেকনিম্নং কৈবল্যপ্রাগ্ভারং চিত্তম্।।১১।। পা০৪ সূ০২৬।

পুরুষার্থশূন্যানাং গুণানাং, প্রতিপ্রসবঃ কৈবল্যং স্বরূপপ্রতিষ্ঠা বা চিতিশক্তিরিতি।।১২।। অ০১ পা০৪ সূ০৩৪

অথ ন্যায়শাস্ত্রপ্রমাণানি—

দুঃখজন্মপ্রবৃত্তিদোষমিথ্যাজ্ঞানানামুত্তরোত্তরাপায়ে তদনন্তরাপায়াদপবর্গঃ।।১।।

বাধনালক্ষণং দুঃখমিতি।।২।।

তদত্যন্তবিমোক্ষোऽপবর্গঃ।।৩।। ন্যায় দ০অ০১ আহ্নিক১। সূ০২,২১,২২।

।।ভাষার্থ।।

এইরূপে অর্থাৎ উপরোক্ত প্রকারে পরমেশ্বরের উপাসনা দ্বারা অবিদ্যাদি ক্লেশের নাশ, অধর্ম্মাচরণাদি দুষ্ট গুণের নিবারণ, এবং শুদ্ধ বিজ্ঞান ও ধর্ম্মাদি আচরণ দ্বারা জীব (যোগী) নিজ আত্মার উন্নতি সাধন করিয়া মুক্তি প্রাপ্ত হইতে সমর্থ হন। এ বিষয়ে যোগশাস্ত্রের প্রমাণ লিখিতেছি ঃ–

পূর্ব বর্ণিত চিত্তের পঞ্চবৃত্তিকে যথাবৎ নিবৃত্ত কারণে এবং স র্বসময়ে মোক্ষের (অপরাপর) সাধনে প্রবৃত্ত থাকিলে, নিম্নলিখিত পঞ্চক্লেশ নষ্ট বা নিবারিত হইয়া যায়। এক্ষণে পঞ্চক্লেশ কী ? তাহাই বলিতেছি যথা ঃ–

(অবিদ্যা ইত্যাদি) ১ম অবিদ্যা, ২য় অস্মিতা, ৩য় রাগ, ৪র্থ দ্বেষ, এবং ৫ম অভিনিবেশ।১।

(অবিদ্যাক্ষেত্র০) এই পঞ্চক্লেশ মধ্যে অস্মিতাদি চারিপ্রকার ক্লেশ ও মিথ্যাভাষণাদি দোষের ক্ষেত্র বা মাতার স্বরূপ অবিদ্যাই হইয়া থাকে—এই অবিদ্যা মূঢ় জীব সকলকে, মোহ বা অন্ধকারে আবদ্ধ করিয়া জন্মমরণাদিরূপ দুঃখসাগরে সদা নিমজ্জিত করে। যখন বিদ্বান ও ধার্মিক উপাসকগণের সত্য বিদ্যাবলে, অবিদ্যা (বিচ্ছিন্ন) ছিন্নভিন্ন হইয়া (প্রসুপ্ততনু) নষ্ট হইয়া যায়, তখনই জীব মুক্তি প্রাপ্ত হইতে সমর্থ হন।২।

অবিদ্যার লক্ষণ এইরূপ যথা ঃ—(অনিত্যা ইত্যাদি) অনিত্য অর্থাৎ কার্য্যরূপী বস্তু বা যাহা শরীরাদি স্থূল পদার্থ তথা লোক লোকান্তরে বিদ্যমান আছে, তাহাতে নিত্যবুদ্ধি করা, এইরূপে নিত্য অর্থাৎ ঈশ্বর, জীব, জগতের কারণরূপী প্রকৃতির ক্রিয়া, ক্রিয়াবান, গুণ, গুণী এবং ধর্ম্ম ও ধর্ম্মী এই সকল নিত্য পদার্থের পরস্পর সম্বন্ধ আছে, পরন্তু এই সত্যে অনিত্যবুদ্ধি করা, অবিদ্যার প্রথমভাগ স্বরূপ।

এইরূপে অশুচিযুক্ত ও দুর্গন্ধময় মলমূত্রাদি দ্বারা পরিপূর্ণ এই অপবিত্র স্থূল শরীরকে পরমপবিত্র বলিয়া মনে করা অথবা পুষ্করিণী, কুণ্ড, নদী, নালা, কুপ, বাউরী, আদিতে তীর্থ জ্ঞান করা, অর্থাৎ ঐ সকল জলে স্নানাদি করিলে পাপ হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়, এরূপ ভ্রমবুদ্ধি করা অথরা ঐ সকল স্থানের জল ও তৎ তৎ স্থানীয় কল্পিত দেবতাদিগের চরণামৃত গ্রহণ করা, কিম্বা পুণ্যলোভে একাদশী আদি ব্রত ধারণ করিয়া, ক্ষুধা ও তৃষ্ণা হেতু অত্যন্ত দুঃখ সহ্য করা অথবা ইন্দ্রিয়াদি ভোগে অত্যন্ত প্রীতি করা, ইত্যাদি রূপ অশুদ্ধ পদার্থকে শুদ্ধ জ্ঞান করা এবং সত্যবিদ্যা, সত্যভাষণ, ধর্ম্ম, সৎসঙ্গ, পরমেশ্বরের উপাসনা, জিতেন্দ্রিয়তা, সকলের উপকার সাধন, সকলের সহিত প্রীতিপূর্বক ব্যবহার করা, আদি শুদ্ধ ব্যবহারও পদার্থকে অপবিত্র জ্ঞান করা, অবিদ্যার দ্বিতীয় ভাগ স্বরূপ।

এইরূপে যাহা বাস্তবিক দুঃখ, তাহাতে সুখ অনুভব করা অর্থাৎ যেরূপ বিষয়তৃষ্ণা, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, শোক, ঈর্ষ্যা, দ্বেষাদি দুঃখরূপ ব্যবহার সুখপ্রাপ্তির আশা করা অথবা জিতেন্দ্রিয়তা, নিষ্কামতা, শম, সন্তোষ, বিবেক, প্রসন্নতা, প্রেম ও মিত্রতাদি সুখরূপ ব্যবহারে দুঃখ বোধ বা দুঃখ অনুভব করা, ইত্যাদি রূপ কার্যকে অবিদ্যার তৃতীয় অঙ্গ বা ভাগ বলা হয়।

এইরূপ অনাত্ম পদার্থে আত্মবুদ্ধি অর্থাৎ জড়বস্তুতে চেতনভাব ও চেতনে জড় ভাব করা অবিদ্যার চতুর্থ ভাগ। উপরোক্ত চারি প্রকারের অবিদ্যাই সাংসারিক অজ্ঞানী জীবগণের বন্ধনের হেতু স্বরূপ হইয়া, তাহাদিগকে (আত্মহারা করিয়া) সদা নৃত্য

করাইতেছে। পরন্তু যখন বিদ্যা বা যথার্থজ্ঞান উদয় হয়, অর্থাৎ যখন পূর্বোক্ত অনিত্য, অশুচি, দুঃখ ও অনাত্মপদার্থে, যথাক্রমে অনিত্য, অপবিত্র, দুঃখ ও অনাত্মবুদ্ধি জন্ম এবং যখন নিত্য, শুচি, সুখ ও আত্মাতে নিত্য পবিত্রতা, সুখ ও আত্মবুদ্ধির উদয় হয় অর্থাৎ য়খন জীবের প্রকৃত বিদ্যা বা যথার্থজ্ঞান জন্মে, তখনই তাহার এই বিদ্যাবলে অবিদ্যার নিবৃত্তি হয়, এবং তখন জীব বন্ধন হইতে পরিত্রাণ পাইয়া মুক্তিপ্রাপ্ত হন।৩।

(অস্মিতা০) দ্বিতীয় প্রকার ক্লেশকে অস্মিতা বলা হয়, অর্থাৎ পুরুষ বা জীব এবং বুদ্ধিকে (অর্থাৎ বুদ্ধিতত্ত্বকে) এক বলিয়া জ্ঞান করা, তথা অভিমান ও অহঙ্কারবশতঃ নিজেকে বৃহৎ ও মহান্ বলিয়া মনে করা ইত্যাদি ব্যবহারকে অস্মিতা বলা হয়। (যখন সম্যক বিজ্ঞান বলে অভিমানাদির নাশ হইয়া অস্মিতার নিবৃত্তি ঘটে, তখনই যোগীর হৃদয়ে জীবমাত্রেরই অপগুণ পরিত্যাগ করিয়া গুণ গ্রহণে ইচ্ছা জন্মে— অনুবাদক)।৪।

তৃতীয় প্রকার ক্লেশকে রাগ বলা যায়, যথা ঃ— (সুখানুশয়ী রাগঃ) ইহার তাৎপর্য্য এই যে, রাগ অর্থাৎ যে সকল সুখভোগ আমরা সাক্ষাৎ করিয়াছি অথবা অনুভব করিতে সমর্থ হই, তাহার সংস্কার হেতু ঐ সুখ স্মরণ করিয়া যখন আমরা উক্ত সুখপ্রাপ্তি হেতু তৃষ্ণা বা লোভসাগরে পতিত হইয়া হাবুডুবু খাই, তাহাকে 'রাগ' বলে। যখন মনুষ্যের এরূপ নিশ্চয় জ্ঞান জন্মে যে, সকল প্রকারে প্রত্যেক সংযোগের অন্তে বিয়োগ ঘটে, অর্থাৎ প্রত্যেক বিয়োগের অন্তে সংয়োগ অর্থাৎ বৃদ্ধির অন্তে ক্ষয় ও ক্ষয়ের অন্তে বৃদ্ধি হইয়া থাকে, তখনই তাহার মন হইতে রাগরূপী ক্লেশের নিবৃত্তি হয়।৫।

(দুঃখানুশয়ীদ্বেষং) সর্বপ্রকার ক্লেশকে দ্বেষ বলা হয়, অর্থাৎ যে বিষয়ে পূর্বে দুঃখানুভব করা হইয়াছে, তাহার প্রতি অথবা তাহার সাধনের প্রতি ক্রোধ বৃদ্ধি করাকে দ্বেষ বলে। রাগের নিবৃত্তিতেই এই দ্বেষেরও নিবৃত্তি হইয়া থাকে।৬।

(স্মরসবা০) ইত্যাদি ৫ম প্রকার ক্লেশকে অভিনিবেশ বলে। জীবমাত্রেই (আত্মা বিষয়ে) এইরূপ আশা সর্বদা করিয়া থাকেন, যেন আমি সদৈব শরীর সহিত বর্ত্তমান থাকি এবং আমার যেন কদাপি মৃত্যু না ঘটে। এইরূপ ইচ্ছা বা আশীর্বাদ পূর্বজন্মের (জন্ম জন্মান্তরের) অনুভবের জন্য ঘটিয়া থাকে, (অর্থাৎ জীব পূর্বজন্মে, মরণ য়ন্ত্রণা অনুভব করিয়াছে বলিয়াই, তাহার সংস্কারবশতঃ সে আর মরিতে চাহে না।) (বলিতে কি) এইরূপ ইচ্ছা দ্বারাও পূ র্বজন্মের অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়, অর্থাৎ জানিতে পারা যায় যে, পূ র্ব জন্ম অবশ্যই আছে, য়েহেতু কোটি কোটি কৃমি – কীটাদিরও মরণ ভয় সদা বর্ত্তমান রহিয়াছে, এবং ঐরূপ মরণভয় বিষয়ক ক্লেশকে অভিনিবেশ বলা হয়, যাহা বিদ্বান, মূর্খ ও অতি ক্ষুদ্র প্রাণীতেও সর্বদা (বর্ত্তমান আছে) দেখিতে পাওয়া যায়। এই অভিনিবেশ রূপ ক্লেশের তখনই নিবৃত্তি হয়, য়খন জীব পরমেশ্বর এবং প্রকৃতি অর্থাৎ কারণকে নিত্য, এবং কার্য্য ও দ্রব্যের সংয়োগ ও বিয়োগকে অনিত্য, বলিয়া জ্ঞাত হইতে সমর্থ হন। এই সকল ক্লেশ হইতে শান্ত হইয়া (নিবৃত্তি পাইয়া) জীব মোক্ষসুখ প্রাপ্ত হন।।৭।।

(তদভাবাৎ) যখন জীবের অবিদ্যাদি ক্লেশ দূরীভূত হইয়া গিয়া, বিদ্যাদি শুভগুণের প্রাপ্তি হয়, তখন তিনি সর্বপ্রকার বন্ধন ও দুঃখ হইতে ত্রাণ পাইয়া মুক্তি প্রাপ্ত হন, অর্থাৎ পরমাত্মার স্বরূপে অবস্থান করিয়া মোক্ষানন্দ উপভোগ করেন ।৮ ।

(তদ্বৈভাগ্যা০) অর্থাৎ যখন যোগী শোক রহিতাদি সিদ্ধিতেও বিরক্তিভাব প্রকাশ করেন, অর্থাৎ বিরক্ত হন, তখন তাহার সমস্ত ক্লেশ ও দোষের বীজরূপ যে অবিদ্যা, তাহার নাশের জন্য তিনি যথাবৎ প্রয়ত্ন করিয়া থাকেন, যেহেতু অবিদ্যার নাশ ব্যতিরেকে, কদাপি মোক্ষ প্রাপ্ত হওয়া যায় না ।৯ ।

তথা (সত্ত্ব পুরুষঃ) অর্থাৎ সত্ত্ব বা বুদ্ধিসত্ত্বের এবং পুরুষ বা জীবের যখন শুদ্ধি সম্পাদিত হয়, তখনই যোগী মুক্তি প্রাপ্ত হইতে সমর্থ হন, অন্যথা নহে ।১০ ।

(তদা বিবেকঃ) য়খন জীব (বা য়োগী) সর্বপ্রকার দোষ হইতে পৃথক হইয়া, কেবল একমাত্র জ্ঞানের দিকে প্রবাহিত হন, তখন তাহার চিত্ত কৈবল্য মোক্ষের সংস্কার দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়া যায়, এবং তখনই তিনি মুক্তি প্রাপ্ত হন, য়েহেতু য়াবৎ বন্ধন জনক কার্য্যে জীব লিপ্ত থাকেন, তাবৎ তাহার মুক্তি বা মোক্ষ প্রাপ্ত হওয়া অসম্ভব ।১১ ।

কৈবল্য মোক্ষর লক্ষণ এই য়ে — (পুরুষার্থ০) জগতের কারণরূপ প্রকৃতির সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ এবং তাহাদিগের সমস্ত কার্য্য সকল, (অর্থাৎ কার্য্যকারণ উভয়প্রকার সত্ত্বাদি গুণ ত্রয়) যখন পুরুষার্থ শূন্য হয়, অর্থাৎ পুরুষার্থ (বা পুরুষকার) দ্বারা নষ্ট হইয়া, আত্মাতে য়থাবৎ বিজ্ঞান ও শুদ্ধি সম্পাদিত হইয়া, জীব স্বরূপ প্রতিষ্ঠায় অবস্থান করেন, তদবস্থাকেই মুক্তি বলা হয়, অর্থাৎ জীবের যাহা প্রকৃত তত্ত্ব, তদ্রূপই স্বাভাবিক শক্তিও গুণযুক্ত হইয়া শুদ্ধস্বরূপ পরমেশ্বরের স্বরূপ বিজ্ঞান প্রকাশ ও নিত্যানন্দে অবস্থিতিকেই কৈবল্যমুক্তি বলা হয় ।১২ ।

এক্ষণে এই বিষয়ে গৌতমাচার্য্য কৃত ন্যায়শাস্ত্রের প্রমাণ বর্ণন করা হইতেছে ঃ–

(দুঃখ জন্ম) অর্থাৎ জীবের মিথ্যা জ্ঞান বা অবিদ্যা নষ্ট হইলে, তাহার সমস্ত দোষ নষ্ট হইয়া যায়, দোষ নষ্ট হইলে প্রবৃত্তি অর্থাৎ অধর্ম্ম, অন্যায়, বিষয়াশক্ত্যাদি বাসনা সকল দূরীভূত হয় । প্রবৃত্তির নাশ হইলে জন্ম নাশ, অর্থাৎ তাহার আর জন্মমরণাদি হয় না, এবং জন্ম নাশ হইলেই সকল প্রকার দুঃখের আত্যন্তিক অভাব (নিবৃত্তি) হইয়া থাকে । দুঃখের অভাব হইলে পূর্বোক্ত পরমানন্দরূপ মোক্ষানন্দ উপভোগ করিতে জীব সমর্থ হইয়া, অর্থাৎ সময়ের জন্য পরমাত্মার সহিত অর্থাৎ পরমাত্মার স্বরূপে অবস্থান করিয়া, কেবলমাত্র আনন্দ উপভোগ করিতে সমর্থ হন, অর্থাৎ তখন যোগীর আনন্দভোগ ভিন্ন, অন্য কোনপ্রকার অবস্থা বা অবস্থান্তর ঘটে না, এবং এইরূপ অবস্থাকেই মোক্ষ বলে ।১ ।

(বাধনা) সকল প্রকারের বাধা বা ইচ্ছা বিঘাৎ ও পরতন্ত্রকেই দুঃখ বলা হয় ।২ ।

(তদত্যন্ত) পুনঃ ঐ দুঃখের আত্যন্তিক অভাব (বা নিবৃত্তি) এবং পরমাত্মার নিত্য যোগ দ্বারা সদাকালের জন্য যে পরমানন্দ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহারই নাম মোক্ষ অর্থাৎ তাহাকেই মোক্ষ বলে ।

অথ বেদান্তশাস্ত্রস্য প্রমাণানি—

অভাবং বাদরিরাহ হ্যেবম্ । ।১ । ।

ভাবং জৈমিনির্বিকল্পামননাৎ । ।২ । ।

দ্বাদশাহবদুভয়বিধং বাদরায়ণোঽতঃ । ।৩ । ।

[বে০সূ০] অ০৪ । পা০৪ । সূ০১০,১১,১২ ।

য়দা পঞ্চাবতিষ্ঠন্তে জ্ঞানানি মনসা সহ ।

বুদ্ধিশ্চ ন বিচেষ্টতে তামাহুঃ পরমাং গতিম্ । ।১ । ।

তাং য়োগমিতি মন্যন্তে স্থিরামিন্দ্রিয়ধারণাম্ ।

অপ্রমত্তস্তদা ভবতি য়োগো হি প্রভবাপ্যয়ৌ । ।২ । ।

য়দা সর্বে প্রমুচ্যন্তে কামা য়েঽস্য হৃদি শ্রিতাঃ ।

অথ মর্ত্যোঽমৃতো ভবত্যেতাবদনুশাসনম্ । ।৪ । ।

কঠো০বল্লী০৬মং১০,১১,১৪,১৫

দৈবেন চক্ষুষা মনসৈতান্ কামান্ পশ্যন্ রমতে । ।৫ । ।

য় এতে ব্রহ্মলোকে তং বা এতং দেবা আত্মানমুপাসতে, তস্মাৎ তেষাꣳ সর্বে চ লোকা আত্তাঃ সর্বে চ কামাঃ, স সর্বাꣳশ্চ লোকানাপ্নোতি স র্বাꣳশ্চকামান্, য়স্তমাত্মানমনুবিদ্য (বি) জানাতীতি হ প্রজাপতিরুবাচ প্রজাপতিরুবাচ । ।৬ । ।

য়দন্তরাপস্তদ্ ব্রহ্ম তদমৃতংস আত্মা, প্রজাপতেঃ সভাং বেশ্ম প্রপদ্যে, য়শোঽহং ভবামি ব্রাহ্মণানাং য়শো রাজ্ঞাং য়শো বিশাং য়শোঽহমনুপ্রাপৎসি, স হাহং য়শসাং য়শঃ । ।৭ । ।

ছন্দো০ প্রপা০৮ । ঋং০১১ (প্রবাক৫, ৬ । খং০) ২৪ (প্রবাক১) । ।

অণুঃ পন্থা বিতরঃ পুরাণো মাꣳ স্পৃষ্টো (অনু) বিত্তো ময়ৈব ।

তেন ধীরা অপিয়ন্তি ব্রহ্মবিদ উৎক্রম্য স্বর্গং লোকমিতো বিমুক্তাঃ । ।৮ । ।

তস্মিঞ্ছুক্লমুত নীলমাহুঃ পিঙ্গলং হরিতং লোহিতং চ ।

এষ পন্থা ব্রহ্মণা হানুবিত্তস্তেনৈতি ব্রহ্মবিত্তৈজসঃ পুণ্যকৃচ্চ । ।৯ । ।

প্রাণস্য প্রাণমুত চক্ষুষশ্চক্ষুরুত শ্রোত্রস্য শ্রোত্রমন্নস্যান্নং মনসো য়ে মনো বিদুঃ । তে নিচিক্যুর্ব্রহ্ম পুরাণমগ্র্যং মনসৈবাপ্তব্যং নেহ নানাস্তি কিং চন । ।১০ । ।

মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য় ইহ নানেব পশ্যতি ।

মনসৈবানুদ্রষ্টব্যমেতদপ্রমেয়ং ধ্রুবম্ । ।১১ । ।
বিরজঃ পর আকাশাৎ অজ আত্মা মহাধ্রুবঃ ।
তমেব ধীরো বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্বীত ব্রাহ্মণঃ । ।১২ । ।

শ০কা০১৪ । অ০৭ । (ব্রা০২ । কং১১,১২,,২১,২২,২৩) । ।

। । ভাষার্থ । ।

এখন ব্যাসকৃত বেদান্তদর্শন ও উপনিষদে মুক্তির স্বরূপ ও লক্ষণ বিষয় যাহা লিখিত আছে, তাহাই বর্ণন করিতেছি –

(অভাবং) ব্যাসদেবের পিতা বাদরি ঋষির মুক্তি বিষয়ের মত এই যে, যখন জীব মুক্ত দশা প্রাপ্ত হন, তখন তিনি শুদ্ধ মন সহকারে পরমেশ্বরের সহিত পরমানন্দরূপ মোক্ষে থাকেন, অর্থাৎ পরমানন্দরূপ মোক্ষানন্দ উপভোগ করেন । এইরূপ মুক্তির অবস্থায় জীব ও তাহার মনের ভাব থাকে, (অর্থাৎ শুদ্ধ সত্ত্ব মন বিদ্যমান থাকে), পরন্তু তৎকালে এই দুই পদার্থ হইতে ভিন্ন ইন্দ্রিয়াদি পদার্থের অভাব হইয়া যায় ।১ ।

পুনশ্চ (ভাবং জৈমিনি) মুক্তি বিষয়ে ব্যাসদেবের মুখ্য শিষ্য জৈমিনি ঋষির মত এইরূপ যে, মোক্ষের সময় যেরূপ মন বিদ্যমান থাকে, তদ্রূপই শুদ্ধ সংকল্পময় শরীর এবং প্রাণাদি ও ইন্দ্রিয়গণের শুদ্ধশক্তিও (গোলকে নহে—অনুবাদক) সর্বসময়েই (তৎ সময়ও) বর্ত্তমান থাকে, যেহেতু উপনিষদে 'স একধা ভবতি, দ্বিধা ভবতি, ত্রিধা ভবতি' ইত্যাদি বচনের দ্বারা প্রমাণ পাওয়া যায়, (অর্থাৎ প্রমাণিত হয়) যে, মুক্ত জীব সংকল্পমাত্র দ্বারা দিব্য শরীর রচনা করিয়া লন, এবং ইচ্ছা করিবামাত্র শীঘ্রই তাহা পরিত্যাগ করণেও সমর্থ হন, এবং সর্বদাই তাহার শুদ্ধ জ্ঞান প্রকাশিত থাকে ।২ ।

(দ্বাদশাহ০) এই মুক্তি বিষযে বাদরায়ণ অর্থাৎ স্বয়ং ব্যাসদেবের মত এই যে,— মুক্তিকালে জীবের ভাব ও অভাব উভয়ই বর্ত্তমান থাকে । অর্থাৎ ক্লেশ, অজ্ঞান ও অশুদ্ধি আদি দোষের সর্বথা অভাব হয়, এবং পরমানন্দ, জ্ঞান, শুদ্ধতা আদি সমস্ত সত্য গুণের ভাব বর্ত্তমান থাকে । এবিষয়ে প্রমাণ প্রদান করিয়াছেন যথা ঃ– যেরূপ বানপ্রস্থাশ্রমে দ্বাদশ দিবস পর্য্যন্ত প্রজাপত্যাদি ব্রতানুষ্ঠান করিতে হয় এবং সেই ব্রতানুষ্ঠান কালে অল্প ভোজন করিলে যেরূপ ক্ষুধার কিছু অভাব ও পূর্ণ ভোজন না করার জন্য ক্ষুধার কিছু ভাবও বর্ত্তমান থাকে, তদ্রূপ মোক্ষ অর্থাৎ মোক্ষানন্দ উপভোগ কালে, পূর্বোক্ত রীত্যানুসারে, ভাব ও অভাব উভয়ই ঘটিয়া থাকে । ইত্যাদি প্রকার মুক্তিবিষয়ে বেদান্তশাস্ত্রে নিরূপিত হইয়াছে ।৩ ।

এখন মুক্তি বিষয়ে উপনিষদের লেখকদিগের মত কী ? তাহা বর্ণিত হইতেছে যথা ঃ– (য়দা পঞ্চাব) অর্থাৎ যখন মনের সহিত পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় পরমেশ্বরে স্থির হইয়া যায় ও তাঁহাতেই সদা রমণ করিতে থাকে এবং যখন জীবের বুদ্ধি জ্ঞানের বিরুদ্ধ চেষ্টা না করে, অর্থাৎ একমত হইয়া যার সেই অবস্থাকেই পরমগতি অথবা মোক্ষাবস্থা বলা হয় ।১ ।

(তাং য়োগ০) ঐ গতি অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণের শুদ্ধিও স্থিরতাকেই বিদ্বানগণ যোগের (যোগশাস্ত্রের বা যোগাঙ্গের) ধারণা স্বরূপ জ্ঞান করেন । যখন মনুষ্য উপাসনা যোগ

বলে পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত হইয়া প্রমাদ রহিত হন, তখনই জানিবে যে, তিনি মুক্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন। সেই উপাসনা যোগের লক্ষণ এই যে, উহা প্রভব অর্থাৎ শুদ্ধ সত্য গুণ সকলের প্রকাশক তথা (অপ্যয়) সমস্ত প্রকার অশুদ্ধি দোষ ও অসত্য গুণের নাশকারী বা নাশক স্বরূপ, এইজন্যই উপাসনা যোগই মুক্তির সাধন হইয়া থাকে ।২।

(য়দা সর্বে০) এই মনুষ্যের অর্থাৎ যোগী বা উপাসনা যোগকারী ব্যক্তির হৃদয় যখন সকল প্রকার দুষ্ট কর্ম্ম হইতে পৃথক হইয়া শুদ্ধ হইয়া যায়, তখনই তিনি অমৃত অর্থাৎ মোক্ষ প্রাপ্ত হইয়া পরমানন্দযুক্ত হন।

প্রঃ—ঐ মোক্ষপদ কী ? কোন স্থান বা পদার্থ বিশেষে আছে ? অথবা তাহা একস্থানে রহিয়াছে অথবা সর্বত্র বিরাজমান আছে ?

উঃ—না, কোন স্থান বা পদার্থাদি বিশেষে নহেন, পরন্তু ব্রহ্ম যিনি সর্বত্র ব্যাপক হইয়া বিরাজমান আছেন, তাহাকেই মোক্ষপদ বলা হয়, এবং মুক্ত পুরুষগণও ঐ ব্রহ্মরূপী মোক্ষকেই প্রাপ্ত হন (অর্থাৎ তাঁহার স্বরূপে অবস্থান করিয়া মুক্তানন্দ উপভোগ করেন—অনুবাদক) ।৩।

এইরূপে (য়দা সর্বে) যখন জীবের অবিদ্যাদি বন্ধনের গ্রন্থি সকল ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া যায়, তখনই তিনি মুক্তি প্রাপ্ত হন ।৪।

প্রঃ–যদি মুক্তাবস্থায় জীবাত্মার (জীবের) শরীর ও ইন্দ্রিয়াদি না থাকে, তবে তিনি কীরূপে ব্যবহার বিষয় জ্ঞাত ও প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হন ?

উঃ—(দৈবেন০) ঐ মুক্ত জীব তাঁহার দৈব চক্ষু অর্থাৎ শুদ্ধ মন ও শুদ্ধ ইন্দ্রিয়াদি (স্বাভাবিক শক্তি) দ্বারা আনন্দ রূপ কাম সকলকে প্রত্যক্ষ ও ভোগ করিয়া, তাহাতেই রমণ করেন, যেহেতু, (পূর্বেই বলিয়াছি) মোক্ষকালে জীবের মন ও ইন্দ্রিয়াদিগণ প্রকাশস্বরূপ হইয়া যায় ।৫।

প্রঃ—ঐ মুক্ত পুরুষ কি সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে বিচরণ করেন, অথবা কোন একস্থানে বসিয়া অবস্থান করেন ?

উঃ—(য় এতে ব্রহ্ম লোকে) যাঁহারা মুক্ত পুরুষ, অর্থাৎ যাঁহারা মুক্তি প্রাপ্ত হন, তাঁহারা পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত হইয়া ও সেই পরমাত্মার উপাসনায় রত থাকিয়া, তাহারই আশ্রয়ে অবস্থান করেন, এজন্য তাঁহাদিগের সমস্ত লোক ও লোকান্তরে গমনাগমন হইয়া থাকে। তাহাদিগের জন্য কোন স্থান অবরুদ্ধ থাকে না এবং তাহাদিগের সকল প্রকার কামনা অর্থাৎ শুভ বাসনা পূর্ণ হইয়া যায়, কোন কামই অপূর্ণ থাকে না। এজন্য যেজন পূর্বোক্ত রীত্যানুসারে পরমেশ্বরকে সকলের আত্মা স্বরূপ জ্ঞাত হইয়া, তাঁহারই উপাসনা করেন, তিনি তাঁহার সম্পূর্ণ কামনাকে প্রাপ্ত হন, (অর্থাৎ তাঁহার সম্পূর্ণ কামনা সিদ্ধ হয়)। এই কথা প্রজাপতি পরমেশ্বর জীবমাত্রেরই জন্য (অর্থাৎ জীবমাত্রেরই কল্যাণ হেতু) বেদশাস্ত্রে প্রকাশ করিয়াছেন। ।৬। ।

পূর্ব প্রসঙ্গের অভিপ্রায় এই যে, সকলেরই মুমুক্ষু অর্থাৎ মোক্ষ প্রাপ্তির জন্য ইচ্ছুক হওয়া কর্ত্তব্য। (য়দন্তরা০) যিনি আত্মারও অন্তর্যামী, তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলা হয়

এবং তিনিই অমৃত অর্থাৎ মোক্ষস্বরূপ হইযা থাকেন, আর তিনি যেরূপ সকলের অন্তর্যামী, পরন্তু তদ্রূপ তাঁহার কেহই অন্তর্যামী নাই, যেহেতু তিনি স্বয়ংই নিজের অন্তর্যামী, এইরূপ প্রজানাথ᳤ পরমেশ্বরের ব্যাপ্তি রূপ সভাকে আমি যেন প্রাপ্ত হই, এবং এই সংসার মধ্যে যাঁহারা পূর্ণ বিদ্বান ব্রাহ্মণ (ব্রহ্মবিদ্) আছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে (য়শঃ) অর্থাৎ কীর্ত্তিকে আমি যেন প্রাপ্ত হইতে সমর্থ হই, তথা (রাজ্ঞাম্) ক্ষত্রিয়গণ (বিশাং) এবং যাঁহারা ব্যবহার বিষয়ে চতুর বা নিপুণ, তাঁহাদিগের মধ্যেও যশস্বী হই। হে পরমেশ্বর ! আমি কীর্ত্তি সকলের মধ্যে কীর্ত্তি স্বরূপ হইয়া, তাঁহাদিগের মধ্যেও যশস্বী হই। হে পরমেশ্বর । আমি কীর্ত্তি সকলের মধ্যে কীর্ত্তি স্বরূপ হইয়া, আপনাকে প্রাপ্ত হইতে চাহি। আপনি কৃপাপূর্বক আমাকে সদা নিজ সমীপে রাখুন (অবস্থান করিতে দেউন)।।৭।।

এক্ষণে মুক্তি মার্গ কীরূপ ? তাহাই বর্ণনা করিতেছি —

(অণু০ পন্থা০) মুক্তির পন্থ বা মার্গ অত্যন্ত অণু অর্থাৎ সূক্ষ্ম। (বিতরঃ) যেরূপ দৃঢ় বা বলবান নৌকা (জাহাজ) দ্বারা সমুদ্রের পারে উত্তীর্ণ হওয়া যায়, তদ্রূপ এই পথে বিচরণ করিতে পারিলে, সকল প্রকার দুঃখ বা তাপ হইতে অতি সুগমতার সহিত উত্তীর্ণ হইতে পারা যায়। (পুরাণঃ) মুক্তির যে পথ, তাহা অত্যন্ত প্রাচীন, ঐ প্রাচীন পথ ব্যতীত মুক্তি প্রাপ্তির আর অন্য কোন পথ নাই। (স্পৃষ্টঃ) সেই পরমাত্মার কৃপা বলেই আমি মুক্তি প্রাপ্ত হইয়াছি। এই মুক্তি পথে বিমুক্ত জীবগণ, সকল প্রকার দোষ ও দুঃখ হইতে পৃথক বা মুক্ত হইয়া, (ধীরাঃ) বিচারশীল ও ব্রহ্মবিদ্ অর্থাৎ বেদবিদ্যা ও পরমেশ্বর বিষয়ক জ্ঞান লাভ করিয়া, নিজ নিজ সত্য পুরুষকার দ্বারা, সকল প্রকার দুঃখ বা তাপ উল্লংঘন্ করিয়া, (স্বর্গলোকং) সুখস্বরূপ ব্রহ্মলোককে প্রাপ্ত হউন।।৮।।

(তস্মিঞ্জু ক্র০) ঐ মোক্ষপদে শুক্ল = শ্বেতবর্ণ, (নীলম্) শুদ্ধ ঘনশ্যাম, (পিঙ্গলম্) নীল ও পীত মিশ্রিত বর্ণ, (হরিৎম্) নীল পীত মিশ্রিত বর্ণ ও সবুজ রং (লোহিত) রক্তবর্ণ ইত্যাদি অনেক প্রকার গুণযুক্ত লোক লোকান্তর বিষয় জ্ঞান বলে প্রকাশিত হয়। এই মুক্তি মার্গ পরমেশ্বরের সহিত সমাগমের পর প্রাপ্ত হওয়া যায়, ঐ মার্গে বিচরণ করিলেই ব্রহ্মবিদ্, (তৈজসঃ০) শুদ্ধস্বরূপ এবং পুন্যাচরণকারী ব্যক্তিগণ মোক্ষসুখ প্রাপ্ত হইতে সমর্থ হন, অন্য কোন উপায়ে প্রাপ্ত হওয়া যায় না।৯।

(প্রাণস্য প্রাণ০) যে পরমেশ্বর প্রাণেরও প্রাণ, চক্ষুরও চক্ষু, শ্রোত্রেরও শ্রোত্র, অন্নেরও অন্ন, এবং মনেরও মন স্বরূপ হন, যে বিদ্বানগণ উপরোক্ত ব্রহ্মকে নিশ্চয় করিয়া জ্ঞাত হইতে সমর্থ হন, তিনিই পুরাতন ও সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মকে মন দ্বারা প্রাপ্ত হইবার যোগ্য হইয়া থাকেন, এবং তিনিই মোক্ষসুখ প্রাপ্ত হইয়া আনন্দে রমণ করেন, (নেন না০) যে আনন্দে কিঞ্চিৎন্মাত্রও দুঃখের লেশ নাই।১০।

(মৃত্যো স মৃত্যুঃ) যেজন অনেক ব্রহ্ম অর্থাৎ দুই, তিন, চার, দশ, বিশ বা ততোধিক ব্রহ্ম বা ঈশ্বর আছেন, এরূপ জানেন অর্থাৎ মনে করেন, অথবা তিনি অনেক পদার্থের সংযোগ দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছেন (এরূপ যাহার ধারণা) সে জন ক্রমাগত

মৃত্যু অর্থাৎ জন্মমরণাদিরূপ কষ্ট প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, যেহেতু সেই ব্রহ্ম কেবল একমাত্র অদ্বিতীয় ও চৈতন্যস্বরূপ, তিনি প্রমাদরহিত ও ব্যাপক হইয়া, সমস্ত পদার্থে স্থিরভাবে অবস্থান করেন, তাঁহাকে (কেবলমাত্র) মন দ্বারাই প্রত্যক্ষ করিতে হয়, যেহেতু তিনি আকাশ হইতেও সূক্ষ্মতর ও সূক্ষ্মতম হন। ।১১। ।

(বিরজঃ পর আকাশাৎ ইত্যাদি) যে পরমাত্মা বিক্ষেপ রহিত ও আকাশ হইতেও পরম সূক্ষ্ম, (অজঃ) জন্মরহিত এবং মহাধ্রুব অর্থাৎ নিশ্চল। জ্ঞানীগন তাঁহাকে জ্ঞাত হইয়া নিজ প্রজ্ঞা বা বুদ্ধিকে বিশাল (ব্যাপক) করিয়া থাকেন, এবং এইরূপ লোকেরাই ব্রাহ্মণ নামে অভিহিত হন। ।১২। ।

স হোবাচ। এতদ্বৈ তদক্ষরং গার্গি ব্রাহ্মণা অভিবদন্ত্যস্থূলমনণ্বহ্রস্বমদীর্ঘমলোহিত-মস্নেহমচ্ছায়মতমো ऽবায্বনাকাশমসঙ্গমস্পর্শমগন্ধমরসমচক্ষুষ্কমশ্রোত্রমবাগমনো ऽতেজস্কম-প্রাণমমুখমনামাগোত্রম জরমমরমভয়মমৃতমরজোऽশব্দম বিবৃতমসংবৃতম-পূর্বমনপরমনন্তরমবাহ্যং ন তদশ্নোতি কং চন ন তদশ্নোতি কশ্চন। ।১৩। ।

শ০কাং০১৪অ০৬।ক০৮ (ব্রা০৮) কং০৮। ।

ইতি মুক্তেঃ প্রাপ্তব্যস্য মোক্ষস্বরূপস্য সচ্চিদানন্দাদিলক্ষণস্য পরব্রহ্মণঃ প্রাপ্ত্যা জীবস্সদা সুখী ভবতীতি বোধ্যম্।

অথ বৈদিক প্রমাণম্ —

য়ে য়জ্ঞেন দক্ষিণয়া সমক্তা ইন্দ্রস্য সখ্যমমৃতত্বমানশ।
তেভ্যো ভদ্রমঙ্গিরসো বো অস্তু প্রতি গৃভ্ণীত মানবং সুমেধসঃ। ।১। ।

ঋ০অ০৮অ০২ব০১মং০১।

স নো বন্ধুর্জনিতা স বিধাতা ধামানি বেদ ভুবনানি বিশ্বা।
য়ত্র দেবা অমৃতমানশানাস্তৃতীয়ে ধামন্নধ্যৈরয়ন্ত। ।২। ।

য০অ০৩২ মং০১০।

ভাষ্যম্ ঃ- অবিদ্যাস্মিতেত্যারভ্যাধ্যৈরয়ন্তেত্যন্তেন মোক্ষস্বরূপনিরূপণমস্তীতি বেদিতব্যম্, এষামর্থঃ প্রাকৃতভাষায়াং প্রকাশ্যতে। ।

। । ভাষার্থ। ।

এখন ব্রাহ্মণগ্রন্থের প্রমাণ দেওয়া যাইতেছে, শতপথ ব্রাহ্মণে লিখিত আছে যথা— (সহোবাচ ইত্যাদি) অর্থাৎ যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি বলিতেছেন, হে গার্গি। যে পরব্রহ্ম অক্ষর অর্থাৎ নাশরহিত বা অবিনাশী, যিনি স্থূল, অণূ বা সূক্ষ্ম, হ্রস্ব, দীর্ঘ, লোহিত, চিক্কণ, ছায়া, অন্ধকার, বায়ু, আকাশ, সঙ্গ, শব্দ, স্পর্শ, গন্ধ, রস, নেত্র, কর্ণ, মন, তেজঃ, প্রাণ, মুখ, নাম, গোত্র, বৃদ্ধাবস্থা, মরণ, ভয়, আকার, বিকাশ, সঙ্কোচ, পূর্ব, অপর, অন্তর, বাহ্য ইত্যাদি দোষ ও গুণ সকল হইতে সদা রহিত বা পৃথক, সেই পরমাত্মাই মোক্ষস্বরূপ হইয়া থাকেন, অর্থাৎ (এই পরব্রহ্মকেই মোক্ষস্বরূপ বলিয়া

জ্ঞাত হইবে।) এই পরব্রহ্ম সাকার পদার্থের ন্যায় কাহার নিকট প্রাপ্ত হন না, অথবা কেহ তাঁহাকে মূর্ত্তি আদি পদার্থের ন্যায় প্রাপ্ত হইতে পারেন না, যেহেতু তিনি সমস্ত পদার্থে পরিপূর্ণ রূপে থাকিয়াও, সকল পদার্থ হইতে পৃথক বা অদ্ভুত স্বরূপে অবস্থান করেন। এই পরমাত্মাকে মূর্ত্তি আদি পদার্থের ন্যায় কেহ বাহ্যেন্দ্রিয়গণ দ্বারা প্রাপ্ত হইতে সমর্থ হন না, যেহেতু মূর্ত্তি আদি পদার্থ ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বা ইন্দ্রিয় গোচর, পরন্তু ঐ পরব্রহ্ম, সকল প্রকার ইন্দ্রিয়ের বিষয় হইতে পৃথক, বলিতে কি, তিনিই সকল ইন্দ্রিয়গণের আত্মাস্বরূপ।

(যে যজ্ঞেন) অর্থাৎ জ্ঞানরূপ যজ্ঞ ও আত্মাদি দ্রব্য পরমেশ্বরকে দক্ষিণাস্বরূপ প্রদান করিলে অর্থাৎ জ্ঞানযজ্ঞ দ্বারা পরমাত্মায় সর্ববিষয়ে আত্মসমর্পণ করিলে, মুক্তজন মোক্ষসুখ প্রাপ্ত হইয়া প্রসন্ন থাকেন। (ইন্দ্রস্য) যেহেতু পরমেশ্বরেরই সখ্যতা অর্থাৎ মিত্রতা নিবন্ধনে (জীব) মোক্ষভাব প্রাপ্ত হইয়া গিয়াছেন, অতএব ভদ্রনামক সর্বপ্রকার সুখকে জীবের নিমিত্ত নিয়ত করা হইয়াছে। (অর্থাৎ তিনি সকলপ্রকার শ্রেষ্ঠসুখ প্রাপ্ত হন—অনুবাদক)। (অঙ্গিরসঃ) ঐ মুক্তপুরুষের প্রাণ (সুমেধসঃ) তাঁহার নিজবুদ্ধির অত্যন্ত বৃদ্ধিকারী হইয়া থাকে, এবং এইরূপ মুক্তি প্রাপ্ত মনুষ্যকে পূ র্ব মুক্ত পুরুষেরা আপনাদিগের সমীপে আনন্দে রাখিয়া দেন। (অর্থাৎ তাঁহাদিগের সৎসঙ্গে বা সৎসহবাসে ঐ নূতন মুক্তপুরুষকে পরমানন্দ উপভোগ করাইয়া থাকেন—অনুবাদক।) এবং তৎপরে তাঁহারা জ্ঞান বলে পরস্পর পরস্পরের সহিত প্রীতিপূর্বক দর্শন করেন ও মিলিত হন।১।

(স নো বন্ধু০) মনুষ্যমাত্রেরই জানা উচিত যে, একমাত্র পরমেশ্বরই আমাদিগের বন্ধু অর্থাৎ তিনিই আমাদিগের সকল প্রকার দুঃখ বা তাপের নাশ করিয়া থাকেন, (জনিতা০) তিনিই আমাদিগের সুখের উৎপাদনকারী ও পালনকর্ত্তা। তিনিই আমাদিগের সর্বপ্রকার শুভ কামনা পূর্ণ করিয়া থাকেন, এবং তিনি ভুবন বা লোক সকলের জ্ঞাতা। তাঁহাতেই দেব অর্থাৎ বিদ্বানগণ মোক্ষপ্রাপ্ত হইয়া সদা আনন্দে অবস্থান করেন, এবং তিনি (মুক্তপুরুষ) তৃতীয় ধাম অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্বযুক্ত হইয়া সর্বোত্তম সুখে সদা স্বচ্ছন্দতার সহিত রমন করিয়া থাকেন।২।।

এইরূপ সংক্ষেপে মুক্তি বিষয় কিছু এস্থলে বর্ণন করিলাম ও আরও কিছু পরে বর্ণন করিব, তাহা পাঠকবর্গ জ্ঞাত হইবেন। যেরূপ (বেদাহমেতং ইত্যাদি) মন্ত্রও মুক্তির বিষয়েরই বর্ণন করা হইয়াছে।

ইতি মুক্তি বিষয় সংক্ষেপতঃ।

অথ নৌবিমানাদিবিদ্যা বিষয় সংক্ষেপতঃ

তুগ্রো হ ভুজ্যুমশ্বিনোদমেঘে রয়িং ন কশ্চিন্মমৃবাঁ অবাহাঃ ।
তমূহথুর্নৌভিরাত্মন্বতীভিরন্তরিক্ষপ্রুদ্ভিরপোদকাভিঃ । ।১ । ।
তিস্রঃ ক্ষপস্ত্রিরহাতিব্রজদ্ভির্নাসত্যা ভুজ্যুমূহথুঃ পতঙ্গৈঃ ।
সমুদ্রস্য ধন্বন্নার্দ্রস্য পারে ত্রিভী রথৈঃ শতপদ্ভিঃ ষড়শ্বৈঃ । ।২ । ।

ঋ০অ০১ । অ০৮ । ব০৮ মং০ ৩,৪ ।

ভাষ্যম ঃ- এষামভিপ্রায়ঃ–তুগ্রো হেত্যাদিষু মন্ত্রেষু শিল্পবিদ্যা বিধীয়তে ইতি ।

(তুগ্রো হ০) 'তুজি হিংসাবলাদাননিকেতনেষু' অস্মাদ্ ধাতোরৌণাদিকে 'রক্' প্রত্যয়ে কৃতে তুগ্র ইতি পদং জায়তে । য়ঃ কশ্চিদ্ ধনাভিলাষী ভবেৎ, স (রযিম্) ধনং কাময়মানো, (ভুজ্যু০) পালনভোগময়ং ধনাদিপদার্থভোগমিচ্ছন্ বিজয়ং চ, পদার্থবিদ্যয়া স্বাভিলাষং প্রাপ্নুয়াৎ । স চ (অশ্বিনা০) পৃথিবীময়ৈঃ কাষ্ঠলোষ্ঠাদিভিঃ পদার্থৈর্নাবং রচয়িত্বাঽগ্নিজলাদিপ্রয়োগেণ (উদমেঘে) সমুদ্রে গময়েদ্ আগমযেচ্চ, তেন দ্রব্যাদিসিদ্ধিং সাধয়েৎ । এবং কুর্বন্ (ন কশ্চিন্ মমৃবান্) য়োগক্ষেমেবিরহঃ সন্ ন মরণং কদাচিৎ প্রাপ্নোতি, কুতঃ ? তস্য কৃতপুরুষার্থত্বাৎ । অতো নাবং (অবাহাঃ) অর্থাৎ সমুদ্রে দ্বীপান্তরগমনং প্রতি নাবো বাহনাবহনে পরমপ্রয়ত্নেন নিত্যং কুর্য়্যাৎ । কৌ সাধয়িত্বা ? (অশ্বিনা) দ্যৌরিতি দ্যোতনাত্মকাগ্নিপ্রয়োগেণ পৃথিব্যা পৃথিবীময়েনায়স্তাম্ররজতধাতুকাষ্ঠাদিময়েন চেয়ং ক্রিয়া সাধনীয়া । অশ্বিনৌ য়ুবাং তৌ সাধিতৌ দ্বৌ নাবাদিকং য়ানং (উহথুঃ) দেশান্তরগমনং সম্যক্সুখেন প্রাপয়তঃ । পুরুষব্যত্যয়েনাত্র প্রথমপুরুষস্থানে মধ্যমপুরুষপ্রয়োগঃ । কথংভূতৈর্য়ানৈঃ—(নৌভিঃ) সমুদ্রে গমনাগমনহেতুরূপাভিঃ, (আত্মন্বতীভিঃ) স্বয়ং স্থিতাভিঃ, স্বাত্মীয়স্থিতাভির্বা । রাজপুরুষৈর্ব্যাপারিভিশ্চ মনুষ্যৈর্ব্যবহারার্থং সমুদ্রমার্গেণ তাসাং গমনাগমনে নিত্যং কার্য়্যে ইতি শেষঃ । তথা তাভ্যামুক্ত প্রয়ত্নাভ্যাং ভূয়াংস্যন্যান্যপি বিমানাদীনি সাধনীয়ানি । এবমেব (অন্তরিক্ষপ্রদ্ভিঃ) অন্তরিক্ষং প্রতি গন্তৃভির্বিমানাখ্যয়ানৈঃ সাধিতৈঃ সর্বৈর্মনুষ্যৈঃ পরমৈশ্বর্য়্যং সম্যক্ প্রাপণীয়ম্ । । পুনঃ কথমভূতাভির্নৌভিঃ—(অপোদকাভিঃ) অপগতং দূরীকৃতং জললেপো য়াসাং তা অপোদকা নাবঃ, অর্থাৎ সচ্চিক্কনাস্তাভিঃ, উদরে জলাগমনরহিতাভিশ্চ সমুদ্রে গমনং কুর্য়্যাৎ । তথৈব ভূয়ানৈর্ভূমৌ, জলয়ানৈর্জলে, অন্তরিক্ষয়ানৈশ্চান্তরিক্ষে চেতি ত্রিবিধং য়ানং রচয়িত্বা জলভুম্যাকাশগমনং য়থাবৎ কুর্য়্যাদিতি । অত্র প্রমাণম্ –

অথাতো দ্যুস্থানা দেবতাস্তাসামশ্বিনৌ প্রথমাগামিনৌ ভবতোঽশ্বিনৌ যদ্ বশ্নু বাতে সর্বং, রসেনান্যো জ্যোতিষাঽন্যোঽশ্বৈরশ্বিনা-বিত্যৌর্ণবাভঃ ।

তৎকাবশ্বিনৌ দ্যাবা পৃথিব্যাবিত্যেকেঽহে–রাত্রাবিত্যেকে সূর্য্যাচন্দ্রমসাবিত্যেকে।। নিরু০ অ০ ১২। খং১।

তথাশ্বিনৌ চাপি ভর্ত্তারৌ জর্ভরী ভর্ত্তারাবিত্যর্থস্তুর্ফরীত হন্তারৌ।।

উদন্যজেবেত্যুদকজে ইৰ, রত্নে সামুদ্রে।। নিরু০অ০ ১৩। খং০৫।

এতৈঃ প্রমোণৈরেতৎসিদ্ধ্যতি বায়ুজলাগ্নিপৃথিবীবিকারকলাকৌশলসাধনেন ত্রিবিধং য়ানং রচনীয়মিতি।।১।।

(তিস্রঃ ক্ষপস্ত্রিরহা) কথংভূতৈর্নৌবাদিভিঃ–তিসৃভী রাত্রিভিস্ত্রিভির্দিনৈঃ, (আর্দ্রস্য) জলেন পূর্ণস্য সমুদ্রস্য তথা (ধন্বনঃ) স্থলস্যান্তরিক্ষস্য পারে, (অতিব্রজদ্ভিঃ) অত্যন্তবেগবদ্ভিঃ। পুনঃ কথম্ভূতৈঃ–(পতঙ্গৈঃ) প্রতিপাতং বেগেন গন্তৃভিঃ, তথা (ত্রিভী রথৈঃ) ত্রিভী রমণীয়সাধনৈঃ, (শতপদ্ভিঃ) শতেনাসংখ্যাতেন বেগেন পদ্‌ভ্যাং য়থা গচ্ছেৎ তাদৃশৈরত্যন্তবেগবদ্ভিঃ, (ষড়শ্বৈঃ) ষড়শ্বা আশুগমনহেতবো য়ন্ত্রাণ্যগ্নিস্থানানি বা য়েষু তানি ষড়শ্বানি, তৈঃ ষড়শ্বৈর্যানৈস্ত্রিষু মার্গেষু সুখেন গন্তব্যমিতি শেষঃ। তেষাং য়ানানাং সিদ্ধিঃ কেন দ্রব্যেণ ভবতীত্যত্রাহ–(নাসত্যা) পূর্বোক্তাভ্যামশ্বিভ্যাম্। অত এবোক্তং 'নাসত্যৌ দ্যাবাপৃথিব্যৌ'। তানি য়ানানি (ঊহথুঃ) ইত্যত্র পুরুষব্যত্যয়েন প্রথমস্য স্থানে মধ্যমঃ, প্রত্যক্ষবিষয়বাচকত্বাৎ। অত্র প্রমাণম্–

'ব্যত্যয়ো বহুলম্।' অষ্ঠাধ্যায়্যাম্। অ০৩। পা০১।

অত্রাহ—মহাভাষ্যকার ঃ—

সুপ্তিঙুপগ্রহলিঙ্গনরাণাং কালহলচ্স্বরকর্তৃয়ঙাং চ।
ব্যত্যয়মিচ্ছতি শাস্ত্রকৃদেষাং সোঽপি চ সিধ্যতি বাহুলকেন।

(মহাভাষ্যম্ অ০৩ পা০১ আ০৪ সূ০ ৮৫)।।

ইতি মহাভাষ্যপ্রামাণ্যাৎ। তাবেব নাসত্যাবশ্বিনৌ সম্যগ্ য়ানানি বহতঃ, ইত্যত্র সামান্যকালে লিঙ্‌বিধানাদ্ ঊহথুরিত্যুক্তম্। তাবেব তেষাং য়ানানাং মুখ্যে সাধনে স্তঃ। এবং কুর্বতো ভুজ্যুমুত্তমসুখভোগং প্রাপ্নয়ুর্নান্যথেতি।।২।।

।।ভাষার্থ।।

মুক্তি বর্ণনের পর, (এক্ষণে) সমুদ্র, ভূমি, ও অন্তরিক্ষে শীঘ্র পরিভ্রমণ করিবার জন্য বেদশাস্ত্রানুযায়ী যান বিদ্যাবিষয় লিখিতেছি ঃ–

(তুগ্রো হ) 'তুজি' ধাতুতে 'রক্' প্রত্যয় করিলে ''**তুগ্র**'' পদ সিদ্ধ হয়। এই তুগ্র শব্দে হিংসক, বলবান্, গ্রহণকারী ও স্থানকারী এই চারিপ্রকার অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেহেতু বৈদিক শব্দগুলির অর্থ সামান্য (ধাত্বর্থে) বিদ্যমান থাকে। এজন্য তুগ্র শব্দের অর্থ এইরূপ যথা ঃ— যেজন শত্রুকে হিংসা বা হনন করিয়া, নিজ বিজয় ও পরাক্রম

দ্বারা বলবান্ হইয়া ধনাদি পদার্থ গ্রহণ করিয়া থাকেন, এবং যিনি অশ্ব, রথ, নৌকা ও বিমানাদি যান সকলকে প্রাপ্ত হইবার স্থান (অর্থাৎ প্রাপ্তি যুক্ত হইতে) ইচ্ছা করেন। (রয়িম্) যিনি উত্তম বিদ্যা ও সুবর্ণাদি পদার্থের কামনাকারী বা আকাঙ্খী, তাঁহার পক্ষে ধনাদি পদার্থের কিরূপে পালন ও ভোগ সাধন করিতে হয়, এক্ষণে তাহারই (তদ্বিষয়েরই) ভোগ পালন ও বিজয়ের ইচ্ছা কীরূপে পূর্ণ করিতে হয়, তাহাই বর্ণন করা য়াইতেছে। যথা ঃ– (অশ্বিনা) অর্থাৎ য়ে কেহ স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, লৌহ, পিতল ও কাষ্ঠাদি পদার্থ দ্বারা বিবিধ প্রকারের কলায়ুক্ত নৌকাদি যান ও বিমানাদি রচনা বা প্রস্তুত করিয়া, তাহাতে যথাবৎ অগ্নি, বায়ু, ও জলাদি দ্রব্য প্রয়োগ পূর্বক তন্মধ্যে বাণিজ্য দ্রব্যাদি পূর্ণ করিয়া ব্যাপারার্থে (উদমেঘে) সমুদ্র ও নদী আদিতে যাত্রা করিয়া দ্বীপ দ্বীপান্তরে গমন করেন, তদ্দ্বারা, উক্ত বণিকের পদার্থের উন্নতি ঘটে। যে কেহ এইরূপ পুরুষকারে রত থাকেন, তিনি (ন কশ্চিন্মমৃবান্) পদার্থের প্রাপ্তি ও তাহার রক্ষাযুক্ত হইয়া (অর্থাৎ প্রাপ্তি ও তাহা রক্ষা করণে সক্ষম হইয়া) দুঃখ বা ঐহিক ক্লেশ প্রাপ্ত হইয়া প্রাণত্যাগ অর্থাৎ ইহলোক পরিত্যাগ করেন না, যেহেতু তিনি পুরুষকারযুক্ত হওয়ায় অলস হন না, (অর্থাৎ ইহ সংসারে অলস লোকেরাই আলস্য প্রযুক্ত পুরুষকার ও মনকে পবিত্র না করায় দ্রব্যের অভাব ও শারীরিক এবং নানাপ্রকার ঐহিক দুঃখ প্রাপ্ত হন–অনুবাদক)। নৌকাদি যানের সিদ্ধির দ্বারাই লোকে বৈভবশালী হইয়া থাকেন। অগ্নি, বায়ু, ও পৃথিব্যাদি পদার্থে শীঘ্র গমনাদি করিবার গুণ বিদ্যমান আছে, যাহাকে অশ্বি বলা যায়। ইহাদিগের দ্বারা নৌ ও যানাদি প্রস্তুত করিলে, ঐ সমস্ত পদার্থের স্বভাবতঃ শীঘ্র গমনাগমনাদি করিবার গুণ থাকায়, ঐ সমস্ত যানও বেগবান হইয়া থাকে। বেদোক্ত ও য়ুক্তি দ্বারা সিদ্ধ, এইরূপ নৌ বিমান রথাদি য়ান দ্বারা পুরুষ অর্থাৎ লোকের পক্ষে দেশ দেশান্তর গমনাগমন সুখের সহিত প্রাপ্ত (সম্পাদিত) হয়, (অর্থাৎ লোক এই সকল যান দ্বারা সুখে দেশ দেশান্তরে গমনাগমন করিতে সক্ষম হন— অনুবাদক) এস্থলে পুরুষ ব্যত্যয় হেতু প্রথম পুরুষ স্থানে মধ্যম পুরুষ প্রয়োগ হইয়াছে অর্থাৎ ''ঊহতুঃ'' এই পদ স্থানে ''ঊহথুঃ'' এইরূপ পদ প্রয়োগ করা হইয়াছে। এক্ষণে কীরূপ যান সকল দ্বারা উক্ত দেশ দেশান্তর গমনা-গমণের কার্য্য সিদ্ধি হয়, তাহাই বলিতেছেন ঃ— (নৌ ভিঃ) অর্থাৎ সমুদ্রে সুখে যাতায়াত করিবার জন্য নৌকা অত্যন্ত উত্তম বা শ্রেষ্ঠ যান হইয়া থাকে, (আত্মান্বতীভিঃ) যদ্দ্বারা ঐ নৌকার স্বামী বা তাহার ভৃত্যগণ উক্ত নৌকাদিকে সমুদ্রাদিতে চালাইয়া লইয়া যান। ব্যবসায়ী লোক তথা রাজপুরুষেরা এইরূপ নৌকারোহণ দ্বারা ব্যবসায়ার্থে সমুদ্রে যাতায়াত করিবেন। এইরূপ যদ্দ্বারা আকাশে গমনা-গমনের কার্য্য সিদ্ধি হয়, যাহাকে বিমান বলে, অর্থাৎ যাহা বিমান শব্দ দ্বারা প্রসিদ্ধ, উক্ত (অপোদকাভিঃ) বিমানের এরূপ শুদ্ধ ও চিক্কণ হওয়া উচিত যে, উহাতে জল লাগিলে গলিয়া বা ফাটিয়া না যায় বা কোনরূপ ছিদ্র যুক্ত না হয়, যদ্দ্বারা তন্মধ্যে জল প্রবেশ না করে। এই তিন প্রকার যানের যেরূপ রীতি

ইতিপূর্বে বর্ণন করিয়াছি ও পরে আরও যাহা কিছু বর্ণন করিব, তদনুযায়ী উহাদিগের সিদ্ধি করা কর্ত্তব্য। এই বিষয়ে নিরুক্তের প্রমাণ, যাহা সংস্কৃতভাষ্যে লেখা আছে, তাহা তথায় দেখিয়া লইবেন, উহার অর্থ এইরূপ যথা ঃ—

(অথাতো দ্যুস্থানা দে০) অর্থাৎ বায়ু ও অগ্নিকে অশ্বি বলে, যেহেতু বায়ু ধনঞ্জয়রূপ ধারণ করিয়া ও অগ্নি বিদ্যুৎরূপ ধারণ করিয়া, সমস্ত পদার্থ মধ্যে ব্যাপ্ত রহিয়াছে। এইরূপে জল এবং অগ্নিকেও অশ্বি বলা হয়, যেহেতু অগ্নি, জ্যোতি দ্বারা ও জল, রস দ্বারা যুক্ত হইয়া ব্যাপ্ত রহিয়াছে। 'অশ্বৈঃ' অর্থাৎ ইহারা বেগাদি গুণযুক্ত। যাঁহার বিমানাদি যানের সিদ্ধির ইচ্ছা হইবে, তাহার পক্ষে বায়ু, অগ্নি ও জল দ্বারা উহার সিদ্ধি করা কর্ত্তব্য, অর্থাৎ তিনি যেন বায়ু ও জল দ্বারা উহার সিদ্ধি সম্পাদন করেন, ইহা (উপরোক্ত বিষয়) ঔর্ণবাভ নামক আচার্য্যের মত। পুনশ্চ আর একজন ঋষির মত এইরূপ যে, অগ্নির জ্বালা ও পৃথিবীকে অশ্বি বলা হয়। পৃথিবীর বিকার স্বরূপ কাষ্ঠ ও লৌহাদি দ্বারা কলাযন্ত্র প্রস্তুত করিয়া তাহা চালাইলেও অনেক প্রকার বেগবান্ বা বেগশালী যান প্রস্তুত করা যায় অথবা অন্য কোনরূপ শিল্পবিদ্যা বিষয়ক কার্য্যে বা পদার্থে প্রস্তুত হয়। পুনশ্চ, অনেক বিদ্বান দিগের আবার এইরূপ মত যে—(অহোরাত্রৌ) অর্থাৎ দিবস, রাত্রিকে অশ্বি বলে, য়েহেতু দিবারাত্রিতে ঐ সমস্ত পদার্থের সংযোগ ও বিয়োগ ঘটিয়া থাকে এবং ঐ সংযোগ ও বিয়োগ কার্য্যের জন্য বেগ উৎপন্ন হয়, অর্থাৎ যেরূপ শরীর ও ওষধির বৃদ্ধি ও ক্ষয় হইয়া থাকে। (ও তজ্জন্য বেগ উৎপন্ন হয়, তদ্রূপ—অনুবাদক)। পুনশ্চ, কোন কোন শিল্পবিদ্যা নিপুণ বিদ্বান পুরুষের মত এইরূপ যে—(সূর্য্যা চন্দ্রমসৌ) অর্থাৎ সূর্য্য ও চন্দ্রমাকে অশ্বি বলা হয়, যেহেতু সূর্য্য এবং চন্দ্রমার আকর্ষণাদি গুণজন্য ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে পৃথিব্যাদি সংযোগ, বিয়োগ, ক্ষয়, বৃদ্ধি আদিরূপ শ্রেষ্ঠগুণ উৎপন্ন হইয়া থাকে। এইরূপে 'জর্ভরী' ও 'তুর্ফরীতূ' এই দুইটী পদই পূর্বোক্ত অশ্বি নাম যুক্ত। জর্ভরী শব্দে বিমানাদি যানের ধারণকারী এবং তুর্ফরীতূ অর্থাৎ কলাযন্ত্রের হনন দ্বারা বায়ু, অগ্নি, জল ও পৃথিবীকে যুক্তিপূর্বক প্রয়োগ করিয়া বিমানাদি যানের ধারণ, পোষণ ও বেগ হইয়া থাকে অর্থাৎ যেরূপ ঘোটক ও বলদকে কশাঘাত করিলে, সে বেগে গমন করে, তদ্রূপ কলাকৌশল দ্বারা বায়ু আদিকে কলাযন্ত্রাদিতে প্রেরণা করিলে সকলপ্রকার শিল্পবিদ্যা সিদ্ধ হইয়া থাকে, 'উদন্যজে' অর্থাৎ বায়ু, অগ্নি ও জলের প্রয়োগ দ্বারা সুখে সমুদ্র মধ্যে গমনাগমন করিতে পারা যায়।১।

তিস্রঃ ক্ষপস্ত্রি)। (নাসত্যা০) পূর্বোক্ত যে অশ্বি বিষয় বর্ণন করিয়াছি, তাহা (ভুজ্যুমূহথুঃ) বিবিধপ্রকার ভোগকে প্রাপ্ত করাইয়া থাকে। যেহেতু তাহারা বেগ বলে তিন দিবস ও রাত্রিতে নৌকা, বিমান ও রথ দ্বারা সুখের সহিত (সমুদ্র) সাগর (ধন্বন্) আকাশ ও ভূমির পার হইতে পারে অর্থাৎ উত্তীর্ণ হইতে সক্ষম হয়। (ত্রিভী রথৈঃ) অর্থাৎ উপরোক্ত তিনপ্রকার যান বা বাহন দ্বারা মনুষ্যের গমনাগমন করা কর্ত্তব্য, তথা (ষড়শ্বৈঃ) ছয় অশ্ব অর্থাৎ উক্ত যানাদিতে অগ্নি ও জলাদির জন্য ছয়টী গৃহ অর্থাৎ

পৃথক্ পৃথক্ স্থান নির্মাণ বা প্রস্তুত করা কর্ত্তব্য, যাহাতে ঐ যান দ্বারা অনেক প্রকারে গমনাগমন করিতে সমর্থ হওয়া যায়, এবং (পতংগৈঃ) যদ্দ্বারা তিন প্রকার মার্গে যথাবৎ গমন করিতে সমর্থ হওয়া যায় ।২ ।

অনারম্ভণে তদবীরয়েথামনাস্থানে অগ্রভণে সমুদ্রে ।

য়দশ্বিনা ঊহথুর্ভুজ্যুমস্তং শতারিত্রাং নাবমাতস্থিবাংসম্ । ।৩ । ।

য়মশ্বিনা দদথুঃ শ্বেতমশ্বমঘাশ্বায় শশ্বদিৎ স্বস্তি ।

তদ্বাং দাত্রং মহি কীর্ত্তেন্যং ভূৎ পৈদ্বো বাজী সদমিদ্ধব্যো অর্য়ঃ । ।৪ । ।

ঋ০ অষ্ট০ ১ অ০ ৮ । ব০ ৮, ৯ । মং০ ৫, ১ । ।

ভাষ্যম্ ঃ- হে মনুষ্যাঃ । পূর্বোক্তাভ্যাং প্রয়ত্নাভ্যাং কৃতসিদ্ধয়ানৈঃ, (অনারম্ভণে) আলম্বরহিতে, (অনাস্থানে) স্থাতুমশক্যে (অগ্রভণে) হস্তালম্বনাবিদ্যমানে, (সমুদ্রে) সমুদ্রবন্ত্যাপো য়স্মিন্, তস্মিন্ জলেন পূর্ণে, অন্তরিক্ষে বা, কার্য্যসিদ্ধ্যর্থং য়ুস্মাভির্গন্তব্যমিতি । 'অশ্বিনা' 'ঊহথুর্ভুজ্যু' মিতি পূ র্ববদ্ বিজ্ঞেয়ম্ । তদ্যানং সম্যক্ প্রয়ুক্তাভ্যাং তাভ্যামশ্বিভ্যাং (অস্তম্) ক্ষিপ্তং চালিতং সম্যক্ কার্য্যং সাধয়তীতি । কথম্ভূতাং নাবং সমুদ্রে চালয়েৎ ? (শতারিত্রাম্) শতানি অরিত্রাণি লোহময়ানি সমুদ্রস্থলান্তরিক্ষমধ্যে স্তম্ভনার্থানি গাধ গ্রহণার্থানি চ ভবন্তি য়স্যাং তাং শতারিত্রাম্ । এবমেব শতারিত্রং ভূম্যাকাশবিমানং প্রতি য়োজনীয়ম্ । ততা তদেতৎ ত্রিবিধং য়ানং শতকলং শতবন্ধনং শতস্তম্ভনসাধনং চ রচনীয়মিতি । তদ্যানৈঃ কথম্ভূতং (ভুজ্যুম্) ভোগং প্রাপ্নু বন্তি ? (তস্থিবাংসম্) স্থিতিমন্তমিত্যর্থঃ ।৩ ।

য়দ্যস্মাদেবং ভোগো জায়তে, তস্মাদেব সর্বমনুষ্যৈঃ প্রয়ত্নঃ কর্ত্তব্যঃ (য়মশ্বিনা০) য়ং সম্যক্ প্রয়ুক্তাভ্যামগ্নিজলাভ্যামশ্বিভ্যাং শুক্লবর্ণং বাষ্পাখ্যমশ্বং (অঘাশ্বায়) শীঘ্রগমনায়, শিল্পবিদ্যাবিদো মনুষ্যাঃ প্রাপ্নুবন্তি, তমেবাশ্বং গৃহীত্বা পূর্বোক্তানি য়ানানি সাধয়ন্তি । (শশ্বৎ০) তানি শশ্বন্নিরন্তরমেব (স্বস্তি) সুখকারকাণি ভবন্তি । তদ্যানসিদ্ধং (অশ্বিনা দদথুঃ) দত্তস্তাভ্যামেবায়ং গুণো মনুষ্যৈর্গ্রাহ্য ইতি । (বাম্) অত্রাপি পুরুষব্যত্যয়ঃ । তয়োরশ্বিনোর্মধ্যে য়ৎসামর্থ্যং বর্ত্ততে, তৎ কীদৃশং ? (দাত্রম্) দানয়োগ্যং, সুখকারকত্বাৎ পোষকং চ, (মহি০) মহাগুণয়ুক্তম্, (কীর্ত্তেন্যম্) কীর্ত্তনীয়মত্যন্তপ্রশংসনীয়ম্ । কৃত্যার্থে তবৈকেনকেন্যত্বন (অ০ ৩,৪,১৪) ইতি 'কেন্য' প্রত্যয়ঃ । অন্যেভ্যস্তচ্ছ্রেষ্ঠোপকারকং (ভূৎ) অভূৎ ভবতীতি । অত্র লডর্থে লুঙ্ বিহিত ইতি বেদ্যম্ । । স চাগ্ন্যাখ্যো (বাজী) বেগবান্, (পৈদ্বঃ০) য়ো য়ানং মার্গে শীঘ্রবেগেন গময়িতাস্তি । পৈদ্বপতঙ্গাবশ্বনাম্নী । । নিঘং০ অ০ ১ খং০ ১৪ । । (সদমিৎ) য়ঃ সদং বেগং ইৎ এতি প্রাপ্নোতীতীদৃশোঽগ্নিরস্মাভিঃ (হব্যঃ) গ্রাহ্যোঽস্তি । (অর্য়ঃ) তমশ্বমর্য়ো বৈশ্যো বণিগ্জনোঽবশ্যং গৃহ্ণীয়াৎ । । অর্য়্যঃ স্বামিবৈশ্যয়োঃ (অ০৩ ।১ ।১০৩) ইতি পাণিনি সূত্রাৎ, অর্য়ো বৈশ্যস্বামিবাচীতি ।৪ । ।

ত্রয়ঃ পবয়ো মধুবাহনে রথে সোমস্য বেনামনু বিশ্ব ইদ্বিদুঃ ।
ত্রয়ঃ স্কম্ভাসঃ স্কভিতাস আরভে ত্রির্নক্তং যাথস্ত্রির্বশ্বিনা দিবা । ।৫ । ।

ঋ০ অষ্ট০১ অ০৩ বর্গ ৪ মং০২ ।

ভাষ্যম্ ঃ- (মধুবাহনে) মধুরগতিমতি রথে (ত্রয়ঃ পবয়ঃ) বজ্রতুল্যাশ্চক্রসমূহাঃ কলায়ন্ত্রযুক্তা দৃঢ়াঃ শীঘ্রং গমনার্থং ত্রয়ঃ কার্য্যাঃ । তথৈব শিল্পিভিঃ (ত্রয়ঃ স্কম্ভাসঃ) স্তম্ভনার্থাঃ স্তম্ভাস্ত্রয়ঃ কার্য্যাঃ (স্কভিতাসঃ) কিমর্থাঃ, সর্বকলানাং স্থাপনার্থাঃ (বিশ্বে) সর্বে শিল্পিনো বিদ্বাংসঃ (সোমস্য) সোমগুণবিশিষ্টস্য সুখস্য (বেনাম্) কমনীযাং কামনাসিদ্ধিং (বিদুঃ) জানন্ত্যেব । অর্থাৎ (অশ্বিনা) অশ্বিভ্যামেবৈতদ্য়ানমারব্ধুমিচ্ছেয়ুঃ । কুতঃ ? তাবেবাশ্বিনৌ তদ্ য়ানসিদ্ধিং (য়াথঃ) প্রাপয়ত ইতি । তৎকীদৃশমিত্যত্রাহ (ত্রির্নক্তম্, ত্রিদিবা) তিসৃভীরাত্রিভিস্ত্রিভির্দিনৈশ্চাতি-দূরমপি মার্গং গময়তীতি বোধ্যম্ । ।৫ । ।

ভাষার্থ

(অনারম্ভণে) হে মনুষ্যগণ ! তোমরা পূর্বোক্ত প্রকার অনারম্ভণ অর্থাৎ আলম্বরহিত সমুদ্রে নিজ কার্য্য সিদ্ধিকরণ যোগ্য যান রচনা করিবে । (তদ্বীরয়েথাম্) যে য়ান পূর্বোক্ত অশ্বিনী দ্বারা যাতায়াতের জন্য সিদ্ধ হয় । (অনাস্থানে) অর্থাৎ আকাশ ও সমুদ্র মধ্যে বিনালম্বে কিছুই স্থির থাকিতে পারে না, (অরম্ভণে) যাহাতে (যেস্থানে) হস্ত দ্বারা ধরিবার কিছুই আলম্ব পাওয়া যায় না । (সমুদ্রে) এরূপে পৃথিবীর উপরিস্থিত য়ে জলপূর্ণ সমুদ্র প্রত্যক্ষ বিদ্যমান রহিয়াছে এবং অন্তরীক্ষরূপী য়ে আকাশ তাহাকে ও সমুদ্র বলে, য়েহেতু উহাও বর্ষার জল দ্বারা পূর্ণ থাকে, তাহাতেও তথায় বিনাবলম্ব অর্থাৎ নৌকা বা বিমান ব্যতিরেকে প্রাপ্ত হওয়া য়ায় না, এজন্য এইরূপ যান সকলকে পুরুষকার দ্বারা রচনা করা কর্ত্তব্য । (য়দিশ্বিনৌ ঊহথুর্ভুঃ) যে য়ান, বায়ু আদি অশ্বি দ্বারা রচনা বা নির্মাণ করা যায়, তাহা উত্তম ভোগ সকলকে প্রাপ্ত করায়, অর্থাৎ তদ্দ্বারা উত্তম ভোগ্য বিষয় প্রাপ্ত হওয়া যায় । (অস্তং) এইরূপে চালিত য়ান দ্বারা, সমুদ্র, ভুমি ও অন্তরিক্ষে উত্তমরূপে সকলপ্রকার কার্য্যসিদ্ধি হয় । পুনশ্চ, কিরূপ নৌকা সমুদ্রে চালাইতে হইবে তদ্বিষয় বর্ণন করিতেছেন, (শতারিত্রাম্) অর্থাৎ ঐ সমুদ্রয়ান বা নৌকায় শতপ্রকার লৌহময় কল থাকিবে, য়দ্দ্বারা বন্ধন ও স্তম্ভন আদি ক্রিয়া সম্পন্ন হইতে পারে, অর্থাৎ ঐ নৌকাতে জলের (গভীরতার পরিমাণ বা) মাপ লইবার অর্থাৎ কোন্ স্থানে কত গভীর জল আছে, তাহার পরিমাণ লইবার য়ন্ত্র ও য়দ্বারা ঝড় ও অন্যান্য প্রকার প্রবল বায়ু ও উর্মি ইত্যাদির বিঘ্ন হইতে নৌকাকে রক্ষা করিবার জন্য লৌহের নঙ্গর ও অন্যান্য যন্ত্রাদি প্রস্তুত করা কর্ত্তব্য, য়দ্দ্বারা য়থা ইচ্ছা তথায় ঐ নৌকাকে অনায়াসে বন্ধন ও স্তম্ভন করিয়া দেন, য়ে বেগের হানি বা হ্রাস হয় না, (বরং) য়ত ইচ্ছা ততই বৃদ্ধি করিতে পারা যায়, (শশ্বদিৎ স্বস্তি) ও যে য়ানে বসিয়া, (অর্থাৎ এইরূপ যানে বসিলে), সমুদ্র ও আন্তরিক্ষ মধ্যে পরিভ্রমণ করিয়া, নিরন্তর স্বস্তি অর্থাৎ নিত্যসুখ বৃদ্ধি হইয়া থাকে ।

(দদথুঃ) যে বেগ ও গুণ, বায়ু, অগ্নি ও জলাদিদ্বারা উৎপন্ন হয়, তাহা য়েন মনুষ্যগণ সুবিচার দ্বারা গ্রহণ করেন, (অর্থাৎ তাহা মনুষ্যের সুবিচার দ্বারা গ্রহণ করা কর্ত্তব্য)। (বাম্) এইরূপ সামর্থ্য কেবল পূর্বোক্ত অশ্বিসংযুক্ত পদার্থেই আছে। (এক্ষণে সেই সামর্থ্য কীরূপ তাহাই বর্ণন করিতেছেন) য়থা প্রঃ—(তৎ) সেই সামর্থ কীরূপ ?

উঃ—(দাত্রম্) অর্থাৎ দান করিবার উপযুক্ত, (মহি) বড় শ্রেষ্ঠগুণযুক্ত, (কীর্ত্তেন্যম্) কীর্ত্তন অর্থাৎ অত্যন্ত প্রসংশা করিবার য়োগ্য এবং সকল মনুষ্যের উপকারী (ভূৎ) হইয়া থাকে, যেহেতু ঐ (পৈদ্বঃ) অশ্ব মার্গে চালক স্বরূপ হয়। (সদমিৎ) য়াহা অত্যন্ত বেগশালী তাহা (হব্য) গ্রহণ ও দান করিবার যোগ্য হইয়া থাকে, (অর্য্যঃ) বৈশ্যেরা শিল্পিবিদ্যার স্বামী অর্থাৎ শিল্পবিদ্যাবিশারদগণ ইহাকে অবশ্য গ্রহণ করিবেন, য়েহেতু এইরূপ যান বিনা, দ্বীপ-দ্বীপান্তরে য়াতায়াত করা কঠিন ব্যাপার হইয়া থাকে।৪।

এক্ষণে এই সকল যান কী প্রকারে প্রস্তুত করা যায়, তাহা বর্ণিত হইতেছে যথা ঃ– (ত্রয়ঃ পবয়ো মধু০) এইরূপ যানের তিনটী চক্র বা নেমি থাকিবে, যদ্দ্বারা উহা জল ও পৃথিবীর উপর দিয়া যাতায়াত করিতে পারে এবং যেন প্রচুর বেগশালী হয়, উহার সমান অঙ্গগুলি বজ্রের ন্যায় দৃঢ় অর্থাৎ কঠিন হইবে, যাহাতে কলাযন্ত্রও অত্যন্ত দৃঢ় থাকিবে, যদ্দ্বারা শীঘ্র গমন করিতে সক্ষম হয়। (ত্রয়ঃ স্কম্ভাসঃ) পুনশ্চ, উহাতে তিন তিনটী করিয়া স্তম্ভ (থাম) এরূপ ভাবে প্রস্তুত করা কর্ত্তব্য, যাহার আধারে সমস্ত কলা যন্ত্রগুলি সংযুক্ত থাকে, এবং (স্কভিতাসং) ঐ স্তম্ভ পুনঃ অপর কাষ্ট বা লৌহের সহিত সংলগ্ন থাকিবে (আরা), যাহা নাভির সমান মধ্য কাষ্ঠ হইয়া থাকে, এবং উহাতেই সমস্ত কলায়ন্ত্র সংযুক্ত থাকে। (বিশ্বে) সকল শিল্পী ও বিদ্বান লোকেরই এইরূপ যানের সিদ্ধি (বা প্রস্তুত) করণ বিষয়, অবশ্য জ্ঞাত হওয়া কর্ত্তব্য। (সোমস্য বেনাম্) যদ্দ্বারা সুন্দর সুখের কামনার সিদ্ধি হইয়া থাকে, (রথে) এবং যে রথ দ্বারা সকলপ্রকার ক্রীড়া সুখও প্রাপ্ত হইয়া যায়, অর্থাৎ ঐরূপ যানে আরোহণ করিয়া সকলপ্রকার ক্রীড়া বা আমোদ প্রমোদ করিতে সমর্থ হওয়া যায়। (আরভে) এরূপ রথের বা যানের আরম্ভ (অর্থাৎ প্রস্তুতকরণে) অশ্বি অর্থাৎ অগ্নি এবং জলই মুখ্য বস্তু হইয়া থাকে। (ত্রির্নক্তং য়াথস্ত্রির্বশ্বিনা দিবা) এবং এই যান দ্বারা তিন দিবস ও তিন রাত্রিতে (লোকে) দ্বীপ দ্বীপান্তরে যাইতে সক্ষম হইয়া থাকে।৫।

ত্রির্ণো অশ্বিনা যজতা দিবেদিবে পরি ত্রিধাতু পৃথিবীমশায়তম্।
তিস্রো নাসত্যা রথ্যা পরাবত আত্মেব বাতঃ স্বসরাণি গচ্ছতম্।।৬।।

ঋ০অষ্ট০১ অ০ ৩ ব০৫ মং০ ১।

অরিত্রং বাং দিবস্পৃথু তীর্থে সিন্ধূনাং রথঃ।
ধিয়া য়ুয়ুজ্র ইন্দবঃ।।৭।। ঋ০ অ০১ অ০৩ ব০৩৪ মং০৮।

বি য়ে ভ্রাজন্তে সুমখাস ঋষ্টিভিঃ প্রচ্যাবয়ন্তো অচ্যুতা চিদোজসা।
মনোজুবো য়ন্মরুতো রথেষ্বা বৃষব্রাতাসঃ পৃষতীরয়ুগ বম্।।৮।।

ঋ০অ০১ অ০৬ ব০৯ মং০৪।

ভাষ্যম্ঃ- য়ৎ পূর্বোক্তং ভূমিসমুদ্রান্তরিক্ষেষু গমনার্থং য়ানমুক্তং, তৎ পুনঃ কীদৃশং কর্ত্তব্যমিত্যত্রাহ (পরি ত্রিধাতু) অয়স্তাম্ররজতাদিধাতুত্রয়েণ রচনীয়ম্। ইদং কীদৃশ্বেগং ভবতীত্যত্রাহ—(আত্মের বাতঃ) আগমনাগমনে য়থাত্মা মনশ্চ শীঘ্রং গচ্ছত্যাগচ্ছতি, তথৈব কলাপ্রেরিত্যৌ বায়্বাগ্নী অশ্বিনৌ তদ্যানং ত্বরিতং গময়ত আগময়তশ্চেতি বিজ্ঞেযমিতি সংক্ষেপতঃ।৬।

তচ্চ কীদৃশং য়ানমিত্যত্রাহ—(অরিত্রং) স্তম্ভার্থং সাধনযুক্তং (পৃথু) অতিবিস্তীর্ণম্। ঈদৃশঃ স রথঃ অগ্ন্যাশ্বয়ুক্তঃ (সিন্ধুনাম্) মহাসমুদ্রাণাং (তীর্থে) তরণে কর্ত্তব্যেऽলং বেগবান্ ভবতীতি বোধ্যম্। (ধিয়া য়ু০) তত্র ত্রিবিধে রথে (ইন্দবঃ) জলানি বাষ্পবেগার্থং (য়ুয়ুজ্রে) য়থাবদ্যুক্তানি কার্য্যাণি, য়েনাতীব শীঘ্রগামী স রথঃ স্যাদিতি। ইন্দব ইতি জলনামসু।।নিঘন্টৌ (অধ্যায়ে প্রথমে) খণ্ডে ১২ পঠিতম্।।উন্দেরিচ্চাদেঃ।। উণাদৌ প্রথমে পাদে (১২) সূত্রম্।।৭।।

হে মনুষ্যাঃ! (মনোজুবঃ) মনোবদ্গতয়ো বায়বো য়ন্ত্রকলাচালনৈস্তেষু রথেষু পূর্বোক্তেষু ত্রিবিধয়ানেষু য়ুয়ম্ (অয়ুগ্ বম্) তান্ য়থাবদ্যোজয়ত। কথম্ভূতা অগ্নিবায় বাদয়ঃ। (আ বৃষব্রাতাসঃ) জলসেচনযুক্তাঃ। য়েষাং সংয়োগে বাষ্পজন্যবেগোৎপত্ত্যা বেগবন্তি তানি য়ানানি সিদ্ধ্যন্তীত্যুপদিশ্যতে।।৮।।

।।ভাষার্থ।।

পুনশ্চ, সেই যান কীরূপে প্রস্তুত করা কর্ত্তব্য, তদ্বিষয়ে বর্ণিত হইতেছে, (ত্রির্ণো অশ্বিনা (য়০) (পৃথিবীমশায়তম্) অর্থাৎ যে যানাদি দ্বারা আমরা ভূমি, জল ও আকাশে প্রতিদিন আনন্দে বিচরণ করিতে পারি, (পরি ত্রিধাতু পৃ০) উহা লৌহ, তাম্র, রৌপ্য আদি তিন প্রকার ধাতু দ্বারা প্রস্তুত হইয়া থাকে। এবং (রথ্যা পরাবতঃ) যেরূপ নগর বা পল্লিগ্রামের গলি রাস্তা দ্বারা কোন স্থানে অতি সহজে ও শীঘ্র যাতায়াত করিতে পারা যায়, তদ্রূপ দূরদেশে উপরোক্ত যান দ্বারা শীঘ্র যাতায়াত করিতে সক্ষম হওয়া যায়। (নাসত্যা) এইরূপে যানাদি বিদ্যা (অর্থাৎ যানাদি প্রস্তুতকরণ বিষয়ক, শিল্পবিদ্যা প্রয়োগ দ্বারা) পূর্বোক্ত অশ্বি বলে, অতি বৃহৎ বৃহৎ কঠিন মার্গেও শীঘ্র এবং সুগমতার সহিত প্রস্তুত করিবে (অর্থাৎ মনুষ্যের প্রস্তুত করা কর্ত্তব্য), (আত্মেব বাতঃ স্বঃ) মনের ন্যায় দ্রুতগামী যানাদি দ্বারা প্রতিদিন সুখে ভুগোল মধ্যে বিচরণ করিবে।৬।

(অরিত্রম্ বাম্) পূর্বোক্ত অরিত্র অর্থাৎ স্তম্ভন সাধনজন্য যে যন্ত্র প্রস্তুত করা যায়, (তীর্থে সিন্ধুনাং রথঃ) তাহা বৃহৎ অর্থাৎ অত্যন্ত বিস্তীর্ণ সমুদ্রের মধ্যেও এক পার হইতে অপর পারে পৌছাইয়া দিবার জন্য অতিশ্রেষ্ঠ উপায়স্বরূপ। (দিবস্পৃথু) ঐ রথ অত্যন্ত

বিস্তৃত এবং আকাশ তথা সমুদ্রে যাতায়াত করিবার জন্য অতি উত্তম হইয়া থাকে। (অর্থাৎ অত্যন্ত উত্তম উপায়স্বরূপ–অনুবাদক)। এইরূপ রথে যেজন যন্ত্র সিদ্ধ করেন, তিনি সুখ প্রাপ্ত হন। (ধিয়া য়ুয়ুজ্রে০) এইরূপ তিনপ্রকার যানমধ্যে (ইন্দবঃ) বাষ্পবেগ জন্য, এক জলাশয় প্রস্তুত করিয়া, তন্মধ্যে জল সেচন করা কর্ত্তব্য, যাহাতে ঐ যান অত্যন্ত বেগবান রূপে সিদ্ধ হয়, (অর্থাৎ অত্যন্ত বেগশালী হইয়া থাকে– অনুবাদক)।৭।

(বি য়ে ভ্রাজন্তে০) হে মনুষ্যগণ ! (মনোজুবঃ) যেরূপ মনের বেগ আছে, তদ্রূপ বেগশালী যান সিদ্ধ (প্রস্তুত) কর। (য়ন্মরুতো রথেষু) ঐ রথে (মরুৎ) বায়ু ও অগ্নিকে, মনোবেগের ন্যায় চালায়মান কর, এবং (আ বৃষব্রাতাসঃ) ইহাদিগের যোগে জলের উপর স্থাপন কর, (পৃষতীরয়ুগ্ধবম্) এরূপে যুক্ত কর, যদ্দ্বারা উক্ত যান সিদ্ধ (প্রস্তুত) হইয়া থাকে। (বিভ্রাজন্তে) যিনি বিবিধপ্রকার ভোগ দ্বারা প্রকাশমান এবং (সুমখাস ঋষ্টিভিঃ) যেজন এইপ্রকার শিল্পবিদ্যারূপ শ্রেষ্ঠ যজ্ঞকারী হন, তিনি সকল প্রকার (সুখ) ভোগ দ্বারা যুক্ত হন, (অর্থাৎ তিনিই সকলপ্রকার সুখ ভোগকরণে সমর্থ হন— অনুবাদক)। (অচ্যুতা চিদোজসা০) এইরূপ লোক কদাপি দুঃখী হইয়া অর্থাৎ দুঃখ প্রাপ্ত হইয়া নষ্ট (অর্থাৎ শ্রীভ্রষ্ট বা কষ্ট প্রাপ্ত) হন না, বরং, এইরূপ লোকই সদা পরাক্রমের সহিত বৃদ্ধিতাকে প্রাপ্ত হন, (অর্থাৎ ইহারা নষ্ট বা শ্রীভ্রষ্ট না হইয়া বরং অধিকতর পরাক্রমশালী হন), যেহেতু কলা ও কৌশলযুক্ত বায়ু ও অগ্ন্যাদি পদার্থের (ঋষি) কলা দ্বারা অর্থাৎ কলাযন্ত্র দ্বারা (প্রচ্যা০) পূ র্বস্থান পরিত্যাগ করিয়া (অর্থাৎ একস্থান হইতে) অপর স্থানে মনোবেগরূপী (শীঘ্র গমনশালী) যানারোহন পূর্বক যাতায়াত করেন, যদ্দ্বারা মনুষ্যের সুখ বৃদ্ধি হয়, এজন্য মনুষ্যের এরূপ উত্তম যান বিষয় সিদ্ধ করা কর্ত্তব্য।৮।

আ নো নাবা মতীনাং য়াতং পারায় গন্তবে।
য়ুঞ্জাথামশ্বিনা রথম।।৯।। ঋ০অষ্ট০১অ০৩ব০৩৪মং১।

কৃষ্ণং নিয়ানং হরয়ঃ সুপর্ণা অপো বসানা দিবয়ুৎপতন্তি।
ত আ ববৃত্রন্ত্সদনাদৃতস্যাদিদ্ ঘৃতেন পৃথিবী ব্যুদ্যতে।।১০।।
দ্বাদশ প্রধয়শ্চক্রমেকং ত্রীণি নভ্যানি ক উ তচ্চিকেত।
তস্মিন্ৎসাকং ত্রিশতা ন শঙ্কবোऽর্পিতাঃ য়ষ্টির্ন চলাচলাসঃ।।১১।।

ঋ০ অষ্ট০ ২। অ০ ৩। ব০ ২৩। মং০৪৭,৪৮।

ভাষ্যম্ ঃ- সমুদ্রে ভুমৌ অন্তরিক্ষে গমনয়োগ্যমার্গস্য (পারায়) (গন্তবে) গন্তুং য়ানানি রচনীয়ানি। (নাবা মতীনাম্) য়থা সমুদ্রগমনবৃত্তীনাং মেধাবিনাং নাবা নৌকয়া

পারং গচ্ছন্তি, তথৈব (নঃ) অস্মাকমপি নৌরুত্তমা ভবেৎ। (আয়ুঞ্জাথাম্০) য়থা মেধাবিভিরগ্নিজলে আসমন্তাদ্যানেষু য়ুজ্যেতে, তথাস্মাভিরপি য়োজনীয়ে ভবতঃ। এবং সর্বৈর্মনুষ্যৈঃ সমুদ্রাদীনাং পারাবারগমনায় পূর্বোক্তয়ানরচনে প্রয়ত্নঃ কর্ত্তব্য ইত্যর্থঃ। মেধাবিনামসু নিঘণ্টৌ (অধ্যয়ে তৃতীয়ে) ১৫ খণ্ডে মতয় ইতি পঠিতম্।।৯।।

হে মনুষ্যঃ ! (সুপর্ণাঃ) শোভনপতনশীলাঃ (হরয়ঃ) অগ্ন্যাদয়োऽশ্বাঃ। (অপো বসানাঃ) জলপাত্রাচ্ছাদিতা অধস্তাজ্জ্বালারূপাঃ কাষ্ঠেন্ধনৈঃ প্রজ্বালিতাঃ কলাকৌশলভ্রমণয়ুক্তাঃ কৃতাশ্চেত্তদা (কৃষ্ণম্) পৃথিবীবিকারময়ং (নিয়ানম্) নিশ্চিতং য়ানং (দিবমুৎপ০) দ্যোতনাত্মকমাশমুৎপতন্তি, উর্দ্ধং গময়ন্তীত্যর্থঃ।১০।

(দ্বাদশ প্রধয়ঃ) তেষু য়ানেষু প্রধয়ঃ সর্বকলায়ুক্তানামরাণাং ধারনার্থা দ্বাদশ কর্ত্তব্যাঃ। (চক্রমেকম্) তন্মধ্যেঃ সর্বকলাভ্রামণার্থমেকং চক্রং রচনীয়ম্। (ত্রীণি নভ্যানি) মধ্যস্থানি মধ্যাবয়বধারণার্থানি ত্রীণি য়ন্ত্রাণি রচনীয়ানি। তৈঃ (সাকং ত্রিশতা) ত্রীণি শতানি (শঙ্কবোऽর্পিতাঃ) য়ন্ত্রকলা রচয়িত্বা স্থাপনীয়াঃ। (চলাচলাসঃ) তাঃ কলাঃ চলাঃ চালনার্হা অচলাঃ স্থিত্যর্হাঃ, (ষষ্টিঃ) ষষ্ঠিসংখ্যাকানি কলায়ন্ত্রাণি স্থাপনীয়ানি। তস্মিন্ য়ানে এতদাদিবিধানং সর্বং কর্ত্তব্যম্। (ক উ তচ্চিকেত) ইত্যেতৎ কৃত্যং কো বিজানাতি ? (ন) নহি সর্বে।।১১।।

ইত্যাদয়ঃ এতদ্বিষয়া বেদেষু বহবো মন্ত্রাসসন্ত্যপ্রসঙ্গাদত্র সর্বে নোল্লিখ্যন্তে।। [ইতি নৌবিমানাদি বিদ্যাবিষয়ঃ সংক্ষেপেতঃ]

।। ভাষার্থ।।

হে মনুষ্য ! (আ নো নাবা মতীনাম্) যেহেতু বুদ্ধিমান মনুষ্য দ্বারা কৃত নৌকাদিরূপ যান দ্বারা (পারায়) অত্যন্ত সুগমতার সহিত সমুদ্রে পারাপার করিতে পারা যায়, তজ্জন্য (আ০ য়ুঞ্জাথাম্) পূর্বোক্ত বায়ু আদি রূপ অশ্বির যথাবৎ সংযোগ করিবে, (রথম্) যদ্দ্বারা উক্ত যান দ্বারা সমুদ্রের পারে ও তীরে যাইতে সমর্থ হও। (নঃ) হে মনুষ্যগণ ! এস পরস্পর সম্মিলিত হইয়া এরূপ যান রচনা করি, যদ্দ্বারা সমগ্র দেশ দেশান্তরে আমরা (তোমরা) যাইতে সক্ষম হই।৯।

(এস্থলে পরমেশ্বর এরূপভাবে উপদেশ দিতেছেন, যেন মনুষ্য নিজেরাই নিজেকে কীরূপে বলিবে—অনুবাদক)।

(কৃষ্ণং নি০) অগ্নিজলযুক্ত (কৃষ্ণং) অর্থাৎ আকর্ষণকারী যে (নিয়ানম্) নিশ্চিত যান আছে, তাহার (হরয়ঃ) বেগাদি গুণসম্পন্ন (সুপর্ণাঃ) উত্তমরূপে গমনশীল, যে পূর্বোক্ত অগ্ন্যাদিরূপী অশ্বি আছে, তাহাতে (অপো বসানাঃ) জলসেচনযুক্ত বাষ্পকে প্রাপ্ত করাইয়া (দিবমুৎপতন্তি) ঐ কাষ্ঠ লৌহ আদি দ্বারা কৃত বিমানকে আকাশে উড্ডীয়মান করিয়া চালাইয়া থাকে, (ত আববৃ০) যখন উহা চারিদিক হইতে সদন অর্থাৎ জলদ্বারা বেগযুক্ত হয়, তখনই (ঋতস্য) উহা যথার্থ সুখদায়ক হয়। (পৃথিবী

ঘৃ০) যখন জল (ও) কলাদি দ্বারা পৃথিবীকে জল দ্বারা যুক্ত করা যায়, তখন তদ্দ্বারা উত্তমোত্তম জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া যায় ।১০ ।

(দ্বাদশ প্রধয়ঃ) এই সকল যানের অন্তর বাহির এরূপ কল প্রস্তুত করা কর্ত্তব্য, যাহা ঘুরাইলে সমস্ত কলা সকল ঘুরিতে থাকিবে, (ত্রীণি নভ্যানি) তৎপরে উহার মধ্যে তিনটী চক্র রচনা করিবে, যাহার মধ্যে একটী চলিলে, অন্যান্য সমস্ত গুলি রুদ্ধ হইয়া যায়, দ্বিতীয়টীকে চালাইলে অগ্রে গমন করিবে, ও তৃতীয়টীকে চালাইলে পশ্চাৎ দিকে গতিশীল হইবে । (তস্মিন্ সাকং ত্রিশতা) উহাতে তিনশত করিয়া (শঙ্করঃ) বড় বড় কীল অর্থাৎ পেরেক বা পেঁচ সংযুক্ত করিবে, যদ্দ্বারা উহার সমগ্র অঙ্গ একত্রিত হইয়া যায় বা থাকে, এবং ঐ গুলি বাহির করিয়া লইলে, সকল গুলিকে আবার পৃথক পৃথক করিতে পারা যায় । (ষষ্ঠির্ন চলাচলাসঃ) ইহাতে ৬০ ষাটটী করিয়া কলাযন্ত্র রচনা করিবে, যাহার মধ্যে কতকগুলি চলিবে ও কতকগুলি বন্ধ বা স্থির থাকিবে । অর্থাৎ যখন বিমানকে উর্দ্ধে চালাইবার অর্থাৎ আকাশাভিমুখে চালাইবার আবশ্যক হইবে, তখন বাষ্পকে ধরিয়া অর্থাৎ একত্রিত করিয়া, উর্দ্ধদিকের মুখ বন্ধ রাখিবে, এবং যখন উর্দ্ধ হইতে নিম্নদিকে অর্থাৎ পৃথিবীর দিকে চালাইবার আবশ্যক হইবে, তখন উর্দ্ধদিকের মুখ অনুমানানুযায়ী খুলিয়া দিয়া, নিম্নদিকের মুখ বন্ধ করিয়া দিবে । এইরূপে পূর্বদিকে চালাইবার সময় পূর্বের মুখ বন্ধ ও পশ্চিম দিকের মুখ খুলিয়া দিবে ও পশ্চিমে চালাইবার সময় পশ্চিমের মুখ বন্ধ করিয়া পূর্বদিকের মুখ খুলিয়া দিবে । এইরূপে উত্তর ও দক্ষিণদিকে চালাইবার সময় যেদিকে চালাইবে, সেই দিকের মুখ বন্ধ করিবে ও অপর দিকের মুখ খুলিয়া দিবে । (নঃ) এইরূপ ব্যবহারে কোনরূপে ভ্রম করিবে না । (ক উ তচ্চিকেতঃ) এই মহাগভীর শিল্পবিদ্যাকে সাধারণ মনুষ্য জ্ঞাত হইতে পারে না কিন্তু যিনি মহাবিদ্বান ও হস্তক্রিয়ায় চতুর (নিপুণ) ও যাহারা পুরুষার্থশালী, তাহারাই সিদ্ধ করিতে সমর্থ হন ।

এই বিষয়ে বেদশাস্ত্রে অনেক মন্ত্র আছে, পরন্তু এস্থলে সংক্ষেপে বর্ণন করিলাম, যদ্দ্বারা বুদ্ধিমান লোক সহজে অনেক বুঝিতে সক্ষম হইবেন ।

ইতি নৌবিমানাদিবিদ্যাবিষয়ঃ সংক্ষেপতঃ

অথ তারবিদ্যামূলং সংক্ষেপতঃ

য়ুবং পেদবে পুরুবারমশ্বিনা স্পৃধাং শ্বেতং তরুতারং দুবস্যথঃ ।
শর্য়্যৈরভিদ্যুং পৃতনাসু দুষ্টরং চর্কৃত্যমিন্দ্রমিব চর্ষণীসহম্ । ।১ । ।

ঋ০অষ্ট০১ । অ০৮ । ব০২১ মং০ ১০ ।

ভাষ্যম—অস্যাভিপ্রায়ঃ অস্মিন্ মন্ত্রে তারবিদ্যাবীজং প্রকাশ্যত ইতি ।

হে মনুষ্যাঃ ! (অশ্বিনা০) অশ্বিনোর্গুণয়ুক্তং, (পুরুবারম্) বহুভির্বিদ্বদ্ভিঃ স্বীকর্ত্তব্যং বহূত্তমগুণয়ুক্তম্, (শ্বেতং) অগ্নিগুণবিদ্যুন্ময়ং শুদ্ধধাতুনির্মিতম্, (অভিদ্যুম্) প্রাপ্তবিদ্যুৎপ্রকাশম্, (পৃতনাসু দুষ্টরম্) রাজসেনাকার্য্যেষু দুস্তরং প্লবিতুমশক্যম্, (চর্কৃত্যং) বারম্বারং সর্বক্রিয়াসু য়োজনীয়ম্, (তরুতারম্) তারাখ্যং য়ন্ত্রং য়ুয়ং কুরুত । কথম্ভুতৈর্গুণৈর্য়ুক্তম্ ? (শর্য়্যৈঃ) পুনঃ পুনর্হননপ্রেরণগুণৈর্য়ুক্তম্ । কস্মৈ প্রয়োজনায় ? (পেদবে) পরমোত্তমব্যবহারসিদ্ধিপ্রাপণায় । পুনঃ কথম্ভূতং ? (স্পৃধাম্) স্পর্দ্ধমানানাং শত্রুণাং পরাজয়ায় স্বকীয়ানাং বীরাণাং বিজয়ায় চ পরমোত্তমম্ । পুনঃ কথম্ভূতং ? (চর্ষণীসহম্০) মনুষ্যসেনায়াঃ কার্য্যসহনশীলম্ । পুনঃ কথম্ভূতং ? (ইন্দ্রিমিব০) সূর্য়্যবৎ দূরস্থমপি ব্যবহারপ্রকাশন-সমর্থম্ । (য়ুবম্) য়ুবামশ্বিনৌ (দুবস্যথঃ) পুরুষব্যত্যয়েন পৃথিবীবিদ্যুদাখ্যাবশ্বিনৌ সম্যক্ সাধয়িত্বা তত্তারাখ্যং য়ন্ত্রং নিত্যং সেব বমিতি বোধ্যম্ ।১ ।

(ইতি তার বিদ্যামলংসংক্ষেপতঃ)

ভাষার্থ

(য়ুবং পেদবে) এই মন্ত্রদ্বারা তার বিদ্যার মূল বিষয় জ্ঞাত হওয়া যায় । পৃথিবী হইতে উৎপন্ন ধাতু ও কাষ্ঠাদির যন্ত্র ও বিদ্যুৎ, এই দুই পদার্থের প্রয়োগ দ্বারা তারবিদ্যা সিদ্ধ হইয়া থাকে । (দ্যাবাপৃথিব্যোরিত্যেকে ইত্যাদি) নিরুক্তের প্রমাণ দ্বারা ইহার অশ্বি নাম জানা কর্ত্তব্য ।

(পেদবে) অর্থাৎ উহা অত্যন্ত শীঘ্র গমনাগমনের হেতু হয় । (পুরুবারম) এই তারবিদ্যা দ্বারা অনেক উত্তম ব্যবহারের ফল মনুষ্য প্রাপ্ত হইতে সমর্থ হন । (স্পৃধাম) অর্থাৎ সৈনিক বিভাগের রাজপুরুষদিগের পক্ষে ইহা (এই তারবিদ্যা) বিশেষ হিতকারী হইয়া থাকে । (শ্বেতম্) উপরোক্ত তার গুলি শুদ্ধ ধাতু দ্বারা প্রস্তুত করা কর্ত্তব্য । (অভিদ্যুম) এবং তাহাতে বিদ্যুৎ প্রকাশ দ্বারা যুক্ত করিতে হয় । (পৃতনাসু দুষ্টরম্) ইহা সমস্ত সেনাগণের মধ্যে দুঃসহ প্রয়োগ হয়, এবং কেহই ইহাকে উলঞ্জন করিতে পারে

না, (চর্কৃত্যম্) ইহা সকল প্রকার কার্য্যকেই বারম্বার চালাইবার অর্থাৎ কার্য্যে পরিণত করিবার যোগ্য অর্থাৎ সক্ষম হয়, (শর্য্যৈঃ) এজন্য অনেকপ্রকার কলাযন্ত্রাদি চালাইতে সক্ষম ও (অন্যান্য অনেক উত্তম ব্যবহার বিষয় সিদ্ধি করিবার জন্য বিদ্যুৎ উৎপন্ন করিয়া, তাহার তাড়ন করা কর্ত্তব্য। (তরুতারম্) অতএব এইরূপ তারাখ্য যন্ত্রকে সিদ্ধ করিয়া অর্থাৎ যথাবিধি প্রস্তুত করিয়া, প্রীতিপূর্বক সেবন করিবে। এক্ষণে কীজন্য সিদ্ধি করিবে ? তাহাই বলিতেছেন ঃ- (পেদবে) অর্থাৎ পরমোত্তম ব্যবহার সকল সিদ্ধির হেতু এবং দুষ্ট শত্রুগণকে পরাজয় ও শ্রেষ্ঠ পুরুষের বিজয় হেতু, তারবিদ্যা সিদ্ধি করা কর্ত্তব্য। (চর্ষনীসহং) মনুষ্যের যে সকল সেনাগণ, যুদ্ধাদিরূপ (কষ্টকর) অনেক কার্য্যে সহনশীল (তাহাদিগের জন্য তারযন্ত্র বিষয়ক যন্ত্রাদি বিশেষ প্রয়োজনীয়–অনুবাদক)। (ইন্দ্রমিব০) যেরূপ কি সমীপস্থ কি দুরস্থ সমস্ত পদার্থকেই সুর্য্য প্রকাশ করিয়া থাকে, তদ্রূপ তারযন্ত্র দ্বারাও দুর ও সমীপের সকল প্রকার ব্যবহার প্রকাশ হইয়া থাকে।

(য়ুবং দুবস্যথঃ) এই তারযন্ত্র পুর্বোক্ত অশ্বির গুণ দ্বারাই সিদ্ধ হয়, ইহাকে বিশেষ প্রযত্ন দ্বারা সিদ্ধি করিয়া সেবন করা কর্ত্তব্য। এই মন্ত্রে পুরুষ ব্যত্যয় পূর্বোক্ত নিয়মানুযায়ী হইয়াছে, অর্থাৎ মধ্যম পুরুষের স্থানে প্রথম পুরুষের ব্যবহার হইয়াছে, ইহা জ্ঞাত হইবেন।

ইতি তারবিদ্যামূলং সংক্ষেপতঃ।

অথ বৈদ্যকশাস্ত্রমূলোদ্দেশঃ সংক্ষেপতঃ

সুমিত্রিয়া নঽআপওষধয়ঃ সন্তু দুর্মিত্রিয়াস্তস্মৈ সন্তু য়োঽস্মান্ দ্বেষ্টি য়ং চ বয়ং দ্বিষ্ম । ।১ । । যঽঅঽ৬ । মংঽ২২ ।

ভাষ্যম্ ঃ- অস্যাভিপ্রায়ার্থঃ । ইদং বৈদ্যকশাস্ত্রস্যায়ুর্বেদস্য মূলমস্তি ।

হে পরমবৈদ্যেশ্বর ! ভবৎকৃপয়া (নঃ) অস্মভ্যং (ওষধয়ঃ) সোমাদয়ঃ, (সুমিত্রিয়া) অত্র 'ইয়াডিয়াজীকারাণামুপসঙ্খ্যানম্ । (৭,১,৩৯) ইতি বার্ত্তিকেন জসঃ স্থানে 'ডিয়াচ্' ইত্যাদেশঃ । সুমিত্রাঃ, সুখপ্রদা রোগনাশকাঃ সন্তু, য়থাবদ্ বিজ্ঞাতাশ্চ । তথৈব (আপঃ) প্রাণাঃ সুমিত্রাঃ সন্তু । তথা (য়োঽস্মান্দ্বেষ্টি) যোঽধর্ম্মাত্মা কামক্রোধাদির্বা রোগশ্চ বিরোধী ভবতি, (য়ং চ বয়ং দ্বিষ্মঃ) য়মধর্ম্মাত্মানং রোগং চ বয়ং দ্বিষ্মঃ, (তস্মৈ০ দুর্মিত্রিয়া) দুঃখপ্রদা বিরোধিন্যঃ সন্তু । অর্থাৎ য়ে সুপথ্য কারিণস্তেভ্য ওষধয়ো মিত্রবদ্ দুঃখনাশিকা ভবন্তি । তথৈব কুপথ্যকারিভ্যো মনুষ্যেভ্যশ্চ শত্রুবদ্ দুঃখায় ভবন্তীতি । ।(১) । ।

এবং বৈদ্যকশাস্ত্রস্য মূলার্থবিধায়কা বেদেষু বহবো মন্ত্রাঃ সন্তি, প্রসঙ্গাভাবান্নাত্র লিখ্যন্তে । য়ত্র য়ত্র তে মন্ত্রাঃ সন্তি তত্র তত্রৈব তোষামর্থান্ য়থাবদুদাহরিষ্যামঃ । [ইতি বিদ্যাবিষয়ঃ সংক্ষেপেতঃ]

। । ভাষার্থ । ।

(সুমিত্রয়া ন০) হে পরমেশ্বর ! আপনার কৃপাবলে (আপঃ) যে প্রাণ ও জলাদি পদার্থ (বিদ্যমান রহিয়াছে) ও (ওষধী) সোমলতাদি রূপ, ওষধী সকল (নঃ) আমার জন্য (সুমিত্রিয়াঃ সন্তু) সুখকারক বা সুখদায়ক হউক । এবং (দুর্মিত্রিয়াঃ) যাহা দুষ্ট, প্রমাদী ও আমার প্রতিদ্বেষী, অথবা আমি যে দুষ্টের প্রতি দ্বেষ করি, তাহাদিগের পক্ষে (উপরোক্ত পদার্থগুলি) বিরোধিনী বা দুঃখদায়ক হউক । যেহেতু যে সকল লোক ধর্ম্মাত্মা ও সুপথ্য করেন, তাহার পক্ষে ঈশ্বরের রচিত সকল পদার্থই সুখদায়ক হইয়া থাকে, পরন্তু যেজন কুপথ্যকারী ও পাপী, তাহার পক্ষে সমস্ত পদার্থই সদা দুঃখদায়ক হইয়া থাকে ।

ইত্যাদি মন্ত্র বৈদ্যক বিদ্যার মুল প্রকাশকারী হইয়া থাকে ।

ইতি বৈদ্যকবিদ্যাবিষয়ঃ সংক্ষেপতঃ

অথ পুনর্জন্মবিষয়ঃ সংক্ষেপতঃ

অসুনীতে পুনরস্মাসু চক্ষুঃ পুনঃ প্রাণমিহ নো ধেহি ভোগম্ ।
জ্যোক্ পশ্যেম সূর্য্যমুচ্চ রন্তমনুমতে মৃড়য়া নঃ স্বস্তি । ।১ । ।
পুনর্নো অসুং পৃথিবী দদাতু পুনর্দ্যৌর্দেবী পুনরন্তরিক্ষম্ ।
পুনর্নঃ সোমস্তন্বং দদাতু পুনঃ পুষা পথ্যাং ৩য়া স্বস্তিঃ । ।২ । ।

ঋ০অ০ ৮ অ০ ১ ব০ ২৩ মং০ ৬,৭ ।

ভাষ্যম্—এতেষামভিপ্রায়ঃ এতদাদিমন্ত্রেম্বত্র পূর্বজন্মানি পুনর্জন্মানি চ প্রকাশ্যন্ত ইতি ।

(অসুনীতে) অসবঃ প্রাণা নীয়ন্তে য়েন সোঽসুনীতিস্তৎসম্বুদ্ধৌ, হে অসুনীতে ঈশ্বর! মরণানন্তরং দ্বিতীয়শরীরধারণে বয়ং সদা সুখিনো ভবেম । (পুনরস্মা০) অর্থাদ্যদা বয়ং পূ র্বশরীরং ত্যক্ত্বা দ্বিতীয়শরীরধারনং কুর্মস্তদা (চক্ষুঃ) চক্ষুরিত্যুপলক্ষণমিন্দ্রিয়াণাম্, পুনর্জন্মনি স র্বাণীন্দ্রিয়াণ্যস্মাসু ধেহি । (পুনঃ প্রাণমি০) প্রাণমিতি বায়োরন্তঃকরণস্যোপলক্ষণম্,' পুনর্দ্বিতীয়জন্মনি প্রাণমন্তঃকরণং চ ধেহি । এবং হে ভগবন্ ! পুনর্জন্মসু (নঃ) অস্মাকং (ভোগং) ভোগপদার্থান্ (জ্যোক) নিরন্তরমস্মাসু ধেহি । য়তো বয়ং সর্বেষু জন্মসু (উচ্চরন্তং সূর্য্যম্) শ্বাসপ্রশ্বাসাত্মকং প্রাণং প্রকাশময়ং সূর্য্যলোকং চ নিরন্তরং পশ্যেম । (অনুমতে) হে অনুমন্তঃ পরমেশ্বর ! (নঃ) অস্মান্ সর্বেষু-জন্মসু (মৃড়য়) সুখয় । ভবৎকৃপয়া পুনর্জন্মসু (স্বস্তি) সুখমেব ভবেদিতি প্রার্থ্যতে । ।১ । ।

(পুনর্নো) হে ভগবন্ ! ভবদনুগ্রহেণ (নঃ) অস্মভ্যং (অসুং) প্রাণমন্নময়ং বলং চ (পৃথিবী পুনর্দদাতু) । তথা (পুনর্দ্যৌঃ০) পুনর্জন্মনি দ্যৌর্দেবী দ্যোতমানা সূর্য্যজ্যোতিরসুং দদাতু (পুনরন্তরিক্ষম্) তথান্তরিক্ষং পুনর্জন্মন্যসুং জীবনং দদাতু (পুনর্নঃ সোমস্তঃ) তথা সোম ওষধিসমূহজন্যো রসঃ পুনর্জন্মনি তন্বং শরীরং দদাতু (পুনঃ পূষা০) হে পরমেশ্বর! পুষ্টিকর্ত্তা ভবান্ (পথ্যাম্) পুনর্জন্মনি ধর্ম্মমার্গং দদাতু, তথা সর্বেষু জন্মসু (য়া স্বস্তিঃ) সা ভবৎকৃপয়া নোঽস্মভ্যং সদৈব ভবত্বিতি প্রার্থ্যতে ভবান্ । ।২ । ।

। । ভাষার্থ । ।

(অসুনীতে) হে সুখদায়ক পরমেশ্বর ! আপনি (পুনরস্মাসু চক্ষু০) কৃপাপূ র্বক আমাদিগকে পুনর্জন্মে (অর্থাৎ জন্মান্তরকালে) উত্তম নেত্রাদিরূপ ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা যুক্ত করুন এবং (পুনঃ প্রাণং) প্রাণ অর্থাৎ মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কার, বল ও পরাক্রমাদিযুক্ত শরীর প্রদান করুন । (ইহ নো ধেহি ভোগম্) হে জগদীশ্বর ! ইহ সংসারে অর্থাৎ ইহজন্মে ও পরজন্মে আপনি আমাদিগকে উত্তমোত্তম ভোগ (ভোগ্যবস্তু) প্রাপ্ত করান

(অর্থাৎ প্রদান করুন)। (জ্যোক্ পশ্যেম সূর্য্যমুচ্চরন্তম্) হে ভগবন্! আপনার কৃপাবলে যেন আমরা সূর্য্যলোকে শ্বাস প্রশ্বাসাত্মক প্রাণকে নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হই, এবং বিজ্ঞান ও প্রেমবলে যেন আমরা আপনাকে সদা দর্শন করিতে থাকি, (অনুমতে মৃড়য় নঃ স্বস্তি) হে অনুমতে বা অনুমন্ত পরমেশ্বর! আপনি আমাদিগকে সকল জন্মেই (মৃড়য়) সুখী করুন, যদ্দ্বারা আমাদিগের কল্যাণ হউক, অর্থাৎ যাহা আমাদিগের কল্যাণকারী হউক।

(পুনর্নো অসুং পৃথিবী দদাতু) হে স র্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর! আপনার অনুগ্রহে আমরা বারম্বার পৃথিবী, প্রাণ, চক্ষু ও অন্তরিক্ষ স্থানাদি রূপ অবকাশকে যেন প্রাপ্ত হই। আপনি তাহার বিধান করুন, অর্থাৎ পুনঃ পৃথিব্যাদি স্থানে জন্মগ্রহণ করিয়া প্রাণাদি প্রাপ্ত হই এবং (পুনর্নঃ সোমস্তন্বং দদাতু) পুনর্জ্জন্ম কালিন আমাদিগের জন্যে যেন সোম অর্থাৎ ওষদি আদির রস উত্তম শরীর প্রদানে অনুকূল থাকে।

(পূষা) হে পুষ্টিকারী পরমেশ্বর। আপনি কৃপা করিয়া পুনর্জন্ম কালিন আমাকে ধর্ম্মমাগী করুন, এবং যাহাতে সর্বপ্রকার দুঃখ নিবারিত হয়, এরূপে পথ্যরূপ স্বস্তি প্রদান করুন।

পুনর্মনঃ পুনরায়ুর্ম আগন্ পুনঃ প্রাণঃ পুনরাত্মা ম আগন্ পুনশ্চক্ষুঃ পুনঃ শ্রোত্রং ম আগন্। বৈশ্বানরো অদব্ধস্তনূপা অগ্নির্নঃ পাতু দুরিতাদবদ্যাৎ।।৩।। যজু০ অ০ ৪ মং০ ১৫

পুনর্মৈত্বিন্দ্রিয়ং পুনরাত্মা দ্রবিণং ব্রাহ্মণং চ।
পুনরগ্নয়ো ধিষ্ণ্যা যথাস্থাম কল্পয়ন্তামিহৈব।।৪।।

অথর্ব০কাং০৭ অনু০৬ ব০৬৭মং০১

আ য়ো ধর্ম্মাণি প্রথমঃ সসাদ ততো বপূংষি কৃণুষে পুরূণি।
ধাস্যুর্য়োনিং প্রথম আ বিবেশা য়ো বাচমনুদিতাং চিকেত।।৫।।

অথর্ব০ কাং০ ৫ অনু০১ ব০১ মং০২

ভাষ্যম্ ঃ- (পুনর্ম্মনঃ পু০) হে জগদীশ্বর! ভবদনুগ্রহেণ বিদ্যাদিশ্রেষ্ঠগুণয়ুক্তং মন আয়ু (প্রাণ)শ্চ (মে) মহ্যমাগন্ পুনঃ পুনর্জ্জন্মসু প্রাপ্নুয়াৎ। (পুনরাত্মা) পুনর্জ্জন্মনি মদাত্মা বিচারঃ শুদ্ধঃ সন্ প্রাপ্নুয়াৎ। (পুনশ্চক্ষুঃ) চক্ষুঃ শ্রোত্রং চ মহ্যং প্রাপ্নুয়াৎ। (বৈশ্বানরঃ) য সকলস্য জগতো নয়নকর্ত্তা (অদব্ধঃ) দম্ভাদিদোষরহিতঃ (তনূপাঃ) শরীরাদিরক্ষকঃ (অগ্নিঃ) বিজ্ঞানানন্দস্বরূপঃ পরমেশ্বরঃ (পাতু দুরি০) জন্মজন্মান্তরে দুষ্টকর্ম্মভ্যোঽস্মান্ পৃথক্কৃত্য পাতু রক্ষতু, য়েন বয়ং নিস্পাপা ভূত্বা সর্বেষু জন্মসু সুখিনো ভবেম।।৩।।

(পুনর্মৈ০) হে ভগবন্! পুনর্জন্মনীন্দ্রিয়মর্থাৎ সর্বাণীন্দ্রিয়াণি, আত্মা প্রাণধারকো বলাখ্যঃ, (দ্রবিণং) বিদ্যাদিশ্রেষ্ঠধনম্, (ব্রাহ্মণং চ) ব্রহ্মনিষ্ঠাত্ত্বম্, (পুনরগ্নয়ঃ)

মনুষ্যশরীরং ধারয়িত্বাऽऽহবনীয়াদ্যগ্ন্যাধানকরণম্, (মৈতু) পুনঃ পুনর্জ্জন্মস্বেতানি মামাপ্নু বন্তু। (ধিষ্ণ্যা য়থাস্থাম০) হে জগদীশ্বর ! বয়ং য়থা য়েন প্রকারেণ পূর্বেষু জন্মসু ধিষ্ণ্যা ধারণাবত্যা ধিয়া সোত্তমশরীরেন্দ্রিয়া আস্থাম, তথৈবেহাস্মিন্ সংসারে পুনর্জ্জন্মনি বুদ্ধ্যা সহ স্বস্বকার্য্যকরণে সমর্থা ভবেম। য়েন বয়ং কেনাপি কারণেন্ ন কদাচিদ্ বিকলা ভবেম। ।৪। ।

(আ য়ো ধ০) য়ো জীবঃ (প্রথমঃ) পূর্বজন্মনি, (ধর্ম্মাণি) য়াদৃশানি ধর্ম্মকার্য্যাণি, (আসসাদ) কৃতবানস্তি, স (ততো বপুংষি০) তস্মাদ্ ধর্ম্মকরণাদ্ বহুন্যুত্তমানি শরীরাণি পুনর্জন্মনি (কৃণুষে) ধারয়তি। এবং য়শ্চাধর্ম্মকৃত্যানি চকার স নৈব পুনঃ পুনর্ম্মনুষ্যশরীরাণি প্রাপ্নোতি, কিন্তু পশ্বাদীনি হি শরীরাণি ধারয়িত্বা দুঃখানি ভুঙ্ক্তে। ইদমেব মন্ত্রার্থেনেশ্বরো জ্ঞাপয়তি (ধাস্যুর্য়োনিং০) ধাস্যতীতি ধাস্যুরর্থাৎ পূর্বজন্মকৃতপাপপুণ্যফলভোগশীলো জীবাত্মা, (প্রথমঃ) পূ র্বং দেহং ত্বক্ত্বা, বায়ুজলৌষধ্যাদিপদার্থান্ (আবিবেশ) প্রবিশ্য, পুনঃ কৃতপাপপুণ্যানুসারণীং য়োনিমাবিবেশ প্রবিশতীত্যর্থঃ। (য়ো বাচম০) য়ো জীবো ऽনুদিতামীশ্বরোক্তাং বেদবাণীং আ সমন্তাদ্ বিদিত্বা ধর্ম্মমাচরতি, স পূর্ববদ্ বিদ্বচ্ছরীরং ধৃত্ব। সুখমেব ভুঙ্ক্তে। তদ্বিপরীতাচরণস্তির্য্যগ্ দেহং ধৃত্বা দুঃখভাগী ভবতীতি বিজ্ঞেয়ম্। ।৫। ।

। । ভাষার্থ। ।

(পুনর্মনঃ পুনরাত্মা০) হে স র্বজ্ঞ ঈশ্বর ! আমার যখন যখন জন্ম হইবে, তখন যেন (অর্থাৎ আমি যেন জন্ম জন্ম) শুদ্ধ মন, পূর্ণায়ু, আরোগ্য, প্রাণ কুশলতা যুক্ত জীবাত্মা, উত্তমচক্ষু ও শোত্র প্রাপ্ত হই। (বৈশ্বানরোऽদব্ধঃ) যে পরমেশ্বর বিশ্বে বিরাজমান হইয়া রহিয়াছেন, তিনি যেন আমার শরীরকে জন্ম জন্ম পালন করেন। (অগ্নির্নঃ) সকল প্রকার পাপনাশক ভগবান। আপনি (পাতুদুরিতাদ্ অবদ্যাৎ) আমাকে জন্ম জন্মান্তরে মন্দ কর্ম্ম ও সর্বপ্রকার দুঃখ হইতে পৃথক রাখিবেন।৩।

(পুনর্মৈত্বিন্দ্রিয়ম্) হে জগদীশ্বর ! আপনার কৃপায় আমি যেন পরজন্মে মনাদি একাদশ ইন্দ্রিয় প্রাপ্ত হই অর্থাৎ সদা যেন মানব যোনীই (শরীর) প্রাপ্ত হই, (পুনরাত্মা) হে পরমেশ্বর ! আমি প্রাণের ধারণকারী শক্তি যেন প্রাপ্ত হইতে থাকি, য়দ্দ্বারা দ্বিতীয় জন্মেও আমরা শতবর্ষ পর্য্যন্ত উত্তম রূপে এমন কি শতবর্ষের অধিক কালও উত্তমরূপে জীবিত থাকিতে সমর্থ হই, (দ্রবিণম্) এবং তৎ সঙ্গে সত্যবিদ্যাদি শ্রেষ্ঠধনও যেন ঐ পুনর্জ্জন্মে প্রাপ্ত হইতে থাকি, (অর্থাৎ হইতে সমর্থ হই)। (ব্রাহ্মণং চ) ব্রহ্ম অর্থাৎ বেদবিষয়ক ব্যাখ্যান সহিত বিজ্ঞান এবং আপনার প্রতি দৃঢ় নিষ্ঠাও যেন সদাকাল আমাতে বিদ্যমান থাকে। (পুনরগ্নয়ঃ) পুনশ্চ সর্ব জগতের উপকার সাধন যেন, আমরা অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা করিতে থাকি। (ধিষ্ণ্যা য়থাস্থাম) হে জগদীশ্বর। আমরা যেরূপ পূ র্বজন্মে শুভগুণ ধারণকারী বুদ্ধি ও উত্তম শরীরে সহিত যুক্ত ছিলাম, তদ্রূপ

ইহ সংসারেও (থাকিয়াও), যেন পুনরায় পুনর্জন্মে সুবুদ্ধিসহ মনুষ্যদেহ প্রাপ্ত হইতে যথাবৎ সমর্থ হই ।হে পরমেশ্বর । আমরা যদ্দ্বারা ইহ সংসারে মানবজন্ম গ্রহণ বা ধারণ করিয়া ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুঃবর্গ ফল সদা প্রাপ্ত হই ও অত্যন্ত প্রেম সহকারে আপনার ভক্তি করিতে পারগ হই, যদ্দ্বারা কোন জন্মে যেন আমরা কদাপি দুঃখ বা ক্লেশাদি প্রাপ্ত না হই ।

(ধাসুর্যোনি) পূ র্ব জন্মের কৃত পাপপুণ্যের ফল ভোগ করিবার স্বভাবযুক্ত জীবাত্মা (অর্থাৎ যে জীবাত্মকে পূ র্বজন্মার্জিত শুভাশুভ কর্ম্মের ফলভোগ করিতে হইবে) তিনি পূর্ব শরীর পরিত্যাগ করিয়া বায়ু, জল ও ঔষধাদি পদার্থে প্রবেশ করিয়া স্বকৃত পুণ্যপাপানুসারে, উত্তমাধম যোনিতে প্রবেশ করেন অর্থাৎ শরীর ত্যাগ করিয়া, প্রথমে বায়ুতে প্রবেশ করিয়া তাহাতে অবস্থিতি করেন, তৎপরে বায়ু হইতে নিস্ ান্ত হইয়া জল, ওষধি ও প্রাণাদিতে প্রবেশ করিয়া বীর্য্য মধ্যে প্রবিষ্ট হয়, তৎপরে গর্ভাশয়ে স্থির হইয়া, পুনঃ জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকেন। (য়ো বাচমনুদিতাম্ চিকেৎ) যে জীব অনুদিতবাণী, অর্থাৎ যেরূপ বেদশাস্ত্রে ঈশ্বর সত্যভাষণাদি করিবার প্রদান করিয়াছেন, তাহা জ্ঞাত হইয়া তদনুযায়ী ধর্মাচরণ করেন, তিনি মনুষ্য যোনি প্রাপ্ত হইয়া উত্তম শরীর ধারণ করিয়া অনেক প্রকার সুখভোগ করিয়া থাকেন। এইরূপে যে জন অধর্ম্মাচরণ করিয়া থাকেন, তাহাকে বহুতর নীচ যোনি অর্থাৎ কীট, পতঙ্গাদি তির্য্যক্ শরীর প্রাপ্ত হইয়া বিবিধপ্রকারে কষ্টানুভব করিতে হয় ।৫ ।

দ্বে সৃতীঽঅশৃণবং পিতৃণামহং দেবানামুত মর্ত্ত্যানাম্ ।
তাভ্যামিদং বিশ্বমেজৎ সমেতি য়দন্তরা পিতরং মাতরং চ । ।৭ । ।

যo অo ১৯ মং o ৪৭

মৃতশ্চাহং১ পুনর্জাতো জাতশ্চাহং পুনর্মৃতঃ ।
নানা য়োনিসহস্রাণি ময়োষিতানি য়ানি বৈ । ।১ । ।
আহারা বিবিধা ভুক্তাঃ পীতা নানাবিধাঃ স্তনাঃ ।
মাতরো বিবিধা দৃষ্টাঃ পিতরঃ সুহৃদস্তথা । ।২ । ।
অবাঙ্মুখঃ পীড্যমানো জন্তুশ্চৈব সমন্বিত । ।(৩) । ।৭ । ।

নিরুo অo ১৩ খং o ১৯ । ।[২]

ভাষ্যম ঃ- (দ্বে সৃতী০) অস্মিন্ সংসারে পাপনুণ্যফলভোগায় দ্বৌ মার্গৌ স্তঃ । একঃপিতৃণাং জ্ঞানিনাং দেবানাং বিদুষাং চ, দ্বিতীয়ঃ (মর্ত্ত্যানাং) বিদ্যাবিজ্ঞানরহিতানাং মনুষ্যাণাম্ । তয়োরেকঃ পিতৃয়ানো দ্বিতীয়ো দেবয়ানশ্চেতি । য়ত্র জীবো মাতাপিতৃভ্যাং দেহং ধৃত্বা পাপপুণ্যফলে সুখদুঃখে পুনঃ পুনর্ভুঙক্তে, অর্থাৎ পূর্বাপর জন্মানি চ

ধারয়তি, সা পিতৃয়ানাখ্যা সৃতিরস্তি। তথা য়ত্র মোক্ষাখ্যং পদং লব্ধা জন্মমরণাখ্যাৎ সংসারাদ্ বিমুচ্যতে, সা দ্বিতীয়া সৃতির্ভবতি। তত্র প্রথমায়াং সৃতৌ পুণ্যসঞ্চয়ফলং ভুক্ত্বা পুনর্জায়তেম্রিয়তে চ। দ্বিতীয়ায়াং চ সৃতৌ পুনর্ন জায়তে ন ম্রিয়তে চেতি। অহমেবস্তূতে দ্বে সৃতী (অশৃণ্বম্) শ্রুতবানস্মি। (তাভ্যামিদং বিশ্বং) পূর্বোক্তাভ্যাং দ্বাভ্যাং মার্গাভ্যাং স র্বং জগৎ (এজৎ সমেতি) কম্পমানং গমনাগমনে সমেতি সম্যক্ প্রাপ্নোতি। (য়দন্তরা পিতরং মাতরং চ) য়দা জীবঃ পূর্বং শরীরং ত্যক্ত্বা বায়ুজলৌষধ্যাদিষু ভ্রমিত্বা পিতৃশরীরং মাতৃশরীরং বা প্রবিশ্য পুনর্জন্ম প্রাপ্নোতি, স তদা স সশরীরো জীবো ভবতীতি বিজ্ঞেয়ম্।৬।

অত্র 'মৃতশ্চাহং পুনর্জাত' ইত্যাদি নিরুক্তকারৈরপি পুনর্জন্মধারণমুক্তমিতি বোধ্যম্।৭।

স্বরসবাহী বিদুষোऽপি তথাऽভিরূঢোऽভিনিবেশঃ১।।৮।।

পাতং০ পা০২ সূ০৯।

পুনরুৎপত্তিঃ প্রেত্যভাবঃ।।৯।। ন্যা০অ০১ আ০১ সূ০৯৩।

ভাষ্যম্ঃ- (স্বরস০) য়োগশাস্ত্রে পতঞ্জলিমহামুনিনা তদুপরি ভাষ্যকর্ত্তা বেদব্যাসেন চ পুনর্জন্মসদ্ভাবঃ প্রতিপাদিতঃ। য়া সর্বেষু প্রাণিষু জন্মারভ্য মরণত্রাসাখ্যা প্রবৃত্তির্দৃশ্যতে তয়া পূর্বাপরজন্মানি ভবন্তীতি বিজ্ঞায়তে। কুতঃ? জাতমাত্রকৃমিরপি মরণত্রাসমনুভবতি, তথা বিদুষোऽপ্যনুভবো ভবতীত্যতঃ। জীবেনানেকানি শরীরাণি ধার্য়্যন্তে। যদি পূ র্বজন্মনি মরণানুভবো ন ভবেচ্চেৎ তর্হি তৎসংস্কারোऽপি ন স্যান্নৈব সংস্কারেণ বিনা স্মৃতির্ভবতি, স্মৃত্যা বিনা মরণত্রাসঃ কথং জায়তে? কুতঃ? প্রাণিমাত্রস্য মরণভয়দর্শনাৎ পূর্বাপরজন্মানি ভবন্তীতি বেদিতব্যম্।৮।

(পুনরু০) তথা মহাবিদুষা গৌতমেনর্ষিণা ন্যায়দর্শনে তদ্ভাষ্যকর্ত্তা বাৎস্যায়নেনাপি পুনর্জন্মভাবো মতঃ। য়ৎপূ র্বশরীরং ত্যক্ত্বা পুনর্দ্বিতীয়শরীরধারণং ভবতি তৎপ্রেত্যভাবাখ্যঃ পদার্থো ভবতীতি বিজ্ঞেয়ম। প্রেত্যার্থান্মরণং প্রাপ্য ভাবোऽর্থাৎ পুনর্জন্ম ধৃত্বা জীবো দেহবান্ ভবতীত্যর্থঃ।৯।

।।ভাষার্থ।।

(দ্বে সৃতী) ইহ সংসারে পুণ্যপাপভোগার্থ দুইপ্রকার জন্ম আছে যথা ঃ– প্রথম মনুষ্য শরীর ধারণ করা ও দ্বিতীয় নীচগতি প্রাপ্ত হইয়া পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ ও বৃক্ষাদি রূপে জন্ম লওয়া। মনুষ্য শরীরে পুনঃ তিনপ্রকার ভেদ আছে যথা,—১ম পিতৃ অর্থাৎ জ্ঞানী ২য় দেব অর্থাৎ সমগ্র বিদ্যা পাঠ করিয়া যে জন বিদ্বান হইয়াছেন এবং ৩য় যাহারা সাধারণ মনুষ্য শরীর ধারণ করিয়া থাকেন। ইহাদিগের মধ্যে প্রথম গতি অর্থাৎ মনুষ্য শরীর পুণ্যাত্মা এবং পাপপুণ্য (বিষয়ে) তুল্যাত্মা প্রাপ্ত হয়। (তাভ্যামিদং বিশ্বমেজৎসমেতি) উপরোক্ত প্রকারে বিশ্বের যত জীব নিজ নিজ পাপপুণ্য ভোগ

করিতেছেন। (য়দন্তরা পিতরং মাতরঞ্চ) জীবের মাতা পিতার শরীরে প্রবেশ করিয়া জন্ম গ্রহণ করা, ও জন্মগ্রহণ করিয়া সুখ দুঃখ ভোগ করিয়া ও পুনঃ শরীর পরিত্যাগ করা, ও পুনরায় জন্মপ্রাপ্ত বা গ্রহণ করিয়া সুখ দুঃখাদি ভোগ করিয়া পুনঃ জন্মাদি গ্রহণ করা, ইহা (অর্থাৎ এইরূপ প্রবাহ চক্র) বারংবার পরস্পরা হইয়া আসিতেছে। যেরূপ বেদশাস্ত্রে পূ র্বপর জন্মগ্রহণাদি করিবার বিধান লেখা আছে, তদ্রূপ নিরুক্তকার যাস্কমুনিঃ প্রতিপাদন করিয়াছেন যে, যখন মনুষ্যের জ্ঞান জন্মে, তখনই তিনি যথার্থরূপে জানিতে পারেন যে, আমি অনেকবার জন্মমরণ প্রাপ্ত হইয়া বিবিধপ্রকার, এমন কি সহস্র সহস্র, কোটি কোটি গর্ভাশয়ের অবস্থান করিয়াছি এবং জন্মগ্রহণ করিয়াছি।১।

(আহারাবি) অনেক প্রকার ভোজন করিয়াছি, অনেক মাতার (অনেকবার মাতার) স্তন দুগ্ধ পান করিয়াছি ও অনেক পিতা মাতার ও স্বরূপ দর্শন করিয়াছি।২।

(অবাঙ্মুখঃ) আমি গর্ভে অর্থাৎ গর্ভাশয়ে মুখ নিম্নদিকে ও পদ উর্দ্ধদিকে করিয়া ও নানাপ্রকার পীড়াযুক্ত হইয়া অনেক জন্মধারণ করিয়াছি, পরন্তু এই সমস্ত মহাদুঃখ হইতে তখনই ত্রাণ পাইতে সমর্থ হইব, যখন পরমেশ্বরের পূর্ণ প্রেম ও তাঁহার আজ্ঞা পালনে রত থাকিব, নচেৎ এই জন্মমরণরূপ দুঃখসাগর হইতে উত্তীর্ণ হইবার বা ত্রাণ পাইবার আর অন্য কোন উপায় নাই।

পাতঞ্জল যোগশাস্ত্রেও পুনর্জন্মের বিধান লিখিত আছে অর্থাৎ পুনর্জন্ম বিষয় লিখিত আছে যথা ঃ– (স্বরসবাহী বিদুষোऽপি তথা ऽভিরূঢ়োऽ অভিনিবেশঃ) অর্থাৎ প্রাণীমাত্রেরই এইরূপ ইচ্ছা সদা বিদ্যমান থাকে যে, আমার দুঃখ যেন না হয় অর্থাৎ আমি সদা সুখে বর্ত্তমান থাকি ও মৃত্যু না ঘটে। যদি পুনর্জন্ম না থাকিত, তবে কদাপি এরূপ ইচ্ছা জীবের হইত না। মনুষ্য, কৃমি, কীটাদিরও স্বাভাবিক মরণ ভয় আছে, য়দি পূ র্বজন্মে মরণের সংস্কার জীবের হৃদয়ে না থাকিত, তবে মরণ প্রত্যক্ষ না করিয়াও কীজন্য জীব মরণকে ভয় করে ? এমন কি, সদ্য জাত শিশু পর্য্যন্তও মরণ ইচ্ছা করে না, এই মরণ ভয়কে অভিনিবেশ ক্লেশ বলে। এই স্বাভাবিক অভিনিবেশ ক্লেশ রূপ ব্যবহার পূ র্বজন্ম সিদ্ধ করিতেছে অর্থাৎ অভিনিবেশ ক্লেশ পূ র্ব জন্মে মরণ দুঃখের অনুমান করাইয়া থাকে—(অনুবাদক)।৮।

ন্যায়দর্শনেও লেখা আছে (পুনরুৎপত্তি প্রেত্যভবঃ) এবং ন্যায়ের ভাষ্যকার বাৎসায়ণ ঋষিও এই সূত্র সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, যে কেহ উৎপন্ন বা কোনরূপ শরীর ধারণ করে, সেই মরণ অর্থাৎ শরীর পরিত্যাগ করিয়া, পুনর্বার উৎপন্ন অর্থাৎ দ্বিতীয় শরীর অবশ্যই প্রাপ্ত হইবে, এইরূপে মরিয়া পুনর্বার জন্ম গ্রহণ করাকে প্রেত্যভাব বলা হয়।৯।

অত্র কেচিদেকজন্মবাদিনো বদন্তি—যদি পু র্বজন্মাসীৎ তর্হি তৎস্মরণং কুতো ন ভবতীতি ?

অত্র ব্রূমঃ–ভোঃ ! জ্ঞাননেত্রমুদ্ঘাট্য দ্রষ্টব্যম্, অস্মিন্নেব শরীরে, জন্মতঃ পঞ্চবর্ষপর্য্যন্তং য়দ্যৎসুখং দুঃখং চ ভবতি, য়চ্চ জাগরিতাবস্থাস্থানাং সর্বব্যবহারাণাং সুষুপ্ত্যবস্থায়াং চ, তদনুভূত স্মরণং ন ভবতি, পূর্বজন্মবৃত্তস্মরণস্য তু কা কথা !

(প্রশ্নঃ) যদি পূর্বজন্মকৃতয়োঃ পাপপুণ্যয়োঃ সুখদুঃখফলে হীশ্বরোঽস্মিন্ জন্মনি দদাতি, তয়োশ্চাস্মাকং সাক্ষাৎকারাভাবাৎ সোঽন্যায়কারী ভবতি, নাতোঽস্মাকং শুদ্ধিশ্চেতি ?

অত্র ব্রূমঃ—দ্বিবিধং জ্ঞানং ভবত্যেকং প্রত্যক্ষং, দ্বিতীয়মানুমানিকং চ। য়থা কস্যচিদ্ বৈদ্যস্যাবৈদ্যস্য চ শরীরে জরাবেশো ভবেৎ, তত্র খলু বৈদ্যস্তু বিদ্যয়া কার্য্যকারণসঙ্গত্যনুমানতো জ্বরনিদানং জানাতি নাপরশ্চ, পরন্তু বৈদ্যকবিদ্যারহিতোঽপি জ্বরস্য প্রত্যক্ষত্বাৎ কিমপি ময়া কুপথ্যং পূর্বং কৃতমিতি জানাতি, বিনা কারণেন কার্য্যং নৈব ভবতীতি দর্শনাৎ। তথৈব ন্যায়কারীশ্বরোঽপি বিনা পাপপুণ্যাভ্যাং ন কস্মৈচিৎ সুখং দুঃখং চ দাতুং শক্নোতি। সংসারে নীচোচ্চসুখিদুঃখিদর্শনাদ্ বিজ্ঞায়তে পূর্বজন্ম কৃতে পাপপুণ্যে বভুবতুরিতি।

অত্রৈকজন্মবাদিনামন্যেঽপীদৃশাঃ প্রশ্নাঃ সন্তি, তেষাং বিচারেণোত্তরাণি দেয়ানি। কিঞ্চ, ন বুদ্ধিমতঃ প্রত্যখিললেখনং য়োগ্যং ভবতি, তে হ্যুদ্দেশ্যমাত্রেণাধিকং জানন্তি। গ্রন্থোঽপি ভূয়ান্ন ভবেদিতি মত্বাঽত্রাধিকং নোল্লিখ্যতে। [ইতি পুনর্জন্ম বিষয়ঃ সংক্ষেপতঃ]

।। ভাষার্থ।।

এখন কেহ কেহ এরূপ প্রশ্ন করেন যে, যদি বাস্তবিকই পুনর্জন্ম থাকিত, তবে কিজন্য আমাদিগের ইহ জন্মে তৎসম্বন্ধে জ্ঞান থাকে না ?

ইহার উত্তর এই যে, ভাল করিয়া চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখ, অর্থাৎ বিচার করিয়া দেখ যে, যখন ইহ জন্মেই যে সকল, সুখ দুঃখ আমরা বাল্যাবস্থায় ভোগ করিয়াছি, অর্থাৎ শরীর ধারণ করিবার পরে, পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত ভোগ করিয়াছি, তাহার কিছুমাত্র জ্ঞান, আমাদিগের থাকে না, অথবা যাহা নিত্য পঠন পাঠন ও ব্যবহার করিতেছি, তাহার মধ্যেই কর্ম্ম বিশেষ বা কথা ভুলিয়া যাইতেছি, অধিক কি, নিদ্রাকালিন আমাদিগের এরূপ অবস্থা ঘটে যে, সদ্য কৃত বিষয়েরও জ্ঞান থাকে না। এজন্য, যখন ইহ জন্মের কৃত কর্ম্মকে এই শরীর থাকিয়াও ভুলিয়া যাই, তখন পু র্ব জন্মার্জিত শরীরের ব্যবহারের কথা কিরূপে স্মরণ বা তাহার জ্ঞান থাকা সম্ভব।

পুনরায় কেহ কেহ এরূপও প্রশ্ন করিযা থাকেন যে, যখন আমাদিগের পূর্বজন্মের পাপ পুণ্য বিষয়ক জ্ঞান থাকে না, তখন ঈশ্বর আমাদিগের কর্ম্ম বা পাপ পুণ্যের ফল প্রদান করিলেও আমরা তাহার ন্যায় বিষয় জ্ঞাত হইতে সমর্থ হই না ও তজ্জন্য জীবের পরিত্রাণ পাওয়া সম্ভব হয় না।

এই প্রশ্নের উত্তর এই যে, জ্ঞান দুই প্রকারে উৎপন্ন হয়, যথা ১ম প্রত্যক্ষ ও দ্বিতীয় অনুমান দ্বারা। উদাহরণ যথা এক জন বৈদ্য ও আর একজন অবৈদ্য, ইহাদিগের মধ্যে দুইজনেই জ্বর রোগাক্রান্ত হইলে, যদিচ বৈদ্য উহার পূর্ব নিদান জ্ঞাত হন, পরন্তু অবৈদ্য তৎপু র্ব নিদান বিষয় জ্ঞাত না হইলেও, পুর্বে কুপথ্য করিলে জ্বর হয়, ইহা জ্ঞাত থাকায়, যখন জ্বর হইয়াছে, তখন অবশ্যই আমি কোনরূপ কুপথ্য করিয়া থাকিব, সন্দেহ নাই, ইহা বেশ বুঝিতে পারেন, অন্যথা জ্বর হইতে পারে না, বিশেষতঃ, কারণ বিনা কার্য্য ঘটে না, ইহা সকলেই প্রত্যক্ষ করেন অর্থাৎ জ্ঞাত আছেন। বিদ্বান ও মুর্খের মধ্যে প্রভেদ এই যে, বিদ্বান পুরুষ ঐ রোগের যথার্থ কারণ ও তাহার কার্য্যকে নিশ্চয় করিয়া জ্ঞাত হন যে, ইহা এইরূপ রোগ ও এইজন্য উৎপন্ন হইয়াছে, পরন্তু অবিদ্বান জন কার্য্যকে উত্তমরূপে জ্ঞাত হয়, কিন্তু তাহার কারণ বিষয়ে যথাবৎ নিশ্চয় জ্ঞাত হইতে সমর্থ হন না। পরন্তু কী কারণ তাহা যথাবৎ জানিতে ও বুঝিতে না পারিলেও অবশ্যই কোন বিশেষ কারণ জন্য ইহা ঘটিয়াছে, তাহা বেশ অনুভব ও বুঝিতে সক্ষম হন। অতএব যখন ঈশ্বর ন্যায়কারী, তখন তিনি বিনা কারণে কখনই কাহাকেও অনর্থক সুখ বা দুঃখ প্রদান করিবেন না। (অর্থাৎ ভোগ করাইবেন না) যখন আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি যে, সুখ ও দুঃখ, পুণ্য ও পাপ কর্ম্মের ফলস্বরূপ, তখন আমরা অনায়াসেই য়থার্থরূপে নিশ্চয় করিতে পারি যে, পূ র্বজন্মের পাপ পুণ্য বিনা কদাপি উত্তম মধ্যম অথবা অধম বা নীচ শরীর অথবা বুদ্ধ্যাদি পদার্থ প্রাপ্ত হওয়া সম্ভব নহে। অতএব আমরা নিশ্চয় জ্ঞাত হই যে, ঈশ্বরের ন্যায় ও আমার সংশোধন এই দুই কার্য্য এক সঙ্গেই যথাবৎ ঘটিতেছে। ইত্যাদি প্রকার প্রশ্নোত্তর দ্বারা বুদ্ধিমান ব্যক্তি নিজে নিজে বিচার করিয়া য়থাবৎ জ্ঞাত হইবেন, অতএব এবিষয় অধিক লিখিবার প্রয়োজন দেখি না।

ইতি পুনর্জন্ম বিষয়ঃ সংক্ষেপতঃ।

অথ বিবাহবিষয়ঃ সংক্ষেপতঃ

গৃভ্ণামি তে সৌভগত্বায় হস্তং ময়া পত্যা জরদষ্টির্য়থাসঃ।
ভগো অর্য্যমা সবিতা পুরন্ধির্মহ্যং ত্বাদুর্গার্হপত্যায দেবাঃ।।১।।
ইহৈব স্তং মা বি য়ৌষ্টং বিশ্বমায়ুর্ব্যশ্নুতম্।
ক্রীডন্তৌ পুত্রৈর্নপ্তৃভির্মোদমানৌ স্বে গৃহে।।২।।

ঋ০অ০ ৮ অ০ ৩ ব০ ২৭,২৮। মং০ ১,২।

ভাষ্যম্ ঃ- অনেয়োরভিপ্রায়ঃ অত্র বিবাহবিধানং ক্রিয়য় ইতি।

হে কুমারি য়ুবতে কন্যে ! (সৌভাগত্বায়) সন্তানোৎপত্যাদিপ্রয়োজনসিদ্ধয়ে (তেহস্তং) তব হস্তং (গৃভ্ণামি) গৃহ্ণামি, ত্বয়া সহাহং বিবাহং করোমি, ত্বং চ ময়া সহ। হে স্ত্রি ! (য়থাঃ) যেন প্রকারেণ (ময়া পত্যা) সহ (জরদষ্টিঃ আসঃ) জরাবস্থাং প্রাপ্নুয়াস্তথৈব ত্বয়া স্ত্রিয়া সহ জরদষ্টিরহং ভবেয়ং, বৃদ্ধাবস্থাং প্রাপ্নুয়াম্। এবমাবাং সম্প্রীত্যা পরস্পরং ধর্ম্মমানন্দং কুর্য্যাবহি। (ভগঃ) সকলৈশ্বর্য্যসম্পন্নঃ, (অর্য্যমা) ন্যায়ব্যবস্থাকর্ত্তা (সবিতা) সর্বজগদুৎপাদকঃ (পুরন্ধিঃ) স র্বজগদ্ধারকঃ পরমেশ্বরঃ (মহ্যং ত্বাদুঃ গার্হপত্যায়) গৃহকার্য্যায় ত্বাং মদর্থং দত্তবান্। তথা (দেবাঃ) অত্র সর্বে বিদ্বাংস সাক্ষিণঃ সন্তি। য়দ্যাবাং প্রতিজ্ঞোল্লঙ্ঘনং কুর্য্যাবহি তর্হি পরমেশ্বরদণ্ডৌ বিদ্বদ্দণ্ড্যৌ চ ভবেবেতি।।১।।

বিবাহং কৃত্বা পরস্পরং স্ত্রীপুরুষৌ কীদৃশবর্ত্তমানৌ ভবেতামেত্রদর্থমীশ্বর আজ্ঞাং দদাতি— (ইহৈব স্তং) হে স্ত্রীপুরুষৌ ! য়ুবাং দ্বাবিহাস্মিংল্লোকে গৃহাশ্রমে সুখেনৈব সদা (বস্তং) নিবাসং কুর্য্যাতাম্ (মা বিয়ৌষ্টম্) তথা কদাচিদ্বিরোধেন দেশান্তরগমনেন বা বিয়ুক্তৌ বিয়োগং প্রাপ্তৌ মা ভবেতাম্। এবং মদাশীর্বাদেন ধর্ম্মং কুর্বানৌ সর্বোপকারিণৌ মদ্ভক্তিমাচরন্তৌ (বিশ্বমায়ুর্ব্যশ্নুতম্) বিবিধসুখরূপমায়ুঃ প্রাপ্নুতম্। পুনঃ (স্বে গৃহে) স্বকীয়ে গৃহে পুত্রৈর্নপ্তৃভিশ্চ সহ মোদমানৌ সর্বানন্দং প্রাপ্নুবন্তৌ (ক্রীড়ন্তৌ) সদ্ধর্ম্মক্রিয়াং কুর্বন্তৌ সদৈব ভবতম্।।২।।

ইত্যনেনাপ্যেকস্যাঃ স্ত্রিয়া এক এব পতির্ভবত্বেকস্য পুরুষস্যৈকৈব স্ত্রী চেতি। অর্থাদনেকস্ত্রীভিঃ সহ বিবাহনিষেধো নরস্য, তথাऽনেকৈঃ পুরুষৈঃ সহৈকস্যাঃ স্ত্রিয়াশ্চেতি, সর্বেষু বেদমন্ত্রে ষ্বেকবচনস্যৈব নির্দ্দেশাৎ। এবং বিবাহবিধায়কা বেদেষ্বনেকে মন্ত্রাঃ সন্তীতি বিজ্ঞেয়ম্। [ইতি সংক্ষেপতঃ বিবাহ বিষয়ঃ]

।। ভাষার্থ ।।

(গৃভ্ণামি তে সৌভগত্বায় হস্তং) হে স্ত্রি ! আমি সৌভাগ্য অর্থাৎ গৃহস্থাশ্রম (গৃহাশ্রম) রূপ সুখভোগের জন্য তোমার পাণি (হস্ত) গ্রহণ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, যে সকল কার্য্য তোমার অপ্রিয় হইবে তাহা কখনও আমি সম্পন্ন করিব না, এইরূপে স্ত্রী ও পুরুষের নিকট প্রতিশ্রুতা হইবেন যে, হে পতি । যে কোনরূপ ব্যবহার আপনার অপ্রিয় হইবে, তাহা আমি কখনও সম্পন্ন করিব না, এবং আমরা উভয়ে ব্যাভিচার দোষ রহিত হইয়া বৃদ্ধাবস্থা পর্য্যন্ত পরস্পর আনন্দের সহিত (পরস্পর সুখে) অতিবাহিত করিব । আমার এই প্রতিজ্ঞাকে সকলে যেন সত্য স্বরূপ জানেন অর্থাৎ ইহার বিপরীত আমি কখনও করিব না । (তৎপরে পতি বলিবেন) (ভগঃ) অর্থাৎ পরমৈশ্বর্য্যবান্ (অর্য্যমা) ও জীবের পাপপুণ্যের ফলদাতা (সবিতা) তথা সর্ব জগতের উৎপাদক ঐশ্বর্য্য দাতা এবং (পুরন্ধিঃ) সমগ্র জগতের ধারণকারী পরমেশ্বরই আমাদিগের সাক্ষী স্বরূপ বর্ত্তমান রহিয়াছেন । (মহ্যং ত্বা০) পরমেশ্বর ও বিদ্বান পুরুষেরা তোমাকে আমার জন্য ও আমাকে তোমার জন্য প্রদান করিয়াছেন । (অর্থাৎ পরস্পর পরস্পরের হিতার্থ ও প্রয়োজন সাধনার্থ পরমেশ্বর ও জ্ঞানী পুরুষেরা আমাদিগকে বিবাহ সুত্রে বদ্ধ করিয়া সংযত বা একত্রিত করিয়াছেন) যাহাতে আমরা দুই জনে পরস্পর প্রীতি প্রদর্শন করিয়া ও উদ্যোগী হইয়া গৃহে যাবতীয় কার্য্য উপরোক্ত প্রকারে সম্পাদন করিব ও মিথ্যাচরণাদি দোষ হইতে সদা পৃথক থাকিয়া সদা ধর্ম্মাচরণ পূ র্বক সমগ্র জগতের উপকারার্থ সত্যবিদ্যার প্রচার করিব ও ধর্ম্মসাধনের জন্য পুত্রোৎপন্ন করিয়া তাহাকে সুশিক্ষা প্রদান করিব । এই প্রকার প্রতিজ্ঞা আমি ঈশ্বরকে সাক্ষ্য করিয়া কহিতেছি যে, উপরোক্ত বিষয়গুলি আমি যথাবৎ পালন করিব এবং কখনও অপর স্ত্রী (এইরূপে স্ত্রীর পক্ষে) অপর পুরুষের সহিত মনদ্বারাও ব্যাভিচার করিব না । (অর্থাৎ শরীর দ্বারা ব্যাভিচার করা তো দুরে থাকুক, কখনও মনেও ঐরূপ ব্যাভিচার চিন্তা প্রবিষ্ট বা আসিতে দিব না । অনুবাদক) হে বিদ্বানগণ ! আপনারা সাক্ষী থাকুন যে, আমরা স্ত্রীপুরুষ দুইজনে গৃহাশ্রম প্রতিপালনের জন্য বিবাহ করিতেছি, এই বাক্য দুইজনে বলিয়া তৎপরে বলিবেন যে, আমি এই পতি ব্যতীত অপর কোন পুরুষকে কখনও শরীর, বচন ও মন দ্বারা পতি বলিয়া স্বীকার করিব না এবং পুরুষও এইরূপে প্রতিজ্ঞা করিবেন যে, আমিও এই আমার নববিবাহিতা ধর্ম্মপত্নী ব্যতীত শরীর, বচন ও মন দ্বারা অন্য স্ত্রীর প্রার্থনা বা পাণিগ্রহণ করিব না অথবা ব্যাভিচারে প্রবৃত্ত হইব না ।১ ।

বিবাহিত স্ত্রীপুরুষের প্রতি ঈশ্বর আদেশ করিতেছেন যে, (ইহৈব স্তং) তোমরা দুইজনে গৃহাশ্রমের শুভ কর্ম্মে রত থাক, (মা বিয়োষ্টং) কখনও বিরোধ করিয়া পৃথক হইও না অথবা কোনরূপ ব্যাভিচারে প্রবৃত্ত হইও না। তুমি ঋতুগামী হইয়া সন্তান উৎপত্তি ও তাহার পালন এবং সুশিক্ষা প্রদান করিবে গর্ভ স্থিতির পর এক বৎসর কাল পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্য ব্রত ধারণ করিবে ও সন্তানকে তাহার মাতার দুগ্ধ অধিক কাল পর্য্যন্ত পান করাইতে দিবে না, ইত্যাদি শ্রেষ্ঠ কর্ম্মে সদা রত থাকিবে। (বিশ্বমা) এক শত বর্ষ অথবা তদপেক্ষা অধিক কাল পর্য্যন্ত আয়ু লাভ করিয়া সুখে জীবন যাত্রা নির্বাহ করিতে থাক। (ক্রীড়ন্তৌ) নিজ গৃহে পরম সুখে পুত্র পৌত্রাদির সহিত নিত্য ধর্ম্মাচরণ পু র্বক ক্রীড়া করিতে থাক, ইহার বিপরীত কার্য্যে কখনও প্রবৃত্ত হইও না, সদা আমার আজ্ঞাপালনে প্রস্তুত থাক। এইরূপ মন্ত্র বেদশাস্ত্রে অনেক পাওয়া যায় এবং তন্মধ্যে এইরূপ ভাবের কতকগুলি মন্ত্র সংস্কারবিধিতেও প্রদান করিয়াছি, তথায় দেখিয়া লইবেন।

ইতি সংক্ষেপতঃ বিবাহবিষয়ঃ সমাপ্তঃ

অথ নিয়োগবিষয়ঃ সংক্ষেপতঃ

কুহ স্বিদ্দোষা কুহ বস্তোরশ্বিনা কুহাভিপিত্বং করতঃ কুহোষতুঃ ।
কো বাং শয়ুত্রা বিধবেব দেবরং মর্য্যং ন য়োষা কৃণুতে সধস্থ আ । ।১ । ।

ঋ০অ০ ৭ অ০ ৮ ব০ ১৮ । মং০ ২ ।

ইয়ং নারী প্রতিলোকং বৃণানা নি পদ্যত উপ ত্বা মর্ত্ত্য প্রেতম্ ।
ধর্ম্মং পুরাণমনুপালয়ন্তী তস্যৈ প্রজাং দ্রবিণং চেহ ধেহি । ।২ । ।

অথর্ব০ কাং০ ১৮ অনু০ ৩ ব০ ৩ মং০১ ।

উদীর্ষ্ব নার্য্যভি জীবলোকং গতাসুমেতমুপশেষ এহি ।
হস্তগ্রাভস্য দিধিষোস্তবেদং পত্যুর্জনিত্বমভি সং বভূথ । ।৩ । ।

ঋ০ মণ্ডল০ ১০ সু০ ১৮ বং ৮ ।

ভাষ্যম্ ঃ- এষামভিপ্রায়ঃ অত্র বিধবাবিস্ত্রীকনিয়োগব্যবস্থা বিধীয়ত ইতি ।

(কুহস্বিদ্দোষা০) হে বিবাহিতৌ স্ত্রীপুরুষৌ ! য়ুবাং (কুহ) কস্মিন্ স্থানে (দোষা) রাত্রৌ (বস্তোঃ) বসথঃ (কুহ০) অশ্বিনা দিবসে চ ক্ব বাসং কুরুথঃ[১] (কুহাভি০) ক্বাভিপিত্বং প্রাপ্তিং (করতঃ) কুরুতঃ[২] । (কুহোষতুঃ) ক্ব য়ুবয়োর্নিজস্থানবাসোঽস্তি[৩] । (কো বাং শয়ুত্রা) শয়নস্থানং য়ুবয়োঃ ক্বাস্তি ইতি স্ত্রীপুরুষৌ প্রতি প্রশ্নের দ্বিবচনোচ্চারণেন চৈকস্য পুরুষস্যৈকৈবস্ত্রী কর্ত্তুং য়োগ্যাস্তি, তথৈকস্যাঃ স্ত্রিয়া এক এব পুরুষশ্চ । দ্বয়োঃ পরস্পরং সদৈব প্রীতির্ভবেন্ন কদাচিদ্বিয়োগব্যভিচারৌ ভবেতামিতি দ্যোত্যতে । (বিধবেব দেবরং) কং কেব ? য়থা দেবরং দ্বিতীয়ং বরং নিয়োগেন প্রাপ্তং বিধবা ইব ।

অত্র প্রমাণং–দেবরঃ কস্মাদ্ দ্বিতীয়ো বর উচ্যতে ।

নিরু০ অ০৩ খং১৫ । ।

বিধবায়া দ্বিতীয় পুরুষেণ সহ নিয়োগকরণে আজ্ঞাস্তি, তথা পুরুষস্য চ বিধবয়াসহ । বিধবা স্ত্রী মৃতকস্ত্রীকপুরুষেণ সহৈব সন্তানার্থং নিয়োগং কুর্য্যান্ন কুমারেণ সহ, তথা কুমারস্য বিধবয়া সহ চ । অর্থাৎ কুমারয়োঃ স্ত্রীপুরুষয়োরেকবারমেব বিবাহঃ স্যাৎ, পুনরেবং নিয়োগশ্চ । নৈব দ্বিজেষু দ্বিতীয়বারং বিবাহো বিধীয়তে । পুনর্বিবাহস্তু খলু শুদ্রবর্ণ এব বিধীয়তে, তস্য বিদ্যাব্যবহাররহিতত্বাৎ নিয়োজিতৌ স্ত্রীপুরুষৌ কথং পরস্পরং বর্ত্তেতামিত্যত্রাহ—

(মর্য্যং ন য়োষা) য়থা বিবাহিতং মনুষ্যং (সধস্থে) সমানস্থানে সন্তানার্থং য়োষা বিবাহিতা স্ত্রী (কৃণুতে) আকৃণুতে, তথৈব বিধবা বিগতস্ত্রীকশ্চ সন্তানোৎপত্তিকরণার্থং

পরস্পরং নিয়োগং কৃত্বা বিবাহিত স্ত্রীপুরুষবদ্ধর্ত্তেয়াতাম্ ।।১।।

(ইয়ং নারী০) ইয়ং বিধবা নারী (প্রেতং) মৃতং পতিং বিহায় (পতিলোকং) পতিসুখং (বৃণানা) স্বীকর্ত্তুমিচ্ছন্তী সতী (মর্ত্ত্য) হে মনুষ্য ! (ত্বা) ত্বামুপনিপদ্যতে, ত্বাং পতিং প্রাপ্নোতি, তব সমীপং নিয়োগবিধানেনাগচ্ছতি, তাং ত্বং গৃহাণাঽস্যাং সন্তানানুৎপাদয় । কথম্ভূতা সা ? (ধর্ম্মংপুরাণং০) বেদ প্রতিপাদ্যং সনাতনং ধর্ম্মমনুপালন্তী সতী তাং নিয়োগেন পতিং বৃণুতে, ত্বমপীমাং বৃণু । (তস্যৈ)বিধাবায়ৈ (ইহ) অস্মিন্ সময়ে লোকে বা (প্রজাং ধেহি) ত্বমস্যাং প্রজোৎপত্তিং কুরু, (দ্রবিণং) দ্রব্যং বীর্য্যং (চ) অস্যাং ধেহি অর্থাৎ গর্ভাধানং কুরু ।।২।।

(উদীর্ষ্ব না০) হে বিধবে নারি ! (এতং গতাসুম্) গত প্রাণং মৃতং বিবাহিতং পতিং ত্যক্ত্বা (অভিজীবলোকং) জীবন্তং দেবরং দ্বিতীয়বরং পতিং (এহি) প্রাপ্নুহি (উপশেষে) তস্যৈবোপশেষে সন্তানোৎপাদনায় বর্ত্তস্ব । তৎসন্তানং (হস্তগ্রাভ্যস্য) বিবাহে সংগ্রহীতহস্তস্য পত্যুঃ স্যাৎ । য়দি নিয়ুক্তপত্যর্থো নিয়োগঃ কৃতস্তর্হি (দিধিষোঃ) তস্যৈব সন্তানং ভবেৎ । (তবেদম্) ইদমেব বিধবায়াস্তব (জনিত্বং) সন্তানং ভবতি । হে বিধবে ! বিগতবিবাহিতস্ত্রীকস্য পত্যুশ্চৈতন্নিয়োগকরণার্থং ত্বং (উদীর্ষ্ব) বিবাহিতপতিমরণানন্তরমিমং নিয়োগমিচ্ছ । তথা (অভিসংবভূথ) সন্তানোৎপত্তিং কৃত্বা সুখসংয়ুক্তা ভব ।।৩।।

।।ভাষার্থ।।

বিধবা স্ত্রী অথবা যে পুরুসের স্ত্রী বিয়োগ হইয়াছে তাঁহারা পরস্পর সংযুক্ত হইয়া ধর্ম্মাচরণ দ্বারা যে সন্তান উৎপন্ন করেন তাহাকে নিয়োগ বলে । নিয়োগের নিয়ম এইরূপ যথা ঃ– যদি কোন স্ত্রীর পতি বিয়োগ হয়, অথবা কোন পুরুষের স্ত্রী বিয়োগ হয়, অথবা বিবাহের পশ্চাৎ স্ত্রী পুরুষের মধ্যে কাহারও বন্ধ্যাদি বা নপুংসকাদি দোষ প্রকাশ পায়, অথবা কোনরূপ কুষ্ঠাদি কদর্য্য রোগ উপস্থিত হয়, এবং যদি যুবাবস্তাতেই সন্তানোৎপত্তির ইচ্ছা হয়, তবে স্ত্রীর পক্ষে স্ববর্ণা অথবা আপন বর্ণাপেক্ষা উত্তম বর্ণস্থ পুরুষের সহিত সন্তানোৎপত্তি করা, এবং আপৎকালে পুরুষের পক্ষে স্ববর্ণা অথবা নিম্ন বর্ণস্থা স্ত্রীর সহিত সন্তানোৎপত্তি করিবে, কখনও পুরুষ আপনাপেক্ষা উচ্চবর্ণের স্ত্রীর সহিত নিয়োগ করিবে না । এক্ষণে বেদশাস্ত্রে নিয়োগ বিষয় যেরূপ লেখা আছে তাহাই বর্ণিত হইতেছে যথা ঃ– (কুহস্বিৎ০) হে বিবাহিত স্ত্রী পুরুষ ! তোমরা দুইজনে (দোষা) রাত্রিতে কোথায় নিবাস করিয়াছিলে ? (কুহ বস্তোবশ্বিনা) এবং দিবসেই বা কোথায় ছিলে ? (কুহাভিপিত্বং করতঃ) তোমরা অন্ন বস্ত্র ও ধনাদিই বা কোথা হইতে প্রাপ্ত হইলে ? (কুহোষতুঃ) তোমাদিগের নিবাস স্থানই বা কোথায় ? (কো বাং শয়ুত্রা) রাত্রিতেই বা কোথায় শয়ন করিয়া থাক ? বেদশাস্ত্রে পুরুষ ও স্ত্রীকে বিবাহ বিষয়ে এক বচনের প্রয়োগ দ্বারা বেশ বুঝা যাইতেছে যে বেদ শাস্ত্রানুসারে এক পুরুষের একমাত্র স্ত্রী ও স্ত্রীর পক্ষেও, একমাত্র পতি হওয়া কর্ত্তব্য, অধিক নহে এবং দ্বিজাতিদিগের

মধ্যে কখনও স্ত্রীপুরুষের বিয়োগ (Divorce) অথবা পুনর্বিবাহ হওয়া উচিত নহে। কিন্তু (বিধবেব দেবরম্) যেরূপ বিধবা স্ত্রী দেবরের দ্বারা সন্তানোৎপত্তি করিয়া থাকেন, তদ্রূপ তুমিও করিবে। বিধবার দ্বিতীয় পতিকেই দেবর বলা হয়। অতএব এইরূপ নিয়ম হওয়া উচিত যে, দ্বিজ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের মধ্যে দুইটী সন্তানোৎপত্তির জন্য নিযোগ হওয়া কর্ত্তব্য এবং শূদ্রের জন্য আমরণ কাল পর্য্যন্ত পুনর্বিবাহ হওয়া কর্ত্তব্য, পরন্তু সকল কালেই মাতা, গুরুপত্নী, ভগিনী, কন্যা, পুত্রবধূআদির সহিত নিয়োগ করা সর্বথা ধর্ম্ম শাস্ত্র বিরুদ্ধ ও নিষিদ্ধ।

এই নিয়োগবির্শিষ্ট পুরুষদিগের সম্মতি ও স্ত্রী পুরুষের প্রসন্নতা দ্বারাই ঘটিতে পারে। যখন দ্বিতীয় গর্ভ হইবে তখন নিয়ম ভঙ্গ হইয়া যায়, এবং যে কেহ এই নিয়ম ভঙ্গ করিবেন তাহাকে দ্বিজকুল হইতে পৃথক করিয়া শুদ্রকুলে পতিত করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য।।১।।

(ইয়ং নারী পতি লোকং) যে বিধবা নারী পতিলোক অর্থাৎ পতি সুখের ইচ্ছা করিয়া নিয়োগ করিতে চাহে তৎপক্ষে (প্রেতম্) প্রথম পতির মৃত্যুর পর দ্বিতীয় পতি প্রাপ্ত হউক। (উপত্বা মর্ত্ত্য০) এই মন্ত্রে স্ত্রী পুরুষ উভয়কেই পরস্পর আজ্ঞা দিতেছেন যে, হে পুরুষ। (ধর্ম্মং পুরাণমনুপালয়ন্তী) এই সনাতন নিয়োগধর্ম্ম পালনকারিণী স্ত্রীর সন্তানোৎপত্তির হেতু (তস্যৈ প্রজাং দ্রবিণং চেহি ধেহি) ধর্ম্মযুক্ত হইযা বীর্য্য দান কর, যদ্দ্বারা ঐ স্ত্রী সন্তান লাভ করিয়া আনন্দে জীবন অতিবাহিত করিতে সমর্থ হয়। এইরূপে স্ত্রীর প্রতি আজ্ঞা দিতেছেন যে, যখন কোন পুরুষের স্ত্রী বিয়োগ হইবে এবং সেই পুরুষ যদি সন্তানোৎপত্তি করিতে অভিলাষী হয়, তবে ঐ বিধবা স্ত্রীও ঐ পুরুষের সহিত নিয়োগ করিয়া তাহাকে সন্তান লাভ করাইয়া দিবেন, এজন্য পরমেশ্বর বলিতেছেন যে, আমি আজ্ঞা দিতেছি যে, তুমি বা তোমরা কখনো মন বাক্য অথবা কর্ম্ম দ্বারা ব্যভিচারে প্রবৃত্ত হইও না, পরন্তু ধর্ম্মযুক্ত নিয়োগ ও বিবাহ দ্বারা সন্তানোৎপত্তি করিতে থাক।।২।।

(উদীর্ষ্বনারী) হে বিধবা নারী। (তুমি) তোমার মৃত পতিকে পরিত্যাগ করিয়া (অভিজীবলোকং এই জীবলোকে অর্থাৎ জীবন্ত দেবর অর্থাৎ দ্বিতীয় বরকে প্রাপ্ত হও অর্থাৎ যদি ইচ্ছা হয় তবে দ্বিতীয় পতির সহিত নিয়োগ করিয়া সন্তান প্রাপ্ত হও নচেৎ ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে স্থিত হইয়া অর্থাৎ ব্রহ্মচারিণী হইয়া কন্যা ও স্ত্রীগণকে বিদ্যা শিক্ষা প্রদান কর। যদি নিয়োগ ধর্ম্মে স্থিত হইতে চাহ তাহা হইলে আমৃত্যু ঈশ্বরের ধ্যান ও সত্যধর্ম্মের অনুষ্ঠান জন্য প্রবৃত্ত হইয়া (হস্তগ্রাভস্য দিধিষোঃ) তোমার পাণিগ্রহণকারী দ্বিতীয় পতির সেবায় রত থাক ও তিনিও তোমার পালন করুন। তাহার এইরূপ দ্বিতীয় পতির নাম (দিধিষু), অর্থাৎ এইরূপ দ্বিতীয় পতিকে দিধিষু বলে। (তবেদং) এই দিধিষু তোমার সন্তান উৎপন্নকারী হউক, যদি তোমার জন্য অর্থাৎ তোমার পুত্রোৎপাদন হেতু নিয়োগ করা হইয়া থাকে, তবে সেই পুত্র তোমার বা তোমার পূর্ব পতি কুলের হইবে। কিন্তু যদি তোমার নিযুক্ত বা নিয়োগিত পতির পুত্রার্থে তোমার সহিত নিয়োগ হইয়া

থাকে তবে তোমার যে উৎপন্ন পুত্র, তাহা উক্ত পুরুষের হইবে (অর্থাৎ নিয়োগকারী পুরুষের পুত্রস্বরূপ গণ্য হইবে ও সেই পুত্রের অধিকার উক্ত পুরুষের হইবে— অনুবাদক) এইরূপে নিয়োগ দ্বারা আপনাপন সন্তান উৎপন্ন করিয়া দুজনে অর্থাৎ স্ত্রীপুরুষেরা সুখে থাকে।

ইমাং ত্বমিন্দ্র মীঢ়্বঃ সুপুত্রাং সুভগাং কৃণু।

দশাস্যাং পুত্রানা ধেহি পতিমেকাদশং কৃধি।।৪।।

সোমঃ প্রথমো বিবিদে গন্ধর্বো বিবিদ উত্তরঃ।

তৃতীয়ো অগ্নিষ্টে পতিস্তুরীয়স্তে মনুষ্যজাঃ।।৫।।

ঋ০অষ্ট০ ৮ অ০ ৩ ব০ ২৭,২৮। মং০ ৫।৫।

অদেবৃঘ্ন্যপতিঘ্ন্যৈহৈধি শিৰা পশুভ্যঃ সুয়মা সুবর্চাঃ।

প্রজাবতী বীরসুর্দেবৃকামা স্যোনেমমগ্নিং গার্হপত্যং সপর্য্য।।৬।।

অথর্ব০ কাং০ ১৪ অনু০ ২ মং০ ১৮।

ভাষ্যম্ ঃ- ইদানীং নিয়োগস্য সন্তানোৎপত্তেশ্চ পরিগণনং ক্রিয়তে—কতিবারং নিয়োগঃ কর্ত্তব্যঃ কিয়ন্তি সন্তানানি চোৎপাদ্যানীতি, তদ্যথা–(ইমাং ত্বমিন্দ্র০)। হে ইন্দ্র বিবাহিতপতে! (মীঢ়ুবঃ) হে বীর্য্যাদানকর্ত্তস্ত্বমিমাং বিবাহিতস্ত্রিয়ং বীর্য্যসেকেন গর্ভয়ুক্তাং কুরু। তাং (সুপুত্রাম্) শ্রেষ্ঠপুত্রবতীং (সুভগাং) অনুত্তমসুখয়ুক্তাং (কৃণু) কুরু। (দশাস্যাং০) অস্যাং বিবাহিতস্ত্রিয়াং দশ পুত্রানাধেহি উৎপাদয়, নাতোঽধিকমিতি। ঈশ্বরেণ দশসন্তানোৎপাদনস্যৈবাজ্ঞা পুরুষায় দত্তেতি বিজ্ঞেয়ম্। তথা (পতিমেকাদশং কৃধি) হে স্ত্রি! ত্বং বিবাহিতপতিং গৃহীত্বৈকাদশপতিপর্য্যন্তং নিয়োগং কুরু। অর্থাৎ কস্যাচিদাপৎকালাবস্থায়াং প্রাপ্তায়ামেকৈকস্যাভাবে সন্তানোৎপত্ত্যর্থং দশমপুরুষপর্য্যন্তং নিয়োগং কুর্য্যাৎ। তথা পুরুষোঽপি বিবাহিতস্ত্রিয়াং মৃতায়াং সত্যাং সন্তানাভাবে একৈকস্যা অভাবে দশম্যা বিধবয়া সহ নিয়োগং করোত্বীতি, ইচ্ছা নাস্তি চেন্মা কুরুতাম্।।৪।।

অথোত্তরোত্তরং পতীনাং সংজ্ঞা বিধীয়তে—(সোমঃ প্রথমঃ০) হে স্ত্রি! য়স্ত্বাং প্রথমঃ (বিবিদে) বিবাহিতঃ পতিঃ প্রাপ্নোতি স সৌকুমার্য্যাদিগুণয়ুক্তত্বাৎ সোমসংজ্ঞো ভবতি। (গন্ধর্বো বি০) য়স্তু উত্তরঃ দ্বিতীয়ো নিয়ুক্তঃ পতির্বিধবাং ত্বাং বিবিদে প্রাপ্নোতি স গন্ধর্বসংজ্ঞাং লভতে কুত! তস্য ভোগাভিজ্ঞত্ত্বাৎ। (তৃতীয়ো অ০) য়েন সহ ত্বং তৃতীয়বারং নিয়োগং করোয়ি সোঽগ্নিসংজ্ঞো জায়তে। কুতঃ? দ্বাভ্যাং পুরুষাভ্যাং ভুক্তভোগয়া ত্বয়া সহ নিয়ুক্তত্বাদগ্নিদাহবত্তস্য শরীরস্থধাতবো দহ্যন্ত ইত্যতঃ। (তুরীয়স্তে মনুষ্যজাঃ) হে স্ত্রি। চতুর্থমারভ্য দশমপর্য্যন্তাস্তব পতয়ঃ সাধারণবলবীর্য্যত্বান্মনুস্যসংজ্ঞা ভবন্তীতি বোধ্যম্। তথৈব স্ত্রীণামপি সোম্যা, গন্ধর্ব্যাগ্নায়ী, মনুষ্যজাঃ সংজ্ঞাস্তদগুণ-য়ুক্তত্বাদ্ ভবন্তীতি।।৫।।

(অদেবৃঘ্ন্যপতিঘ্নি) হে অদেবৃঘ্নি দেবরসেবিকে ! হে অপতিঘ্নি বিবাহিতপতিসেবিকে স্ত্রি ? ত্বং (শিবা) কল্যাণগুণযুক্তা, (পশুভ্যঃ সুয়মা সুবর্চ্চাঃ) গৃহকৃত্যেষু শোভননিয়মযুক্তা, গৃহসম্বদ্ধিপশুভ্যোহিতা, শ্রেষ্ঠকান্তিবিদ্যাসহিতা, তথা (প্রজাবতী বীরসূঃ) প্রজাপালনতৎপরা বীরসন্তানোৎপাদিকা, (দেবৃকামা) নিয়োগেন দ্বিতীয়বরস্য কামনাবতী, (স্যোনা) সম্যক্ সুখযুক্তা সুখকারিণী সতী (ইমমগ্নিং গার্হপত্যং) গৃহসম্বন্ধিনমাহবনীয়াদিমগ্নিং, সর্বং গৃহসম্বন্ধিব্যবহারং চ (সপর্য্য) প্রীত্যা সম্যক্ সেবয়। অত্র স্ত্রিয়াঃ পুরুষস্য চাপৎকালে নিয়োগব্যবস্থা প্রতিপাদিতাস্তীতি বেদিতব্যম্। ইতি।।৬।।

[ইতি নিয়োগবিষয়ঃ সংক্ষেপেতঃ]

।।ভাষার্থ।।

এখন নিয়োগ বিষয়ে সন্তানোৎপত্তি পরিগণনা করা যাইতেছে, অর্থাৎ কতবার পর্য্যন্ত নিয়োগ করা যাইতে পারে ও কতগুলি পর্য্যন্তইবা নিয়োগ দ্বারা সন্তান উৎপত্তি করা যাইতে পারে ইত্যাদি বিষয় বর্ণিত হইতেছে। (ইমাং) পরমেশ্বর মনুষ্যকে আজ্ঞা প্রদান করিতেছেন যে, হে ইন্দ্রপতে। অর্থাৎ ঐশ্বর্য্যযুক্ত বিবাহিত পতি ! তুমি স্ত্রীকে বীর্য্যদান করিয়া সুপুত্র ও সৌভাগ্যযুক্ত কর। (মীঢ্বঃ) হে বীর্য্যপ্রদ (দশাস্যাং পুত্রানাধেহি) পুরুষ ! তুমি এই বিবাহিতা অথবা নিয়োজিতা স্ত্রীতে দশসন্তান পর্য্যন্ত উৎপন্ন কর, তদপেক্ষা অধিক সন্তান উৎপন্ন করিও না। (পতি মেকাং দশং কৃধি) অর্থাৎ স্ত্রীর প্রতিও যেন এইরূপ আদেশ করিতেছেন যে, হে স্ত্রী তুমি নিয়োগে একাদশ পতি পর্য্যন্ত করিবে অর্থাৎ প্রথমে বিবাহিত পতি ও তৎপরে দশম পর্য্যন্ত নিয়োজিত পতি কর অর্থাৎ করিতে পার। ইহার অধিক করিও না। ইহার ব্যবস্থা এইরূপ যে বিবাহিত পতির যদি মৃত্যু হয় অথবা ক্লীবাদি রোগ হয়, কিম্বা যদি পতির স্ত্রীবিয়োগ হয় অথবা তাহার বন্ধ্যাদি দোষ থাকে অথবা অন্য কোন প্রকার আপৎকাল উপস্থিত হয়, তাহা হইলে সেই স্ত্রী বা পুরুষ সন্তানের অভাব হইলে একে অপরের সহিত নিয়োগ করিবে। যদি নিয়োজিত দ্বিতীয় পতি বা স্ত্রীর মধ্যে কাহারও পুনঃ দুষ্ট রোগাদি উপস্থিত হয় অথবা বিয়োগ বা মৃত্যু ঘটে, তবে তৃতীয় পতি বা স্ত্রীর সহিত নিয়োগ করিবে, (অর্থাৎ পুরুষের নিয়োগ আবশ্যক হইলে স্ত্রীর সহিত ও স্ত্রীর নিয়োগ আবশ্যক হইলে পুরুষের সহিত নিয়োগ করিবে–অনুবাদক) এইরূপে দশমবার পর্য্যন্ত নিয়োগ করিবার আজ্ঞা বেদশাস্ত্রে লিখিত আছে। কিন্তু একসময়ে এক ভিন্ন দুইজন বীর্য্যাদাতা পতি থাকিবে না অর্থাৎ একসময়ে দুই নিয়োজিত পতি থাকিতে পারে না। পুরুষের পক্ষেও এইরূপে বিবাহিতা স্ত্রীর মৃত্যু ঘটিলে কোন বিধবার সহিত নিয়োগ করিবার আজ্ঞা লিখিত আছে। কিন্তু যদি ঐ নিয়োজিত স্ত্রীর কোনরূপ বন্ধ্যাদি দোষ বা অপর কোন প্রকার সংক্রামক রোগাদি প্রকাশ পায়, অথবা যদি মৃত্যু ঘটে, তবে সন্তানোপত্তি হেতু আবশ্যক হইলে দশম বিধবা স্ত্রী পর্য্যন্তের সহিত নিয়োগ করিবে (করিতে পারে—অনুবাদক)।৪।

এখন ভিন্ন-ভিন্ন পতির সংখ্যা বলা হইতেছে যথা ঃ– (সোমঃ প্রথমো বিবিদে)

অর্থাৎ সর্ব প্রথমে বিবাহিত পতিকে সোম সংজ্ঞা দেওয়া হয়, যেহেতু ঐ প্রথম পতি সুকুমার হওয়ায় অপরাপর পতি অপেক্ষা অল্পবয়স্ক হন এবং মৃদু আদি গুণযুক্ত হইয়া থাকেন। (গন্ধর্বো বিবিদ উত্তরঃ) দ্বিতীয় পতি নিয়োগ দ্বারা হওয়ায় তিনি গন্ধর্ব সংজ্ঞাকরী হন। অর্থাৎ তাহাকে গন্ধর্ব (ইচ্ছানুকুল) মতে বরণ করা হইয়াছে ও বিশেষতঃ তিনি ভোগাভিজ্ঞ বশতঃ, গন্ধর্ব সংজ্ঞা প্রাপ্ত হন। (তৃতীয়ো অগ্নিষ্টে পতিঃ) যে তৃতীয় পতি নিয়োগ দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায় তিনি অগ্নি সংজ্ঞাকারী অর্থাৎ তেজস্বী ও অপেক্ষাকৃত অধিক বয়স্কের হেতু অগ্নি সংজ্ঞা প্রাপ্ত হন। (তুরীয়স্তে মনুষ্যজাঃ) অর্থাৎ চতুর্থ হইতে দশম পর্য্যন্ত নিযুক্ত পতি সকল সাধারণ বলবীর্য্যশালী হওয়ায়, মনুষ্য সংজ্ঞা প্রাপ্ত হন।৫।

(অদেবৃঘ্ন্য পতিঘ্নী) হে অদেবৃঘ্নি দেবর সেবিকে ! হে অপতিঘ্নি ! অর্থাৎ হে বিধবা স্ত্রী ! তুমি তোমার দেবর অর্থাৎ দ্বিতীয় পতির সুখদায়িনী হও, কখনও তাহার প্রতি অপ্রিয় কার্য্য করিও না এবং তোমার দ্বিতীয় পতি যেন কোনরূপ তোমার প্রতি অপ্রিয় কার্য্য না করেন। (এধি শিবা) এই প্রকার মঙ্গলানুষ্ঠান দ্বারা সদা সুখের বৃদ্ধি করিতে থাক। (পশুভ্যঃ সুয়মা সুবর্চাঃ) গৃহ পালিত পশ্বাদি প্রাণিগণের রক্ষা করিয়া ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া ধর্ম্মযুক্ত শ্রেষ্ঠ কার্য্যানুষ্ঠানে রত থাক এবং স র্বপ্রকারে বিদ্যারূপ উত্তম তেজের বৃদ্ধি কর। (প্রজাবতী বীরসূঃ) তুমি শ্রেষ্ঠ প্রজাযুক্ত হও ও বড় বড় বীর পুরুষ উৎপন্ন কর, (অর্থাৎ তোমার গর্ভে শ্রেষ্ঠ ও বীর পুরুষ জন্ম গ্রহণ করুক – অনুবাদক)। (দেবৃকামা) নিয়োগ দ্বারা দ্বিতীয় বর কামনাবতী স্ত্রী অর্থাৎ হে স্ত্রী, যদি তোমার দেবর বা দ্বিতীয় বরের কামনা থাকে, অথবা যদি পতি কুষ্ঠা রোগগ্রস্থ হয়, কিম্বা ক্লীবাদি দোষযুক্ত প্রকাশ পায়, তাহা হইলে দ্বিতীয় পতির সহিত নিয়োগ করিয়া সন্তানোৎপত্তি করিবে, এবং (স্যোনেমগ্নিং গার্হপত্যং সপর্য্য) তুমি গৃহস্থসম্বন্ধীয় অগ্নিহোত্রাদি অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্মগুলিকে স র্বদা প্রীতির সহিত সেবন বা সাধন করিবে।৬।

উপরোক্ত প্রকারে বিধবা স্ত্রী অথবা স্ত্রীবিয়োগ যুক্ত পুরুষ, তোমরা দুইজনে আপৎকালে ধর্মাচারণ পুর্বক পুত্রোৎপাদন করিবে, উত্তমোত্তম কর্ম্ম গুলিকে সিদ্ধ করিবে, কখনও গর্ভহত্যা বা ব্যভিচারাদি মহাপাতকে প্রবৃত্ত হইও না, কিন্তু নিয়োগ দ্বারা ঐ সমস্ত মহাপাতক হইতে নিজদিগকে রক্ষা করিবে এবং এইরূপ ব্যবস্থা আপৎকালের জন্য স র্বাপেক্ষা উত্তম ব্যবস্থা জানিবে।

ইতি নিয়োগ বিষয় সংক্ষেপতঃ সমাপ্তঃ

অথ রাজপ্রজাধর্ম্মবিষয়ঃ সংক্ষেপতঃ

ত্রীণি রাজানা বিদথে পুরূণি পরি বিশ্বানি ভুষথঃ সদাংসি ।
অপশ্যমত্র মনসা জগন্বান্ ব্রতে গন্ধর্বা অপি বায়ুকেশান্ । ।১ । ।

ঋ০অ০ ৩ অ০ ২ । ব০ ২৪ । মং০ ১ ।

ক্ষত্রস্য য়োনিরসি ক্ষত্রস্য নাভিরসি ।
মা ত্বা হিংসীন্মা মা হিংসীঃ । ।২ । ।   য০ অ০ ২০ মং০ ১ ।

য়ত্র ব্রহ্ম চ ক্ষত্রং চ সম্যঞ্চৌ চরতঃ সহ ।
তং লোকং পুণ্যং য়জ্ঞেষং য়ত্র দেবাঃ সহাগ্নিনা । ।৩ । ।

য০ অ০ ২০ মং০ ২৫ ।

ভাষ্যম্ ঃ- এষামভিপ্রায়ঃ-অত্র মন্ত্রেষু রাজধর্ম্মো বিধীয়ত হতি ।

য়থা সুর্য্যচন্দ্রৌ (রাজানৌ) সর্বমুর্ত্তদ্রব্যপ্রকাশকৌ ভবতস্তথা সূর্য্যচন্দ্রগুণশীলৌ প্রকাশন্যায়য়ুক্তৌ ব্যবহারৌ (ত্রীণি সদাংসি ভূষথঃ) ভুষয়তোऽলঙ্কুরুতঃ । (বিদথে) তাভিঃ সভাভিরের য়ুদ্ধে (পুরূণি) বহুনি বিজয়াদীনি সুখানি মনুষ্যাঃ প্রাপ্নুবন্তি । তথা (পরি বিশ্বানি) রাজধর্ম্মাদিয়ুক্তাভিস্সভাভির্বিশ্বস্থানি সর্বাণি বস্তূনি প্রাণিজাতানি চ ভূষয়ন্তি সুখয়ন্তি ।

ইদমত্র বোধ্যম্ – একা রাজার্য্যসভা, তত্র বিশেষতো রাজকার্য়াণ্যেব ভবেয়ুঃ । দ্বিতীয়াऽऽর্য্যবিদ্যাসভা, তত্র বিশেষতো বিদ্যাপ্রচারোন্নতী এব কার্য্যে ভবতঃ । তৃতীয়াऽऽর্য্য ধর্মসভা তত্র বিশেষত ধর্ম্মোন্নতিরধর্ম্মহানিশ্চোপদেশেন কর্ত্তব্যা । পরন্তেতাস্তিস্ত্রস্সভাঃ সামান্যে কার্য়ে মিলিত্বৈব সর্বানুত্তমান্ ব্যবহারান্ প্রজাসু প্রচারয়েয়ুরিতি । য়ত্রৈতাসু সভাসু ধর্ম্মাত্মাভির্বিদ্বদ্ভিঃ সারাসারবিচারেণ কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যস্য প্রচারো নিরোধশ্চ ক্রিয়তে, তত্র সর্বাঃ প্রজাঃ সদৈবসুখ য়ুক্তা ভবন্তি । য়ত্রৈকো মনুষ্যো রাজা ভবতি তত্র পীড়িতাশ্চেতি নিশ্চয়ঃ, (অপশ্যমত্র) ইদমত্রাহমপশ্যম্ । ঈশ্বরোऽভিবদতি – য়ত্র সভয়া রাজপ্রবন্ধো ভবতি, তত্রৈব সর্বাভ্যঃ প্রজাভ্যো হিতং জায়ত ইতি । (ব্রতে) য়ো মনুষ্যঃ সত্যাচরণে (মনসা) বিজ্ঞানেন সত্যং ন্যায়ং (জগন্বান্) বিজ্ঞাতবান্, স রাজসভামর্হতি নেতরশ্চ । (গন্ধর্বান) পুর্বোক্তাসু সভাসু গন্ধর্বান্ পৃথিবীরাজপালনাদিব্যবহারেষু কুশলান্ (অপি বায়ুকেশান্) বায়ুবদ্দুতপ্রচারেণ বিদিতসর্বব্যবহারান্ সভাসদঃ কুর্য্যাৎ । কেশাস্সূর্য্যরশ্ময়স্তদ্বৎসত্যন্যায় প্রকাশকান্, সর্বহিতং চিকীর্ষুন্, ধর্মাত্মনঃ সভাসদস্স্থাপয়িতুমহমাজ্ঞাপয়ামি, নেতরাংশ্চেতীশ্বরোপদেশঃ সর্বৈর্মন্তব্য ইতি ।১ ।

(ক্ষত্রস্য য়োনিরসি) হে পরমেশ্বর ! ত্বং য়থা ক্ষত্রস্য রাজব্যবহারস্য য়োনির্ম্মিত্তমসি, তথা (ক্ষত্রস্য নাভিরসি) এবং রাজধর্ম্মস্য ত্বং প্রবন্ধকর্ত্তাসি। তথৈব নোঽস্মানপি কৃপয়া রাজ্যপালননিমিত্তান্ ক্ষত্রধর্ম্মপ্রবন্ধকর্ত্তৃংশ্চ কুরু। (মা ত্বা হিꣳসীন্মা মা হিꣳসীঃ) তথাঽস্মাকং মধ্যাৎ কোপি জনস্ত্বাং মা হিংসীদর্থাদ্ভবন্তং তিরস্কৃত্য নাস্তিকো মা ভবতু। তথা ত্বং মাং মা হিংসীরর্থান্মম তিরস্কারং কদাচিন্মা কুর্য্যাঃ। য়তো বয়ং ভবৎসৃষ্টৌ রাজ্যাধিকারিণস্সদা ভবেম।২।

(য়ত্র ব্রহ্ম চ ক্ষত্রং চ) য়ত্র দেশে ব্রহ্ম পরমেশ্বরো বেদো বা, ব্রহ্মণো, ব্রহ্মবিচ্চৈতৎসর্বং ব্রহ্ম তথা ক্ষত্রং শৌর্য়ধৈর্য়্যাদিগুণবন্তো মনুষ্যাশ্চৈতৌ দ্বৌ (সম্যঞ্চৌ) য়থাবদ্বিজ্ঞানয়ুক্তাববিরুদ্ধৌ (চরতঃ সহ), তং লোকং তং দেশং (পুণ্যং পুণ্যয়ুক্তং (য়জ্ঞকরণেচ্ছাবিশিষ্টং বিজানীমঃ। (য়ত্র দেবাঃ সহাগ্নিনা) য়স্মিন্দেশে বিদ্বাংসঃ পরমেশ্বরেণাগ্নিহোত্রাদিয়জ্ঞানুষ্ঠানেন চ সহ বর্ত্তন্তে, তত্রৈব প্রজাঃ সুখিন্যো ভবন্তীতি বিজ্ঞেয়ম্।।৩।।

।। ভাষার্থ।।

এখন রাজ প্রজাধর্ম্ম বিষয় লিখিত হইতেছে ঃ– এই সমগ্র জগতের রাজা একমাত্র পরমেশ্বরই রহিয়াছেন এবং সমস্ত সংসার তাঁহারই প্রজা স্বরূপ। এবিষয়ে যজুর্বেদের অষ্টাদশ অধ্যায়ের উনত্রিশ সূত্রই প্রমাণ স্বরূপ দেওয়া হইতেছে; যথা ঃ– (বয়ং প্রজাপতেঃ প্রজা অভূম) অর্থাৎ সকল মনুষ্যেরই নিশ্চয় জ্ঞাত হওয়া কর্ত্তব্য যে, আমরা সকলেই সেই, একমাত্র পরমেশ্বরেরই প্রজা এবং তিনিই একমাত্র আমাদিগের রাজা। (প্রকৃত রাজার বিষয়ে লিখিত হইল, সম্প্রতি পার্থিব রাজা (সম্বন্ধে) মনুষ্যের কীরূপ স্বীকার করা কর্ত্তব্য তাহাই বেদশাস্ত্রানুযায়ী বলিতেছি– অনুবাদক)। (ত্রীণি রাজানা ইত্যাদির) অর্থ এইরূপ যে, তিন প্রকার সভাকেই রাজা বলিয়া স্বীকার করিবে, পরন্তু কোন ব্যক্তি বা মনুষ্য বিশেষকে কখনই রাজা বলিয়া স্বীকার করিবে না। উপরোক্ত তিন প্রকার সভা কী কী, তাহা বর্ণিত হইতেছে যথা ঃ– ১ম রাজ্য প্রবন্ধ হেতু এক আর্য্য রাজসভা, যদ্দ্বারা সর্বপ্রকার রাজকার্য্যই বিশেষরূপে সিদ্ধ হইয়া থাকে। ২য় আর্য্য বিদ্যাসভা, যদ্দ্বারা সর্বপ্রকার বিদ্যার প্রচার সাধিত হয় ও ৩য় আর্য্যধর্ম্মসভা, যদ্দ্বারা ধর্ম্ম প্রচার ও অধর্মের নাশ হইয়া থাকে। উপরোক্ত তিন প্রকার সভাদ্বারা (চালিত হইয়া) সমস্ত শত্রুগণকে জয় করিয়া, নানাপ্রকার সুখ দ্বারা বিশ্বসংসারকে পরিপূর্ণ করা কর্ত্তব্য।।১।।

(ক্ষত্রস্য য়োনিরসি) হে রাজ্য প্রদানকারী পরমেশ্বর ! আপনিই ক্ষত্রিয়ের রাজ্য ব্যবহার নিমিত্তক, পরম কারণ স্বরূপ। (ক্ষত্রস্য নাভিরসি) আপনিই রাজধর্মের প্রবন্ধকর্ত্তা ও রাজ্য সম্বন্ধীয় সভার জীবন স্বরূপ হন, (বলিতে কি) আপনিই ক্ষত্রিয়বর্গের রাজ্যের কারণ স্বরূপ এবং রাজ্য সভাদিরও আপনিই জীবন স্বরূপ হইয়া

থাকেন, এজন্য আপনি আমাদিগকে কৃপাপূর্ব্বক রাজ্য পালন নিমিত্ত ক্ষত্রিয়ধর্ম্মপ্রবন্ধকারী করুন। (মা ত্বা হিংসীন্মা মা হিংসীঃ) আপনি আমাদিগের মধ্যে কাহাকেও কখনও ত্যাগ বা নষ্ট করিবেন না, পরন্তু যাহাতে আপনি-আমাদিগকে এবং আমরা আপনাকে অর্থাৎ কেহ কাহাকেও পরিত্যাগ না করিয়া অনুকূলের সহিত স্থিত থাকি এবং সমগ্র প্রজা যেন আপনাকে পরিত্যাগ করিয়া নাস্তিক হইয়া অপর কাহাকেও প্রভু বলিয়া স্বীকার না করে। পরন্তু আপনার সৃষ্টিতে রাজ্যাধিকারী হইয়া সর্ব্বদা স্থিত থাকিতে পারি তাহা করিতে আজ্ঞা হউক।।২।।

(য়ত্র ব্রহ্ম চ ক্ষত্রং চ) যে দেশে উত্তম গুণ কর্মশালী বেদজ্ঞ বিদ্বান ব্রাহ্মণগণ, বিদ্যাসভা এবং শূরবীর ক্ষত্রিয়গণ রাজসভার অধ্যক্ষ হইয়া অর্থাৎ নিযুক্ত হইয়া, অবিরুদ্ধতার সহিত অর্থাৎ পরস্পর ঐক্য ও মিলিত হইয়া রাজকার্য্যের ব্যবস্থা বিষয়ে সিদ্ধি বা অনুষ্ঠান করেন, সেই দেশেই ধর্ম্ম ও শুভক্রিয়া দ্বারা সংযুক্ত হইয়া (অর্থাৎ সেই দেশেই ধর্ম্ম ও শুভানুষ্ঠানে বিরাজিত থাকিয়া) প্রজাগণকে সুখ প্রাপ্ত করিয়া থাকে। (য়ত্র দেবাঃ মহাগ্নিনা) যে দেশে পরমেশ্বরের বেদাজ্ঞা পালনকারী অগ্নিহোত্রাদি সৎক্রিয়ানুষ্ঠানযুক্ত বিদ্বানগণ অবস্থান করেন, সেই দেশ উপদ্রব রহিত হইয়া সদা অখণ্ডিত রাজ্যসুখ ভোগ করিয়া থাকে।।৩।।

দেবস্য ত্বা সবিতুঃ প্রসবেঽশ্বিনোর্বাহুভ্যাং পূষ্ণো হস্তাভ্যাম্।
অশ্বিনোর্ভৈষজ্যেন তেজসে ব্রহ্মবর্চসায়াভি ষিঞ্চামি
ইন্দ্রস্যেন্দ্রিয়েণ বলায় শ্রিয়ৈ য়শসেঽভি ষিঞ্চামি।।৪।।
কোঽসি কতমোঽসি কস্মৈ ত্বা কায় ত্বা। সুশ্লোক সুমঙ্গল সত্যরাজন্।।৫।।
শিরো মে শ্রীর্য়শো মুখং ত্বিষিঃ কেশাশ্চ শ্মশ্রূণি।
রাজা মে প্রাণো অমৃতꣳসম্রাট্ চক্ষুর্বিরাট্ শ্রোত্রম্।।৬।।

য০ অ০ ২০ মং০ ৩।৪।৫।

ভাষ্যম ঃ- (দেবস্য ত্বা সবিতুঃ) হে সভাধ্যক্ষ ! স্বপ্রকাশমানস্য সর্বস্য জগত উৎপাদকস্য পরমেশ্বরস্য (প্রসবে) অস্যাং প্রজায়াং (অশ্বিনোর্বাহুভ্যাং) সূর্য্যাচন্দ্রমসোর্বাহুভ্যাং, বলবীর্য্যাভ্যাং, (পূষ্ণো হস্তাভ্যাং) পুষ্টিকর্ত্তুঃ প্রাণস্য গ্রহণদানাভ্যাং, (অশ্বিনো র্ভৈষজ্যেন) পৃথিব্যন্তরিক্ষৌষধিসমূহেন সর্বরোগনিবারকেণ সহ বর্ত্তমান ত্বাং (তেজসে) ন্যায়াদিসদ্‌গুণপ্রকাশায়, (ব্রহ্মবর্চসায়) পূর্ণবিদ্যাপ্রচারায়, (অভিষিঞ্চামি) সুগন্ধজলৈর্মূর্দ্ধনি মার্জ্জয়ামি। তথা (ইন্দ্রস্যেন্দ্রিয়েণ) পরমেশ্বরস্য পরমৈশ্বর্য্যেণ বিজ্ঞানেন চ (বলায়) উত্তমবলার্থং, (শ্রিয়ৈ) চক্রবর্ত্তি রাজ্যলক্ষ্মীপ্রাপ্ত্যর্থং

ত্বাং, (য়শসে) অতিশ্রেষ্ঠকীত্যর্থং চ (অভি ষিঞ্চামি) রাজধর্ম্মপালনার্থং স্থাপয়ামীতীশ্বরোপদেশঃ। ।৪। ।

(কোऽসি) হে পরমাত্মন্! ত্বং সুখস্বরূপোऽসি, ভবানস্মানপি সুরাজ্যেন সুখয়ুক্তান্ করোতু। (কতমোऽসি) ত্বমত্যন্তানন্দয়ুক্তোऽসি, অস্মানপি রাজসভাপ্রবন্ধেনাত্যন্তানন্দয়ুক্তান্সম্পাদয়। (কস্মৈ ত্বা) অতো নিত্যসুখায় ত্বামাশ্রয়ামঃ। তথা (কায় ত্বা) সুখরূপরাজ্যপ্রদায় ত্বামুপাস্মহে! (সুশ্লোক) হে সত্যকীর্ত্তে! (সুমঙ্গল) হে সুষ্ঠুমঙ্গলময় সুমঙ্গলকারক! (সত্যরাজন্) হে সত্যপ্রকাশক সত্যরাজ্যপ্রদেশ্বর। অস্মদ্রাজসভায়া ভবানেব মহারাজাধিরাজোऽস্তীতি বয়ং মন্যামহে। ।৫। ।

সভাধ্যক্ষ এবং মন্যেত—(শিরো মে শ্রীঃ) রাজ্যশ্রীর্মে মম শিরোবৎ। (য়শো মুখং) উত্তমকীর্ত্তির্মুখবৎ। (ত্বিষিঃ কেশাশ্চ শ্মশ্রুণি) সত্যন্যায়দীপ্তিঃ মম কেশশ্মশ্রুবৎ। (রাজা মে প্রাণঃ) পরমেশ্বরঃ শরীরস্থো জীবনহেতুর্বায়ুশ্চ মম রাজবৎ। (অমৃতꣳসম্রাট) মোক্ষাখ্যং সুখং, ব্রহ্ম, বেদশ্চ সম্রাট্ চক্রবর্ত্তীরাজবৎ। (চক্ষুর্বিরাট্ শ্রোত্রম্) সত্যবিদ্যাদিগুণানাং বিবিধপ্রকাশকরণং শ্রোত্রং চক্ষুর্বৎ। এবং সভাসদোऽপি মন্যেরন্। এতানি সভাধ্যক্ষস্য সভাসদাং চাঙ্গানি সন্তীতি সর্বে বিজানীয়ুঃ। ।৬। ।

। । ভাষার্থ। ।

এই মন্ত্রের শ্রীস্বামীজীকৃত ভূমিকার অর্থের সহিত তৎকৃত যজুর্বেদের ভাষ্যের অর্থের কিছু তারতম্য দৃষ্ট হয়, পরন্তু দুইপ্রকার অর্থই এই মন্ত্রের সত্যার্থ, এজন্য এই মন্ত্রের দুই প্রকার বঙ্গানুবাদ একসঙ্গে প্রকাশ করিতেছি, যথা ঃ–

১ম অর্থ, যে কেহ রাজা বা সভ্যধ্যক্ষ হইবার উপযুক্ত পুরুষ হইবেন, তাঁহাকে তদ্পদে অভিষেক করিয়া তাহার নিকট নিম্নলিখিত রূপে প্রার্থনা করিবে। হে শুভলক্ষণযুক্ত সভাধ্যক্ষ! আপনি (দেবস্যত্বা সবিতু) সকলপ্রকার ঐশ্বর্য্যের অধিষ্ঠাতা (দেবস্য) এবং সকল দিক হইতে প্রকাশমান্ পরমেশ্বরের, (ইহার দ্বিতীয়ার্থ এই) – সমগ্র জগতের প্রকাশক ও উৎপাদকরূপী পরমেশ্বরের (প্রসবে) উৎপন্ন বা সৃষ্ট জগতে (পুনশ্চ প্রথমার্থ এইরূপ যে) সৃষ্টি মধ্যে প্রজাপালনার্থ (অশ্বিনো বাহুভ্যাং) এবং (অশ্বিনোঃ) সম্পূর্ণ বিদ্যা দ্বারা ব্যাপ্ত অধ্যক্ষ অর্থাৎ সকলপ্রকার বিদ্যায় পারদর্শী এইরূপ অধ্যক্ষ ও উপদেশকের বাহুভ্যাং বল ও পরাক্রম দ্বারা, (ইহার দ্বিতীয়ার্থ এই যে) অশ্বিনৌঃ বাহুভ্যাং অর্থাৎ সূর্য্য ও চন্দ্রমার বলবীর্য্য দ্বারা, অর্থাৎ পদার্থ বিদ্যা ও বিজ্ঞান শাস্ত্রের অনুশীলনে সুর্য্য ও চন্দ্রমাদির রশ্মি দ্বারা, আমরা অনেকপ্রকার ব্যবহারিক হিতকারী, কার্য্য সাধন করিতে সমর্থ হই, (বিশেষতঃ সূর্য্যের তেজ বা রশ্মি অত্যন্ত বলশালী, এমন কি অগ্নি ও বিদ্যুতাদি দ্বারা যে সকল হিতকারী কার্য্য সাধিত হয় তদপেক্ষাও অধিক পরিমাণে উপকার সাধন আমরা সূর্য্যাদির রশ্মি দ্বারা প্রাপ্ত হইতে পারি–অনুবাদক) (পুষ্ণো হস্তাভ্যাং) বায়ুবৎ পুর্ণবলশালী বা বলবান্ পুরুষের

(হস্তাভ্যাং) পুরুষকার দ্বারা (অথবা ইহার দ্বিতীয়ার্থ এই যে পুষ্টিকারক প্রাণাদি বায়ুর গ্রহণ দ্বারা অর্থাৎ বায়ুকে বিজ্ঞানশাস্ত্রের সাহায্যে আমরা বিবিধপ্রকার ব্যবহার বিষযে পরিচালনে সমর্থ হইয়া থাকি—অনুবাদক) এবং দানকরণে সমর্থরূপ হস্ত দ্বারা আপনাকে অর্থাৎ আপনি সম্পূর্ণ পরোপকারার্থ দানকরণে পূর্ণ সমর্থশালী হওয়ায়, আপনাকে সভাধ্যক্ষরূপে বরণ বা অভিষেক করিতেছি। (পুনশ্চ ভগবান্ উপদেশ দিতেছেন যে, কীরূপে মনুষ্যের প্রার্থনা করা কর্ত্তব্য যথা ঃ) – (অশ্বিনোঃ ভৈষজ্যেন) অর্থাৎ বৈদ্যক বিদ্যা বা শাস্ত্র দ্বারা ব্যাপ্ত অর্থাৎ তদ্বিষয়ে পূর্ণ পারদর্শী এবং উক্ত বিদ্যায় বা শাস্ত্রে উপদেশ করণে সমর্থ, তথা ঔষধ প্রস্তুত করণে পারগ এবং বৈদ্যক চিকিৎসা শক্তি দ্বারা (ইহার দ্বিতীয়ার্থ এইরূপ যথা) ঃ– পৃথিবীস্থ ও অন্তরীক্ষ স্থিত ঔষধি দ্বারা অর্থাৎ পৃথিবীস্থ বৃক্ষলতাদিরূপী তথা ধাত্বাদিরূপী ঔষধি এবং অন্তরীক্ষস্থ বিশুদ্ধ বায়ু যাহা ওষধির ন্যায় হিতকারী যথা–(অক্সীজিন্ ইত্যাদি) এবং বিদ্যুতাদি রূপ ঔষধি দ্বারা দিবারাত্রি সকল প্রকার রোগ নিবারণে সমর্থ, (তেজসে) সত্য ও ন্যায়ের প্রকাশার্থ এবং (ব্রহ্মবর্চসায়) ব্রহ্মজ্ঞান ও বেদবিদ্যার বৃদ্ধি বা প্রচারের জন্য (ত্বা) তোমাকে (আপনাকে) রাজা, প্রজা ও জন সমাজের মধ্যে (অভিষিঞ্চামি) অভিষেক করিতেছি। পুনশ্চ আরও কী কী জন্য অভিষেক করিতেছি তাহাই বর্ণন করা হইতেছে।

এই মন্ত্রেও স্বামীজী ঈশ্বর সম্বন্ধে ভূমিকাতে ও মনুষ্যের সম্বন্ধে বেদভাষ্যে বর্ণন করিয়াছেন। আমি এস্থলে দুইপ্রকার অর্থই লিখিতেছি যথা ঃ– প্রথমে ভূমিকার অনুযায়ী অর্থ এইরূপ যথা ঃ- হে মহারাজেশ্বর । আপনি (কোऽসি কতমোऽসি) সুখস্বরূপ ও অত্যন্ত আনন্দকারক হন। (এজন্য) আমাদিগকেও সকল প্রকার আনন্দযুক্ত করুন। (সুশ্লোক) হে সর্বোত্তম কীর্ত্তিপ্রদাতা । তথা (সুমঙ্গল) হে শোভন মঙ্গলস্বরূপ ও আনন্দকারী জগদীশ্বর । হে (সত্যরাজন্) সত্যস্বরূপ ও সত্যের প্রকাশক। আপনি আমাদিগকে রাজ্য তথা সর্বপ্রকার সুখ প্রদানকারী হন অর্থাৎ প্রদান করিয়া থাকেন (কস্মৈ ত্বা কায় ত্বা) সেই অত্যন্ত সুখ, শ্রেষ্ঠ বিচার, এবং আনন্দের জন্য আমরা আপনার স্মরণ লইয়াছি। যেহেতু এইরূপেই আমরা নিঃসন্দেহ পূর্ণ রাজ্য ও সুখ প্রাপ্ত হইব।৫।

এখন বেদভাষ্য অনুযায়ী অর্থ করিতেছি যথা ঃ- (সুশ্লোক) অর্থাৎ উত্তম কীর্ত্তি এবং সত্য বচন বলিবার জন্য, তথা (সুমঙ্গল) প্রশস্ত মঙ্গলকারী কর্ম্মের অনুষ্ঠান হেতু, (সত্য রাজন্) সত্য ও ন্যায়ের প্রকাশকারী স্বরূপ আপনি (কঃ) সুখসুরূপ (অসি) বিদ্যমান রহিয়াছেন তথা (কদম) অর্থাৎ অতি সুখকারীরূপে (অসি) বিরাজমান আছেন বলিয়াই (আপনাকে) সুখস্বরূপ পরমেশ্বরের জন্য (ত্বং) আপনাকে তথা (কায়) পরমেশ্বর যাহার দেবতা সেই মন্ত্রের জন্যও (ত্বাং) আপনাকে আমি অভিষেক করিতেছি।

(ইহার তাৎপর্য্য এই যে) সুখস্বরূপ পরমেশ্বরের প্রীত্যর্থ তাঁহার আজ্ঞা পালন করিয়া আমরা সদা সুখস্বরূপে বিদ্যমান থাকিতে পারি। তথা বেদমন্ত্রের প্রকাশক পরমেশ্বরের আজ্ঞানুযায়ী আপনি সভাধ্যক্ষ পদের উপযুক্ত হওয়ায় আপনাকে সেই পদে অভিষেক করিতেছি–অনুবাদক)।৫।

এই মন্ত্রের তাৎপর্য্য এই ঃ- সভাধ্যক্ষ অর্থাৎ যে ব্যক্তি রাজ্যে অভিষিক্ত হইবেন তাঁহার এরূপ মনে করা কর্ত্তব্য যে, (শিরো মে শ্রীঃ) শোভা ও ধন আমার শির স্থানীয় (য়শোমুখম্) সৎকীর্ত্তি বা সৎকথন আমার মুখ স্বরূপ, (ত্বিষিঃ কেশাশ্চ শ্মশ্রুণী) সত্য গুণের প্রকাশ অথবা ন্যায়ের প্রকাশই আমার মস্তকস্থিত কেশ ও শ্মশ্রু ও গোঁফের সদৃশ (রাজা মে প্রাণঃ) ঈশ্বর যিনি সকলের আধার ও অধিষ্ঠাতা এবং রাজা স্বরূপ, তিনিই আমার প্রাণ বায়ু স্বরূপ অর্থাৎ জীবন ধারণের উপায় স্বরূপ, অথবা প্রাণ যেরূপ সর্বাপেক্ষা প্রিয়, তদ্রূপ সেই ঈশ্বররূপী রাজাও আমার প্রাণতুল্য প্রিয় হন। (অমৃত..সম্রাট) মরণধর্ম রহিত চেতনস্বরূপ ও যিনি মোক্ষস্বরূপ ব্রহ্ম, তিনিই আমার চক্রবর্তী রাজা তথা (চক্ষুর্বিরাট শ্রোত্রম্) উত্তমরূপে প্রকাশমান অথবা যিনি সকলপ্রকার সত্যবিদ্যা দ্বারা প্রকাশযুক্ত তিনিই আমার চক্ষুস্বরূপ ও বিবিধ শাস্ত্র শ্রবণযুক্ত হওয়াই আমার (শ্রোত্রম্) কর্ণস্বরূপ। উপরোক্ত মন্ত্রের ভাষার্থ এই যে, সভাধ্যক্ষ উপরোক্ত শরীরস্থিত অবয়ব বা গুণ দ্বারা উপরোক্ত শুভকার্য গুলি সম্পাদন করিবেন ৬।৮।

বাহূ মে বলমিন্দ্রিয়ꣳহস্তৌ মে কর্ম্ম বীর্য়্যম্। আত্মা ক্ষত্রমুরো মম।।৭।।

পৃষ্ঠীর্মে রাষ্ট্রমুদরমꣳসৌ গ্রীবাশ্চ শ্রোণী।

ঊরূ অরত্নী জানুনী বিশো মেঽঙ্গানি সর্বতঃ।।৮।।

য০অ০২০ মং০৭।৮।

ভাষ্যম্ ঃ- (বাহূ মে বলং) য়দুত্তমং বলং তন্মম বাহুবদস্তি (ইন্দ্রিয়ꣳহস্তৌ মে) শুদ্ধং বিদ্যায়ুক্তং মনঃ শ্রোত্রাদিকং চ মম গ্রহণসাধনবৎ (কর্ম্ম বীর্য্যং) য়দুত্তমপরাক্রমধারণং তন্মম কর্ম্মবৎ (আত্মা ক্ষত্রমুরো মম) য়ন্মম হৃদয়ং তৎ ক্ষত্রবৎ।।৭।।

(পৃষ্ঠীর্মে রাষ্ট্রম্) য়দ্রাষ্ট্রং তন্মম পৃষ্ঠভাগবৎ (উদরমꣳসৌ) য়ৌ সেনাকোশৌ স্তস্তৎকর্ম্ম মম হস্তমুলোদরবৎ (গ্রীবাশ্চ শ্রোণী) য়ৎপ্রজায়াঃ সুখেন ভূষিতপুরুষার্থিকরণং তৎকর্ম্ম মম নিতম্বাঙ্গবৎ। (ঊরূ অরত্নী) য়ৎপ্রজায়া ব্যাপারে গণিতবিদ্যায়াং চ নিপুণীকরণং তন্মোর্বরত্ন্যঙ্গবদস্তি। (জানুনী বিশো মেঽঙ্গানি সর্বতঃ) য়ৎপ্রজারাজসভয়োঃ সর্বথা মেলরক্ষণং তন্মম কর্ম্ম জানুবৎ। এবং পুর্বোক্তানি সর্বাণি কর্মাণি মমাবয়ববৎ সন্তি। য়থা স্বাঙ্গেষু প্রীতিস্তৎপালনে পুরুষস্য শ্রদ্ধা ভবতি তথা প্রজাপালনে চ স্বকীয়াবুদ্ধিস্সর্বৈঃ কার্য়্যেতি।।৮।।

।। ভাষার্থ।।

(বাহূ মে বলং) পুর্বোক্তরূপে ঐ রাজ্যের সভাপতি ও সভাধ্যক্ষ এইরূপ মনে করিবেন যে পূর্ণ বলই আমার বাহু বা ভুজ অর্থাৎ হস্ত স্বরূপ, (ইন্দ্রিয়ঙ্ঠুঁহস্তে) শুদ্ধ বিদ্যাযুক্ত মন ও শ্রোত্রাদি রূপ ইন্দ্রিয়গণ আমার হস্ত অর্থাৎ গ্রহণ সাধন, অথবা ইন্দ্রিয় শব্দে ধন বুঝায় সেই ধনই আমার হস্তস্বরূপ। (কর্ম বীর্য়্যম্) অর্থাৎ উত্তম পরাক্রম ধারণই আমার কর্ম্মবৎ বা কর্ম্মস্বরূপ। (আত্মা ক্ষত্রমুরা মম) অর্থাৎ ক্ষাত্রধর্ম ও শূরতাই আত্মাস্বরূপ অর্থাৎ ক্ষাত্রধর্ম্ম ও শূরতাই আত্মাস্বরূপ অর্থাৎ নাশ বা দুঃখ হইতে ত্রাণ করণে সমর্থযুক্ত তথা রাজধর্ম্ম এবং শৌর্য্য ও ধৈর্য্য ও হৃদয় অর্থাৎ হৃদয়ের জ্ঞানই আমার আত্মা স্বরূপ।৭। অর্থাৎ রাজপুরুষ দিগের কর্ত্তব্য যে, আত্মা অন্তঃকরণ ও বাহুর বল উৎপন্ন বা বৃদ্ধি করিয়া, তৎ তৎ বিষয় দ্বারা প্রজামাত্রেরই উপরোক্ত হিত সাধনে রত থাকেন—অনুবাদক)।

(পুনশ্চ কীরূপে ঐ সভাধ্যক্ষ তাহার নিজ শরীরের ভিন্ন ভিন্ন অবয়বকে কী কী শুভগুণের আধার স্বরূপ জ্ঞান করিবেন তাহাই বেদশাস্ত্র উপদেশ দিতেছেন; যথা ঃ–) (পৃষ্ঠীর্মে রাষ্ট্রম্) উত্তম রাজ্যকে তিনি নিজ পৃষ্ঠের ন্যায় জ্ঞান করিবেন অর্থাৎ উত্তম রাজ্য নিজ পৃষ্ঠাঙ্গবৎ, এইরূপে (উদরমংসৌ) রাজ্যের সেনা ও কোষ, এই উভয়ই স্বীয় হস্তমূল ও উদর সদৃশ, তথা (গ্রীবাশ্চ শ্রোণী) অর্থাৎ প্রজাগণের সুখবর্দ্ধন করা বা তাহাদিগকে সুখী করাও ধর্মযুক্ত পুরুষকারে রত রাখাই নিজ নিজ কন্ঠ ও শ্রোণী অর্থাৎ নাভীর অধোভাগ স্থান সদৃশ বা সমতুল্য জ্ঞান করিবেন, (ঊরূ অরত্নী) প্রজাগণকে ব্যবসায় ও গণিতবিদ্যায় নিপুণ করা রূপ কর্ত্তব্য কর্ম্মকেই তিনি নিজ (অরত্নী) অর্থাৎ উরূ অঙ্গের সমান জ্ঞান করিবেন, তথা (জানুনী) অর্থাৎ প্রজা ও রাজসভাতে সকলের সহিত প্রীতি রাখাকেই নিজ জানু স্থান সদৃশ বা সমান জ্ঞান করিবেন। (বিশো মেঽঙ্গানি স র্বতঃ) এইরূপে প্রজাপালন বিষয়ে তিনি সমস্ত উত্তম কর্ম্মকে নিজ অঙ্গের অবয়ব স্বরূপ জ্ঞান করিবেন, অর্থাৎ যেরূপ সমস্ত কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াও লোক নিজ শরীরের রক্ষা বিষয় যত্নবান হয় তদ্রূপ ঐ সভাধ্যক্ষ সমস্ত কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া, প্রজাগণের যাহাতে যথার্থ উপকার ও কল্যাণ সাধিত হয়, তাহাতেই তৎপর থাকা একান্ত কর্ত্তব্য—অনুবাদক)।৮।

প্রতি ক্ষত্রে প্রতি তিষ্ঠামি রাষ্ট্রে প্রত্যশ্বেষু প্রতি তিষ্ঠামি গোষু।
প্রত্যঙ্গেষু প্রতি তিষ্ঠাম্যাত্মন্ প্রতি প্রাণেষু প্রতি তিষ্ঠামি পুষ্টে
প্রতি দ্যাবাপৃথিব্যোঃ প্রতি তিষ্ঠামি য়জ্ঞে।।১০।।
ত্রাতারমিন্দ্রমবিতারমিন্দ্রঙ্ঠুঁ হবে হবে সুহবঙ্ঠুঁশূরমিন্দ্রম্।
হ্বয়ামি শক্রং পুরুহূতমিন্দ্রঙ্ঠুঁ স্বস্তি নো মঘবা ধাত্বিন্দ্রঃ।।১১।।

যঃঅ০২০। মং০১০,৫০।

ভাষ্যম্ ঃ- (প্রতি ক্ষত্রে প্রতি তিষ্ঠামি রাষ্ট্রে) অহং পরমেশ্বরো ধর্ম্মেণ প্রতীতে ক্ষত্রে প্রতিষ্ঠিতো ভবামি, বিদ্যাধর্ম্মপ্রচারিতে দেশে চ। (প্রত্যেশ্বেষু০) প্রত্যশ্বং প্রতিগাং চ তিষ্ঠামি। (প্রত্যঙ্গেষু) সর্বস্য জগতোঽঙ্গমঙ্গং প্রতি তিষ্ঠামি, তথা চাত্মানমাত্মানং প্রতি তিষ্ঠামি। (প্রতি প্রাণে০) প্রাণং প্রাণং প্রত্যেবং পুষ্টং পুষ্টং পদার্থং প্রতি তিষ্ঠামি। (প্রতি দ্যাবাপৃথিব্যোঃ) দিবং দিবং প্রতি, পৃথিবীং পৃথিবীং প্রতি চ তিষ্ঠামি। (য়জ্ঞে) তথা য়জ্ঞং য়জ্ঞং প্রতি, তিষ্ঠাম্যঽহমেব সর্বত্র ব্যাপকোঽস্মীতি। মামিষ্টদেবং সমাশ্রিত্য য়ে রাজধর্ম্মমনুসরন্তি তেষাং সদৈব বিজয়াভ্যুদয়ৌ ভবতঃ। এবং রাজপুরুষৈশ্চাপি প্রজাপালনে সর্বত্র ন্যায়বিজ্ঞানপ্রকাশো রক্ষণীয়ো, য়তোঽন্যায়াবিদ্যাবিনাশঃ স্যাদিতি।।১০।।

(ত্রাতারমিন্দ্র০) য়ং বিশ্বস্য ত্রাতারং রক্ষকং, পরমৈশ্বর্য্যবন্ত০, (সুহবꣳশূরমিন্দ্রং) সুহবং শোভনয়ুদ্ধকারিণমত্যন্তশূরং, জগতো রাজানমনন্তবলবন্ত০, (শক্রং) শক্তিমন্তং শক্তিপ্রদং চ, (পুরুহূতং) বহুভিঃ শূরৈঃ সুসেবিতং, (ইন্দ্রং) ন্যায়েন রাজ্যপালকং, (ইন্দ্রꣳহবেহবে) য়ুদ্ধে য়ুদ্ধে স্ববিজয়ার্থং ইন্দ্রং পরমাত্মনং (হবয়ামি) আহ্বয়ামি আশ্রয়ামি। (স্বস্তি নো মঘবা ধাত্বিন্দ্রঃ) স পরমধনপ্রদাতেন্দ্রঃ সর্বশক্তিমানীশ্বরঃ সর্বেষু রাজ্যকার্য়্যেষু নোঽস্মভ্যং স্বস্তি ধাতু নিরন্তরং বিজয়সুখং দধাতু।।১১।।

।। ভাষার্থ।।

(প্রতি ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠামি রাষ্ট্রে) যে জন পূর্বোক্ত প্রকার ন্যায়ানুসারে রাজকার্য্যে ব্যাপৃত থাকেন, তাহার প্রতি ঈশ্বর আদেশ করিতেছেন যে, হে মনুষ্য ! তোমরা ধর্মাত্মা হইয়া ন্যায়ানুসারে রাজ্য পালন কর, যেহেতু যেজন ধর্মাত্মা পুরুষ হন, তাঁহাকেই অমি ক্ষয় হইতে রক্ষা করি এবং ক্ষত্রধর্ম্ম ও সর্বরাজ্যে প্রকাশিত রাখি, (অর্থাৎ প্রতিষ্ঠাযুক্ত করিয়া থাকি) এবং ধর্মাত্মাগণ সদা আমার সমীপে বর্ত্তমান থাকে অর্থাৎ আমার সমীপে আবস্থান করে। (প্রত্যশ্বেষু প্রতিতিষ্ঠামি গোষু) এইরূপে সেনা সম্বন্ধীয় অশ্ব ও গবাদি বাহনাদির মধ্যে আমি প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকি। (প্রত্যঙ্গেষু প্রতিষ্ঠামাত্মন্) রাজ্যের অঙ্গস্বরূপ যে সেনা আদি আছে, তন্মধ্যেও ঐ সভাধ্যক্ষ বা রাজার আত্মাতে আমি প্রতিষ্ঠিত থাকি। (প্রতি প্রাণেষু প্রতি তিষ্ঠামি পুষ্টে) অর্থাৎ পরমেশ্বর বলিতেছেন যে, এইরূপ লোকের প্রাণ ও পুষ্টি ব্যবহারে, অর্থাৎ যাহাতে তাহার পুষ্টিসাধন হয়, তদ্বিষয়ে, আমি (অর্থাৎ ঈশ্বর) সদা ব্যাপকস্বরূপে বিদ্যমান থাকি। (প্রতিদ্যাবা পৃথিব্যোঃ প্রতি তিষ্ঠামি য়জ্ঞে) অর্থাৎ এই যে সূর্য্য ও চন্দ্রের সমান ন্যায় ও বিজ্ঞান পৃথিবীর মধ্যে প্রকাশিত ও প্রতিষ্ঠিত হইয়া, অথবা সূর্য্যাদি প্রকাশরূপ ও পৃথিব্যাদি অপ্রকাশরূপ জগৎ তথা (য়জ্ঞে) অর্থাৎ অশ্বমেধাদিতে অথবা বিদ্বানগণের সেবা ও সাধুসঙ্গাদি তথা বিদ্যা দানাদি ক্রিয়ারূপ যজ্ঞে যেরূপ আমি স র্বদা ব্যাপক হইয়া প্রতিষ্ঠিত আছি বা থাকি, তদ্রূপেই তোমরা আমাকে (ঈশ্বরকে) সর্বত্র পূর্ণরূপে বিদ্যমান

স্বরূপে দর্শন কর (অর্থাৎ হৃদয়ে অনুভব কর—অনুবাদক) যাঁহাদিগের এরূপ নিষ্ঠা আছে, তাহারাই সদা রাজ্য প্রাপ্ত হন। ।১০। ।

(ত্রাতারমিন্দ্রং) অর্থাৎ যে মনুষ্যের এইরূপ নিশ্চয় ধারণা, যে কেবল একমাত্র পরমৈশ্বর্য্যবান্ পরমাত্মাই আমার রক্ষক এবং (অবিতার০) তিনিই জ্ঞান ও আনন্দ প্রদাতা সুহবꣳশূরমিন্দ্রꣳ হবে হবে) সেই ইন্দ্র অর্থাৎ পরমৈশ্বর্য্যবান্ পরমাত্মা, যিনি প্রতিযুদ্ধে উত্তমরূপে যুদ্ধকরণে পটু, (যিনি) শূরবীর, যিনি আমার রাজা, (হবয়ামি শক্রং পুরুহূতমিন্দ্রং) যিনি অনন্ত পরাক্রমযুক্ত পরমেশ্বর, যিনি সমস্ত বিদ্বান ও বেদাদি শাস্ত্রের প্রতিপাদনকারী ও ইষ্টকারী, সেই (পরমাত্মাই) আমার সর্বপ্রকারে রাজা রূপে বর্ত্তমান রহিয়াছেন। (স্বস্তিনোমঘবাধাত্বিন্দ্রঃ) যে ইন্দ্ররূপী পরমাত্মা মঘবা অর্থাৎ পরম বিদ্যারূপ ধনী, যিনি আমাকে বিজয়াদি রূপ সকল প্রকার সুখ প্রদান করেন, এইরূপ পরমাত্মাতে যে মনুষ্যের সদা নিশ্চয় জ্ঞান বা নিষ্ঠা আছে, তাহার কখনও পরাজয় ঘটে না। ।১১। ।

ইমং দেবা অসপত্নꣳ সুব বং মহতে ক্ষত্রায় মহতে জ্যৈষ্ঠ্যায় মহতে
জানরাজ্যায়েন্দ্রস্যেন্দ্রিয়ায়। ইমমমুষ্য পুত্রমমুষ্যৈ পুত্রমস্যৈ বিশꣳএষ
বোঽমী রাজা সোমোঽস্মাকং ব্রাহ্মণানাꣳ রাজা। ।১২। ।

যত০অ০৯ মং০ ৪০।

ইন্দ্রো জয়াতি ন পরা জয়াতা অধিরাজো রাজসু রাজয়াতৈ।
চর্কৃত্য ঈড্যো বন্দ্যশ্চোপসদ্যো নমস্যো ভবেহ। ।১৩। ।
ত্বমিন্দ্রাধিরাজঃ শ্রবস্যুস্ত্বং ভূ রভিভূতির্জনানাম্।
ত্বং দৈবীর্বিশ ইমা বি রাজায়ুষ্মৎ ক্ষত্রমজরং তে অস্তু। ।১৪। ।

অথর্ব০ কাং০ ৬ অনু০ ১০ ব০ ৯৮। মং০ ১।২।

ভাষ্যম্ ঃ- (দেবাঃ) হে দেবা বিদ্বাংসঃ সভাসদঃ। (মহতে ক্ষত্রায়) অতুলরাজধর্মায় (মহতে জ্যৈষ্ঠ্যায়) অত্যন্তজ্ঞান বৃদ্ধব্যবহারস্থাপনায় (মহতে জানরাজ্যায়) জনানাং বিদুষাং মধ্যে পরমরাজ্য করুণায় (ইন্দ্রস্যেন্দ্রিয়ায়) সূর্য্যস্য প্রকাশবন্ন্যায়ব্যবহার প্রকাশনায়ান্যায়ান্ধকারবিনাশায় (অস্যৈ বিশে) বর্ত্তমানায়ৈ প্রজায়ৈ য়থাবৎসুখপ্রদানায় (ইমম্) অসপত্নꣳসুব বম্) ইমং প্রত্যক্ষং শত্রূদ্ভবরহিতং নিষ্কণ্টকমুত্তমরাজধর্ম্মং সুব বমীশি বমৈশ্বর্য্যসহিতং কুরুত। য়ুয়মপ্যেবং জানীত–(সোমোঽস্মাকং ব্রাহ্মাণানাꣳরাজা) বেদবিদাং সভাসদাং মধ্যে য়ো মনুষ্যঃ সোম্যগুণসম্পন্নঃ সকলবিদ্যায়ুক্তোঽস্তি স এব সভাধ্যক্ষত্বেন স্বীকৃতঃ সন্ রাজাস্তু। হে সভাসদঃ। (অমী)

য়ে প্রজাস্থা মনুষ্যাঃ সন্তি তান্প্রত্যপ্যেবমাজ্ঞা শ্রাব্যা—(এষ বো রাজা) অস্মাকং বো য়ুষ্মাকং চ' সসভাসৎকোঽয়ং রাজসভাব্যবহার এব রাজাস্তীতি। এতদর্থং বয়ং (ইমমমুষ্য পুত্রমমুষ্যৈ পুত্রং) প্রখ্যাতনাম্নঃ পুরুষস্য প্রখ্যাতনাম্ন্যাঃ স্ত্রিয়াশ্চ সন্তানমভিষিচ্যাধ্যক্ষত্বে স্বীকুর্ম ইতি।।১২।।

(ইন্দ্রো জয়াতি) স এবৈন্দ্রঃ পরমেশ্বরঃ সভাপ্রবন্ধো বা জয়াতি বিজয়োৎকর্ষং সদা প্রাপ্নোতু। (ন পরাজয়াতৈ) স মা কদাচিৎ পরাজয়ং প্রাপ্নোতু (অধিরাজো রাজসু রাজয়াতৈ) স রাজাধিরাজো বিশ্বস্যেশ্বরঃ সর্বেষু চক্রবর্ত্তিরাজসু মাণ্ডলিকেষু বা স্বকীয়সত্যপ্রকাশন্যায়েন সহাস্মাকং মধ্যে সদা প্রসিধ্যতাম্। (চর্কৃত্যঃ) য়ো জগদীশ্বরঃ সর্বৈর্মনুষ্যৈঃ পুনঃ পুনরুপাসনায়োগ্যোঽস্তি, (ইড্যঃ) অস্মাভিঃ স এবৈকঃ স্তোতুং য়োগ্যঃ (বন্দ্যশ্চ) পুজনীয়ঃ (উপসদ্যঃ) সমাশ্রয়িতুং য়োগ্যঃ (নমস্যঃ) নমস্কর্ত্তুং য়োগ্যোঽস্তি। (ভবেহ) হে মহারাজেশ্বর! ত্বমুত্তমপ্রকারেণাস্মিন্ রাজ্যে সৎকৃতো ভব। ভবৎসৎকারেণ সহ বর্ত্তমানা বয়মপ্যস্মিন্ চক্রবর্ত্তিরাজ্যে সদা সৎকৃতা ভবেম।।১৩।।

(ত্বমিন্দ্রাধিরাজঃ শ্রবস্যুঃ) হে ইন্দ্র পরমেশ্বর। ত্বং সর্বস্য জগতোঽধিরাজোঽসি, শ্রব ইবাচরতীতি, সর্বস্য শ্রোতা চ, স্বকৃপয়া মামপি তাদৃশং কুরু। (ত্বং ভূরভিভূতির্জনানাম্) হে ভগবন্! ত্বং ভূঃ, সদা ভবসি। য়থা জনানামভিভূতির-ভীষ্টস্যৈশ্বর্য্যস্য দাতাসি তথা মামপ্যনুগ্রহেণ করোতু। (ত্বং দৈবীর্বিশ ইমা বি রাজাঃ) হে জগদীশ্বর। য়থা ত্বং দিব্যগুণসম্পন্না বিবিধোত্তমরাজপালিতাঃ, প্রত্যক্ষবিষয়াঃ প্রজাঃ সত্যন্যায়েন পালয়সি তথা মামপি কুরু। (য়ুষ্মৎক্ষত্রমজরং তে অস্তু) হে মহারাজাধিরাজেশ্বর। তব যদিদং সনাতনং রাজধর্ময়ুক্তং নাশরহিতং বিশ্বরূপং রাষ্ট্রমস্তি তদিদং ভবদ্দত্তমস্মাকমস্তু, ইতি য়াচিতঃ সন্নাশীর্দদাতীদং মদ্রচিতং ভূগোলাখ্যং রাষ্ট্রং য়ুষ্মদধীনমস্তু।।১৪।।

।। ভাষার্থ।।

(ইমং দেবা অসপত্নম্) এখন ঈশ্বর সমস্ত মনুষ্যকে কীরূপে রাজ্য রক্ষা করিতে হয়, তদ্বিষয় আজ্ঞা প্রদান করিতেছেন য়ে, হে বিদ্বান্ মনুষ্যগণ। তোমরা এই রাজধর্ম বিষয় যথাবৎ জ্ঞাত হইয়া, নিজ নিজ রাজ্যে এরূপ ব্যবস্থা করিবে, যাহাতে তোমাদিগের দেশে কোন শত্রু আসিয়া আক্রমণ করিতে না পারে। (মহতে ক্ষত্রায়) হে শূরবীর মনুষ্যগণ। তোমরা নিজ নিজ ক্ষেত্র ধর্ম্ম, চক্রবর্ত্তী রাজ্য, শ্রেষ্ঠকীর্ত্তি ও সর্বোত্তম রাজ্য ব্যবস্থা হেতু, (মহতে জানরাজ্যায়) সকল প্রজাগণকে পূর্ণ বিদ্যাশিক্ষা দিয়া যথানিয়মে রাজ্য ব্যবহার পরিচালনার্থ তথা (ইন্দ্রস্যেন্দ্রিযায়) অত্যন্ত ঐশ্বর্য্য এবং সত্য ও ন্যায় ধর্মের প্রকাশার্থ (সুব বং) এরূপ উত্তম ব্যবস্থা করিবে, যদ্দ্বারা সকল মনুষ্যেরই উত্তম সুখ বৃদ্ধি হউক। (অর্থাৎ সকলেই যেন উত্তমোত্তম সুখ প্রাপ্ত হইতে সমর্থ হন — অনুবাদক)। (ইন্দ্রো জয়াতি) হে বন্ধুগণ! যে পরমাত্মা আমাদিগের লোক সকলকে সদা বিজয় প্রদান করান, এবং (ন পরাজয়তি) যিনি অপরের দ্বারা

আমাদিগকে পরাজিত হইতে না দেন, (অধিরাজো) এরূপ যে মহারাজাধিরাজ (রাজসু রাজয়াতৈ) ও যিনি সমস্ত রাজাদিগের মধ্যে প্রকাশমান্ হইয়া আমাকেও জগতের মধ্যে প্রকাশিত করাইয়া থাকেন, এবং যিনি (ঈড়্যো বন্দ্যশ্চ) সকল মনুষ্যমাত্রেরই বন্দনা ও স্তুতিযোগ্য, (উপসদ্যো নমস্যঃ) যিনি সকলের শরণ স্থান ও সকলের নমস্কার করণের যোগ্য, এরূপ (ভবেহ) জগদীশ্বরই আমার বা আমাদিগের বিজয়কারক, রক্ষক, ন্যায়াধীশ এবং রাজা হউন, এজন্য আমাদিগের প্রার্থনা এই যে, হে পরমেশ্বর ! আপনি কৃপা করিয়া আমাদিগের রাজা হউন, এবং আমরা আপনার পুত্র ও ভৃত্যের সমান রাজ্যাধিকারী হইয়া আপনাপন রাজ্যকে সত্য (ব্যবহার) ও ন্যায় (আচরণ) দ্বারা সুশোভিত করি ।১৩ ।

(ত্বমিন্দ্রাধিরাজঃ শ্রবস্যুঃ) হে পরমেশ্বর । আপনিই সমগ্র সংসারের অধিরাজ এবং আপ্তের সদৃশ সত্য ও ন্যায়ের উপদেশক । (ত্বং ভূরভিভূর্তির্জনানাম্) আপনিই সদা নিত্যস্বরূপ ও সৎ মনুষ্যগণের রাজ্য ও ঐশ্বর্য্য প্রদাতা । (ত্বং দৈবীর্বিশ ইমা বিরাজাঃ) আপনিই বিবিধ প্রকার দোষ ও ভ্রমের সংশোধক, এবং দুষ্ট রাজাদিগকে যুদ্ধে পরাজিত করাইয়া থাকেন । (য়ুষ্মৎক্ষত্রমজরং তে অস্তু) হে জগদীশ্বর ! আপনার রাজ্য নিত্য তরুণরূপে বিরাজমান থাকুক, যদ্দ্বারা সমগ্র সংসারে বিবিধ প্রকারের সুখ প্রাপ্ত হওয়া যায় । এই রূপে যে মনুষ্য আপনার সত্য, প্রেম ও পুরুষকার দ্বারা ঈশ্বরে ভক্তিপ্রদর্শন ও তাঁহার আজ্ঞা পালনে রত থাকেন, তাহাকে ঈশ্বর এইরূপ আশীর্বাদ করিতেছেন যে, সে আমার (ঈশ্বরের) রচিত সংসার রাজ্য তোমার (তাঁহার) অধীন হইবে ।১৪ ।

স্থিরা বঃ সন্ত্বায়ুধা পরাণুদে বীলু উত প্রতিষ্কভে ।
য়ুষ্মাকমস্তু তবিষী পনীয়সী মা মর্ত্ত্যস্য মায়িনঃ । ।১৫ । ।

ঋ০অ০ ১ অ০ ৩ । ব০ ১৮ ম০ ২ ।

তং সভা চ সমিতিশ্চ সেনা চ । ।১৬ । ।

অথর্ব কাং ১৫ । অনু০ ২ । ব০৯ । মং২ ।

ইমং বীরমনু হর্ষ বমুগ্রমিন্দ্রং সখায়ো অনু সং রভ বম্ ।
গ্রামজিতং গোজিতং বজ্রবাহুং জয়ন্তমজ্ম প্রমৃণন্তমোজসা । ।১৭ । ।

অথর্ব০ কা০ ৬ । অনু০ ১০ । ব০৯৭ ম০৩ ।

সভ্য সভাং মে পাহি য়ে চ সভ্যাঃ সভাসদঃ ।
ত্বয়েদ্গাঃ পুরুহূত বিশ্বামায়ুর্ব্যশ্নবম্ । ।১৮ । ।

অথর্ব কা০১৯ । অনু০৭ । ব০৫৫ ম০৬ ।

ভাষ্যম ঃ- (স্থিরা বঃ০) অস্যার্থঃ প্রার্থনাবিষয় উক্তঃ । ।১৫ । ।

(তং সভা চ) রাজসভা প্রজা চ তং পূর্বোক্তং সর্বরাজাধিরাজং পরমেশ্বরং তথা সভাধ্যক্ষমভিষিচ্য রাজানং মন্যেত। (সমিতিশ্চ) তমনুশ্রিত্যৈব সমিতির্যুদ্ধমাচরণীয়ম্। (সেনা চ) তথা বীরপুরুষাণাং য়া সেনা সাপি পরমেশ্বরং, স সভাধ্যক্ষাং সভাং, স্বসেনানীং চানুশ্রিতা য়ুদ্ধং কুর্য্যাৎ।।১৬।।

ঈশ্বরঃ সর্বান্মনুষ্যান্ প্রত্যুপদিশতি—(সখায়ঃ) হে সখায়ঃ। (ইমং বীরমুগ্রমিন্দ্রং) শত্রুণাং হন্তারং, য়ুদ্ধকুশলং, নির্ভয়ং, তেজস্বিনং প্রতিরাজপুরুষং তথেন্দ্রং পরমৈশ্বর্য্যবন্তং পরমেশ্বরং (অনুহর্ষ বম্) সর্বে য়ূয়মনুমোদয় বম্, এবং কৃত্বৈব দুষ্টশত্রুণাং পরাজয়ার্থং (অনু সংরভধ্বং) য়ুদ্ধারম্ভং কুরুত। কথাম্ভুতং তং ? (গ্রামজিতম্) য়েন পূর্বং শত্রুণাং সমূহা জিতাঃ (গোজিতম্) য়েনেন্দ্রিয়াণি পৃথিব্যাদিকং চ জিতং (বজ্রবাহুম্) বজ্রঃ প্রাণো বলং বাহুর্য়স্য (জয়ন্তম্) জয়ং প্রাপ্নুবন্তং (প্রমৃণন্তমোজসা) ওজসা বলেন শত্রূন্ প্রকৃষ্টতয়া হিংসন্তম্ (অজম্) বয়ং তমাশ্রিত্য সদা বিজয়ং প্রাপ্নু মঃ।।১৭।।

(সভ্য সভাং মে পাহি) হে সভায়াংসাধো পরমেশ্বর ! মে মম সভাং য়থাবৎ পালয়। ম ইত্যস্মচ্ছব্দনির্দেশাৎ সর্বাস্মনুষ্যানিদং বাক্যং গৃহ্নাতীতি (য়ে চ সভ্যাঃ সভাসদঃ) য়ে সভাকর্ম্মসু সাধবশ্চতুরাঃ সভায়াং সীদন্তি, তেऽস্মাকং পূর্বোক্তাং ত্রিবিধাং সভাং পান্তু যথাবদ্ রক্ষন্তু (ত্বয়েদ্গাঃ পুরুহূত) হে বহুভিঃ পূজিত পরমাত্মন্ ! ত্বয়া সহ য়ে সভাধ্যক্ষাঃ সভাসদ ইদ্গাইতং রাজধর্ম্মজ্ঞানং গচ্ছন্তি, ত এব সুখং প্রাপ্নুবন্তি (বিশ্বমায়ুর্ব্যশ্নবম্) এবং সভাপালিতোऽহং সর্বো জনঃ শতবার্ষিকং সুখয়ুক্তমায়ুঃ প্রাপ্নুয়াম্।।১৮।।

।। ভাষার্থ।।

(স্থিরা বঃ সন্ত্বায়ুধা) এই মন্ত্রের অর্থ প্রার্থনাদি বিষয়ে বর্ণন করিয়াছি, এজ্জন্য ও স্থানে (পুনরায় বর্ণন) করিলাম না, তথায় দেখিয়া লইবেন।।১৫।।

(তং সভা চ) পরমেশ্বরকে প্রজা তথা সমস্ত সভাসদ ও সকল রাজারও রাজ্যস্বরূপ জ্ঞাত হইয়া সমস্ত সভামধ্যে সভাধ্যক্ষকে অভিষেক করিবে। (সমিতিশ্চ) সকল মনুষ্যের কর্ত্তব্য, যে পরমেশ্বরকে ও সর্বোপকারক ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া যুদ্ধ করিবে, তথা (সেনা চ) যে সকল সেনা, সেনাপতি ও সভাধ্যক্ষ আছেন তাহারা সকলে (রাজ) সভার আশ্রয় দ্বারা বিচার পূর্বক উত্তম সেনা গঠিত করিয়া, সদাকাল প্রজাপালন ও যুদ্ধ করিবে।১৬।

ঈশ্বর সকল মনুষ্যকে উপদেশ করিতেছেন যে, (সখায়ঃ) হে বন্ধুগণ ! (ইমং বীরং) রাজপুরুষগণের কর্ত্তব্য, যে তাহারা ন্যায় ও দৃঢ়ভক্তি সহকারে অনন্ত বলবান পরমেশ্বরকে সন্তুষ্ট করিয়া, তথা শত্রুসংহারক যুদ্ধকুশল (সম্পন্ন) নির্ভয় তেজস্বী বীরপুরুষগণকে সন্তুষ্ট করিবে। (উগ্রং মিন্দ্রং) অত্যন্ত উগ্ররূপ পরমেশ্বরের সহায় বলে ও এক সম্মতি সহকারে (অনুসংরভধ্বং) দুষ্টগণকে যুদ্ধে পরাজয় করিবার উপায়

অবলম্বন কর । (গ্রামজিতং) যদ্দ্বারা পূ র্বশত্রুগণকে জয় করিতে পারা গিয়াছে, অথৰা যিনি সমগ্র জগৎ তথা (গোজিতং) সকল মন ও ইন্দ্রিয়ের জ্ঞাতা, (অজম্) তাঁহাকেই ইষ্ট জানিয়া আমরা, আমাদিগের রাজা বলিয়া জ্ঞান করি । (প্রমৃণন্তমোজসা) যিনি আপন ওজঃ অর্থাৎ অনন্ত পরাক্রম দ্বারা দুষ্টের পরাজয় বা দমন করিয়া আমাকে সুখ প্রদান করেন ।১৭ ।

(সভ্য সভাং মে পাহি) হে সভার মধ্যে সর্বাপেক্ষা সাধু (স্বরূপ) যোগ্য পরমেশ্বর! আমাদিগকে রাজসভায় রক্ষা করুন । আমরা যে সভার সভাসদ, তাহা আপনারই কৃপাবলে সভ্যতা যুক্ত হইয়া, যাহাতে উত্তমরূপে সত্য ও ন্যায়বলে রক্ষা করিতে সমর্থ হই (তদ্বিষয়ের বিধান করুন) । (ত্বয়েদ্গাঃ পুরুহুত) হে সকলের উপাস্য দেব । (বিশ্বমায়ুর্ব্যশ্নবম্) আমরা আপনারই সহায়বলে যেন আপনার আজ্ঞা পালন করিতে থাকি, যদ্দ্বারা পূর্ণ আয়ুকাল পর্য্যন্ত আমরা আনন্দের সহিত সুখ ভোগ করিতে সমর্থ হই ।১৮ ।

জনিষ্ঠা উগ্রঃ সহসে তুরায়েতি সুক্তমুগ্রবৎসহস্বত্তৎক্ষত্রস্য রূপং, মন্দ্র ওজিষ্ঠ ইত্যোজস্বত্তৎক্ষত্রস্য রূপম্ । ।১ । ।

বৃহৎপৃষ্ঠং ভবতি, ক্ষত্রং বৈ বৃহৎক্ষত্রেণৈব তৎক্ষত্রং সমর্দ্ধয়ত্যথো ক্ষত্রং বৈ বৃহদাত্মা য়জমানস্য নিষ্কেবল্যং তদ্যদ্ বৃহৎপৃষ্ঠং ভবতি । ।২ । ।

ব্রহ্ম বৈ রথন্তরং ক্ষত্রং বৃহদ্, ব্রহ্মণি খলু বৈ ক্ষত্রং প্রতিষ্ঠিতং ক্ষত্রে ব্রহ্ম । ।৩ । ।

ওজো বা ইন্দ্রিয়ং বীর্য্যং পঞ্চদশ, ওজঃ ক্ষত্রং বীর্য্যং রাজন্যস্তদেনমোজসা ক্ষত্রেণ বীর্য্যেণ সমর্দ্ধয়তি । তদ্ভারদ্বাজং ভবতি ভারদ্বাজং বৈ বৃহৎ । ।৪ । ।

ঐ০প০৮ অ০১ । কং০২ ।৩ ।

তানহমনু রাজ্যায় সাম্রাজ্যায় ভৌজ্যায় স্বারাজ্যায় বৈরাজ্যায় পারমেষ্ঠ্যায় রাজ্যায় মহারাজ্যয়াধিপত্যায় স্বাবশ্যায়াতিষ্ঠায়াং রোহামীতি । ।৫ । ।

নমো ব্রহ্মণে নমো ব্রহ্মণে নমো ব্রহ্মণ ইতি ত্রিষ্কৃত্বো ব্রহ্মণে নমস্করোতি । ব্রহ্মণ এব তৎক্ষত্রং বশমেতি, তদ্যত্র বৈ ব্রহ্মণঃ ক্ষত্রং বশমেতি তদ্রাষ্ট্রং সমৃদ্ধং তদ্বীরবদাহাস্মিন্ বীরো জায়তে । ।৬ । ।

ঐ০ পঞ্চি০ ৮ । অ০ ২ । কং০ ৬ । ৯ । ।

ভাষ্যম্ ঃ- ইয়ং রাজধর্মব্যাখ্যা বেদরীত্যা সংক্ষেপেণ লিখিতাऽতোऽগ্র ঐতরেয়শতপথব্রাহ্মণাদিগ্রন্থরীত্যা সংক্ষেপতো লিখ্যতে । তদ্যথা –

(জনিষ্ঠা উগ্রঃ) রাজসভায়াং, জনিষ্ঠা অতিশয়েন জনা বিদ্বাংসো ধর্ম্মাত্মানঃ শ্রেষ্ঠপ্রকৃতীন্ মনুষ্যান্ প্রতি, সদা সুখদাস্‌সৌম্যা ভবেয়ুঃ, তথা দুষ্টান্ প্রত্যুগ্রো ব্যবহারো ধার্য্য ইতি। কুতো য়দ্রাজকর্ম্মাস্তি তদ্ দ্বিবিধং ভবত্যেকং সহস্বদ্, দ্বিতীয়মুগ্রবদ্ অর্থাৎ ক্বচিদ্ দেশকালবস্ত্বনুসারেণ সহনং কর্ত্তব্যম্, ক্বচিত্তদ্বিপর্য্যয়ে রাজপুরুষৈর্দুষ্ঠেয়ুগ্রো দণ্ডো নিপাতনীয়শ্চৈতৎ ক্ষত্রস্য ধর্ম্মস্য স্বরূপং ভবতি। তথা (মন্দ্র ওজিষ্ঠঃ০) উত্তমকর্ম্মকারিভ্য আনন্দকরো দুষ্টেভ্যো দুঃখপ্রদশ্চাত্যুত্তমবীরপুরুষসেনাদিপদার্থসামগ্র্যা সহিতো য়ো রাজধর্মোऽস্তি স চ ক্ষত্রস্য স্বরূপমস্তি।।১।।

(বৃহৎপৃষ্ঠং০) য়ৎ ক্ষত্রং কর্ম্ম তৎ সর্বেভ্যঃ কৃত্যেভ্যো বৃহন্মহদস্তি। তথা পৃষ্ঠমর্থান্নির্বলানাং রক্ষকং সৎ পুনরুত্তমসুখকারকং ভবতি। এতেনোক্তেন চ ক্ষত্ররাজকর্মণা মনুষ্যো রাজকর্ম বর্দ্ধয়তি। নাতোऽন্যথা ক্ষত্রধর্মস্য বৃদ্ধির্ভবিতুমর্হতি। তস্মাৎ ক্ষত্রং সর্বস্মাৎ কর্মণো বৃহদ্ য়জমানস্য প্রজাস্থস্য জনস্য রাজপুরুষস্য বাত্মাত্মবদানন্দপ্রদং ভবতি। তথা সর্বস্য সংসারস্য নিষ্কেবল্যং নিরন্তরং কেবলং সুখং সম্পাদয়িতুং য়তঃ সমর্থং ভবতি, তস্মাত্তৎ ক্ষত্রকর্ম্ম সর্বেভ্যো মহত্তরং ভবতীতি।।২।।

(ব্রহ্ম বৈ রথন্তরং০) ব্রহ্মশব্দেন সর্ববিদ্যায়ুক্তো ব্রাহ্মণবর্ণো গৃহ্যতে, তস্মিন্ খলু ক্ষত্রধর্ম্মঃ প্রতিষ্ঠিতো ভবতি। নৈব কদাচিৎ সত্যবিদ্যয়া বিনা ক্ষত্রধর্ম্মস্য বৃদ্ধিরক্ষণে ভবতঃ। তথা (ক্ষত্রে ব্রহ্ম) রাজন্যে ব্রহ্মাऽর্থাৎ সত্যবিদ্যা প্রতিষ্ঠিতা ভবতি। নৈবাস্মাদ্ বিনা কদাচিদ্ বিদ্যায়াঃ বৃদ্ধিরক্ষণে সম্ভবতঃ। তস্মাদ্ বিদ্যারাজব্যবহারৌ মিলিত্বৈব রাষ্ট্রসুখোন্নতিং কর্ত্তুং শক্নুত ইতি।।৩।।

(ওজো বা ইন্দ্রিয়ং০) রাজপুরুষৈর্বলপরাক্রমবন্তীন্দ্রিয়াণি সদৈব রক্ষণীয়ানি অর্থাজ্জিতেন্দ্রিয়তয়ৈব সদৈব বর্ত্তিতব্যম্। কুত ''ওজ এব ক্ষত্রং, বীর্য্যমেব রাজন্যঃ'' ইত্যুক্তত্বাৎ। তত্তস্মাদোজসা ক্ষত্রেণ বীর্য্যেণ রাজন্যেনৈনং রাজধর্ম্ম মনুষ্যঃ সমর্দ্ধয়তি, সর্বসুখৈরেধমানং করোতি। ইদমেব ভারদ্বাজং ভরণীয়ং, বৃহদর্থান্মহৎ কর্ম্মাস্তীতি।।৪।।

(তানহমনুরাজ্যায়০) সর্বে মনুষ্যা এবমিচ্ছাং কৃত্বা পুরুষার্থং কুর্য়ুঃ – পরমেশ্বরাণুগ্রহেণামনুরাজ্যায় সভাধ্যক্ষত্বপ্রাপ্তয়ে তথা মাণ্ডলিকানাং রাজ্ঞামুপরি রাজসত্তাপ্রাপ্তয়ে, (সাম্রাজ্যায়) সার্বভৌমরাজ্যকরণায়, (ভৌজ্যায়) ধর্ম্মন্যায়েন রাজ্যপালনায়োত্তমভোগায় চ, (স্বারাজ্যায়) স্বস্মৈ রাজ্যপ্রাপ্তয়ে, (বৈরাজ্যায়) বিবিধানাং রাজ্ঞাং মধ্যে মহত্বেন প্রকাশায়, (পারমেষ্ঠ্যায়) পরমরাজ্যস্থিতয়ে, (মাহারাজ্যায়) মহারাজ্যসুখভোগায়, তথা (আদিপত্যায়) অধিপতিত্বকরণায়, (স্বাবশ্যায়) স্বার্থপ্রজাবশত্বকরণায় চ, (অতিষ্ঠায়াং) অত্যুত্তমা বিদ্বাংসস্তিষ্ঠন্তি য়স্যাং সা অতিষ্ঠা সভা, তস্যাং সর্বৈর্গুণৈঃ সুখৈশ্চ (রোহামি) বর্দ্ধমানো ভবামীতি।।৫।।

(নমো ব্রহ্মণো০) পরমেশ্বরায় ত্রিবারং চতুর্বারং বা নমস্কৃত্য রাজকর্ম্মারম্ভং

কুর্য়াৎ। য়ৎ ক্ষত্রং ব্রহ্মণঃ পরমেশ্বরস্য বশমেতি, তদ্রাষ্ট্রং সমৃদ্ধং সম্যক্ ঋদ্ধিয়ুক্তং বীরবদ্ ভবতি। তস্মিন্নেব রাষ্ট্রে বীরপুরুষো জায়তে, নান্যত্রেত্যাহ পরমেশ্বরঃ।।৬।।

।। ভাষার্থ।।

উপরোক্ত বেদশাস্ত্রানুসারে রাজা ও প্রজার ধর্ম বিষয় সংক্ষেপে বর্ণন করিলাম, এখন বেদের সনাতন ব্যাখ্যা স্বরূপ যে ঐতরেয় ও শতপথ ব্রাহ্মণাদি গ্রন্থ আছে, তাহারই মন্ত্র বিষয়ের সাক্ষী অর্থাৎ প্রমাণ দিতেছি যথা ঃ–

(জনিষ্ঠা উগ্রঃ) রাজা, সমস্ত সেনা ও সভার সভাসদ বা সভ্যগণ, সকলেরই পক্ষে দুষ্টের প্রতি তেজ বা ক্রোধকারী ও শ্রেষ্ঠ জনের প্রতি শান্তস্বরূপ তথা সুখ দুঃখে সহনশীল এবং রাজ কোষের ধন বৃদ্ধির জন্য অত্যন্ত পুরুষকারযুক্ত হওয়া উচিত। যেহেতু দুষ্টের প্রতি ক্রুদ্ধস্বভাবযুক্ত ও শ্রেষ্ঠের প্রতি শান্ত ও সহনশীল হওয়াই, রাজ্যের স্বরূপ অর্থাৎ প্রকৃত লক্ষণস্বরূপ হইয়া থাকে। (মন্দ্র ওজিষ্ঠঃ) যদ্বারা আনন্দিত ও পরাক্রমযুক্ত হওয়া যায়, তাহাই রাজ্যের স্বরূপ, (অর্থাৎ যদ্বারা আনন্দ প্রাপ্ত ও পরাক্রমী হইতে সমর্থ হওয়া যায়, তাহাই রাজ্যের প্রকৃত লক্ষণ বা চিহ্নস্বরূপ, অর্থাৎ যে রাজ্যে সুখ প্রাপ্তি হয় না অথবা যে রাজ্য পরাক্রমশালী নহে, সে রাজ্য বাস্তবিক রাজ্য পদবাচ্যই নহে—অনুবাদক)। যেহেতু রাজ্য ব্যবহার সর্বাপেক্ষা বৃহৎ অর্থাৎ অত্যন্ত কঠিন ও মহান্ ব্যাপার হইয়া থাকে, এজন্য শূরবীর পুরুষ দ্বারা সভা ও সেনা গঠিত করিয়া, উত্তমরূপে রাজ্যের (পরিমাণ ও সমৃদ্ধি আদির) বৃদ্ধি করা কর্ত্তব্য।।২।।

(ব্রহ্ম বৈ রথন্তরং) ব্রহ্ম শব্দে পরমেশ্বর ও বেদ এই উভয়ার্থই বুঝাইয়া থাকে। এই দুই বিষয় দ্বারা পূর্ণ বিদ্বান ব্রাহ্মণ, রাজ্য ব্যবস্তাপনায় সুখ প্রাপ্তির হেতু স্বরূপ হইয়া থাকেন। এজন্য উত্তম রাজ্য হইলেই সত্য বিদ্যার প্রকাশ ও প্রাপ্তি হইয়া থাকে, (অর্থাৎ রাজ্য মধ্যে সুব্যবস্থা প্রচলিত তাকিলেই তথায় সত্য বিদ্যার চর্চ্চাদি হইয়া থাকে, যদ্দারা প্রজাগণ সত্যবিদ্যা প্রাপ্ত হইতে সমর্থ হন—অনুবাদক)।।৩।। উত্তম বিদ্যা ও ন্যায়যুক্ত রাজ্যকেই 'ওজ' বলা হয়। (যেহেতু ঐরূপ রাজ্যে লোকে দণ্ড প্রাপ্তির ভয়ে ন্যায়ের পথ উল্লঙ্ঘন করিতে সমর্থ হয় না, অর্থাৎ ন্যায় পথ হইতে বিচলিত হয় না—অনুবাদক) পুনশ্চ ওজ শব্দে বল বুঝায়, এই বলের নাম ক্ষত্র, অর্থাৎ বলকেই ক্ষত্র বলা যায়, এবং পরমেশ্বরকেই রাজন্য বলা হয়, অতএব যখন এই দুই শব্দের পরস্পর মিলন উপস্থিত হয় অর্থাৎ যখন ওজঃ বা পরাক্রমশালী রাজন্য রাজ্যধর্মে প্রবৃত্ত হন, তখনই রাজ্যের উন্নতি প্রাপ্তি হইয়া থাকে, এবং তখনই সকলের (বিশেষতঃ প্রজাগণের) সুখ বৃদ্ধি হইয়া থাকে। (তানহমনু) সকল মনুষ্যেরই উপরোক্ত রূপ ইচ্ছা করিয়া পুরুষকারে রত থাকা কর্ত্তব্য।।৪।। (বলিতে কি), ঐরূপ তেজস্বী রাজন্যগণ রাজকার্য্যে রত থাকিলে পরমেশ্বরের কৃপায় মনুষ্যগণ রাজকর্ম্ম অর্থাৎ সভাধ্যক্ষত্ব, চক্রবর্ত্তী রাজ্য, ভোগ রাজ্য (অর্থাৎ ধর্ম ও ন্যায়ানুযায়ী রাজ্য

পালন করিবার ও উত্তম ভোগ জন্য যে রাজ্য করা যায়) স্বরাজ্য (নিজের রাজ্য প্রাপ্তি) বৈরাজ্য অর্থাৎ বিবিধপ্রকার রাজ্য প্রাপ্তি, পরমেষ্ঠি বা পরমরাজ্যপ্রাপ্তি প্রকাশরূপ রাজ, মহারাজ্য, রাজাদিগের অধিপতি রূপ রাজ্য ও নিজ বসের রাজ্য ইত্যাদি (অনেকপ্রকার) রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া উত্তমোত্তম সুখ বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হন । ।৫ । । এজন্য পরমাত্মাকে আমার বারংবার নমস্কার, যাঁহার অনুগ্রহে আমরা উপরোক্ত (বিবিধ প্রকার) রাজ্যের অধিকারী হইতে সমর্থ হই । ।৬ । ।

সপ্রজাপতিকা, অয়ং বৈ দেবানামোজিষ্ঠো বলিষ্ঠঃ সহিষ্ঠঃ সত্তমঃ পারয়িষ্ণুতম ইমমেবাভিষিঞ্চামহা ইতি তথেতি তদ্বৈতদিন্দ্রমেব । ।৭ । ।

সম্রাজং সাম্রাজ্যং ভোজং ভোজপিতরং স্বরাজং স্বারাজ্যং বিরাজং বৈরাজ্যং রাজানং রাজপিতরং পরমেষ্ঠিনং পারমেষ্ঠ্যং ক্ষত্রমজনি ক্ষত্রিয়োऽজনি বিশ্বস্য ভুতস্যাধিপতিরজনি বিশামত্তাজনি পুরাং ভেত্তাজন্যসুরাণাং হন্তাজনি ব্রহ্মণো গোপ্তাজনি ধর্ম্মস্য গোপ্তাজনীতি । স পরমেষ্ঠী প্রাজাপত্যোऽভবৎ । ।৮ । ।

স এতেনৈন্দ্রেণ মহাভিষেকেণাভিষিক্তঃ ক্ষত্রিয়ঃ সর্বা জিতীর্জয়তি সর্বান্ লোকান্ বিন্দতি, সর্বেষাং রাজ্ঞাং শ্রৈষ্ঠ্যমতিষ্ঠাং পরমতাং গচ্ছতি সাম্রাজ্যং ভৌজ্যং স্বারাজ্যং বৈরাজ্যং পারমেষ্ঠ্যং রাজ্যং মাহারাজ্যমাধিপত্যং জিত্বাস্মিংল্লোকে স্বয়ম্ভূ ঃস্বরাডমৃতোऽমুষ্মিন্ৎস্বর্গে লোকে সর্বান্ কামানাপ্ত্বামৃতঃ সম্ভবতি য়মেতেনৈন্দ্রেণ মহাভিষেকেণ ক্ষত্রিয়ং শাপায়িত্বাऽষিঞ্চতি । ।৯ । । ঐত০ পং০৮ কং০ ১৯ । ।

ভাষ্যম্ ঃ- (স প্রজাপতিকা০) সর্বে সভাসদঃ প্রজাস্থমনুস্যাঃ স্বামিনেষ্টেন পূজ্যতমেন পরমেশ্বরণৈব সহ বর্ত্তমানা ভবেয়ুঃ । সর্বে মিলিত্বৈবং বিচারং কুর্য়ুর্য়তো ন কদাচিৎ সুখহানিপরাজয়ৌ স্যাতাম্ । য়ো দেবানাং বিদুষাং মধ্যে (ওজিষ্ঠঃ) পরাক্রমবত্তমঃ, (বলিষ্ঠঃ) সর্বোৎকৃষ্ঠবলসহিতঃ, (সহিষ্ঠঃ) অতিশয়েন সহনশীলঃ, (সত্তমঃ) সর্বৈর্গুণৈরত্যন্তশ্রেষ্ঠঃ, (পারয়িষ্ণুতমঃ) সর্বেভ্যো য়ুদ্ধাদিদুঃখেভ্যোऽতিশয়েন সর্বাংস্তারয়িতৃতমো বিজয়কারকতমোऽস্মাকং মধ্যে শ্রেষ্ঠতমোऽস্তীতি । বয়ং নিশ্চিত্য তমেব পুরুষবিষিঞ্চাম ইতীচ্ছেয়ুঃ তথৈব খল্বস্তিতি সর্বে প্রতিজানীয়ুঃ । এবং ভূতস্যোত্তমপুরুষস্যাভিষেককরণং, সর্বৈশ্বর্য্য প্রাপকত্বাদিন্দ্রমিত্যাহুঃ । ।৭ । ।

(সম্রাজং০) এবম্ভূতং সার্বভৌমরাজানং, (সাম্রাজ্যং) সার্বভৌমরাজ্যং, (ভোজং) উত্তমভোগসাধকং, (ভোজপিতরং) উত্তমভোগানাং রক্ষকং, (স্বরাজম্) রাজকর্মসু প্রকাশমানং, সদ্বিদ্যাদিগুণৈসস্বহৃদয়ে দেদীপ্যমানং, (স্বারাজ্যং) স্বকীয়রাজ্যপালনং,

(বিরাজং) বিবিধানাং রাজ্ঞাং প্রকাশকং, (বৈরাজ্যং) বিবিধরাজ্যপ্রাপ্তিকরং, (রাজানং) শ্রেষ্ঠৈশ্বর্য্যেণ প্রকাশমানং, (রাজপিতরং) রাজ্ঞাং রক্ষকং, (বৈরাজ্যং) (পরমেষ্ঠিনং) পরমোৎকৃষ্টে রাজ্যে স্থাপয়িতুং য়োগ্যং, (পারমেষ্ঠ্যং) পরমেষ্ঠিসম্পাদিতং সর্বোৎকৃষ্টং পুরুষং বয়মভিষিঞ্চামহে। এবমভিষিক্তস্য পুরুষস্য সুখয়ুক্তং (ক্ষত্রমজনি) প্রাদুর্ভবতীতি। অজনীতি ছন্দসি লুঙ্ লঙ লিট [অষ্টা ৩।৪।৬] ইতি বর্ত্তমানকালে লুঙ্। (ক্ষত্রিয়োঽজনি) তথা ক্ষত্রিয়ো বীরপুরুষঃ, (বিশ্ব০) সর্বস্য প্রাণিমাত্রস্যাধিপতিঃ সভাধ্যক্ষঃ (বিশামত্তা) দুষ্টপ্রজানামত্তা বিনাশকঃ, (পুরাং ভে০) শত্রুনগরাণাং বিনাশকঃ, (অসুরাণাং হন্তা) দুষ্টানাং হন্তা হননকর্ত্তা, (ব্রহ্মণো০) বেদস্য রক্ষকঃ, (ধর্ম্মস্য গো০) ধর্ম্মস্য চ রক্ষকোঽজনি প্রাদুর্ভবতীতি।। (স পরমেষ্ঠী০) স রাজধর্মঃ সভাধ্যক্ষাদিমনুষ্যৈঃ (প্রাজাপত্যঃ) অর্থাৎ পরমেশ্বর ইষ্টঃ করণীয়ঃ। ন তদ্ভিন্নোঽর্থঃ কেনচিৎ মনুষ্যেণেষ্টঃ কর্ত্তুং য়োগ্যোঽস্ত্যতঃ সর্বে মনুষ্যাঃ পরমেশ্বরপুজকা ভবেয়ুঃ।।৮।।

য়ো মনুষ্যো রাজ্যং কর্ত্তুমিচ্ছেত্ স (এতেনৈন্দ্রেন০) পূর্বোক্তেন সর্বোক্তেন সর্বৈশ্বর্য্যপ্রাপ্তিনিমিত্তেন (মহাভিষেকেণা০) অভিষিক্তঃ স্বীকৃতঃ, (ক্ষত্রিয়ঃ) ক্ষত্রধর্ম্মবান্, (সর্বা০) সর্বেষু য়ুদ্ধেষু জয়তি, সর্বত্র বিজয়ং তথা সর্বোনুত্তমাংশ্চঁল্লোকংশ্চ বিন্দতি প্রাপ্নোতি। (সর্বেষাং রাজ্ঞাং) মধ্যে শ্রৈষ্ঠ্যং সর্বোত্তমত্বং, পূর্বোক্তামতিষ্ঠাং, য়া পরেষু শত্রুষু বিজয়েন হর্ষনিমিত্তা তথা পরেষাং শত্রূণাং দীনত্বনিমিত্তা সা পরমত্তা সভা, তাং বা গচ্ছতি প্রাপ্নোতি। তয়া সভয়া পূর্বোক্তং সাম্রাজ্যং ভৌজ্যং স্বরাজ্যং বৈরাজ্যং পারমেষ্ঠ্যং মহারাজ্যমাধিপত্যং রাজ্যং চ জিত্বাঽস্মিন্ লোকে চক্রবর্ত্তীসার্বভৌমো মহারাজাধিরাজো ভবতি। তথা শরীরং ত্যক্ত্বাঽমুস্মিন্ স্বর্গে সুখস্বরূপে লোকে পরব্রহ্মণি (স্বয়ম্ভূঃ) স্বাধীনঃ, (স্বরাট্) স্বপ্রকাশঃ, (অমৃতঃ) প্রাপ্তমোক্ষসুখঃ সন্ সর্বান্কামানাপ্নোতি। (আপ্ ত্বামৃতঃ) পূর্ণকামোঽজরামরঃ সম্ভবতি। (য়মেতেনৈন্দ্রেণ০) এতেনোক্তেন সর্বৈশ্বর্য্যেণ (শাপয়িত্বা) প্রতিজ্ঞাং কারয়িত্বা য়ং সকলগুণোৎকৃষ্টং ক্ষত্রিয়ং মহাভিষেকেণাভিষিঞ্চন্তি সভাসদঃ সভায়াং স্বীকুর্বন্তি। তস্য রাষ্ট্রে কদাচিদনিষ্টং ন প্রসজ্যত ইতি বিজ্ঞেয়ম্।।৯।।

।। ভাষার্থ।।

যে ক্ষত্র অর্থাৎ রাজ্য পরমেশ্বরের অধীন ও বিদ্বান ব্যবস্থা ব্যবস্থানুযায়ী (চালিত) হয়, যে রাজ্যের রাজকার্য্য অর্থাৎ যে রাজ্যের সভাসদ সকল প্রজ্ঞানযুক্ত ও যাহারা পরমাত্মার সহিত সদা বর্ত্তমান থাকেন অর্থাৎ পরমাত্মার জ্ঞান বা আজ্ঞা স্বরূপ বেদ শাস্ত্রানুযায়ী আচরণ করেন, অথচ একমাত্র অদ্বিতীয় পরমাত্মারই উপাসক হন, ঐরূপ রাজ্যে উপরোক্ত গুণশালী সভাসদগণ পরস্পর সস্মতিযুক্ত হইয়া বিচার পূর্বক এরূপ ভাবে রাজ্যের ব্যবস্থা করেন যে, তদ্দ্বারা কদাপি কাহারও সুখহানি বা পরাজয় ঘটে

না। দেবতা অর্থাৎ বিদ্বান ও দিব্যগুণশালীগণের মধ্যে যিনি (ওজিষ্ঠঃ) সর্বাপেক্ষা গুণশালী ও অধিক পরাক্রমযুক্ত ও শ্রেষ্ঠ, যিনি (বলিষ্ঠঃ) সর্বাপেক্ষা গুণশালী ও অধিক পরাক্রমযুক্ত ও শ্রেষ্ঠ, যিনি (বলিষ্ঠঃ) সর্বাপেক্ষা বলশালী, যিনি (সহিষ্ঠঃ) অত্যন্ত সহনশীল, (সত্তমঃ) সর্বোত্তম গুণশালী, (পারয়িষ্ণুতমঃ) সকল প্রকার যুদ্ধাদি রূপ দুঃখ হইতে সর্বপ্রকারে ত্রাণ করিতে ও বিজয় প্রদান করিতে সমর্থ, আমরা নিশ্চয়ই সেই (শুভলক্ষণযুক্ত) পুরুষকেই আমাদিগের রাজ্যে ও সভাতে অভিষেক করিয়া, তাহাকেই আমাদিগের ন্যায়কারী রাজা বলিয়া স্বীকার অর্থাৎ গ্রহণ করিব। (তথোক্ত) এইরূপ উত্তমপুরুষকে অভিষিক্ত করিলে, তিনি সকল প্রকার ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত করাইতে সমর্থ হন, এজন্য তিনি ইন্দ্রের ন্যায় হইয়া থাকেন।।৭।। ইহার আর একপ্রকার অর্থ হয় যথা ঃ–

যাঁহার অর্থাৎ, যে পরমাত্মার নাম ইন্দ্র অর্থাৎ পরমৈশ্বর্য্যবান্ পুরুষ, তিনিই আমাদিগের বাস্তবিক সম্রাট স্বরূপ অর্থাৎ চক্রবর্ত্তী রাজা, এবং তিনিই আমাদিগকে চক্রবর্ত্তী রাজ্য প্রদান করিয়া থাকেন, এবং যিনি স্বকীয় ও বিবিধ রাজ্যের প্রদাতা, তিনিই আমাদিগের সার্বভৌম রাজারও সার্বভৌম রাজা স্বরূপ, তথা (ভোজ্যং) এইরূপ রাজ্য প্রদানকারী পরমেশ্বর পিতার ন্যায় সর্বপ্রকারে আমাদিগের পালনকর্ত্তা ও (স্বরাট) অর্থাৎ স্বয়ং প্রকাশস্বরূপ ও প্রকাশরূপ রাজ্য প্রদাতা, তাঁহাকেই আমরা পুরুষরূপ বলিয়া, তাঁহাকেই আমরা রাজা ও রাজারও রক্ষক বা পিতাস্বরূপ জ্ঞান করি, যেহেতু, তিনিই পরমেষ্ঠী সর্বোত্তম রাজ্যের ও প্রদানকারী হন। তাঁহারই কৃপাবলে রাজ্যকে প্রসিদ্ধ করিয়াছি অর্থাৎ আমি ক্ষত্রিয় ও প্রাণিমাত্রেরই অধিপতি হইয়াছি এবং তজ্জন্যই আমি প্রজাদিগের রক্ষা ও দুষ্টের দমন তথা অসুর অর্থাৎ দুষ্টবৃত্তিলোক যথা চোর ও তস্করাদির তাড়ন এবং ব্রহ্ম অর্থাৎ বেদবিদ্যার পালন ও ধর্মের রক্ষক হইয়াছি।৮।

যে ক্ষত্রিয় উপরোক্ত প্রকারের শুভগুণ ও সত্যকর্মের জন্য (রাজ্যে) অভিষিক্ত হন, তিনি সকলপ্রকার যুদ্ধে বিজয় ও সর্বোত্তমতা প্রাপ্ত হন, যদ্দারা তিনি ইহলোকে চক্রবর্তী রাজ্য ও লক্ষ্মী অর্থাৎ পরমৈশ্বর্য্য ও সৌভাগ্য ভোগ করিয়া, মরণের পর পরমেশ্বরের সমীপে অবস্থান করিয়া মোক্ষানন্দরূপ সুখ বা আনন্দ উপভোগ করেন। যেহেতু ইন্দ্র অর্থাৎ মহাঐশ্বর্য্যযুক্ত রাজ্যাভিষেক কালে ক্ষত্রিয়কে (উপরোক্ত প্রকার) প্রতিজ্ঞাপূর্বক রাজ্যাধিকার গ্রহণ করিতে হয়, অতএব যে দেশে উপরোক্ত রীত্যানুসারে রাজ্য প্রবন্ধের ব্যবস্থা আছে, তথাকার লোকে অত্যন্ত সুখ প্রাপ্ত হন।।৯।।

ক্ষত্রং বৈ স্বিষ্টকৃৎ। ক্ষত্রং বৈ সাম। সাম্রাজ্যং বৈ সাম।।১০।।

শ০কাং০১২ অ০৮। ব্রা০৩।। (কং ১৯,২৩)

ব্রহ্ম বৈ ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রঙ্ঁরাজন্যস্তদস্য ব্রহ্মণা চ ক্ষত্রেণ চোভয়তঃ শ্রীঃ পরিগৃহীতা ভবতি।

য়ুদ্ধং বৈ রাজন্যস্য বীর্য়্যম্ । ।১১ । ।

শ০কাং০১৩ । অ০১ । ব্র০৫ । (কং ৩,৬)

রাষ্ট্রং বা অশ্বমেধঃ । ।১২ । । শ০কাং০১৩ । অ০১ । ব্রা০৬ । । (কং০৩)

রাজন্য এব শৌর্য়্যং মহিমানং দদাতি তস্মাৎ পুরা রাজন্যঃ শূর ইষব্যোऽতিব্যাধী মহারথো জজ্ঞে । ।১৩ । ।

শ০কাং০ ১৩ । অ০১ । ব্রা০ ৯ । । (কং০২)

ভাষ্যম্ ঃ- (ক্ষত্রং বৈ) ক্ষত্রমর্থাদ্ রাজসভাপ্রবন্ধেন য়দ্যথাবৎ প্রজাপালনং ক্রিয়তে, তদেব স্বিষ্টকৃদর্থাদিষ্টসুখকারি, (ক্ষত্রং বৈ সাম০) য়ৃদ্ধে দুষ্টকর্মণামন্তকারি তথা সর্বস্যাঃ প্রজায়াঃ সান্ত্বপ্রয়োগকর্ত্তৃ চ ভবতি । (সাম্রাজ্যং বৈ০) শ্রেষ্ঠং রাজ্যং বর্ণয়ন্তি । ।১০ । ।

(ব্রহ্ম বৈ০) ব্রহ্মার্থাদ্ বেদং পরমেশ্বরং চ বেত্তি স এব ব্রাহ্মণো ভবিতুমর্হতি । (ক্ষত্রঞ্ঙ্) য়ো জিতেন্দ্রিয়ো বিদ্বান্ শৌর্য়্যাদিগুণয়ুক্তো মহাবীরপুরুষঃ ক্ষত্রধর্মং স্বীকরোতি, স রাজন্যো ভবিতুমর্হতি । (তদস্য ব্রহ্মণা০) তাদৃশৈর্ব্রাহ্মণৈঃ রাজন্যৈশ্চ সহাস্য রাষ্ট্রস্য সকাশাদুভয়তঃ শ্রীরাজ্যলক্ষ্মীঃ পরিতঃ সর্বতো গৃহীতা ভবতি । নৈবং রাজধর্মানুষ্ঠানেনাস্যাঃ শ্রিয়ঃ কদাচিদ্ধ্রাসান্যথাত্বে ভবতঃ । (য়ুদ্ধং বৈ০) অত্রেদং বোধ্যম্—য়ুদ্ধকরণমেব রাজন্যস্য বীর্য়্যং বলং ভবতি । নানেন বিনা মহাধনসুখয়োঃ কদাচিৎ প্রাপ্তির্ভবতি । কুতঃ ? নিঘং অ০ ২ খং০ ১৭– সংগ্রামস্যৈব মহাধনসংজ্ঞত্বাৎ । মহান্তি ধনানি প্রাপ্তানি ভবন্তি য়স্মিন্ স মহাধনঃ সংগ্রামো, নাস্মাদ্ বিনা কদাচিৎ মহতী প্রতিষ্ঠা মহাধনং চ প্রাপ্নু তঃ । ।১১ । ।

(রাষ্ট্রং বা অশ্বমেধঃ) রাষ্ট্রপালনমেব ক্ষত্রিয়াণামশ্বমেধাখ্যো য়জ্ঞো ভবতি । নাশ্বং হত্বা তদঙ্গানাং হোমকরণং চেতি । ।১২ । ।

(রাজন্য এব০) পুরা পূর্বোক্তৈর্গুণৈর্য়ুক্তো রাজন্যো য়দা শৌর্য়্যং মহিমানং দদাতি, তদা সার্বভৌমং রাজ্যং কর্ত্তুং সমর্থো ভবতি । তস্মাৎ কারণাৎ রাজন্যঃ শূরো য়ুদ্ধোৎসুকো নির্ভয়ঃ, (ইষব্যঃ) শস্ত্রাস্ত্রপ্রক্ষেপণে কুশলঃ, (অতিব্যাধী) অত্যন্তা ব্যাধাঃ শত্রূণাং হিংসকা য়োদ্ধারো য়স্য, (মহারথঃ) মহান্তো ভূজলান্তরিক্ষগমনায় রথা য়স্যেতি । যস্মিন্ রাষ্ট্রে ঈদৃশো রাজন্যো (জজ্ঞে) জাতোऽস্তি, নৈব কদাচিৎ তস্মিন্ ভয়দুঃখে সম্ভবতঃ । ।১৩ । ।

। । ভাষার্থ । ।

(ক্ষত্রং বৈ০) রাজসভাব্যবস্থা দ্বারা য়থাবৎ প্রজা পালন করাই স্বিষ্টকৃত অর্থাৎ উত্তম প্রকার বাঞ্ছিত সুখের প্রাপ্তিকর হইয়া থাকে । (তদ্দ্বারাই বাঞ্ছিত সুখ প্রাপ্ত হওয়া যায়—অনুবাদক) ক্ষত্রং বৈ সা যে সকল রাজকর্ম অর্থাৎ রাজ্য ব্যবস্থা দুষ্টের নাশ (দমন) ও শ্রেষ্ঠ (ও শিষ্টের) পালনকারী হয়, (অর্থাৎ দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনার্থ

সম্পাদিত হইয়া থাকে—অনুবাদক) তাহাই সাম্রাজ্যকারী অর্থাৎ রাজসুখকারক হইয়া থাকে। (ব্রহ্ম বৈ০) যে মনুষ্য ব্রহ্ম অর্থাৎ পরমেশ্বররের বিষয় তথা বেদশাস্ত্রের জ্ঞাতা হন, তিনিই ব্রাহ্মণ হইবার যোগ্য হন। (ক্ষত্র) যিনি ইন্দ্রিয়গণকে জয় বা বশীভূত করিতে সমর্থ হন, তথা যিনি পণ্ডিত ও শূরতাদি গুণযুক্ত শ্রেষ্ঠ বীর পুরুষ হন, তিনিই ক্ষত্রধর্ম স্বীকার করিয়া থাকেন অর্থাৎ তিনি ক্ষত্রিয় হইবার উপযুক্ত পুরুষ। (তদস্য ব্রহ্ম) উপরোক্ত (শুভলক্ষণযুক্ত) ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের সহিত একত্রিত হইলে অর্থাৎ ঐক্যতার সহিত কার্য্য করিলে রাজা বিবিধপ্রকার লক্ষ্মী অর্থাৎ ধন ও ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হন এবং তাহার রাজ কোষের কদাপি হানি বা হ্রাস হয় না। (যুদ্ধং বৈ০) যেহেতু ইহা জানা আছে যে, যুদ্ধ করিবার জন্যই রাজন্যের বল বা বীর্য্য হইয়া থাকে এবং ইহা বিনা অন্য কোন প্রকারে বহু ধনাগম বা সুখপ্রাপ্তি কদাপি হইতে পারে না। নিঘন্টুতে লিখিত আছে সংগ্রামস্যৈব মহাধনম্ সরজ্ঞত্বাৎ অর্থাৎ সংগ্রামকেই মহাধন বলিয়া বর্ণন করা হইয়াছে। এই সংগ্রামকে এইজন্য মহাধন বলা যায় যে, সংগ্রাম বিনা কদাচিৎ মহতী প্রতিষ্ঠা ও মহৎ ধন শ্রেষ্ঠ ও উত্তমোত্তম পদার্থ প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

(রাষ্ট্রং বা অশ্বমেধ) এইরূপে রাজা বা রাজন্য কর্ত্তৃক ন্যায়াচরণ দ্বারা রাজ্যের পালন কার্য্যকেই অশ্বমেধ যজ্ঞ সাধন বলে, পরন্তু অশ্ব হত্যা করিয়া অগ্নিতে যজ্ঞ করাকে অশ্বমেধ যজ্ঞ বলে না।

(রাজন্য এব) পূর্বোক্ত রাজা যখন শূরতারূপ কীর্ত্তিধারন করেন, তখনই সম্পূর্ণ পৃথিবীতে রাজ্য করিতে সমর্থ হন। এজন্য যে দেশের (স্বয়ং রাজা ও তাহার সেনা সকলেই) যুদ্ধ প্রার্থী ও নির্ভয় এবং অস্ত্র শস্ত্রে বিশারদ্ ও যে রাজ্যের রথ বা যান স্থলে, জলে ও অন্তরীক্ষে গমনশীল হয়, এরূপ রাজা যেস্থানে বিদ্যমান আছে, তথায় ভয়, দুঃখ থাকে না, বা হয় না।

শ্রীর্বৈ রাষ্ট্রম্। শ্রীর্বৈ রাষ্ট্রস্য ভারঃ। শ্রীর্বৈ রাষ্ট্রস্য মধ্যম্। ক্ষেমো বৈ রাষ্ট্রস্য শীতম্। বিড্ বৈ গভো রাষ্ট্রং পসো রাষ্ট্রমেব বিশ্যাহন্তি তস্মাদ্রাষ্ট্রী বিশং ঘাতুকঃ। বিশমেব রাষ্ট্রায়াদ্যাং করোতি তস্মাদ্রাষ্ট্রী বিশমত্তি ন পুষ্টং পশু মন্যত ইতি।।১৪।। (৯৪)।।

শ০ কা০ ১৩। অ০২। ব্রা০৯। [কং০২-৬,৮]

ভাষ্যম্ ঃ- (শ্রীর্বৈ রাষ্ট্রম্) য়া বিদ্যাদ্যুত্তমগুণরূপা নীতিঃ সৈব রাষ্ট্রং ভবতি (শ্রীর্বৈ রাষ্ট্রস্য ভারঃ) সৈব রাজ্যশ্রী রাষ্ট্রস্য সম্ভারো ভবতি (শ্রীবৈ রাষ্ট্রস্য মধ্যম্) রাষ্ট্রস্য মধ্যভাগোঽপি শ্রীরেবাস্তি। (ক্ষেমো বৈ রা০) ক্ষেমো য়দ্রক্ষণং তদেব রাষ্ট্রস্য্ শয়নবন্নিরূপদ্রবং সুখং ভবতি। (বিড্বৈ গভ০) বিড্ য়া প্রজা সা গবাখ্যাস্তি (রাষ্ট্রং পসো০) য়দ্রাষ্ট্রং তৎপসাখ্যং ভবতি, তস্মাদ্যদ্রাষ্ট্রসম্বন্ধিকর্ম তদ্বিশি প্রজায়ামাবিশ্য তামাহস্ত্যাসমন্তাৎ করগ্রহণেন প্রজায়া উত্তমপদার্থানাং হরণং করোতি, (তস্মাদ্রাষ্ট্রী বি০)

য়স্মাৎ সভয়া বিনৈকাকী পুরুষো ভবতি তত্র প্রজা সদা পীড়িতা ভবতি, তস্মাদেকঃ পুরুষো রাজা নৈব কর্ত্তব্যঃ, নৈকস্য পুরুষস্য রাজধর্মানুষ্ঠানে য়থাবৎ সামর্থ্যঃ ভবতি। তস্মাৎ সভয়ৈব রাজ্যপ্রবন্ধঃ কর্ত্তুংশক্যোऽস্তি। (বিশমেব রাষ্ট্রায়া০) য়ত্রৈকো রাজাস্তি তত্র রাষ্টায় বিশং প্রজামাদ্যাং ভক্ষণীয়াং ভোজ্যবত্তাডিতাং করোতি। য়স্মাৎ স্বসুখার্থং প্রজায়া উত্তমান্ পদার্থান্ গৃহ্নন্ সন্ প্রজায়ৈ পীড়াং দদাতি তস্মাদেকো রাষ্ট্রী বিশমত্তি (ন পুষ্টং পশুম্০) য়থা মাংসাহারী পুষ্টং পশুং দৃষ্ট্বা হন্তুমিচ্ছতি, তথৈকো রাজা ন মত্তঃ কশ্চিধিকো ভবেদিতীর্ষ্যয়া নৈব প্রজাস্থস্য কস্যচিন্মনুষ্যস্যোৎকর্ষং সহতে। তস্মাৎ সভা প্রবন্ধয়ুক্তেন রাজ্যব্যবহারেণৈব ভদ্র মিত্যেবম্ রাজধর্মব্যবহারপ্রতিপাদকা মন্ত্রা বহবঃ সন্তীতি।।১৪।।

(ইতি সংক্ষেপেতো রাজপ্রজাধর্ম বিষয়ঃ)

।। ভাষার্থ।।

(শ্রীর্বৈ রাষ্ট্রম্) যাহা বিদ্যা জনিত উত্তম গুণযুক্ত নীতি, তাহাই রাজ্যের শোভা বা লক্ষ্মী স্বরূপ, অথবা শ্রী, যাহা লক্ষ্মী বা ঐশ্বর্য্য তাহাই রাজ্যের স্বরূপ ও সামগ্রী, অর্থাৎ রাজ্য সম্বন্ধীয় সকল পদার্থের রক্ষা করা কার্য্যই রাজ্যের শোভা বা শ্রেষ্ঠ ভাগস্বরূপ। রাজ্যের মধ্যে কোন এক ব্যক্তি বিশেষকে রাজা বা রাজ্যের পূর্ণ সত্ত্বাধিকারী বলিয়া স্বীকার করা কর্ত্তব্য নহে, কারণ যেখানে কেবলমাত্র একজনই সর্বাপেক্ষা রাজা থাকেন (হন), তথাকার প্রজাগণ সদা দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে, এবং সেই রাজ্যে উত্তমোত্তম পদার্থের অভাব হয়, এজন্য তথায় সাধারনের উন্নতি ঘটে না। রাজ্যসভা করিয়া রাজ্যের ব্যবস্থাপনা আর্য্যদিগের মধ্যে পূর্বকাল হইতে শ্রীমন্মহারাজ য়ুধিষ্ঠির পর্যন্ত পরম্পরা চলিয়া আসিয়াছে যাহার প্রমাণ মহাভারত রাজধর্ম্ম আদি গ্রন্থে ও মনু স্মৃত্যাদি ধর্ম্মশাস্ত্রে য়থাবৎ লিখিত আছে এই সমস্ত গ্রন্থে যাহা কিছু স্বার্থী লোক কর্ত্তৃক প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে, তাহা ব্যতীত, সমস্তই উত্তম, যেহেতু সেগুলি বেদানুকূল। আর্য্যদিগের মধ্যে আর একটী বিশেষ বিচিত্র বা উত্তম নিয়ম প্রচলিত ছিল, যাহা এইরূপ যে, সভা বা ন্যায়াধীশের সম্মুখে যে অন্যায় কার্য্য সম্পাদিত হইত, তাহা প্রজাগণের দোষ বলিয়া পরিগণিত না হইয়া সভাধ্যক্ষ ও সভাসদ ন্যায়াধীশের দোষ বলিয়া গণ্য হইত। (যেহেতু তাহারা সত্যাচরণ ও ন্যায়াচরণে রত থাকিলে, প্রজারা কদাপি দুষ্টস্বভাব যুক্ত হইতে পারে না—অনুবাদক)। এজন্য উহারা সত্য ও ন্যায়াচরণে অত্যন্ত পুরুষকার করিতেন, যদ্দ্বারা আর্যাবর্ত্তে কোন ন্যায়ালয়ে কদাপি অন্যায় ঘটিতে পারিত না, যদিও কোথাও ঘটিত, তাহা হইলে তথায় ঐ ন্যায়াধীশের দোষ গণ্য করা হইত। ইহাই আর্য্যদিগের সিদ্ধান্ত এবং ঐ বেদাদিশাস্ত্রের রীত্যানুসারে আর্য্যগণ জগতের মধ্যে কোটি কোটি বর্ষ পর্য্যন্ত রাজ্যকরণে সমর্থ হইয়াছিলেন তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

ইতি সংক্ষেপতঃ রাজধর্ম বিষয লিখিত হইল।

অথ বর্ণাশ্রমবিষয়ঃ সংক্ষেপতঃ

তত্র বর্ণবিষয়ো মন্ত্রো 'ব্রাহ্মণোऽস্য মুখমাসীৎ' ইত্যুক্তস্তদর্থশ্চ। তস্যায়ং শেষঃ– বর্ণো বৃণোতেঃ।।১।। নিবা০অ০২। খং০৩।।

ব্রহ্ম হি ব্রাহ্মণঃ। ক্ষত্রꣳহীন্দ্রঃ ক্ষত্রꣳ রাজন্যঃ।।২।।

শ০কাং০৫ অ০১ ব্রা০১। (কং০১১)।।

বাহূ বৈ মিত্রাবরুণৌ পুরুষো গর্ত্তঃ।।

বীর্য্যং বা এতদ্রাজন্যস্য যদ্বাহু, বীর্য্যং বা এতদপাং রসঃ।।

শ০কাং ৫ অ০৪ ব্রা০১।(কং০১৫, ১৭)।।

ইষবো বৈ দিদ্যবঃ।।৩।। শ০কং০৫। অ০৪। ব্রা০২।(কং০২)

ভাষ্যম্ ঃ- বর্ণো বৃণোতেরিতি নিরুক্তপ্রামাণ্যাদ্ বরণীয়া বরীতুমর্হা, গুণকর্ম্মাণি চ দৃষ্ট্বা য়থায়োগ্যং ব্রিয়ন্তে যে তে বর্ণাঃ।।১।।

(ব্রহ্ম হি ব্রাহ্মণঃ) ব্রহ্মণা বেদেন পরমেশ্বরস্যোপাসনেন চ সহ বর্ত্তমানো বিদ্যাদ্যুত্তমগুণ য়ুক্তঃ পুরুষো ব্রাহ্মণো ভবিতুমর্হতি। তথৈব (ক্ষত্রাꣳ হীন্দ্রঃ০) ক্ষত্রং ক্ষত্রিয়কুলম্। য়ঃ পুরুষ ইন্দ্রঃ পরমৈশ্বর্য্যবান্ শত্রূণাং ক্ষয়করণাদ্ য়ুদ্ধোৎসুকত্বাচ্চ প্রজাপালনতৎপরঃ, (ক্ষত্রং রাজন্যঃ) ক্ষত্রিয়ো ভবিতুমর্হতি।।২।।

(মিত্রঃ) সর্বেভ্যঃ সুখদাতা, (বরুণঃ) উত্তমগুণকর্ম্মধারণেন শ্রেষ্ঠঃ ইমাবেব ক্ষত্রিয়স্য দ্বৌ বাহুবদ্ ভবেতাম্, (বা) অথবা (বীর্য্যং) পরাক্রমো বলং চৈতদুভয়ং (রাজন্যস্য) ক্ষত্রিয়স্য বাহু ভবতঃ, (অপাম্) প্রাণানাং য়য়া (রসঃ) আনন্দস্তং প্রজাভ্যঃ প্রয়চ্ছতঃ ক্ষত্রিয়স্য বীর্য্যং বর্ধতে, তস্য (ইষবঃ) বাণাঃ, শস্ত্রাস্ত্রাণামুপলক্ষণমেতৎ (দিদ্যবঃ) প্রকাশকা সদা ভবেয়ুঃ।।৩।।

।। ভাষার্থ।।

এক্ষণে বর্ণাশ্রম বিষয় লিখিত হইতেছে। এ বিষয়ে বিশেষ জ্ঞাতব্য এই যে, প্রথমতঃ সকলেই এই মনুষ্য জাতির অন্তর্গত, যাহা বেদশাস্ত্র দ্বারা সিদ্ধ হইয়াছে। এ বিষয়ের প্রমাণ (ব্রাহ্মণোऽস্য মুখমাসীৎ) ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা ইতিপূর্বে সৃষ্টি বিষয় বর্ণন কালে লিখিত হইয়াছে। বর্ণ বিষয় প্রতিপাদনকারী বেদমন্ত্রের ব্যাখ্যা য়াহা ব্রাহ্মণ ও নিরুক্তাদি গ্রন্থে লিখিত আছে, তদ্বিষয়ে এই স্থানে আরও গুটী কতক মন্ত্র বর্ণন করা হইতেছে যথা ঃ– মনুষ্য জাতির মধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র ইহাদিগকে অর্থাৎ এই চারিটীকে বর্ণ বলা হয়। বেদানুযায়ী এই বর্ণের দুই প্রকার ভেদ আছে, যথা প্রথম আর্য্য ও দ্বিতীয় দস্যু। এ বিষয়ের প্রমাণ নিম্নে লিখিত হইতেছে যথা ঃ– (বিজানীহ্যার্য্যন্যে চ দস্যবো) অর্থাৎ এই মন্ত্রে পরমেশ্বর উপদেশ দিতেছেন যে, হে

জীব ! তুমি আর্য্য অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ এবং দস্যু অর্থাৎ দুষ্ট স্বভাবযুক্ত চোর ও তস্করাদি রূপ প্রসিদ্ধ নামধারী মনুষ্যগণের মধ্যে যে দুই প্রকার ভেদ আছে, তাহা জ্ঞাত হও । পুনশ্চ (উত শূদ্রে উত আর্য্যে) আর্য্য অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এবং অনার্য্য বা আনাড়ী অর্থাৎ মুর্খ, যাহাকে শূদ্র বলা হয়, (এই বেদমন্ত্র দ্বারা মনুষ্য জাতির মধ্যে) এই দুই প্রকার ভেদ জানা যায় । এইরূপে (অসূর্য়্যা নাম তে লোকা ইত্যাদি) মন্ত্র দ্বারা দেব ও অসুর অর্থাৎ বিদ্বান ও মূর্খ লোকের মধ্যে যে ভেদ আছে, তাহা জ্ঞাত হওয়া যায় । এই বিদ্বান ও মুর্খগণের মধ্যে পরস্পর বিরোধকেই দেবাসুর সংগ্রাম বলে । মনুষ্য জাতির মধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র, এই চারি প্রকার ভেদ, গুণকর্ম্মানুযায়ী করা হইয়াছে । (বর্ণো বৃণোতেঃ) এই নিরুক্তের মন্ত্রের অর্থ এইরূপ যে বর্ণ এই শব্দ এই জন্য প্রয়োগ হয় যে যাহার যেরূপ গুণকর্ম্ম হইয়া থাকে, (অর্থাৎ যে জন যেরূপ গুণ কর্ম্ম স্বাভাবযুক্ত হন—অনুবাদক), তাঁহাকে তদনুযায়ী অধিকার দেওয়া কর্ত্তব্য । (ব্রহ্ম হি ব্রাহ্মণঃ) এই মন্ত্রের অর্থ এইরূপ যে, (ব্রহ্ম শব্দে বৃহৎ বা উত্তম বুঝায়) ব্রহ্ম অর্থাৎ উত্তম কর্ম্ম (সদানুষ্ঠান) করিলে, সেই উত্তমকর্ম্মকারী বিদ্বান ব্যক্তি ব্রাহ্মণ বর্ণ প্রাপ্ত হন । এই ক্ষত্রিয় বর্ণের গুণ কর্ম্ম বিষযে রাজধর্ম্ম বর্ণনকালে বিস্তারিত লিখিয়া আসিয়াছি । ।১-৩ । ।

আশ্রমা অপি চত্বারঃ সন্তি—ব্রহ্মচর্য্যগৃহস্থবানপ্রস্থসন্ন্যাসভেদাৎ । ব্রহ্মচর্য্যেণ সদ্বিদ্যা শিক্ষা চ গ্রাহ্যা । গৃহাশ্রমেণোত্তমাচরণানাং শ্রেষ্ঠানাং পদার্থানাং চোন্নতিঃ কার্য়্যা । বানপ্রস্থেনৈকান্তসেবনং ব্রহ্মোপাসনং বিদ্যাফলবিচারণাদি চ কার্য়্যম্ । সন্ন্যাসেন পরব্রহ্মমোক্ষপরমানন্দপ্রাপণং ক্রিয়তে, সদুপদেশেন সর্বস্মা আনন্দদানং চেত্যাদি, চতুর্ভিরাশ্রমৈর্ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং সম্যক্ সিদ্ধিঃ সম্পাদনীয়া । এতেষাং মুখ্যতয়া ব্রহ্মচর্য্যেণ সদ্বিদ্যাসুশিক্ষাদয়ঃ শুভগুণাঃ সম্যগ্ গ্রাহ্যাঃ ।

অত্র ব্রহ্মচর্য়্যাশ্রমে প্রমাণম্ –

আচার্য্য উপনয়মানো ব্রহ্মচারিণং কৃণুতে গর্ভমন্তঃ ।
তং রাত্রীস্তিস্র উদরে বিভর্ত্তি তং জাতং দ্রষ্টুমভিসংয়ন্তি দেবাঃ । ।১ । ।
ইয়ং সমিৎ পৃথিবী দ্যৌর্দ্বিতীয়োতান্তরিক্ষং সমিধা পৃণাতি ।
ব্রহ্মচারী সমিধা মেখলয়া শ্রমেণ লোকাংস্তপসা পিপর্ত্তি । ।২ । ।
পূর্বো জাতো ব্রহ্মণো ব্রহ্মচারী ঘর্ম্মং বসানস্তপসোদতিষ্ঠৎ ।
তস্মাজ্জাতং ব্রাহ্মণং ব্রহ্ম জ্যেষ্ঠং দেবাশ্চ সর্বে অমৃতেন সাকম্ । ।৩ । ।

অথর্ব০ কাং০ ১১ অনু০ ৩ ব০৫ মং০৩,৪,৫ । ।

ভাষ্যম্ ঃ- (আচার্য্য উ০) আচার্য্যো বিদ্যাধ্যাপকো ব্রহ্মচারিণমুপনয়মানো বিদ্যাপঠনার্থমুপবীতং দৃঢ়ব্রতমুপদিশন্নন্তর্গর্ভমিব কৃণুতে করোতি। তং তিস্রো রাত্রীস্ত্রিদিনপর্য্যন্তমুদরে বিভর্ত্তি, অর্থাৎ সর্বাং শিক্ষাং করোতি, পঠনস্য চ রীতিমুপদিশতি। য়দা বিদ্যা য়ুক্তো বিদ্বান্ জায়তে, তদা তং বিদ্যাসু জাতং প্রাদুর্ভূতং দেবা বিদ্বাংসো দ্রষ্টুম ভিসংয়ন্তি প্রসন্নতয়া তস্য মান্যং কুর্বন্তি। অস্মাকং মধ্যে মহাভাগ্যোদয়েনেশ্বরানুগ্রহেণ, চ সর্বমনুষ্যোপকারার্থং ত্বং বিদ্বান্ জাত ইতি প্রশংসন্তি।।১।।

(ইয়ং সমিৎ০) ইয়ং পৃথিবী দ্যৌঃ প্রকাশোঽন্তরিক্ষং চানয়া সমিধা স ব্রহ্মচারী পৃণাতি, তত্রস্থান সর্বান্ প্রাণিনো বিদ্যয়া হোমেন চ প্রসন্নান্ করোতি। (সমিধা) অগ্নিহোত্রাদিনা, মেখলয়া ব্রহ্মচর্য্যচিহ্নধারণেন চ (শ্রমেণ) পরিশ্রমেণ, (তপসা) ধর্ম্মানুষ্ঠানেনাধ্যাপনেনোপদেশেন চ (লোকাং০) স র্বান্ প্রাণিনঃ পিপর্ত্তি পুষ্টান্ প্রসন্নান্ করোতি।।২।।

(পুর্বো জাতো ব্রহ্ম০) ব্রহ্মণি বেদে চরিতুং শীলং য়স্য স ব্রহ্মচারী, (ধর্ম্মং বসান) অত্যন্তং তপশ্চরন্, ব্রাহ্মণোঽর্থাদ্বেদং পরমেশ্বরং চ বিদন্, পুর্বঃ স র্বেষামাশ্রমাণামাদিমঃ স র্বাশ্রমভূষকঃ, (তপসা) ধর্ম্মানুষ্ঠানেন (উদতিষ্ঠৎ) উর্দ্ধে উৎকৃষ্টবোধে ব্যবহারে চ তিষ্ঠতি। তস্মাৎ কারণাৎ (ব্রহ্মজ্যৈষ্ঠং) ব্রহ্মৈব পরমেশ্বরো বিদ্যা বা জ্যৈষ্ঠা সর্বোৎকৃষ্টা য়স্য তং ব্রহ্মজ্যেষ্ঠম্, (অমৃতেন) পরমেশ্বরমোক্ষবোধেন পরমানন্দেন সাকং সহ বর্ত্তমানং (ব্রাহ্মণং) ব্রহ্মবিদং (জাতম্) প্রসিদ্ধং (দেবাঃ) সর্বে বিদ্বাংসঃ প্রশংসন্তি।।৩।।

।। ভাষার্থ।।

এখন চারি প্রকার আশ্রম বিষয় বর্ণন করিতেছি যথা ঃ– ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাস, এই চারি প্রকার আশ্রম কথিত হয়, তন্মধ্যে পাঁচ বৎসর বয়ঃক্রম হইতে ৪৮ বর্ষ বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত প্রথম ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের সময় জ্ঞাত হইবে। এই ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমের (বিশেষ) বিভাগ পিতৃযজ্ঞ বর্ণন কালে লিখিত হইবে। ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে সুশিক্ষা ও সত্যাবিদ্যাদি গুণ গ্রহণ করিবার জন্য অনুষ্ঠান করিতে হয়। দ্বিতীয় গৃহাশ্রম। এই দ্বিতীয় আশ্রমের কর্ত্তব্য এইরূপ যে, (গৃহী) সকল প্রকার উত্তম গুণ প্রচার করিবেন এবং শ্রেয়ঃ পদার্থের উন্নতি সাধন করতঃ, সন্তানোৎপত্তি করিয়া, তাহাকে সুশিক্ষা প্রদান করিবেন। উপরোক্ত প্রকার কর্ম্ম করিবার জন্যই গৃহাশ্রম ধারণ করিতে হয়। তৃতীয় বানপ্রস্থাশ্রম, যাহাতে ব্রহ্মবিদ্যাদি সাধন করিবার জন্য, একান্ত স্থানে পরমেশ্বরের উপাসনা অর্থাৎ ধ্যান ধারণাদিতে রত থাকা কর্ত্তব্য। চতুর্থ সন্ন্যাস, যাহা পরমেশ্বরের অর্থাৎ মোক্ষানন্দ প্রাপ্তি ও সত্যোপদেশ দ্বারা সমগ্র সংসারের কল্যাণার্থে গ্রহণ করা হয়। ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্বর্গ ফলরূপী পদার্থের প্রাপ্তির জন্য উপরোক্ত চারিপ্রকার আশ্রমের পালন ও ধারণ করা মনুষ্যমাত্রেরই কর্ত্তব্য। উক্ত চারি প্রকার

আশ্রমের মধ্যে, প্রথম ব্রহ্মচর্যাশ্রম যাহা অন্যান্য আশ্রমের মুলস্বরূপ, কারণ উক্ত ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম সাধনে বিঘ্ন বা বিনষ্ট হইলে, (অর্থাৎ যথাবিহিত রূপে অনুষ্ঠিত না হইলে), অন্যান্য আশ্রমগুলি বিনষ্ট হইয়া যায়। এই ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম বিষয়ে বেদশাস্ত্রে অনেক প্রমাণ (লিখিত) আছে, তন্মধ্যে আমি এ স্থানে গুটীকতক মাত্র বর্ণনা করিযাছি।

(আচার্য্য উপনয়নমানো ইত্যাদি) ইহার তাৎপর্য্য এই যে মাতা পিতার সম্বন্ধ ও সংযোগ হেতু গর্ভে বাস করিয়া, পরে মনুষ্যের যে প্রথম জন্ম হয়, তাহাকে প্রথম জন্ম বলা হয় । পণ্ডিতেরা ইহাকে পশু জন্ম বলিয়া থাকেন—অনুবাদক)। যাহাতে আচার্য্য রূপী পিতা ও বিদ্যা রূপিণী মাতার সংযোগ হেতু জন্ম হয়, তাহাকে দ্বিজন্ম বা দ্বিতীয় জন্ম বলা হয়। মনুষ্যের যাবৎ এই দ্বিতীয় জন্ম না হয়, তাবৎ তাঁহার মনুষ্যত্ব প্রাপ্তি হয় না, এজন্য এই দ্বিতীয় জন্ম প্রাপ্তি করা মানবমাত্রেরই অবশ্য কর্ত্তব্য। যখন অষ্টম বর্ষের বালক বা বালিকা (গুরুকুলে) পাঠশালায় গমন করিয়া, আচার্য্য অর্থাৎ বিদ্যাদাতার সমীপে অবস্থান করে, তখন হইতে তাহাকে ব্রহ্মচারী বা ব্রহ্মচারিণী বলা হয়, কারণ ব্রহ্ম শব্দে বেদ ও পরমেশ্বর বুঝায়, এজন্য যে বেদ ও পরমেশ্বরের বিষয়ে জানিতে প্রবৃত্ত হয় তাহাকেই ব্রহ্মচারী বলা হয়। এইরূপ আগত বালক বা বালিকাকে গুরু তিন রাত্রিকাল পর্য্যন্ত নিজ গর্ভে রাখিয়া থাকেন অর্থাৎ ঈশ্বরের উপাসনা ও ধর্ম্মবিষয়ক উপদেশ ও পঠন পাঠন বিষয়ের মুখ্য মুখ্য উপদেশ উক্ত ব্রহ্মচারী বা ব্রহ্মচারিণীকে তিন দিবস পর্য্যন্ত দিবারাত্রি নিজের সমীপে রাখিয়া, শিক্ষা দিয়া থাকেন। তৃতীয় দিবস ব্যতীত হইলে, ঐ সমাগত ব্রহ্মচারী বা ব্রহ্মচারিণীকে দেখিবার জন্য অন্যান্য অধ্যাপকগণ ও বিদ্বান পুরুষেরা সেই আশ্রমে উপস্থিত হন।।১।।

(ইয়ং সমিৎ ইত্যাদি) তৎপরে সেই দিবস হোম বা যজ্ঞ করিয়া, উক্ত ব্রহ্মচারীকে এইরূপ প্রতিজ্ঞা করাইতে হয় যে, সেই ব্রহ্মচারী বা ব্রহ্মচারিণী, পৃথিবী, সূর্য্য ও অন্তরীক্ষ এই তিন প্রকারের সমগ্র বিদ্যার পালন ও পুর্ণ করিবার ইচ্ছা করে, তৎপরে সেই ব্রহ্মচারী সমিধাগণ দ্বারা পুরুষার্থ (পুরুষকার) করিয়া সমস্ত লোককে ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা পূর্ণ আনন্দিত করিয়া দেয়।।২।।

(পুর্বো জাতো ব্র০ ইত্যাদি) অর্থাৎ যে ব্রহ্মচারী পূর্ব (পূর্ব আশ্রমে) পাঠ করিয়া (অর্থাৎ সর্বপ্রকার আশ্রমের প্রথম বা আদি ব্রহ্মচর্য্যরূপ আশ্রমোক্ত আশ্রম বিহিত যথাবিধি পঠন পাঠন রূপ ধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া—অনুবাদক) ব্রাহ্মণ হন, (অর্থাৎ ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হন—অনুবাদক) তিনি ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা অত্যন্ত পুরুষার্থী (পুরুষকার যুক্ত) হইয়া, মনুষ্যমাত্রেরই কল্যাণকারী হইয়া থাকেন। (ব্রহ্ম জ্যৈষ্ঠং ইত্যাদির) অর্থ এই যে, তৎপরে ঐ পূর্ণ বিদ্বান ব্রাহ্মণ যখন অমৃত অর্থাৎ পরমেশ্বরের পরাভক্তিতে পূর্ণরূপে ভক্তিমান ও ধর্ম্মানুষ্ঠানে রত হন, তখন তাহাকে দেখিবার জন্য অন্যান্য বিদ্বানগণ তথায় আগমন করিয়া থাকেন।

ব্রহ্মচার্য্যেতি সমিধা সমিদ্ধঃ কার্ষ্ণং বসানো দীক্ষিতো দীর্ঘশ্মশ্রুঃ ।
স সদ্য এতি পূর্বস্মাদুত্তরং সমুদ্রং লোকান্ৎসংগৃভ্য মুহুরাচরিক্রৎ । ।৪ । ।
ব্রহ্মচারী জনয়ন্ ব্রহ্মাপো লোকং প্রজাপতিং পরমেষ্ঠিনং বিরাজম্ ।
গর্ভো ভূত্বামৃতস্য য়োনাবিন্দ্রো হ ভূত্বাऽসুরাংস্ততর্হ । ।৫ । ।
ব্রহ্মচর্য্যেণ তপসা রাজা রাষ্ট্রং বি রক্ষতি ।
আচার্য্যোऽ ব্রহ্মচর্য্যেণ ব্রহ্মচারিণমিচ্ছতে । ।৬ । ।
ব্রহ্মচর্য্যেণ কন্যাऽয়ুবানং বিন্দতে পতিম্ ।
অনড বান্ ব্রহ্মচর্য্যেণাশ্বো ঘাসং জিগীষতি । ।৭ । ।
ব্রহ্মচর্য্যেণ তপসা দেবা মৃত্যুমুপাঘ্নত ।
ইন্দ্রো হ ব্রহ্মচর্য্যেণ দেবেভ্যঃ স্ব১রাভরৎ । ।৮ । ।

অথর্ব০ কাং০ ১১ অনু০ ৩ (ব০৫) মং০ ৬ ।৭ ।১৭ ।১৮ ।১৯ । ।

ভাষ্যম্ ঃ- (ব্রহ্মচার্য্যেতি০) স ব্রহ্মচারী পুর্বোক্তয়া (সমিধা) বিদ্যয়া (সমিদ্ধঃ) প্রকাশিতঃ, (কার্ষ্ণং) মৃগচর্মাদিকং (বসানঃ) আচ্ছাদয়ন, (দীর্ঘশ্মশ্রুঃ) দীর্ঘকালপর্য্যন্তং কেশশ্মশ্রুণি ধারিতানি য়েন সঃ, (দীক্ষিতঃ) প্রাপ্তদীক্ষঃ (এতি) পরমানন্দং প্রাপ্নোতি । তথা (পূর্বস্মাৎ) ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠানভূতাৎ সমুদ্রাৎ (উত্তরং) গৃহাশ্রমং সমুদ্রমং (সদ্য এতি) শীঘ্রং প্রাপ্নোতি । এবং নিবাসয়োগ্যান্ সর্বান্ (লোকানসং০) সংগৃহ্য মুহুর্বারংবারং (আচরিক্রৎ) ধর্ম্মোপদেশমেব করোতি । ।৪ । ।

(ব্রহ্মচারী০) স ব্রহ্মচারী (ব্রহ্ম) বেদবিদ্যাং পঠন্ (অপঃ) প্রাণান্, (লোকং) দর্শনং, (পরমেষ্ঠিনং) প্রজাপতিং (বিরাজং) বিবিধপ্রকাশকং পরমেশ্বরং (জনয়ন্) প্রকটয়ন্, (অমৃতস্য) মোক্ষস্য (য়োনৌ) বিদ্যায়াং (গর্ভো ভুত্বা) গর্ভবন্নিয়মেন স্থিত্বা য়থাবদ্ বিদ্যাং গৃহীত্বা, (ইন্দ্রো হ ভূত্বা) সূর্য্যবৎ প্রকাশকঃ সন্ (অসুরান্) দুষ্টকর্ম্মকারিণো মূর্খান্ পাখণ্ডিনো জনান্ দৈত্যরক্ষঃস্বভাবান্ (ততর্হ) তিরস্করোতি, সর্বান্নিবারয়তি । য়থেন্দ্রঃ সুর্য্যোऽসুরান্মেঘান্ রাত্রিং চ নিবারয়তি, তথৈব ব্রহ্মচারী সর্বশুভগুণ প্রকাশকোऽশুভ-গুণনাশকশ্চ ভবতীতি । ।৫ । ।

(ব্রহ্মচর্য্যেণ০) তপসা ব্রহ্মচর্য্যেণ কৃতেন রাজা রাষ্ট্রং বিরক্ষতি, বিশিষ্টতয়া প্রজা রক্ষিতুং য়োগ্যো ভবতি । আচার্য্যোऽপি কৃতেন ব্রহ্মচর্য্যেণৈব বিদ্যাং প্রাপ্য ব্রহ্মচারিণমিচ্ছতে স্বীকুর্য্যান্নান্যথেতি । ।৬ । ।

অত্র প্রমাণম্ ঃ– 'আচার্য্যঃ কস্মাদাচারং গ্রাহয়ত্যাচিনোত্যর্থানাচিনোতি বুদ্ধিমিতি বা' । । নিরুক্ত অ০১ খং০ ৪ ।৬ । ।

(ব্রহ্মচর্য্যেৎ ণ০) এবমেব কৃতেন ব্রহ্মচর্য্যেণৈব কন্যা য়ুবতিঃ সতী য়ুবানং স্বসদৃশং পতিং বিন্দতে, নান্যথা, ন চাতঃ পূর্বমসদৃশং বা । অনড্ বানিত্যুপলক্ষণং বেগবতাং পশূনাং । তে পশবোऽশ্বশ্চ ঘাসং য়থা, তথা কৃতেন ব্রহ্মচর্য্যেণ স্ববিরোধিনঃ পশূন্ জিগীষন্তি য়ুদ্ধেন জেতুমিচ্ছন্তি । অতো মনুষ্যৈস্ত্ববশ্যং ব্রহ্মচর্য্যং কর্ত্তব্যমিত্যভিপ্রায় । ।৭ । ।

(ব্রহ্মচর্য্যেণ তপসা দেবা০) দেবা বিদ্বাংসো ব্রহ্মচর্য্যেণ বেদাধ্যয়নেন ব্রহ্মবিজ্ঞানেন তপসা ধর্ম্মানুষ্ঠানেন চ মৃত্যুং জন্মমৃত্যু প্রভবদুঃখমুপাঘ্নত নিত্যং ঘ্নন্তি, নান্যথা । ব্রহ্মচর্য্যেণ সুনিয়মেন, হেতি কিলার্থে য়থা ইন্দ্রঃ সুর্য্যো দেবেভ্য ইন্দ্রিয়েভ্যঃ স্বঃ সুখং প্রকাশং, চাভরদ্ ধারয়তি, তথা বিনা ব্রহ্মচর্য্যেণ কস্যাপি নৈব বিদ্যাসুখং চ য়থাবদ্ ভবতি । অতো ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠানপূর্বকা এব গৃহাশ্রমাদয়স্ত্রয় আশ্রমাঃ সুখমেধন্তে । অন্যথা মূলাভাবে কুতঃ শাখাঃ । কিন্তু মূলে দৃঢে শাখাপুষ্পফলচ্ছায়াদয়ঃ সিদ্ধা ভবন্ত্যেবেতি । ।৮ । ।

। । ভাষার্থ । ।

(ব্রহ্মচার্য্যেতি০) যিনি ব্রহ্মচারী হন, তিনি পূর্বোক্ত বিদ্যা (জ্ঞান) দ্বারা প্রকাশিত, ও মৃগ চর্মাদি দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া, দীর্ঘ কেশ ও শ্মশ্রুধারণ পূ র্বক, দীক্ষা প্রাপ্ত হইয়া সত্যবিদ্যা ও জ্ঞান লাভ করতঃ, পরমানন্দ প্রাপ্ত হন । তৎপরে সদ্বিদ্যা গ্রহণ পূর্বক, ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠানরূপী পূর্ব সমুদ্রের পারে উত্তীর্ণ হইয়া, উত্তর সমুদ্র স্বরূপ গৃহাশ্রম প্রাপ্ত হইয়া থাকেন । এবং উত্তমরূপ বিদ্যা সংগ্রহ করিয়া অর্থাৎ প্রাপ্ত হইয়া, বারংবার ধর্মোপদেশ করেন । ।৪ । ।

(ব্রহ্মচারী) ব্রহ্মচারী ব্রহ্মবিদ্যায় পারদর্শী হইয়া উক্ত বিদ্যায় যথার্থ জ্ঞান লাভ করতঃ, প্রাণ বিদ্যা, লোক বিদ্যা তথা পরমেশ্বর, যিনি সকলের শ্রেষ্ঠ ও প্রকাশক, তাহাকে জ্ঞাত হইয়া অর্থাৎ মোক্ষরূপী বিদ্যার গর্ভে থাকিয়া, যথাবৎ সত্যবিদ্যা গ্রহণ করিয়া, সূর্য্যবৎ প্রকাশমান্ অর্থাৎ ঐশ্বর্য্যযুক্ত হইয়া, অসুর অর্থাৎ মুর্খ ও দুষ্টকর্ম্মকারী লোকের তিরস্কারকারী হইয়া থাকেন, অর্থাৎ মূর্খের অবিদ্যা ছেদনকারী ও দুষ্টের দমনকারী হইয়া থাকেন, (রুদ্র সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন– অনুবাদক) ।৫ ।

(ব্রহ্মচর্য্যেণ তং) পূর্ণ ব্রহ্মচর্য্য পালন দ্বারা বিদ্যোপার্জ্জন করিয়া, সত্যধর্মের অনুষ্ঠান দ্বারা, রাজা রাজ্য করণে সমর্থ হন । এইরূপ আচার্য্য (পূর্ব বয়সে) ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া বিদ্যোপার্জন দ্বারা শিষ্যকে উপদেশ দিতে সমর্থ হন । (আচার্য্য শব্দের প্রমাণ অত্র প্রদত্ত হইতেছে যথা ঃ– ''আচার্য্যঃ কস্মাদাচারাং গ্রাহয়ত্যা চিনোত্যর্থানচিনোতি বুদ্ধিমিতি বা'' নিরুক্ত অ০১ খং০৪ অর্থাৎ আচার্য্য তাঁহাকেই বলা হয়, যিনি অসত্যাচার ও অনর্থকে পরিত্যাগ পূ র্বক, সত্যাচার ও সত্যার্থের গ্রহণ করিয়া শিষ্যের জ্ঞান বৃদ্ধি করাইয়া দেন । ।৬ । ।

(ব্রহ্মচর্য়্যেণ ক০ ইত্যাদি) অর্থাৎ কন্যা ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম (পুর্ণতয়া) পালন পূর্বক, পুর্ণ বিদ্যা লাভ করিয়া, পরে সেই যুবতী আপনার সদৃশ পুর্ণ বিদ্বান যুবা পরুষকে আপন পতি বলিয়া বরণ ও স্বীকার করিতে সমর্থ হন। এইরূপে পুরুষও, পুর্ণ ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া, সমাবর্ত্তন পুর্বক প্রসন্নতার সহিত সুশীলা ও ধার্মিকা স্ত্রীর সহিত বিবাহসূত্রে বদ্ধ হইয়া, পরস্পর সুখ দুঃখের সহায়কারী হইয়া থাকেন। ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা করার এইরূপ প্রভাব যে, অনড্বান অর্থাৎ পশুগণকেও পূর্ণ যুবাবস্থা পর্য্যন্ত যদি ব্রহ্মচর্য্য ব্রত ধারণ করান যায়, তবে সেই পশুও অত্যন্ত বলশালী হইয়া, অপর দুর্বল জীবকে (পশুকে) পরাজয় করিতে সমর্থ হইয়া থাকে।৭।

(ব্রহ্মচর্য়্যেণ তপঃ) অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্য ও ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা বিদ্বানলোক জন্ম মরণকে জয় করিয়া, মোক্ষ সুখ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যেরূপ ইন্দ্র অর্থাৎ সূর্য্য, পরমেশ্বরের নিয়মে স্থিত থাকিয়া সর্বলোকের প্রকাশক হইয়া থাকে, তদ্রূপ মনুষ্যের আত্মা ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা প্রকাশিত হইয়া সকল পদার্থকে প্রকাশিত করিয়া থাকে। এজন্য ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমই সকল আশ্রম হইতে সর্বোত্তম শ্রেষ্ঠাশ্রম হইয়া থাকে। ইতি ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম বিষয় সংক্ষেপত লিখিত হইল।

অথ গৃহাশ্রম বিষয়ঃ–

য়দ্ গ্রামে য়দরণ্যে য়ৎ সভায়াং য়দিন্দ্রিয়ে।
য়দেনশ্চকৃমা বয়মিদং তদবয়জামহে স্বাহা।।৯।।
দেহি মে দদামি তে নি মে ধেহি নি তে দধে।
নিহারং চ হরাসি মে নিহারং নিহরাণি তে স্বাহা।।১০।।
গৃহা মা বিভীত মা বেপ বমূর্জং বিভ্রতऽএমসি।
উর্জং বিভ্রদ্বঃ সুমনাঃ সুমেধা গৃহানৈমি মনসা মোদমানঃ।।১১।।
য়েষুমধ্যেতি প্রবসন্যেষূ সৌমনসো বহুঃ।
গৃহানুপ হ্বয়ামহে তে নো জানন্তু জানতঃ।।১২।।
উপহূতাऽইহ গাবऽউপহূতাऽঅজাবয়ঃ।
অথোऽঅন্নস্য কীলালऽউপহূতো গৃহেষু নঃ।
ক্ষেমায় বঃ শান্ত্যৈ প্রপদ্যে শিবꣳ শগ্মꣳশংয়োঃ শংয়োঃ।।১৩।।

য০অ০৩ মং০৪৫, ৫০, ৪১, ৪২, ৪৩।।

ভাষ্যম্ ঃ– (এষামভি০) এতেষু গৃহাশ্রমবিধানং ক্রিয়ত ইতি।

(য়দ্গ্রামে) য়দ্গ্রামে গৃহাশ্রমে বসন্তো বয়ং পুণ্যং বিদ্যাপ্রচারং সন্তানোৎপত্তি-মত্যুৎত্তমসামাজিকনিয়মং সর্বোপকারকং, তথৈবারণ্যে বানপ্রস্থাশ্রমে ব্রহ্মবিচারং বিদ্যাধ্যয়নং তপশ্চরণং, সভাসম্বন্ধে য়চ্ছ্রেষ্ঠং, ইন্দ্রিয়ে মানসব্যবহারে চ য়দুত্তমং কর্ম্ম চ কুর্ম্মস্তৎ সর্বমীশ্বরমোক্ষপ্রাপ্ত্যর্থমস্ত্ত। য়চ্চ ভ্রমেণৈনঃ পাপং চ কৃতং তৎসর্বমিদং পাপমবয়জামহ আশ্রমানুষ্ঠানেন নাশায়ামঃ।।৯।।

(দেহি মে০) পরমেশ্বর আজ্ঞাপয়তি–হে জীব! ত্বমেবং বদ–মে মহ্যং দেহি, মৎসুখার্থং বিদ্যাং দ্রব্যাদিকং চ ত্বং দেহি, অহমপি তে তুভ্যং দদামি। মে মহ্যং মদর্থং ত্বমুত্তমস্বভাবদানমুদারতাং সুশীলতাং চ ধেহি ধারয়, তে তুভ্যং ত্বদর্থমহমপ্যেবং চ দধে। তথৈব ধর্ম্মব্যবহারং ক্রয়দানাদানাখ্যং চ হরাসি প্রয়চ্ছ, তথৈবাহমপি তে তুভ্যং ত্বদর্থং নিহরামি নিত্যং প্রয়চ্ছানি দদানি। স্বাহেতি সত্যভাষণং সত্যমানং সত্যাচরণং সত্যবচনশ্রবণং চ সর্বে বয়ং মিলিত্বা কুর্য্যামেতি সত্যেনৈব সর্বং ব্যবহার কুর্য্যুঃ।।১০।।

(গৃহা০) হে গৃহাশ্রমমিচ্ছন্তো মনুষ্যাঃ। স্বয়ম্বরং বিবাহং কৃত্বা য়ুয়ং গৃহাণি প্রাপ্নুত। গৃহাশ্রমানুষ্ঠানে (মা বিভীত) ভয়ং মা প্রাপ্নুত। তথা (মা বেপ বং) মা কম্প বং। (উর্জং বিভ্রত এমসি) উর্জং বলং পরাক্রমং চ বিভ্রতঃ পদার্থানেমসি বয়ং প্রাপ্নুম ইতীচ্ছত। (উর্জং বিভ্রদ্বঃ) বোয়ুষ্মাকং মধ্যেঽহমুর্জং বিভ্রৎ সন্, (সুমনাঃ) শুদ্ধমনাঃ, সুমেধা উত্তমবুদ্ধিয়ুক্তঃ (মনসা মোদমানঃ) প্রাপ্তানন্দঃ, (গৃহানৈমি) গৃহাণি প্রাপ্নোমি।।১১।।

(য়েষামধ্যেতি প্র০) য়েষু গৃহেষু প্রবসতো মনুষ্যস্য (বহুঃ) অধিকঃ (সৌমনসঃ) আনন্দো ভবতি, তত্র প্রবসন্ য়েষাং য়ান্ পদার্থান্ সুখকারকান্ স (অধ্যেতি) স্মরতি, (গৃহানুপহবয়ামহে) বয়ং গৃহেষু বিবাহাদিষু সৎকারার্থং তান্ গৃহসম্বন্ধিনঃ সখিবন্ধ্বাচার্য্যাদীন্ নিমন্ত্রয়ামহে। (তে নঃ) বিবাহনিয়মেষু কৃতপ্রতিজ্ঞান্ অস্মান্ (জানতঃ) প্রৌঢ়জ্ঞানান্, য়ুবাবস্থাস্থান্ স্বেচ্ছয়া কৃতবিবাহান্, তে (জানন্তু) অস্মাকং সাক্ষিণঃ সন্ত্বিতি।।১২।।

(উপহূতা ইহ০) হে পরমেশ্বর। ভবৎকৃপয়া ইহাস্মিন্ গৃহাশ্রমে গাবঃ পশুপৃথিবীন্দ্রিয়বিদ্যাপ্রকাশাহ্লাদাদয় উপহূতা অর্থাৎ সম্যক্ প্রাপ্তা ভবন্তু। তথা (অজাবয়ঃ) উপহূতা অস্মদনুকূলা ভবন্তু। (অথো অন্নস্য কী০) অথো ইতি পূর্বোক্তপদার্থপ্রাপ্তনন্তরং নোঽস্মাকং গৃহেষ্বন্নস্য ভোক্তব্যপদার্থসমূহস্য কীলালো বিশেষেণোত্তমরস উপহূতঃ সম্যক্ প্রাপ্তো ভবতু। (ক্ষেমায় বঃ শান্তৈ০) বো য়ুষ্মান্, অত্র পুরুষব্যত্যয়োঽস্তি, তান্ পূর্বোক্তান্ প্রত্যক্ষান্ পদার্থান্ ক্ষেমায় রক্ষণায় শান্তৈ সুখায় প্রপদ্যে প্রাপ্নোমি। তৎপ্রাপ্তা (শিবং) নিশ্রেয়সং কল্যাণং পারমার্থিকং সুখং (শগ্মং) সাংসারিকমাভ্যুদয়িকং সুখং চ প্রাপ্নুয়াম্। শংয়োঃ শমিতি নিঘণ্টৌ পদনামাস্তি। পরোপকারায় গৃহাশ্রমে স্থিত্বা পূর্বোক্তস্য দ্বিবিধস্য সুখস্যোন্নতিং কুর্ম্মঃ।।১৩।।

।। ভাষার্থ।।

গৃহাশ্রমীর কর্ত্তব্য যে, তিনি ব্রহ্মচর্য্য ব্রত পালন করিয়া পূর্ণ বিদ্যাপঠন সমাপন করার পর (সমাবর্ত্তন পূর্বক–অনুবাদক) নিজের যোগ্য স্ত্রীর সহিত স্বয়ম্বর দ্বারা পরস্পর বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হইয়া, যথাবৎ উক্ত বিবাহের নিয়ম পালন করিবেন। যাহার বিবরণ আমরা ইতিপূর্বে বিবাহ ও নিয়োগ বিষয়ে বর্ণনা করিয়াছি। এজন্য আমরা এস্থলে (তদ্বিষয় বিস্তারিতরূপে বর্ণন না করিয়া–অনুবাদক) কেবলমাত্র যাহা যাহা বিশেষ বক্তব্য, অর্থাৎ গৃহস্থ স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই ধর্ম্মোন্নতি ও গ্রামবাসী ইত্যাদি লোকের হিতার্থে, কীরূপ কর্ম্ম করিবেন, তাহাই বর্ণন করিতেছি ঃ– (গ্রামে) গৃহাশ্রমী গৃহীর কর্ত্তব্য যে, গ্রামবাসী তথা (য়দরণ্য) অরণ্য বা বনবাসীদিগের হিতার্থে (য়ৎ সভায়াং) সভা মধ্যে সত্যবিচার ও নিজ নিজ দ্বারা সকলের সুখ ও জ্ঞান বৃদ্ধি করাইবেন। এইরূপে গৃহী সমস্ত সৎকর্ম্ম নিজ পূর্ণ পুরুষার্থ দ্বারা য়থাবৎ সম্পন্ন করিবেন, এবং (য়দেনশ্চ কৃ০) পাপকারী বুদ্ধিকে, শরীর বচন ও মন দ্বারা পরিত্যাগ করিয়া, যেন সর্বদা তিনি সকলের হিতকারী হইতে সমর্থ হন।।৯।।

পরমেশ্বর উপদেশ দিতেছেন যে, (দেহি মে০) সমাজিক নিয়মের ব্যবস্থানুসারে যথাবৎ আচরণ করাই, গৃহস্থের পরম উন্নতির কারণ। সকল বস্তুরই গ্রহণ বা দানকালে সত্য ব্যবস্থানুযায়ী গ্রহণ ও প্রতিগ্রহণ কার্য্য করা আবশ্যক। (নি মে ধেহি, নি তে দধে) অর্থাৎ আমি তোমার সহিত এইরূপ আচরণ করিব, এবং তুমি আমার সহিত এরূপ ব্যবহার করিও, উপরোক্ত ব্যবহার গুলিকেও, অর্থাৎ সকল প্রকার ব্যবহারিক কার্য্যে— অনুবাদক), সত্যতার সহিত সম্পন্ন করা কর্ত্তব্য। (নিহারং চ হরাসি মে নি০) এই বস্ত্র আমার জন্য দাও (অর্থাৎ আমাকে প্রদান কর—অনুবাদক), অথবা তোমার জন্য আমি প্রদান করিব, এইরূপ কার্য্যের যথাবৎ, সত্যতার সহিত আচরণ করা কর্ত্তব্য অর্থাৎ কাহারও সহিত কস্মিন্ কালে কোন প্রকারের মিথ্যা ব্যবহার কর্ত্তব্য নহে, এবং এইরূপে কার্য্য করিলে গৃহীগণের সকলপ্রকার ব্যবহার সিদ্ধ হইয়া থাকে, কারণ যে গৃহস্থ বিচার পূর্বক সকলের হিতকারী কার্য্যে রত থাকেন, তাহার সদা উন্নতি প্রাপ্তি হয়।।১০।।

হে গৃহাশ্রম পালনেচ্ছুক মনুষ্যগণ । তোমরা স্বয়ম্বর অর্থাৎ আপন ইচ্ছানুকূল বিবাহ করিয়া গৃহাশ্রমকে প্রাপ্ত হও। (অর্থাৎ গৃহাশ্রমে প্রবৃত্ত হও—অনুবাদক), এবং গার্হস্থ ধর্ম্মপালনে কদাপি ভয় প্রাপ্ত বা কুণ্ঠিত হইও না, পরন্তু, উক্ত আশ্রমোচিত ধর্ম্ম যথাবৎ পালন করিয়া, বল ও পরাক্রমযুক্ত পদার্থ প্রাপ্তির ইচ্ছা কর। তোমরা গৃহাশ্রমী পুরুষদিগকে বলিবে যে, পরমেশ্বরের কৃপায় আপনাদিগের মধ্যে থাকিয়া, পরাক্রম, শুদ্ধমন, উত্তমবুদ্ধি এবং আনন্দ প্রাপ্ত হইয়া যেন গৃহাশ্রমধর্ম্ম প্রতিপালন করিতে সমর্থ হই।।১১।।

(য়েষামধ্যেতি০) যে ঘরে বাস করে মনুষ্য অধিক আনন্দ পায়, সেই ঘরে মনুষ্য

নিজের আত্মীয় বন্ধু বান্ধব এবং আচার্য্যদের আহ্বান করে থাকে। এবং তাঁদের বিবাহাদি শুভ কার্য্যে সৎকার পূ র্বক নিমন্ত্রণ করিয়া এই ইচ্ছা করে যে, তাঁহারা যেন আমাদের বিবাহাদির প্রতিজ্ঞার সাক্ষী স্বরূপ থাকেন।।১২।।

(উপস্থ) হে পরমেশ্বর ! আপনার কৃপাবলে আমরা যেন গৃহাশ্রমে থাকিয়া পশু, পৃথিবী, বিদ্যা, প্রকাশ, আনন্দ, ছাগী, মেষ আদি পদার্থ সকল উত্তমরূপে প্রাপ্ত হই, এবং আমার গৃহে যেন উত্তমোত্তম রসযুক্ত খাদ্য দ্রব্য এবং পানীয় পদার্থসকল সদা প্রস্তুত থাকে। ''বঃ'' এই পদ পুরুষ অব্যয় দ্বারা সিদ্ধ হইয়া থাকে, আমরা যেন উক্ত পদার্থ সকলের রক্ষার্থে ও আমাদিগের সুখার্থে প্রাপ্ত হই, এবং উহা প্রাপ্ত হইয়া আমরা যেন ঐহ্যিক পরমার্থিক উভয় প্রকারের সুখ লাভ করিতে সমর্থ হই। ''শংয়োঃ'' এই পদ নিঘন্ুতে প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ সাংসারিক সুখার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।।১৩।। ইতি গৃহাশ্রম বিষয়ঃ সংক্ষেপতঃ।

অথ বানপ্রস্থবিষয়ঃ সংক্ষেপত ঃ–

ত্রয়ো ধর্ম্মস্কন্ধা য়জ্ঞোঽধ্যয়নং দানমিতি প্রথমস্তপ এব দ্বিতীয়ো ব্রহ্মচর্য্যাচার্য্যকুলবাসী তৃতীয়োঽত্যন্তমাত্মানমাচার্য্যকুলেঽবসাদয়ন্ সর্ব এতে পুণ্যলোকা ভবন্তি। ছান্দোগ্য০ প্র০ ২ খং০ ২৩।।

ভাষ্যম্ ঃ- (ত্রয়ো ধর্ম্ম০) অত্র সর্বেস্বাশ্রমেষু ধর্ম্মস্য স্কন্ধা অবয়বাস্ত্রয়ঃ সন্তি। অধ্যয়নং, য়জ্ঞঃ ক্রিয়াকাণ্ডং, দানং চ। তত্র প্রথমো ব্রহ্মচারী তপঃসুশিক্ষাধর্ম্মানুষ্ঠানেনাচার্য্যকুলে বসতি। দ্বিতীয়ো গৃহাশ্রমী। তৃতীয়োঽত্যন্তমাত্মানমবসাদয়ন্ হৃদয়ে বিচারয়ন্নেকান্তদেশং প্রাপ্য সত্যাসত্যে নিশ্চিনুয়াৎ, স বানপ্রস্থাশ্রমী। এতে সর্বে ব্রহ্মচর্য্যাদয়স্ত্রয় আশ্রমাঃ পুণ্যলোকাঃ সুখনিবাসাঃ সুখয়ুক্তা ভবন্তি, পুণ্যানুষ্ঠানাদেবাশ্রমসংখ্যা জায়তে নান্যথেতি।

।। ভাষার্থ।।

(ত্রয়োধর্ম্মং) অর্থাৎ ধর্ম্মের তিনটি স্কন্ধ বা অবয়ব আছে, যথা ঃ– ১ম বিদ্যাধ্যয়নরূপী স্কন্ধ, দ্বিতীয় যজ্ঞ বা উত্তম কার্য্যের অনুষ্ঠান, এবং তৃতীয় দান (অর্থাৎ বিদ্যাদি শুভগুণযুক্ত পাত্রকে তাহাদিগের আবশ্যকীয় পদার্থ প্রদান করা–অনুবাদক)। প্রথমতঃ, ''তপঃ'' অর্থাৎ যখন ব্রহ্মচারী সুশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া ও বেদোক্ত ধর্মানুষ্ঠানে রত থাকিয়া, আচার্য্যকুলে বাস করতঃ বিদ্যানুশীলনে অর্থাৎ পঠন পাঠনে রত থাকেন, তখন তাহাকেই বিদ্যাধ্যায়নরূপী স্কন্ধ বলা হয়–অনুবাদক) তৃতীয়, পরমেশ্বরের বিষয়ে যথার্থ ও সুক্ষ্ম জ্ঞান দ্বারা বিচার করিয়া, একান্ত দেশে আসীন হইয়া, সত্যাসত্যের নিশ্চয় করা মনুষ্যের বানপ্রস্থাশ্রম ধর্ম্ম। ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম যথাবৎ পালন করিলে অপরাপর আশ্রম সকল পুণ্যলোক বা সুখনিবাস স্বরূপ হইয়া থাকে, (অর্থাৎ লোকে অন্যান্য

আশ্রমে পরম সুখে অতিবাহিত করিতে সমর্থ হন – অনুবাদক)। ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম যথাবিহিত রূপে পালন করিয়া বিদ্যালাভ করতঃ, ধর্ম্ম ও ঈশ্বর বিষয় সম্যক নিশ্চিত হইয়া, (অর্থাৎ নিশ্চয় জ্ঞান লাভ করিয়া বা জ্ঞাত হইয়া–অনুবাদক) গৃহাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া, একান্ত স্থানরূপ বনে গমন পূর্বক, সম্যকপ্রকারে সত্যাসত্য বস্তুর ব্যবহার বিষয় নিশ্চিত জ্ঞাত হইয়া, বানপ্রস্থাশ্রম সমাপন করতঃ, সন্ন্যাস গ্রহণ করা যায়, এবং এইরূপ কার্য্যই মনুষ্যের পরম ধর্ম্ম ও কর্ত্তব্য। ইতি বানপ্রস্থবিষয়ঃ সংক্ষেপতঃ।

(অথ সন্ন্যাসাশ্রম বিষয়ঃ সংক্ষেপত ঃ–)

ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমেণ গৃহীতবিদ্যো ধর্ম্মেশ্বরাদি সম্যঙ নিশ্চিত্য, গৃহাশ্রমেণ তদনুষ্ঠানং তদ্বিজ্ঞানবৃদ্ধিং চ কৃত্বা, ততো বনমেকান্তং গত্বা, সম্যক্ সত্যাসত্যবস্তুব্যবহারান্নিশ্চিত্য বানপ্রস্থাশ্রমং সমাপ্য সন্নাসী ভবেৎ। অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমং সমাপ্য গৃহী ভবেৎ, গৃহী ভুত্বা বনী ভবেদ্বনী ভূত্বা প্রব্রজেদ্ ইত্যেকঃ পক্ষঃ। য়দহরেব বিরজেৎ তদহরের প্রবজেদ্বনাদ্বা গৃহাদ্বা, অস্মিন্ পক্ষে বানপ্রস্থাশ্রমমকৃত্বা গৃহাশ্রমানন্তরং সন্ন্যাসং গৃহ্ণীয়াদিতি দ্বিতীয়ঃ পক্ষঃ।

ব্রহ্মচর্য্যাদেব প্রবজেৎ, সম্যগ্ ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমং কৃত্বা গৃহস্থবানপ্রস্থাশ্রমাবকৃত্বা সন্ন্যাসাশ্রমং গৃহ্ণীয়াদিতি তৃতীয়ঃ পক্ষঃ।

স র্বত্রান্যাশ্রমবিকল্প উক্তঃ, পরন্তু ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমানুষ্ঠানং নিত্যমেব কর্ত্তব্যমিত্যাপয়াতি। কুতঃ ? ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমেণ বিনাऽন্যাশ্রমানুৎপত্তেঃ।

।। ভাষার্থ।।

এই সন্ন্যাস আশ্রম ধারণের তিন প্রকার পক্ষ আছে যথা ঃ– ব্রহ্মচর্য্য ইত্যাদি, অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম সমাপ্ত করিয়া গৃহী হন, গৃহী হইয়া বানপ্রস্থী হন, তৎপরে বানপ্রস্থাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া পরিব্রাজক হইয়া থাকেন, ইহাই উক্ত সন্ন্যাসধর্ম্মের প্রথম পক্ষ। দ্বিতীয় (য়দহরেব প্র০) অর্থাৎ যে সময় বৈরাগ্য অর্থাৎ মন্দকর্ম্ম হইতে চিত্ত পৃথক হইয়া সত্যমার্গে নিশ্চিত হইয়া যায়, সে সময় গৃহাশ্রম হইতেও একেবারেই সন্ন্যাস গ্রহণ করা যাইতে পারে, এবং এইরূপে সন্ন্যাস গ্রহণ করাকেই সন্ন্যাসাশ্রমরূপ ধর্মের দ্বিতীয় পক্ষ বলা হয়। আর যদি ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমেই ব্রহ্মচারী পূর্ণ বিদ্বান হইয়া, জীবমাত্রেরই উপকার করিবার ইচ্ছা করতঃ, ঐ বালব্রহ্মচারী উক্ত ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম হইতেই (তীক্ষ্ম বৈরাগ্য হেতু–অনুবাদক) একেবারেই সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করেন, তবে এইরূপ কার্য্যকেই সন্ন্যাস ধর্ম্মের তৃতীয় পক্ষ স্বরূপ বলা হয়।

ব্রহ্মসꣳস্থোऽমৃতত্বমেতি।।১।। ছন্দো০ প্রপা০২ খং০ ২৩। (প্রবাক ১)।।

তমেতং বেদানুবচনেন বিবিদিষন্তি। ব্রহ্মচর্য্যেণ তপসা শ্রদ্ধয়া য়জ্ঞেনানাশকেন চৈতমেব বিদিত্বা মুনির্ভবত্যেতমেব প্রব্রাজিনো লোকমীপ্সন্তঃ প্রবজন্তি। এতদ্ধ স্ম বৈ তৎপূর্বে ব্রাহ্মণা। অনূচানা বিদ্বাꣳসঃ প্রজাং ন কাময়ন্তে কিং প্রজয়া করিষ্যামো য়েষাং

নোঽয়মাত্মায়ং লোক ইতি। তে হ স্ম পুত্রৈষণায়াশ্চ বিত্তৈষণায়াশ্চ লোকৈষণায়াশ্চ ব্যুত্থায়াথ ভিক্ষাচর্য্যং চরন্তি। য় হ্যেব পুত্রৈষণা সা বিত্তৈষনা য়া বিত্তৈষণা সা লোকৈষণোভে হ্যেতে এষণে এব ভবতঃ।।২।। শ০কাং ১৪ অ০ ৭। ব্রা০২। (কং০ ২৫, ২৬)।।

ভাষ্যম্ ঃ- (ব্রহ্মসংস্থ০) চতুর্থো ব্রহ্মসংস্থঃ সন্ন্যাসী (অমৃতত্বং) (এতি) প্রাপ্নোতি।।

(তমেতং বেদা০) সর্ব আশ্রমিণো বিশেষতঃ সন্ন্যাসিমতমেতং পরমেশ্বরং সর্বভূতাধিপতিং বেদানুবচনেন তদধ্যয়নেন তচ্ছ্রবণেন তদুক্তানুষ্ঠানেন চ বেত্তুমিচ্ছন্তি। (ব্রহ্মচর্য়েণ০) ব্রহ্মচর্য্যেণ, তপসা ধর্ম্মানুষ্ঠানেন, শ্রদ্ধয়াঽত্যন্তপ্রেম্না, য়জ্ঞেন নাশরহিতেন বিজ্ঞানেন ধর্মক্রিয়াকাণ্ডেন চৈতং পরমেশ্বরং বিদিত্বৈব মুনির্ভবতি। প্রব্রাজিনঃ সন্ন্যাসিন এতং য়থোক্তং লোকং দ্রষ্টব্যং পরমেশ্বরমেবেপ্সন্তঃ প্রব্রজন্তি সন্ন্যাসাশ্রমং গৃহ্নন্তি। (এতদ্ ব্রহ্ম০) য় এতদিচ্ছন্তঃ সন্তঃ পূর্বে অত্যুত্তমা ব্রাহ্মণা ব্রহ্মবিদোঽনুচানা নিঃশঙ্কা পুর্ণজ্ঞানিনোঽন্যেষাং শঙ্কানিবারকা বিদ্বাংসঃ প্রজাং গৃহাশ্রমং ন কাময়ন্তে নেচ্ছন্তি, (তে হ স্ম০) হেতি স্ফুটে, স্মেতি স্ময়ে, তে প্রোৎফুল্লাঃ প্রকাশমানা বদন্তি বয়ং প্রজয়া কিং করিষ্যামঃ, কিমপি নেত্যর্থঃ। য়েষাং নোঽস্মাকময়মাত্মা পরমেশ্বরঃ প্রাপ্যো লোকো দর্শনীয়শ্চাস্তি।

এবং তে (পুত্রৈয়ণায়াশ্চ) পুত্রোৎপাদনেচ্ছায়াঃ (বীত্তৈষণায়াশ্চ) জড়ধনপ্রাপ্ত্যনুষ্ঠানেচ্ছায়াঃ (লোকৈষণায়াশ্চ) লোকে স্বস্য প্রতিষ্ঠাস্তুতিনিন্দেচ্ছায়াশ্চ (ব্যুত্থায়) বিরজ্য (ভিক্ষাচর্য্যং চ০) সন্ন্যাসাশ্রমনুষ্ঠানং কুর্বন্তি। য়স্য পুত্রৈষণা পুত্রপ্রাপ্ত্যেষণেচ্ছা ভবতি তস্যাবশ্যং বিত্তৈষণাপি ভবতি য়স্য বিত্তৈষণা তস্য নিশ্চয়েন লোকৈষণা ভবতীতি বিজ্ঞায়তে। তথা য়স্যৈকা লোকৈষণা ভবতি তস্যোভে পূর্বে পুত্রৈষণালোকৈষণে ভবতঃ। য়স্য চ পরমেশ্বরমোক্ষপ্রাপ্ত্যেষণেচ্ছাস্তি, তস্যৈতাস্তিস্রো নিবর্ত্তন্তে। নৈব ব্রহ্মানন্দবিত্তেন তুল্যং লোকবিত্তং কদাচিদ্ ভবিতুমর্হতি। য়স্য পরমেশ্বরে প্রতিষ্ঠাস্তি তস্যান্যাঃ সর্বাঃ প্রতিষ্ঠা নৈব রূচিতা ভবন্তি। সর্বান্ মনুষ্যাননুগৃহ্নন্ সর্বদা সত্যোপদেশেন সুখয়তি, তস্য কেবলং পরোপকারমাত্রং সত্যপ্রবর্ত্তনং প্রয়োজনঃ ভবতীতি।।২।।

।। ভাষার্থ।।

(ব্রহ্মাসংস্থ০) চতুর্থ ব্রহ্মসংস্থ সন্ন্যাসী যিনি অমৃতত্ব প্রাপ্ত হন।

(তমেতং) অর্থাৎ যে কেহ বিশেষতঃ এইরূপ সন্ন্যাসীগণ বেদশাস্ত্রে পঠন, শ্রবণ ও তদনুযায়ী আচরণ দ্বারা সর্ব ভূতাধিপতি পরমেশ্বরকে জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারাই অমৃতত্ব অর্থাৎ মোক্ষ মার্গ প্রাপ্ত হন। (ব্রহ্ম চ) যে সৎ বা সাধু পুরুষ, ব্রহ্মচর্য্য, ধর্ম্মানুষ্ঠান, শ্রদ্ধাযজ্ঞ ও জ্ঞানবলে পরমাত্মাকে জ্ঞাত হইয়া মুনি অর্থাৎ বিচারশীল হন, তিনি ব্রহ্মলোক অর্থাৎ সন্ন্যাসীগণের প্রাপ্তি বা গন্তব্য স্থান প্রাপ্ত হইবার জন্য

সন্ন্যাসী হন (সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া থাকেন–অনুবাদক)। উহাদিগের মধ্যে যাঁহারা পুর্ণ বিদ্বান্ হন, তাঁহাদিগের গৃহস্থাশ্রমে প্রবিষ্ট হইয়া পুত্রোৎপাদনাদির ইচ্ছা না থাকায়, তাঁহারা তদ্বিষয় বিতৃষ্ণাযুক্ত হইয়া থাকেন, বিশেষতঃ, তাঁহারা পরমেশ্বরের দর্শনাভিলাষী হইয়া, সর্বপ্রকার (সাংসারিক সুখের জন্য) প্রজা, ধন, প্রতিষ্ঠা ও বস্তুত্যাদির আদৌ ইচ্ছা করেন না। অর্থাৎ পুত্রৈষনা, বিত্তৈষনা ও লোকৈষ্বণা বর্জন করেন। এইরূপ ব্রহ্মচারীরা (তাঁহাদিগের মনে তীক্ষ্ম বৈরাগ্য উদিত হওয়ায়—অনুবাদক) তাঁহারা গৃহস্থাশ্রম বা বানপ্রস্থাশ্রম গ্রহণ ও পালন না করিয়াই একেবারেই সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ পূর্বক সন্ন্যাসী হইয়া ভিক্ষাচরণরূপ সন্ন্যাসাশ্রমের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। এইরূপ সন্ন্যাসীরা সকলের গুরু অর্থাৎ সত্য ও হিতোপদেষ্টা হইয়া থাকেন, তথা সকলের গৃহে অতিথি হইয়া, গৃহে বিচরণ পুর্বক, লোক সকলকে সংসারের অজ্ঞানরূপী অন্ধকার হইতে পৃথক করাইয়া, সত্যবিদ্যার উপদেশরূপ প্রকাশ দ্বারা সকলের আত্মাকে প্রকাশিত করাইযা দেন।

প্রাজাপত্যামিষ্টিং নিরুপ্য তস্যাং সর্ববেদসং হুত্বা ব্রাহ্মণঃ প্রব্রজেৎ ইতি শতপথেশ্রুত্যক্ষরাণি।।৩।।

য়ং য়ং লোকং মনসা সংবিভাতি বিশুদ্ধসত্বঃ কাময়তে য়াংশ্চ কামান্। তং তং লোকং জায়তে তাংশ্চ কামাংস্তস্মাদাত্মজ্ঞং হ্যর্চয়েদ্ ভূতিকামঃ।।৪।। মুণ্ডকোপনি০ মুণ্ডকে ৩ খং০১ মং০১০।।

ভাষ্যম্ ঃ- (প্রাজাপত্যা০) স চ সন্ন্যাসী প্রাজাপত্যাং পরমেশ্বরদেবতাকামিষ্টিং কৃত্বা, হৃদয়ে সর্বমেতন্নিশ্চিত্য, তস্যাং (সর্ববেদসং) শিখাসূত্রাদিকং হুত্বা, মুনির্ম্মননশীলঃ সন্ প্রব্রজতি সন্ন্যাসং গৃহ্ণাতি।

পরন্ত্বয়ং পূর্ণবিদ্যাবতাং রাগদ্বেষরহিতানাং সর্বমনুষ্যোপকারবুদ্ধীনাং সন্ন্যাসগ্রহণাধিকারো ভবতি, নাল্পবিদ্যানামিতি। তেষাং সন্ন্যাসিনাং প্রাণাপানহোমো, দোষেভ্য ইন্দ্রিয়াণাং মনসশ্চ সদা নিবর্ত্তনং, সত্যধর্ম্মানুষ্ঠানং চৈবাগ্নিহোত্রম্। কিন্তু পূর্বেষাং ত্রয়াণামেবাশ্রমিনামনুষ্ঠাতুং য়োগ্যং য়দ্ বাহ্যক্রিয়াময়মস্তি সন্ন্যাসিনাং তন্ন। সত্যোপদেশ এব সন্ন্যাসিনাং ব্রহ্ময়জ্ঞঃ, দেবয়জ্ঞো ব্রহ্মোপাসনম্, বিজ্ঞানিনাং প্রতিষ্ঠাকরণং পিতৃয়জ্ঞোঃ হ্যজ্ঞেভ্যো জ্ঞানদানং সর্বেষাং ভূতানামুপর্য্যনুগ্রহোऽপীড়নং চ ভূতয়জ্ঞঃ, স র্বমনুষ্যোপকারার্থং ভ্রমণমভিমানশূন্যতা সত্যোপদেশকরণেন সর্বমনুষ্যাণাং সৎকারানুষ্ঠানং চাতিথিয়জ্ঞঃ। এবং লক্ষণাঃ পঞ্চমহায়জ্ঞা বিজ্ঞানধর্ম্মানুষ্ঠানময়া ভবন্তীতি বিজ্ঞেয়ম্। পরন্ত্বেকস্যাদ্বিতীয়স্য সর্বশক্তি-মদাদিবিশেষণয়ুক্তস্য পরব্রহ্ম উপাসনা সত্যধর্মনুষ্ঠানং চ সর্বেষামাশ্রমিণামেকমেব ভবতীত্যয়ং বিশেষঃ।।৬।।

(বিশুদ্ধস০) শুদ্ধান্তঃকরণো মনুষ্যঃ (য়ং য়ং লোকং মনসা) ধ্যানেন সংবিভাতি ইচ্ছতি, (কাময়তে য়াংশ্চ কামান্) য়াংশ্চ মনোরথানিচ্ছতি, (তং তং লোকং তাংশ্চ কামান্) জায়তে প্রাপ্নোতি তস্মাৎ কারণাদ্ (ভূতিকামঃ) ঐশ্বর্য্যকামো মনুষ্যঃ, (আত্মজ্ঞং) আত্মানং পরমেশ্বরং জানাতি তং সন্ন্যাসিনমেব সর্বদার্চ্চয়েৎ সৎকুর্য্যাৎ। তস্যৈব সঙ্গেন সৎকারেণ চ মনুষ্যাণাং সুখপ্রদা লোকাঃ কামাশ্চ সিদ্ধা ভবন্তীতি। তদ্‌ভিন্নান মিথ্যোপদেশকান্ স্বার্থসাধনতৎপরান্ পাখণ্ডিনঃ কোঽপি নৈবার্চয়েৎ। কুতঃ ? তেষাং সৎকারস্য নিষ্ফলত্বাদ্দুঃখফলত্বাচ্চেতি।।৪।।

(ইতি বর্ণাশ্রম বিষয়ঃ সংক্ষেপতঃ)

।। ভাষার্থ।।

(প্রাজাপত্যা০) অর্থাৎ সন্ন্যাসী প্রজাপত্যরূপ ইষ্টিতে (যজ্ঞে) শিখা সূত্রাদির হোম করিয়া, গার্হস্থ আশ্রম পরিত্যাগ পূ র্বক মননশীল ও বিরাগী হইয়া, সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করেন।

(য়ং য়ং লোকং) এইরূপ সন্ন্যাসী শুদ্ধান্তঃকরণে যে যে লোক ও যাহা কিছু কামনা করেন তৎ সমুদায় সিদ্ধ হইয়া থাকে। এজন্য যদি কাহার ঐশ্বর্য্য প্রাপ্তির ইচ্ছা হয়, তবে তাহার আত্মাজ্ঞ অর্থাৎ ব্রহ্মবেত্তা সন্ন্যাসীর সেবা করা কর্ত্তব্য। এ বিষয়ে বেদানুযায়ী ও যুক্তি অনুসারে চারিপ্রকার আশ্রম সিদ্ধ আছে, যেহেতু মনুষ্যমাত্রেরই নিজ আয়ুর প্রথমাংশ বিদ্যাপাঠে ব্যতীত করা (অর্থাৎ অতিবাহিত করা) কর্ত্তব্য, এবং পূর্ণ বিদ্যা পাঠ করিয়া, সংসারের উন্নতি সাধন জন্য, অবশ্য গৃহাশ্রম স্বীকার করিবেন, তৎপরে গার্হস্থ আশ্রমস্থ ধর্ম্মাচরণ পূর্বক পুত্রোৎপাদনাদি করিয়া পঞ্চাশ বর্ষ বয়ঃক্রম অতীত হইলে, বিদ্যা উপার্জ্জন ও সংসারের হিতার্থে একান্ত দেশে অবস্থান করিয়া, জগতের অধিষ্ঠাতা পরমেশ্বরের সত্যজ্ঞান সম্যক প্রকারে উপলব্ধি করিবেন, এবং তৎপর মনুষ্যকে সর্বপ্রকার ব্যবহারিক ও পারমার্থিক বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিবার জন্য ও সকলের সংশয় ছেদনার্থ, তথা সত্য বিষয়ের নিশ্চয়ার্থ সন্ন্যাস গ্রহণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। যেহেতু এইরূপ (ক্রমান্বয়ে) না করিলে, সম্পূর্ণ রূপে পক্ষপাত পরিত্যাগ করা বড়ই দুরূহ ব্যাপার হইয়া উঠে। ইতি সন্ন্যাস আশ্রম বিষয় সংক্ষেপতঃ।

ইতি বর্ণাশ্রম বিষয়ঃ সংক্ষেপতঃ

–০–

অথ পঞ্চমহাযজ্ঞবিষয়ঃ সংক্ষেপতঃ

যে পঞ্চমহায়জ্ঞা মনুষ্যৈর্নিত্যং কর্ত্তব্যাঃ সন্তি, তেষাং বিধানং সংক্ষেপতোঽত্র লিখামঃ। তত্র ব্রহ্মযজ্ঞস্যায়ং প্রকারঃ–সাঙ্গানাং বেদাদিশাস্ত্রাণাং সম্যগধ্যয়নমধ্যাপনং সন্ধ্যোপাসনং চ সর্বৈঃ কর্ত্তব্যম্। তত্রাধ্যয়নাধ্যাপনক্রমো য়াদৃশঃ পঠনপাঠনবিষয় উক্তস্তাদৃশো গ্রাহ্যঃ। সন্ধ্যোপাসনবিধিশ্চ পঞ্চমহায়জ্ঞবিধানে য়াদৃশ উক্তস্তাদৃশঃ কর্ত্তব্যঃ। তথাগ্নিহোত্রবিধিশ্চ য়াদৃশস্তত্রোক্ত স্তাদৃশ এব কর্ত্তব্যঃ।

অত্র ব্রহ্মযজ্ঞাগ্নিহোত্রপ্রমাণং লিখ্যতে —

সমিধাগ্নিং দুবস্যত ঘৃতৈর্বোধয়তাতিথিম্।
আস্মিন্ হব্যা জুহোতন।।১।। যজুঃ০ অ০৩ মং০১।।

অগ্নিং দূতং পুরো দধে হব্যবাহমুপ ব্রুবে। দেবাঁং২।।
আ সাদয়াদিহ।।২।। যজুঃ০ অ০২২ মং০ ১৭।।

সায়ংসায়ং গৃহপতির্নো অগ্নিঃ প্রাতঃ প্রাতঃ সৌমনস্য দাতা।
বসোর্বসোর্বসুদান এধি বয়ং ত্বেন্ধানাস্তন্বংঽ পুষেম।।৩।।
প্রাতঃপ্রাতর্গৃহপতির্নো অগ্নিঃ সায়ংসায়ং সৌমনস্য দাতা।
বসোর্বসোর্বসুদান এধীন্ধানাত্বা শতহিমা ঋধেম।।৪।।

অথর্ব০ কা০ ১৯ অনু০ ৭ মং ৩।৪।।

ভাষ্যম্ ঃ- (সমিধাগ্নিং০) হে মনুষ্যা বায়বোষধিবৃষ্টিজলশুদ্ধ্যা পরোপকারায়, (ঘৃতৈঃ) ঘৃতাদিভি শেশাধিতৈর্দ্রব্যৈঃ সমিধা চাতিথিমগ্নিং য়ূয়ং বোধয়ত, নিত্যং প্রদীপয়ত। (অস্মিন্) অগ্নৌ (হব্যা) হোতুমর্হাণি পুষ্টিমধুরসুগন্ধরোগনাশকরৈর্গুণৈর্যুক্তানি সম্যক্ শোধিতানি দ্রব্যাণি (আ জুহোতন) আ সমন্তাজ্জুহুত। এবমগ্নিহোত্রং নিত্যং (দুবস্যত) পরিচরত। অনেন কর্ম্মণা সর্বোপকারং কুরুত।।১।।

(অগ্নিং দূতং) অগ্নিহোত্রকর্ত্তৈবমিচ্ছেদহং বায়ৌ মেঘমণ্ডলে চ ভূতদ্রব্যস্য প্রাপণার্থগ্নিং দূতং ভৃত্যবৎ (পুরোদধে) সম্মুখতঃ স্থাপয়ে। কথম্ভূতমগ্নিং ? (হব্যবাহ্) হব্যং দ্রব্যং দেশান্তরং বহতি প্রাপয়তীতি হব্যবাট্ তং (উপব্রুবে) অন্যান্ জিজ্ঞাসূন্ প্রত্যুপদিশানি (দেবাং।। ২০) সোঽগ্নিরেতদগ্নিনহোত্রকর্মণা দেবান্ দিব্যগুণান্ বায়ুবৃষ্টিজলশুদ্ধিদ্বারেহাস্মিন্ সংসার আসাদয়াদ্ আসমন্তাৎ প্রাপয়তি।

য়দ্বা—হে পরমেশ্বর (দূতম্) সর্বেভ্যঃ সত্যোপদেশকং (অগ্নিম্) অগ্নিসংজ্ঞকং ত্বাং

(পুরোদধে) ইষ্টত্বেনোপাস্যং মন্যে। তথা হব্যবাহং) গ্রহীতুং য়োগ্যং শুভগুণময়ং বিজ্ঞানং হব্যং, তদ্ বহতি প্রাপয়তীতি তং ত্বা (উপব্রুবে) উপদিশানি। স ভবান্ কৃপয়া (ইহ) অস্মিন্ সংসারে (দেবান্) দিব্যগুণান্ (আসাদয়াৎ) আ সমন্তাৎ প্রাপয়তু।।২।।

(নঃ) অস্মাকময়ং (অগ্নিঃ) ভৌতিকঃ পরমেশ্বরশ্চ (গৃহপতি) গৃহাত্মপালকঃ প্রাতঃ সায়ং পরিচরিতঃ সূপাসিতশ্চ (সৌমনস্য দাতা) আরোগ্যস্যানন্দস্য চ দাতাস্তি। তথা (বসোর্ব০) উত্তমোত্তমপদার্থস্য চ দাতাস্তি। অতএব পরমেশ্বরঃ 'বসুদানঃ' ইতি নাম্নাখ্যায়তে। হে পরমেশ্বরৈবম্ভূতস্ত্বমস্মাকং রাজ্যাদিব্যবহারে হৃদয়ে চ (এধি) প্রাপ্তো ভব। তথা ভৌতিকোঽপ্যগ্নিরত্র গ্রাহ্যঃ। (বয়ংস্ত্বে০) হে পরমেশ্বর ! এবং ত্বা ত্বামিন্ধানাঃ প্রকাশমানা বয়ং (তন্বম্) শরীরং (পুষেম) পুষ্টং কুর্য্যাম। তথাগ্নিহোত্রাদিকর্ম্মাণা। ভৌতিকমগ্নিমিন্ধানাঃ প্রদীপয়িতারঃ সন্তঃ সর্বে বয়ং পুষ্যামঃ।।৩।।

(প্রাতঃপ্রাতর্গৃহপতির্নো০) অস্যার্থঃ পু র্বদ্বিজ্ঞেয়ঃ। অত্র বিশেষস্ত্বয়ম্– এবমগ্নিহোত্রমীশ্বরোপাসনং চ কুর্বন্তঃ সন্তঃ (শতহিমাঃ০) শতং হিমা হেমন্তর্ত্তবো গচ্ছন্তি য়েষু সংবৎসরেষু তে শতহিমা য়াবৎ স্যুস্তাবৎ (ঋধেম) বর্ধেমহি। এবং কৃতেন কর্ম্মণা নোঽস্মাকং কদাচিদ্ধানির্ন ভবেদিতীচ্ছামঃ।।৪।।

অগ্নিহোত্রকরণার্থং তাম্রস্য মৃত্তিকায়া বৈকাং বেদিং সম্পাদ্য, কাষ্টস্য রজতসুবর্ণয়োর্বা চমসমাজ্যস্থালীং চ সংগৃহ্য, তত্র বেদ্যাং পলাশাম্রাদিসমিধঃ সংস্থাপ্যাগ্নিং প্রজ্জ্বাল্য, তত্র পূর্বাক্তদ্রব্যস্য প্রাতঃসায়ংকালয়োঃ প্রাতরেব বোক্তমন্ত্রৈর্নিত্যং হোমং কুর্য্যাৎ।।

।।ভাষার্থ।।

এক্ষণে পঞ্চমহাযজ্ঞ অর্থাৎ যে যে কর্ম্মগুলি মনুষ্যের প্রতিদিন অবশ্য কর্ত্তব্য, তদ্বিষয়ের বিধান সংক্ষেপে লিখিত হইতেছে। এই পঞ্চমহাযজ্ঞের মধ্যে প্রথম ব্রহ্মযজ্ঞ। ব্রহ্মযজ্ঞ সাধন করিতে হইলে, সমগ্র অঙ্গের সহিত বেদশাস্ত্রের পঠন-পাঠন তথা সন্ধ্যোপাসনা অর্থাৎ প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে ঈশ্বরের স্তুতি প্রার্থনা ও উপাসনা মনুষ্যমাত্রেরই করা কর্ত্তব্য। পঠন পাঠনের ব্যবস্থা আমরা ইতিপূর্বে পঠন পাঠন বিষয় বর্ণনকালে বিস্তারিত বর্ণন করিয়াছি, তথায় দেখিয়া লইবেন। সন্ধোপাসনা ও অগ্নিহোত্রাদি বিষয়ের বিধান যেরূপে আমি (অর্থাৎ স্বামীজী) মৎকৃত পঞ্চমহাযজ্ঞ বিধি নামক পুস্তকে বর্ণন করিয়াছি তদ্রূপ জ্ঞাত হইবেন। যাহা হউক আমি এস্থলেও ব্রহ্মযজ্ঞ ও অগ্নিহোত্রাদি বিষয়ে আরও কিছু বৈদিক প্রমাণ উদ্ধৃত করিতেছি যথা ঃ–

(সমিধাগ্নিং ইত্যাদি) অর্থাৎ হে মনুষ্যগণ ! তোমরা বায়ু, ঔষধি ও বর্ষার জলের শুদ্ধি সম্পাদন দ্বারা সকলের হিতার্থে ঘৃতাদি শুদ্ধ বস্তু ও সমিধা অর্থাৎ আম্র ও পলাশাদি কাষ্ঠ দ্বারা, অতিথি রূপে অগ্নিকে নিত্য প্রকাশিত কর (করিতে থাক–অনুবাদক) এবং

উক্ত অগ্নিতে হোমোপযোগী পুষ্টিকারক, মধুর ও সুগন্ধিযুক্ত, যথা দুগ্ধ, ঘৃত, শর্করা, গুড়, কেশর, মৃগনাভী, যথা রোগনাশক যথা গুরুচী ও সোমলতাদি রূপ শুদ্ধ পদার্থ দ্বারা উত্তমরূপে নিত্য অগ্নিহোত্র করিয়া সকলের উপকার সাধন কর। ।১। ।

(অগ্নিং দুতং) অগ্নিহোত্রকারী মনুষ্য এইরূপ ইচ্ছা করিবেন যে, আমি প্রাণীমাত্রেরই হিতকারী পদার্থকে পরম উচ্চ মেঘমণ্ডলে পৌছাইয়া দিবার জন্য, অগ্নিকে দূতরূপ সেবকের ন্যায় নিজ সম্মুখে স্থাপন করিতেছি, যেহেতু উক্ত অগ্নি হব্য। অর্থাৎ হবনীয় যোগ্য বস্তু সকলকে, দেশান্তরে পৌঁছাইয়া দেয়, এজন্য ইহাকে 'হব্যবাট্' বলে। যে জন এই অগ্নিহোত্র বিষয় জ্ঞাত হইতে ইচ্ছা করেন, (ঈশ্বর বলিতেছেন–অনুবাদক), আমি তাহাকে এরূপ উপদেশ করি যে, তিনি বায়ু ও বর্ষার জলের শুদ্ধি হেতু, ভৌতিক অগ্নিতে অগ্নিহোত্র বা হোম করিয়া, ইহ সংসারে শ্রেষ্ঠ গুণ সকলকে পৌঁছাইয়া দিন। (অর্থাৎ সংসারের হিতার্থে হোম করিয়া বায়ু ও বৃষ্টির জলের শুদ্ধি সম্পাদন করিয়া, সংসারের হিতসাধনে রত থাকুন–অনুবাদক)। উপরোক্ত মন্ত্রের আর একপ্রকার অর্থ হয়, তাহাও এস্থানে প্রকাশ করিতেছি যথা ঃ– প্রাণীমাত্রেরই সত্যোপদেশক অগ্নি নাম দ্বারা প্রসিদ্ধ (অর্থাৎ হে অগ্নি নামধারী–অনুবাদক) পরমেশ্বর। আমি আপনাকে ইচ্ছাপূর্বক উপাসনা করিবার যোগ্য মনে করিয়া থাকি (অর্থাৎ অভিলাষ করি–অনুবাদক)। হে পরমেশ্বর । আপনি এরূপ কৃপা করুন যে, আপনাকে যাহারা জানিতে ইচ্ছা করেন, তাহাদিগকে আমি যেন শুভগুণযুক্ত বিশেষ জ্ঞানদায়ক উপদেশ করি (অর্থাৎ করিতে সমর্থ হই–অনুবাদক), আপনিও কৃপা করিয়া এই সংসারে প্রাণীমাত্রকে শ্রেষ্ঠগুণ সকল প্রাপ্ত করান। ।২। ।

(সায়ং সায়ং) অর্থাৎ প্রতিদিন প্রাতঃকালে ও (সায়ং) সন্ধ্যার সময়, শ্রেষ্ঠ উপাসকের উপযুক্ত তথা গৃহ ও আত্মার রক্ষক স্বরূপ ভৌতিকাগ্নি তথা পরমেশ্বররূপী উভয় প্রকার অগ্নিই পরিচালিত অর্থাৎ সর্বত্র সুগন্ধীকৃত করিয়া ও উত্তমরূপে উপাসিত হইয়া, (ভৌতিকাগ্নি গৃহ ও বাহ্য পদার্থের রক্ষক ও কতক পরিমাণে আত্মার ও রক্ষক হইয়া থাকে, কারণ শরীরের আরোগ্যের সহিত কতকটা আত্মারও সম্বন্ধ আছে, যদিও ভৌতিকাগ্নি বিশেষরূপে সর্বত্র সুবাসিত করিয়া থাকে, পরন্তু পরমেশ্বর রূপী অগ্নি স র্বশ্রেষ্ঠ ও উপাসনার যোগ্য এবং জীবাত্মার রক্ষকস্বরূপ জানিবে–অনুবাদক) যে রূপ আরোগ্য ও আনন্দ প্রদান করেন, সেইরূপ (বসোর্বসো) আমরা ও রাজ্যাদি উত্তমোত্তম পদার্থ সকলের প্রদাতা বলিয়া (তিনিই বসুদানঃ) প্রসিদ্ধ ও সর্বৈশ্বর্য্যদাতা স্বরূপ হন। হে পরমেশ্বর। আপনি সর্বৈশ্বর্য্যপ্রদ, আপনি আমাদিগের রাজ্যাদি ব্যবহার বিষয়ে ও হৃদয় মধ্যে প্রকাশিত হউন। উপরোক্ত মন্ত্রে অগ্নিহোত্র করিবার জন্য ভৌতিক অগ্নিরও গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। (বয়ং ত্বে০) হে পরমেশ্বর। যেরূপ আমি আপনাকে পুর্বোক্তরূপে উপাসনা করিয়া আপন শরীরের পুষ্টিসাধন করিয়া থাকি, তদ্রূপ

অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম দ্বারা ও ভৌতিকাগ্নিকে প্রজ্জ্বলিত করিয়া সংসারের এবং নিজ দেহের পুষ্টিসাধন করিয়া থাকি । ।৩ । ।

(প্রাতঃ গৃহপতির্নো ইত্যাদি) ইহার অর্থ পূ র্ব বৎ, পরন্তু এই মন্ত্রের বিশেষত্ব এই যে, অগ্নিহোত্র ও ঈশ্বরের উপাসনা করিতে করিতে আমরা যেন (শতহিমাঃ) শত হেমন্ত ঋতু ব্যতীত হওয়া পর্য্যন্ত (অর্থাৎ শত বর্ষ পর্য্যন্ত যাহা মনুষ্যের পূর্ণ আয়ু–অনুবাদক) ধনাদি পদার্থের দ্বারা (সহিত) (ঋধেম) বৃদ্ধি প্রাপ্ত হই । ।৪ । ।

অগ্নিহোত্র করিবার জন্য তাম্রপাত্র বা মৃত্তিকার বেদী প্রস্তুত করিয়া কাষ্ঠ, রৌপ্য ও স্বর্ণ-নির্মিত চমস অর্থাৎ অগ্নিতে সুগন্ধযুক্ত পদার্থ ও ঘৃতাদি ঢালিবার হাতা ও আজ্যস্থালি অর্থাৎ ঘৃতাদি রাখিবার পাত্র লইয়া বেদীতে হোমার্থ পলাশ ও আম্রাদি বৃক্ষের সমিধা স্থাপন করিয়া, তাহাতে কর্পূরাদি দ্বারা অগ্নি প্রজ্বলিত করতঃ, পুর্বোক্ত পদার্থ দ্বারা, প্রাতঃ এবং সায়ংকালে অথবা তদভাবে কেবলমাত্র প্রাতঃকালেই নিত্য হোম করিবে, (অর্থাৎ করা কর্ত্তব্য–অনুবাদক) ।

অথাগ্নিহোত্রে হোমকরণমন্ত্রা ঃ–

সূর্য্যো জ্যোতির্জোতিঃ সূর্য্যঃ স্বাহা । ।১ । ।

সূর্য্যো বর্চ্চো জ্যোতির্বর্চ্চঃ স্বাহা । ।২ । ।

জ্যোতিঃ সূর্য্যঃ সূর্য্যো জ্যোতিঃ স্বাহা । ।৩ । ।

সজূর্দেবেন সবিত্রা সজূরুষসেন্দ্রবত্যা ।

জুষাণঃ সূর্য্যো বেতু স্বাহা । ।৪ । । ইতি প্রাতঃকালমন্ত্রাঃ । ।

অগ্নির্জ্যোতিরগ্নিঃ স্বাহা । ।১ । ।

অগ্নির্বর্চ্চো জ্যোতির্বর্চ্চঃ স্বাহা । ।২ । ।

অগ্নির্জ্যোতি রিতি মন্ত্রং মনসোচ্চার্য্য তৃতীয়াহুতির্দেয়া । ।৩ । ।

সজুর্দেবেন সবিত্রা সজু রাত্র্যেন্দ্রবত্যা । জুষাণো অগ্নির্বেতু স্বাহা । ।৪ । ।

য০অ০৩ মং ৯,১০ । ।

। । ইতি সায়ংকালমন্ত্রাঃ । ।

ভাষ্যম ঃ- (সূর্য্যো০) যশ্চরাচরাত্মা, জ্যোতিষাং প্রকাশকানাং জ্যোতিঃ প্রকাশকঃ, সূর্য্যঃ সর্বপ্রাণঃ পরমেশ্বরোঽস্তি, তস্মৈ স্বাহাঽর্থাৎ তদাজ্ঞাপালনেন সর্বজগদুপকারায়ৈকাহুতিং দদ্মঃ । ।১ । ।

(সুর্য্যো ব০) যো বর্চ্চঃ সর্ববিদাং জ্যোতিষাং জ্ঞানবতাং জীবানাং বর্চোঽন্তর্যামিতযা সত্যোপদেষ্টা স র্বাত্মা সূর্য্যঃ পরমেশ্বরোঽস্তি, তস্মৈ০ । ।২ । ।

(জ্যোতিঃ সু০) যঃ স্বয়ম্প্রকাশঃ সর্বজগৎপ্রকাশকঃ সুর্যো জগদীশ্বরোঽস্তি, তস্মৈ০ । ।৩ । ।

(সজু০) যো দেবেন দ্যোতকেন সবিত্রা সূর্য্যলোকেন জীবেন চ সহ, তথা (ইন্দ্রবত্যা) সূর্য্যপ্রকাশবত্যোষসাঽথবা জীববত্যা মানসবৃত্যা (সজূঃ) সহ বর্ত্তমানঃ পরমেশ্বরোঽস্তি, সঃ (জুষাণঃ) সম্প্রীত্যা বর্ত্তমানঃ সন্ (সূর্য্যঃ) সর্বাত্মা কৃপাকটাক্ষেণাস্মান্ (বেতু) বিদ্যাদিসদ্গুণেষু জাতবিজ্ঞানান্ করোতু, তস্মৈ০ । ।৪ । ।

ইমাশ্চতস্র আহুতীঃ প্রাতরগ্নিহোত্রে কু র্বন্তি ।

অথ সায়ংকালাহুতয়ঃ–(অগ্নির্জোতিঃ০) যো জ্ঞানস্বরূপো জ্যোতিষাং জ্যোতিরগ্নিঃ পরমেশ্বরোঽস্তি, তস্মৈ০ । ।১ । ।

(অগ্নির্বর্চ্চো০) যঃ পুর্বোক্তোঽগ্নিঃ পরমেশ্বরোঽস্তি, তস্মৈ০ । ।২ । ।

''অগ্নির্জোতির্'' ইত্যনেনৈব তৃতীয়াহুতির্দেয়া । তদর্থশ্চ পুর্ববৎ । ।৩ । ।

(সজুর্দে০) যঃ পু র্বাক্তেন দেবেন সবিত্রা সহ পরমেশ্বরঃ সজূরস্তি, যশ্চেন্দ্রবত্যা বায়ুচন্দ্রবত্যা রাত্র্যা সহ বর্ত্ততে সোঽগ্নিঃ (জূষাণঃ) সম্প্রীতোঽস্মান্ (বেতু) নিত্যানন্দমোক্ষসুখায় স্বকৃপয়া কাময়তু, তস্মৈ জগদীশ্বরায় স্বাহেতি পুর্ববৎ । ।৪ । ।

এতাভিঃ সায়ংকালেঽগ্নিহোত্রিণো জুহ্বতি, একস্মিন্কালে সর্বাভির্বা ।

(সর্বংবৈ০) হে জগদীশ্বর । যদিদমম্বাভিঃ পরোপরাকাবার্থং কর্ম ক্রিয়েতে তদভবৎ কৃপয়াঽলং ভবত্বিতি হেতোরেতৎকর্ম তুভ্যং সমর্প্যতে ।

তথৈতরেয় ব্রাহ্মণে পঞ্চমপঞ্চিকায়ামেকত্রিংশত্তমায়াং কন্তিকায়াং চ সাযংপ্রাতরগ্নিহোত্রমন্ত্রা ভূর্ভুবঃ স্বরোমিত্যাদসো দর্শিতাঃ । ।

। । ভাষার্থ । ।

(সুর্য্যো জ্যো০) যিনি চরাচরের প্রকাশস্বরূপ, যিনি আত্মা ও সূর্য্যাদি প্রকাশরূপ লোক সকলেরও প্রকাশক, যিনি সকলের প্রাণস্বরূপ, তাঁহার (অর্থাৎ এরূপ সর্বপ্রকাশক পরমাত্মার—অনুবাদক) স্বাহার্থে অর্থাৎ আজ্ঞা পালন ও প্রসন্নতার নিমিত্ত, সমস্ত জগতের উপকারার্থ একাহুতি প্রদান অর্থাৎ আমরা হোম করিতেছি । ।১ । ।

(সূর্য্যো বর্চ্চো০) সূর্য্য, যাঁহাকে পরমেশ্বর বলা হয়, তিনি আমাদিগের সকল প্রকার বিদ্যাপ্রদাতা, সেই সূর্য্যরূপী পরমেশ্বর স র্ববিৎ ও জ্ঞানবান্ । তিনি জ্ঞানীপুরুষদিগের হৃদয়ে অন্তর্যামীরূপে সত্যোপদেষ্টা (হইয়া থাকেন—অনুবাদক), এইরূপ সর্বাত্মা পরমেশ্বরের প্রীতির জন্য ও তাঁহার অনুগ্রহ বলেই, আমরা অগ্নিহোত্র করিতেছি । ।২ । ।

(জ্যোতিঃ সূর্য্যো০) যিনি স্বয়ং প্রকাশমান্ ও সমগ্র জগৎ বা সংসারের প্রকাশকারী, এইরূপ জ্যোতিঃস্বরূপ পরমাত্মার প্রসন্নতার জন্য আমরা হোম করিতেছি । ।৩ । ।

(সজূর্দেবেন) যে পরমেশ্বর সূর্য্যাদিলোকে ব্যাপ্ত এবং বায়ু ও দিবসের সহিত ব্যাপ্ত থাকিয়া সংসারের পরম হিতকারক হইয়া থাকেন, তাঁহাকে আমরা জ্ঞাত হই এবং তিনি যেন আমাদিগের কৃত (প্রদত্ত) হোম গ্রহণ করেন। উপরোক্ত মন্ত্র পাঠ করিয়া চারিটী আহুতি প্রদান দ্বারা প্রাতঃকালে অগ্নিহোত্রীগণ হোম করিয়া থাকেন। ।৪। ।

এক্ষণে সায়ংকালের অগ্নিহোত্র করিবার মন্ত্র বর্ণন করিতেছি যথা ঃ (অগ্নির্জ্যোতি০ ইত্যাদি) অর্থাৎ অগ্নি যিনি জ্যোতিঃস্বরূপ পরমেশ্বর, (অগ্নি শব্দ ''অঞ্চু'' ধাতু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, যাহার অর্থ জ্ঞান, গতি ও পুজনীয়, অর্থাৎ সেই অগ্নি নামক পরমেশ্বর যিনি সাক্ষাৎ জ্ঞানস্বরূপ ও জ্ঞানপ্রদ তথা যিনি জ্যোতিষ্মান্‌দিগেরও জ্যোতিঃস্বরূপ ও যিনি সকলের পতি তাহাকেই অগ্নি বলা হয়–পুনঃ অগ্নি শব্দে ভৌতিকাগ্নিও বুঝাইয়া থাকে–অনুবাদক)। এইরূপ অগ্নিরূপী পরমাত্মার আজ্ঞানুসারে অর্থাৎ তাঁহার প্রীত্যর্থে আমরা পরোপকার করিবার জন্য হোম করিতেছি এবং উক্ত জ্ঞানস্বরূপ পরমেশ্বররূপী অগ্নির রচিত ভৌতিকাগ্নিতে সুগন্ধীযুক্ত ও পুষ্টিকারক হবনীয় পদার্থ অর্পণ করিলে, উক্ত অগ্নি ঐ পদার্থ সকলকে পরমাণুতে পরিগণিত করিয়া, বায়ু ও বর্ষার জলের সহিত মিশ্রিত হইয়া, উক্ত পদার্থদ্বয়কে শুদ্ধ করিয়া দেয়, যদ্দ্বারা ইহ সংসারে সুখ ও আরোগ্যতা বৃদ্ধি হইয়া থাকে। ।১। ।

(অগ্নির্বর্চ্চো০) অর্থাৎ অগ্নিরূপী পরমেশ্বর (বর্চ্চ) অর্থাৎ সকল প্রকার বিদ্যার প্রদাতা এবং ভৌতিকাগাগ্নিও আরোগ্যতা ও বুদ্ধির বৃদ্ধিকারক হইয়া থাকে। এজন্য আমরা হোম দ্বারা পরমেশ্বরের প্রার্থনা করিতেছি। এইটী দ্বিতীয় আহুতির মন্ত্র। ।২। ।

(মহর্ষি শ্রীস্বামী দযানন্দ সরস্বতী মহাশয়, তৎকৃত পঞ্চমহাযজ্ঞ বিধি নামক পুস্তকে এই মন্ত্রের আর এক প্রকার অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন, যাহা আমি ভাষ্যের সহিত বর্ণন অত্র করিতেছি যথা ঃ– ''জ্ঞানপ্রদশ্চ জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ পরমেশ্বরোऽস্তি তস্মৈ। (অগ্নিবর্চ্চো) য়ঃ পুর্বোক্তোগ্নিরনন্তবিদ্য আত্মপ্রকাশক। সর্বপদার্থ প্রকাশকশ্চ সূর্য্যাদি দ্যোতকোऽস্তি তস্মৈ'' অর্থাৎ যিনি জ্ঞানস্বরূপ এবং জ্যোতিষ্মান্‌দিগেরও জ্যোতিঃস্বরূপ পরমেশ্বর, তাঁহারই প্রীত্যরর্থে আমরা আহুতি প্রদান করিতেছি। যিনি অনন্তবিদ্ আত্মা ও সকল পদার্থের প্রকাশক সূর্য্যাদি লোকেরও দ্যোতক তাঁহারই প্রসন্নতার জন্য আমরা অগ্নিহোত্র করিতেছি)।

তৃতীয় আহুতি প্রদানকালে প্রথম মন্ত্র মনে মনে উচ্চারণ করিয়া, ঐ তৃতীয়াহুতি প্রদান করিতে হয়। ।৩। ।

চতুর্থ আহুতি (সজূর্দেবেন ইত্যাদি) বলিয়া প্রদান করিতে হয়–অনুবাদক)। অর্থাৎ যে অগ্নি পরমেশ্বর সূর্য্যাদি লোকে ব্যাপ্ত (প্রকাশমান্) রহিয়াছেন, যিনি ইন্দ্রবতী অর্থাৎ বায়ু ও চন্দ্রযুক্ত রাত্রিতে বর্ত্তমান আছেন, এইরূপ জ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মা সম্প্রীত হইয়া, আমাদিগকে নিজকৃপায় নিত্যানন্দ বা মোক্ষসুখ প্রদান করেন। সেই পরমেশ্বরের

প্রীত্যর্থেই আমরা আহুতি প্রদান করিতেছি, (এই সকল মন্ত্রোচ্চারণ পূর্বক সায়ংকালে অগ্নিহোত্র করিবে–অনুবাদক) । ।৪ । ।

অথোভয়োঃ কালয়োগ্নিহোত্রে হোমকরণার্থাঃ সমানমন্ত্রা ঃ–

ওম্ভূরগ্নয়ে প্রাণায় স্বাহা । ।১ । ।

ওম্ভূবর্বায়বেऽপানায় স্বাহা । ।২ । ।

ওম্ স্বরাদিত্ত্যায় ব্যানায় স্বাহা । ।৩ । ।

ওম্ভূর্ভুবঃ স্বরগ্নিবায়্বাদিত্ত্যেভ্যঃ প্রাণাপানব্যানেভ্যঃ স্বাহা । ।৪ । ।

ওমাপো জ্যোতী রসোऽমৃতং ব্রহ্ম ভূর্ভুবঃ স্বরোং স্বাহা । ।৫ । ।

ওম স র্বং বৈ পুর্ণꣳস্বাহা । ।৬ । ।

ইতি স র্ব মন্ত্রাস্তৈত্তিরীয়োপনিষদাশয়েনৈকীকৃতাঃ ।

ভাষ্যম্—এষু মন্ত্রেষু ভূরিত্যাদীনি সর্বাণীশ্বরস্য নামান্যেব বেদ্যানি । এষামর্থ্যং গায়ত্র্যর্থে দ্রষ্টব্যাঃ ।

অগ্নয়ে পরমেশ্বরায় জলবায়ুশুদ্ধিকরণায় চ হোত্রং হবনং দানং য়স্মিন্ কর্ম্মাণি ক্রিয়তে তদগ্নিহোত্রম্, ঈশ্বরাজ্ঞাপালনার্থং বা । সুগন্ধি, পুষ্টি, মিষ্ট, বুদ্ধি, বৃদ্ধি, শৌর্য্য, ধৈর্য্য, বল, রোগনাশকরৈর্গুণৈর্য্যুক্তানাং দ্রব্যাণাং হোমকরণেন বায়ুবৃষ্টিজলয়োঃ শুদ্ধ্যা পৃথিবীস্থপদার্থানাং সর্বেষাং শুদ্ধবায়ুজলয়োগাৎ সর্বেয়াং জীবানাং পরমসুখং ভবত্যেব । অতস্তৎকর্ম্মকর্ত্তৃণাং জনানাং তদুপকারেণাত্যন্তসুখমীশ্বরানুগ্রহশ্চ ভবত্যেতদাদ্যর্থমগ্নিহোত্রকরণম্ ।

ভাষার্থ

উপরোক্ত মন্ত্রে ভূর্ভুবঃ স্বঃ এই শব্দগুলি ঈশ্বরবাচক যাহা আমরা ইতিপূর্বে গায়ত্রী ব্যাখ্যা কালে বর্ণন করিয়াছি । (এজন্য এস্থলে পুনরায় বর্ণন করিলাম না । যদি জানিবার আবশ্যক হয় তথায় দেখিয়া লইবেন–অনুবাদক), (ওম্ভূরগ্নয়ে ইত্যাদি) অর্থাৎ যিনি প্রাণস্বরূপ এবং সমস্ত জগতের প্রাণীগণের জীবন দাতা, যিনি প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তম, যিনি অগ্নি অর্থাৎ স্বপ্রকাশ ও প্রাণস্বরূপ, তাঁহারই প্রীত্যর্থে আমরা হোম করিতেছি । (ও ভুর্বায়বে ইত্যাদি) অর্থাৎ যিনি মুমুক্ষ, মুক্ত, স্বসেবক ও ধর্মাত্মাদিগের দুঃখনাশক দয়ালু ঈশ্বর, এবং যিনি বায়ু অর্থাৎ অনন্ত বলশালী, তাঁহারই প্রীতির জন্য আমরা হোম করিতেছি । (ওঁ স্বরাদিত্যায় ইত্যাদি) যিনি স র্ব বৃহৎ ব্রহ্ম তাঁহারই প্রীতির জন্য আমরা হোম করিতেছি । (ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বরিত্যাদি) যিনি ভূর্ভুবঃ ও স্বঃ স্বরূপ অর্থাৎ যিনি অগ্নি বায়ু ও আদিত্য স্বরূপ ও যিনি প্রাণ, অপান ও ব্যান স্বরূপ পরমাত্মা, আমরা তাঁহারই প্রীত্যর্থে অগ্নিহোত্র করিতেছি । (আপোজ্যোতিঃ রসোऽমৃতং ইত্যাদি) যিনি স র্বব্যাপক স্বপ্রকাশ রস অর্থাৎ নিত্যানন্দ ও মোক্ষরূপ

ব্রহ্ম ও যিনি ভূর্ভুবঃ স্বঃ স্বরূপ তাঁহারই প্রীত্যর্থে আমরা হোম করেতেছি। (স র্ব) হে জগদীশ্বর আমরা পরোপকারার্থে যে সমস্ত কার্য্য করিতেছি আপনার কৃপায় আমাদিগের তৎসমুদায় কার্য্য পরোপকারে পর্য্যপ্ত হউক।

প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যাকালে সন্ধ্যোপাসনার পর যদি পূর্ববর্ণিত মন্ত্রগুলি অপেক্ষা অধিক হোম করিবার ইচ্ছা হয়, তবে 'স্বাহা' শব্দ মন্ত্রের অন্তে পাঠ বা উচ্চারণ করিয়া, গায়ত্রী মন্ত্র দ্বারা হবন করা কর্ত্তব্য। অগ্নিহোত্র এই শব্দ এইজন্য প্রয়োগ হয় যে, অগ্নি বা পরমেশ্বরের জন্য (অর্থাৎ প্রীত্যর্থে) বর্ষার জল ও বায়ুর শুদ্ধি জন্য তথা ঈশ্বরাজ্ঞা পালন হেতু, যে হোমাদি কার্য্য করা হয় তাহাকেই অগ্নিহোত্র বলে, যেহেতু কেশর, কস্তুরী আদি সুগন্ধীযুক্ত দ্রব্য, তথা ঘৃত দুগ্ধাদি পুষ্টিকারক পদার্থ, তথা গুড় ওশর্করাদি মিষ্ট ও বলবুদ্ধি ও ধৈর্য্যতা বর্দ্ধক ইত্যাদি শুভগুণযুক্ত দ্রব্যাদি লইয়া হোম বা হবন করিলে, বায়ু ও বর্ষার জল শুদ্ধ হইয়া থাকে এবং তজ্জন্য পৃথিবীজাত সকল পদার্থের উত্তমতা সম্পাদন করাইয়া দেয়, এজন্য অগ্নিহোত্র সম্পাদন করিলে লোকে অত্যন্ত সুখলাভ করিতে সমর্থ হন। উপরোক্ত হবনকারী বেদোপযোগী ঈশ্বরাজ্ঞা পালন করিয়া থাকেন, অতএব এইরূপ লাভ প্রাপ্তির জন্য সকলেরই যথাসময় অগ্নিহোত্র করা কর্ত্তব্য।

ইতি অগ্নিহোত্র বিধিঃ সমাপ্তঃ

অথ তৃতীয়ঃ পিতৃয়জ্ঞ ঃ–

তস্য দ্বৌ ভেদৌ স্ত ঃ–একস্তর্পণাখ্যো, দ্বিতীয়ঃ শ্রাদ্ধাখ্যশ্চ। তত্র য়েন কর্মণা বিদুষো দেবানৃষীন্ পিতৃংশ্চ তর্পযন্তি সুখয়ন্তি তৎ তর্পণম্। তথা য়ত্তেষাং শ্রদ্ধয়া সেবনং ক্রিয়তে তচ্ছ্রাদ্ধং বেদিতব্যম্। তত্র বিদ্বৎসু বিদ্যমানেষ্বেতৎকর্ম্ম সংঘট্যতে, নৈব মৃতকেষু। কুতঃ ? তেষাং প্রাপ্ত্যভাবেন সেবনাশক্যত্বাৎ। তদর্থকৃতকর্মণঃ প্রাপ্ত্যভাব ইতি ব্যর্থতাপত্তেশ্চ। তস্মাদ্ বিদ্যমানাভিপ্রায়েণৈতৎ কর্মোপদিশ্যতে। সেব্যসেবকসন্নিকর্ষাৎ সর্বমেতৎ কর্ত্তুং শক্যত ইতি। তত্র সৎকর্ত্তব্যাস্ত্রয়ঃ সন্তি–দেবাঃ, ঋষয়ঃ, পিতরশ্চ। তত্র দেবেষু প্রমাণম্—

পুনন্তু মা দেবজনাঃ পুনন্তু মনসা ধিয়ঃ।

পুনন্তু বিশ্বা ভূতানি জাতবেদঃ পুনীহি মা।।১।। য০অ০১৯। মং০৩৯।।

দ্বয়ং বা ইদং ন তৃতীয়মস্তি। সত্যং চৈবানৃতং চ সত্যমেব দেবা অনৃতং মনুষ্যা ইদমহমনৃতাৎ সত্যমুপৈমীতি তন্মনুষ্যেভ্যো দেবানুপৈতি। স বৈ সত্যমেব বদেৎ। এতদ্ধ বৈ দেবা ব্রতং চরন্তি য়ৎসত্যম্। তস্মাৎ তে য়শো য়শো হ ভবতি য় এবং বিদ্বান্ সত্যং বদতি।।২।।

শ০কাং০১ অ০১ ব্রা০১।কং০৪,৫।।

বিদ্বাꣳসো হি দেবাঃ। ।৩। । শ০কাং০৩ অ০৭ ব্রা০৬ ।কং০১০। ।

অথর্ষিপ্রমানম্ ঃ–

তং য়জ্ঞং বর্হিষি প্রৌক্ষণ্ পুরুষং জাতমগ্রতঃ।

তেন দেবা অয়জন্ত সাধ্যা ঋষয়শ্চ য়ে। ।১। । য০অ০৩৭ মং০৯।

অথ য়দেবানুব্রুবীত। তেনর্ষিভ্য ঋণং জায়তে তদ্ধ্যেভ্য এতৎ করোত্যৃষীণাং নিধিগোপ ইতি হ্যনুচানমাহুঃ। ।২। ।

শ০ কাং০১ অ০৭ ব্রা০৫।

অথার্ষেয়ং প্রবৃণীতে। ঋষিভ্যশ্চৈবৈনমেতদ্দেবেভ্যশ্চ নিবেদয়ত্যয়ং মহাবীর্য্যো য়ো য়জ্ঞং প্রাপদিতি তস্মাদার্ষেয়ং প্রবৃণীতে। ।৩। ।

শ০কাং০১ অ০৪ ব্রা০৫।

ভাষ্যম্–(জাতবেদঃ) হে পরমেশ্বর ! (মা) মাং পুনীহি সর্বথা পবিত্রং কুরু। ভবন্নিষ্ঠা ভবতাজ্ঞাপালিনো (দেবজনাঃ) বিদ্বাংসঃ শ্রেষ্ঠা জ্ঞানিনো বিদ্যাদানেন (মা) মাং (পুনন্তু) পবিত্রং কুর্বন্তু। তথা (পুনন্তু মন০) ভবদ্দত্তবিজ্ঞানেন ভবদ্বিষয়কধ্যানেন বাऽস্মাকং বুদ্ধয়ঃ পুনন্তু পবিত্রা ভবৎকৃপয়া সুখানন্দযুক্তানি পবিত্রাণি ভবন্তু তথা (পুনন্তু বিশ্বাভূতানি) বিশ্বানি সর্বণি সংসারস্থানি ভূতানি পুনন্তু ভবৎ কৃপয়া সুখানন্দ য়ুক্তানি পবিত্রাণি ভবন্তু। ।১। ।

(দ্বয়ং বা০) মনুষ্যাণাং দ্বাভ্যাং লক্ষণাভ্যাং দ্বে এব সংজ্ঞে ভবতঃ–দেবো মনুষ্যশ্চেতিতত্র সত্যং চৈবানৃতং চ কারণে স্তঃ। (সত্যমেব০) য়ৎসত্যবচনং সত্যমানং সত্যকর্ম্ম তদেব দেবা আশ্রয়ন্তি। তথৈবানৃতবচনমনৃতমানমনৃতং কর্ম্ম চেতি মনুষ্যাশ্চেতি। অত এব য়োऽনৃতং ত্যক্ত্বা সত্যমুপৈতি, স দেবঃ পরিগণ্যতে। য়শ্চ সত্যং ত্যক্তাऽনৃতমুপৈতি, স মনুষ্যশ্চ। অতঃ সত্যমেব সর্বদা বদেন্মন্যেত কুর্য্যাচ্চ। য়ঃ সত্যব্রতো দেবোऽস্তি, স এব য়শশ্বিনাং মধ্যে য়শস্বী ভবতি, তদ্বিপরীতো মনুষ্যশ্চ। ।২। ।

(বিদ্বা) তস্মাদত্র বিদ্বাংস এব দেবাঃসন্তি। ।৩। । (তংয়জ্ঞম্০) ইতি সৃষ্টি বিদ্যাবিষয়ে ব্যাখ্যতঃ। ।১। ।

(অথ য়দেবা০) অথেত্যনন্তরং সর্ববিদ্যাং পঠিত্বা য়দনুবচনমধ্যাপনং কর্ম্মানুষ্ঠামস্তি, তদৃধি কৃত্যং বিজ্ঞায়তে। তেনাধ্যয়নাধ্যাপনকর্মণৈবর্ষয়ঃ সেবনীয়া জায়ন্তে। তত্তেষাং প্রিয়মাচরন্তি তদেতত্তেভ্যঃ সেবাকর্ত্তব্য এব সুখকারী ভবতি। য়ঃ সর্ববিদ্যাবিদ্ভূত্বাऽধ্যাপায়তি তমেবানূচানমৃষিমাহুঃ। ।২। ।

(অথার্ষেয়ং প্রবৃঃ) য়ো মনুষ্য পাঠনং কর্ম্ম প্রবৃণীতে তদার্ষেয়ং কর্ম কথ্যতে। য় ঋষিভ্যো দেবেভ্যো বিদ্যার্থীভ্যশ্চ প্রিয়ং বস্তু নিবেদয়িত্বা নিত্যং বিদ্যামধীতে, স বিদ্বান্

মহাবীর্য্যো ভূত্বা য়জ্ঞং বিজ্ঞানাখ্যাং (প্রাপৎ) প্রাপ্নোতি। তস্মাদিদমার্ষেয়ং কর্ম সর্বৈর্মনুষ্যৈঃ স্বীকার্য়ম্।।৩।।

।। ভাষার্থ।।

এক্ষণে তৃতীয় পিতৃযজ্ঞ দুই প্রকার–প্রথম তর্পণ ও দ্বিতীয় শ্রাদ্ধ। যে কর্ম দ্বারা বিদ্বান ব্যক্তি, ঋষি ও পিতৃগণের তৃপ্তি সাধন হয়, তাহাকেই তর্পণ বলে। আর যে কর্ম দ্বারা বিদ্বান ব্যক্তি, সমগ্র ঋষিগণ এবং পিতৃগণের শ্রদ্ধাপূর্বক সেবা করা যায়, তাহাকেই শ্রাদ্ধ বলে। জীবিত ও প্রত্যক্ষ বিদ্বান, ঋষিও পিতৃগণের সেবা করিবে। মৃত বিদ্বান, ঋষি অথবা পিতৃগণের তর্পণ বা শ্রাদ্ধ করা কখনই বিধেয় বা যুক্তিযুক্ত নহে। বলিতে কি তাঁহাদিগের সন্নিকর্ষের অভাবহেতু তাঁহাদের সেবা কদাপি সম্ভব হইতে পারে না। বিশেষতঃ মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে শ্রাদ্ধাদি যাহা কিছু কার্য্য করা যায়, তৎসমুদায় মৃত ব্যক্তির অপ্রাপ্তি হেতু নিষ্ফল হইয়া থাকে। অতএব শ্রাদ্ধ ও তর্পণ জীবিত এবং প্রত্যক্ষ বিদ্বান, ঋষি ও পিতৃগণের তৃপ্তি এবং সেবার জন্যই বেদে উপদিষ্ট হইয়াছে। বিশেষতঃ সেবা করিবার উপযুক্ত পাত্র এবং সেবকও প্রত্যক্ষ থাকায় এইরূপ কার্য্যই সম্ভব হইয়া থাকে, অর্থাৎ সেব্য ও সেবকের সন্নিকর্ষ থাকিলেই শ্রাদ্ধ ও তর্পণ সম্ভব হইতে পারে, নচেৎ অন্যথা কদাপি সম্ভব হইতে পারে না। দেব অর্থাৎ বিদ্বানগণ, ঋষিগণ এবং পিতৃগণই সৎকার যোগ্য এবং ইহাদিগেরই সেবা করা কর্ত্তব্য। এক্ষণে দেব, ঋষি ও পিতর কাহাকে বলে, তদ্বিষয় প্রমাণ লিখিতেছি যথা ঃ–

(পুনন্তু) অর্থাৎ হে জাতবেদ পরমেশ্বর । আপনি আমাকে সর্বপ্রকারে পবিত্র করুন, এবং যে সকল নিষ্ঠাবান উপাসক আপনার আজ্ঞা পালন করেন, (দেবজনাঃ) অথবা যাঁহারা বিদ্বান ও জ্ঞানীপুরুষ বলিয়া কথিত হন, তাহারা বিদ্যাদান দ্বারা আমাকে (পুনন্তু) পবিত্র করুন। তথা (পুনন্তু মনসা) আপনার প্রদত্ত বিজ্ঞান অর্থাৎ বিশেষ জ্ঞান ও তদ্বিষয় ধ্যান দ্বারা আমার (আমাদিগের) বুদ্ধি সকল পবিত্র হউক। (পুনন্তু বিশ্বা ভূতানি) আপনার কৃপা বলে সংসারস্থ প্রাণীরাই পবিত্র ও আনন্দযুক্ত হইয়া আমাদিগেরও সুখ ও আনন্দদায়ক হউক।।১।।

(দ্বয়ং বা) দুই প্রকার লক্ষণানুসারে মনুষ্যকে দুই প্রকার সংজ্ঞা দেওয়া যায় যথা ঃ দেব ও মনুষ্য। সত্য ও মিথ্যা গুণকর্মস্বভাবহেতু মনুষ্যকে ঐ দুই ভাগে বিভাগ করা হইয়াছে। (সত্যমেব) যাঁহারা সত্যকারী, সত্যবাদী ও সত্যমানী তাহাদিগকেই দেব, এবং যাহারা মিথ্যাবাদী মিথ্যামানী ও মিথ্যাচারী অর্থাৎ যাহারা সর্বদা মিথ্যাকার্যের অনুষ্ঠানে রত থাকেন, তাহাদিগকেই মনুষ্য বলা হয়। (মিথ্যা পরিত্যাগ পূর্বক যিনি সত্যেরই সেবা করেন, তিনি দেবজাতি মধ্যে পরিগণিত, আর যিনি সত্য পরিত্যাগ করিয়া মিথ্যার সেবন করেন, তিনিই মনুষ্য বলিয়া গণ্য হন–অনুবাদক)। এজন্য মিথ্যা পরিত্যাগ করিয়া সত্যকে প্রাপ্ত হওয়া অর্থাৎ সত্যাচরণে রত থাকা সকলেরই কর্ত্তব্য। অতএব বুদ্ধিমানেরা নিরন্তর সত্যেরই অবলম্বন করিয়া থাকেন যেহেতু দেবগণই

সত্যব্রত আচরণ করিয়া কীর্ত্তিমান্ বা যশস্বীগণের মধ্যেও কীর্ত্তিমান্ অর্থাৎ যশোভাগী হইয়া সদা আনন্দে অবস্থিতি করেন। পরন্তু ইহার বিপরীতাচরণকারী মনুষ্যেরা দুঃখ প্রাপ্ত হইয়া সর্বদা পীড়িত বা দুঃখিত থাকেন।।২।।

(বিদ্বা০) এই কারণেই বিদ্বানদিগকেই দেবতা বলা হয়।।৩।।

(তং য়জ্ঞং বর্হিষি ইত্যাদি) মন্ত্রটি ঋষিদিগের প্রমাণ বিষয়ে লিখিত হইয়াছে, পরন্তু ইহার ভাষ্যও ভাবার্থ ইতিপূর্বে সৃষ্টি বিদ্যা বিষয়ে বর্ণন করিয়াছি, এজন্য এ স্থানে পুনরুল্লেখ করিলাম না, তথায় দেখিয়া লইবেন।।১।।

(অথ য়দেবা ইত্যাদি) পুনশ্চ ঋষি কাহাকে বলে, তাহারই প্রমাণ দিতেছেন– যিনি প্রথমে পূর্ণরূপে সমস্ত বিদ্যা পাঠ করিয়া, (তদ্বিষয় সমগ্র জ্ঞাত হইয়া অনুবাদক) অপরকে পাঠ বা তদ্বিষয় উপদেশ করাকে ঋষিকর্ম বলে, (অর্থাৎ মনুষ্য পূর্ব বয়সে ব্রহ্মচর্যাশ্রম পালনকালে সমগ্র বিদ্যা ও শাস্ত্র অধ্যয়ন করিবার পর তিনি যে কার্য্য করেন, তাহাকে আর্য্যকর্ম বলে–অনুবাদক) এবং মনুষ্যের ঋষিদিগের প্রতি যে পরিমাণে ঋণ থাকে, তৎসমুদায় ঐ ঋষিদিগের সেবা দ্বারা নিবৃত্তি পায়। এজন্য নিত্য ঋষিদিগের নিকট হইতে বিদ্যা গ্রহণ করা ও তাহাদিগের সেবা করা অর্থাৎ সেবায় রত থাকা মনুষ্যের কর্ত্তব্য, এবং বিদ্যা দান গ্রহণ ও তৎপরিবর্ত্তে ঋষিদিগের সেবা রূপ কার্য্য (বিদ্যাদাতা ও গ্রহীতা) উভয়েই আনন্দদায়ক হইয়া থাকে, এবং এইরূপ ব্যবহারই (নিধিগোপ) বিদ্যাকোষের রক্ষক স্বরূপ বলা হয়।।২।।

(অথার্ষেয়ং প্রবৃ০) অর্থাৎ যে সকল ঋষি এবং দেবগণ সর্বপ্রকার বিদ্যাধ্যয়ন করিয়া আপনার কার্য্য করেন, তাহাদিগকে প্রিয়বস্তু দ্বারা সেবা করিয়া মনুষ্য বিদ্বান্ ও মহাবীর্য্যশালী হইয়া বিশেষ জ্ঞান প্রাপ্ত হন। ঋষিগণ বিদ্যার্থীগণকে স র্ববিদ্যায় বিশারদ করিয়া দেন। বিদ্বান্ ও বিদ্যার্থী এই উভয়কেই ঋষি বলা হয়। অতএব এই আর্যকর্ম্ম অথবা মানুষ্যমাত্রেরই স্বীকার করা কর্ত্তব্য।।৩।।

অথ পিতৃষু প্রমাণম্ ঃ–

ঊর্জং বহন্তীরমৃতং ঘৃতং পয়ঃ কীলালং পরিশ্রুতম্।

স্বধা স্থ তর্পয়ত মে পিতৄন্।।১।। যজু০ ২ মং০ ৩৪।

আ য়ন্তু নঃ পিতরঃ সোম্যাসোঽগ্নিষ্বাত্তাঃ পথিভির্দেবয়ানৈঃ।

অস্মিন্ য়জ্ঞে স্বধয়া মদন্তোঽধি ব্রু বন্তু ত্যেঽবন্ত্বস্মান্।।২।।

য০ অ০ ১৯ মং০৫৮।

ভাষ্যম্—(ঊর্জ্জং বহন্তী) সর্বে মনুষ্যাঃ সর্বান্ প্রত্যেবং জানিয়ুশ্চাজ্ঞপেয়ুঃ– (মে পিতৄন্) মম পিতৃপিতামহাদীনাচার্য্যাদীংশ্চ সর্বে য়ূয়ং (তর্পয়ত) সেবয়া প্রসন্নান্ কুরুতেতি। তথা (স্বধা স্থ) সত্যবিদ্যাভক্তিস্বপদার্থধারিণো ভবত। কেন কেন পদার্থেন

তে সেবনীয়াস্তানাহ–(ঊর্জং০) পরাক্রমং প্রাপিকাঃ সুগন্ধিতাঃ প্রিয়া হৃদ্যা অপঃ, (অমৃতম্) অমৃতাত্মকমনেকবিধং রসম্, (ঘৃতং) আজ্যং, (পয়ঃ) দুগ্ধং, (কীলালং) সংস্কারৈঃ সম্পাদিতমনেকবিধমন্নম্, (পরিস্রুতম্) মাক্ষিকং মধু কালপক্কং ফলাদিকং চ নিবেদ্য পিতৃন্ প্রসন্নান্ কুর্য্যাৎ ।।১।।

য়ে (সোম্যাসঃ) সোমগুণাঃ শান্তাঃ, সোমবল্ল্যাদিরসনিষ্পাদনে চতুরাঃ (অগ্নিষ্বাত্তাঃ) অগ্নিঃ পরমেশ্বরোঽভ্যুদয়ায় সুষ্ঠুতয়াঽত্তো গৃহীতো যৈস্তেঽগ্নিষ্বাত্তাঃ, তথা হোমকরণার্থং শিল্পবিদ্যাসিদ্ধয়ে চ ভৌতিকোঽগ্নিরাত্তো গৃহীতো য়ৈস্তে (পিতরো) বিজ্ঞানবন্তঃ পালকাঃ সন্তি। (আয়ন্তু নঃ) তে অস্মৎসমীপমাগচ্ছন্তু। বয়ং চ তৎসামীপ্যং নিত্যং গচ্ছেম। (পথিভির্দেব০) তান্ বিদ্বন্মার্গৈর্দৃষ্টিপথমাগতান্ দৃষ্ট্বাঽভ্যুত্থায় হে পিতরো! ভবন্তু আয়ন্ত্বি ত্যুক্ত্বা, প্রীত্যাঽঽসনাদিকং নিবেদ্য, নিত্যং সৎকুর্য্যাম। (অস্মিন্০) হে পিতরোঽস্মিন্ সৎকাররূপে য়জ্ঞে (স্বধয়া) অমৃতরূপয়া সেবয়া (মদন্তো) হর্ষন্তোঽস্মান্ রক্ষিতারঃ সন্তঃ সত্যবিদ্যামধিব্রুবন্তুপদিশন্তু।।২।।

।। ভাষার্থ।।

এক্ষণে পিতৃগণ বিষয়ে বেদ প্রমাণ হইতেছে যথা ঃ– (ঊর্জ্জং বহন্তী ইত্যাদি) অর্থাৎ ঈশ্বর সকলের প্রতি এইরূপ আজ্ঞা দিতেছেন যে, হে মনুষ্যগণ! তোমরা পুত্র, পৌত্র, স্ত্রী ও ভ্রাতৃবর্গের প্রতি এরূপ আদান প্রদান বা উপদেশ করিবে যে, হে পুত্র, পৌত্র, স্ত্রী এবং ভ্রাতৃবর্গ। তোমরা সকলে আমার মাননীয় পিতা, পিতামহ, মাতা, মাতামহ ও আচার্য্যগণকে তথা অপরাপর বিদ্বানগণ যাহারা বয়সে জেষ্ঠ্য ও মান্যের উপযুক্ত, এরূপ বয়োধিক্য ও জ্ঞানী মনুষ্যকে সেবা দ্বারা সর্বদা সন্তুষ্ট কর, অর্থাৎ উত্তমোত্তম সুগন্ধি ও হৃদ্য জল দ্বারা (অমৃতং) অমৃতাত্মক অনেক প্রকার রস ও ঘৃত, (পয়ঃ) দুগ্ধ ও (কীলালং) অনেক প্রকার সংস্কার দ্বারা সম্পাদিত রোগনাশক অন্ন মাক্ষিক মধু (পরিস্রুতং) ও সুপক্ক ফলাদি দ্বারা পিতা, পিতামহ ও আচার্য্যাদিগকে নিত্য প্রসন্ন করিবে, যদ্দ্বারা তাহারা প্রসন্ন ও তৃপ্ত হইয়া, তোমাদিগকে সদ্য বিদ্যা দান করিবেন। তোমরাও এইরূপে সত্যবিদ্যা প্রাপ্ত হইয়া সদা প্রসন্ন থাকিবে। (স্বধা স্থ) তোমরা এরূপ বিনয়ী হইয়া প্রার্থনা করিবে যে, পুর্বোক্ত পিতরগণ! আপনারা আমার অমৃতরূপী পদার্থ সকলের ভোগ দ্বারা তৃপ্ত হউন, এবং আমরা যে সকল পদার্থ আপনাদিগকে ইচ্ছানুকূল দিতে সমর্থ হই, তাহা দিতে আজ্ঞা করুন। যেহেতু আমরা শরীর, বচন ও কর্ম্ম দ্বারা আপনাদিগকে সুখী করিতে স্থিত (উপস্থিত) আছি, কোন প্রকার কষ্ট পাইবেন না। কারণ যেরূপ আপনারা আমাদিগকে বাল্যবস্থায় ও ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম কালে স র্বপ্রকারে সুখী করিয়াছেন, এজন্য তাঁহার প্রত্যুপকার করা আমাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য, যদ্দ্বারা আমরা কৃতঘ্নতা রূপ দোষ প্রাপ্ত বা দোষযুক্ত না হই।।১।।

(আয়ন্তু নঃ) পিতৃ শব্দে সকলের রক্ষক, শ্রেষ্ঠ স্বভাবযুক্ত জ্ঞানী জনকে গ্রহণ করা হয়। কারণ মনুষ্য সুশিক্ষা ও বিদ্যাবলে যেরূপ রক্ষা করিতে সমর্থ হন, অন্য

কোন উপায় দ্বারা তদ্রূপ করিতে সমর্থ হন না। এজন্য যে সকল বিদ্বান পুরুষ মনুষ্যকে জ্ঞানচক্ষু প্রদান পূর্বক তাঁহার অবিদ্যারূপী অন্ধকারের নাশকারী হন, তাঁহাদিগকে পিতর সংজ্ঞা দেওয়া হয়। এইরূপ পিতরগণের সৎকার হেতু ঈশ্বরের এইরূপ আজ্ঞা আছে যে, পিতরগণ গৃহীত বাটীতে আসলেই তাঁহাকে দেখিবামাত্রই অভ্যুত্থান অর্থাৎ দণ্ডায়মান হইয়া প্রীতিপূর্বক বলিবেন, আসুন । বসুন । আসন গ্রহণ করুন। কিছু জলযোগ করুন এবং কিরূপ আহারাদি হইবে তদ্বিষয় আজ্ঞা প্রদান করুন। যে যে বিষয় উপদেশ যোগ্য হইবে, তাহা প্রীতিপূর্বক বুঝাইয়া দিন, যদ্বারা আমরাও সত্যবিদ্যাযুক্ত হইয়া সকল মনুষ্যের পিতর সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইতে পারি ও সদা এরূপ প্রার্থনা করি যে, হে পরমেশ্বর ! আপনার অনুগ্রহে (সোম্যাসঃ) যে সকল শীলস্বভাব ও সকলের সুখদাতা বিদ্বানগণ, যাহারা পরমেশ্বর রূপী অগ্নিবিষয় এবং বিদ্যুৎরূপী বিদ্যাবিষয় যথাবৎ জ্ঞাত আছেন, তাহারা বিদ্যা ও সেবাদিরূপ যজ্ঞ দ্বারা (অবন্ত্বস্মান্) নিজ শিক্ষিত বিদ্যা প্রদান ও প্রকাশ দ্বারা অত্যন্ত হর্ষিত হইয়া আমাদের সদা রক্ষা করুন। পুনশ্চ ঐ সকল বিদ্যার্থীগণ ও সেবকের জন্যও ঈশ্বর এইরূপ আজ্ঞা দিয়াচেন যে, যখন ঐ সকল বিদ্বান পুরুষেরা বাটীতে আগমন করিবেন, তখন তাঁহাদিগকে দেখিবামাত্র অভ্যর্থনা, নমস্কার ও প্রিয় বচন প্রয়োগাদি দ্বারা সন্তুষ্ট করিবেন। পুনরায় তাঁহারাও (বিদ্বানেরাও) নিজ নিজ সত্যভাষণ, নির্বৈরতা ও অনুগ্রহাদিরূপ সদ্‌গুণ দ্বারা মনুষ্যগণকে ঐরূপ উত্তম মার্গে চালাইবেন ও নিজেও দৃঢ়তার সহিত ঐরূপ মার্গে পরিচালনা করিবেন। এইরূপে সকল প্রকার ছল ও লোভাদি রহিত হইয়া পরোপকারার্থ আপনাপন সত্য ব্যবহার রাখিবেন (রক্ষা করিবেন—অনুবাদক)।

(পথিভির্দেবযানৈঃ) উপরোক্ত মন্ত্র দ্বারা বিদ্বানগণের মধ্যে যে দুই প্রকার পথ আছে তাহা জানা যায় যথা–১ম দেবযান ও দ্বিতীয় পিতৃযান। অর্থাৎ যাহা বিদ্যমার্গ তাঁহাই দেবযান, এবং যাহা কর্ম্মোপাসনা মার্গ তাহাই পিতৃযান নামে অবহিত হয়। সকলের এই দুই প্রকার পুরুষার্থে (পুরুষাকারে) সদা রত থাকা কর্ত্তব্য।।২।।

অত্র পিতরো মাদয় বং যথাভাগমাবৃষায় বম্।
অমীমদন্ত পিতরো যথাভাগমাবৃষায়িষত।।৩।।
নমো বঃ পিতরো রসায় নমো বঃ পিতরঃ শোষায় নমো বঃ পিতরো জীবায় নমো বঃ পিতরঃ স্বধায়ৈ নমো বঃ পিতরো ঘোরায় নমো বঃ পিতরো মন্যবে নমো বঃ পিতরঃ পিতরো নমো বো গৃহান্নঃ পিতরো দত্ত সতো বঃ পিতরোদেষ্মৈদ্ব পিতরো বাসঃ।।৪।।
আধত্ত পিতরো গর্ভং কুমারং পুষ্করস্রজম্। য়থেহ পুরুষোऽসৎ।।৫।।

যo অo ২। মং ৩১। ৩২। ৩৩।।

ভাষ্যম্–(অত্র পিতরো০) হে পিতরোऽত্রাস্যাং সভায়াং পাঠশালায়াং বাऽস্মান্ বিদ্যাবিজ্ঞানদানেনানন্দয়ুক্তান্ কুরুত। (য়থাভাগম্০) ভজনীয়ং স্বং স্বং বিদ্যারূপং ভাগং (আবৃষায় বম্) বিদ্বদ্বৎস্বীকৃত্য (অমীমদন্ত) অস্মিন্ সত্যোপদেশে বিদ্যাদানকর্মণি হর্ষেণ সদোৎসাহবন্তো ভবত। (য়থাভাগমা০) তথা য়থাযোগ্যং সৎকারং প্রাপ্য শ্রেষ্ঠাচারেণ প্রসন্নাঃ সন্তো বিচরত।।৩।।

(নমো বঃ০) হে পিতরঃ! রসায় সোমলতাদিরসবিজ্ঞানানন্দগ্রহণায়, (নমো বঃ পিতরঃ০) শোয়ায়াগ্নিবায়ুবিদ্যাপ্রাপ্তয়ে, (নমো বঃ পিতরো জী০) জীবনার্থং বিদ্যাজীবিকাপ্রাপ্তয়ে, (নমো বঃ পিতরঃ স্ব০) মোক্ষবিদ্যাপ্রাপ্তয়ে, (নমো বঃ০) আপৎকালনিবারণায়, (নমো বঃ০) দুষ্টানামুপরি ক্রোধধারণায়, ক্রোধস্য নিবারণায় চ, (নমো বঃ পিতরঃ০) সর্ববিদ্যাপ্রাপ্তয়ে চ য়ুষ্মভ্যং বারং বারং নমোऽস্তু। (গৃহান্নঃ০) হে পিতরো গৃহান্ গৃহসম্বন্ধিব্যবহারবোধান্ নোऽস্মভ্যং য়ুয়ং দত্ত। (সতো বঃ০) হে পিতরো। য়েऽস্মাকমধিকারে বিদ্যমানাঃ পদার্থাঃ সন্তি, তান্ বয়ং বো য়ুষ্মভ্যং দেষ্মো, য়তো বয়ং কদাচিদ্ ভবদ্ভ্যো বিদ্যাং প্রাপ্য ক্ষীণা ন ভবেম। (এতদ্বঃ পিতরঃ০) হে পিতরোऽস্মাভির্য়দ্বাসো বস্ত্রাদিকং বস্তু য়ুষ্মভ্যং দীয়তে এতদ্ য়ূয়ং প্রীত্যা গৃহ্ণীত।।৪।।

(আধত্ত পিতর০) হে পিতরঃ। য়ূয়ং মনুষ্যেষু বিদ্যাগর্ভমাধত্ত ধারয়ত। তথা বিদ্যদানার্থং (পুস্করস্রজং) পুষ্পমালাধারিণং (কুমারং) ব্রহ্মচারিণং য়ূয়ং ধারয়ত। (য়থেহ০) য়েন প্রকারেণেহাস্মিন্ সংসারে বিদ্যাসুশিক্ষায়ুক্তঃ পুরুষোऽসৎ স্যাৎ। য়েন চ মনুষ্যেষূত্তমবিদ্যোন্নতির্ভবেৎ তথৈব প্রয়ত বম্।।৫।।

।। ভাষার্থ।।

(অত্র পিতরো মা০) হে পিতরগণ! আপনারা আমার স্থানে (আশ্রম বা বাটীতে) আনন্দে অবস্থান করুন। (য়থাভাগমাবৃ০) নিজ ইচ্ছানুকূল ভোজন ও বস্ত্রাদি ভোগ দ্বারা আনন্দিত হউন। (অমীমদন্ত পিতরং) আপনি এই স্থানে বিদ্যা প্রচার দ্বারা সকলকে আনন্দযুক্ত করুন। (য়থাভাগমা০) আমাদিগের দ্বারা যথাযোগ্য সৎকার প্রাপ্ত হইয়া, নিজ প্রসন্নতা প্রকাশ করিয়া আমাকেও আনন্দিত করুন।।৩।।

(নমো বঃ) হে পিতরগণ! আমরা আপনাদিগকে এইজন্য নমস্কার করিতেছি যে, আপনাদিগের দ্বারা আমি বিদ্যানন্দ, ওষধি ও জল বিদ্যা বিষয় যথাবৎ জ্ঞান প্রাপ্ত হই, তথা (নমো ব০) শোধ অর্থাৎ অগ্নি ও বায়ু বিষয়ক বিদ্যা, য়দ্বারা ঔষধি ও জল শুষ্ক হইয়া যায়, তদ্বিষয়ের বোধারথে আমি আপনাকে নমস্কার করিতেছি (আপনি কৃপাপূর্বক আমাকে উক্ত বিষয়ের জ্ঞান প্রদান করুন–অনুবাদক)। (নমো ব০) হে পিতরগণ! ঘোর বিপদে অর্থাৎ আপৎকালে কীরূপে নির্বাহ করিতে হয়, তদ্বিষয়ক বিদ্যা জ্ঞাত হইয়া, দুঃখ হইলে উত্তীর্ণ হইবার জন্য আমরা আপনার সেবা করিতেছি। (নমো ব০) হে পিতরগণ! যদ্দ্বারা দুষ্ট লোক ও দুষ্ট কর্মে সদা অপ্রীতি থাকে, তদ্বিষয়ক

বিদ্যা শিক্ষার্থে আমি আপনাদিগকে নমস্কার করিতেছি। (নমো ব০) আমি আপনাদিগকে বারম্বার এইজন্য নমস্কার করিতেছি যে, গৃহাশ্রম পালন করিবার জন্য যে যে বিদ্যা জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক, তৎসমুদায় আপনারা আমাকে প্রদান করুন (শিক্ষা দিন)। (সতো ব০) হে পিতরগণ। আপনি সর্বপ্রকার গুণের ও সাংসারিক সুখের প্রদাতা, এজন্য আমরা আপনাদিগকে উত্তমোত্তম পদার্থ অর্পণ করিতেছি, তাহা আপনারা প্রীতিপূর্বক গ্রহণ করুন। এবং প্রতিষ্ঠা জন্য উত্তমোত্তম বস্ত্রাদিও প্রদান করিতেছি, এই সমস্তকেও আপনারা ধারণ করুন, এবং প্রসন্ন লাভ করিয়া সকলের সুখের জন্য সত্যবিদ্যা প্রচার করিতে থাকুন।।৪।।

(আধত্তপিতরো০) হে বিদ্যাদাতা পিতরগণ। এই কুমার ব্রহ্মচারীকে নিজগর্ভে (সমীপে) রক্ষা করিয়া উত্তম বিদ্যা প্রদান করুন, যদ্দ্বারা ঐ ব্রহ্মচারী বিদ্বান হইয়া (পুষ্করস্র০) যেরূপ পুরুষেরা মালা ধারণ করিয়া শোভা প্রাপ্ত হন, তদ্রূপ বিদ্যালাভ করিয়া সুন্দরতাযুক্ত হইয়া শোভা প্রাপ্ত হউক। (য়থেহপুরুষোऽসৎ) অর্থাৎ যেরূপে ইহ সংসারে মনুষ্যগণ বিদ্যাদি শুভগুণ দ্বারা উত্তম কীর্ত্তিযুক্ত হইয়া সুখ প্রাপ্ত হইতে পারেন, তদ্রূপে আপনারা সদা প্রযত্ন করুন। উপরোক্ত আজ্ঞা ঈশ্বর বিদ্বানজনের প্রতি (বেদাদি শাস্ত্রে) প্রদান করিয়াছেন। এজন্য সকল মনুষ্যেরই সদা এই আজ্ঞা পালনে রত থাকা কর্ত্তব্য।।৫।।

যে সমানাঃ সমনসো জীবা জীবেষু মামকাঃ।
তেষাꣳশ্রীর্ময়ি কল্পতামস্মিঁল্লোকে শতꣳসমাঃ।।৬।।

যo অo১৯।মংo৪৬।।

উদীরতামবরऽপরাসऽউন্মধ্যমাঃ পিতরঃ সোম্যাসঃ।
অসুং য়ऽঈয়ুরবৃকাऽঋতজ্ঞাস্তে নোবন্তু পিতরো হবেষু।।৭।।
অঙ্গিরসো নঃ পিতরো নবগ্বাऽঅথর্বাণো ভৃগবঃ সোম্যাসঃ।
তেষাং বয়ꣳ সুমতৌ য়জ্ঞিয়ানামপি ভদ্রে সৌমনসে স্যাম।।৮।।

যo অo ১৯। মংo ৪৯।।৫০।।

য়ে সমানাঃ সমনসঃ পিতরো য়মরাজ্যে।
তেষাং লোকঃ স্বধা নমো য়জ্ঞো দেবেষু কল্পতাম্।।৯।।

যo অo১৯।। মংo ৪৫।।

ভাষ্যম্—(য়ে সমানাঃ০)। য়ে (মামকাঃ) মদীয়া আচার্য্যাদয়ঃ, (জীবাঃ) বিদ্যমানজীবনাঃ, (সমনসঃ) ধর্ম্মেশ্বরস র্বমনুষ্যহিতকরণৈকনিষ্ঠাঃ, (সমানাঃ)

ধর্ম্মেশ্বরসত্যাবিদ্যাদিশুভগুণেষু সমানত্বেন বর্ত্তমানঃ, (জীবেষু) উপদেশ্যেষু শিষ্যেষু সত্যবিদ্যাদানায় ছলাদিদোষরাহিত্যেন বর্ত্তমানা বিদ্বাংসঃ সন্তি, (তেষাং০) বিদুষাং য়া শ্রীঃ সত্যবিদ্যাদিগুণাঢ্যা শোভাস্তি, (অসিমংল্লোকে শতং০) সাময়িকী লক্ষ্মীঃ শতবর্ষ পর্য্যন্তং, (কল্পতাম্) স্থিরা ভবতু, য়তো বয়ং নিত্যং সুখিনঃ স্যাম। ।৬। ।

(উদীরতামবরে০) য়ে পিতরোঽবকৃষ্টগুণাঃ, (উৎপরাসঃ) উৎকৃষ্টগুণাঃ, (উন্মধ্যমাঃ) মধ্যস্থগুণাঃ, (সোম্যাসঃ) সোম্যগুণাঃ, (অবৃকাঃ) অজাতশত্রবঃ, (ঋতজ্ঞাঃ) ব্রহ্মবিদো বেদবিদশ্চ, তে জ্ঞানিনঃ পিতরো (হবেষু) দেয়গ্রাহ্যব্যবহারেষু, বিজ্ঞানদানেন (নোঽবন্তু) অস্মান্ সদা রক্ষন্তু। তথা (অসুং য় ঈয়ুঃ) য়েঽসুং প্রাণমীয়ুঃ প্রাপ্নুয়ুরর্থাদ্ দ্বাভ্যাং জন্মভ্যাং বিদ্বাংসো ভূত্বা বিদ্যমানজীবনাস্যুস্ত এব সর্বৈঃ সেবনীয়াঃ, নৈব মৃতাশ্চেতি। কুতঃ ? তেষাং দেশান্তরপ্রাপ্ত্যা সন্নিকর্ষাভাবাত্তেসেবাগ্রহণেঽসমর্থাঃ সেবিতুমশক্যাশ্চ। ।৭। ।

(অঙ্গিরসো নঃ) য়েঽঙ্গেষু রসভূতস্য প্রাণাখ্যস্য পরমেশ্বরস্য জ্ঞাতারঃ, (নবগ্বাঃ) সর্বাসু বিদ্যাসূত্তমকর্ম্মসু চ নবীনা গতয়ো য়েষাং তে (অথর্বাণঃ) অথর্ববেদবিদো ধনুর্বেদবিদশ্চ, (ভৃগবঃ) পরিপক্বজ্ঞানাঃ শুদ্ধাঃ, (সোম্যাসঃ) শান্তাঃ সন্তি, (তেষাং বয়ং সুমতৌ০) বয়ং তেষাং য়জ্ঞিয়ানাং য়জ্ঞাদিসৎকর্ম্মসু কুশলনাম্, অপীতি নিশ্চয়েন, সুমতৌ বিদ্যাদিশুভগুণগ্রহণে, (ভদ্রে) কল্যাণকরে ব্যবহারে, (সৌমনসে) য়ত্র বিদ্যানন্দয়ুক্তং মনো ভবতি তস্মিন্ (স্যাম) অর্থাদ্ ভবতাং সকাশাদুপদেশং গৃহীত্বা ধর্মার্থকামমোক্ষপ্রাপ্তা ভবেম। ।৮। ।

(য়ে সমানাঃ) (সমনসঃ) অনয়োরর্থ উক্তঃ। য়ে (য়মরাজ্যে) রাজসভায়াং ন্যায়াধিশত্বেণাধিকৃতাঃ (পিতরঃ) বিদ্বাংসঃ সন্তি, (তেষাং লোকঃ) য়ো ন্যায়দর্শনং স্বধা অমৃতাত্মকো লোকো ভবতীতি, (য়জ্ঞো০) য়শ্চ প্রজাপালনাখ্যো রাজধর্ম্মব্যবহারো দেবেষু বিদ্বৎসু প্রসিদ্ধোঽস্তি, সোঽস্মাকং মধ্যে (কল্পতাম্) সমর্থতাং প্রসিদ্ধো ভবতু। য় এবং সত্যন্যায়কারিণঃ সন্তি তেভ্যো (নমঃ) নমোঽস্তু। অর্থাদ্যে সত্যন্যায়াধীশাস্তে সদৈবাস্মাকং মধ্যে তিষ্ঠন্তু। ।৯। ।

। । ভাষার্থ। ।

(য়ে সমানাঃ০) যে আচার্য্য (জীবাঃ) জীবিতাবস্থায়, (সমনসঃ) ধর্ম্ম, ঈশ্বর ও সকল মনুষ্যের হিত সাধন করিতে সদা উদ্যত, যিনি (সমানাঃ) সত্যবিদ্যাদি শুভগুণ সকলের প্রচার বিষয়ে যথার্থরূপে বিচার ও (জীবেষু) সত্যোপদেশ করণে যোগ্য, যিনি ছল কপটাদি রহিত হইয়া শিষ্যদিগকে বিদ্যাদান করেন, এইরূপ আচার্য্যগণের (তেষাং) যে শ্রী অর্থাৎ সত্যবিদ্যাদি শ্রেষ্ঠগুণযুক্ত শোভা ও রাজ্যলক্ষ্মী বিদ্যমান আছে, তাহা আমার জন্য (অস্মিংল্লোকে শতং সমাঃ) ইহ সংসারে একশত বর্ষ পর্য্যন্ত (অর্থাৎ আজীবন — অনুবাদক) স্থির, থাকুক, যদ্দ্বারা আমরা নিত্য সুখযুক্ত হইয়া, ধর্ম্মযুক্ত

পুরুষাকারে রত থাকিতে পারি ।।৬।।

(উদীরতাম০) যে সকল বিদ্বান্ পুরুষ (অবরে) কনিষ্ঠ, (উন্মধ্যমাঃ) মধ্যম ও (উৎপরাসঃ) উত্তম, (পিতরঃ সোম্যাসঃ) অর্থাৎ চন্দ্রমা যেমন সকল প্রজাগণের আনন্দকারী সেইরূপ সৌম্যগুণযুক্ত (অসুং য ঈয়ুঃ) প্রাণবিদ্যানিধান, (অবৃকাঃ) শত্রু রহিত অর্থাৎ যিনি সকলের প্রিয় ও পক্ষপাত পরিত্যাগ করিয়া সত্যমার্গে বিচরণ করিয়া থাকেন, তথা (ঋতজ্ঞাঃ) অর্থাৎ যিনি ব্রহ্ম ও যথার্থ সত্যধর্মবিষয়াভিজ্ঞ, (তে নোऽবন্তু পিতরো হবেষু) এইরূপ পিতরগণ, যুদ্ধাদি ব্যবহার বিষয়ে আমার সাহায্যকারী হইয়া অথবা তাঁহাদিগের বিদ্যা আমাকে শিক্ষা করাইয়া, আমাদিগকে রক্ষা করুন ।।৭।।

(অঙ্গিরসো নঃ) যিনি সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের পৃথিব্যাদিরূপ অঙ্গের মর্ম্মবিষয় অবগত, অথবা যিনি পরমেশ্বর বিষয় জ্ঞাত আছেন, (নবগ্বা) যিনি স্বয়ং নুতন নুতন বিদ্যা গ্রহণ করেন ও অপরকে গ্রহণ করাইয়া থাকেন, যিনি (অথর্বাণঃ) অথর্ববেদীয় আয়ুর্বেদ ও ধনুর্বেদাদি বিদ্যা বিষয়ে পারদর্শী এবং যিনি দুষ্ট শত্রুকে দমন তথা নিজ দোষ নিবারণ করণে প্রবীণ বা নিপুণ, যিনি (ভৃগবঃ) পরিপক্ব অর্থাৎ পূর্ণজ্ঞানী ও তেজস্বী, (সোভ্যাসঃ) যিনি পরমেশ্বরের উপাসনা ও নিজ বিদ্যাবলে শান্তস্বভাব সম্পন্ন এবং (তেষাং বয়..সুমতৌ০) যিনি যজ্ঞবিষয় সম্যক জ্ঞাত ও অনুষ্ঠানশালী, (পিতর) এইরূপ পিতরগণ, যে সকল কল্যাণকারী বিদ্যাবলে তাহাদিগের (নিজ নিজ) সুমতি, (ভদ্রে) কল্যাণও (সোমনসে) ও মনের শুদ্ধি সম্পাদনে সমর্থ হন, তদ্দ্বারা আমরাও যেন চিত্ত স্থির করিতে সমর্থ হই, অর্থাৎ উপরোক্ত বিদ্যা সম্যক জ্ঞাত হইয়া, আমরাও যেন ব্যবহারিক ও পারমার্থিক উভয়প্রকার সুখ প্রাপ্তি করিয়া পরমানন্দে অবস্থান করিতে সমর্থ হই ।।৮।।

(যে সমা০) যে সকল পিতর অর্থাৎ বিদ্বান পুরুষেরা, (য়মরাজ্যে) অর্থাৎ পরমেশ্বরের এই রাজ্য (সৃষ্টি) মধ্যে সভাসদ বা ন্যায়াধীশ হইয়া, ন্যায়কারী ও সৃষ্টির হিতকারী কার্য্যে সমান বুদ্ধিযুক্ত হন, (অর্থাৎ যাঁহারা পক্ষপাত রহিত হইয়া, সকলের প্রতি সমদৃষ্টি রাখেন ও কদাপি ধর্ম্মাচরণ হইতে বিচলিত হন না–অনুবাদক) । (তেষাং লোকঃ স্বধা) যাঁহার সত্য (ব্যবহার) ও ন্যায়পরতা দ্বারা লোক অর্থাৎ সমগ্র দেশ মধ্যে সুখপ্রাপ্তি হইয়া থাকে, (নমঃ) তাঁহাকে আমরা নমস্কার করিতেছি । যেহেতু তিনি পক্ষপাত রহিত হইয়া সত্য ব্যবস্থানুসারে চলিয়া, আপন দৃষ্টান্ত দ্বারা, অপরকে ঐরূপ ন্যায়মার্গে পরিচালিত করিয়া থাকেন । (যজ্ঞো দেবেষু কল্পতাং) এইরূপ (অর্থাৎ উপরোক্ত প্রকার) সত্যধর্ম্ম সম্বন্ধীয় প্রজাপালনরূপ যে অশ্বমেধ যজ্ঞ, তাহা পরমাত্মার কৃপায় বিদ্বান পুরুষের মধ্যে সত্য ব্যবহার উন্নতির জন্য সদা সমর্থ অর্থাৎ প্রকাশমান থাকুক ।।৯।।

য়ে নঃ পূর্বে পিতরঃ সোম্যাসোऽনূহিরে সোমপীথং বসিষ্ঠাঃ ।
তেভির্য়মঃ সꣳররাণো হবীꣳষ্যুশন্নুশদ্ভিঃ প্রতিকামমত্তু ।।১০।।

বর্হিষদঃপিতরঽউত্যর্বাগিমা বো হব্যা চকৃমা জুষ বম্ ।
তআ গতাবসা শংতমেনাথা নঃ শং য়োররপো দধাত । ।১১ । ।
আহং পিতৃন্ৎসুবিদত্রাঁ ।২ ।অবিৎসি নপাতং চ বিক্রমণং চ বিষ্ণোঃ ।
বর্হিষদো য়ে স্বধয়া সুতস্য ভজন্ত পিত্বস্তঽইহাগমিষ্ঠাঃ । ।১২ । ।

য০অ০ ১৯ মং০৫১ । ৫৫ । ৫৬ ।

ভাষ্যম্ ঃ- (য়ে সোম্যাসঃ) সোমবিদ্যাসম্পাদিনঃ, (বসিষ্ঠাঃ) সর্ববিদ্যাদ্যুত্তম–গুণেষ্বতিশয়েন রমমাণাঃ, (সোমপীথং) সোমবিদ্যারক্ষণং (অনূহিরে) পূ র্বং সর্বা বিদ্যাঃ পঠিত্বাঽধ্যাপ্য তাংস্তা অনুপ্রাপয়ন্তি, তে (নঃ পূর্বে পিতরঃ) য়েঽস্মাকং পূর্বে পিতরঃ সন্তি, (তেভিঃ) তৈঃ (উশদ্ভিঃ) পরমেশ্বরং ধর্ম্মং চ কাময়মানৈঃ পিতৃভিঃ সহ সমাগমেনৈব (সঙ্ঁররাণঃ) সত্যবিদ্যায়াঃ সম্যগ্দানকর্ত্তা (য়মঃ) সত্যবিদ্যাব্যবস্থাপকঃ পরমেশ্বরো বিদিতো ভবতি । কিং কু র্বন্ ? (হবীঙ্ঁষি০) বিজ্ঞানাদীন্যশন সর্বেভ্যো দাতুং কাময়ন্ সন্ । অতঃ সর্বো জন এবমাচরন্ সন্ (প্রতিকামমত্তু) সর্বান্ কামান্ প্রাপ্নোতু । ।১০ । ।

(বর্হিষদঃ) যে বর্হিষি সর্বোত্তমে ব্রহ্মণি বিদ্যায়াং চ নিষণ্ণাস্তে (পিতরঃ) বিদ্বাংসঃ (অবসা শন্তমেন) অতিশযেন কল্যাণরূপেণ রক্ষণেন সহ বর্ত্তমানাঃ, (আগত) অস্মাকং সমীপমাগচ্ছন্তু। আগতান্ তান্ প্রত্যেবং বয়ং ব্রূমহে হে—বিদ্বাংসঃ ! য়ূয়মাগত্য (অর্বাক্) পশ্চাৎ (ইমা০) ইমানি হব্যানি গ্রাহ্যদেয়ানি বস্তূনি (জুষ বং) সম্প্রীত্যা সেব বম্ । হে পিতরঃ । বয়ং (উত্যা) ভবদ্রক্ষণেন (বোঃ) য়ুষ্মাকং সেবাং (চকৃম) নিত্যং কুর্য্যাম। (অথা নঃ শং০) অথেতি সেবাপ্রাপ্তেরনন্তরং, য়ূয়ং নোঽস্মাকং শংয়োর্বিজ্ঞানরূপং সুখং দধাত । কিন্ত্ববিদ্যারূপং পাপং দূরীকৃত্বা (অরপঃ) নিষ্পাপতাং দধাত । য়েন বয়মপি নিষ্পাপা ভবেমেতি । ।১১ । ।

(আহং পিতৃন্ সুবিদত্রাঁ০) যে বর্হিষদঃ (স্বধয়া) অন্নেন (সুতস্য) সোমবল্ল্যাদিভ্যো নিষ্পাদিতস্য রসস্য প্রাশনং (ভজন্তে) সেবন্তে, (পিত্বঃ) তৎপানং কৃত্বা (ত ইহাগ০) অস্মিন্নস্মৎসন্নিহিতদেশে তে পিতর আগচ্ছন্তু। য় ঈদৃশাঃ পিতরঃ সন্তি তান্ বিদ্যাদিশুভগুণানাং দানকর্ত্তৃনহং (আ অবিৎসি) আ সমন্তাদ্বেদমি। অত্র ব্যত্যয়েনাত্মনেপদমিডভাবশ্চ । তান্ বিদিত্বা সঙ্গম্য চ, (বিষ্ণোঃ) সর্বত্রব্যাপকস্য পরমেশ্বরস্য (বিক্রমণং চ) বিবিধক্রমেণ জগদ্রচনং তথা (নপাতং চ) ন বিদ্যতে পাতো বিনাশো য়স্য তন্মোক্ষাখ্যং পদং চ বেদ্মি । য়ৎপ্রাপ্য মুক্তানাং সদ্যঃ পাতো ন বিদ্যতো তদেতচ্চ বিদুষাং সঙ্গেনৈব প্রাপ্তং ভবতি । তস্মাৎসর্বৈর্বিদুষাং সমাগমঃ সদা কর্ত্তব্য ইতি । ।১২ । ।

। । ভাষার্থ । ।

(য়ে নঃ পূর্বে পিতরঃ) যাঁহারা আমার পূর্ব পিতর অর্থাৎ আমার পিতা, পিতামহ ও অধ্যাপকগণ, শান্তাত্মা এবং (অনুহিরে সোমপীথং বসিষ্ঠাঃ) স্বয়ং যাঁহারা সোমপান করিতে ও অপরকে করাইতে বসিষ্ঠ বা বিশারদ অর্থাৎ সমস্তপ্রকার বিদ্যায় রমণ করিতে

সমর্থ, (তে ভি র্যমঃ স ঙ্খর) এইরূপ মহাত্মাদিগের সহিত সমাগম করিয়া, বিদ্যালাভ পূর্বক যম অর্থাৎ ন্যায়কারী অন্তর্যামী পরমেশ্বরকে নিঃসন্দেহে জানিতে সমর্থ হওয়া যায়। (হবি০) যেজন সত্য ভক্তি আদি পদার্থের কামনা করেন, (উশদ্ভিঃ প্রতিকা০) এবং যিনি সর্বকর্মেই সত্যের সেবনকারী ও যাহার আধার একমাত্র পরমেশ্বর হয়েন। হে মনুষ্যগণ । এইরূপ ধর্মাত্মা পুরুষদিগের সৎসঙ্গ দ্বারা তোমরাও উক্ত বিদ্বান্ পিতরগণের ন্যায় পরমেশ্বরের আনন্দে আনন্দিত হইতে সমর্থ হও। এ বিষয়ের প্রমাণ নিরুক্ত গ্রন্থে অ০ ১১ খং ১৯ (**অঙ্গিরসো নবগতর** ইত্যাদি পদে) লিখিত আছে, যদি ইচ্ছা হয় তথায় দেখিয়া লইবেন। ।১০।।

(বর্হিষদঃ পি০) যাঁহারা ব্রহ্ম এবং সত্যবিদ্যায় স্থিত পিতরগণ, তাঁহারা আমার রক্ষার্থে যেন সদা তৎপর থাকেন। তাঁহাদিগের আমরা নিম্নলিখিত প্রকারে সেবা করিব এবং তাঁহারাও আমাদিগকে প্রীতিপূর্বক বিদ্যাদি দান করিয়া প্রসন্ন করিবেন। (ত অগতাবসা০) হে পিতরগণ! আমি এইরূপ আকাঙ্খা বা ইচ্ছা করিতেছি, যে যখন আমি আপনার অথবা আপনি আমার নিকট আসিবেন বা অন্যত্র গমন করিবেন, তখন (ইমাহব্যা০) আমরা উত্তমোত্তম পদার্থ সকল দ্বারা আপনাদিগের সেবা করিব, এবং আপনারাও (কৃপাপূর্বক) উহা গ্রহণ করিবেন। (অবৃ০) আমরা অন্নাদি পদার্থ দ্বারা ও আপনারা (শন্ত০) আমার কল্যাণকারী শুভগুণ সকলের উপদেশ (অথা নঃ শংয়োঃ) তথা আমার কল্যাণকারী বিধান দ্বারা (অরপঃ) যাহাতে আমরা পাপে পতিত না হই, তাহা ধারণ করাইতে আদেশ করুন। ।১১।।

(অহং পিতৃন্) আমি জ্ঞাত আছি যে পিতরগণ নিজ নিজ উত্তম বিদ্যা ও উপদেশ দ্বারা আমার সুখকারী হইয়া থাকেন। (নপাতং চ বিক্রমণং ন বিষ্ণোঃ) সেই সর্বব্যাপক বিষ্ণুরূপী পরমেশ্বর বিক্রমণ অর্থাৎ সৃষ্টির রচনা ও নপাৎ, অর্থাৎ তাহার অবিনাশী পদ বা অবস্থার বিষয় যাহা সম্যক জ্ঞাত আছে, (বর্হিষদো যে০) উপরোক্ত জ্ঞান আমি উক্ত পিতরগণের কৃপাবলেই জ্ঞাত হইতে সমর্থ হইয়াছি, যাহাকে দেবযান সং জ্ঞা প্রদান করা যায় ও যাহার প্রাপ্তি হইলে পুনর্বার কেহ কদাপি দুঃখে পতিত হন না। এইরূপ যদ্দ্বারা পূর্ণ সুখ প্রাপ্ত হওয়া যায়, ঐ দুইটি মার্গও আমি বিদ্বানদিগের সঙ্গ দ্বারাই জ্ঞাত হইতে সক্ষম হইয়াছি। (স্বধা) এজন্য যে সকল বিদ্বান আপনাদিগের অমৃতরূপী উপদেশ সকলকে পুত্রবৎ স্নেহ করিয়া প্রদান করেন ও যাঁহারা নিজে আনন্দে মগ্ন থাকিয়া সংসারের সুখপ্রদাতা হয়েন, এইরূপ সর্বহিতকারী সমাগম আমাদিগের সর্বদাই প্রার্থনীয়, যদ্দ্বারা আমরা নিত্যজ্ঞান লাভ করিয়া উন্নতি প্রাপ্ত হইতে সমর্থ হই। ।১২।।

উপহূতাঃ পিতরঃ সোম্যাসো বর্হিষ্যেষু নিধিষু প্রিয়েষু।
তঽআ গমন্তু তইহ শ্রুবন্ত্বধি ব্রুবন্তু তেঽবন্ত্বস্মান্। ।১৩।।
অগ্নিষ্বাত্তাঃ পিতরএহ গচ্ছত সদঃ সদঃ সদত সুপ্রণীতয়ঃ।

অত্তা হবীꣳষি প্রয়তানি বর্হিষ্যথা রয়িꣳসর্ববীরং দধাতন। ।১৪। ।
য়েঽঅগ্নিষ্বাত্তা যেঽঅনগ্নিষ্বাত্তা মধ্যে দিবঃ স্বধয়া মাদয়ন্তে।
তেভ্যঃ স্বরাডসুনীতিমেতাং য়থাবশং তন্বং কল্পয়াতি। ।১৫। ।

য০অ০১৯মং০ ৫৭।৫৯।৬০। ।

ভাষ্যম্—(সোম্যাসঃ) যে প্রতিষ্ঠার্হাঃ পিতরস্তে (বর্হিষ্যেষু) প্রকৃষ্টেষু (নিধিষু) উত্তমবস্তুস্থাপনার্হেষু (প্রিয়েষু) প্রীত্যুৎপাদকেষু আসনেষু (উপহূতাঃ) নিমন্ত্রিতাঃ সন্তঃ সীদন্তু (আগমন্তু) সৎকারং প্রাপ্যাস্মৎসমীপং বারংবারমাগচ্ছন্তু। (ত ইহ) ত ইহাগত্যাস্মৎপ্রশ্নান্ (শ্রুবন্তু) শৃণ্বন্তু। শ্রুত্বা তদুত্তরাণি (অধিব্রুবন্তু) কথয়ন্তু। এবং বিদ্যাদানেন ব্যবহারোপদেশেন চ (তেঽবন্ত্বস্মান্) সদাস্মান্ রক্ষন্তু। ।১৩। ।

(অগ্নিষ্বাত্তাঃ পিতর এহ গচ্ছত) হে পুর্বোক্তা অগ্নিষ্বাত্তাঃ পিতরঃ। অস্মৎসন্নিধৌ প্রীত্যা আগচ্ছত। আগত্য (সুপ্রণীতয়ঃ) শোভনা প্রকৃষ্টা নীতির্, য়েষাং ত এবম্ভূতা ভবন্তঃ পুজ্যাঃ সন্তঃ (সদঃ সদঃ সদত) প্রতিগৃহং প্রতিসভাং চোপদেশার্থং স্থিতিং ভ্রমণং চ কুরুত। (অত্তা হবীꣳষি) প্রয়ত্নয়ুক্তানি কর্ম্মাণি, দেয়য়োগ্যান্যুত্তমান্নানি বা য়ূয়ং স্বীকুরুত। (বহিষ্যাথা০) অথেত্যনন্তরং, বর্হিষি সদসি গৃহে বা স্থিত্বা (রয়িꣳসর্ববীরং) সর্বৈর্বীরৈর্য়ুক্তং বিদ্যাদিধনং য়ূয়ং দধাতন। য়তোঽস্মাসু বুদ্ধিশরীরবলয়ুক্তা বীরাঃস্থিরা ভবেয়ুঃ সত্যবিদ্যাকোশশ্চ। ।১৪। ।

(য়ে অগ্নিস্বাত্তাঃ০) যে অগ্নিবিদ্যায়ুক্তাঃ, (অনগ্নিস্বাত্তাঃ) য়ে বায়ুজলভুগর্ভাদিবিদ্যানিষ্ঠাঃ, (মধ্যে দিবঃ) দ্যোতনাত্মকস্য পরমেশ্বরস্য সদ্বিদ্যাপ্রকাশকস্য চ মধ্যে (স্বধয়া) অন্নবিদ্যয়া শরীরবুদ্ধিবলধারণেন চ (মাদয়ন্তে) আনন্দিতা ভূত্বা, অস্মান্ সর্বান্ জনান্ আনন্দয়ন্তি, (তেভ্যঃ) তেভ্যো বিদ্বদ্ভ্যো বয়ং নিত্যং সদ্বিদ্যাং তথা (অসুনীতিমেতাং) সত্যন্যায়য়ুক্তামেতাং প্রাণনীতিং চ গৃহ্ণীয়াম। (য়থাবশং) তে বিদ্বাংসো বয়ং চ বিদ্যাবিজ্ঞানপ্রাপ্ত্যা সর্বোপকারকেষু নিয়মেষু স্বতন্ত্রাঃ, প্রত্যেকপ্রিয়েষু চ পরতন্ত্রা ভবন্তু। যতঃ (স্বরাট্) স্বয়ং রাজতে প্রকাশতে স্বান্ রাজয়তি প্রকাশয়তি বা স স্বরাট্ পরমেশ্বরঃ, (তন্বং কল্পয়াতি) তন্বং বিদ্বচ্ছরীরমস্মদর্থং কৃপয়া কল্পয়াতি, কল্পয়তু নিষ্পাদয়তু। য়তোঽস্মাকং মধ্যে বহবো বিদ্বাংসো ভবেয়ুঃ। ।১৫। ।

। । ভাষার্থ। ।

(উপহূতাঃ পিতরঃ) যে সকল প্রতিষ্ঠার্হাঃ (অর্থাৎ প্রতিষ্ঠার যোগ্য) পিতরগণ আছেন, তাঁহাদিগকে আমি নিমন্ত্রণ করিতেছি যে, যেন তাঁহারা আমার সমীপে (কৃপাপূর্বক) আগমণ করিয়া, (বর্হিষ্যেষু০) উত্তম আসনোপরি উপবেশন করতঃ, আমাকে বহুমুল্য ও শ্রবণপ্রিয় উপদেশ (দ্বারা কৃতার্থ) করুন। (ত আগমন্তু০) যখন ঐ সকল পিতরগণ আসিবেন, তখন সকলে উক্ত পিতরগণের এইরূপে সম্মান করিবেন যে, আপনি আসুন, উত্তম আসনে উপবেশন করুন, (ইহ শ্রুবন্তু) আমার

বিদ্যা সম্বন্ধে কথা ও প্রশ্ন শ্রবণ করুন, ও (অধিব্রুবন্তু০) ঐ গুলির উত্তর প্রদান করুন ও মনুষ্যদিগকে জ্ঞান প্রদান পূর্বক আমাদিগকে রক্ষা করুন। ।১৩। ।

(অগ্নিস্বাত্তাঃ পিতর এহ০) হে অগ্নিবিদ্যা জ্ঞাতকারী পিতরগণ। আপনি উপদেশক হইয়া আমার গৃহে শুভাগমন করতঃ অবস্তিতি পূর্বক উপদেশ করুন। পুনশ্চ ঐ পিতরগণের কীরূপ গুণসম্পন্ন হওয়া কর্ত্তব্য, তাহা লিখিত হইতেছে। (সুপ্রণীতয়ঃ) উত্তমোত্তম গুণযুক্ত (বর্হিষি০) তথা সভামধ্যে সত্য ও ন্যায়কারী, (হবিঃ) যিনি বিদ্যা দান ও গ্রহণ উভয় কার্য্যেই উপযুক্ত বা পটু, (রয়িঙ্ঃসর্ববীর দধাতন) এইরূপ পিতরগণের বিদ্যাদিরূপ যে উত্তম ধন আছে, যদ্দ্বারা বীরপুরুষযুক্ত সেনা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাদিগের উপদেশ দ্বারা আমাদিগকে পুষ্ট করুন। ঐ সকল বিদ্বানদিগের প্রতি ঈশ্বরের এইরূপ উপদেশ লিখিত আছে যে, ঐ সকল বিদ্বানেরা দেশে দেশে ও গৃহে গৃহে পরিভ্রমণ পূর্বক সকল মনুষ্যকে সত্যোপদেশ প্রদান করিবেন। ।১৪। ।

(যে অগ্নিষ্বাত্তা যে অনগ্নিস্বাত্তাঃ) যে সকল পিতরগণ অগ্নিবিদ্যা ও সোমবিদ্যা বিষয় সম্যক জ্ঞাত আছেন, তথা (মধ্যে দিবঃ স্বধয়া মাদয়ন্তে) যাহারা দিব অর্থাৎ বিজ্ঞানরূপ প্রকাশ মধ্যে সুখভোগ দ্বারা আনন্দিত রহিয়াছেন অর্থাৎ যাহারা বিজ্ঞান বলে নানা প্রকারে সুখী হইয়া থাকেন, (তেভ্যঃ স্বরাডসু০) তাহাদের হিতার্থে স্বরাট অর্থাৎ স্বপ্রকাশরূপী পরমেশ্বর (অসুনীতি) প্রাণবিদ্যা প্রকাশিত করিয়া থাকেন। এজন্য আমরা প্রার্থনা করি যে (য়থাবশং তন্বং কল্পয়াতি) হে পরমেশ্বর । আপনি নিজ কৃপাবলে উহাদিগের শরীরকে সদা সুখী, তেজস্বী ও রোগরহিত করুন, যাহাতে আমরা উক্ত লোকদিগের নিকট হইতে জ্ঞান প্রাপ্ত হইতে থাকি। ।১৫। ।

অগ্নিষ্বাত্তানৃতুমতো হবামহে নারাশঙ্ঃসে সোমপীথং য়আশুঃ।
তে নো বিপ্রাসঃ সুহবা ভবন্তু বয়ঙ্ঃ স্যাম পতয়ো রয়ীণাম্। ।১৬। ।
য়ে চেহ পিতরো য়ে চ নেহ য়াঁশ্চ বিদ্ম য়াঁ২। । উ চ ন প্রবিদ্ম।
ত্বং বেত্থ য়তি তে জাতবেদঃ স্বধাভির্য়জ্ঞঙ্ঃ সুকৃতং জুয়স্ব। ।১৭। ।
ইদং পিতৃভ্যো নমোঅস্ত্বদ্য য়ে পূর্বাসো য় উপরাস ঈয়ুঃ।
য়ে পার্থিবে রজস্যা নিষত্তা য়ে বা নূনঙ্ঃ সুবৃজনাসু বিক্ষু। ।১৮। ।

য০অ০ ১৯ মং০ ৬১, ৬৭, ৬৮।

ভাষ্যম—(অগ্নিষ্বাত্তা০) হে মনুষ্যাঃ। য়থা বয়ং, ঋতুবিদ্যাবতোঽর্থাদ্ য়থাসময়-মুদ্যোগকারিণোঽগ্নিস্বা (ত্তাঃ) পিতরঃ সন্তি তান্ (হবামহে) আহ্বয়ামহে, তথৈব য়ুষ্মাভিরপি তৎসেবনায়াহ্বানং নিত্যং কার্য়্যম্। (সোমপীথং য় আশুঃ) য়ে সোমপানমশ্নন্তি, য়ে চ (নারাশঙ্ঃসে) নরৈঃ প্রশস্যেঽনুষ্ঠাতব্যে কর্ম্মণি কুশলাঃ সন্তি,

(তে নো বিপ্রাসঃ) তে বিপ্রা মেধাবিনো, নোঽস্মান্, (সুহবা০) সুষ্ঠুতয়া গ্রহীতারো ভবন্তু। (সোমপীথং০) য়ে সোমবিদ্যাদানগ্রহণাভ্যাং তৃপ্তাঃ, এষাং সঙ্গেন (বয়ঙ্ঃ স্যাম পতয়ো) সত্যবিদ্যাচক্রবর্ত্তিরাজ্যশ্রীণাং পতয়ঃ, পালকাঃস্বামিনো ভবেম। ।১৬। ।

(য়ে চেহ পিতরো০) য়ে পিতরো বিদ্বাংস ইহাস্মৎ সন্নিধৌ বর্ত্তন্তে, য়ে চেহাস্মৎ সমক্ষে ন সন্ত্যার্থাদ্দেশান্তরে তিষ্ঠন্তি, (য়াংশ্চ বিদ্ম) য়ান্ বয়ং জানীমঃ, (য়াং২। । উ চ ন০) দূরদেশস্থিত্যা য়াংশ্চ বয়ং ন জানীমস্তান্ সর্বান, হে (জাতবেদঃ) পরমেশ্বর। (ত্বং বেত্থ) ত্বং য়থাবজ্জানাস্যতো ভবান্ তেষামস্মাকং চ সঙ্গং নিষ্পাদয়। (স্বধা০) য়োঽস্মাভিসসুকৃতঃ সম্যগনুষ্ঠিতো য়জ্ঞোঽস্তি, ত্বং স্বধাভিরন্নাদ্যাভিঃ সামগ্রীভিঃ সম্পাদিতং য়জ্ঞং সদা জুয়স্ব সেবস্ব, য়েনাস্মাকমভ্যুদয়নিঃশ্রেয়সকরং ক্রিয়াকাণ্ডং সম্যক্ সিধ্যেৎ। (য়তি তে) য়ে য়াবন্তঃ পরোক্ষা বিদ্যমানা বিদ্বাংসঃ সন্তি, তানস্মান্ প্রাপয়। ।১৭। ।

(ইদং পিতৃভ্যঃ) যে পিতরোঽদ্যেদানীমস্মৎ সমীপেঽধ্যয়নাধ্যাপনে কর্ম্মণি বর্ত্তন্তে (পূর্বাসঃ) পুর্বমধীত্য বিদ্বাংসঃ সন্তি, (য়ে পার্থিবে রজসি) য়ে পৃথিবীসম্বন্ধিভুগর্ভবিদ্যায়াং (আনিষত্তাঃ) আ সমন্তান্নিষন্নাঃ সন্তি, (য়ে বা নুনঙ্ঃ সু০) য়ে চ সুষ্ঠুবলয়ুক্তাসু প্রজাসভাধ্যক্ষাঃ সভাসদো ভূত্বা ন্যায়াধীশত্বাদিকর্ম্মণেঽধিকৃতাঃ সন্তি, তে চাস্মান্ (ঈয়ুঃ) প্রাপ্নুয়ুঃ। ইত্থংভূতেভ্যঃ পিতৃভ্যোঽস্মাকমিদং সততং (নমোঽস্তু)। ।১৮। ।

। । ভাষার্থ। ।

(অগ্নিস্বাত্তানৃতুমতো) হে মনুষ্যগণ । যেরূপ আমরা অগ্নিবিদ্যা ও সময়বিদ্যার সম্যক পারদর্শী পিতরগণকে সম্মানের সহিত আহ্বান করি, তদ্রূপ তোমরাও ঐ সকল পিতরগণের নিকট গমন করিবে ও তাঁহাদিগের নিকট আহ্বান করিবে, যদ্দ্বারা তোমাদিগের দিন দিন বিদ্যার বৃদ্ধি হইতে থাকে। (নারাশঙ্ঃসে সোমপীথং য় আশুঃ) যাঁহারা (য়জ্ঞে) সোমপানাদির রস পান করিয়া ও (অন্যান্য প্রকারে) রক্ষা করিয়া, মনুষ্যকে শ্রেষ্ঠ (উন্নতিশীল) করাইয়া দিয়া থাকেন, তাহাদিগের নিকট হইতে তোমরা সত্যবিদ্যা শিক্ষা করিয়া আনন্দিত হও। (তে নো বিপ্রাঃ সুতবা০) ঐ সকল মেধাবী ব্রাহ্মণেরা আমাদিগকে সদা (যেন) সত্যবিদ্যা গ্রহণ করাইতে থাকুন। (বয়ঙ্ঃস্যাম পতয়ো রয়ীণাম্) যদ্দ্বারা আমরা সুবিদ্যাবলে চক্রবর্তী রাজ্যের শ্রী আদি উত্তম পদার্থ সকলকে প্রাপ্ত তথা উহার রক্ষা ও উন্নতি করণে সমর্থ হই। ।১৬। ।

(যে চেহ পিতরো) হে জাতবেদ পরমেশ্বর । যে সকল পিতরগণ আমার সমীপে তথা দুরদেশে অবস্থিতি করিতেছেন, (য়াঁশ্চ বিদ্ম) ইহাঁদিগের মধ্যে যাহারা নিকটবর্ত্তী থাকেন, তাহাদিগকে জ্ঞাত আছি, (য়ঁ।২। । উ চ ন প্রবিদ্ম) এবং দূরে অবস্থিতি করায় যাহাদিগকে আমরা জ্ঞাত নহি, (যদি তে) এইরূপ জ্ঞাত ও অজ্ঞাত উভয়প্রকার পিতরগণ যাঁহারা ইহ সংসার মধ্যে বিদ্যমান আছেন, (ত্বং বেত্থ০) তাঁহাদিগের সকলকেই

আপনি জ্ঞাত আছেন, কৃপা করিয়া উহাদিগের ও আমার (আমাদিগের) পরস্পরের সম্বন্ধ সদা কালের জন্য স্থির করিয়া দেউন। (স্বধাভির্যজ্ঞঙ্ সুকৃতং) আর আপনি নিজ ধারণাদি শক্তি দ্বারা ব্যবহারিক ও পারমার্থিক শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ সকলকে প্রীতিপূর্বক সেবন করাইবেন, যদ্দ্বারা আমরা সর্বপ্রকার সুখ প্রাপ্ত হইতে থাকি।।১৭।।

(ইদং পিতৃভ্যো নo) আমরা ঐ সকল পিতরগণকে নমস্কার করিতেছি, (অদ্য পুর্বাসো য উ পরাস ঈয়ুঃ) যাঁহারা প্রথমে স্বয়ং বিদ্বান হইয়া (বিদ্যা লাভ করিয়া) আমাদিগকেও বিদ্যা শিক্ষা দিয়া থাকেন, অথবা যাঁহারা বিরাগী ও সন্ন্যাসী হইয়া সর্বত্র বিচরণ পূর্বক সত্যোপদেশ করিয়া বেড়ান। তথা (য়ে পার্থিবে রজস্যা নিষত্তাঃ) যাহারা পার্থিব অর্থাৎ ভূগর্ভবিদ্যা ও সূর্য্যাদি লোক বিষয় সম্যক জ্ঞাত আছেন, এবং (য়ে বা নূনঙ্সু) যাহারা নিশ্চয় করিযা (সর্ববিষয়ে দৃঢ় হইয়া) প্রজাদিগের হিতার্থে উদ্যত, উত্তম সেনাগণের মধ্যে অত্যন্ত চতুর অর্থাৎ তীক্ষ্মবুদ্ধিশালী, উপরোক্ত পিতরগণকে আমরা নমস্কার করিতেছি, কারণ তাঁহারা সদা আমাদিগের উন্নতিতে রত থাকেন।।১৮।।

উশন্তস্ত্বা নি ধীমহ্যুশন্তঃ সমিধীমহি।

উশন্নশত আ বহ পিতৃন্ হবিষে অত্তবে।।১৯।। য০অ০১৯ মং০৭০।

পিতৃভ্যঃ স্বধায়িভ্যঃ স্বধা নমঃ। পিতামহেভ্যঃ স্বধায়িভ্যঃ স্বধা নমঃ।

প্রপিতামহেভ্যঃ স্বধায়িভ্যঃ স্বধা নমঃ। অক্ষন্ পিতরোऽমীমদন্ত

পিতরোऽতীতৃপন্ত পিতরঃ। পিতরঃ শুন্ধ বম্।।২০।।

পুনন্ত মা পিতরঃ সোম্যাসঃ পুনন্ত মা পিতামহাঃ পুনন্ত প্রপিতামহাঃ

পবিত্রেণ শতায়ুষা। পুনন্ত মা পিতামহাঃ পুনন্ত প্রপিতামহাঃ পবিত্রেণ

শতায়ুষা বিশ্বমায়ুর্ব্যশ্নবৈ।।২১।। য০অ০১৯মং০ ৩৬, ৩৭।

ভাষ্যম্—(উষন্তস্ত্বা নিধীমহি) হে পরমেশ্বর! বয়ং ত্বাং কাময়মানা ইষ্টত্বেন হৃদয়াকাশে, ন্যায়াধীশত্বেন রাষ্ট্রে, সদা স্থাপয়ামঃ। (উশন্তঃ সমিধীমহি) হে জগদীশ্বর! ত্বাং শৃণ্বন্তঃ শ্রাবয়ন্তঃসম্যক্ প্রকাশয়েমহি। কস্মৈ প্রয়োজনায়েত্যত্রাহ–(হবিষে অত্তবে০) সদ্বিদ্যাগ্রহণায় তেভ্যো ধনাদ্যুত্তমপদার্থদানায়ানন্দভোগায় চ। (উশন্নুশত আবহ পিতৃণ্) সত্যোপদেশবিদ্যাকাময়মানান্ কাময়মানস্সংস্ত্বমস্মান্ আবহাসমন্তাৎ প্রাপয়।।১৯।।

(পিতৃভ্যঃ) স্বাং স্বকীয়ামমৃতাখ্যাং মোক্ষবিদ্যাং কর্ত্তুং শীলং য়েষাং, তেভ্যো বসুসংজ্ঞকেভ্যো, বিদ্যাপ্রদাতৃভ্যো, জনকেভ্যশ্চ, (স্বধা০) অন্নাদ্যুত্তমবস্তু দদ্মঃ। য়ে চ চতুর্বিংশতিবর্ষপর্য়ন্তেন ব্রহ্মচর্য়েণ বিদ্যামধীত্যাধ্যাপয়ন্তি তে বসুসংজ্ঞকাঃ। (পিতামহেভ্যঃ) য়ে চতুশ্চত্বারিংশদ্বর্ষপর্য্যন্তেন ব্রহ্মচর্য়েণ বিদ্যাং পঠিত্বা পাঠয়ন্তি তে

পিতামহাঃ, (প্রতিতামহেভ্যঃ) য়েऽষ্টাচত্বারিংশদ্বর্ষপ্রমিতেন ব্রহ্মচর্য়্যেণ বিদ্যাপারাবারং প্রাপ্যাধ্যাপয়ন্তি ত আদিত্যাখ্যা, অর্থাৎ সত্যবিদ্যাদ্যোতকাঃ। (নমঃ) তেভ্যোऽস্মাকং সততং নমোऽস্তু। (অক্ষন্, পিতরঃ০) হে পিতরঃ! ভবন্তোऽক্ষন্নত্রৈব ভোজনাচ্ছাদনাদিকং কুর্বীরন্। অমীমদন্ত পিতরঃ ইতি পূর্বং ব্যাখ্যাতম্। (অতীতৃপন্ত পিতরঃ) হে পিতরোऽস্মৎ সেবয়াऽऽনন্দিতা ভূত্বা তৃপ্তা ভবত। (পিতরঃ শুন্ধ বম্) হে পিতরো। য়ূয়মুপন্দেশেনাবিদ্যাদিদোষবিনা-শাদস্মান্ শুন্ধ বং পবিত্রান্ কুরুত।।২০।।

(পুনন্তু মা পিতরঃ) ভো পিতরঃ! পিতামহাঃ! প্রপিতামহাশ্চ! ভবন্তো মাং মনঃকর্মবচনদ্বারা বারংবারং পুনন্তু পবিত্রব্যবহারকারিণং কুর্বন্তু। কেন পুনস্ত্বিত্যাহ–(পবিত্রেণ) পবিত্রকর্মানুষ্ঠানকরণোপদেশেন, (শতায়ুষা) শতবর্ষপর্য্যন্তজীবননিমিত্তেন ব্রহ্মচর্য়্যেণ মাং পুনন্তু। অগ্রে পুনন্ত্বিতি ক্রিয়াত্রয়ং য়োজনীয়ম্। য়েনাহং (বিশ্বমায়ুর্ব্যশ্নবৈ) সম্পূর্ণমায়ুঃ প্রাপ্নুয়াম্।। অত্র পুরুষো বাব য়জ্ঞঃ (প্র০৩।খং১৬।) ইত্যাকারাকেণ ছান্দোগ্যপনিষৎ প্রমাণেন বিদুষাং বসুরুদ্রাদিত্য সঙ্গা বেদিতব্যাঃ।।২১।।

।। ভাষার্থ।।

(উষন্তস্ত্বা নিধীমহি) হে অগ্নি (নামক) পরমেশ্বর! আমরা আপনার প্রাপ্তি কামনায় আপনাকে আমাদিগের হৃদয়ে নিহিত অর্থাৎ স্থাপিত করি, (উশন্তঃ সমিধীমহি) এবং সর্বত্র আপনাকে প্রকাশ (অর্থাৎ আপনার মহিমা প্রকাশ—অনুবাদক) করিয়া থাকি। (উশন্নুশত আবহ পিতৃন) হে ভগবন্! আপনি আমার (আমাদিগের) কল্যাণার্থে পূর্বোক্ত পিতরগণকে প্রাপ্ত করান, যদ্দ্বারা (হবিষে অত্তবে) আমরা উক্ত পিতরগণের সেবা করিয়া বিদ্যাপ্রাপ্তির জন্য স্থির থাকি।।১৯।।

(পিতৃভ্যঃ স্বধা০) ২৪ বৎসর পর্য্যন্ত যাঁহারা ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম পালন করিয়া বিদ্যাপাঠ করতঃ সকলকে বিদ্যাদান করেন, এরূপ পিতরগণকে আমার নমস্কার। (পিতামহেভ্যঃ০) যাঁহারা ৪৪ বর্ষ বয়স পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম সমাপন করিয়া, বেদাদি বিদ্যা পাঠ করতঃ সকলের হিতকারী ও অমৃতরূপী জ্ঞান প্রদানকারী হন, তথা (প্রপিতামহেভ্যঃ০) যিনি ৪৮ বৎসর পর্য্যন্ত জিতেন্দ্রিয়তার সহিত সম্পূর্ণ বিদ্যা পাঠ করিয়া, নিজ হস্ত ক্রিয়া দ্বারা সকল প্রকার বিদ্যার সাক্ষাৎ দৃষ্টান্ত দেখাইয়া, অপরকে শিক্ষা প্রদান করিতে সমর্থ হন ও যিনি সকলের সুখের জন্য সর্বদা প্রযত্ন করিয়া থাকেন, এইরূপ পিতরগণকে সকলেরই মান্য করা কর্ত্তব্য।

পিতৃগণ সর্বপ্রকার বিদ্যাতে বাস (অর্থাৎ রমণ) করিবার উপযুক্ত পাত্র বলিয়াই তাঁহাদিগকে বসু সংজ্ঞা দেওয়া যায়। পুনশ্চ পিতামহকে রুদ্র বলা যায়, কারণ তাঁহারা বসু সংজ্ঞক পিতরগণ অপেক্ষা দ্বিগুণ ও শতগুণ বিদ্যাবান ও বলবান হইয়া থাকেন। এইরূপে প্রপিতামহকে আদিত্য সংজ্ঞা দেওয়া যায়, যেহেতু তিনি সর্বপ্রকার বিদ্যায় ও অপরাপর শুভগুণে সূর্য্যের ন্যায় প্রকাশমান হইয়া, সমগ্র বিদ্যাপ্রকাশ ও সকল লোককে শিক্ষা দিয়া প্রকাশমান করিয়া থাকেন। উপরোক্ত তিনপ্রকার পিতরগণকে

বসু, রুদ্র ও আদিত্য এইজন্য বলা যায়, যে ইহারা মনুষ্যের হৃদয়ে কোন প্রকার দুষ্টতা থাকিতে দেন না। এ বিষয়ে (**পুরুষো বাব যজ্ঞ**০ ইত্যাদি) ছান্দোগ্য উপনিষদের প্রমাণ ইতিপূর্বে বর্ণন করিয়াছি, তথা দেখিয়া লইবেন।

(অক্ষন্ পিতরঃ০) হে পিতরগণ। আপনি বিদ্যারূপী যজ্ঞকে বিস্তৃত (বিস্তীর্ণ) করিয়া সুখী হউন। তথা (অমীমদন্ত পিতরঃ) আমার সেবা দ্বারা অত্যন্ত প্রসন্ন হউন। (অতীতৃপন্ত পিতরঃ) আমার সেবা দ্বারা তৃপ্ত হইয়া আমাকেও আনন্দিত ও তৃপ্ত করিতে থাকুন। এবং যে পদার্থ আপনার প্রয়োজন হয়, আমি ভ্রমবশতঃ যদি তদ্দ্বারা আপনার সেবা করিতে ত্রুটী করি, তদ্বিষয় আপনি আমাকে শিক্ষা দিন। (পিতরঃ শুন্ধ বম্) হে পিতরগণ । আপনি (আপনারা) আমাকে ধর্ম্মোপদেশ ও সত্যবিদ্যা (দানে) শুদ্ধ করুন, যদ্দ্বারা আমরা আপনার সহিত মিলিত হইয়া, নিজ শুদ্ধার্থে প্রেমসহকারে সনাতন পরমাত্মার ভক্তিকরণে সমর্থ হই।।২০।।

(পুনন্তু মা পিতরঃ) যে সকল পিতরগণ শান্তাত্মা ও পরম দয়ালু, তাঁহারা আমাকে বিদ্যা দান দিয়া পবিত্র করুন। (পুনন্তু মা পিতামহাঃ) এইরূপে পিতামহ ও প্রপিতামহগণ আপনারাও আমাকে উত্তম বিদ্যা ও উপদেশ দিয়া পবিত্র করুন, যদ্দ্বারা আপনাদিগের উপদেশ শ্রবণ করতঃ, ব্রহ্মচর্য্য ধারণ করিয়া একশত বর্ষ পর্যন্ত আনন্দযুক্ত আয়ু লাভ করিতে সমর্থ হই। এই মন্ত্র আদরার্থে কেবল দুইবার পাঠ করা হইয়াছে।

ইত্যাদি অন্য মন্ত্র গুলিও এই বিষয়েরই পুষ্টিকারক মাত্র। উহাদিগের অর্থ গুলিও উপরোক্ত প্রমাণ দ্বারা বুঝিয়া লওয়া কর্ত্তব্য। পুনশ্চ যেস্থানে অমাবস্যাতে পিতৃযজ্ঞ করিবার কথা লেখা আছে, সেখানেও এই অভিপ্রায়ে লিখিত হইয়াছে, কি যদি কদাচিৎ কেহ নিত্য জীবিত পিতরগণের সেবা করিতে অক্ষম হন, তবে অন্ততঃ মাসে দুইবার করিয়াও সেবা করা কর্ত্তব্য এবং অমাবস্যাতে মাস্যেষ্টি হইয়া থাকে, এজন্য সে সময় উহাদিগকে আহ্বান করিয়া, তাঁহাদিগের সেবা লওয়া উচিত।

–ইতি পিতৃ যজ্ঞঃ সমাপ্ত–

অথ বলিবৈশ্বদেববিধির্লিখ্যাতে–

য়দন্নং পক্বমক্ষারলবণং ভবেত্তেনৈব বলিবৈশ্বদেবকর্ম কার্য়্যম্ –
বৈশ্বদেবস্য সিদ্ধস্য গৃহ্যেऽগ্নৌ বিধিপূর্বকম্।
আভ্যঃ কুর্য্যাদ্ দেবতাভ্যো ব্রাহ্মণো হোমমন্বহম্।।১।।

মনুস্মৃতৌ অ০৩ শ্লোক০৮৪।

অত্র বলিবৈশ্বদেব কর্ম্মণি প্রমাণম্ —

অহরহর্বলিমিত্তে হরন্তোऽশ্বায়েব তিষ্ঠতে ঘাসমগ্নে।
রায়স্পোষেণ সমিষা মদন্তো মা তে অগ্নে প্রতিবেশা রিষাম।।১।।

অথর্ব০ কাং০১৯ অনু০৭ মং০৭।

পুনন্তু মা দেবজনাঃ পুনন্তু মনসা ধিয়ঃ ।
পুনন্তু বিশ্বা ভূতানি জাতবেদঃ পুনীহি মা স্বাহা । ।২ । ।

যঃ০অ০১৯ মং০৩৯ ।

ভাষ্যম্–(অগ্নে) হে পরমেশ্বর ! (তে) তুভ্যং ত্বদাজ্ঞাপালনার্থং (ইৎ) এব (তিষ্ঠতেঽশ্বায়ঘাসম্) য়থাঽশ্বস্যাগ্রে পুষ্কলঃ পদার্থঃ স্থাপ্যতে, (ইব) তথৈব (অহরহঃ) নিত্যং প্রতি (বলিং হরন্তঃ) ভৌতিকমগ্নিমতিথীংশ্চ বলীন্ প্রাপয়ন্তঃ, (সমিষা) সম্যগিষ্যতে য়া সা সমিট্ তয়া শ্রদ্ধয়া, (রাযস্পোষেণ) চক্রবর্ত্তিরাজ্যলক্ষ্ম্যা (মদন্তঃ) হর্ষন্তো বয়ং, (অগ্নে) হে পরমাত্মন্ ! (তে) তব (প্রতিবেশাঃ) প্রতিকূলা ভূত্বা সৃষ্টিস্থান্ প্রাণিনঃ (মা রিয়াম) মা পীড়য়েম । কিন্তু ভবৎকৃপয়া সর্বে জীবা অস্মাকং মিত্রাণি সন্তু । সর্বেষাং চ বয়ং সখায়ঃ স্ম ইতি জ্ঞাত্বা পরস্পরং নিত্যমুপকারং কুর্য্যাম । ।১ । ।

(পুনন্তু মা০) অস্য মন্ত্রস্যার্থস্তর্পণ বিষয় উক্তঃ । ।২ । ।

। । ভাষার্থ । ।

(অহরহর্বলি) হে পরমেশ্বর ! আপনার আজ্ঞায় যাহারা প্রতিদিন বলিবৈশ্বদেব যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা (রায়স্পোষেণ) চক্রবর্ত্তী রাজ্যলক্ষ্মী ও ঘৃত, দুগ্ধাদি পুষ্টিকর পদার্থ প্রাপ্তি ও সম্যক শুভেচ্ছা দ্বারা, (মদন্তঃ) নিত্যানন্দ প্রাপ্ত হন, এবং মাতা, পিতা ও আচার্য্যদিগের প্রীতিপূর্বক উত্তমোত্তম পদার্থ দ্বারা নিত্য সেবা করেন । (অশ্বায়েব তিষ্ঠন্তে ঘাস০) যেরূপ অশ্বের সম্মুখে তাহার ভক্ষ্য তৃণ, লতাদি এবং পানার্থে জলাদি প্রচুর পরিমাণে সংস্থাপিত হয়, সেই রূপ পিতা, মাতা ও আচার্য্যের সেবার জন্য বহুবিধ উত্তমোত্তম পদার্থ প্রদান পূর্বক তাহাদিগের প্রসন্নতা সম্পাদন করিবে । (মা তে অগ্নে প্রতিবেশরিষাম) হে পরম গুরো ঈশ্বর ! আপনার আজ্ঞার বিরুদ্ধ ব্যবহারে আমরা যেন কদাপি প্রবৃত্ত না হই । অন্যায় পু র্বক আমরা যেন কদাচিৎ কোন প্রাণীকে পীড়া না দেই, পরন্তু সমস্ত জীবমাত্রকেই নিজ মিত্রবৎ ও আপনাকে সকলের মিত্রজ্ঞান করিয়া পরস্পরের উপকার সাধনে রত থাকি । ইহাই ঈশ্বর আজ্ঞা । ।১ । ।

(পুনন্তু মাং) এই মন্ত্রের অর্থ তর্পণ বিষয়ে বর্ণন করিয়াছি, এজন্য এস্থলে পুনর্বার বর্ণন করিলাম না, তথায় দেখিয়া লইবেন । ।২ । ।

ওমগ্নয়ে স্বাহা । ।১ । । **ওঁ সোমায় স্বাহা । ।২ । ।**
ওমগ্নীষোমাভ্যাং স্বাহা । ।৩ । । **ওঁ বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যঃ স্বাহা । ।৪ । ।**
ওঁ ধন্বন্তরয়ে স্বাহা । ।৫ । । **ওঁ কুহৈব স্বাহা । ।৬ । ।**
ওমনুমত্যৈ স্বাহা । ।৭ । । **ওঁ প্রজাপতয়ে স্বাহা । ।৮ । ।**
ওঁ সহ দ্যাবাপৃথিবীভ্যাং স্বাহা । ।৯ । । **ওঁ স্বিষ্টকৃতে স্বাহা । ।১০ । ।**

ভাষ্যম্—(ওম০) অগ্ন্যর্থউক্তঃ । (ওঁ সো০) সর্বানন্দপ্রদো য়ঃ সর্বজগদুৎপাদক ঈশ্বরঃ সোঽত্র গ্রাহ্যঃ । (ওমগ্নী০) প্রাণাপানাভ্যাম্, অনয়োরর্থো গায়ত্রীমন্ত্রার্থ উক্তঃ । (ওঁ বি০)

বিশ্বে দেবা বিশ্বপ্রকাশকা ঈশ্বরগুণাঃ সর্বে বিদ্বাংসো বা। (ওঁ ধ০) সর্বরোগনাশক ঈশ্বরোऽত্র গৃহ্যতে। (ওঁ কু০) দর্শেষ্ট্যর্থোऽয়মারম্ভঃ, অমাবাস্যেষ্টিপ্রতিপাদিতায়ৈ চিতিশক্তয়ে বা। (ওম০) পৌর্ণমাস্যেষ্ট্যর্থোऽয়মারম্ভঃ, বিদ্যাপঠনান্তরং মর্ত্মিননং জ্ঞানং য়স্যাশ্চিতিশক্তেঃ সাऽনুমতির্বা, তস্যৈ। (ওঁ প্র০) সর্বজগতঃ স্বামী রক্ষক ঈশ্বরঃ। (ওঁ সহ০) ঈশ্বরেণ প্রকৃষ্টগুণৈঃ সহোৎপাদিতাভ্যামগ্নিভূমিভ্যাং সর্বোপকারা গ্রাহ্যাঃ, এতদর্থোऽয়মারম্ভঃ। (ওঁ স্বিষ্ট০) য়ঃ সুষ্ঠু শোভনমিষ্টং সুখং করোতি স চেশ্বরঃ।।১-১০।।

এতৈর্মন্ত্রৈর্হোমং কৃত্বাऽথ বলিপ্রদানং কুর্য্যাৎ।

।। ভাষার্থ।।

(ওম্ অগ্নয়ে স্বাহা) অগ্নি শব্দের অর্থ পূর্বে বর্ণন করিয়াছি, অর্থাৎ জ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মার প্রীত্যর্থে আমরা আহুতি প্রদান করিতেছি।

(ওম্ সোমায় স্বাহা) সর্ব পদার্থের উৎপাদক অর্থাৎ সর্ব জগদুৎপাদক ও সর্বপ্রকার দুঃখনাশের হেতুস্বরূপ অর্থাৎ সর্বানন্দপ্রদ পরমাত্মার প্রীতির জন্য আমরা হোম করিতেছি।

(ওমগ্নী ইত্যাদি) যিনি সমস্ত প্রাণীগণের হেতুস্বরূপ প্রাণ এবং দুঃখ নাশ হেতু অপান স্বরূপ, অথবা যিনি সংসারের প্রকাশক পরমাত্মা ও বিদ্বান জন যিনি জন্মমরণাদি দুঃখ দূরকারক পরমাত্মা, যিনি জ্ঞানস্বরূপ এবং সর্বানন্দপ্রদ সর্বজগদুৎপাদক পরমেশ্বর, তাঁহার প্রীতির জন্য আমরা হোম করিতেছি।

(ওম্ বিশ্বেভ্যোঃ ইত্যাদি) বিশ্বপ্রকাশক ঈশ্বরের গুণ সকলের (প্রকাশ) অথবা বিদ্বানগণের প্রীত্যর্থে আমরা হোম করিতেছি।

(ওমধন্ব০) জন্মমরণাদিরূপ দুঃখনাশক অথবা সর্বরোগনাশক ঈশ্বরের প্রীতির জন্য আমরা হোম করিতেছি।

(ওঁ কুহৈব) অমাবস্যেষ্টি বা সর্বশাস্ত্র প্রতিপাদিত ঈশ্বরের চিতিশক্তির প্রীতির জন্য আমরা হোম করিতেছি।

(ওঁ মনু) পৌর্ণমাস্যেষ্টি অথবা বিদ্যা পঠনান্তর পরমেশ্বরের যে চিতিশক্তির মনন করা যায়, সেই চিতিশক্তির প্রীতির জন্য আমরা হোম করিতেছি।

(ওঁ প্রজা) সর্বজগৎ কর্ত্তা ও জগতের রক্ষক স্বরূপ ঈশ্বরের প্রীতির জন্য আমরা হোম করিতেছি।

(ওমস০) ঈশ্বরের প্রকৃষ্ট গুণদ্বারা উৎপাদিত দ্যুলোক ও ভূলোকের পুষ্টিকরণার্থ আমরা হোম করিতেছি।

(ওম্ স্বিষ্টকৃতে স্বাহা) যিনি ইষ্ট সুখকারী সেই পরমেশ্বরের প্রীত্যর্থে আমরা হোম করিতেছি।

উপরোক্ত দশপ্রকার মন্ত্রগুলি দ্বারা দশ প্রকার প্রয়োজন জ্ঞাত হওয়া কর্ত্তব্য।

ওঁ সানুগায়েন্দ্রায় নমঃ।।১।। **ওঁ সানুগায় য়মায় নমঃ।।২।।**

ওঁ সানুগায় বরুণায় নমঃ।।৩।। ওঁ সানুগায় সোমায় নমঃ।।৪।।
ওঁ মরুদ্ভ্যো নমঃ।।৫।। ওমদ্‌ভ্যো নমঃ।।৬।।
ও বনস্পতিভ্যো নমঃ।।৭।। ওঁ শ্রিয়ৈ নমঃ।।৮।।
ওঁ ভদ্রকাল্যৈ নমঃ।।৯।। ওঁ ব্রহ্মপতয়ে নমঃ।।১০।।
ওঁ বাস্তুপতয়ে নমঃ।।১১।। ওঁ বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।।১২।।
ওম্‌দিবাচরেভ্যো ভূতেভ্যো নমঃ।।১৩।। ওঁ নক্তংচারিভ্যো নমঃ।।১৪।।
ওঁ সর্বাত্মভূতয়ে নমঃ।।১৫।। ও পিতৃভ্যঃ স্বধায়িভ্যঃ স্বধা নমঃ।।১৬।।

ইতি নিত্যশ্রাদ্ধম্।

ভাষ্যম্—(ওঁ সা০) নম প্রহ্বত্বে শব্দে' ইত্যনেন সৎক্রিয়াপুরস্‌সরবিচারেণ মনুষ্যাণাং য়থার্থং বিজ্ঞানং ভবতীতি বেদ্যম্। নিত্যৈগুণৈঃ সহ বর্ত্তমানঃ পরমৈশ্বর্য়্যবানীশ্বরোऽত্র গৃহ্যতে।। (ওঁ সানু০) পক্ষপাতরহিতো ন্যায়কারিত্বাদিগুণয়ুক্তঃ পরমাত্মাऽত্র বেদ্যঃ।। (ওঁ সা০) বিদ্যাদ্যুৎত্তমগুণবিশিষ্টঃ সর্বোত্তমঃ পরমেশ্বরোऽত্র গ্রহীতব্যঃ। (ওঁ সানুগায়০) অস্যার্থ উক্তঃ।। (ওঁ ম০) য় ঈশ্বরাধারেণ সকলং বিশ্বং ধারয়ন্তি চেষ্টয়ন্তি চ তে মরুতঃ।। (ওম০) অস্যার্থঃ 'শন্নোদেবী' রিত্যত্রোক্তঃ। (ওঁ বন০) বনানাং লোকানাং পতয় ঈশ্বরোৎপাদিতা বায়ুমেঘাদয়ঃ পদার্থা অত্র গ্রাহ্যাঃ। য়দ্বোত্তমগুণয়োগেনেশ্বরেণোৎপাদিতেভ্যো মহাবৃক্ষেভ্যশ্চোপকারগ্রহণং সদা কার্য়্যমিতি বোধ্যম্।। (ওঁ শ্রি০) শ্রীয়তে সেব্যতে সর্বৈর্জনৈস্সা শ্রীরীশ্বরঃ সর্বসুখশোভাবত্ত্বাৎ। য়দ্বেশ্বরেণোৎপাদিতা বিশ্বশোভা চ। (ওঁ ভ০) য়া ভদ্রং কল্যাণং সুখং কলয়তি সা ভদ্রকালীশ্বরশক্তিঃ।। (ওম্ ব্র০) ব্রহ্মণঃ সর্বশাস্ত্রবিদ্যায়ুক্তস্য বেদস্য ব্রহ্মাণ্ডস্য বা পতিরীশ্বরঃ।। (ওঁ বাস্তু০) বসন্তি সর্বাণি ভূতানি যস্মিংস্তদ্বাস্ত্বাকাশং, তৎপতিরীশ্বরঃ (ওঁ বি০) অস্যার্থ উক্তঃ।। (ওঁ দিবা০) (ওঁ নক্তং) ঈশ্বরকৃপয়ৈবং ভবেন্নঃ দিবসে য়ানি ভূতানি বিচরন্তি রাত্রৌ চ তানি বিঘ্নং মা কুর্বন্তু, তৈঃ সহাবিরোধোऽস্তু নঃ, এতদর্থোऽয়মারম্ভঃ।। (ওঁ স০) সর্বেষাং জীবাত্মনাং ভূতির্ভবনং সত্তেশ্বরোऽত্র গ্রাহ্যঃ।। (ও পি০) অস্যার্থউক্তঃ পিতৃতর্পণে। নম ইত্যস্য নিরভিমানদ্যোতনার্থঃ পরস্যোৎকৃষ্টতামান্যজ্ঞাপনার্থশ্চারম্ভঃ।।১–১৬।।

।। ভাষার্থ।।

(ওঁ সানুগায়েন্দ্রায় নমঃ) (ণম্ ধাতুর অর্থ প্রহ্বত্ব অর্থাৎ নম্রতা এবং শব্দ) ইহা দ্বারা সৎক্রিয়া পুরঃসর বিচারপূর্বক মনুষ্যের যথার্থ বিজ্ঞান লাভ হয়।১।

(ওঁ সানুগায়) নিত্যগুণ সহ বর্ত্তমান ও পরমৈশ্বর্য্যবান্ পরমেশ্বরকে আমরা নমস্কার করিতেছি।২।

(ওঁ সানুগায়) পক্ষপাতরহিত সত্য ও ন্যায়কারিত্বাদি গুণযুক্ত পরমাত্মাকে এবং ঐ পরমাত্মার সৃষ্টিতে সত্য ও ন্যায়কারী সভাসদগণকেও আমরা নমস্কার করিতেছি।৩।

(ওঁ সানুগায় সোমায়) পুণ্যাত্মাদিগকে আনন্দপ্রদ পরমেশ্বর এবং শান্ত্যাদিগুণযুক্ত বিদ্বান ও পুণ্যাত্মাদিগের (উভয়কেই) আমরা নমস্কার করিতেছি ।৪ ।

(ওঁ মরুদ্ভ্যো) প্রাণ বায়ু যাহা শরীরে অবস্থিতি করিলে জীবন ও বহির্গত হইলেই মৃত্যু বলে, এই প্রাণাদি বায়ু বা মরুদ্‌গণের রক্ষাকারী পরমেশ্বরকে অথবা ঈশ্বর রূপ আধারে সমস্ত জগৎকে ধারণ বা চেষ্টাযুক্তকারী মরুদ্‌গণকে আমরা নমস্কার করিতেছি ।৫ ।

(ওমদ্ভ্যো) বিশ্বব্যাপক পরমাত্মাকে আমরা নমস্কার করিতেছি। (এই মন্ত্রের বিস্তারিত অর্থ আমরা ''শন্নোদেবী'' এই মন্ত্রে বর্ণন করিয়াছি, তথায় দেখিয়া লইবেন ।৬ ।

(ওঁ বন) ঈশ্বরের সৃষ্ট বায়ু ও মেঘাদির রক্ষা ও পালন হেতু বর্ষা জলে যে সকল মহাবৃক্ষাদি উৎপন্ন হয় ও তদ্দ্বারা জগতের উপকার সাধিত হয়, তাহা রক্ষা করা আমাদিগের কর্ত্তব্য। এই মন্ত্রের আর এক প্রকার অর্থ এইরূপ যে, লোক সকলের পালনকারী ঐশ্বরিক গুণ সকল, (এখানে বহুবচন আদরার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে– অনুবাদক)। অর্থাৎ ঈশ্বরকে আমরা নমস্কার করিতেছি অথবা পরমেশ্বরের উত্তমগুণ যোগদ্বারা ঈশ্বর কর্ত্তৃক উৎপাদিত মহাবৃক্ষ সকল সদা আমাদিগের রক্ষণীয় ।৭ ।

(ওঁ শ্রিয়ৈ) সকলের সেব্য ও রাজ্য শ্রী ও সমগ্র বিশ্বের (শ্রী) অর্থাৎ শোভা উৎপাদনকারী পরমাত্মাকে আমরা নমস্কার করিতেছি ।৮ ।

(ওঁ ভদ্রকাল্যৈ) কল্যাণকারিণী ঈশ্বর শক্তি বা সামর্থকেই আমরা নমস্কার করিতেছি ।৯ ।

(ওঁ ব্রহ্মপতয়ে নমঃ) স র্বশাস্ত্রবিদ্যাযুক্ত বেদশাস্ত্র তথা ব্রহ্মাণ্ডের পতিরূপ ঈশ্বরকে আমরা নমস্কার করিতেছি ।১০ ।

(ওঁ বাস্তুপতয়ে নমঃ) যাহাতে সর্বভূত বাস করে এরূপ কর্ত্তারূপ আকাশের যে পতি পরমেশ্বর তাহাকে অথবা গৃহসম্বন্ধীয় পদার্থের পালনকারী পরমেশ্বরকে আমরা নমস্কার করিতেছি ।১১ ।

(ওঁ বিশ্বেভ্যো) বিশ্বদেবগণকে আমরা নমস্কার করিতেছি ।১২ ।

(ওঁ দিব) (ওঁ নক্তং) দিবস ও রাত্রিকালে বিচরণকারী প্রাণিগণ ঈশ্বর কৃপায় আমাদিগের কোনরূপ বিঘ্ন করিতে যেন না পারে এবং তাহাদিগের সহিত যেন আমাদিগের কোনরূপ বিরোধ না ঘটে, এজন্য আমরা তাহাদিগের নমস্কার করিতেছি অর্থাৎ ঐরূপ জীব দ্বারা আমরা যাহা কিছু উপকার প্রাপ্ত হই, তাহা গ্রহণ করিব ও তাহাদিগেরও যথাযোগ্য সেবাদি করিব ।১৩,১৪ ।

(ওঁ স০) সমস্ত জীবের একমাত্র আশ্রয় স্বরূপ পরমাত্মাকে আমরা নমস্কার করিতেছি ।১৫ ।

(ওঁ পিতৃ) পিতৃগণ ও সত্যবিদ্যা ভক্তি স্বপদার্থধারীগণ ও সত্যবিদ্যাকে আমরা

নমস্কার করিতেছি অর্থাৎ পিতা মাতা আদিকে আমরা প্রথমে ভোজনাদি করাইয়া পশ্চাৎ ভোজনাদি করি। স্বাহা শব্দের অর্থ পূর্বেই বলিয়াছি। নিরভিমান প্রকাশার্থ অপরকে উৎকৃষ্ট মানিয়া, মান্য জ্ঞাপনার্থ নমঃ শব্দের প্রয়োগ হয়।

শুনাং চ পতিতানাং চ স্বপচাং পাপরোগিণাম্।
বায়সানাং কৃমীণাং চ শনকৈর্নির্বপেদ্ ভুবি।।১।।

অনেন ষড়ভাগান্ ভূমৌ দদ্যাৎ। এবং সর্বপ্রাণিভ্যো ভাগান্ বিভজ্য দত্বা চ তেষাং প্রসন্নতাং সম্পাদয়েৎ।

।। ভাষার্থ।।

(শুনাং) কুকুর প্রভৃতি জন্তু, পতিত ব্যক্তি, চণ্ডাল, পাপরোগী, বায়সাদি পক্ষী ও কৃমিগণের তৃপ্তি সাধন ছয়টি পৃথক পৃথক ভাগ করিয়া, ভুমিতে বলি অর্থাৎ খাদ্য প্রদান করিবে। – মনু।

অথ পঞ্চমোऽতিথিযজ্ঞঃ প্রোচ্যতে—

য়ত্রাথিথীনাং সেবনং য়থাবৎ ক্রিয়তে তত্র সর্বাণি সুখান্ ভবন্তীতি। অথ কে অতিথয়ঃ? য়ে পূর্ণবিদ্যাবন্তঃ পরোপকারিণো জিতেন্দ্রিয়া ধার্মিকাঃ সত্যাবাদিনশ্ছলাদিদোষরহিতা নিত্যভ্রমণকারিণো মনুষ্যাস্তান্ অতিথয় ইতি কথয়ন্তি। অত্রানেকে প্রমাণভূতা বৈদিকমন্ত্রাঃ সন্তি, পরন্ত্বত্র সংক্ষেপতো দ্বাবেব লিখামঃ –

তদ্যস্যৈবং বিদ্বান্ ব্রাত্যোऽতিথির্গৃহানাগচ্ছেৎ।।১।।

স্বয়মেনমভ্যুদেত্য ব্রূয়াদ্ ব্রাত্য ক্বাऽবাৎসীব্রাত্যোদকং ব্রাত্য তর্পয়ন্তু ব্রাত্য য়থা তে প্রিয়ং তথাস্তু ব্রাত্য য়থা তে বশস্তথাস্তু ব্রাত্যয়থা তে নিকামস্তথাস্ত্বিতি।।২।। অথ০ কাং ১৫ নু০ ২ ব০ ১১ মং০ ১, ২।।

ভাষ্যম্–(তদ্য০) য়ঃ পূর্বোক্তবিশেষয়ুক্তো বিদ্বান্ (ব্রাত্যঃ০) মহোত্তমগুণবিশিষ্টঃ সেবনীয়োऽতিথিরর্থাদ্যস্য গমনাগমনয়োরনিয়তা তিথিঃ, কিন্তু স্বেচ্ছয়াকস্মাদাগচ্ছেদ্ গচ্ছেচ্চ।।১।।

স য়দা য়দা গৃহস্থানাং গৃহেষু প্রাপ্নুয়াৎ (স্বয়মেন ম০) তদা গৃহস্থোऽত্যন্তপ্রেম্ণোত্থায় নমস্কৃত্য চ তং মহোত্তমাসনে নিষাদয়েৎ। ততো য়থায়োগ্যং সেবাং কৃত্বা তদনন্তরং তং পৃচ্ছেৎ–(ব্রাত্য ক্বাবাৎসীঃ) হে পুরুষোত্তম। ত্বং কুত্র নিবাসং কৃতবান্। (ব্রাত্যোদকম্) হে অতিথে। জলমেতদ্ গৃহান। (ব্রাত্য তর্পয়ন্তু) য়থা ভবন্তঃ স্বকীয়সত্যোপদেশানাস্মানস্মাকং মিত্রাদীংশ্চ তর্পয়ন্তি, তথাऽস্মদীয়া ভবন্তং চ। (ব্রাত্য য়থা০) হে বিদ্বন্। যথা ভবতঃ প্রসন্নতা স্যাত্তথা বয়ং কুর্য্যাম। য়দ্বস্তু ভবৎপ্রিয়মস্তি তস্যাজ্ঞাং কুরু। (ব্রাত্য যথা তে) হে অতিথে। ভবান্ য়থেচ্ছতি তথৈব বয়ং তদনুকূলতয়া ভবৎসেবাকরণে নিশ্চিনুয়াম। (ব্রাত্য য়থা তে) য়থা ভবদিচ্ছাপুর্ত্তিঃ

স্যাত্তথা সেবাং বয়ং কুর্য্যাম। য়তো ভবান্ বয়ং চ পরস্পরং সেবাসৎসঙ্গপুর্বিকয়া বিদ্যাবৃদ্ধ্যা সদা সুখে তিষ্ঠেম।।২।।

।। ভাষার্থ।।

এক্ষণে পঞ্চম অতিথি যজ্ঞের বিষয় লিখিত হইতেছে—অর্থাৎ অতিথিগণের কীরূপে যথাযোগ্য সেবা করা কর্ত্তব্য, তদ্বিষয় লিখিত হইতেছে ঃ– যাঁহারা পূর্ণবিদ্বান, জিতেন্দ্রিয় ধর্মাত্মা, সত্যবাদী, ছল ও কপটাদি দোষরহিত ও নিত্য ভ্রমণ করিয়া বিদ্যা ও ধর্মবিষয় উপদেশ দেন ও অবিদ্যা ও অধর্মের সদা নিবৃত্তিতে রত থাকেন, এইরূপ মনুষ্যগণই অতিথি সংজ্ঞা প্রাপ্ত হন। এ বিষয়ে অনেক বৈদিকমন্ত্র প্রমাণ স্বরূপ থাকিলেও, এস্থলে সংক্ষেপতঃ দুইটি মন্ত্র লিখিত হইতেছে ঃ–

(তদ্যস্যৈবং) যাঁহার গৃহে পুর্বোক্ত বিশেষণযুক্ত (ব্রাত্য) ও উত্তম গুণবিশিষ্ট ও সেবা করিবার যোগ্য বিদ্বান আগমন করেন, তাহার ঐ মহাত্মার যথাবৎ সেবা করা কর্ত্তব্য। এবং তাঁহাকে (অর্থাৎ ঐরূপ আগমনকারীকে) এই জন্য অতিথি বলা যায়, যেহেতু তাঁহার গমনাগমনের কোনরূপ নির্দিষ্ট তিথি বা দিবস নাই।১।

(স্বয়মেনম০) এইরূপে অকস্মাৎ স্বেচ্ছাক্রমে আগমন ও গমনকারী ব্যক্তি গৃহে উপস্থিত হইলে, গৃহস্বামী তাঁহাকে দেখিবামাত্র অতি প্রীতিসহকারে দণ্ডায়মান হইয়া, নমস্কার পূ র্বক তাঁহাকে উত্তম আসনে উপবেশন করাইয়া, পরে জিজ্ঞাসা করিবেন যে, আপনার জল বা অন্য কোন দ্রব্যের আবশ্যক আছে কিনা, তাহা নিবেদন করুন, পরে সেবা দ্বারা তাঁহাকে প্রসন্ন ও সুস্থচিত্ত করিয়া এরূপ জিজ্ঞাসা করিবেন, (ব্রাত্য ক্বাবাৎসীঃ) হে ব্রতধারী বা ব্রতানুষ্ঠানকারী পুরুষোত্তম। আপনি গতকাল কোথায় অবস্থান করিয়াছিলেন ? (অর্থাৎ এখন কোথা হইতে আগমন করিতেছেন– অনুবাদক)। (ব্রাত্যোদকম্) হে অতিথে। আপনি এই জলাদি গ্রহণ পূর্বক (তর্পয়ন্তু) আমাকে আপনার সত্যাপদেশ দ্বারা আমাদিগের মিত্রগণ (তপয়িত্বা) আপনাকে সেবা দ্বারা প্রসন্ন করিয়া বিজ্ঞানযুক্ত হউক। (ব্রাত্যা যথা) হে বিদ্বান্ । যে যে কার্য্য দ্বারা আপনার প্রসন্নতা জন্মে, আমরা তাহাই সম্পাদন করিব। যে বস্তু আপনার প্রিয় তাহা আজ্ঞা করুন। (ব্রাত্য যথাতে) হে অতিথে। যেরূপ করিলে আপনার ইচ্ছা পূর্ণ হয়, আমরা তদ্রূপেই আপনার সেবা করিব। এইরূপে আমরা পরস্পর সেবা ও সৎসঙ্গ পুর্বক বিদ্যা বৃদ্ধি করিয়া, সর্বদা আনন্দিত মনে অবস্থান করিতে থাকি।

ইতি সংক্ষেপতঃ পঞ্চমহাযজ্ঞ বিষয়ঃ

অথ গ্রন্থ প্রামাণ্যাপ্রামাণ্য বিষয়ঃ

সৃষ্টিমারভ্যাদ্যপর্য্যন্তং য়েষাং য়েষাং স্বতঃপরতঃ প্রমাণসিদ্ধানাং গ্রন্থানাং পক্ষপাতরহিতৈরাগদ্বেষশূন্যৈঃ সত্যধর্ম্মপ্রিয়াচরণৈঃ সর্বোপকারকৈরায়ৈর্বিদ্বদ্ভির্য়থাঙ্গীকারঃ কৃতস্তথাঽত্রোচ্যতে—

য় ঈশ্বরোক্তা গ্রন্থাস্তে স্বতঃপ্রমাণং কর্ত্তুং য়োগ্যাঃ সন্তি, য়ে জীবোক্তাস্তে পরতঃপ্রমাণার্হাশ্চ। ঈশ্বরোক্তত্বাচ্চত্বারো বেদাঃ স্বতঃপ্রমাণম্। কুতঃ ? তদুক্তৌ ভ্রমাদিদোষাভাবাৎ, তস্য সর্বজ্ঞত্বাৎ, সর্ববিদ্যাবত্ত্বাৎ, সর্বশক্তিমত্ত্বাচ্চ। তত্র বেদেষু বেদানামেব প্রামাণ্যং স্বীকার্য্যং সূর্য্যপ্রদীপবৎ। য়থা সূর্য্যঃ প্রদীপশ্চ স্বপ্রকাশেনৈব প্রকাশিতৌ সন্তৌ সর্বমূর্ত্তদ্রব্যপ্রকাশকৌ ভবতঃ, তথৈব বেদাঃস্বপ্রকাশনৈব প্রকাশিতাঃ সন্তঃ সর্বানন্যবিদ্যাগ্রন্থাণপ্রকাশয়ন্তি। য়ে গ্রন্থা বেদবিরোধিনো বর্ত্তন্তে, নৈব তেষাং প্রামাণ্যং স্বীকর্ত্তুং য়োগ্যমস্তি। বেদানাং তু খলু অন্যেভ্যো গ্রন্থেভ্যো বিরোধাদপ্যপ্রামাণ্যং ন ভবতি, তেষাং স্বতঃ প্রামাণ্যাৎ তদ্ভিন্নানাং গ্রন্থানাং বেদাধীনপ্রামাণ্যাচ্চ।

য়ে স্বতঃপ্রমাণভূতা মন্ত্রভাগসংহিতাখ্যাশ্চত্বারো বেদা উক্তাস্তদ্ভিন্নাস্তদ্ব্যাখ্যানভূতা ব্রাহ্মণগ্রন্থা বেদানুকূলতয়া প্রমাণমর্হন্তি। তথৈবৈকাদশশতানি সপ্তবিংশতিশ্চ বেদশাখা বেদার্থব্যাখ্যানা অপি বেদানুকূলতয়ৈব প্রমাণমর্হন্তি। এবমেব য়ানি শিক্ষা কল্পোঽথ ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি ষড়ঙ্গানি, তথাঽঽয়ুর্বেদো বৈদ্যকশাস্ত্রম্, ধনুর্বেদঃ শস্ত্রাস্ত্ররাজবিদ্যা, গান্ধর্ববেদো গানবিদ্যা, অর্থবেদশ্চ শিল্পশাস্ত্রং, চত্বার উপবেদা অপি। তত্র চরকসুশ্রুতনিঘণ্টবাদয় আয়ুর্বেদে গ্রাহ্যাঃ। ধনুর্বেদস্য গ্রন্থা প্রায়েণ লুপ্তাঃ সন্তি। পরন্তু তস্য সর্ববিদ্যাক্রিয়াবয়বৈঃ সিদ্ধত্বাদিদানীমপি সাধয়িতুমর্হাঃসন্তি। অঙ্গিরঃপ্রভৃতিভির্নির্মিতা ধনুর্বেদগ্রন্থা বহব আসন্নিতি। গান্ধর্ববেদশ্চ সামগানবিদ্যাদিসিদ্ধঃ। অর্থবেদশ্চ বিশ্বকর্ম্মত্বষ্টময়কৃতশ্চতসৃসংহিতাখ্যো গ্রাহ্যঃ।

।। ভাষার্থ।।

যে সকল গ্রন্থ সৃষ্টির আদিকাল হইতে আজপর্যন্ত পক্ষপাত ও রাগদ্বেষ রহিত, সত্যধর্মযুক্ত এবং সকল লোকেরই প্রিয়, যাহাকে প্রাচীন বিদ্বান আর্য্যগণ স্বতঃপ্রমাণ স্বয়ং প্রমাণ স্বরূপ এবং পরতঃপ্রমাণ অর্থাৎ বেদ ও প্রত্যক্ষানুমানাদি দ্বারা প্রমাণ (সিদ্ধ) বলিয়া স্বীকার বা অঙ্গীকার করেন, এইরূপ স্বতঃ ও পরতঃপ্রমাণযুক্ত গ্রন্থ সকলের মধ্যে যাহাকে যেরূপ ভাবে জানা উচিত, তাহাই অগ্রে লিখিত হইতেছে —

এ বিষয়ে প্রাচীন আর্য্যগণের সিদ্ধান্ত এইরূপ যথা ঃ– ঈশ্বর কথিত যে মন্ত্রসংহিতা আছে, তাহাই স্বয়ং বা স্বতঃপ্রমাণ যোগ্য, অন্য কিছুই স্বতঃপ্রমাণ যোগ্য নহে। চারিপ্রকার বেদস্বরূপ মন্ত্রসংহিতা ভিন্ন, অন্য যাহা কিছু মনুষ্যরচিত গ্রন্থ আছে, তাহা বেদানুকূলবশতঃ পরতপ্রমাণ হেতু, প্রমাণ যোগ্য হইয়া থাকে, যেহেতু, বেদ ঈশ্বর রচিত, যিনি সর্বজ্ঞ সর্ববিদ্যাযুক্ত তথা সর্বশক্তিমান্ এজন্য এরূপ ঈশ্বরের বাক্যই

কেবলমাত্র নির্ভ্রান্ত ও (স্বতঃপ্রমাণ) যোগ্য হইতে পারে, নচেৎ জীবের রচিত গ্রন্থ কদাপি স্বতঃ প্রমাণ হইতে পারে না, যেহেতু জীব স র্ববিদ্যাযুক্ত ও সর্বশক্তিমান নহে, এজন্য উহাদিগের এরূপ কথন (কদাপি) স্বতঃ প্রমাণ যোগ্য হইতে পারে না।

উপরোক্ত বচন দ্বারা ইহাই সিদ্ধ হইতেছে যে, বেদ বিষয়ে যেস্থানে প্রমাণের আবশ্যকতা হইয়া থাকে, তথায় সূর্য্য ও দীপক যেরূপ স্বয়ং আপনি আপনাদিগের প্রকাশক হইয়া অপর সমস্ত বস্তুকে প্রকাশ করিয়া থাকে, তদ্রূপ বেদশাস্ত্র স্বতঃপ্রমাণ অর্থাৎ স্বয়ং নিজ প্রকাশে প্রকাশিত হইয়া, অন্যান্য বেদানুকূল গ্রন্থেরও প্রকাশক হইয়া থাকে। এতদ্বারা এইরূপ সিদ্ধ হইতেছে যে, যে সকল গ্রন্থ বেদবিরুদ্ধ তাহা কদাপি প্রমাণ যোগ্য বলিরা স্বীকরণীয় হইবার যোগ্য নহে, এবং বেদের সহিত অন্য গ্রন্থের বিরোধ দৃষ্ট হইলেও, বেদ কদাপি অপ্রমাণীয় হইতে পারে না, যেহেতু বেদ স্বয়ংই স্বতঃপ্রমাণ স্বরূপ হইয়া থাকে।

এজন্য ঐতরেয়, শতপথ আদি ব্রাহ্মণগ্রন্থ যাহা বেদান্ত সঙ্গত ও ইতিহাসাদিযুক্ত করিয়া প্রণীত হইয়াছে, তাহাও পরতঃপ্রমাণ স্বরূপ অর্থাৎ বেদানুকূল বশতঃ প্রমাণস্বরূপ, পরন্তু, ইহাতেও যদি কোন কথা বেদপ্রতিকূল থাকে, তাহা কদাপি প্রমাণযুক্ত হইতে পারে না। মন্ত্রভাগরূপ চারিসংহিতা, যাহাকে বেদ সংজ্ঞা দেওয়া যায়, তৎসমুদায়কেই স্বতঃপ্রমাণ বলা যায়, এজন্য বেদ ভিন্ন অন্যান্য (বেদানুকূল) ঐতরেয়, শতপথ আদি যে সকল প্রাচীন সত্যগ্রন্থ আছে, তাহা পরতঃপ্রমাণ যোগ্য হয় অর্থাৎ (গ্রহণীয় ও স্বীকার্য্য–অনুবাদক)। এইরূপে এক হাজার একশত সাতাশটী চারি বেদের শাখা সকলও, বেদশাস্ত্রের ব্যাখ্যান হেতু, পরতঃপ্রমাণ স্বরূপে গ্রহীত হইয়া থাকে।

পুনশ্চ (আয়ুর্বেদ) অর্থাৎ যে সকল বৈদ্যকশাস্ত্র চরক, সুশ্রুত ও ধন্বন্তরাদি ঋষি প্রণীত, এবং নিঘন্টু আদি গ্রন্থ সকলকে একত্রে ঋগ্বেদের উপবেদ বলা যায়, এবং (ধনুর্বেদ) অর্থাৎ যে সকল অস্ত্র বিদ্যা বিধানযুক্ত গ্রন্থ আছে, যাহা অঙ্গিরা আদি ঋষিগণ প্রণীত, এবং যাহাকে অঙ্গিরা ও ভরদ্বাজাদিকৃত সংহিতা বলা যায়, ও যদ্দ্বারা রাজবিদ্যা সিদ্ধ হইযা থাকে, পরন্তু, এই সকল গ্রন্থ এক্ষণে প্রায় লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। তৎসমুদায় বেদাদি সত্যশাস্ত্রের অনুশীলন দ্বারাই উপরোক্ত বিষয় গুলি পুরুষকার দ্বারা সিদ্ধ করিতে পারা যায়। (গান্ধর্ববেদঃ) যাহা সামগান ও নারদ সংহিতা আদি গানবিদ্যা বিষয় গ্রন্থে লিখিত আছে। (অর্থবেদঃ) অর্থাৎ শিল্পাবিদ্যা প্রতিপাদন বিষয় যদ্দ্বারা বিশ্বকর্মা, ত্বষ্টা, দেবজ্ঞ ও ময়কৃত সংহিতা রচিত হইয়াছে, এই চারিটীকে চারিপ্রকার উপবেদ বলা যায়।

শিক্ষা পাণিন্যাদিমুনিকৃতা। কল্পো মানবকল্পসূত্রাদিঃ। ব্যাকরণমষ্টাধ্যায়ী-মহাভাষ্যধাতুপাঠোণাদিগণপ্রাতিপাদিকগণপাঠাখ্যম্। নিরুক্তং য়াস্কমুনিকৃতং নিঘন্টু সহিতং চতুর্থং বেদাঙ্গং মন্তব্যম্। ছন্দঃ পিঙ্গলাচার্য্যকৃতসূত্রভাষ্যম্। জ্যোতিষং বশিষ্ঠাদ্যৃষ্যুক্তং রেখাবীজগণিতময়ং চেতি বেদানাং ষড়ঙ্গানি সন্তি।

তথা ষড় উপাঙ্গানি–তত্রাদ্যং কর্ম্মকাণ্ডবিধায়কং ধর্ম্মধর্মিব্যাখ্যাময়ং ব্যাসমুন্যাদিকৃতভাষ্যসহিতং জৈমিনিমুনিকৃতসূত্রং পূর্বমীমাংসাশাস্ত্রাখ্যং গ্রাহ্যম্। দ্বিতীয়ং বিশেষতয়া ধর্ম্মধর্মিবিধায়কং প্রশস্তপাদকৃতভাষ্যসহিতং কণাদমুনিকৃতং বৈশেষিকশাস্ত্রম্। তৃতীয়ং পদার্থবিদ্যাবিধায়কং বাৎস্যায়নভাষ্যসহিতং গোতমমুনিকৃতং ন্যায়শাস্ত্রম্। চতুর্থং য়ৎত্রিভির্মীমাংসা বৈশেষিকন্যায়শাস্ত্রৈঃ সর্বপদার্থানাং শ্রবণমননেনানুমানিকজ্ঞানতয়া নিশ্চয়ো ভবতি, তেষাং সাক্ষাজ্জ্ঞানসাধনমু-পাসনাবিধায়কং ব্যাসমুনিকৃতভাষ্যসহিতং পতঞ্জলিমুনিকৃতং য়োগশাস্ত্রম্। তথা পঞ্চমং তত্ত্বপরিগণনবিবেকার্থং ভাগুরিমুনিকৃতভাষ্যসহিতং কপিলমুনিকৃতং সাংখ্যশাস্ত্রং। ষষ্ঠং বৌধায়নবৃত্যাদিব্যাখ্যানসহিতং ব্যাসমুনিকৃতং বেদান্তশাস্ত্রম্। তথৈব ঈশকেনকঠ-প্রশ্নমুণ্ডকমাণ্ডুক্যতৈত্তিরীয়ৈতরেয়ছান্দোগ্যবৃহদারণ্যকা দশোপনিষদশ্চোপাঙ্গানি চ গ্রাহ্যাণি।

এবং চত্বারো বেদাঃ সশাখা ব্যাখ্যানসহিতাঃ, চত্বার উপবেদাঃ, ষড় বেদাঙ্গানি, ষট্ চ বেদোপাঙ্গানি মিলিত্বা বিংশতিঃ ভবন্তি। এতৈরেব চতুর্দশবিদ্যা মনুষ্যৈগ্রাহ্যা ভবন্তীতি বেদ্যম্।

।। ভাষার্থ।।

এইরূপে মন্বাদিকৃত মানবকল্পসূত্রাদি, আশ্বলায়নাদি কৃত শ্রৌত সূত্রাদি পাণিনি মুনি কৃত অষ্টাধ্যায়ী, ধাতুপাঠ, গণপাঠ, উণাদিপাঠ এবং পতঞ্জলি মুনিকৃত মহাভাষ্য পর্য্যন্ত ব্যাকরণ। তথা যাস্কমুনিকৃত নিরুক্ত ও নিঘন্টু, বশিষ্টমুনি আদি কৃত জ্যোতিষ সূর্য্যাসিদ্ধান্ত আদি ও (ছন্দঃ) অর্থাৎ পিঙ্গলাচার্য্য কৃত সূত্রভাষ্য আদি যে বেদের ছয়টি অঙ্গ আছে, তাহাও পরতঃপ্রমাণ যোগ্য।

এইরূপে বেদের যে ছয়টি উপাঙ্গ অর্থাৎ যাহাকে ষট্শাস্ত্র বা ষট্দর্শন বলে, যথা ব্যাস মুনি আদি কৃত ভাষ্য সহিত জৈমিনি মুনি কৃত পুর্বমীমাংসা, যাহাতে কর্ম্মকাণ্ডের বিধান এবং ধর্ম্ম ও ধর্ম্মি দুই প্রকার পদার্থ দ্বারা সকল পদার্থের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। ২য়–বৈশেষিক শাস্ত্র, যাহা কণাদ মুনি কৃত সূত্র ও গৌতমমুনি কৃত প্রশস্ত পাদ ভাষ্যাদি ব্যাখ্যা সহিত। ৩য়–ন্যায়শাস্ত্র যাহা গৌতম মুনি প্রণীত সুত্র ও বাৎস্যায়ন মুনি কৃত ভাষ্য সহিত। ৪র্থ–যোগশাস্ত্র যাহা পতঞ্জলি মুনি কৃত সুত্র ও ব্যাস মুনি কৃত ভাষ্য সহিত। ৫ম–সাংখ্যশাস্ত্র যাহা কপিলদেব কৃত সূত্র ও ভাগুরী মুনি কৃত ভাষ্য সহিত ও ৬ষ্ঠ–বেদান্তশাস্ত্র যাহা ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য, তৈত্তিরীয়, ঐতরেয়, ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক এই দশ উপনিষদ তথা ব্যাসদেব মুনিকৃত সূত্র, যাহা বৌধায়ন বৃত্যাদি ব্যাখ্যা সহিত আছে, তাহাকে বেদান্তশাস্ত্র বলে, উপরোক্ত ছয় প্রকার দর্শনকে বেদের ছয় উপাঙ্গ বলা হয়।

ইহার অভিপ্রায় এই যে, শাখা শাখান্তর ব্যাখ্যা সহিত চারি বেদ, উপবেদ, ছয়

অঙ্গ ও ছয় উপাঙ্গ সমস্ত মিলিত হইয়া কুড়িটী গ্রন্থ হইয়া থাকে। ইহার মধ্য হইতেই চৌদ্দ বিদ্যা সমস্ত মনুষ্যগণকে গ্রহণ করা উচিত।

এতাসাং পঠনাদ্ য়থার্থং বিদিতত্বান্মানসবাহ্যজ্ঞানক্রিয়াকাণ্ডসাক্ষাৎকরণাচ্চ মহাবিদ্বান্ ভবতীতি নিশ্চেতব্যম্। এত ঈশ্বরোক্তা বেদাস্তদ্ব্যাখ্যানময়া ব্রাহ্মণাদয়ো গ্রন্থা আর্ষা বেদানুকূলাঃ সত্যধর্মবিদ্যায়ুক্তা য়ুক্তিপ্রমাণসিদ্ধা এব মাননীয়াঃ সন্তি। নৈবৈতেভ্যো ভিন্নাঃ পক্ষপাতক্ষুদ্রবিচারস্বল্প বিদ্যাঽধর্মাচরণ প্রতিপাদনা অনাপ্তোক্তা বেদার্থবিরুদ্ধা য়ুক্তিপ্রমাণবিরহা গ্রন্থাঃ কেনাপি কদাচিদঙ্গীকার্য়্যা ইতি।

তে চ সংক্ষেপতঃ পরিগণ্যন্তে—রুদ্রয়ামলাদয়স্তন্ত্রগ্রন্থাঃ। ব্রহ্মবৈবর্ত্তাদীনি পুরাণানি। প্রক্ষিপ্তশ্লোকত্যাগায়া মনুস্মৃতের্ব্যতিরিক্তাঃ স্মৃতয়ঃ। সারস্বতচন্দ্রিকাকৌমুদ্যাদয়ো ব্যাকরণাভাসগ্রন্থাঃ। মীমাংসা শাস্ত্রাদিবিরুদ্ধ-নির্ণয়সিন্ বাদয়ো গ্রন্থাঃ। বৈশেষিকন্যায়শাস্ত্রবিরুদ্ধাস্তর্কসংগ্রহমারভ্য জগদীশ্যন্তা ন্যায়াভাস গ্রন্থাঃ। য়োগশাস্ত্রবিরুদ্ধা হঠপ্রদীপিকাদয়ো গ্রন্থাঃ। সাংখ্যশাস্ত্রবিরুদ্ধা সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদ্যাদয়ঃ। বেদান্তশাস্ত্রবিরূদ্ধা বেদান্তসারপঞ্চদশীয়োগবাসিষ্ঠাদয়ো গ্রন্থাঃ। জ্যোতিষশাস্ত্রবিরুদ্ধা মুহূর্ত্তচিন্তামণ্যাদয়ো মুহূর্ত্তজন্মপত্রফলাদেশবিধয়কা গ্রন্থাঃ।

তথৈব শ্রৌতসূত্রবিরুদ্ধাস্ত্রিকণ্ডিকাস্নানসূত্রপরিশিষ্টাদয়ো গ্রন্থাঃ। মার্গশীর্ষৈকাদশীকাশীস্থলজলসেবনয়াত্রাকরণরদর্শননামস্মরণস্নানজড়মূর্ত্তিপূজাকরণমাত্রেণৈব মুক্তিভাবনপাপনিবারণমাহাত্ম্যবিধায়কাঃ সর্বেগ্রন্থাঃ। তথৈব পাখণ্ডিসম্প্রদায়িনির্মিতানি সর্বাণি পুস্তকানি চ, নাস্তিকত্বাবিধায়কা গ্রন্থাশ্চোপদেশাশ্চ। তে সর্বে বেদাদিশাস্ত্রবিরুদ্ধা য়ুক্তিপ্রমাণপরীক্ষাহীনাঃ সন্ত্যতঃ শিষ্টৈরগ্রাহ্যা ভবন্তি।

।। ভাষার্থ।।

উপরোক্ত গ্রন্থ সকলের পূর্বোক্ত প্রকরণানুযায়ী, স্বতঃ ও পরতঃ স্বরূপে গ্রহণ করা ও পরকে উপদেশ দিয়া গ্রহণ করান তথা ঐ সকল গ্রন্থের পঠন পাঠন করা সকলের কর্ত্তব্য। স্বতঃপ্রমাণ অথবা পরতঃপ্রমাণ গ্রন্থ ছাড়া, অপর গ্রন্থকে প্রমাণ স্বরূপে গ্রহণ করা কর্ত্তব্য নহে, যেহেতু যে সকল গ্রন্থ পক্ষপাতী, ক্ষুদ্রবুদ্ধিযুক্ত অল্প বিদ্যাসম্পন্ন, অধার্মিক, অসত্যবাদী আদি দ্বারা বেদবিরুদ্ধ ও যুক্তিপ্রমাণ রহিত লিখিত হইয়াছে, তাহা কদাপি প্রমাণ রূপে গ্রাহ্য হইতে পারে না।

এক্ষণে এইরূপ মুখ্য কতকগুলি মিথ্যা গ্রন্থের নামোল্লেখ করিতেছি, যথা ঃ— যেরূপ রুদ্রয়ামলাদি তন্ত্র গ্রন্থ সকল। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত ও শ্রীমদ্ভাগবতাদি পুরাণ, সূর্য্যগাথা আদি উপপুরাণ। প্রক্ষিপ্ত শ্লোকাতিরিক্ত মনুস্মৃতি ভিন্ন অপরাপর (নবীন) স্মৃতিশাস্ত্র। ব্যাকরণ বিরুদ্ধ সারস্বতচন্দ্রিকা কৌমুদ্যাদি গ্রন্থ। ধর্ম্মশাস্ত্রবিরুদ্ধ নির্ণয়সিন্ধু আদি। তথা বৈশেষিক ন্যায়শাস্ত্র বিরুদ্ধ তর্ক সংগ্রহ মুক্তাবল্যাদি গ্রন্থ। যোগশাস্ত্রবিরুদ্ধ হঠপ্রদীপিকা

আদি গ্রন্থ, তথা সাংখ্যশাস্ত্রবিরুদ্ধ সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী আদি গ্রন্থ। বেদান্তশাস্ত্র বিরুদ্ধ বেদান্তসার, পঞ্চদশী, যোগবাসিষ্ঠাদি গ্রন্থ। এরূপে জ্যোতিষশাস্ত্র বিরুদ্ধ মুহূর্ত্ত চিন্তামণ্যাদি ও মুহূর্ত্ত জন্ম পত্রফলাদেশ বিধায়ক পুস্তকাদি।

শ্রৌতসূত্রাদি বিরুদ্ধ ত্রিকণ্ডিকাস্নানবিধায়কাদি সূত্র। তথামার্গশীর্ষ একাদশ্যাদি ব্রত, কাশ্যাদি স্থল, পুষ্কর গঙ্গাদি জল, য়াত্রামাহাত্ম্য বিধায়ক পুস্তক, তথা দর্শন নামস্মরণ, জড়মূর্ত্তিপূজাকরণে মুক্তিবিধায়ক গ্রন্থ সকল। এবং পাপনিবারণ বিধায়ক এবং ঈশ্বরের অবতার বা তাহার পুত্র অথবা দূত প্রতিবাদক, বেদবিরুদ্ধ শৈব, শাক্ত, গাণপত্য ও বৈষ্ণবাদি মতের গ্রন্থ তথা নাস্তিকমতের পুস্তকও তাহার উপদেশ, ইত্যাদি বেদ যুক্তি প্রমাণ ও পরীক্ষা দ্বারা বিরুদ্ধ বা অসত্য গ্রন্থ হইয়া থাকে। এজন্য মনুষ্যমাত্রেরই এইরূপ অশুদ্ধ গ্রন্থ (সর্বথা) ত্যাগ করা কর্ত্তব্য।

প্র০—তেষু বহবনৃতভাষণেষু কিঞ্চিৎ সত্যমপ্যগ্রাহ্যং ভবিতুমর্হতি বিষয়ুক্তান্নবৎ ?

উ০—য়থা পরীক্ষকা বিষয়ুক্তমমৃততুল্যমপ্যন্নং পরীক্ষ্য ত্যজন্তি, তদ্বদপ্রমাণা গ্রন্থাস্ত্যাজ্যা এব। কুতঃ ? তেষাং প্রচারেণ বেদানাং সত্যার্থাপ্রবৃত্তেস্তদপ্রবৃত্যা হ্যসত্যার্থান্ধকারাপত্তেরবিদ্যান্ধকারতয়া য়থার্থজ্ঞানানুৎপত্তেশ্চেতি।

(তন্ত্র গ্রন্থানাং মিথ্যাত্বম্)

অথ তন্ত্রগ্রথানাং মিথ্যাত্বম্ প্রদশ্যর্তে–তত্র পঞ্চমকারসেবনেনৈব মুক্তির্ভবতি, নান্যথেতি তেষাং মতম্, য়ত্রেমে শ্লোকাঃ সন্তি–

মদ্যং মাংসং চ মীনং চ মুদ্রা মৈথুনমেব চ।
এতে পঞ্চ মকারাশ্চ মোক্ষদা হি যুগে যুগে।।১।।
পীত্বা পীত্বা পুনঃ পীত্বা য়াবৎপততি ভুতলে।
পুনরুত্থায় বৈ পীত্বা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে।।২।।
প্রবৃত্তে ভৈরবীচক্রে সর্বে বর্ণা দ্বিজাতয়ঃ।
নিবৃত্তে ভৈরবীচক্রে সর্বে বর্ণাঃ পৃথক পৃথক্।।৩।।
মাতৃয়োনিং পরিত্যজ্য বিহরেৎ সর্বয়োনিষু।
লিঙ্গং য়োন্যাং তু সংস্থাপ্য জপেন্মন্ত্রমতন্দ্রিতঃ।।৪।।
মাতরমপি ন ত্যজেৎ।।৫।।

ইত্যাদ্যনেক বিধমল্পবুদ্ধ্যধর্মাশ্রেয়স্কর্মানার্য়াভিহিতযুক্তিপ্রমাণরহিতং বেদাদিভ্যোऽত্যন্তবিরুদ্ধমনার্ষমশ্লীলমুক্তং তচ্ছিষ্টৈর্ন কদাপি গ্রাহ্যমিতি। মদ্যাদিসেবনেন বুদ্ধ্যাদিভ্রংশান্মুক্তিস্তু ন জায়তে, কিন্তু নরকপ্রাপ্তিরেব ভবতীত্যন্যৎ সুগমং প্রসিদ্ধং চ।

এবমের ব্রহ্মবৈবর্ত্তাদিষু মিথ্যাপুরাণসংজ্ঞাসু কিং চ নবীনেষু মিথ্যাভূতা বহ্ব্যঃ কথা লিখিতাস্ত্রাসাং স্থালীপুলাকন্যায়েন স্বল্পাঃ প্রদর্পয়ন্তে। তত্রৈবমেবা কথা লিখিতা –

প্রজাপতির্ব্রহ্মা চতুর্মুখী দেহধারী স্তাং সরস্বতীং দুহিতরং মেথুনায় জগ্রাহেতি। কুতঃ ? অস্যাঃ কথায়া অলংকারাভিপ্রায়ত্বাৎ। তদ্যাথা –

।। ভাষার্থ।।

এক্ষণে যদি কেহ এরূপ (কু) তর্ক করেন যে, উপরোক্ত অসত্য গ্রন্থে যাহা যাহা সত্য বিষয় লিখিত আছে, তাহা গ্রহণ করা কর্ত্তব্য কি না ?

ইহার উত্তর এই যে—অমৃত তুল্য অন্নাদিতে কিয়ৎ পরিমাণে বিষমিশ্রিত থাকিলে যেরূপ তাহাকে লোকে পরিত্যাগ করিয়া থাকেন, (কারণ অন্নে বিষ মিশ্রিত হইলে যেরূপ সহজে কোনমতেই ঐ বিষ বাহির করা যায় না) তদ্রূপ সত্যাসত্য মিশ্রিত গ্রন্থ সকল হইতে, সত্য গ্রহণের আশা করিলে সত্যর্থ প্রকাশক বেদাদি সত্যগ্রন্থের লোপ হইয়া যাইবে। অতএব সত্যগ্রন্থ সকলের প্রচার জন্য মিথ্যা গ্রন্থমাত্রকেই পরিত্যাগ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। যেহেতু সত্যবিদ্যা ভিন্ন জ্ঞান কোথায় ? জ্ঞানোন্নতি বিনা অন্যপ্রকার উন্নতি না হওয়ায় মনুষ্যগণ সদা দুঃখসাগরে নিমজ্জিত হইয়া দুঃখ প্রাপ্ত হন।

এখন এস্থলে তন্ত্র গ্রন্থ সকলের মিথ্যাত্ব প্রদর্শন করা হইতেছে। তাহারা পঞ্চমকার সেবনে মুক্তি হয় – এইরূপ মান্য করে। দেখুন, তন্ত্রে কীরূপ (আযৌক্তিক) বিষয় লিখিত আছে যথা ঃ–

(মদ্যং মাংসং ইত্যাদি) অর্থাৎ মদ্যপান, মাংসভক্ষণ, মৎস্য আহার, মুদ্রা অর্থাৎ শূদ্র, ম্লেচ্ছ, চণ্ডাল, নর্ত্তকী আদি সকল প্রকার বর্ণের সহিত একত্রে সমস্ত আহারীয় দ্রব্য ও অভক্ষ্যাদি ভোজন করা ও পরস্পর পরস্পরের উচ্ছিষ্ট সেবন করা এবং বিবাহিত স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়া, অপর স্ত্রী এমন কি কন্যা, ভগিনী, মাতা, ও পুত্রবধূ আদি স্বজন বর্গের সহিতও ব্যভিচারে প্রবৃত্ত হওয়া রূপ উপরোক্ত পঞ্চকার্য্যের সাধন বা পঞ্চমকার সাধন করিলে মুক্তি লাভ হয়।।১।।

(পীত্বা পীত্বা ইত্যাদি) গৃহের চারিদিক সুরা সহ মদ্যপাত্র স্থাপন করিয়া, কোন এক পাত্র হইতে মদ্যপান করিতে আরম্ভ করিয়া দ্বিতীয় কোণে একটির পর একটি করিয়া সুরা স্থাপিত পাত্রগুলি হইতে পান করিতে করিতে চারিদিকে চলিবে, যাবৎ মদ্যের নেশায় একেবারে অজ্ঞান হইয়া মৃত্তিকায় পড়িয়া না যান। তৎপরে পুনরায় উঠিয়া যেজন ঐ মদ্য পুনরায় ঐরূপে পান করিতে আরম্ভ করেন, তাঁহার অর্থাৎ সেই মহাবীরের জন্মমরণাদি নষ্ট হইয়া যায় এবং তিনি অনায়াসে মুক্তি প্রাপ্ত হন।।২।।

(প্রবৃত্তে ভৈরবী চক্রে) যে সময় বামমার্গীয় তান্ত্রিক মহাশয়গণ রাত্রিকালে কোনস্থানে একত্রিত হন, তখন ঐ চক্রে ব্রাহ্মণ হইতে চণ্ডাল পর্য্যন্ত সকল প্রকার বর্ণের স্ত্রী পুরুষ একত্রে অবস্থিত হইয়া, উহারা কোন ইতর জাতীয় স্ত্রীলোককে বিবস্ত্র করিয়া, তাহার গুপ্ত স্থানের পুজা করেন, ও কোন কোন পুরুষকেও বিবস্ত্র করিয়া তাহার গুপ্ত স্থানের পূজা চক্রস্থ স্ত্রীগণ করিয়া থাকেন। তৎপরে মদ্যপাত্রে সুরাপূর্ণ করিয়া, ঐ স্ত্রী অথবা পুরুষকে সেবন করিতে দেওয়া হয়, এবং ঐ উচ্ছিষ্টপাত্রে

অবশিষ্ট সমস্ত বামাচারী স্ত্রীপুরুষ চক্রাকারে বসিয়া একজনের পর আর একজন মদ্য পান করিতে থাকেন ও তৎসঙ্গে অন্ন ও মাংসাদি ভক্ষণ করা হয়। এইরূপ ক্রমাগত মদ্য মাংসাদি সেবন করিতে করিতে যাবৎ সকলে উন্মত্তবৎ না হয়, তাবৎ পর্য্যন্ত সুরাপাত্র ক্রমাগত একের পর অপরের নিকট দেওয়া হয়। তৎপরে প্রদীপ নির্বাণ করিয়া তাহারা পরস্পর ব্যভিচারে প্রবৃত্ত হন, অর্থাৎ তখন যত স্ত্রী ও পুরুষ ঐ চক্রে বিদ্যমান থাকেন, তাহারা নিজে নিজেকে শিব ও পার্বতী জ্ঞান করেন, ও তখন তাহাদিগের মধ্যে কোনরূপ ইতর জ্ঞান থাকে না। পরে চক্র হইতে নিবৃত্ত হইয়া বাহিরে আসিলে আবার যে যাহার পিতা, মাতা বা পতি, স্ত্রী থাকেন, তিনি তাহার হইয়া যান ও যেজন যে বর্ণস্থ, তখন তিনি সেই বর্ণে পরিগণিত হন। ।৩। ।

আমি অধিক কী লিখিব, তন্ত্র মধ্যে এরূপ ভয়ানক অনর্থকারী শ্লোক আছে যে, মাতাকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য সকলের সহিত ব্যভিচার করিলে দোষ নাই, আবার মাতঙ্গী মহাবিদ্যারাধনকারী মহাত্মারা পাপের মাত্রা এতদুর বৃদ্ধি করিয়াছেন যে, তাহারা (মাতরপি ন ত্যজেৎ) পর্য্যন্ত বলিতে ক্রুটি করেন না। কাহারও কাহারও এই মত যে, মাতাকেও পরিত্যাগ করিবে না। অন্যত্র লিখিত আছে যে, যোনিতে লিঙ্গ প্রবেশ করাইয়া আলস্য ত্যাগ করিয়া মন্ত্র জপিলে শীঘ্রই সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়। ।

ইত্যাদি অনেক অনর্থরূপী কথা তন্ত্রশাস্ত্রে লিখিত আছে। এই সমস্তগুলি বেদাদি সত্যশাস্ত্রের ও যুক্তি ও প্রমাণের বিরুদ্ধ হওয়ায়, শ্রেষ্ঠপুরুষগণের কদাপি গ্রহণোপযোগী হইতে পারে না, যেহেতু মদ্যাদি পান করা, দ্বিজদিগের পক্ষে একান্ত নিষিদ্ধ, ইহাতে মুক্তি হওয়া দুরে থাকুক, বরং জ্ঞানের নাশ হইয়া দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত দুঃখরূপ নরক প্রাপ্তি হইয়া থাকে।

এইরূপে ব্রহ্মবৈবর্ত্ত ও শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থ সকল যাহা ব্যাসদেবের নাম দিয়া, সম্প্রদায়ী লোকেরা রচনা করিয়াছেন, উহাদিগকে কদাপি পুরাণ বলা যাইতে পারে না, পরন্তু ঐ সকল গ্রন্থকে নবীন বলা কর্ত্তব্য। সম্প্রতি উহাদিগের মিথ্যাত্ব প্রমাণ জন্য এস্থানে সংক্ষেপতঃ কিছু বর্ণন করিতেছি।

প্রজাপতির্বৈ স্বাং দুহিতরমভ্যধ্যায়দ্ দিবমিত্যন্য আহুরুষসমিত্যন্যে। তামৃশ্যো ভূত্বা রোহিতং ভূতামভ্যৈৎ। তস্য য়দ্ রেতসঃ প্রথমমুদদীপ্যত তদসাবাদিত্যোঽভবৎ ।১।

ঐ০কং০ ৩ কণ্ডি০৩৩,৩৪।

প্রজাপতির্বৈ সুপর্ণো গরুত্মানেষ সবিতা ।২। শত০কাং০১০অ০২ ব্রা০২ কং০৪।

তত্র পিতা দুহিতুর্গর্ভং দধাতি পর্জন্যঃ পৃথিব্যাঃ ।৩। নিরু০অ০৪ খং০২১।

দ্যৌর্মে পিতা জনিতানাভিরত্র বন্ধুর্মে মাতা পৃথিবী মহীয়ম্।
উত্তানয়োশ্চম্বো৩র্য়োনিরন্তরত্রা পিতা দুহিতুর্গর্ভমাধাৎ। ।১। ।

ঋ০মং০১ সু০১৬৪ মন্ত্রঃ ৩৩

শাসদ্বহ্নিদুহিতুর্নপ্ত্যঙ্গাদ্বিদ্বা ঋতস্য দীধিতিং সপর্য্যন্।
পিতা য়ত্র দুহিতুঃ সেকমৃঞ্জন্‌ৎসং শগ্ম্যেন মনসা দধন্বে।।২।।

ঋ০মং০৩ সূ০৩১ মং১।।

ভাষ্যম্—সবিতা সূর্য্যঃ সূর্য্যলোকঃ প্রজাপতিসংজ্ঞকোঽস্তি। তস্য দুহিতা কন্যাবদ্ দ্যৌরুষা চাস্তি। য়স্মাদ্ য়দুৎপদ্যতে তৎস্যাপত্যবৎ, স তস্য পিতৃবদিতি রূপকালঙ্কারোক্তিঃ। সা চ পিতা তাং রোহিতাং কিঞ্চিদ্রক্তগুণপ্রাপ্তাং স্বাং দুহিতরং কিরণৈর্ঋষ্যবচ্ছীঘ্রমভ্যধ্যায়ৎ প্রাপ্নোতি। এবং প্রাপ্তঃ প্রকাশাখ্যমাদিত্যং পুত্রমজীজনদুৎপাদয়তি। অস্য পুত্রস্য মাতৃবদুষা পিতৃবৎ সূর্য্যশ্চ। কুতঃ ? তস্যামুষসি দুহিতরি কিরণরূপেণ বীর্য্যেণ সূর্য্যাদ্ দিবসস্য পুত্রস্যোৎপন্নত্বাৎ। য়স্মিন্ ভূপ্রদেশে প্রাতঃ পঞ্চঘটিকায়াং রাত্রৌ স্থিতায়াং কিঞ্চিৎ সূর্য়প্রকাশেন রক্ততা ভবতি তস্যোষা ইতি সংজ্ঞা। তয়োঃ পিতাদুহিত্রোঃ সমাগমাদ্ উৎকটদীপ্তিঃ প্রকাশাখ্য আদিত্যপুত্রো জাতঃ। য়থা মাতাপিতৃভ্যাং সন্তানোৎপত্তির্ভবতি, তথৈবাত্রাপি বোধ্যম্।

এবমেব পর্জন্যপৃথিব্যোঃ পিতাদুহিতৃবৎ কুতঃ ? পর্জন্যাদদ্ভ্যঃ পৃথিব্যা উৎপত্তেঃ। অতঃ পৃথিবী তস্য দুহিতৃবদস্তি। স পর্জন্যো বৃষ্টিদ্বারা তস্যাং বীর্য্যবজ্জলপ্রক্ষোপণেন গর্ভং দধাতি। তস্মাদ্ গর্ভাদোষধ্যাদয়োঽপত্যানি জায়ন্তে। অয়মপি রূপকালঙ্কারঃ। (১–৩)।।

অত্র বেদপ্রমাণম্—

(দ্যৌর্ম্মে পিতা০) প্রকাশো মম পিতা পালয়িতাস্তি, (জনিতা) স র্ব্যবহারাণামুৎপাদকঃ। অত্র দ্বয়োঃ সম্বন্ধত্বাৎ। তত্রেয়ং পৃথিবী মাতা মানকর্ত্রী। দ্বয়োশ্চম্বোঃ পর্জন্যপৃথিব্যোঃ সেনাবদুত্তানয়োরুর্ধ্বং তানয়োরুত্তানস্থিতয়োরলঙ্কারঃ। অত্র পিতা পর্জন্যো দুহিতুঃ পৃথিব্যা গর্ভং জলসমুহমাধাৎ আ সমন্তাদ্ ধারয়তীতি রূপকালঙ্কারো মন্তব্যঃ।।১।।

(শাসদ্বহ্নি০) অয়মপি মন্ত্রোঽস্যৈবালঙ্কারস্য বিধায়কোঽস্তি। বহ্নিশব্দেন সূর্য়ো দুহিতাঽস্য পূর্বোক্তৈব। স পিতা স্বস্যা উষসো দুহিতুঃ সেকং কিরণাখ্যবীর্য্যস্থাপনেন গর্ভাধানং কৃত্বা, দিবসপুত্রমজনয়দিতি।।২।।

অস্যাং পরমোত্তমাযাং রূপকালঙ্কারবিধাযিন্যাং, নিরুক্তব্রাহ্মণেষু ব্যাখ্যাতায়াং কথাযাং সত্যামপি ব্রহ্মবৈবর্ত্তাদিষু ভ্রান্ত্যা যাঃ কথা অন্যথা নিরূপিতাস্তা নৈব কদাচিৎ কেনাপি সত্যা মন্তব্যা ইতি।

।। ভাষার্থ।।

নবীন গ্রন্থকারগণ নিম্নলিখিত রূপকালঙ্কারটী বুঝিতে না পারিয়া, ভ্রান্তিবশতঃ মিথ্যারূপে বর্ণন করিয়াছেন যথা ঃ– (প্রজাপতির্বৈ স্বাং দুহিতরম্ ইত্যাদি) অর্থাৎ প্রজাপতি শব্দে সূর্য্য বুঝায়, যাহার দুইটী কন্যা ১ম প্রকাশ ও দ্বিতীয় উষা। যে দ্রব্য যাহা

হইতে উৎপন্ন হয়, তাহাকে উক্ত দ্রব্যের সন্তান বলা যায়, এজন্য উষা যাহা তিন বা চারি ঘটিকার সময় রাত্রিশেষে পূর্ব দিশায় রক্তবর্ণ দৃষ্টিগোচর হয, তাহা সূর্য্য কিরণ হইতে উৎপন্ন হেতু উহার কন্যা বালয়া অভিহিত হয়। উষার সম্মুখে প্রথমে যে সূর্য্য কিরণ পতিত হয়, তাহাতেই বীর্য্য স্থাপন রূপ কার্য্য হইয়া থাকে, এই দুইয়ের সংযোগ দ্বারা পুত্র অর্থাৎ দিবস উৎপন্ন হইয়া থাকে। শতপথ ব্রাহ্মণগ্রন্থে প্রজাপতি ও সবিতা এই দুই পদের অর্থই সূর্য্য বুঝায়। এইরূপে নিরুক্তেও রূপকালঙ্কার বিষয় লিখিত আছে, যথা ঃ– (তত্র পিতা দুহিতু গর্ভ দধাতি পর্জন্যঃ পৃথিব্যাঃ) অর্থাৎ পিতার স্বরূপ যে পর্জ্জন্য অর্থাৎ জলরূপী যে মেঘ আছে, তাহার কন্যা স্বরূপ পৃথিবী হইয়া থাকে, কারণ পৃথিবীর উৎপত্তি জল হইতেই হইয়া থাকে। যখন ঐ মেঘ উক্ত পৃথিবী রূপী কন্যাতে বৃষ্টি দ্বারা জলরূপী বীর্য্যকে ধারণ করে, তখন ঐ পৃথিবী গর্ভবতী স্বরূপ কিছুকাল থাকিয়া, পরে ঔষধাদি (রূপ) অনেক পুত্র উৎপন্ন করিয়া থাকে। ।১,২।

এই বিষয়ের মূল কথা ঋগ্বেদে আছে, যথা ঃ–

(দ্যৌর্মে পিতা ইত্যাদি) দ্যৌ অর্থাৎ সূর্য্যের প্রকাশ সর্বপ্রকার সুখের হেতুস্বরূপ হওয়ায়, উহা আমার পিতার সমান, এবং পৃথিবী বৃহৎ স্থান বা ক্ষেত্র যুক্তহওয়ায় বিশেষতঃ মান্য হেতু, মাননীয়া বশতঃ আমার মাতৃতুল্য হইয়া থাকে। (উত্তান০) যেরূপ উপরিভাগ ও নিম্নে বস্ত্রের চন্দ্রাতপ এবং বসিবার আসন লাগাইয়া দেওয়া যায়, অথবা যেরূপ সম্মুখা সম্মুখী দুইটী সেনা একত্রিত হইয়া থাকে, এইরূপে সূর্য্য ও পৃথিবীকে জানিবে অর্থাৎ উপরিভাগের চন্দ্রতাপের সমান (বা ন্যায়) সূর্য্যকে ও নিম্নস্থ উপবেশন জন্য আসন পৃথিবীর সমান হইয়া থাকে। পুনশ্চ যেরূপ উভয় সেনা সম্মুখাসম্মুখী দণ্ডায়মান হয় উহাদের পরস্পর সম্বন্ধ আছে। এস্থলে যোনি অর্থাৎ গর্ভস্থাপনের স্থান পৃথিবী ও গর্ভ স্থাপনকারী পতির ন্যায় মেঘ হইয়া থাকে। যে নিজ বিন্দুরূপে বীর্যদ্বারা ঐ পৃথিবীকে গর্ভধারণ করাইয়া অন্ন ও ঔষধাদিরূপ অনেক সন্তান উৎপন্ন করাইয়া দেয়, যদ্দ্বারা সমগ্র জগতের পালন হইয়া থাকে। ।১।।

(শাসদ্বহি০) সকলের বহন অর্থাৎ প্রাপ্তিকারী পরমেশ্বর, মনুষ্যগণের জ্ঞান বৃদ্ধি হেতু রূপকালঙ্কার দ্বারা কার্যকরণের উপদেশ দিয়াছেন। এবং ঐ (ঋতস্য) জলের ধারণকারী (নপ্ত্যাঙ্গা০) জগতে পুত্র পৌত্রাদির পালন ও উপদেশ করিয়া থাকেন। (পিতা য়ত্র দুহিতং০) যে সুখস্বরূপ ব্যবহারে স্থিত থাকিয়া, পিতা দুহিতাতে বীর্য্য স্থাপন করিয়া থাকে, যেরূপ পূর্বে লিখিয়া আসিয়াছি, ঐরূপ এইস্থানেও জানিয়া লইবে। য়িনি এইরূপ পদার্থ ও তাহার সম্বন্ধ রচনা করিয়াছেন তাঁহাকে আমরা নমস্কার করিতেছি। ।২।।

এই রূপালঙ্কারযুক্ত কথা অতি পরিপাটীরূপে বেদ, নিরুক্ত ও ব্রাহ্মণাদি সৎগ্রন্থে প্রসিদ্ধ (লিখিত) আছে পরন্ত এই রূপালঙ্কারের মস্তকে কুঠারাঘাত করিয়া, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত ও শ্রীমদ্ভাগবতাদি মিথ্যাগ্রন্থে অলীক অর্থ করিয়া দিয়াছেন। এইরূপে অনান্য যে সকল মিথ্যা বিষয় উপরোক্ত মিথ্যাগ্রন্থে লিখিত আছে, তাহা বিদ্বান লোকমাত্রেই ত্যাগ করিয়া, যেন সত্য বিষয়কে ভুলিয়া না যান।

(২—ইন্দ্রাহল্যয়োঃ কথা)

তথা চ—'কশ্চিদ দেহধারীন্দ্রো দেবরাজ আসীৎ। স গোতমস্ত্রিয়াং জারকর্ম্ম কৃতবান্। তস্মৈ গোতমেন শাপো দত্তস্ত্বং সহস্রভগো ভবেতি। তস্যৈ অহল্যায়ৈ শাপো দত্তস্ত্বং পাষাণশিলা ভবেতি। তস্যা রামপাদরজঃস্পর্শেন শাপস্য মোক্ষণং জাতমিতি।'

তত্রেদৃশ্যো মিথ্যৈব কথাঃ সন্তি। কুতঃ ? আসামপ্যলঙ্কারার্থত্বাৎ। তদ্যথা –

ইন্দ্রাগচ্ছেতি। গৌরাবস্কন্দিন্নহল্যায়ৈ জারেতি। তদ্যান্যেবাস্য চরণানি তৈরেবৈনমেতৎপ্রমুমোদয়িষতি।।১।। শত০কাং০ ৩।অ০ ৩। ব্রা০ ৪ কং০ ১৮।।

রেতঃ সোমঃ।।২।। শ০ কাং০ ৩। অ০৩, ব্রা০২। কং০১।।

সূর্য্যরশ্মিশ্চন্দ্রমা গন্ধর্ব (যজু০১৮।৪০) **ইত্যপি নিগমো ভবতি। সোঽপি গৌরুচ্যতে।।৪।।** নিরু০ অ০ ২ খং০ ৬।

জার আ ভগম্ জারঃ ইব ভগম্। আদিত্যোঽত্রজার উচ্যতে, রাত্রের্জরযিতা।৫। নিরু০ অ০ ৩ খং০ ১৬।

এষ এবেন্দ্রো য এষ তপতি। শ০কাং০১ অ০৬। ব্রা০৪ কং০১৮।

ভাষ্যম্ ঃ– ইন্দ্রঃ সূর্য়ো য় এষ তপতি, ভূমিস্থান পদার্থাংশ্চ প্রকাশয়তি। অস্যেন্দ্রেতি নাম পরমৈশ্বর্য়প্রাপ্তের্হেতুত্বাৎ। স অহল্যায়া জারোঽস্তি। সা সোমস্য স্ত্রী। তস্য গোতম ইতি নাম। গচ্ছতীতি গৌরতিশয়েন গোরিতি গৌতম শ্চন্দ্রঃ। তয়ো স্ত্রীপুরুষবৎ সম্বন্ধোঽস্তি। রাত্রিরহল্যা। কস্মাদ্ ? অহর্দিনং লীয়তেঽস্যাং তস্মাদ্রাত্রি রহল্যোচ্যতে। স চন্দ্রমাঃ সর্বাণি ভূতানি প্রমোদয়তি, স্বস্ত্রিষাঽহল্যয়া সুখয়তি।

অত্র স সূর্য্য ইন্দ্রো, রাত্রেরহল্যায়া গোতমস্য চন্দ্রস্য স্ত্রিয়া জার উচ্যতে। কুতঃ ? অয়ং রাত্রের্জরয়িতা। 'জুষ বয়োহানা' বিতি ধাত্বর্থোঽভিপ্রেতোঽস্তি। রাত্রেরায়ুষো বিনাশক ইন্দ্রঃ সূর্য্য এবেতি মন্তব্যম্। (১-৬)।।

এবং সদ্বিদ্যোপদেশার্থালঙ্কারায়াং ভূষণরূপায়াং সচ্ছাস্ত্রেষু প্রণীতায়াং কথায়াং সত্যাং য়া নবীনগ্রন্থেষু পূর্বোক্তা মিথ্যা কথা লিখিতাস্তি, সা কেনচিৎ কদাপি নৈব মন্তব্যা হি, এতাদৃশ্যেঽন্যাশ্চাপি।

।। ভাষার্থ।।

এখন ইন্দ্র ও অহল্যা বিষয় যে আর একটী কথা প্রচলিত আছে, তাহার প্রকৃতার্থ মূঢলোকেরা জ্ঞাত হইতে না পারিয়া (অথবা ইচ্ছাপূর্বক–অনুবাদক) তাহার অর্থকে অনর্থ স্বরূপে বর্ণন করিয়াছেন এবং এইরূপ অর্থ করিয়া ৰাখিয়াছেন, যে রাজা ইন্দ্র বাস্তবিকই একজন দেবলোকের দেহধারী রাজা ছিলেন বা আছেন, তিনি গৌতম ঋষির স্ত্রী অহল্যার সহিত জার কর্ম (ব্যভিচারে) প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। একদা গৌতম স্বচক্ষে তাহাদিগের ব্যভিচার করিতে দেখিয়া ক্রোধবশতঃ, এরূপ শাপ প্রদান করিলেন যে,

'হে ইন্দ্র । তুমি এই গুরুপত্নীরূপী অহল্যার সহিত ব্যভিচার করায় উক্ত মহাপাপ জন্য সহস্র ভগযুক্ত শরীর প্রাপ্ত হও, এবং অহল্যাকে এইরূপ শাপ প্রদান করিলেন, যে তুই পাষাণী হইয়া থাক্', পরন্তু যখন উভয়ে পাপগ্রস্ত হইয়া গৌতম ঋষিকে অনেক অনুনয় বিনয় ও ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন, তখন তিনি প্রসন্ন হইয়া বলিলেন যে, হে ইন্দ্র। তোমার সহস্র যোনীযুক্ত শরীর স্থানে তুমি সহস্রাক্ষযুক্ত হও ও অহল্যাকে বলিলেন যে, যখন ভগবান বিষ্ণু রামরূপে অবতীর্ণ হইবেন, ও যখন তাঁহার চরণ তোমার পাষাণময় শরীরে স্পর্শ করিবেন, তখনই পুনরায় তুমি শাপমুক্ত হইয়া নিজ পূর্ব শরীর ধারণ করিবে।'

ইত্যাদি প্রকার পূরাণকর্ত্তারা উপরোক্ত কথার অনর্থ করিয়া লিখিয়াছেন, পরন্তু সত্যগ্রন্থে এরূপ কথা লিখিত নাই। আমি এস্থানে শতপথ ব্রাহ্মণ হইতে প্রকৃত ইন্দ্র-অহল্যা ব্যাপার কীরূপ, তাহা বর্ণন করিতেছি যথা ঃ–

(ইন্দ্রোগচ্ছতি ইত্যাদির) তাৎপর্য্য এই যে, ইন্দ্র শব্দে সূর্য্য বুঝায়, এবং রাত্রিকে অহল্যা বলা যায়, তথা চন্দ্রমা গৌতম সদৃশ হইয়া থাকেন। এস্থানে রূপকালঙ্কার মতে রাত্রিকে চন্দ্রমার স্ত্রীরূপে বর্ণন করা হইয়াছে। চন্দ্রমা আপনার স্ত্রীর সহিত রাত্রিকালে সকল প্রাণীর আনন্দদায়ক হইয়া থাকে। এই রাত্রিকালের জার আদিত্য অর্থাৎ সূর্য্য হইয়া থাকে. কারণ সূর্যের উদয় হইলেই, রাত্রি অন্তর্ধ্যান হইয়া যায় অর্থাৎ চন্দ্রমাকে ছাড়িয়া দেয়, বিশেষতঃ সূর্য্যকে রাত্রীর জার এইজন্য বলা যায় যে, সূর্য্যের আগমনেই চন্দ্রমার ছাড়িয়া দেয়, সূর্য্যকে রাত্রীর জার এইজন্য বলা যায় যে, সূর্য্যের আগমনেই চন্দ্রমার সহিত রাত্রির শৃঙ্গার ভঙ্গ বা নষ্ট করাইয়া দেয়, এইজন্য রাত্রি চন্দ্র ও সূর্য্য, স্ত্রীপুরুষ ও জারকর্ত্তা রূপে রূপকালঙ্কার দ্বারা বর্ণিত হইয়াছে। যেরূপ স্ত্রীপুরুষ একত্রে থাকে, তদ্রূপ রাত্রি ও চন্দ্রমা একত্রিত হইয়া থাকে। চন্দ্রমাকে গৌতম এইজন্য বলা যায় যে উক্ত চন্দ্রমা অত্যন্ত বেগশালী এবং রাত্রিকে অহল্যা এই কারণে বলা যায় যে ঐ রাত্রিতে দিবস লয় হইয়া যায়, পুনরায় সূর্য্যই রাত্রির নিবৃত্তকারী, এজন্য সূর্য্যকে রাত্রির জার বলা যায়। এইরূপ চমৎকার রূপকালঙ্কারকে অল্পবুদ্ধি ও বিদ্যাহীন পুরুষেরা নষ্ট ও শ্রীভ্রষ্ট করাইয়া তাহার অনর্থ প্রকাশ করিয়া, সকল মনুষ্যের হানিকারক ফল প্রসব করাইতেছেন। এজন্য সজ্জনমাত্রেই পুরাণোক্ত মিথ্যা ও অনর্থযুক্ত বাক্য গুলিকে মূলের সহিত যেন ত্যাগ করেন।

(৩—ইন্দ্রবৃত্তাসুরকথা)

'এবমেবেন্দ্রঃ কশ্চিদ্ দেহধারী দেবরাজ আসীৎ' তস্য ত্বষ্টুরপত্যেন বৃত্তাসুরেণ সহ য়ুদ্ধমভুৎ। বৃত্রাসুরেণেন্দ্রো নিগলিতোऽতো দেবানাং মহদ্ভয়মভূৎ। তে বিষ্ণুশরণং গতা। বিষ্ণুরূপায়ং বর্ণিতবান্ ময়া প্রবিষ্টেন সমুদ্রফেনেনায়ং হতো ভবিষ্যতীতি'।

ঈদৃশ্যঃ প্রমত্তগীতবৎ প্রলপিতাঃ কথাঃ পুরাণাভাষাদিষু নবীনেষু গ্রন্থে মিথ্যৈব সন্তাতি ভদ্রৈর্ব্বিদ্ভির্ম্মন্তব্যম্। কুতঃ ? এতাসামপ্যলঙ্কারবত্ত্বাৎ। তদ্যথা –

ইন্দ্রস্য নু বীর্য্যাণি প্র বোচং যানি চকার প্রথমানি বজ্রী।
অহন্নহিমন্বপস্ততর্দ্দ প্র বক্ষণা অভিনৎ পর্বতানাম্।।১।।
অহন্নহিং প র্বতে শিশ্রিয়াণং ত্বষ্টাস্মৈ বজ্রং স্বর্য্যং ততক্ষ।
বাশ্রাইব ধেনবঃ স্যন্দমানা অঞ্জঃ সমুদ্রমব জগ্মুরাপঃ।।২।।

ঋ০মং০ ১। ম০ ৩২ মং০১,২।

ভাষ্যম্–(ইন্দ্রস্য) সূর্য্যাস্য পরমেশ্বরস্য বা তানি বীর্য্যাণি পরাক্রমানহং প্রবোচং কথয়ামি, য়ানি প্রথমানি পূর্বং, নু ইতি বিতর্কে, বজ্রী চকার। বজ্রী বজ্রঃ প্রকাশঃ প্রাণো বাস্যাস্তীতি। বীর্য্যং বৈ বজ্রঃ।। শ০ কাং০ ৭ অ০ ৩। (ব্রা০১ ।ক০১৯)।

স অর্হি মেঘমহন্ হতবান্, তং হত্বা পৃথিব্যামনু পশ্চাদপস্ততর্দ বিস্তারিতবান্। তাভিরদ্ভিঃ প্রবক্ষণা নদীস্ততর্দ জলপ্রবাহেণ হিংসিতবান্, তটাদীনাং চ ভেদং কারিতবানস্তি। কীদৃশ্যস্তা মদ্যঃ ? পর্বতানাং মেঘানাং সকাশাদুৎপদ্যমানাঃ, য়জ্জলমন্তরিক্ষাদ্ধিংসিত্বা নিপাত্যতে তদ্ বৃত্রস্য শরীরমেব বিজ্ঞেয়ম্।।১।।

অগ্রে মন্ত্রাণাং সংক্ষেপতোऽর্থো বর্ণ্যতে (অ০২০)। (অষ্টা) সূর্য্যঃ (অহন্নহিং) তং মেঘমহন্ হতবান্। কথং হতবানিত্যত্রাহ–(অস্মৈ) অহয়ে বৃত্রাসুরায় মেঘায় (পর্বতে শিশ্রিয়াণ্) মেঘে শ্রিতম্ (স্বর্য্যম্) প্রকাশময়ম্ (বজ্রম্) স্বকিরণজন্যং বিদুৎ প্রক্ষিপতি য়েন বৃত্রাসুরং মেঘং (ততক্ষ) কণীকৃত্য ভূমৌ পাতয়তি। পুর্ণর্ভূমৌ গতমপি জলং কণীকৃত্যাকাশং গময়তি। তা আপঃ সমুদ্রং (অবজগ্মঃ) গচ্ছতি। কথম্ভূতা আপঃ ? (অঞ্জঃ) ব্যক্তাঃ (স্যান্দমানাঃ) চলন্ত্যঃ। কা ইব ! বাশ্রা বৎসমিচ্ছবো গাব ইব। আপ এব বৃত্রাসুরস্য শরীরম্। য়দিশ্চত্রশরীরাখ্যজলস্য ভূমৌ নিপাতনং, তদিদং সূর্য্যস্য স্তোতুমর্হং কর্ম্মাস্তি।।২।।

।। ভাষার্থ।।

তৃতীয় ইন্দ্র ও বৃত্রাসুরের (রূপকালঙ্কার যুক্ত) কথাকে পুরাণ কর্ত্তাগণ এরূপ ভাবে বিপরীত অর্থ করিয়াছেন, যে তাহা প্রমাণ বা যুক্তি উভয় প্রকারেই বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন হইয়া থাকে, যথা ঃ–

দেখ ত্বষ্টারপুত্র বৃত্রাসুর দেবতাগণের রাজা দেহধারী ইন্দ্রকে গিলিয়া ফেলিলেন, তখন সমস্ত দেববৃন্দ অত্যন্ত ভয়যুক্ত হইয়া বিষ্ণুর সমীপে আগমন করিলেন ও কীরূপে বৃত্রাসুরকে নাশ করিতে পারা যাইবে, তদ্বিষয় জ্ঞাত করাইলেন। (যিনি সর্বত্র বিরাজমান অকায় পরমাত্মা, তাঁহাকেই বিষ্ণু বলা যায়, পরন্তু এখানে বিষ্ণুকে দেহধারী স্থির করা হইয়াছে–অনুবাদক।) বিষ্ণু বলিলেন, যে আমি সমুদ্রের ফেন মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া যাইব, তোমরা ঐ ফেণকে সমুদ্রে গর্ভ হইতে উঠাইয়া তাহা বৃত্রাসুরের প্রতি প্রক্ষেপ করিলে, সে মরিয়া যাইবে।

এইরূপ কথা মস্তিষ্ক বিকৃতিযুক্ত লোকের রচিত মিথ্যা পৌরাণিক বাক্যগুলি কদাপি শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমানগণের বিশ্বাস করা কর্ত্তব্য নহে। এক্ষণে সত্যগ্রন্থে ঐ কথারই কীরূপ যথাথার্থ লিখিত আছে, তাহা দেখাইতেছি যথা ঃ–

(ইন্দ্রস্য নু ইত্যাদি) এস্থলে সূর্য্যকে ইন্দ্র বলা যায়। উক্ত সূর্যের পরাক্রম বিষয় কথিত হইতেছে যথা ঃ– সেই পরমৈশ্বর্য্যযুক্ত বা তেজধারী সূর্য্য নিজ কিরণ দ্বারা বত্ত বা মেঘকে বধ করে। যখন মেঘ সকল পূর্ণরূপে বধ হইয়া পৃথিবীতে বধ বরিষণকারী রূপে পতিত হয়, তখন সেই মেঘ নিজ জলরূপ শরীরকে সমগ্র পৃথিবী মধ্যে বিস্তৃত করিয়া দেয়। তৎপরে ঐ বারি বর্ষণ দ্বারা অনেক বড়-বড় নদ, নদী পূর্ণ হইয়া সমুদ্রে গিয়া মিলিত হয়। সেই নদী কীরূপ তাহার বর্ণন করিতেছেন, অর্থাৎ সেই নদীই বা কীরূপ যাহা 'পর্বত' অর্থাৎ মেঘ হইতে উৎপন্ন হইয়া জল বহন জন্যই হইয়া থাকে। যে সময় ইন্দ্র মেঘরূপ বৃত্রাসুরকে নাশ করিয়া, উহাকে আকাশ মণ্ডল হইতে পৃথিবীতে পতিত করান, তখন সে পৃথিবীতে শয়ন করিয়া থাকে, অর্থাৎ ভূমি উপরি ছড়াইয়া পড়ে।

পুনরায় পৃথিবীতে পতিত মেঘ বা বৃষ্টি, পুনরায় পর্বত অর্থাৎ মেঘ মণ্ডলের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকে, যাহাকে পুনঃ সূর্য্য নিজ কিরণ দ্বারা হনন করিয়া থাকে। যেরূপ লোকে কাষ্ঠকে ছিলিয়া স্থূল হইতে সূক্ষ্মরূপে পরিণত করে, তদ্রূপ সূর্য্য কিরণ দ্বারা মেঘকে বিন্দু বিন্দু বর্ষারূপে পরিণত করিয়া পৃথিবীতে পাতিত করাইয়া দেয়। যেরূপ নিজ বৎসকে দেখিয়া গাভী দৌড়িয়া গিয়া তাহার সহিত মিলিত হয়, তদ্রূপ মেঘরূপ জল ঐরূপ ভাবে নদীর দ্বারা নদীকে আশ্রয় করিয়া সমুদ্রকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

অহন্ বৃত্রং বৃত্রতরং ব্যংসমিন্দ্রো বজ্রেণ মহতা বধেন।
স্কন্ধাংসীব কুলিশেনা বিবৃক্ণাহিঃ শয়ত উপপৃক্পৃথিব্যাঃ।।৩।।
অপাদহস্তো অপৃতন্যদিন্দ্র মাস্য বজ্রমধি সানৌ জঘান।
বৃষ্ণো বধ্রিঃ প্রতিমানং বুভূষন্পুরুত্রা বৃত্রো অশযদ্ব্যস্তঃ।।৪।।

ঋ০মণ্ড০১ সূ০৩২। মং(০৫,৭)।।

অহিরিত মেঘনামসু পঠিতম্।। নিঘং০ অ০ ১ খং০১০।।

ইন্দ্রশক্ররিন্দ্রোऽস্য শময়িতা বা শাতয়িতা বা তস্মাদিন্দ্রশক্রঃ। তৎকো বৃত্রো মেঘ ইতি নৈরুক্তাস্ত্বাষ্ট্রোऽসুর ইত্যৈতিহাসিকাঃ।। বৃত্রংজঘ্নিবানপববার। তদ্ বৃত্রো বৃণোতের্বা, বর্ত্ততের্বা, বর্দ্ধতের্বা। য়দবৃণোত্তদ্ বৃত্রস্য বৃত্রত্বমিতি বিজ্ঞায়তে। য়দবর্ত্তত তদ্ বৃত্রস্য বৃত্রত্বমিতি বিজ্ঞায়তে। য়দবর্দ্ধত তদ্ বৃত্রস্য বৃত্রত্বমিতি বিজ্ঞায়তে।।

নিরু০অ০২ খং০ (১৬),১৭।।

ভাষ্যম্–(ইন্দ্রঃ) সূর্য্যঃ (বজ্রেণ) বিদ্যুৎকিরণাখ্যেন (মহতা ব০) তীক্ষ্মতরেণ

(বৃত্রম্) মেঘম্ (বৃত্রতরম্) অত্যন্তবলবন্তম্ (ব্যংসম্) ছিন্নস্কন্ধং ছেদিতঘনজালং য়থা স্যাৎ তথা (অহন্) হতবান্।।৩।।

স (অহিঃ) মেঘঃ (কুলিশেন) বজ্রেণ (বিবৃকৃণা০) ছিন্নানি স্কন্ধাংসীব (পৃথিব্যা উপপৃথক) য়থা কস্যচিন্মনুষ্যাদেরসিনা ছিন্নং সদঙ্গং পৃথিব্যাং পততি, তথৈব স মেঘোঽপি (অশয়ত) 'ছন্দসি লুঙ-লঙ লিটঃ' ইতি সামান্যকালে লঙ্।

(অপাদ০) পৃথিব্যাং শয়ান ইবেন্দ্রেণ সূর্য়েণাপাদহস্তো ব্যস্তো ভিন্নাঙ্গকৃতো বৃত্রো মেঘো ভূমাবশয়ৎ শয়নং করোতীতি।

নিঘন্টৌ০ অ০১। খং০১০। **বৃত্র ইতি মেঘস্য নাম। ইন্দ্রঃ শক্রুর্য়স্য স ইন্দ্রশক্রুরিন্দ্রোঽস্য নিবারকঃ। ত্বষ্টা সূর্য্যস্তস্যাপত্যমসুরো মেঘঃ। কুতঃ? সূর্য্যকিরণদ্বারৈব রসজলসমুদায়ভেদেন য়ৎকণীভূতং জলমুপরি গচ্ছতি, তৎপুনর্ম্মিলিত্বা মেঘরূপং ভবতি। তস্যৈবাসুর ইতি সংজ্ঞাত্বাৎ। পুনশ্চ তং সূর্য়ো হত্বা ভূমৌ নিপাতয়তি। স চ ভূমিং প্রবিশতি, নদীর্গচ্ছতি তদ্দ্বারা সমুদ্রময়নং কৃত্বা তিষ্ঠতি, পুনশ্চোপরি গচ্ছতি। তং বৃত্রমিন্দ্রঃ সূর্য়ো জঘ্নিবানপরবার নিবারিতবান।**

বৃত্রার্থো বৃণোতেঃ স্বীকরণীয়ঃ। মেঘস্য য়দ্ বৃত্রত্বমাবরকত্বং তদ্ বর্ত্তমানত্বাদ্ বর্দ্ধমানত্বাচ্চ সিদ্ধমিতি বিজ্ঞেয়ম্।।(৩-৪)।।

।।ভাষার্থ।।

যেরূপ কোন মনুষ্যের শরীরকে খণ্ড-খণ্ড করিয়া কর্ত্তন করিয়া ফেলিয়া দেওয়া যায়, তদ্রূপ যখন সূর্য্য অত্যন্ত গর্জ্জিত মেঘকে ছিন্ন-ছিন্ন করিয়া পৃথিবীতে পতিত করাইয়া দেয়, তখন ঐ বৃত্রাসুরও পৃথিবীতে পতিত হইয়া, মৃতকের ন্যায় শয়নকারী হইয়া থাকে।।৩।।

নিঘন্টুতে মেঘকে বৃত্র বলে। (ইন্দ্র শত্রু০) বৃত্রের শত্রু অর্থাৎ নিবারক সূর্য্য হইয়া থাকে, সূর্য্যের নাম ত্বষ্টা, তার সন্তান মেঘ, যেহেতু সূর্যের কিরণ দ্বারা জল, অণু প্রমাণ হইয়া উর্দ্ধে গমন করে ও তথায় সূক্ষ্ম জলকণা সকল একত্রিত হইয়া মেঘরূপ হইয়া যায়। মেঘকে (**বৃত্রী বৃণোতেঃ**) স্বীকরণীয় অর্থাৎ স্বীকার করণের যোগ্য ও প্রকাশের আবরণকারী বলিয়াই বৃত্র বলা হয়।।৪।।

অতিষ্ঠন্তীমনিবেশনানাং কাষ্ঠানাং মধ্যে নিহিতং শরীরম্।
বৃত্রস্য নিণ্যং বি চরন্ত্যাপো দীর্ঘং তম আশয়দিন্দ্রশক্রুঃ।।৫।।
নাস্মৈ বিদ্যুন্ন তন্যতুঃ সিষেধ ন য়াং মিহমকিরদ্ধ্রাদুনিং চ।
ইন্দ্রশ্চ য়দ্যুয়ুধাতে অহিশ্চোতাপরীভ্যো মঘবা বি জিগ্যে।।৬।।

ঋ০মং০১ সূ০ ৩২ মং০১০, ১৩।।

ইত্যাদয় এতদ্বিষয়া বেদেষু বহবো মন্ত্রাঃ সন্তি।

ভাষ্যম্–বৃত্রো হ বাऽইদꣳসর্ব বৃত্বা শিশ্যে। য়দিদমন্তরেণ দ্যাবাপৃথিবী, স যদিদꣳ সর্বং বৃত্বা শিশ্যে তস্মাদ্ বৃত্রো নাম।।৪।।

তমিন্দ্রো জঘান। স হতঃ পূতিঃ সর্বত এবাऽপোऽভি(প্র)সুস্রাব। সর্বত ইব হ্যয়ꣳ সমুদ্রস্তস্মাদু হৈকা আপো বীভৎসাং-চক্রিরে। তা উপর্য্যুপর্য্যতিপুপ্রুবিরেऽ ইমে দর্ভাস্তা হৈতা অনাপূয়িতা আপোऽস্তি বাऽইতরাসু সꣳসৃষ্টমিব, য়দেনা বৃত্রঃ পূতিরভিপ্রাস্রবত্তদেবাসামেতাভ্যাং পবিত্রাভ্যমপহন্ত্যথ মেধ্যাভিরেবাদ্ভিঃ প্রোক্ষতি, তস্মাদ্বা এতাভ্যামুৎপুনাতি।। শ০কাং০১ অ০১ ব্রা০৩ কণ্ডি০ ৪,৫।

তিস্র এব দেবতা ইতি নৈরুক্তাঃ। অগ্নি পৃথিবীস্থানো বায়ুর্বেন্দ্রো বান্তরিক্ষস্থানঃ সূর্য়ৌ দ্যুস্থান ইতি। নিরু০অ০৭ খং০৫।

(অতিষ্ঠন্তীনাম্০) বৃত্রস্য শরীরমাপো দীর্ঘং তমশ্চরন্তি। অত এবেন্দ্রশত্রুর্বৃত্রো মেঘো ভূমাবশয়ৎ, আ সমন্তাচ্ছেতে।

(নাস্মৈ বিদ্যুৎ০) বৃত্রেণ মায়ারূপ প্রয়ুক্তা বিদ্যুৎ তন্যতুশ্চাস্মৈ সূর্য্যায়েন্দ্রায় ন সিষেধ নিষেদ্ধুং ন শক্নোতি। অহির্ম্মেঘঃ, ইন্দ্র সূর্য্যশ্চ দ্বৌ পরস্পরং য়ুয়ুধাতে। য়দা বৃত্রো বর্দ্ধতে তদা সূর্য্যপ্রকাশং নিবারয়তি। য়দা সূর্য্যস্য তাপরূপসেনা বর্দ্ধতে তদা বৃত্রং মেঘং নিবারয়তি। পরন্তু মঘবা ইন্দ্রঃ সূর্য্যস্তং বৃত্রং মেঘং বিজিগ্যে জিতবান্ ভবতি। অন্ততোऽস্যৈব বিজয়ো ভবতি ন মেঘস্যেতি।

'বৃত্রো হ বা ইতি০'–স বৃত্র ইদং সর্বং বিশ্বং বৃত্বাऽऽবৃত্য শিশ্যে শযনং করোতি, তস্মাদ্ বৃত্রো নাম। তং বৃত্রং মেঘমিন্দ্রঃ সূর্য্যো জঘান হতবান্। স হতঃ সন্ পৃথিবীং প্রাপ্য সর্বতঃ কাষ্ঠতৃণাদিভিঃ সংয়ুক্তঃ পূতির্দুর্গন্ধো ববতি পুরাকাশস্থো বৃত্বা সর্বতোऽপোৎऽভিসুস্রাব, তাসাং বর্ষণং করোতি। অয়ং হতো বৃত্রঃ সমুদ্রং প্রাপ্য তত্রাপি ভয়ঙ্করো ভবতি। অতএব তত্রস্থা আপো ভয়প্রদা ভবন্তি। ইত্থং পুনঃ পুনস্তাস্তা নদীসমুদ্রপৃথিবীগতা আপঃ সূর্য্যদ্বারেণোপয়্যুপর্য্যন্তরিক্ষং পুপ্রুবিরে গচ্ছন্তি, ততোऽভিবর্ষন্তি চ। তাভ্য এবেমে দর্ভাদ্যৌষধিসমূহা জায়ন্তে। য়ৌ বায়ুবিন্দ্রৌ সূর্য্যপবনাবন্তরিক্ষস্থানৌ সূর্য্যশ্চ দ্যুস্থানে অর্থাৎ প্রকাশস্থঃ।।৫-৬।।

এবং সত্যশাস্ত্রেষু পরমোত্তমায়ামলঙ্কারয়ুক্তায়াং কথায়াং সত্যাং ব্রহ্মবৈবর্ত্তাদিনবীনগ্রন্থেষু পুরাণাবাসেষ্বেতা অন্যথা কথা উক্তাস্তাঃ শিষ্টৈঃ কদাচিন্নৈবাঙ্গীকর্ত্তব্যা ইতি।।

।।ভাষার্থ।।

(অতিষ্ঠন্তীনাম্) বৃত্রের এই জলরূপ শরীর হইতে বড় বড় নদী সকল উৎপন্ন হইয়া, অগাধ সমুদ্রে গিয়া লয় বা মিলিয়া যায়, ও যে সকল জল পুষ্করিণী ও কূপাদিতে থাকে (অথবা পৃথিবী মধ্যে প্রবেশ করে) তাহা যেন পৃথিবীতে শয়ন করিয়া রহিয়াছে, এরূপ বলা যায়।।৫।।

(নাস্মৈ০) ঐ বৃত্র, বিদ্যুৎ ও মেঘ গর্জ্জনের ভয় হেতুও ইন্দ্রকে কদাপি পরাজয় করিতে সমর্থ হয় না। এইরূপ অলঙ্কার বর্ণন করায় ইন্দ্র ও বৃত্রের উভয়ে পরস্পর যেন যুদ্ধ করিতেছে (বলিয়া বোধ হয়–অনুবাদক), অর্থাৎ যখন মেঘ বৃদ্ধি পায়, তখন সে সূর্যের প্রকাশকে আবরণ করিয়া সরাইয়া দেয়, পুনশ্চ যখন সূর্যের তাপ বৃদ্ধি পায়, তখন সেই সূর্য্য বৃত্র নামক মেঘকে হঠাইয়া বা তাড়াইয়া দেয়। পরন্তু এরূপ যুদ্ধের পর ইন্দ্র অর্থাৎ সূর্যেরই শেষে জয় লাভ হইয়া থাকে। ।৬। ।

'বৃত্রো হ বা' যে সময় মেঘ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া পৃথিবী ও আকাশ মধ্যে বিস্তৃত হইয়া চারিদিকে বেষ্টিতে হয়, তখন সূর্য্য মেঘকে হনন করিয়া, বৃষ্টিরূপে পরিণত করিয়া পৃথিবীতে পাতিত করায়। পরে ঐ জল অশুদ্ধ ভূমি, পচা বনাদিতে, কাষ্ঠ তথা মলমূত্রাদিযুক্ত হওয়ায় দুর্গন্ধরূপে পরিণত হয়, পরে ঐ মেঘের জল সমুদ্রে পাতিত হয় (এবং নদীর দ্বারাও গিয়া পৌছে–অনুবাদক।) সমুদ্রে পুনরায় মেঘের জল পতিত হইলে উহা ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করে অর্থাৎ দেখিতে ভয়ঙ্কর হইয়া থাকে। এইরূপে বারংবার মেঘ হইতে বারি বর্ষণ হইতে থাকে। (উপর্য্যুপর্য্যতি) সকল স্থান হইতে জল উর্দ্ধে উত্থিত হইয়া আকাশে বৃদ্ধি পায়। তথায় একত্রিত হইয়া পুনঃ বর্ষা হইয়া থাকে অর্থাৎ বর্ষারূপে পৃথিবীতে পতিত হয়। ঐ বর্ষার জল পৃথিবীর সংযোগে ঔষধাদি অনেক পদার্থ উৎপন্ন করে। পূর্বোক্ত মেঘকে 'বৃত্রাসুর' বলা হয়।

বায়ু ও সূর্য্যকে ইন্দ্র বলে। বায়ু অন্তরিক্ষে ও সূর্য্য প্রকাশ স্থানে স্থিত থাকে। ঐ বৃত্রাসুর ও ইন্দ্রের পরস্পর যুদ্ধ আকাশে হইয়া থাকে, যাহার পরিণাম মেঘের পরাজয় ও সূর্য্যের নিঃসন্দেহরূপ বিজয় হইয়া থাকে। ।৫-৬। ।

এইরূপ সত্যগ্রন্থের লিখিত অলঙ্কারযুক্ত কথা পরিত্যাগ করিয়া, অল্পবুদ্ধি লোকেরা ব্রহ্মবৈবর্ত্ত ও শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থে যে সকল মিথ্যা ও কপোল কল্পিত কথা প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহা শ্রেষ্ঠ পুরুষেরা কদাপি সত্য বলিয়া জ্ঞান করিবেন না অর্থাৎ করা কর্ত্তব্য নহে।

(৪—দেবাসুর সংগ্রাম কথা)

এবমেব নবীনেষু গ্রন্থেযুক্তা অনেকবিধা দেবাসুরসংগ্রামকথা অন্যথৈব সন্তি। তা অপি বুদ্ধিমদ্ভির্ম্মনুষ্যৈরিতরৈশ্চ নৈব মন্তব্যাঃ। কুতঃ ? তাসামপ্যলঙ্কারযোগাৎ। তদ্যথা–

দেবাসুরাঃ সংযত্তা আসন্ ।১। শ০ কাং০ ১৩অ০৩ ব্রা০৪ কং০১। ।

অসুরানভিভবৈম দেবাঃ। অসুরা অসুরতা স্থানম্বস্তাঃ স্থানেভ্য ইতি বা অপি বাসুরিতি প্রাণনামাস্তঃ শরীরে ভবতি, তেন তদ্বন্তঃ। সোর্দেবানসৃজত তৎসুরাণাং সুরত্বমসোরানসৃজত তদসুরাণামসুরত্বমিতি বিজ্ঞায়তে। ।২। । নিরু০অ০৩খং০৮। ।

দেবানামসুরত্বমেকত্বং প্রজ্ঞাবত্ত্বংবাऽনবত্ত্বং বাপি বাসুরিতি প্রজ্ঞানামায়ত্যনর্থানস্তাশ্চায়মের্থা অসুরত্বমাদিলুপ্তম। ।৩। ।

নিরু০অ০১০,খং০৩৪।

সোঽর্চঞ্ছ্রাম্যংশ্চাচার প্রজাকামঃ। স আত্মন্যেব প্রজাতিমধত্ত। স আস্যেনৈব দেবানসৃজত। তে দেবা দিবমভিপদ্যাসৃজ্যন্ত, তদ্দেবানাং দেবত্বং য়দ্দিবমভিপদ্যাসৃজ্যন্ত। তস্মৈ সসৃজানায় দিবেবাস, তদেব দেবানাং দেবত্বং য়দস্মৈ সসৃজানায় দিবেবাস। অথ য়োঽয়মবাঙ্ প্রাণঃ তেনাসুরানসৃজত। ত ইমামেব পৃথিবীমভিসংপদ্যাসৃজ্যন্ত। তস্মৈ সসৃজানায় তমইবাস। সোঽবেৎ।। পাপ্মানা বা অসৃক্ষি য়স্মৈ মে সসৃজানায় তম ইবাভূদিতি। তাংস্তত এব পাপ মনাবিধ্যত্তে, তত এব পরাভবংস্তস্মাদাহুর্নৈদস্তি য়দ্দৈবাসুরম্। য়দিদমন্বাখ্যানে তদুদ্যত ইতিহাসে ত্বৎ, ততো হ্যেব তান্ প্রজাপতিঃ পাপ্মনাবিধ্যত্তে তত এব পরাভবন্নীতি।। তস্মাদেতদৃষিনাভ্যনূক্তম্। ন ত্বং য়ুয়ুৎসে কতমচ্চনাহর্ন তেঽমিত্রো মঘবন্ কশ্চনাস্তি। মায়েৎসা তে য়ানি য়ুদ্ধান্যাহুর্নাদ্য শত্রুং ন নু পুরা য়ুয়ুৎস ইতি।। স য়দস্মৈ দেবান্ৎসসৃজানায় দিবেবাস তদহরকুরুতার্থ য়দস্মা অসুরান্ৎসসৃজানায় তমইবাস তাꣳরাত্রিমকুরূত তে অহোরাত্রে। স ঐক্ষত প্রজাপতিঃ।।৪।।

শ০ কাং০ ১১ অ০ ১ ব্রা০৬ কং০৭ ।৮ ।৯ ।১০ ।১১ ।১২।

দেবাশ্চ বাঽসুরাশ্চ। উভয়ে প্রাজাপত্যাঃ প্রজাপতেঃ পিতুর্দায়মুপেয়ুঃ।।৫।।
শ০কাং০১ অ০৭ ব্রা০২ কং০২২।

দ্বয়া হ প্রাজাপত্যাঃ, দেবাশ্চাসুরাশ্চ। ততঃ কানীয়সা এব দেবা জ্যয়সা অসুরাঃ।। য়দেবেদমপ্রতিরূপং বদতি স এব স পাপ্ মা।।৬।।

শ০কাং০১৪ অ০৪ ব্রা০২ কং০২০

ঔর্গিতি দেবা, মায়েত্যসুরাঃ।।৭।। শ০কাং০১০অ০৫ব্রা০২কং০২০।।

প্রাণো দেবাঃ।।৮।। শ০কং০৬অ০৩ব্রা০১কা০১৫।।

প্রাণো বা অসুস্তস্যৈয়া মায়া।।৯।। শ০কাং০৬। অ০৬ ব্রা০২ কং০৬।।

ভাষ্যম্—(দেবাসুরাঃ০) দেবা অসুরাশ্চ সংয়ত্তা সজ্জা য়ুদ্ধং কর্ত্তুং তৎপরা আসন্ ভবন্তীতি শেষঃ। কে তে দেবাসুরা ইত্যত্রোচ্যতে—

বিদ্বাꣳসো হি দেবাঃ। শ০কাং০৩ অ০৭ ব্রা০৩ কং০ ১০।।

হীতি নিশ্চয়েন বিদ্বাংসো দেবাস্তদ্বিপরীতা অবিদ্যাংসোঽসুরাঃ। য়ে দেবাস্তে বিদ্যাবত্ত্বাৎ প্রকাশবন্তো ভবন্তি। য়ে হ্যবিদ্বাংসস্তে খল্ববিদ্যাবত্ত্বাৎ জ্ঞানরহিতান্ধকারিণো ভবন্তি। এষামুভয়েষাং পরস্পরং য়ুদ্ধমিব বর্ত্ততেঽয়মেব 'দৈবাসুরসংগ্রামঃ'।

দ্বয়ং বা ইদং ন তৃতীয়মস্তি। সত্য চৈবানৃতং চ। সত্যমেব দেবা অনৃতং মনুষ্যাঃ। ইদমহমনৃতাৎসত্যমুপৈমীতি তন্মনুষ্যেভ্যো দেবানুপৈতি।। স বৈ সত্যমেব বদেৎ। এতদ্ধ বৈ দেবা ব্রতং চরন্তি য়ৎসত্যম্। তস্মাত্তে য়শো য়শো হ ভবতি য় এবং বিদ্বান্ৎসত্যং বদতি।। মনো হ বৈ দেবা মনুষ্যস্য।। শ০কাং০১। ব্রা০১ কং০৪ ।৫ ।৭।

য়ে সত্যবাদিনঃ সত্যমানিনঃ সত্যকারিণশ্চ তে দেবাঃ। যে চানৃতবাদিনোঽনৃতমানিনশ্চ তে মনুষ্যা অসুরা এব। তয়োরপি পরস্পরং বিরোধো য়ুদ্ধমিব

ভবত্যেব। মনুষ্যস্য য়ন্মনস্তদ্দেবাঃ, প্রাণা অসুরাঃ, এতয়োরপি বিরোধো ভবতি। মনসা বিজ্ঞানবলেন প্রাণানাং নিগ্রহো ভবতি, প্রাণবলেন মনসশ্চেতি য়ুদ্ধমিব প্রবর্ত্ততে।।১।।

প্রকাশখ্যাৎ সোর্দ্দেবান্ মনঃয়ষ্ঠানীন্দ্রিয়াণীশ্বরোऽসৃজত। অতস্তে প্রকাশকারকাঃ। অসোরন্ধকারাখ্যাৎ পৃথিব্যাদেরসুরান্ পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়াণি প্রাণাংশ্চাসৃজত। এতয়োরপি প্রকাশাপ্রকাশসাধকতমত্বানুরোধন সংগ্রামবদনয়োর্বর্ত্তমানমস্তীতি বিজ্ঞেয়ম।।২-৩।।

(সোऽর্চঞ্জাম্যংশ্চচার০) প্রজাকামঃ পরমেশ্বর আস্যেনাগ্নিপরমাণুময়াৎ কারণাৎ, সূর্য্যাদীন প্রকাশবতো লোকান্ মুখ্যগুণকর্ম্মভ্যো য়ানসৃজত, তে দেবা দ্যোতমানা দিবং প্রকাশং পরমেশ্বর প্রেরিতমভিপদ্য, প্রকাশাদিব্যবহারানসৃজ্যন্ত। তদেব দেবানাং দেবত্বং য়তস্তে দিবি প্রকাশে রমন্তে।

অথেত্যনন্তরমর্বাচীনো য়োऽয়ং প্রাণো বায়ুঃ পৃথিব্যাদিলোকশ্চেশ্বরেণ সৃষ্টস্তেনৈবাসুরান প্রকাশরহিতানসৃজত সৃষ্টবানস্তি। তে পৃথিবীমভিপদ্যৌষধ্যাদীন্ পদার্থানসৃজ্যন্ত। তে সর্বে সকার্য়্যাঃ প্রকাশরহিতাস্তয়োস্তমঃপ্রকাশবতোরন্যোऽন্যং বিরোধো য়ুদ্ধমিব প্রবর্ত্ততে। তস্মাদিদমপি দেবাসুরং য়ুদ্ধমিতি বিজ্ঞেয়ম্। তথৈব পুণ্যাত্মা মনুষ্যো দেবোऽস্তি, পাপাত্মা হ্যসুরশ্চ। এতয়োরপি পরস্পরং বিরুদ্ধস্বভাবাদ্যুদ্ধমিব প্রতিদিনং ভবতি, তস্মাদেষোऽপি 'দেবাসুরসংগ্রোমো'ऽস্তীতি বিজ্ঞেয়ম্। এবমেব দিনং দেবো, রাত্রিরসুরঃ। এতয়োরপি পরস্পরং য়ুদ্ধমিব প্রবর্ত্ততে।।৪।।

ত ইমে উভয়ে পূর্বোক্তাঃ প্রজাপতেঃ পরমেশ্বরস্য পুত্রা ইব বর্ত্তন্তে। অত এব তে পরমেশ্বরস্য পদার্থানুপেতাঃ সন্তি। তেষাং মধ্যেऽসুরাঃ প্রাণাদয়ো জ্যৈষ্ঠাঃ সন্তি। বায়োঃ পূর্বোৎপন্নত্বাৎ প্রাণানাং তন্ময়ত্বাচ্চ। তথৈব জন্মতো মনুষ্যাঃ সর্বেऽবিদ্বাংসো ভবন্তি, পুনর্বিদ্বাংসশ্চ। তথৈব বায়োঃ সকাশাদগ্নেরুৎপত্তিঃ প্রকৃতেরিন্দ্রিয়াণাং চ, তস্মাদসুরা জ্যৈষ্ঠ দেবাশ্চ কনিষ্ঠাঃ। একত্র দেবাঃ সূর্য্যাদয়ো জ্যৈষ্ঠাঃ পৃথিব্যাদয়োऽসুরাঃ কনিষ্ঠাশ্চ। তে সর্বে প্রজাপতেঃ সকাশাদুৎপন্নত্বাৎ তস্যাপত্যানীব সন্তীতি বিজ্ঞেয়ম্। এষামপি পরস্পরং য়ুদ্ধমিব প্রবর্ত্তত ইতি জ্ঞাতব্যম্।।৫, ৬।।

য়ে প্রাণপোষকাঃ স্বার্থসাধনতৎপরা মায়াবিনঃ কপটিনো মনুষ্যস্তে হ্যসুরাঃ। য়ে চ পরোপকারকাঃ পরদুঃখভঞ্জনা নিষ্কপটিনো ধার্মিকা মনুষ্যাস্তে দেবাশ্চ বিজ্ঞেয়াঃ। এতয়োরপি পরস্পরং বিরোধাৎ সংগ্রাম ইব ভবতি। ইত্যাদিপ্রকারকং 'দৈবাসুরং' যুদ্ধ মিতি বোধ্যম্।।৭–৮।।

এবং পরমোত্তমায়াং বিদ্যাবিজ্ঞাপনার্থায়াং রূপকালঙ্কারেণান্বিতায়াং সত্যশাস্ত্রেষুক্তায়াং কথায়াং সত্যাং ব্যর্থপুরাণসংজ্ঞকেষু ননীনেষু তন্ত্রাদিষু গ্রন্থেষু চ য়া মিথ্যৈব কথা বর্ণিতাঃ সন্তি, বিদ্বদ্ভির্নৈবৈতাঃ কথাঃ কদাচিদপি সত্যা মন্তব্যা ইতি।

।। ভাবার্থ।।

চতুর্থতঃ যে দেবাসুর সংগ্রাম কথা রূপালঙ্কার দ্বারা লিখিত হইয়াছে, ইহাকেও প্রকৃতরূপে জ্ঞাত হইতে না পারিয়া, প্রমাদীগণ ইহার সত্যার্থের অনর্থ করিয়া ফেলিয়াছেন। যথা ঃ–

একদিকে দৈত্য সেনা ছিল, যাহার পক্ষে শুক্রাচার্য্য পুরোহিত ছিলেন, এবং ঐ শুক্রাচার্য্য মহাশয় দাক্ষিণাত্য প্রদেশে বসতি করিতেন। অন্যদিকে দেবতাদিগের সেনা ছিল, যাহার ইন্দ্র নামে একজন দেহধারী রাজা ছিলেন। এই দেবসেনার সেনাপতি অগ্নি ও পুরোহিত বৃহস্পতি মহাশয় ছিলেন। দেবতাদিগের বিজয়ার্থ আর্য্যাবর্ত্তের রাজারাও উক্ত দেবাসুর সংগ্রামে যোগ দিতেন। অসুরগণ (ঘোর) তপস্যা করিয়া ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরাদির নিকট হইতে বর প্রার্থনা করিয়া লইতেন (ও তৎপরে পরাক্রমী হইয়া দেবতাদিগের স্থান অধিকার করিয়া লইতেন—অনুবাদক।) তৎপরে ঐ সকল অসুরগণের সংহারার্থে ভগবান বিষ্ণু অবতার ধারণ করিয়া ঐ সমস্ত অসুরকে বংস করিয়া পৃথিবীর ভার লাঘব করিতেন।

উপরোক্ত প্রকার পুরাণের মিথ্যা ও কাল্পনিক গল্প সকলকে অসত্য বা ব্যর্থ জ্ঞান করিয়া উহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া এবং সত্যগ্রন্থের কথা যাহা নিম্নে বর্ণন করিতেছি, তাহা সত্য বলিয়া গ্রহণ করা সকলের কর্ত্তব্য। যথা ঃ–

(দেবাসুরা সংয়ত্তা আসন্ শতপথ) অর্থাৎ দেবতা ও অসুরগণ নিজ নিজ সাজে সজ্জিত হইয়া সর্বদা যুদ্ধ করিয়া থাকেন। পূর্বে ইন্দ্র ও বৃত্রাসুর বিষয়ক যে কথা বর্ণন করিয়াছি, তাহাকেও দেবাসুর সংগ্রাম স্বরূপে জ্ঞাত হইবে। যেহেতু সূর্য্যের কিরণ 'দেব' সংজ্ঞক ও মেঘের অবয়ব অর্থাৎ মেঘ কৃষ্ণবর্ণ অবয়বযুক্ত হওয়ায় 'অসুর' সংজ্ঞক হইয়া থাকে। (অর্থাৎ শুক্লবর্ণ সাত্ত্বিক ভাবাপন্ন ও কৃষ্ণবর্ণ তম ভাবাপন্ন এজন্য শুক্ল দেবতা সংজ্ঞক ও কৃষ্ণ তমোগুণযুক্ত হওয়ায় অসুর সংজ্ঞক হইয়া থাকে– অনুবাদক)। এই দেবাসুরের মধ্যে পরস্পর যুদ্ধ আমরা ইতিপূর্বে বর্ণন করিয়াছি। নিঘন্টু আদি বেদাঙ্গরূপ সত্যশাস্ত্রেও সূর্য্য শব্দে দেব ও অসুর মেঘ বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। ইহার অভিপ্রায় এইরূপ যে, মনুষ্যগণ দেবাসুর সংগ্রাম স্বরূপ যথাবৎ জ্ঞাত হন। (পুনশ্চ) যাঁহারা বিদ্বান্ সত্যবাদী, সত্যমানী ও সত্যকারী তাহাদিগকে দেবও দেবতা সংজ্ঞা দেওয়া যায়, এবং যাহারা মূর্খ, মিথ্যাবাদী, মিথ্যামানী ও মিথ্যাচরণকারী তাহাদিগকে অসুর বলা যায়। এইরূপ মূর্খ ও বিদ্বানের মধ্যে যে সদা বিরোধ বিরাজমান থাকে ও আছে, তাহাই দেবাসুর সংগ্রাম স্বরূপ হইয়া থাকে। আবার মনুষ্যের মন ও জ্ঞানেন্দ্রিয়গণকেও দেব বা দেবতা বলা যায়, তন্মধ্যে রাজা স্বরূপ মন হইয়া থাকে ইন্দ্রিয়গণ সেনা স্বরূপ, সমস্ত প্রাণাদির বাহ্য নাম অসুর, যাহার মধ্যে প্রাণ সকলের রাজা ও অপনাদি সেনা স্বরূপ, ইহাদিগের মধ্যে উভয় পক্ষের পরস্পর বিরোধ হওয়াকেই দেবাসুর সংগ্রাম বলা যায়, (মনের বিজ্ঞান বৃদ্ধি পাইলে প্রাণের জয় ও প্রাণের বৃদ্ধি হইলে মনের বিজয় হয়।) ।১।।

(সোর্দে০) (এস্থলে পুনঃ কীরূপ দেবাসুর সংগ্রাম হইয়া থাকে, তাহাই বর্ণন করিতেছেন–অনুবাদক) সু অর্থাৎ প্রকাশের পরমাণুগণ দ্বারা মন এবং পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের পরস্পর সংযোগ তথা সূর্য্যাদিকে ঈশ্বর রচনা করিয়া থাকেন। এবং (অসো) অন্ধকার রূপ পরমাণু দ্বারা পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় ও দশ প্রাণ ও পৃথিব্যাদির রচনা হইয়া থাকে, যাহা প্রকাশ রহিত হওয়ায় ইহাদিগকে অসুর সংজ্ঞা দেওয়া যায়। প্রকাশ ও অপ্রকাশের মধ্যে পরস্পর বিরোধী গুণ থাকায়, উহাদিগের মধ্যে সংগ্রাম সংজ্ঞা দেওয়া যায়।।২-৩।।

এইরূপে পুণ্যাত্মা স্ত্রী ও পুরুষকে দেব ও পাপাত্মা দুষ্টগণকে অসুর বলা যায়। ইহাদিগের মধ্যেও সর্বদাই বিরোধরূপ যুদ্ধ হইয়া থাকে।

তৎপরে শুক্লপক্ষের নাম 'দেব' ও কৃষ্ণপক্ষকে অসুর বলে। এবং এইরূপে উত্তরায়ণকে দেব ও দক্ষিণায়নকে অসুর বলা যায়। ইহাদিগের মধ্যে পরস্পর পরস্পরের বিপরীত গুণ থাকায় বিরোধযুক্ত হওয়ায় সর্বদাই যেন পরস্পরের সহিত পরস্পরের যুদ্ধ হইতেছে। এইরূপে অন্যত্র যে যে স্থানে উপরোক্ত প্রকারের অর্থ লক্ষণ ঘটিবে, সেই সেই স্থানেই রূপকালঙ্কার যুক্ত দেবাসুর সংগ্রাম হইতেছে জ্ঞাত হইবে।।৪।।

এই সমস্ত প্রকার দেব ও অসুর প্রাজাপত্য অর্থাৎ ঈশ্বরের পুত্রের সমান কথিত হইয়া থাকে এবং সংসারের যাবতীয় পদার্থ ইহাদিগের অধিকার ভুক্ত থাকে ও (আছে), ইহাদিগের মধ্যে যে যে অসুর অর্থাৎ প্রাণাদি আছে, তাহাদিগকে জ্যেষ্ঠ বলা যায়, কারণ উহারা প্রথম জাত। বাল্যাবস্থায় সকলেই অবিদ্বান্ বা মূর্খ হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকেন, তৎপরে সূর্য্য অর্থাৎ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও বিদ্যাযুক্ত হইতে কনিষ্ঠ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হন (ইতিপূর্বে জ্যেষ্ঠকে সুর সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছিল)। এইরূপ যে সকল বিদ্বান্, শিষ্ট, শান্ত না হইয়া, কেবল আপন প্রাণের পুষ্টিকারক স্বার্থীস্বরূপ হন, তথা ছল কপটাদি যুক্ত হইয়া থাকেন তাহাদিগকে অসুর সংজ্ঞা দেওয়া যায়।।৫-৬।।

এইরূপে যাঁহারা পরোপকার ও পর দুঃখ ভঞ্জনে রত ও ধর্মাত্মা হন, তাঁহাদিগকেই দেব বা দেবতা বলা যায়।।৭-৯।।

এইরূপ সত্যবিদ্যা প্রকাশক কথাকে প্রীতিপূর্বক গ্রহণ করিয়া, সর্বত্র প্রচার করা ও মিথ্যা বাক্যগুলিকে মন কর্ম্ম ও বচন দ্বারা ত্যাগ করা সকলের কর্ত্তব্য।

(৫–কশ্যপকথা)

এবমেব কশ্যপগাদিতীর্থকথা অপি ব্রহ্মবৈবর্ত্তাদিষু গ্রন্থেষু বেদাদিসত্যশাস্ত্রেভ্যো বিরুদ্ধা উক্তাঃ সন্তি। তদ্যথা—

'মরীচিপুত্রঃ কশ্যপ ঋষিরাসীৎ তস্মৈ ত্রয়োদশকন্যা দক্ষপ্রজাপতিনা বিবাহবিধানেন দত্তাঃ। তৎসঙ্গমে দিতের্দৈত্যাঃ, অদিতেরাদিত্যাঃ, দনোর্দানবাঃ, এবমেব কদ্রুবাঃ, সর্পাঃ, বিনতায়াঃ পক্ষিণঃ, তথান্যাসাং সকাশাদ্বানরর্চ্ছবৃক্ষঘাসাদয়

উৎপন্নাঃ। ইত্যাদয়া অন্ধকারময়ঃ প্রমাণযুক্তিবিদ্যাবিরুদ্ধা অসম্ভবগ্রস্তাঃ কথা উক্তাস্তা অপি মিথ্যা এব সন্তীতি বিজ্ঞেয়ম্। তদ্যথা —'

স য়ৎকূর্মো নাম। প্রজাপতিঃ প্রজা অসৃজত, য়দসৃজতাকরোৎ তদ্যদকরোৎ তস্মাৎ কূর্ম্মঃ, কশ্যপো বৈ কূর্ম্মস্তস্মাদাহুঃ সর্বাঃ প্রজাঃ কাশ্যপ্য ইতি।।

শ০কাং০৭ অ০৫ ব্রা০১ কং০৫।।

ভাষ্যম্—(স যৎকুর্ম্মঃ০) পরমেশ্বরেণেদং সকলং জগৎ ক্রিয়তে, তস্মাৎ তস্য 'কুর্ম্ম' ইতি সংজ্ঞা। কশ্যপো বৈ কূর্ম্ম ইত্যনেন পরমেশ্বরস্যৈব 'কশ্যপ' ইতি নামাস্তি।। তেনৈবেমাঃ সর্বাঃ প্রজা উৎপাদিতাস্তস্মাৎ সর্বা ইমাঃ প্রজাঃ কাশ্যপ্য ইত্যুচ্যন্তে। 'কশ্যপঃ কস্মাৎ পশ্যকো ভবতীতি' নিরুক্ত্যা পশ্যতীতি পশ্যঃ, সর্বজ্ঞতয়া সকলং জগদ্ বিজানাতি স পশ্যঃ এব নির্ভমতয়াऽতিসূক্ষ্মমপি বস্তু য়থার্থং জানাত্যেবাতঃ পশ্যক ইতি। আদ্যন্তাক্ষরবিপর্য্যায়াদ্বিংসেঃ সিংহঃ কৃতেস্তর্কুরিত্যাদিবৎকশ্যপ ইতি 'হয়বরট্' ইত্যেতস্যোপরি মহাভাষ্য প্রমাণেন পদং সিধ্যতি। অতঃ সুষ্ঠু বিজ্ঞায়তে কাশ্যপ্যঃ প্রজা ইতি।

।। ভাষার্থ।।

এক্ষণে পঞ্চম কশ্যপ ও গয়া এবং পুষ্কর তীর্থাদির প্রকৃতার্থে অনর্থ করিয়া লোকেরা এরূপ বর্ণন বা প্রচার করিয়া থাকেন যে,—

মরীচির পুত্রস্বরূপ একজন কশ্যপ ঋষি হইয়াছিলেন। এই কশ্যপকে দক্ষ প্রজাপতি তাহার ১৩টি কন্যাকে বিবাহ বিধানে অর্পণ করেন, যদ্দ্বারা সমগ্র সৃষ্টির উৎপত্তি হইল, অর্থাৎ দিতি হইতে দৈত্য ও অদিতি হইতে আদিত্য, দনু হইতে দানব, কদ্রু হইতে সর্প ও বিনতা হইতে পক্ষী, তথা অপরাপর হইতে বানর, ঋচ্ছ, তৃণ আদি উৎপন্ন হইয়াছিল। এইরূপে উক্ত কশ্যপ চন্দ্রমাকে ২৭টি কন্যা অর্পণ করিয়াছিলেন। ইত্যাদি প্রমাণ যুক্তি বিরুদ্ধ অনেক অসম্ভব কথা লিখিয়া গিয়াছেন, যাহা সত্য বলিয়া কদাপি গ্রহণ করা কর্ত্তব্য নহে। দেখুন উপরোক্ত কথাগুলি সত্যশাস্ত্রে কীরূপ উত্তমরূপে বর্ণিত আছে যথাঃ–

(স য়ৎকূর্মো নাম ইত্যাদি) অর্থাৎ প্রজাগণকে উৎপন্ন করিয়া থাকেন বলিয়া পরমেশ্বরকে 'কূর্ম' বলা যায়, এইরূপে পরমাত্মা নিজ জ্ঞাননেত্র দ্বারাই (অর্থাৎ (পরমাত্মার পার্থিব চক্ষেন্দ্রিয় নাই অথচ তিনি ইন্দ্রয় বিহীন হইয়া সর্ববিষয় দেখিতে বা জানিতে সক্ষম হন বলিয়া তাহার শক্তিরূপী জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারাই) সমস্ত দর্শন করেন বলিয়া তাহাকে কশ্যপ বলা যায়। এক্ষণে এই কশ্যপ শব্দ পাণিনী কৃত অষ্টাধ্যায়ী ব্যাকরণের সূত্রের মতে আদ্যান্তক্ষরের বিপর্য্যয় ঘটিয়া থাকে অর্থাৎ শেষাক্ষর প্রথমে প্রথমাক্ষর শেষে চলিয়া যায় এজন্য পশ্যকঃ এই শব্দের আদ্যন্তের বিপর্য্যয় ঘটিয়া পশ্যকঃ স্থানে কশ্যপ হইয়া গেল, এজন্য পরমাত্মাকে কশ্যপ বলা যায় (অতএব কশ্যপ

নামে অন্য কোন দেহধারী ছিলেন না, যদ্দ্বারা এই সৃষ্টির উৎপন্ন হইয়াছে, পরন্তু কশ্যপ সেই অকায় সর্বশক্তিমান সর্বসৃজনকারী পরমাত্মাকেই বুঝাইয়া থাকে—অনুবাদক)।

এইরূপ উত্তম কথাগুলিকে বুঝিয়া, এই সমস্ত বিষয়ের মিথ্যা ও অনর্থযুক্ত পৌরাণিক বা অপরাপর গ্রন্থের মিথ্যা কাল্পনিক কথাগুলিকে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। যদ্দ্বারা সকলেরই কল্যাণ সাধিত হয়। এক্ষণে গয়া আদি তীর্থ কীরূপ, তাহাই বর্ণন করা যাইবে।

(৬–গয়াদিতীর্থকথা)

প্রাণো বৈ বলং, তৎপ্রাণে প্রতিষ্ঠিতং, তস্মাদাহুর্বলঙ্ঙসত্যাদোজীয়ঃ। ইত্যেবম্বেষা গায়ত্র্যধ্যাত্মং প্রতিষ্ঠিতা।। সা হৈষা গযাংস্তত্রে। প্রাণা বৈ গয়াস্তৎপ্রাণাংস্তত্রে, তদ্যদগয়াংস্তত্রে তস্মাদ্ গাযত্রীনাম্।

শ০কাং০১৪ অ০৮ ব্রা০১৫ কং০৬,৭।

গয় ইত্যপত্যনামসু পঠিতম্। নিঘং০ অ০ ৩ খং০ ২।।

তীর্থমেব প্রায়ণীয়োঽতিরাত্র তীর্থেন হি প্রস্নান্তি। তীর্থমেবাদয়নীয়োচঽতিরাত্র স্তীর্থেনহ্যুৎস্নান্তি। প০কাং০২২। অ০২। ব্রা০। কং০১৫।।

অহিংস্ঙসন্ সর্বভূতান্যন্যত্র তীথেভ্য।। ইতিছান্দোগ্যপনি০(প্র০৮।খং০১৫)।।

সমানতীর্থে বাসী। ইত্যষ্টাধ্যায়াম্। অ০৪পা০৪ সূ০১০৭।

সতীর্থো ব্রহ্মচারীত্যুদাহরণম্।।

ত্রয়ঃ স্নাতকা ভবন্তি। বিদ্যাস্নাতকো ব্রতস্নাতকো বিদ্যাব্রতস্নাতকশ্চেতি। য়ো বিদ্যাং সমাপ্য ব্রতমসমাপ্য সমাবর্ত্ততে স ব্রতস্নাতকঃ। ইত্যাদি পারস্করগৃহ্যসূত্রে।

(কা০২,কং ৫/সূ০ ৩২,৩৪)

নমস্তীর্থ্যায় চ।। য়ে তীর্থানি প্রচরন্তি সৃকাহস্তা নিষঙ্গিণঃ।।

ইতি শুক্লযজুর্বেদসংহিতায়াম্। অ০১৬।

ভাষ্যম্—এবমেব গয়ায়াং শ্রাদ্ধং কর্ত্তব্যমিত্যত্রোচ্যতে। তদ্যথা–প্রাণ এব বলমিতি বিজ্ঞায়তে, বলমোজীয়ঃ। তত্রৈব সত্যং প্রাণেঽধ্যাত্মং প্রতিষ্ঠিতম্। তত্র চ পরমেশ্বরঃ প্রতিষ্ঠিতস্তদ্বাচকত্বাৎ। গায়ত্র্যপি ব্রহ্মবিদ্যায়ামধ্যাত্মং প্রতিষ্ঠিতা, তাং গায়ত্রীং গয়াম আহ। প্রাণানাং গয়েতি সংজ্ঞা প্রাণা বৈ গয়াঃ ইত্যুক্তত্বাৎ। তত্র গয়ায়াং শ্রাদ্ধং কর্ত্তব্যম্, অর্থাৎ গয়াখ্যেষু প্রাণেষু শ্রদ্ধয়া সমাধিবিধানেন পরমেশ্বরপ্রাপ্তাবত্যন্তশ্রদ্ধধানা জীবা অনুতিষ্ঠেয়ুরিত্যেকং গয়াশ্রাদ্ধবিধানম্। গয়ান্ প্রাণান্ ত্রায়তে সা গায়ত্রী ইত্যভিধয়তে।

এব গৃহস্যাপত্যস্য প্রজায়াশ্চ গয়েতি নামাস্তি, অত্রাপি সর্বৈর্মনুষ্যৈঃ শ্রদ্ধাতব্যম্। গৃহকৃত্যেষু শ্রদ্ধাবশ্যং বিধেয়া। মাতুঃ পিতুরাচার্য্যস্যাতিথেশ্চান্যেষাং মান্যানাং চ শ্রদ্ধয়া সেবাকরণং গয়াশ্রাদ্ধমিত্যুচ্যতে। তথৈব স্বস্যাপত্যেষু প্রজায়াং চোত্তমশিক্ষাকরণে

হ্যপ্রকারে চ শ্রদ্ধাবশ্যং সর্বৈঃ কার্য়্যেতি। অত্র শ্রদ্ধাকরণেন বিদ্যাপ্রাপ্ত্যা মোক্ষাখ্যং বিষ্ণুপদং লভ্যত ইতি নিশ্চীয়তে।

অত্রৈব ভ্রান্ত্যা বিষ্ণুগয়েতি চ পদদ্বয়োরর্থবিজ্ঞানাভাবান্ মাগধদেশৈকদেশে পাষাণস্যোপরি শিল্পিদ্বারা মনুষ্যপাদচিহ্নং কারয়িত্বা তস্যৈব কৈশ্চিৎ স্বার্থসাধনতৎপরৈরুদরম্ভরৈর্বিষ্ণুপদমিতি নাম রক্ষিতং তস্য স্থলস্য গয়েতি চ, তদ্ ব্যর্থমেব। কুতঃ ? বিষ্ণুপদং মোক্ষস্য নামাস্তি প্রাণগৃহপ্রজানাং চ। অতোঽত্রেয়ং তেষাং ভ্রান্তির্জাতেতি বোধ্যম্। অত্র প্রমাণম্–

ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে ত্রেধা নিদধে পদম্। সমূঢ়মস্য পাꣳসুরে স্বাহা।।১।।

যজু০অ০৫মং০১৫।

য়দিদং কিঞ্চ তদ্বিক্রমতে বিষ্ণুস্ত্রিধা নিধত্তে পদম্। ত্রেধা ভাবায়, পৃথিব্যামন্তরিক্ষে দিবীতি শাকপূণিঃ। সমারোহণে বিষ্ণুপদে গয়শিরসীত্যৌবর্ণাভঃ। সমূঢ়মস্য পাংসুরেপ্যায়নেঽন্তরিক্ষে পদং ন দৃশ্যতেঽপি বোপমার্থে স্যাৎ সমূঢ়মষ্য পাংসুল ইব পদং ন দৃশ্যত ইতি। পাংসবঃ পাদৈঃ সূয়ন্ত ইতি বা, পন্নাঃ শেরত ইতি বা, পংসনীয়া ভবন্তিতী বা। নিরু০অ০২২ খং০ ১৮।।

অস্যার্থং য়থাবদবিদিত্বা ভ্রমেণেয়ং কথা প্রচারিতা। তদ্যথা—বিষ্ণুর্ব্যাপকঃ পরমেশ্বরঃ সর্বজগৎকর্ত্তা তস্য পৃষেতি নাম। অত্রাহ নিরুক্তকারঃ—

পৃষেত্যথ য়দ্বিষিতো ভবতি তদ্বিষ্ণুর্ভবতি। বিষ্ণুবিশতের্বা ব্যশ্নোতের্বা। তস্যৈষা ভবতি—ইদং বিষ্ণুরিত্যৃক্।' নিরু০অ০১২ খং০১৮-১৯।

বেবেষ্টি বিশিতঃ প্রবিষ্টোঽস্তি, চরাচরং জগৎ ব্যশ্নুতে ব্যাপ্নোতি বা স বিষ্ণুর্নিরাকারত্বাৎ সর্বগত ঈশ্বরোঽস্তি। এতদর্থবাচিকেয়মৃক্।

ইদং সকলং জগৎ ত্রেধা ত্রিপ্রকারকং বিচক্রমে বিক্রান্তবান্। 'ক্রমু পাদবিক্ষেপে' পাদৈঃ প্রকৃতিপরমাণ্বাদিভিঃ স্বসামর্থ্যাংশৈর্জগদিদং পদং প্রাপ্তব্যং সর্বং বস্তুজাতং ত্রিষু স্থানেষু নিধত্তে নিদধে স্থাপিতবান্। অর্থাৎ য়াবদ্ গুরুত্বাদিয়ুক্তং প্রকাশরহিতং তৎসর্বং জগৎ পৃথিব্যাম্। য়ল্লঘুত্বাদিয়ুক্তং বায়ুপরমাণ্বাদিকং তৎসর্বমন্তরিক্ষে। য়চ্চ প্রকাশময়ং সূর্য্যজ্ঞানেন্দ্রিয় জীবাদিকং চ তৎসর্বং দিবি দ্যোতনাত্মকে প্রকাশময়েঽগ্নৌ বেতি বিজ্ঞেয়ম্। এবং ত্রিবিধং জগদীশ্বরেণ রচিতম্। এষাং মধ্যে য়ৎসমূঢ়ং মোহেন সহ বর্ত্তমানং জ্ঞানবর্জিতং জড়ং তৎ পাংসুরেঽন্তরিক্ষে পরমাণুময়ং রচিতবান্। সর্বে লোকাঃ অন্তরিক্ষস্থাঃ সন্তীতি বোধ্যম্। তদিদমস্য পরমেশ্বরস্য ধন্যবাদার্হং স্তোতব্যং কর্ম্মাস্তীতি বোধ্যম্।

অয়মেবার্থঃ (য়দিদং কিঞ্চ০) ইত্যনেন য়াস্কাচার্য্যেণ বর্ণিতঃ। য়দিদং কিঞ্চিজ্জগদ্ বর্ত্ততে তৎ সর্বং বিষ্ণুর্ব্যাপক ঈশ্বরো বিক্রমতে রচিতবান্। (ত্রিধা নিধত্তে পদং) ত্রেধা ভাবায়, ত্রিপ্রকারকস্য জগতো ভবনায়, তদুক্তং পূর্বমেব। তস্মিন্ বিষ্ণুপদে মোক্ষাখ্যে সমারোহণে সমারোঢুমর্হে গয়শিরসীতি প্রাণানাং প্রজানাং চ য়দুত্তমাঙ্গং প্রকৃত্যাত্মকং

শিরো য়থা ভবতি, তথবেশ্বরস্যাপি সামর্থ্যং গয়শিরঃ প্রজাপ্রাণয়োরূপরিভাগে বর্ত্ততে। যদীশ্বরস্যানন্তং সামর্থ্যং বর্ত্ততে, তস্মিন্ গয়শিরসি বিষ্ণুপদে হীশ্বরসামর্থ্যেঽস্তীতি। কুতঃ ? ব্যাপ্যস্য সর্বস্য জগতো ব্যাপকে পরমেশ্বরে বর্ত্তমানত্বাৎ। পাংসুরে প্যায়নেঽন্তরিক্ষে পদং পদনীয়ং পরমান্বাখ্যং য়জ্জগৎ তচ্চক্ষুষা ন দৃশ্যতে। য়ে চ পাংসবঃ পরমাণুসঙ্ঘাতাঃ পাদৈস্তদ্দ্রব্যাংশৈঃ সৃয়ন্ত উৎপদ্যন্তে। অত এবমুৎপন্নাঃ সর্বে পদার্থাঃ দৃশ্যা ভূত্বেশ্বরে শেরত ইতি বিজ্ঞায়তে। ইমমর্থম বিজ্ঞায় মিথ্যাকথাব্যবহারঃ পণ্ডিতাভাসৈঃ প্রচারিত ইথি বোদ্ধব্যম্।

তথৈব বেদাদ্যুক্তরীত্যাঽঽয়ৈশ্চানুষ্ঠিতানি তীর্থান্যন্যান্যেব সন্তি। য়ানি সর্বদুঃখেভ্যঃ পৃথক্কৃত্বা জীবেভ্যঃ সর্বসুখানি প্রাপয়ন্তি তানি তীর্থানি মতানি। য়ানি চ ভ্রান্তৈ রচিতপুস্তকেষু জলস্থলময়ানি জীর্থসংজ্ঞান্যুক্তানি, তানি বেদার্থাভিপ্রেতানি নৈব সন্তীতি মন্তব্যম্। তদ্যথা—

(তীর্থমেব প্রায়০) য়ৎ প্রায়ণীয় য়জ্ঞস্যাঙ্গমতিরাত্রাখ্যং ব্রতং সমাপ্য স্নানং ক্রিয়তে, তদেব তীর্থমিতি বেদ্যম্। য়েন তীর্থেন মনুষ্যাঃ পস্নায় শুদ্ধা ভবন্তি। তথৈব য়দুদয়নীয়াখ্যং য়জ্ঞসম্বন্ধি সর্বোপকারকং কর্ম্ম সমাপ্য স্নান্তি, তদেব দুঃখসমুদ্রাৎ তারকত্বাৎ তীর্থমিতি মন্তব্যম্।

এবমেব (অহিংস্যন্০) মনুষ্যঃ সর্বাণি ভূতান্যহিংসন, সর্বর্ভূতৈর্বৈরমকুর্বাণঃ সন্ বর্ত্তেত। পরন্তু তীর্থেভ্যো বেদাদিসত্যশাস্ত্রবিহিতেভ্যোঽন্যত্রাহিংসা ধর্ম্মো মন্তব্যঃ। তদ্যথা—য়ত্র য়ত্রাপরাধিনামুপরি হিংসনং বিহিতং তত্তু কর্ত্তব্যমেব। য়ে পাখণ্ডিনো বেদসত্যধর্ম্মানুষ্ঠানশএবশ্চোরাদয়শ্চ তে তু য়থাপরাধং হিংসনীয়া এব। অত্র বেদাদিসত্যশাস্ত্রাণাং তীর্থসংজ্ঞাস্তি। তেষামধ্যনাধ্যাপনেন তদুক্তধর্ম্মকর্ম্মবিজ্ঞানানুষ্টানেন চ দুঃখসমুদ্রাৎ তরন্ত্যেব, তেষু সম্যক্ স্নাত্বা মনুষ্যাঃ শুদ্ধা ভবন্ত্যতঃ।

তথৈব (সমানতীর্থে বাসী) ইত্যনেন সমানো দ্বয়োর্বিদ্যার্থিনোরেক আচার্য্যঃ, সমানমেকশাস্ত্রাধ্যয়নং চ। অত্রাচার্য্যশাস্ত্রয়োস্তীর্থসংজ্ঞাস্তি। মাতাপিত্রতিথীনাং সম্যক্ সেবনেন সুশিক্ষয়া বিদ্যাপ্রাপ্ত্যা দুঃখসমুদ্রান্মনুষ্যাস্তরন্ত্যেবাতস্তানি তীর্থানি, দুঃখাৎ তারকত্বাদেব মন্তব্যানি। এতেষ্বপি স্নাত্বা মনুষ্যৈঃ শুদ্ধিঃ সম্পাদনীয়েতি।

(ব্রয়ঃ স্না০) ত্রয় এব তীর্থেষু কৃতস্নানাঃ শুদ্ধা ভবন্তি। তদ্যথা–য়ঃ সুনিয়মেন পূর্ণাং বিদ্যাং পঠতি, স ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমমসমাপ্যাপি বিদ্যাতীর্থে স্নাতি, স শুদ্ধো ভবতি। য়স্তু খলু দ্বিতীয়ঃ য়ৎ পুর্বোক্তং ব্রহ্মচর্য্যং সুনিয়মাচরণেন সমাপ্য, বিদ্যামসমাপ্য সমাবর্ত্ততে স ব্রতস্নাতকো ভবতি। য়শ্চ সুনিয়মেন ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমং সমাপ্য বেদশাস্ত্রাদিবিদ্যাং চ সমাবর্ততে, সোঽপ্যস্মিন্নুত্তমতীর্থে সম্যক্ স্নাত্বা য়থাবচ্ছুদ্ধাত্মা, শুদ্ধান্তঃকরণঃ, সত্যধর্ম্মাচারী, পরমবিদ্বান্, সর্বোপকারকো ভবতীতি বিজ্ঞাতব্যম্।

(নমস্তীর্থায় চ) তেষু প্রাণবেদবিজ্ঞানতীর্থেষু পূর্বোক্তেষু ভবঃ স তীর্থং, স্তস্মৈ তীর্থ্যায় পরমেশ্বরায় নমোঽস্তু। য়ে বিদ্বাংসস্তীর্থানি বেদাধ্যয়নসত্যভাষণাদীনি পূর্বোক্তানি প্রচরন্তি ব্যবহরন্তি, য়ে চ পূর্বোক্তব্রহ্মচর্য্যসেবিনো রুদ্রা মহাবলাঃ, (সৃকাহস্তাঃ)

বিদ্যাবিজ্ঞানে হস্তৌ য়েষাং তে (নিষঙ্গিণঃ) নিষঙ্গঃ সংশয়চ্ছেদক উপদেশাখ্যঃ খড়্‌গো য়েষাং তে সত্যোপদেষ্টারঃ। 'তং ত্বৌপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামীতি' ব্রাহ্মণবাক্যাৎ, উপনিষৎসু ভবং প্রতিপাদ্যং বিজ্ঞাপনীয়ং পরমেশ্বরমাহুঃ। অত এবোক্তস্তীর্থ্য ইতি। সর্বেষাং তারকাণাং তীর্থানামাত্মকত্বাৎ, পরমতীর্থাখ্যো ধর্ম্মাত্মনাং স্বভক্তানাং সদ্যস্তারকত্বাৎ পরমেশ্বর এবাস্তি। এতৈনৈতানি তীর্থানি ব্যাখ্যাতানি।

প্রশ্নঃ–য়ৈস্তরন্তি নরাস্তানি জলস্থলাদীনি তীর্থানি কুতো ন ভবন্তি ?

অত্রোচ্যতে—নৈব জলং স্থলং চ তারকং কদাচিদ্ ভবিতুমর্হতি, তত্র সামর্থ্যাভাবাৎ, করণকারকব্যুৎপত্ত্যভাবাচ্চ। জলস্থলাদীনি নৌকাদিভির্য়ানৈঃ, পদ্‌ভ্যাং বাহুভ্যাং চ জনাস্তরন্তি। তানি চ কর্ম্মকারকান্বিতানি ভবন্তি, করণকাররকান্বিতানি তু নৌকাদীনি। যদি পদভ্যাং গমনং বাহুবলং ন কুর্য্যান্ন চ নৌকাদিষু তিষ্ঠেৎ তর্হ্যবশ্যং তত্র মনুষ্যো মজ্জেন্মহদ্ দুঃখং চ প্রাপ্নুয়াৎ। তস্মাদ্ বেদানুয়ায়িনামার্য্যাণাং মতে কাশীপ্রয়োগপুষ্কগঙ্গায়মূনাদিনদীনাং সাগরাণাং চ নৈব তীর্থসংজ্ঞা সিধ্যতি। কিন্তু বেদবিজ্ঞানেরহিতৈরুদরম্ভরৈঃ সম্প্রদায়স্থৈর্জীবিকাধীনৈর্বেদমার্গবিরোধিভি-রল্পজ্ঞৈর্জীবিকার্থং স্বকীয়রচিত গ্রন্থেষু তীর্থসংজ্ঞয়া প্রসিদ্ধীকৃতানি সন্তীতি।

ননু—'ইমং মে গঙ্গে য়মুনে সরস্বতীতি' (ঋ০১০।৭।৫) গঙ্গাদিনদীনাং বেদেষু প্রতিপাদনং প্রতিপাদনং কৃতমস্তি, ত্বয়া কথং ন মন্যতে ?

অত্রোচ্যতে—মন্যতে তু ময়া তাসাং নদীসংজ্ঞেতি। তা গঙ্গাদয়ো নদ্যঃ সন্তি। তাভ্যো য়থায়োগ্যং জলশুদ্ধ্যাদিগুণৈর্য়াবানুপকারো ভবতি, তাবৎ তাসাং মান্যং করোমি, ন চ পাপনাশকত্বং দুঃখাৎ তারকত্বং চ। কুতঃ ? জলস্থলাদীনাং তৎসামর্থ্যাভাবাৎ। ইদং সামর্থ্যং তু পূর্বোক্তেষ্বেব তীর্থেষু গম্যতে, নান্যত্রেতি।

অন্যচ্চ, ইড়াপিঙ্গলাসুষুম্নাকূর্ম্মনাড্যাদীনাং গঙ্গাদিসংজ্ঞাস্তীতি। তাসাং য়োগসমাধৌ পরমেশ্বরস্য গ্রহণাৎ। তস্য ধ্যানং দুঃখনাশকং মুক্তিপ্রদং চ ভবত্যেব। তাসামিডাদীনাং ধারণাসিধ্যর্থং চিত্তষ্য স্থিরীকরণার্থং স্বীকরণমস্তীতি তত্র গ্রহণাৎ, এতন্মত্রপ্রকরণে পরমেশ্বরস্যানুবর্ত্তনাৎ।

এবমেব—'সিতাসিতে য়ত্র সঙ্গথে তত্রাপ্লুতাসো দিবমুৎপতন্তিঃ' এতেন পরিশিষ্টবচনেন কেচিদ্ গঙ্গায়মুনয়োগ্রহণং কুর্বন্তি। 'সঙ্গথে' ইতি পদেন গঙ্গায়মুনয়োঃ সংয়োগস্য প্রয়াগতীর্থমিতি সংজ্ঞাং কুর্বন্তি। তন্ন সঙ্গচ্ছতে—কুতঃ ? নৈব তত্রাপ্লুত্য স্নানং কৃত্বা দিবং দ্যোতনাত্মকং পরমেশ্বরং সূর্য়্যলোকং বোৎপতন্তি গচ্ছন্তি, কিন্তু পুনঃ স্বকীয়ং গৃহমাগচ্ছন্ত্যতঃ। অত্রাপি 'সিত'শব্দেনেভায়াঃ, 'অসিত শব্দেন পিঙ্গলায়াশ্চ গ্রহণম্। য়ত্র তু খল্বেতয়োর্নাড্যোঃ সুয়ুনায়াং সমাগমো মেলনং ভবতি, তত্র কৃতস্নানাঃ পরমযোগিনো দিবং পরমেশ্বরং প্রকাশময়ং মোক্ষাখ্যং সত্যবিজ্ঞান চোৎপতন্তি সম্যগচ্ছন্তি প্রাপ্নুবন্তি। অতোঽনয়োরেবাত্র গ্রহণং, ন চ তয়োঃ। অত্র প্রমাণম্। 'সিতাসিতমিতি বর্ণনাম তৎপ্রতিষেধোঽসিতম্।' নিরু০ অ০ ৯ খং০ ২৬।

সিতং শুক্লবর্ণমসিতং তস্য নিষেধঃ। তয়োঃ প্রকাশান্ধকারয়োঃ সূর্য্যাদিপৃথিব্যাদিপদার্থয়োর্য়ত্রেশ্বরসামর্থ্যে সমাগমোऽস্তি, তত্র কৃতস্নানাস্তদ্বিজ্ঞানবন্তো দিবং পূর্বোক্তং গচ্ছন্ত্যেব।

।। ভাষার্থ।।

এক্ষণে ষষ্ঠ কথারূপ গয়াতে আধুনিক (স্বার্থী) লোকেরা তীর্থ প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন। বলিতে কী, গয়া, বিষ্ণুপদ ও গয়শিরাদি শব্দের প্রকৃতার্থ কী, তাহা জ্ঞাত হইতে না পারিয়া, অথবা স্বার্থ সিদ্ধির জন্য স্বেচ্ছাপূর্বক উহা গোপন করিয়া, সাধারণের চোখে ধুলি প্রদান করিবার আশয়ে, কতকগুলি নবীন ধূর্ত্ত মহাশয়েরা মগধদেশে ফল্গু নদীর তীরে, একটি পাষাণোপরি মনুষ্যের পদচিহ্ন খোদিত করিয়া, তাহার নাম বিষ্ণুপদ প্রদানপূর্বক, সর্বসাধারণকে তথায় পিতৃগণের শ্রাদ্ধ করাইয়া থাকেন। তাঁহারা আরও এরূপ প্রচার করেন যে, লোকে ঐ কল্পিত বিষ্ণুপদে পূর্বপুরুষগণের নামে শ্রাদ্ধ করিলে, তাঁহাদিগের পিতরগণ অনায়াসে মুক্তি লাভ করিতে সমর্থ হন। (অর্থাৎ যে কেহ যতই দুরাচারী বা মহাপাতকী হউন না কেন, তাহার সন্ততিগণ মধ্যে যদি একজন অথবা অপর কোন লোকও যদি তাহার নামে একবার গয়ায় ঐ বিষ্ণুপদে পিণ্ড প্রদান করেন এবং তথাকার ধর্ম্ম বজী মহান অর্থলোভী ও অন্যান্য নিকৃষ্ট গুণযুক্ত গয়াবাসীদিগের পাদপদ্মের পূজা করেন ও ঐ সকল মহাত্মাদিগের নিকট হইতে উক্ত তীর্থযাত্রার সুফলস্বরূপ (Certificate) প্রাপ্ত হন, তবে তাহার অনায়াসে মুক্তিধামে যাইবার আদেশপত্র প্রাপ্ত হইবেন, সন্দেহ নাই—অনুবাদক।) অস্মদ্দেশীয় বিচারহীন ধনশালী ভ্রান্ত মনুষ্যদিগকে উক্ত গয়াবাসী মহাশয়েরা তাহাদিগের উত্তমরূপে মস্তক মুণ্ডন করিয়া লয়েন, ও অনেক প্রকার প্রমাদ উপস্থিত করিয়া, তাহার যথাসর্বস্ব নষ্ট ও আত্মসাৎ করিয়া থাকেন। এই সমস্ত পরস্বধনাপহরণকারী উদরপালক শঠ মহাত্মাদিগের লীলা অপার এবং তাহা কেবল মিথ্যার ভাণ্ডার মাত্র। নিম্নলিখিত সত্যশাস্ত্রের প্রমাণ দ্বারা প্রকটিত ও প্রমাণিত হয়, যথা ঃ–

(প্রাণো বৈ বলং) ইত্যাদি বচনের অভিপ্রায় এই যে, অত্যন্ত শ্রদ্ধার সহিত গয়া সংজ্ঞক প্রাণাদি দ্বারা পরমেশ্বরের উপাসনা করিলে, জীব মুক্তি লাভ করিতে সমর্থ হন। এই গয়ারূপী প্রাণমধ্যে, সত্য ও বল প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। পরমেশ্বর এই প্রাণেরও প্রাণস্বরূপ হন, এবং গায়ত্রী মন্ত্রকে ঐ প্রাণের প্রতিপাদনকারী বলা হয়। (পুনশ্চ) এই গায়ত্রীকে 'গয়াও' সংজ্ঞা দেওয়া যায়, যেহেতু উক্ত গায়ত্রী মন্ত্রের অর্থ জ্ঞাত হইয়া, তদ্বারা শ্রদ্ধার সহিত পরমেশ্বরের ভক্তি ও উপাসনা করিলে, জীব সকল প্রকার তাপ বা দুঃখ হইতে ত্রাণ পাইয়া মুক্ত হন। প্রাণ শব্দেও গয়া বুঝায়। (যোগশাস্ত্রানুসারে) প্রাণায়াম দ্বারা ঐ প্রাণকে রুদ্ধ করিয়া, ঈশ্বরপ্রণিধানরূপ পরমেশ্বরের একান্ত ভক্তি করিলে, পিতর অর্থাৎ জ্ঞানীলোকসকল সর্বপ্রকার তাপ হইতে পরিত্রাণ পাইযা, দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিরূপ মুক্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যেহেতু পরমাত্মা প্রাণেরও রক্ষাকর্ত্তা,

এজন্য ঈশ্বরের নাম গায়ত্রী (অর্থাৎ ঈশ্বরকে গায়ত্রী বলা যায়—অনুবাদক) এবং গায়ত্রী শব্দেও গয়া বুঝাইয়া থাকে।

বৈদিক কোষরূপ নিঘন্টু গ্রন্থে 'গয়া' শব্দে গৃহ, সন্তান ও প্রজা এই তিন প্রকার অর্থ বুঝায়, এই তিনটি পদার্থকেও গয়া বলা যায়। এজন্য মনুষ্যের উপরোক্ত তিন প্রকার পদার্থের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা করা আবশ্যক। এইরূপে মাতা, পিতা, আচার্য্য ও অতিথি আদি গুরুজনের সেবা তথা সকলের যাহাতে উপকার সাধিত হয়, তদ্বিষয় অত্যন্ত শ্রদ্ধার সহিত কার্য্য করাকেও গয়া শ্রাদ্ধ বলা যায়।

নিজ সন্তানকে অত্যন্ত যত্নসহকারে সুশিক্ষা, বিদ্যাদান, ও পালন করাকেও গয়াশ্রাদ্ধ বলে।

ধর্ম্মযুক্ত পুরুষকার দ্বারা প্রজাগণের পালন, সুখবৃদ্ধি ও বিদ্যা প্রাপ্তি করান, তৎসঙ্গে শ্রেষ্ঠগণের রক্ষা ও দুষ্টগণের দণ্ড প্রদান করা, তথা সত্যোন্নতি করা, (অর্থাৎ সত্যের উন্নতিতে সদা যত্নশীল থাকা) আদি সমস্ত ধর্ম্মযুক্ত কার্য্যগুলিকে, একত্রে ও পৃথক পৃথকরূপে গয়াশ্রাদ্ধ বলা যায়।

বড়ই দুঃখের বিষয় যে, এরূপ শ্রেষ্ঠ কর্ম্মরূপ গয়াশ্রাদ্ধকে পরিত্যাগ করিয়া, বিদ্যাবিহীন স্বধর্ম্মভ্রষ্ট শঠ ও ধর্ম্ম বজী লোকেরা যে সকল মিথ্যা বিষয় অর্থাৎ প্রপঞ্চ বিস্তার করিয়া রাখিয়াছেন তাহাতে কাহারও বিশ্বাস করা কর্ত্তব্য নহে।

(বিশেষতঃ) তথায় পাষাণোপরি মনুষ্যের পদচিহ্ন স্বরূপ যাহা খোদিত করিয়া রাখিয়াছেন ও যাহার নাম উহারা বিষ্ণুপদ দিয়াছেন, তাহা যে মূল হইতেই সর্বৈব মিথ্যা, তাহা সকলেরই জ্ঞাত হওয়া কর্ত্তব্য। যেহেতু সর্বব্যাপক পরমেশ্বর, যিনি সমগ্র জগতের সৃজন ও পালন কর্ত্তা, তাঁহাকেই বিষ্ণু বলা হয়।

এবিষয়ে নিরুক্তকার বলিয়াছেন যথা ঃ– (পুষেত্যথ ইত্যাদি) অর্থাৎ বিষ্‌লৃ ধাতুর ব্যাপকার্থ বাচক অর্থাৎ সমস্ত চরাচর জগতে প্রবিষ্ট বা স্থিত থাকা অথবা জগৎকে আপনার ব্যাপকতায় স্থাপন করা অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এজন্য নিরাকার সর্বব্যাপক পরমেশ্বরকেই বিষ্ণু বলা হয়।

(ক্রমুপাদ বিক্ষেপে) এই ধাতুর অর্থ এইরূপ যে, দ্বিতীয় বস্তুকে পদ দ্বারা চাপা বা স্থাপন করা অর্থাৎ ইহার অভিপ্রায় এইরূপ যে, ভগবান নিজ পাদ অর্থাৎ প্রকৃতি পরমাণু আদি সামর্থরূপ অংশ দ্বারা, সমগ্র জগৎকে তিন স্থানে স্থাপন করিয়া রহিয়াছেন, যথা ভারযুক্ত ও প্রকাশরহিত জগৎকে পৃথিবীতে, লঘু রূপ বায়ু ও পরমাণু আদি সূক্ষ্ম দ্রব্যকে অন্তরীক্ষে, ও প্রকাশমান সূর্য্য ও জ্ঞানেন্দ্রিয়াদিকে প্রকাশ মধ্যে রচনা করিয়া স্থাপন পূর্বক ধারণ করিয়া রহিয়াছেন।

(য়দিদং কিঞ্চ ইত্যাদি) এই 'বিষ্ণুপদ' বিষয় যাস্কমুনিও এরূপ ব্যাখ্যান করিয়াছেন যে, এই সব সর্বব্যাপক পরমেশ্বর সৃষ্টি করিয়া, ত্রিধা = ইহাতে তিন প্রকার রচনা দেখাইয়াছেন। যাহাতে মোক্ষপদ, প্রাপ্ত হওযা যায়, তাহাকে সমারোহণ বলে।

বিষ্ণুপদ গয়শির অর্থাৎ প্রাণেরও উপরে, তাহাকে মনুষ্যগণ প্রাণে স্থির হইয়া, প্রাণ হইতেও প্রিয়তম অন্তর্যামী পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, অন্য কোন প্রকারে পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। যেহেতু প্রাণেরও প্রাণ ও জীবাত্মায় ব্যাপ্ত পরমেশ্বর, জীব হইতে দূরে অথবা জীব তাঁহা হইতে দূরে থাকিতে পারে না। সুক্ষ্ম ভুত সকল চক্ষুগোচর হয় না, পরন্তু যখন প্রকৃতিসকল স্থূলরূপে দৃশ্যমান হইয়া থাকে, এই দুইপ্রকার জগৎ যাঁহার মধ্যে স্থিত রহিয়াছে এবং যিনি উহার মধ্যে পরিপূর্ণরূপ বিরাজমান রহিয়াছেন, এইরূপ পরমাত্মাকেই 'বিষ্ণুপদ' বলা হয়।

পরন্তু এই সত্যার্থকে জানিতে না পারিয়া (অথবা ইচ্ছাপূর্বক স্বার্থ সাধনার্থ গোপন করিয়া) অবিদ্বান (ও পাষণ্ডিগণ) একটি পাষাণোপরি মনুষ্যের পদচিহ্ন খোদিত করিয়া, তাহার নাম বিষ্ণুপদ রাখিয়াছেন। উক্ত কল্পিত বিষ্ণুপদাদিকে সবাই মিথ্যা বলিয়া জ্ঞাত হইবেন।

এইরূপে তীর্থ শব্দের প্রকৃতার্থ জ্ঞাত না হইয়া ও তাহার অন্য প্রকার ভ্রমার্থকে সত্যস্বরূপ জ্ঞান করিয়া, অজ্ঞানী ও স্বার্থীগণ জগতের (ভ্রমান্ধ) লোকগণকে বিলক্ষণ প্রতারণা পূর্বক সর্বস্য লুণ্ঠন করিয়া, নিজ নিজ স্বার্থ সিদ্ধি জন্য (যে সকল) মিথ্যাচার প্রচার করিয়া রাখিয়াছেন তাহা কদাপি সত্য নহে, যেহেতু সত্য তীর্থ কী ? অর্থাৎ প্রকৃততীর্থ কাহাকে বলে—তাহা নিম্নে লিখিত হইয়াছে যথা ঃ–

যদ্দ্বারা জীব দুঃখস্বরূপ সমুদ্র হইতে পরিত্রাণ পাইয়া, (নিত্য) সুখ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, অর্থাৎ যে সমস্ত শাস্ত্র প্রতিপাদিত তীর্থ আছে, এবং যাহা প্রাচীন আর্য্যগণ অনুষ্ঠান করিতেন, যাহা জীবগণের দুঃখ হইতে ত্রাণ পাইয়া সুখপ্রাপ্তির সাধনস্বরূপ তৎসমুদায় সাধনকেই তীর্থ বলা যায়। এক্ষণে বেদোক্ত তীর্থ কী ? তাহাই বর্ণন করা যাইতেছে যথা ঃ–

(তীর্থমেব প্রায় ইত্যাদি) অর্থাৎ অগ্নিহোত্র হইতে অশ্বমেধ পর্য্যন্ত যে কোন প্রকার যজ্ঞ হউক না কেন, ইহার মধ্যে কোন একটী যজ্ঞ সমাপ্তির পর, যে স্নান করা যায়, তাহাকে তীর্থ বা তীর্থস্নান বলে। যেহেতু এইরূপ বৈদিক কর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা জল, বায়ু ও অপরাপর আবশ্যকীয় পদার্থের শুদ্ধি সম্পাদিত হইয়া থাকে, যদ্দ্বারা মনুষ্যের সুখ প্রাপ্তি হয়। এজন্য এইরূপ কর্ম্মকারী বা যজ্ঞকারী মনুষ্যের সুখ ও শুদ্ধি প্রাপ্তি হয়। পুনশ্চ ঃ–

(অহিংসন সর্বভূতান্যন্যত্র তীর্থেভ্যঃ ইতি) যাহা ছান্দোগ্য উপনিষদে লিখিত আছে, তাহার অর্থ এইরূপ, সকল মনুষ্যেরই এইরূপ তীর্থ সেবন করা কর্ত্তব্য, অর্থাৎ মন হইতে বৈরভাব পরিত্যাগ করিয়া, যাহাতে মনুষ্যমাত্রেরই সুখ বৃদ্ধি হয় এরূপ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়া কর্ত্তব্য এবং কোনরূপ সাংসারিক ব্যবহারে কাহাকেও কোন বিষয়ে দুঃখ দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। পরন্তু (অন্যত্র তীর্থেভ্যঃ ইত্যাদি) বেদবিরুদ্ধ। যদি কেহ ঐরূপ ব্যবহার কর্ম্ম করেন, তবে দুঃখ বোধ করিলেও, তাহাকে তজ্জন্য দণ্ডবিধান করা

কর্ত্তব্য। অর্থাৎ যাহারা অপরাধী ও পাখণ্ডবৃত্তিযুক্ত অর্থাৎ বেদশাস্ত্রোক্ত ধর্ম্মানুষ্ঠানের শত্রু স্বরূপ, অর্থাৎ যাহারা নিজ স্বার্থ বা সুখে প্রবৃত্ত হইয়া, পরপীড়ানাদি দুষ্টকর্ম্মে প্রবৃত্ত হন, তাহারা সদৈব দণ্ড প্রাপ্তির উপযুক্ত। এজন্য (যে সকল ধার্মিক লোকেরা দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনকারী হইয়া রুদ্র সংজ্ঞাযুক্ত হন, তাঁহারাও সাক্ষাৎ তীর্থস্বরূপ) এইরূপ বেদাদি শাস্ত্রকেও 'তীর্থ' বলে, যাহার পঠন পাঠন করিয়া তদনুযায়ী মার্গে চলিলে, মনুষ্যগণ দুঃখসাগর হইতে ত্রাণ পাইয়া সুখ প্রাপ্ত হন।

(সমানে তীর্থেবাসী) উপরোক্ত অষ্টাধ্যায়ীর সূত্রের অভিপ্রায় এইরূপ যে, বেদাদি শাস্ত্রের উপদেশক স্বরূপ যিনি আচার্য্য তথা বেদাদিশাস্ত্র এবং মাতা পিতা ও অতিথিকেও তীর্থ বলা যায়। কারণ ইহাদিগকে যত্ন ও শ্রদ্ধা পূর্বক সেবা করিলে, (ইহাদিগের আজ্ঞা পালন করিলে–অনুবাদক) জীবাত্মা শুদ্ধ হইয়া, দুঃখ হইতে ত্রাণ পাইয়া থাকেন, এজন্য ইহাদিগকেও তীর্থ বলা হয়।

(ত্রয় ঃ স্নাতকা ভবতি) অর্থাৎ তিন প্রকার পুরুষই তীর্থে স্নান করিবার উপযুক্ত হইবেন, যথা ঃ– বিদ্যাস্নাতক, ব্রতস্নাতক, বিদ্যাব্রতস্নাতক অর্থাৎ প্রথমতঃ যিনি উত্তমরূপে বেদাদি সত্যশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া, ব্রহ্মচর্য্যব্রত সম্পূর্ণরূপে সমাপন না করিয়াই, জ্ঞানরূপী তীর্থে স্নান করিয়া পবিত্র হন, তাহাদিগকে বিদ্যাস্নাতক বলা যায়। আর যিনি ব্রহ্মচর্য্যব্রত ২৫, ৩০, ৩৬, ৪৪ বা ৪৮ বৎসর পর্যন্ত সমাপন করিয়াছেন, পরন্তু সমগ্র বিদ্যা সমাপন করিতে না পারিয়াই সমাবর্ত্তন করিয়া বিবাহ করেন, তাহাকে কেবল ব্রতস্নাতক বলা হয়, পরন্তু যেজন পূর্ণবিদ্যা, পূর্ণব্রহ্মচর্য্যব্রত পালন করিয়া, উভয় প্রকারেই পরিপক্ক হইয়া সমাবর্ত্তন করেন, অর্থাৎ বিদ্যা ও ব্রহ্মচর্য্যব্রত পালনের ফলস্বরূপ উত্তমতীর্থে স্নান করিয়া যাঁহারা পবিত্র দেহ ও শুদ্ধান্তঃকরমযুক্ত হইয়া শ্রেষ্ঠ বিদ্যাবল ও পরাক্রম দ্বারা পরোপকারে রত হন, তাহাকে বিদ্যাব্রত স্নাতক বলা যায়। (এরূপ লোকেরাও সাক্ষাৎ তীর্থ স্বরূপ—অনুবাদক)

(নমস্তীর্থায়) এইরূপ তীর্থদ্বারা প্রাপ্ত পরমেশ্বর অর্থাৎ পরমেশ্বরকে যিনি পূর্বলিখিত বেদোক্ত কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা প্রাপ্ত হন, তিনিও সাক্ষাৎ তীর্থ স্বরূপ। এই পরম তীর্থরূপী পরমেশ্বরকে আমার নমস্কার হউক। (পুনশ্চ) যে সকল বিদ্বান জন বেদাদি সত্যশাস্ত্রের পঠন পাঠনে রত থাকেন এবং যাহারা সত্য কথনরূপ তীর্থের প্রচার করেন, বিশেষতঃ যাঁহারা ৪৪ বা ৪৮ বৎসর পর্যন্ত ব্রহ্মচর্য্যব্রত পূর্ণ রীত্যনুসারে প্রতিপালন করেন, তাঁহারা মহান্ বলশালী হইয়া, দুষ্টের দমনকারী ও শিষ্টের পালনকর্ত্তা হওয়ায় 'রুদ্র' সংজ্ঞা প্রাপ্ত হন। এইরূপে (সৃকাহস্তা) যাহার সৃকা অর্থাৎ বিজ্ঞানরূপ হস্ত তথা সংশয়চ্ছেদী উপদেশরূপী তরবারী বিদ্যমান আছে, তিনিও সাক্ষাৎ তীর্থস্বরূপ। সত্যোপদেশকেও তীর্থ বলা হয়। উপনিষদের প্রতিপাদ্য পরমেশ্বর, যাঁহার প্রাপ্তি জন্য সাধুগণ উপদেশ করেন, সেই পরমাত্মাকে 'পরম তীর্থ' বা সর্বশ্রেষ্ঠ তীর্থ বলা যায়। যেহেতু (যে কেহ পরমাত্মার স্বরূপে অবস্থান করেন—অনুবাদক) তিনি সেই পরমাত্মার কৃপাবলে তাঁহাকে

প্রাপ্ত হইয়া এই ত্রিতাপ হইতে ত্রাণ পাইতে পারগ হন (অন্য কেহ নহে—অনুবাদক)।

প্রশ্ন—যদ্দ্বারা মনুষ্যগণ ত্রাণ পান, (তাহা যদি তীর্থ হয়–অনুবাদক) তবে কি জল ও স্থান বিশেষ তীর্থ হইতে পারে না ?

উত্তর–কদাপি নহে, যেহেতু জল বা স্থলবিশেষ জড় পদার্থ, এজন্য উহাদিগের ত্রাণ করিবার সামর্থ নাই, বিশেষতঃ তীর্থ শব্দকে করণ কারণযুক্ত গ্রহণ করা যায়। যাহা জল বা স্থান বিশেষ রূপ অধিকরণ বা কর্ম্মকারক হইয়া থাকে। কারণ ঐ জলে লোকে নৌকা বা হস্ত দ্বারা সন্তরণ করিয়া, অথবা পদদ্বারা পরিভ্রমণ করিয়া পার হইয়া থাকেন, এজন্য জল বা স্থল কদাপি লোকের ত্রাণকারী হইতে পারে না। যেহেতু জলে বিনা হস্ত বা পদ দ্বারা সন্তরণ করিয়া অথবা বিনা নৌকায় বসিয়া ত্রাণ বা পার হওয়া যায় না। এই যুক্তি বলেও কাশী, প্রয়াগ, গঙ্গা, যমুনাদি 'তীর্থ' সিদ্ধ হইতে পারে না। অতএব সত্য শাস্ত্রানুযায়ী যাহাকে তীর্থ বলে, তাহাকেই যথার্থ তীর্থ বলিয়া জ্ঞান করা কর্ত্তব্য।

(ইমং মে গঙ্গে ইত্যাদি) প্রশ্ন—ভাল ! যদি গঙ্গাদি তীর্থ না হয়, তবে কীজন্য (ইমং মে গঙ্গে) ইত্যাদি মন্ত্রে নদী বিশেষকে তীর্থ বিধান করা হইয়াছে ? অতএব কীজন্য গঙ্গাদিকে তীর্থ বলিয়া স্বীকার করিবেন না ?

উত্তর—আমরা গঙ্গাদিকে কেবলমাত্র নদী বলিয়া স্বীকার বা জ্ঞান করিয়া থাকি, পরন্তু উক্ত নদীতে পাপ বা তাপ ত্রাণকারক সামর্থ নাই, যাহা কেবল পুর্বোক্ত সৎ শাস্ত্রানুযায়ী তীর্থেই আছে। এস্থলে উক্ত মন্ত্রে গঙ্গাদির নাম, ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না, কূর্ম্ম ও জঠরাগ্নিরূপী নাড়ী সকলের ভিন্ন ভিন্ন নাম মাত্র (রূপে বর্ণিত হইয়াছে)। যে সকল নাড়ীতে যোগাভ্যাস করিয়া, পরমেশ্বরের উপাসনা করিলে মনুষ্যগণ সর্বপ্রকার তাপ হইতে ত্রাণ পাইয়া, পরমানন্দ প্রাপ্ত হইয়া পরম তৃপ্তি লাভ করিয়া থাকেন। যেহেতু উক্ত নাড়ীতে ধ্যান ধারণা করিতে পারিলেই, প্রকৃত উপাসনা হইয়া থাকে। এজন্য উক্ত মন্ত্রে উক্ত নাড়ীগণের গণনা বিষয়ক বিধান লিখিত হইয়াছে। অতএব উপরোক্ত নাম সকলের দ্বারা উক্ত নাড়ীগণের গ্রহণ করা কর্ত্তব্য।

এইরূপে (সিতাসিতে) ইত্যাদি মন্ত্রেও সিতা শব্দে ইড়া, নাড়ী ও অসিতা শব্দে পিঙ্গলা নাড়ী যেস্থানে মিলিত হইয়াছে, যাহাকে সুষুম্না বলা যায়, ঐ সুষুম্না নাড়ীতে যোগাভ্যাস করিবা স্নান করিলে অর্থাৎ তাহাতেই মগ্ন হইলে, জীব শুদ্ধ হইয়া (ধ্যানযুক্ত হওয়ার পর) শুদ্ধস্বরূপ পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত হইয়া, সদানন্দে অবস্থান করিতে সমর্থ হন। এই মন্ত্রে নিরুক্তকারেরও প্রমাণ আছে, যথা, সিত ও অসিত শব্দে শুক্ল ও কৃষ্ণ অর্থ বুঝাইয়া থাকে।' এই অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধ মিথ্যা অর্থ করিয়া অথবা (আধুনিক) লোকেরা প্রকৃতার্থ ভুলিয়া গিয়া নদী আদির তীর্থ নাম গ্রহণ করিয়া লইয়াছেন।

(মূর্তিপূজানামস্মরণয়োর্মিথ্যাত্বম্)

তথৈব য়ত্তন্ত্রপুরাণাদিগ্রন্থেষু মূর্ত্তিপূজানামস্মরণাদিবিধানং কৃতমস্তি, তদপি মিথ্যবাস্তীতি বেদ্যম্। কুতঃ ? বেদাদিষু সত্যেষুগ্রন্থেষু তস্য বিধানাভাবাৎ। তত্র তু প্রত্যুত নিষেধো বরীবর্ত্ততে। তদ্যথা—

ন তস্য প্রতিমাঅস্তি য়স্য নাম মহদ্যশঃ ।

হিরণ্যগর্ভইত্যেষ মা মা হিঞ্ংসীদিত্যেষা য়স্মান্ন জাতঽইত্যেষঃ । ।১ । ।

যজুঃ০অ০৩২মং০৩ । ।

ভাষ্যম্–(য়স্য) পূর্ণস্য পুরুষস্যাজস্য নিরাকারস্য পরমেশ্বরস্য (নাম মহদ্যশঃ) য়স্যাজ্ঞাপালনাখ্যং মহাকীর্ত্তিকরং ধর্ম্ম্যং সত্যাভাষণাদিকর্ত্তুমর্হং কর্ম্মাচরণং নাম স্মরণমস্তি, (হিরণ্যগর্ভঃ০) য়ো হিরণ্যনাং সূর্য়্যাদীনাং তেজস্বিনাং গর্ভ উৎপত্তিস্থানম্, য়স্য সর্বৈর্মনুষ্যৈর্ম্মামাহিঞ্ংসীঽদিত্যেষা প্রার্থনা কার্য়্যা, (য়স্মান্ন০) য়ো য়তঃ কারণান্নৈবৈষঃ কস্যচিৎসকাশাৎ কদাচিদুৎপন্নো নৈব কদাচিচ্ছরীরধারণং করোতি, নৈব তস্য প্রতিমাঽর্থাৎ প্রতিনিধিঃ, প্রতিকৃতিঃ, প্রতিমানং, তোলনসাধনং, পরিমাণং মূর্ত্ত্যাদিকল্পনং কিঞ্চিদপ্যস্তি, পরমেশ্বরস্যানুপমেয়ত্বাদ্ অমূর্ত্তত্বাদ্ অপরিমেয়ত্বান্নিরাকারত্বাৎ সর্বত্রাভিব্যাপ্তত্বাচ্চ। ইত্যনেন প্রমাণেন মূর্ত্তিপূজননিষেধঃ । ।১ । ।

স পর্য়্যগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণমস্নাবিরঞ্ং শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্ ।

কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূর্য়াথাতথ্যতোঽর্থান্ ব্যদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ । ।২ । ।

য০অ০৪০মং০৮ ।

ভাষ্যম্—য়ঃ (কবিঃ) সর্বজ্ঞঃ, (মনীষী) সর্বসাক্ষী, (পরিভূঃ) সর্বোপরি বিরাজমানঃ, (স্বয়ম্ভূঃ) অনাদিস্বরূপঃ পরমেশ্বরঃ (শাশ্বতীভ্যঃ) নিত্যাভ্যঃ (সমাভ্যঃ) প্রজাভ্যো বেদদ্বারাঽন্তর্য়ামিতযা চ (য়থাতথ্যাতোঽর্থান্ ব্যদধাৎ) বিহিতবানস্তি, (স পর্য়্যাগাৎ) সর্বব্যাপকোঽস্তি । যৎ (শুক্রম্) বীর্য়্যবত্তমম্, (অকায়ম্) মূর্ত্তিজন্মধারণরহিতম্ (অব্রণম্) ছেদেভেদরহিতম্ (অস্নাবিরম্) নাড়ীবন্ধনা দিবিরহম্, (শুদ্ধম্) নির্দোষম্, (অপাপবিদ্ধম্) পাপাৎ পৃথগ্ ভূতম্ । য়দীদৃশলক্ষণং ব্রহ্ম সর্বৈরুপাসনীয়মিতি মন্য বম্ । ।২ । ।

ইত্যনেনাপি শরীরজন্মমরণরহিত ঈশ্বরঃ প্রতিপাদ্যতে । তস্মাদয়ং নৈব কেনাপি মূর্ত্তিপূজনে য়োজয়িতুং শক্য ইতি ।

প্রশ্নঃ–বেদেষু প্রতিমাশব্দোঽস্তি ন বা ?

উত্তরম্—অস্তি ।

প্র০—পুনঃ কিমর্থো নিষেধঃ ।

উ০—নৈব প্রতিমার্থেন মূর্ত্তয়ো গৃহ্যন্তে । কিং তর্হি ? পরিমাণার্থা গৃহ্যন্তে ।

অত্র প্রমাণানি—

সংবৎসরস্য প্রতিমাং য়াং ত্বা রাত্র্যুপাস্মহে ।

সা ন আয়ুষ্মতীং প্রজাং রায়স্পোষেণ সংসৃজ । ।৩ । ।

অথর্ব০কাং০৩ ব০১০মং০৩ ।

মুহূর্ত্তানাং প্রতিমা তা দশ চ সহস্রাণ্যষ্টৌ চ শতানি ভবন্ত্যেতাবন্তো হি সংবৎসরস্য মুহুর্ত্তা । ।৪ । । শ০ কাং০১০, প্র০৩ ব্রা০২ কং০২০ ।

য়দ্বাচানভ্যুদিতং যেন বাগভ্যুদ্যতে ।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং য়দিদমুপাসতে । ।৫ । ।

সামবেদীয় তবলকারোপনিষদি, খণ্ড০১ মং০৪ । ।

ভাষ্যম্—ইত্যাদি মন্ত্রপঞ্চাক মূর্ত্তাদিষেধক মিতি বোধ্যম্ । (সংবৎসর০)বিদ্বাংসঃ সংবৎসরস্য য়াং প্রতিমাং পরিমাণমুপাসতে বয়মপি ত্বা তামেবোপাস্মহে । অর্থাদ্যাঃ সংবৎসরস্য ত্রীণি শতানি য়ষ্ঠিশ্চ রাত্রয়ো ভবন্তি, য়ত এতাভিরেব সংবৎসরঃ পরিমীয়তে, তস্মাদেতাসাং প্রতিমা সংজ্ঞেতি । (সান০) যথা সেয়ং রাত্রির্নোঽস্মাকং রায়স্পোষেণ ধনপুষ্টিভ্যামায়ুষ্মতীং প্রজাং (সংসৃজ) সম্যক্ সৃজেৎ, তথৈব সর্বৈর্ম্মনুষ্যৈরনুষ্ঠেয়মিতি । ।৩ । ।

(মুহূর্ত্তা০) তথা য়ে সংবৎসরস্য দশসহস্রাণ্যষ্টৌ শতানি ঘটিকাদ্বয়াত্মকা মুহূর্ত্তাঃ সন্তিঃ, তেঽপি 'প্রতিমা' শব্দার্থা বিজ্ঞেয়াঃ । ।৪ । ।

(য়দ্বাচা০) যদসংস্কৃতবাণ্যা অবিষয়ং, য়েন বাণী বিদিতাস্তি, (তদেব০) তদ্ ব্রহ্ম হে মনুষ্য । ত্বং বিদ্ধি । য়দ ইদং প্রত্যক্ষং জগদস্তি নৈবৈতদ্ ব্রহ্মাস্তি । কিন্তু বিদ্বাংসো য়ন্নিরাকারঃ, সর্বব্যাপকমজং, সর্বনিয়ন্তৃ, সচ্চিদানন্দাদিলক্ষণং ব্রহ্মোপাসতে, ত্বয়াপি তদেবোপাসনীয়ং, নেতরদিতি । ।৫ । ।

প্র০—কিঞ্চ ভোঃ । মনুস্মৃতৌ—'প্রতিমানাং চ ভেদকঃ'; 'দৈবতান্যভিগচ্ছেত্তু'; 'দেবতাঽভ্যর্চ্চনং চৈব'; 'দেবতানাং চ কুৎসনম্'; 'দেবতায়তনানি চ'; 'দেবতানাং ছায়োল্লঙ্ঘননিষেধ'; 'প্রদক্ষিণানি কুর্বীত দেবব্রাহ্মণসন্নিধৌ'; 'দেবতাগারভেদকান্'— উক্তানামেতেষাং বচনানাং কা গতিরিতি ?

উ০—অত্র 'প্রতিমা' শব্দেন রক্তিকামাষসেটকাদীনি তোলনসাধনানি গৃহ্যন্তে । তদ্যথা–'তুলামানং প্রতীমানং সর্বং চ স্যাৎ সুলক্ষিতম্ ।' মনু০ অ০ ৮ শ্লোকঃ ৪০৩ । ।

ইত্যনয়া মনুক্তরীত্যৈব প্রতিমাপ্রতীমানশব্দয়োরেকার্থত্বাৎ তোলনসাধনানি গৃহ্যন্ত ইতি বোধ্যম্ । অতএব প্রতিমানামধিকন্যূনকারিণে দণ্ডো দেয় ইত্যুক্তঃ । বিদ্বাংসো দেবাস্তে য়ত্রাধীয়তেঽধ্যাপয়ন্তি নিবসন্তি চ তানি স্থানানি 'দৈবতানী' ইত্যুচ্যন্তে । দেবা এব দেবতাস্তেষামিমানি স্থানানি, 'দৈবতানি দেবতায়তনানি চ' সন্তীতি বোধ্যম্ । বিদুষামেবাভ্যর্চ্চনং সৎকরণং কর্ত্তব্যমিতি । নৈবৈতেষাং কেনচিদপি নিন্দা ছায়োল্লঙ্ঘনং স্থানবিনশেশ্চ কর্তব্যঃ । কিন্তু সর্বৈরেতেষাং সামীপ্যগমনং, ন্যায়প্রাপণং, দক্ষিণপার্শ্বে স্থাপনং, স্বেষাং বামপার্শ্বে স্থিতিশ্চ কার্য়েতি ।

এবমেব য়ত্র য়ত্রান্যত্রাপি প্রতিমাদেবদেবতায়তনাদিশব্দাঃ সন্তি, তত্র তত্রৈবমর্থা বিজ্ঞেয়াঃ । গ্রন্থভূয়স্ত্বভিয়া নাত্র তে লেখিতুং শক্যা ইতি । এতাবতৈব মূর্ত্তিপূজনকন্ঠিতিলকধারণাদিনিষেধা বোধ্যাঃ ।

।। ভাষার্থ ।।

এক্ষণে নবীন কল্পিত তন্ত্র ও পুরাণাদি গ্রন্থে যে প্রস্তর আদির মূর্ত্তিপূজা, তথা নানাপ্রকারের নাম স্মরণ অর্তাৎ রামকৃষ্ণাদির নাম জপ ও (তুলসী ও রুদ্রাক্ষাদি) কাষ্ঠের মালা ধারণ ও বিবিধপ্রকারের তিলকাদি ধারণ বিষয়ক বিধান আছে, তাহা সম্পাদন করিলে অত্যন্ত প্রীতির সহিত মুক্তি পাওয়া যায়, এরূপ প্রপঞ্চ বাক্যগুলিকে সদা মিথ্যা ও নিষ্ফল বলিয়া জ্ঞান করা কর্ত্তব্য। যেহেতু বেদাদি সত্যশাস্ত্রে এইরূপ বাক্যের চিহ্ন বা নাম মাত্রও পাওয়া যায় না। পরন্তু এরূপ কার্য্যের নিষেধ বিষয়ের মন্ত্র পাওয়া যায়, যথা ঃ–

(ন তস্য প্রতিমা অস্তি) এই বেদ বাক্যের অর্থ এইরূপ যে সেই (পূর্ণ) যিনি কোন প্রকারে ন্যূন নহেন যিনি (অজ) অর্থাৎ যিনি জন্ম গ্রহণ করেন না, অর্থাৎ যাহার জন্মমরণাদি ঘটে না, যিনি সদা একরসে বর্ত্তমান আছেন)। যিনি (নিরাকার) অর্থাৎ যাঁহার কোন প্রকার মূর্ত্তি নাই, ইত্যাদি লক্ষণযুক্ত যে পরমেশ্বর, যাঁহার আজ্ঞা যথার্থরূপে পালন এবং সকল উত্তম কীর্ত্তি করাই অর্থাৎ সত্যভাষণাদিতে রত থাকাকেই, যাহার নাম স্মরণ বলা যায়। (হিরণ্যগর্ভ০) যে পরমেশ্বর তেজস্বী সূর্য্যাদি লোকেরও উৎপত্তির কারণস্বরূপ অর্থাৎ সৃজনকর্ত্তা, তাহাকে নিম্নলিখিতরূপে প্রার্থনা করা কর্ত্তব্য। যথা ঃ–

(মা মা হিংসী) অর্থাৎ হে পরমাত্মন্। আপনি আমাদিগকে সর্বপ্রকারে রক্ষা করুন। এক্ষণে যদি কেহ এরূপ প্রশ্ন করেন, যে নিরাকার সর্বব্যাপক পরমেশ্বরের উপাসনা করা কেন কর্ত্তব্য ? ইহার উত্তর এই যে (য়স্মান্ন) যে পরমেশ্বরে কদাপি কোন মাতা পিতার সংযোগে উৎপন্ন হন না, বা হইবেন না, যে পরমাত্মা কদাপি শরীর ধারণ করিয়া বালক, যুবা বা বৃদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হন নাই, (ন তস্য) এরূপ (বিশেষণযুক্ত) পরমাত্মার পরিমাণ সাধন তথা প্রতিবিম্ব বা সাদৃশ্য অর্থাৎ যাহাকে চিত্র বলে, ইত্যাদি প্রকার তুল্যতা বিষয়ক কিছুই নাই, যেহেতু তিনি মূর্ত্তি রহিত অনন্ত, অসীম, ও সর্বব্যাপক হয়েন এজন্য সকলেরই নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা করা কর্ত্তব্য।১।

এক্ষণে যদি কেহ এরূপ শঙ্কা করেন, যে শরীর ধারীর উপাসনা করিলে ক্ষতি কি ? এক্ষণে বুঝা কর্ত্তব্য যে জন্ম লইয়া লোকের শরীর ধারণ করিতে হয়, (তৎপরে শরীর মাত্রই নশ্বর অর্থাৎ তাহার বংস অবশ্যই ঘটিয়া থাকে অতএব–অনুবাদক) বৃদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া (ঐ শরীর) বিনষ্ট হইয়া গেল, তখন আপনি কাহার পূজা করিবেন। এরূপে বেদাদি সত্যশাস্ত্রে মূর্ত্তিপূজা বিষয় নিষেধ বাক্য লিখিত আছে, যাহা আমরা ইতিপূর্ব সিদ্ধ করিয়াছি। পুনশ্চ –

(সর্পয়্যগাচ্ছুক্রমকায়) ইত্যাদি বেদমন্ত্রের অর্থ এইরূপ ঃ– যে পরমেশ্বর (কবিঃ) অর্থাৎ সর্ববিষয়ের জ্ঞাতা, (মনীষী) যিনি সকলের মন ও অন্তঃকরণের সাক্ষী স্বরূপ, (পরিভূঃ) যিনি সর্বোপরি সর্বত্র বিরাজমান, (স্বয়ম্ভূঃ) যিনি স্বয়ং অনাদিরূপ হইয়া আপনার অনাদিস্বরূপ প্রজাকেও অন্তর্যামীরূপে বেদদ্বারা সর্ববিষয়ের উপদেশ দিয়া থাকেন, (স পর্য্যগাৎ) যিনি সর্বত্রব্যাপক, (শুক্রম্) অত্যন্ত পরাক্রমযুক্ত, (অকায়ম্) সর্বপ্রকার শরীর রহিত, সর্বপ্রকার ছেদন ভেদন ও সকল প্রকার রোগ হইতে রহিত বা

পৃথক, (শুদ্ধ) সর্বরূপে পবিত্র ও দোষহীন, (অপাপবিদ্ধং) যিনি সকল প্রকার পাপ হইতে পৃথক ইত্যাদি লক্ষণযুক্ত যে পরমাত্মা, তিনিই সকলের উপাসনার যোগ্য হন, এইরূপই সকলের স্বীকার করা কর্ত্তব্য । ।২ । ।

যেহেতু এই মন্ত্রেও ঈশ্বর সম্বন্ধে শরীর ধারণ পূর্বক জন্মমরণাদি বিষয়ে নিষেধই প্রাপ্ত হওয়া যায়, এজন্য পরমেশ্বর সম্বন্ধে মৃত্তিকা বা প্রস্তরাদির মূর্ত্তিনির্মাণ করিয়া পূজা করা সর্বপ্রকার প্রমাণ ও যুক্তিদ্বারা অসিদ্ধ বা বিরুদ্ধ হইয়া থাকে (ও জ্ঞাত হইবেন) ।

(সংবৎসরস্য) ইহার অর্থ এই যে বিদ্বানগণ সম্বৎসর, যাহা (প্রতিমাং) অর্থাৎ কাল বা ক্ষণ আদি বিভাগকারী রাত্রির উপাসনা করিয়া থাকেন, তাহা আমাদিগেরও সেবন করা উচিত । এক বৎসরে যে তিনশত ষাট্ (বা কিছু ততোধিক– অনুবাদক) রাত্রি হইয়া থাকে । ঐ রাত্রি দ্বারা সম্বৎসরের পরিমাণ করা হইয়াছে । এজন্য এই বিভাগকারী রাত্রিকেও প্রতিমা সংজ্ঞা দেওয়া যায় । (সা ন আয়ু০) এই বৎসরের বিভাগকারী রাত্রি সকলে পরমাত্মার কৃপায় সৎ কর্ম্মের অনুষ্ঠান পূর্বক সম্পূর্ণ আয়ুষ্মান্ সন্তানগণকে উৎপন্ন করি ।৩ ।

এই মন্ত্রের ভাবার্থ শতপথ ব্রাহ্মণেও কিছু কিছু পাওয়া যায়; যথা ঃ– (মুহূর্ত্তা০) অর্থাৎ এক সম্বৎসরে ১০৮০০ মুহূর্ত্ত হইয়া থাকে, ইহাও প্রতিমা শব্দের অর্থে বুঝা উচিত । যেহেতু ইহাদ্বারাও বৎসরের পরিমাণ হইয়া থাকে ।৪ ।

(য়দ্বাচা) অর্থাৎ যিনি অবিদ্যাযুক্ত বাণীদ্বারা প্রসিদ্ধ হইতে পারে না, এবং যিনি সকল বাণীকেই অবগত আছেন । হে মনুষ্যগণ ! তোমরা তাঁহাকেই পরমেশ্বর বলিয়া জানিবে । (পরন্তু মনুষ্যের রচিত কোন মূর্ত্তিমান পদার্থকে পরমেশ্বর বলিয়া জ্ঞান করিও না—অনুবাদক) অর্থাৎ নিরাকার ব্যাপক ও সকল পদার্থ ও বিষয়ের নিয়ন্তা, যিনি সচ্চিদানন্দ লক্ষণযুক্ত ব্রহ্ম হন, তোমরা তাঁহারই উপাসনা করিবে । উপরোক্ত উপনিষদকার ঋষিদিগেরও মত ঐরূপ । ।৫ । ।

প্রশ্ন—ভাল ! যদি এইরূপ হয় তবে মনুস্মৃতিতে 'প্রতিমানাং' ইত্যাদি বচনে স্পষ্ট লিখিত আছে যে, যে কেহ প্রতিমাকে ভঙ্গ করিবে তাহাকে রাজা দণ্ড দিবেন এবং দেবতা দিগের নিকটে যাইয়া তাহাদিগের পূজা করা ও উক্ত দেবতাদিগের ছায়া উল্লঙ্ঘন করা কর্ত্তব্য নহে এবং ঐ দেবতাদিগের পরিভ্রমণ করা কর্ত্তব্য, ইত্যাদি প্রমাণ দ্বারা মূর্ত্তি পূজাই সম্ভব হইতে পারে ? (অথবা মূর্ত্তি পূজা বিনা উপরোক্ত বিষয় গুলি সম্ভব হইতে পারে না)

উত্তর—কেন ভ্রমে পতিত হইতেছ ? (মোহ নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া জ্ঞান প্রাপ্ত হও) অর্থাৎ জাগরিত হও ও চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখ, যে প্রতিমা শব্দ দ্বারা তোমরা যে প্রস্তরের মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়াছ, ইহা কেবল তোমাদিগের অজ্ঞানতা মাত্র । যেহেতু প্রতিমা শব্দ মনু সংহিতাদি গ্রন্থে (তুলামানং) অর্থাৎ যদ্দ্বারা তুলা বা ওজন করা যায়, যথা রত্তি, ছটাক, পোয়া, সের, পাসরী অর্থাৎ পাঁচসের, আদি ওজনের প্রমাণ গ্রহণ করা হইয়াছে । যেহেতু তুলামান অর্থাৎ তুলাদণ্ড বা রজ্জু যদ্দ্বারা ওজন করা যায় এবং প্রতিমানং বা প্রতিমা বা ওজনের বাটখারাকে রাজা প্রত্যেক ছয় মাস অন্তর একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন, যে বণিকেরা বা ব্যবসাদারেরা প্রজাগণকে কোনরূপ প্রতারণা করিতেছে কি

না অর্থাৎ কম ওজন দিয়া (ঠিক ওজন বলিয়া চাতুরীপূর্বক লোককে প্রতারণা করিতেছে কি না—অনুবাদক)। যদি কেহ ঐ তুলামান বা প্রতিমানের কোনরূপ তঞ্চকতা অর্থাৎ বৃদ্ধি বা হ্রাস করে (বৃদ্ধি করিলে কোন দ্রব্য ক্রয় করিবার সময় লোককে ঠকান হয়, ও কম করিলে কোন দ্রব্য বিক্রয় করিবার সময় খরিদদারকে ঠকান যায়—অনুবাদক) তবে রাজা তাহাকে (শাস্ত্রানুযায়ী) দণ্ড দিবেন।

তৎপরে (দেবতাভ্যর্চ্চনং) ইত্যাদি বচনের অর্থ এরূপ বিবেচনা বা গ্রহণ করা কর্ত্তব্য যে, শতপথ ব্রাহ্মণে (বিদ্বাংসোহি দেবা) অর্থাৎ বিদ্বানদিগকেই দেবতা বলা যায়, এরূপ লেখা আছে, অর্থাৎ যেস্থানে যথার্থ বিদ্বান ও সৎ ব্রাহ্মণ বাস করেন অথবা পঠন পাঠন করেন, উক্ত স্তানকেও দেবতা বলা যায়, (যাহাকে তীর্থও বলে—অনুবাদক)। এরূপ স্থানে যাইয়া, উক্ত বিদ্বানদিগের নিকট উপবেশন করা ও তাহাদিগের সৎকার করা অবশ্য কর্ত্তব্য। (দেবতানাং চ কুৎসনং) এইরূপ দেবতাদিগের নিন্দা, অপমান বা তাহাদিগের নিবাস স্থানে কোনরূপ অনিষ্ট বা উপদ্রব করা কর্ত্তব্য নহে। পরন্তু (দৈবতান্যভি০) সকলেরই কর্ত্তব্য যে, উক্ত সাধু ও বিদ্বান পুরুষদিগের সমীপে উপস্থিত হইয়া উত্তমোত্তম শিক্ষা গ্রহণ করেন (ও নিজ নিজ ভ্রম নিরাকরণ করেন)। এবং (প্রদক্ষিণ) তাহাদিগের সম্মানার্থ দক্ষিণাদিকে উপবেশন করেন, যেহেতু প্রতিষ্ঠা দর্শাইবার জন্য ঐরূপ নিয়ম করা হইয়াছে।

এইরূপে অন্যত্র যথায় প্রতিমা ও দেবতা অথবা উহাদিগের স্থান বিষয় বর্ণন করা হইয়াছে, তথায়ও উপরোক্ত প্রকারের নির্ভ্রান্ত ভাবে সদর্থ বুঝিবে অর্থাৎ গ্রহণ করিবে। এস্থানে সকল বিষয়ের প্রমাণ বর্ণন করিলাম না, যেহেতু তাহা করিলে গ্রন্থ অত্যন্ত বাড়িয়া যাইবে। এইরূপে সৎশাস্ত্রবিরুদ্ধ কণ্ঠী মালা ও তিলক ধারণাদি মিথ্যা কল্পিত বিষয়কে মিথ্যা জ্ঞান করিয়া উক্ত কর্ম্ম সকলকে কার্য, মন, বাক্য দ্বারা পরিত্যাগ করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

(গ্রহপূজায়াঃ মিথ্যাত্বম্)

এবমেব সূর্য্যাদি গ্রহপীডাশান্তয়ে বালবুদ্ধিভির্ আকৃষ্ণেণ রজসা ইত্যাদি মন্ত্রা গৃহ্যন্তে। অয়মেষাংভ্রম এবাস্তীতি। কুতস্তত্র তেষামর্থানামগ্রহণাৎ। তদ্যথা—তত্র আকৃষ্ণেন রজসা ইতি মন্ত্রস্যার্থ আকর্ষণানুকর্ষণপ্রকরণ উক্তঃ। ইমং দেবা অসপত্নম্ ইত্যস্য রাজধর্ম্মবিষয়ে চেতি।

অগ্নির্মূর্দ্ধা দিবঃ ককুৎপতিঃ পৃথিব্যাঅয়ম্।
অপাংরেতাংসি জিন্বতি।।১।। য০অ০৩ মং০১২।।

উদ্ বুধ্যস্বাগ্নে প্রতি জাগৃহি ত্বমিষ্টাপূর্ত্তে সংসৃজেথাময়ং চ।
অস্মিনৎসধস্থেঅধ্যুত্তরস্মিন্ বিশ্বে দেবা য়জমানশ্চ সীদত।।২।।

য০অ০১৫ মং৫৪।

ভাষ্যম্–(অয়মগ্নিঃ) পরমেশ্বরো ভৌতিকো বা (দিবঃ) প্রকাশবল্লোকস্য (পৃথিব্যাঃ)

প্রকাশরহিতস্য চ (পতিঃ) পালয়িতাস্তি (মূর্দ্ধা) সর্বোপরি বিরাজমানঃ, (ককুৎ০) তথা ককুভাং দিশাং চ মধ্যে ব্যাপকতয়া সর্বপদার্থানাং পালয়িতাস্তি। 'ব্যত্যয়ো বহুলম্' ইতি সূত্রেণ ভকারস্থানে তকারঃ। (অপাᳬংরেতাᳬংসি) অয়মেব জগদীশ্বরো ভৌতিকশ্চাপাং প্রাণানাং জলানাং চ রেতাংসি বীর্য্যাণি (জিন্বতি) পুষ্ণাতি। এবং চাগ্নির্বিদ্যুদ্রূপেণ সূর্য্যরূপেণ চ পূর্বোক্তস্য রক্ষকঃ পুষ্টিকর্ত্তা চাস্তি।।১।।

(উদ্‌বুধ্যস্বাগ্নে)। হে অগ্নে পরমেশ্বর। অস্মাকং হৃদয়ে ত্বমুদ্‌বুধ্যস্ব প্রকাশিতো ভব। (প্রতিজাগৃহি) অবিদ্যান্ধকারনিদ্রাতস্‌সর্বান্ জীবান্ পৃথক্‌কৃত্য বিদ্যার্কপ্রকাশে জাগৃতান্ কুরু। (ত্বমিষ্ঠাপূর্ত্তে০) হে ভগবন্। অয়ং জীবো মনুষ্যদেহধারী ধর্ম্মার্থকামমোক্ষসামগ্র্যাঃ পূর্ত্তিং সৃজেৎ সমুতৎপাদয়েৎ, ত্বমস্যেষ্টং সুখং সৃজেঃ। এবং পরস্পরং দ্বয়োঃ সহায়পুরুষার্থাভ্যামিষ্টাপূর্ত্তে সংসৃষ্টে ভবেতাম্। (অস্মিন সধস্থে) অস্মিন্ লোকে শরীরে চ, (অধ্যুত্তরস্মিন্) পরলোকে দ্বিতীয়ে জন্মনি চ, (বিশ্বে দেবা য়জমানশ্চ সীদত) সর্বে বিদ্বাংসো য়জমানো বিদ্বৎসেবাকর্ত্তা চ কৃপয়া সদা সীদন্তু বর্ত্তন্তাম্। য়তোঽস্মাকং মধ্যে সদৈব সর্বা বিদ্যাঃ প্রকাশিতা ভবেয়ুরিতি। ব্যত্যয়ো বহুলম্ ইত্যনেন সূত্রেণ পুরুষব্যত্যয়ঃ।।২।।

।। ভাষার্থ।।

বালবুদ্ধি বা অল্পবুদ্ধিবশতঃ, অনেকে আবার ''আকৃষ্ণেণ রজসা'' ইত্যাদি মন্ত্রের অর্থের এরূপ অনর্থ করেন, যে সূর্য্যাদি গ্রহপীড়ার শান্তির জন্য উপরোক্ত মন্ত্র বর্ণিত হইয়াছে। এইরূপ মনে করা কেবল ভ্রম বা অবিদ্যার কার্য্য ভিন্ন আর কিছুই নহে। এই মন্ত্রের শব্দার্থ (বা পরম্পরা দ্বারা) উপরোক্ত মন্ত্রে গ্রহপীড়া নিবারণ বিষয় কিছুই প্রকাশিত বা বর্ণিত হয় নাই, পরন্তু উক্ত আকৃষ্ণেণ ইত্যাদি মন্ত্রের প্রকৃতার্থ আমরা আকর্ষণানুকর্ষণ প্রকরণে তথা (ইমং দেবা) ইত্যাদি মন্ত্রের অর্থ রাজধর্ম্ম প্রকরণে বর্ণন করিয়াছি।

(অগ্নিঃ) ইত্যাদি মন্ত্রের অর্থ এইরূপ যথা অগ্নি শব্দে অগ্নিসংজ্ঞক পরমাত্মা ও ভৌতিক অগ্নি উভয়কেই বুঝাইয়া থাকে। এই পরমাত্মারূপী অগ্নি ও ভৌতিকাগ্নি উভয়ই (দিব) প্রকাশশালী এবং (পৃথিব্যাঃ) প্রকাশরহিত (পৃথিব্যাদি) লোক সকলের পালনকারী তথা (মূর্দ্ধা) সর্বোপরি বিরাজমান এবং (ককুৎপতিঃ) দিশার মধ্যে অর্থাৎ (সর্বদিকে) নিজ ব্যাপকতা দ্বারা স র্ব পদার্থের রাজার স্বরূপ 'ব্যত্যয়োবহুলম্' এই সূত্র দ্বারা 'ককুভ' শব্দের ভকারের তকারাদেশ হইয়াছে (জানিবেন)। (অপাᳬং রেতাᳬংসি জিন্বতি) অর্থাৎ উক্ত জগদীশ্বর প্রাণ ও জলের বীর্য্যকে পুষ্টি করিয়া থাকেন। এইরূপে ভূতাগ্নি ও বিদ্যুৎ ও সূর্য্যরূপ দ্বারা পূর্বোক্ত পদার্থের পালন ও পুষ্টিকারক হইয়া থাকে।।১।।

(উদ্‌বুধ্যস্বাগ্নে) ইত্যাদির অর্থ এইরূপ যে ঃ– হে পরমেশ্বর! আপনি আমার হৃদয়ে প্রকাশিত হউন। (প্রতি জাগৃহি) অবিদ্যান্ধকাররূপী (মোহ) নিদ্রা হইতে আমাদিগের ন্যায় সমস্ত জীবকে (অর্থাৎ আমাদিগের সকলকে) পৃথক করিয়া বিদ্যারূপী সূর্য্যের প্রকাশে প্রকাশমান করুন, যদ্দ্বারা (ত্বমিষ্ঠাপুর্ত্তে) হে ভগবন্! মনুষ্যদেহ ধারণকারী যে

সকল জীব আছে, তাহারা সকলে (যেন) ধর্ম্ম অর্থ কাম ও মোক্ষরূপ (পরম) পদার্থ সকলকে প্রাপ্ত হইতে সমর্থ হয়, এইরূপে আপনি তাহাদিগের ইষ্ট সিদ্ধি করুন। (অস্মিনৎসধস্থে) ইহলোক ও এই শরীর তথা (অধ্যুত্তরস্মিন্) পরলোক ও অন্য শরীরে বা জন্মকালে (বিশ্বে দেবা) আপনার কৃপাবলে সকল বিদ্বান ও যজমান অর্থাৎ বিদ্যার উপদেশদাতা ও তাহার গ্রহণকর্ত্তা ও উক্ত বিদ্বানদিগের সেবনকারী (ছাত্রাদি) সকল লোকমাত্রেই সুখে বর্ত্তমান থাকিতে সমর্থ হয়, যদ্দ্বারা আমরা সকলেও বিদ্যাযুক্ত বা বিদ্যালাভ করিতে সমর্থ হই। (ব্যত্যয়ো বহুলম্) এই সূত্র দ্বারা (সংসৃজেথাম) (সীদত) এই প্রয়োগ দ্বারা পুরুষ ব্যত্যয় অর্থাৎ প্রথম পুরুষের স্থানে মধ্যম পুরুষের আদেশ হইয়াছে।।২।।

বৃহস্পতেঅতি য়দর্য্যোঅর্হাদ্ দ্যুমদ্বি ভাতি ক্রতুমজ্জনেষু।

য়দ্ দীদয়চ্ছৰসঽঋতপ্রজাত তদস্মাসু দ্রবিণং ধেহি চিত্রম্।।৩।।

যoঅo২৬মংo৩।

অন্নাৎ পরিস্রুতো রসং ব্রহ্মণা ব্যপিবৎ ক্ষত্রম্পয়ঃ সোমং প্রজাপতিঃ।

ঋতেন সত্যমিন্দ্রিয়ং বিপানঙ্ শুক্রমন্ধস ইন্দ্রস্যেন্দ্রিয়মিদং পয়োঽমৃতং মধু।।৪।।

যজুঃoঅo১৯ মংo৭৫।

ভাষ্যম্—(বৃহস্পতে) হে বৃহতাং বেদানাং পতে পালক! (ঋতপ্রজাত) বেদবিদ্যাপ্রতিপাদিত জগদীশ্বর! ত্বং (জনেষু) য়জ্ঞকারকেষু বিদ্বৎসু লোকলোকান্তরেষু বা, (ক্রতুমৎ) ভুয়াংসঃ ক্রতবো ভবন্তি য়স্মিংস্তৎ, (দ্যুমৎ) সত্যব্যবহারপ্রকাশো বিদ্যতে যস্মিংস্তৎ, (দীদয়চ্ছবসঃ) দানয়োগ্যং শবসো বলস্য প্রাপকং, (য়দর্য্যো অর্হাৎ) যেন বিদ্যাদিধনেন য়ুক্তঃ সন্, অর্য্যঃ স্বামী রাজা, বণিগ্জনো বা ধার্মিকেষু জনেষু (বিভাতি) প্রকাশতে, (চিত্রং) য়দ্ধনমদ্ভূতং (তদস্মাসু দ্রবিণং ধেহি) তদস্মদধীনং দ্রবিণং ধনং কৃপয়া ধেহীত্যনেন মন্ত্রেণেশ্বরঃ প্রার্থ্যতে।।৩।।

(ক্ষত্রং) য়ত্র য়দ্রাজকর্ম্ম ক্ষত্রিয়ো বা, (ব্রহ্মণা) বেদবিদ্ভিশ্চ সহ, (পয়ঃ) অমৃতাত্মকং, (সোমম্) সোমাদ্যোষধিসম্পাদিতং, (রসং) বুদ্ধ্যানন্দশৌর্য্যধৈর্য্যবল-পরাক্রমাদিসদ্গুণপ্রদং (ব্যপিবৎ) পানং করোতি, তত্র স সভাধ্যক্ষো রাজন্যঃ (ঋতেন) য়থার্থবেদবিজ্ঞানেন, (সত্যং) ধর্ম্মং রাজব্যবহারং চ, (ইন্দ্রিয়ং) শুদ্ধবিদ্যায়ুক্তং শান্তংংংংংংং মনঃ, (বিপানং) বিবিধরাজধর্ম্মরক্ষণং, (শুক্রং) আশুসুখকরং, (অন্ধসঃ) শুদ্ধান্নস্যেচ্ছাহেতুং (পয়ঃ) সর্বপদার্থসারবিজ্ঞানয়ুক্তং, (অমৃতং) মোক্ষসাধকং, (মধু) মধুরং সত্যশীলস্বভাবয়ুক্তং, (ইন্দ্রস্য) পরমৈশ্বর্য্যয়ুক্তস্য সর্বব্যাপকান্তর্য়ামিন ঈশ্বরস্য কৃপয়া, (ইন্দ্রিয়ং) বিজ্ঞানয়ুক্তং মনঃ প্রাপ্য (ইদং) সর্বং ব্যবহারিক পারমার্থিকং সুখং প্রাপ্নোতি। (প্রজাপতিঃ) পরমেশ্বর এবমাজ্ঞাপয়তি য়ঃ ক্ষত্রিয়ঃ প্রজাপালনাধিকৃতো ভবেৎ, স এবং প্রজাপালনং কুর্য্যাৎ। (অন্নাৎ পরিস্রুতঃ) স চামৃতাত্মকো রসোঽন্নাদ্

ভোজ্যাৎ পদার্থাৎ পরিতঃ সর্বতঃ শ্রুতশ্চ্যুতো যুক্তো বা কার্য্যঃ। য়থা প্রজায়ামত্যন্তং সুখং সিধ্যেৎ তথৈব ক্ষত্রিয়েণ কর্ত্তব্যম্।।৬।।

।। ভাষার্থ।।

(বৃহস্পতে) হে বেদবিদ্যা রক্ষক। (ঋত প্রজাত) (ও) বেদবিদ্যা দ্বারা প্রসিদ্ধ দ্বারা প্রসিদ্ধ জগদীশ্বর। আপনার (তদস্মাসু দ্রবিণং ধেহি) সত্য বিদ্যারূপ যে বহু প্রকারের (চিত্রং) অদ্ভুত ধন আছে, তাহা আমার মধ্যে কৃপা করিয়া স্থাপন করুন (অর্থাৎ আমাকে প্রদান করিতে আজ্ঞা হউক–অনুবাদক) ঐ অদ্ভুত ধন কীরূপ তাহাই এক্ষণে বর্ণিত হইতেছে–(জনেষু) বিদ্বান ও লোক লোকান্তরে (ক্রতুমৎ) যদ্দ্বারা বহু যজ্ঞ করিতে সমর্থ হওয়া যায়, (দ্যুমৎ) যদ্দ্বারা সত্য ব্যবহার প্রকাশের বিধান হয়, (শবসঃ) যাহা বলের রক্ষাকারী এবং (দীদয়ৎ) যাহা ধর্ম্ম ও স র্বপ্রকার সুখের প্রকাশকারী, তথা (য়দর্য়ো) যাহার ধর্ম্মযুক্ত ব্যবহার দ্বারা রাজা ও বৈশ্যগণ প্রাপ্ত হইয়া অর্থাৎ লাভ করিয়া, (বিগতি) ধর্ম্ম ব্যবহারে নিযুক্ত হয় অথবা যাহা ধার্ম্মিক পুরুষ মধ্যে প্রকাশমান হইয়া থাকে, এইরূপ সম্পূর্ণ বিদ্যাযুক্ত ধনকে আমাতে (হে পরমেশ্বর) নিরন্তর ধারণ করান (অর্থাৎ আমাকে প্রদান করুন)। এই মন্ত্র দ্বারা পরমেশ্বরের প্রার্থনা করা যায়।

(ক্ষত্রং) যাঁহারা রাজকর্মচারী বা ক্ষত্রিয় তাহারা সদা ন্যায় ব্যবহার দ্বারা (ব্রহ্মণা) বেদবিৎ পুরুষগণের সহিত মিলিত হইয়া রাজ্য পালন করিবেন, এইরূপে (পয়ঃ) অর্থাৎ যে অমৃতরূপী (সোমঃ) সোমলতাদি ঔষধির সারাংশ তথা (রসং) যে বুদ্ধি, আনন্দ, শূরতা, ধৈর্য্য ও পরাক্রমাদি উত্তম গুণের বৃদ্ধিকারক হইয়া থাকে, তাহাকে (ব্যপিবৎ) রাজপুরুষেরা অথবা প্রজাগণ বৈদ্যশাস্ত্রের রীত্যনুসারে পান করিয়া থাকেন, ঐ সকল সভাসদ্ এবং প্রজাগণ (ঋতেন) বেদবিদ্যা সম্যক জ্ঞাত হইয়া, (সত্যং) ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ (ইন্দ্রিয়ং) শুদ্ধবিদ্যাযুক্ত শান্ত স্বভাব, মন (বিপানং) ও যথাবৎ প্রজার রক্ষণ (শুক্রম্) ও যাহা শীঘ্র সুখদায়ক (অন্ধসঃ) শুদ্ধ অন্নের জন্য, ইচ্ছাযুক্ত (পয়ঃ) সকল পদার্থের সার, বিজ্ঞান সহিত (অমৃতং) মোক্ষ বিষয় জ্ঞানাদি সাধন, (মধু) মধুর বাণী ও শীতলাদি যে সকল শ্রেষ্ঠগুণ আছে, (ইদং) এই সমস্ত দ্বারা পরিপূরিত হইয়া, (ইন্দ্রস্য) সর্বৈশ্বর্য্যযুক্ত ব্যাপক ঈশ্বরের কৃপাবলে (ইন্দ্রিয়ং) বিজ্ঞান সকলকে (যেন) প্রাপ্ত হইতে সমর্থ হন। (প্রজাপতিঃ) এজন্য পরমেশ্বর সকল মনুষ্য ও রাজপুরুষদিগকে আজ্ঞা দিতেছেন যে, তোমরা পূর্বোক্ত ব্যবহার ও বিজ্ঞানবিদ্যাকে প্রাপ্ত হইয়া, ধর্ম্মযুক্ত পুরুষকার দ্বারা প্রজা পালন করিবে, এবং (অন্নাৎ পরিশ্রুতঃ) উক্ত অমৃতরূপ রসকে উত্তম ভোজ্য পদার্থের সহিত মিশ্রিত করিয়া যেন সেবন করিতে থাক, যদ্দ্বারা প্রজার মধ্যে সুখের বৃদ্ধি (প্রাপ্তি) হউক।।৪।।

শন্নো দেবীরভিষ্টয়আপো ভবন্তুপীতয়ে। শংয়োরভিস্রবন্তুনঃ।।৫।।

য০অ০ ৩৬ মং০ ১২।

কয়া নশ্চিত্রআ ভুবদূতী সদাবৃধঃ সখা। কয়া সচিষ্ঠয়া বৃতা।।৬।।

য০অ০২৭ মং০৩৯।

কেতুং কৃণ্বন্নকেতবে পেশো মর্য্যাঅপেশসে । সমুষদ্ভিরজায়থাঃ । ।৭ । ।

যo অo২৯ মংo ৩৭ ।

ভাষ্যম–‘(আপ্লু ব্যাপ্তৌ)’ অস্মাদ্ ধাতোরপ্ছব্দঃ সিধ্যতি, স নিয়তস্ত্রীলিঙ্গো বহুবচনান্তশ্চ । ‘দিবু’ ক্রীডাদ্যর্থঃ । (দেবীঃ) দেব্য আপঃ, সর্বপ্রকাশকঃ সর্বানন্দপ্রদঃ, সর্বব্যাপক ঈশ্বরঃ, (অভীষ্টয়ে) ইষ্টানন্দপ্রাপ্তয়ে, (পীতয়ে) পূর্ণানন্দভোগেন তৃপ্তয়ে, (নঃ) অস্মভ্যং (শং) কল্যাণকারিকা ভবন্তু, স ঈশ্বরো নঃ কল্যাণং ভাবয়তু প্রয়চ্ছতু । তা আপো দেব্যঃ স এবেশ্বরো, নোऽস্মাকমুপরি (শংয়োঃ) সর্বতঃসুখস্য বৃষ্টিং করোতু । অত্র প্রমাণম্–

য়ত্র লোকাংশ্চ কোশাংশ্চাপো ব্রহ্ম জনা বিদুঃ ।
অসচ্চ য়ত্র সচ্চান্তঃ স্কম্ভং তং ব্রূহি কতমঃ স্বিদেব সঃ ।

অথর্বoকাংo১oঅo৪বo২২ মংo১o । (=১o ।৭ ।১o)

অনেন বেদমন্ত্রপ্রমাণেনাপ্ছব্দেন পরমাত্মনো গ্রহণং ক্রিয়তে । তদ্যথা—

(আপো ব্রহ্ম জনা বিদুঃ) বিদ্বাংস আপো ব্রহ্মণো নামাস্তীতি জানন্তি । (য়ত্র লোকাংশ্চ কোশাংশ্চ) য়স্মিন্ পরমেশ্বরো সর্বান্ ভুগোলান্ নিধীংশ্চং, (অসচ্চ য়ত্র সচ্চ) য়স্মিংশ্চানিত্যং কার্য্যং জগদেতস্য কারণং চ স্থিতং জানন্তি । (স্কম্ভং তং ব্রূহি কতমঃ স্বিদেব সঃ) স জগদ্ধাতা সর্বেষাং পদার্থানাং মধ্যে কতমোऽস্তি, বিদ্বংস্ত্বং ব্রূহীতি পৃচ্ছ্যতে । (অন্তঃ) স জগদীশ্বরঃ সর্বেষাং জীবাদিপদার্থানামা-ভ্যন্তরেऽন্তর্য্যামিরূপেণাবস্থিতোऽস্তিস্তীতি ভবন্তো জানন্তু । ।৫ । ।

(কয়া) উপাসনারীত্যা (শচিষ্ঠয়া) অতিশয়েন সৎকর্ম্মানুষ্ঠানপ্রকারয়া, (বৃতা) শুভগুণেষু বর্ত্তমানয়া, (তয়া) সর্বোত্তমগুণালঙ্কৃতয়া সভয়া প্রকাশিতঃ, (চিত্রঃ) অদ্ভুতানন্তশক্তিমান্, (সদাবৃধঃ) সদানন্দেন বর্ধমান ইন্দ্রঃ পরমেশ্বরঃ, (নঃ) অস্মাকং (সখা) মিত্রঃ (আ ভুবৎ) য়থাভিমুখো ভূত্বা (ঊতী) স জগদীশ্বরঃ কৃপয়া সর্বদা সহায়করণেনাস্মাকং রক্ষকো ভবেৎ, তথৈবাস্মাভিঃ স সত্যপ্রেমভক্ত্যা সেবনীয় ইতি । ।৬ । ।

হে (মর্য্যা) মনুষ্যাঃ । (উষদ্ভিঃ) পরমেশ্বরং কাময়মানৈস্তদাজ্ঞায়াং বর্ত্তমানৈর্বিদ্বদ্ভির্য়ুষ্মাভিঃ সহ সমাগমে কৃতে সত্যেব, (অকেতবে) অজ্ঞানবিনাশায়, (কেতুং) প্রজ্ঞানম্, (অপেশসে) দারিদ্র্যবিনাশায়, (পেশঃ) চক্রবর্ত্তিরাজ্যাদিসুখসম্পাদকং ধনং চ (কৃণ্বন্) কুর্বন্ সন্ জগদীশ্বরঃ (অজায়থাঃ) প্রসিদ্ধো ভবতীতি বেদিতব্যম্ । ।৭ । ।

(ইতি গ্রন্থপ্রামাণ্যা প্রামাণ্য বিষয়ঃ)

। । ভাষার্থ । ।

(শন্নোদেবী) ‘‘আপ্লৃ ব্যাপ্তৌ’’ অর্থাৎ আপ্ল ধাতু ব্যাপ্তিঅর্থে ‘‘অপ্’’ শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে । এই ‘‘অপ্’’ শব্দ সর্বদা স্ত্রীলিঙ্গ ও বহুবচনান্ত । ‘‘দিবু’’ ধাতু ক্রীড়া আদি অর্থে ব্যবহৃত হয়, এই দিবু ধাতু হইতে ‘‘দেবী’’ শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে । (দেবীঃ) অর্থাৎ যে ঈশ্বর সর্বপ্রকাশক ও সর্বানন্দদায়ক (তথা যিনি) (আপঃ) অর্থাৎ সর্বব্যাপক অভিষ্টয়ে) ইষ্টানন্দ প্রাপ্তির জন্য (ও) (পীতয়ে) পূর্ণানন্দ ভোগ দ্বারা তৃপ্ত্যর্থে, (নঃ)

আমাদিগের সুখী করার জন্য (শং) কল্যাণকারী (ভবন্তু) হউন (অর্থাৎ মঙ্গল প্রদান করুন)। (তা আপো দেবাঃ) সেই সর্বব্যাপক ঈশ্বর (নঃ) আমাদিগের উপর (প্রতি) (শংয়ো) সুখকে (অভিস্রবন্তু) সর্বতোভাবে বর্ষণ করুন।

'আপ' শব্দ যে ব্রহ্মবাচক তাহার প্রমাণ এই যে, (আপো ব্রহ্ম জনা বিদুঃ) অর্থাৎ আপ শব্দ যে পরমাত্মার নামান্তর তাহা বিদ্বান পুরুষেরা জ্ঞাত আছেন, যেহেতু অথর্ববেদে লিখিত আছে, (য়ত্র লোকাংশ্চ কোশাংশ্চাপো ইত্যাদি) অর্থাৎ যাঁহাতে পৃথিব্যাদি সমস্ত লোক লোকান্তর ও সমস্ত পদার্থ স্থিত আছে (তথা) কোশাং যিনি জগতের কারণ স্বরূপ ভাণ্ডার, (অসচ্চ য়ত্র সচ্চ) অনিত্য কার্য্যরূপী জগৎ ও সমস্ত বস্তুর কারণ যাহাতে স্থিত আছে, অথবা যাহাতে অসৎ অদৃশ্যরূপ আকাশাদি ও সৎ স্থূল প্রকৃত্যাদি পদার্থ সকল বিদ্যমান্ রহিয়াছে, সেই ব্রহ্মের নাম অপ্। পুনশ্চ ঐ ব্রহ্মকে স্কম্ভও বলা যায়, (স্কভং তং ব্রূহি কতমঃ স্বিদেব সঃ) যিনি সব লোক-লোকান্তরকে ধারণ করিয়া আছেন তিনি কী বস্তু ? ইহার উত্তরে বলা হইয়াছে —

যিনি সমস্ত পৃথিব্যাদি লোক ও সমস্ত জীবের মধ্যে অন্তর্য্যামী রূপে ব্যাপ্ত হইয়া পরিপূর্ণ ভাবে বিরাজমান আছেন। হে জীব। তাহাকেই তুমি উপাস্য, পূজ্য, ও ইষ্টদেব বলিয়া জানিবে ও তাহাকেই তুমি নিজ অন্তঃকরণে অন্বেষণ করিবে।

(কয়া) অর্থাৎ যিনি (বেদানুযায়ী) রীত্যানুসারে উপাসনা দ্বারা তথা (সচিষ্ঠয়া) অতিশয় সৎ কর্ম্মানুষ্ঠান বলে (বৃতা) যে সত্যাদি শুভগুণের সহিত বর্ত্তমান অর্থাৎ সত্যাদি শুভগুণযুক্ত (কয়া) সর্বোত্তম গুণালঙ্কৃত ও সভা দ্বারা প্রকাশিত (চিত্র) এরূপ অদ্ভুত স্বরূপ (সদাবৃধঃ) সদানন্দময় ইন্দ্র অর্থাৎ ঐশ্বর্য্যবান্ পরমেশ্বর (নঃ) আপনি আমার আত্মাতে (আভুবৎ) প্রকাশিত হউন। তৎ পরে কীরূপে ঐ জগদীশ্বর আমার সদা সহায়ক হইয়া রক্ষা করিয়া থাকেন বা করিবেন তৎ বিষয় লিখিত হইতেছে, (উষদ্ভিঃ সমজায়থাঃ) অর্থাৎ হে অগ্নিস্বরূপ জগদীশ্বর। আপনার আজ্ঞায় যাহারা রমণ করিয়া থাকেন, তাঁহাদের দ্বারাই আপনি জ্ঞাত হন্ এবং ঐ সকল ধার্মিক পুরুষের অন্তঃকরণে আপনি উত্তমরূপে প্রকাশিত হইতে থাকুন।।৬।।

(ভাষ্যানুযায়ী ভাবার্থ দিতেছি যথা ঃ– উপরোক্ত শুভগুণযুক্ত জগদীশ্বর। আপনি কৃপাপূর্বক সর্বদা সহায় দ্বারা আমাদিগের সত্য, প্রেম ও ভক্তি দ্বারা সেবনীয় হইয়া থাকেন—অনুবাদক)।

হে বিজ্ঞান স্বরূপ তথা অজ্ঞান দূরকারী ব্রহ্মণ। আপনি (কেতুং কৃণ্বন) মনুষ্যের (অর্থাৎ আমাদিগের) আত্মাতে জ্ঞান প্রকাশ করিতে থাকুন (অর্থাৎ করুন)। তথা (অকেতবে) অজ্ঞান এবং (অপেশসে) দারিদ্রতা দূর করণার্থ বিজ্ঞান ধন ও চক্রবর্তী রাজ্যের ধর্ম্মাত্মাদিগকে দিতে থাকুন, প্রদান করুন য়দ্দ্বারা (মর্য্যাঃ) আপনার উপাসকগণ কদাপি দুঃখ প্রাপ্ত না হন।।৭।।

ইতি গ্রন্থপ্রামাণ্যাপ্রামাণ্যাবিষয়ঃ

অথাধিকারানধিকারবিষয়ঃ সংক্ষেপতঃ

বেদাদিশাস্ত্রপঠনে সর্বেষামধিকারোऽস্ত্যাহোস্বিন্নেতি ?
সর্বেষামস্তি। বেদানামীশ্বরোক্তত্বাৎ সর্বমনুষ্যোপকারার্থত্বাৎ সত্যবিদ্যাপ্রকাশকত্বাচ্চ। য়দ্যদ্ধি খলু পরমেশ্বররচিতং বস্ত্বস্তি, তত্তৎ সর্বং সর্বার্থমস্তীতি বিজানীমঃ। অত্র প্রমাণম্–

য়থেমাং বাচং কল্যাণীমাবদানি জনেভ্যঃ।
ব্রহ্মরাজন্যাভ্যাᳬं শূদ্রায় চার্য্যায় চ স্বায় চারণায়
প্রিয়ো দেবানাং দক্ষিণায়ৈ দাতুরিহ ভূয়াসময়ং মে কামঃ সমৃধ্যতামুপ মাদো নমতু।।১।। যo অo২৬ মং০২।।

ভাষ্যম্–অস্যাভিপ্রায়ঃ–পরমেশ্বরঃ সর্বমনুষ্যৈর্বেদাঃ পঠনীয়াঃ পাঠ্যা ইত্যাজ্ঞাং দদাতি। তদ্যথা–(য়থা) য়েন প্রকারেণ, (ইমাম্) প্রত্যক্ষভূতামৃগ্বেদাদিবেদচতুষ্টয়ীং, (কল্যাণীম্) কল্যাণসাধিকাং, (বাচম্) বাণীং, (জনেভ্যঃ) সর্বেভ্যা মনুষ্যেভ্যোऽর্থাৎ সকলজীবোপকারায় (আবদানি) আসমন্তাদ্ উপদিশানি, তথৈব সর্বৈর্বিদ্বদ্ভিঃ সর্বমনুষ্যেভ্যো বেদচতুষ্টয়ী বাগুপদেষ্টব্যেতি।

অত্র কশ্চিদেবং ব্রূয়াৎ—জনেভ্যো দ্বিজেভ্য ইত্যধ্যাহার্য্যং বেদাধ্যয়নাধ্যাপনে তেষামেবাধিকারত্বাৎ ?

নৈবং শক্যম্—উত্তরমন্ত্রভাগার্থবিরোধাৎ। তদ্যথা–কস্য কস্য বেদাধ্যয়ন-শ্রবণেऽধিকারোऽস্তী ত্যাকাঙ্খায়ামিদমুচ্যতে—

(ব্রহ্মরাজন্যাভ্যাং) ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়াভ্যাং, (অর্য্যায়) বৈশ্যায়, (শূদ্রায়), (চারণায়০ অতিশূদ্রায়ান্ত্যজায়, (স্বায়) স্বাত্মীয়ায় পুত্রায় ভৃত্যায় চ, সর্বৈঃ সৈষা বেদচতুষ্টয়ী শ্রাব্যেতি। (প্রিয়ো) দেবানাং দক্ষিণায়ৈ দাতুরিহ০) য়থাহমীশ্বরঃ পক্ষপাতং বিহায় সর্বোপকারকরণেন সহ বর্ত্তমানঃ সন্, দেবানাং বিদুষাং প্রিয়ঃ, দাতুর্দক্ষিণায়ৈ সর্বস্বদানায় প্রিয়শ্চ ভূয়াসং স্যাম্, তথৈব ভবদ্ভিঃ সর্বৈর্বিদ্বদ্ভিরপি সর্বোপকারং সর্বপ্রিয়াচরণং মত্বা সর্বেভ্যো বেদবাণী শ্রাব্যেতি। য়থায়ং (মে) মম কামঃ সমৃধ্যতে, তথৈবৈবং কুর্বতাং ভবতাম্ (অয়ং কামঃ সমৃধ্যতাম্) ইয়মিষ্টসুখেচ্ছা সমৃধ্যতাংসম্যক্ বর্দ্ধতাম্। য়থাদঃ সর্বমিষ্টসুখং মামুপনমতি, (উপ মাদো নমতু) তথৈব ভবতোऽপি সর্বমিষ্টসুখমুপনমতু সম্যক্ প্রাপ্নোত্বিতি।

ময়া যুষ্মভ্যময়মাশীর্বাদো দীয়ত ইতি নিশ্চেতব্যম্। য়থা ময়া বেদবিদ্যা সর্বার্থা প্রকাশিতা, তথৈব য়ুষ্মাভিরপি সর্বার্থোপকর্ত্তব্যা। নাত্র বৈষম্যং কিঞ্চিৎ কর্ত্তব্যমিতি। কুতঃ ? য়থা মম সর্বপ্রিয়াত্মা পক্ষপাতরহিতা চ প্রবৃত্তিরস্তি, তথৈব য়ুষ্মাভিরাচরণে কৃতে মম প্রসন্নতা ভবতি, নান্যথেতি। অস্য মন্ত্রস্যায়মেবার্থোऽস্তি। কুতঃ ? বৃহস্পতে অতিয়দর্য়ঃ, ইত্যুত্তরস্মিন্মন্ত্রে হীশ্বরার্থস্যৈব প্রতিপাদনাৎ।।১।।

।। ভাষার্থ।।

বেদাদি সত্যশাস্ত্রকে পরমেশ্বর সকল মনুষ্যেরই পাঠনীয়া করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, ইহার পঠন পাঠনের অধিকার মনুষ্যমাত্রেরই আছে। ঈশ্বরের সৃষ্টিতে কাহারও অনধিকার থাকিতে পারে না, যে কেহ ইচ্ছা বা চেষ্টা করিবে, তাহারই অধিকার আছে। যাহা কিছু ঈশ্বরের দ্বারা প্রকাশিত, তৎসমুদায়ই সকলের হিতার্থে রচিত হইয়াছে।

এক্ষণে কেহ কেহ এরূপ প্রশ্ন করিয়া থাকেন, যে নবীন গ্রন্থাদিতে ত্রিজাতি অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন জাতিই বেদাধিকার আছে, শূদ্রের আদৌ বেদে অধিকার নাই, বরং নিষেধ বিধিই দেখিতে পাওয়া যায়, বিশেষতঃ বেদশাস্ত্রের উপদেষ্টা হওয়া ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য বর্ণের অধিকার নাই।

এইরূপ কথন যে সর্বতোভাবে মিথ্যা, তাহা আমরা বর্ণবিভাগ বিষয়ে বর্ণন করিয়াছি, তথায় এইরূপ নির্ণীত হইয়াছে যে মূর্খকেই শূদ্র বলা যায়, অতিমূর্খের নাম অতিশূদ্র এবং এইরূপ লোকের পঠন পাঠনের যে নিষেধ আছে, তাহা এইরূপ বুঝিতে হয়। যথা, এই সকল লোকেরা এতদূর স্থূল বুদ্ধি বিশিষ্ট, যে তাহাদিগের আদৌ বিদ্যা গ্রহণের বুদ্ধি নাই, তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া আর না দেওয়া উভয়ই সমান। পরন্তু কোন বর্ণ বিশেষের বিদ্যা গ্রহণ বা মেধা সত্বেও তাহাকে বেদোপদেশ দেওয়া যাইবে না, এরূপ নহে।

প্রশ্ন–তবে কি স্ত্রী-শূদ্রাদির বাস্তবিকই বেদ পাঠের অধিকার আছে ?

উত্তর–হ্যাঁ সকলেরই আছে। দেখ, এই বিষয়ের যজুর্বেদের প্রমাণ দিতেছি যথা ঃ–

(য়থেমাং বাচং কল্যাণীং ইত্যাদি) এই মন্ত্রের অভিপ্রায় এইরূপ যে, ঈশ্বর এইরূপ আজ্ঞা দিতেছেন যে, হে মনুষ্যগণ ! যেরূপে আমি তোমাদিগকে ঋগ্বেদাদি চারি বেদের কল্যাণীয় বাক্যে উপদেশ দিতেছি, তদ্রূপ তোমরাও উক্ত বেদ শাস্ত্র স্বয়ং পঠন করিয়া সকল মনুষ্যকে পাঠ ও শ্রবণ করাইবে, যেহেতু এই চারি বেদরূপ বাণী সকলেরই কল্যাণকারী হইয়া থাকে, (আবদানি জনেভ্যঃ) যেরূপ আমি সকলের জন্য বেদশাস্ত্রের উপদেশ করিয়াছি, তদ্রূপ তোমরাও করিতে থাক। এস্থলে কেহ কেহ এরূপ কুতর্ক করিতে পারেন, যে (জনেভ্যঃ) এই শব্দে দ্বিজাতিরই গ্রহণ করা কর্ত্তব্য, যেহেতু যেস্থানে কোন সূত্র বা স্মৃতিতে বেদাধিকার বিষয় লিখিত আছে, তথায় দ্বিজাতিরই অধিকার বিষয় লিখিত হইয়াছে।

এই তর্কের মীমাংসার্থে ঐ বেদ মন্ত্রেই স্পষ্ট মনুষ্যমাত্রকেই এই বেদবাণীর উপদেশ দিবার বিধান দিতেছেন যথা ঃ–

(ব্রহ্মরাজন্যাভ্যাꣳ শূদ্রায় চার্য্যায় চ স্বায় চারণায়) অর্থাৎ কাহার কাহার বেদাধ্যয়ন ও বেদাদি শ্রবণের অধিকার আছে তাহাই বলিতেছেন, এই বেদাধিকার সমানরূপে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, আর্য্য অর্থাৎ বৈশ্য, শূদ্র, পুত্র, ভৃত্য ও অতিশূদ্রকেও প্রদান করা যায়। যেহেতু এই বেদ ঈশ্বর দ্বারা প্রকাশিত। যাহা সত্য বিদ্যার পুস্তক, তাহা সকলেরই হিতকারক হইয়া থাকে, এবং ঈশ্বর রচিত পদার্থের দায়ভাগী মনুষ্যমাত্রেই হইয়া থাকে,

এজন্য উহার পঠন পাঠন বা শ্রবণ শ্রাবণ করা মনুষ্যমাত্রেরই কর্ত্তব্য। যেহেতু উক্ত দ্রব্য (বেদশাস্ত্র) সকলেরই পিতার দ্রব্য, (অর্থাৎ পরমাত্মা যিনি সকলের পিতাস্বরূপ, বেদ তাঁহারই ধন বা সাক্ষাৎ জ্ঞানস্বরূপ) এজন্য মনুষ্যমাত্রেই যখন তাঁহার পুত্রস্বরূপ, তখন উহা পাইবার অধিকার সকলেরই আছে। (অর্থাৎ সকলেই উহার দায়ভাগী—অনু০)। (প্রিয়ো দেবানাং) পুনঃ পরমেশ্বর বলিতেছেন যে, যেরূপ আমি বেদরূপ সত্যবিদ্যার উপদেশ দিয়া বিদ্বানগণের প্রিয় হইয়া থাকি তদ্রূপ তোমরাও পক্ষপাত রহিত হইয়া বেদবিদ্যা সকলকে শ্রবণ করাইয়া অর্থাৎ উপদেশ দিয়া সকলের প্রিয় হও। (অয়ং মে কামঃ সমৃধ্যতাম্) যেরূপ এই বেদ প্রচার রূপ আমার (প্রিয়) ইচ্ছা সংসার মধ্যে যথাবৎ প্রচারিত হইতেছে, এইরূপ তোমরাও বেদপ্রচার করিতে ইচ্ছা করিবে, যদ্দ্বারা উক্ত বিদ্যা ভবিষ্যতে সকলের নিকট প্রকাশিত হইতে থাকুক (উপ মাদো নমতু) যেরূপ আমাতে অনন্ত বিদ্যা থাকার জন্য সর্বপ্রকার সুখ বিদ্যমান আছে, (অতএব) যেজন উক্ত বিদ্যা গ্রহণ ও তাহার প্রচার করিবেন, তিনিও মোক্ষ তথা ইহসংসারে সুখপ্রাপ্ত হইবেন।

ইহাই উপরোক্ত মন্ত্রের প্রকৃতার্থ, যেহেতু ইহার পর মন্ত্রে, 'বৃহস্পতে অতি য়দর্য়্য'। ইত্যাদিতে পরমেশ্বরকেই গ্রহণ করা হইয়াছে। অতএব জানিবে যে সকলেরই বেদাধিকার আছে।

বর্ণাশ্রমা অপি গুণকর্ম্মাচারতো হি ভবন্তি। অত্রাহ মনুঃ—

শূদ্রো ব্রাহ্মণতামেতি ব্রাহ্মণশ্চৈতি শূদ্রতাম্।
ক্ষত্রিয়াজ্জাতমেবন্তু বিদ্যাদ্ বৈশ্যাৎ তথেব চ।।১।। মনু০অ০১০শ্লো০৬৫।

ভাষ্যম্–শূদ্রঃ পূর্ণবিদ্যাসুশীলতাদিব্রাহ্মণগুণয়ুক্তশ্চেদ্ ব্রাহ্মণতামেতি, ব্রাহ্মণভাবং প্রাপ্নোতি, য়োঽস্তি ব্রাহ্মণস্যাধিকারস্তং সর্বং প্রাপ্নোত্যেব। এবমেব কুচর্য়্যাঽধর্মাচরণনির্বুদ্ধিমূর্খত্বপরাধীনতাপরসেবাদিশূদ্রগুণৈর্য়ুক্তো ব্রাহ্মণশ্চেৎ স শূদ্রতামেতি শূদ্রাধিকারং প্রাপ্নোত্যেব। এবমেব ক্ষত্রিয়াজ্জাতং ক্ষত্রিয়াদুৎপন্নং বৈশ্যাদুৎপন্নং প্রতি চ য়োজনীয়ম্। অর্থাদ্যস্য বর্ণস্য গুণৈর্য়ুক্তো য়ো বর্ণঃ স তত্তদধিকারং প্রাপ্নোত্যেব। এবমেবাপস্তম্বসূত্রেঽপ্যস্তি—

ধর্ম্মচর্য্যয়া জঘন্যো বর্ণঃ পূর্বং পূর্বং বর্ণমাপদ্যতে জাতিপরিবৃত্তৌ।।১।।
অধর্ম্মচর্য্যয়া পুর্বো বর্ণো জঘন্যং জঘন্যং বর্ণমাপদ্যতে জাতিপরিবৃত্তৌ।।২।।

(আপ০ ধর্মসুত্র) প্র০২ পটল০৫।খং০১১ সূ০১০,১১।

ভাষ্যম্–সত্যধর্ম্মাচরণেনৈব শূদ্রো, বৈশ্যং ক্ষত্রিয়ং ব্রাহ্মণং চ বর্ণমাপদ্যতে, সমন্তাৎ প্রাপ্নোতি সর্বাধিকারমিত্যর্থঃ। জাতিপরিবৃত্তাবিত্যুক্তে জাতের্বর্ণস্য পরিতঃ সর্বতো যা বৃত্তিরাচরণং তৎসর্বং প্রাপ্নোতীতি।।১।।

এবমেবসলক্ষণেনাধর্ম্মাচরণেরণেন পূর্বো বর্ণো ব্রাহ্মণো জঘন্যং স্বস্মাদধঃ স্থিতং ক্ষত্রিয়ং বৈশ্যং শূদ্রং চ বর্ণমাপদ্যতে, জাতিপরিবৃত্তৌ চেতি পূর্ববৎ। অর্থাদ্ ধর্ম্মাচরণমেবোত্তমবর্ণাধিকারে কারণমস্তি। এবমেবাধর্মাচরণং কনিষ্ঠবর্ণাধিকার-প্রাপ্তেশ্চেতি।।২।।

যত্র যত্র শূদ্রো নাধ্যাপনীয়ো ন শ্রাবণীয়শ্চেত্যুক্তং তত্রায়মভিপ্রায়ঃ–শূদ্রস্য প্রজ্ঞাবিরহত্বাদ্ বিদ্যাপঠনধারণবিচারাসমর্থত্বাৎ তস্যাধ্যাপনং শ্রাবণং ব্যর্থমেবাস্তি, নিষ্ফলত্বাচ্চেতি।। (ইতি সংক্ষেপতোহধিকারানধিকার বিষয়ঃ)

।। ভাষার্থ।।

বর্ণাশ্রমও যে গুণ, কর্ম্ম ও আচরণানুযায়ী হইয়া থাকে, তদ্বিষয়েরও প্রমাণ মনুস্মৃতিতে লিখিত আছে, যথা ঃ– (শূদ্রো ব্রাহ্মণতামেতি ইত্যাদি) শূদ্র, ব্রাহ্মণ হয়, ও ব্রাহ্মণও শূদ্র হইয়া যান, অর্থাৎ গুণ কর্মের অনুকুলে যদি ব্রাহ্মণ সন্তান তদ্বর্ণের উপযুক্ত হন, তবেই তিনি ব্রাহ্মণ বর্ণের যোগ্য হইয়া থাকেন, পরন্তু যে ব্রাহ্মণ সন্তান ক্ষত্রিয় বৈশ্য বা শূদ্রের ন্যায় গুণ কর্ম্মানুসারে আচরণ করেন, তিনি তদ্ বর্ণস্থ হইয়া যান। এইরূপে যদি শূদ্রের সন্তান মূর্খ হয়, তবে সে আজীবন শূদ্র বর্ণেই থাকে, তাহার আর উন্নতি হয় না–পরন্তু যদি সে উত্তম গুণকর্মযুক্ত হয়, তবে যথাযোগ্য গুণকর্মানুসারে সেই শূদ্র, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় অথবা বৈশ্য হইবার যোগ্য হন, (অর্থাৎ যেরূপ গুণকর্ম্মানুসারে উপযুক্ত হইবেন, তদনুযায়ী বর্ণত্ব বা অধিকার প্রাপ্ত হইবার যোগ্য হইবেন–অনুবাদক।) এইরূপে অপরাপর বর্ণ বিষয়ও জ্ঞাত হইবে। এক্ষণে বিচার করা কর্ত্তব্য যে, যদি শূদ্রাদির (আদৌ) বেদাধিকার না থাকিত, তবে সে কীরূপে শূদ্র হইতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যের অধিকার প্রাপ্ত হইতে সমর্থ হইত। অতএব নিশ্চয় বুঝা যাইতেছে যে পঁচিশ বর্ষ বয়ঃক্রমে কোনোলাক কীরূপ বর্ণের অধিকারী, তাহা যথাবৎ জানিতে পারা যায়, কারণ পঁচিশ বর্ষ বয়স পর্য্যন্ত মনুষ্যের বুদ্ধির বৃদ্ধি হইতে থাকে। এজন্য উক্ত সময় মানবের গুণকর্ম স্বভাবের যথাবৎ পরীক্ষা করিয়া বর্ণাধিকার দেওয়া কর্ত্তব্য।

পুনশ্চ আপস্তম্ব সূত্রেও এইরূপ লেখা আছে যে (ধর্ম্মচর্য্যয়া ইত্যাদি) অর্থাৎ ধর্মাচরণ করিলে নীচ বর্ণস্থ লোকেও পূর্ব পূর্ব বর্ণের অধিকারক অর্থাৎ ক্রমিক উচ্চ পদকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এইরূপ অধিকার কেবল বাচনীক অধিকার নহে, পরন্তু যে যে বর্ণে যেরূপ গুণকর্ম্মানুযায়ী হওয়া আবশ্যক তাহা সম্পন্ন হইলে তাহাকে তদনুযারী (আপদ্যতে জাতি পরিবৃত্তৌ) যথাবৎ বর্ণ প্রাপ্তি হয় (অর্থাৎ তখন তিনি তৎবর্ণ ভুক্ত হন–অনুবাদক)।।১।।

এইরূপে (অধর্মচর্য্যায়া) অধর্মাচরণ করিলে পূর্ব পূর্ব বর্ণ নীচ নীচ বর্ণের অধিকার প্রাপ্ত হন, (বর্ণত্বতে)। অতএব সিদ্ধ হইতেছে যে, বেদের পঠন পাঠন এবং স্রবণ শ্রাবণের সমান অধিকার মনুষ্যমাত্রেরই রহিয়াছে।

ইতি সংক্ষেপতঃ অধিকারানধিকারবিষয়ঃ।

অথ পঠনপাঠনবিষয়ঃ সংক্ষেপতঃ

তত্রাদৌ পঠনস্যারম্ভে শিক্ষারীত্যা স্থানপ্রয়ত্নস্বরজ্ঞানায়াক্ষরোচ্চারণোপদেশঃ কর্ত্তব্যঃ। য়েন নৈব স্বরবর্ণোচ্চারণজ্ঞানবিরোধঃ স্যাৎ। তদ্যথা–'প' ইত্যস্যোচ্চারণমোষ্ঠৌ সংয়োজ্যৈব কার্য্যম্। অস্যৌষ্ঠৌ স্থানং, স্পৃষ্টঃ প্রয়ত্ন ইতি বেদ্যম্। এবমেব সর্বত্র।

অত্র মহাভাষ্যকারঃ পতঞ্জলিমুহামুনিরাহ –

দুষ্টঃ শব্দঃ স্বরতো বর্ণতো বা মিথ্যাপ্রয়ুক্তো ন তমর্থমাহ।
স বাগ্বজ্রো য়জমানং হিনস্তি য়থেন্দ্রশত্রুঃ স্বরতোঽপরাধাৎ।।১।।

মহাভা০অ০১পা০১আ০১।।

ভাষ্যম্—নৈব স্থানপ্রয়ত্নয়োগেন বিনোচ্চারণে কৃতেঽক্ষরাণাং য়থাবৎ প্রকাশঃ পদানাং লালিত্যং চ ভবতি। য়থা গানকর্ত্তা ষড্জাদিস্বরালাপনেঽন্যথোচ্চারণং কুর্য্যাচ্চেৎ স, তস্যৈবাপরাধো ভবেৎ, তদ্বদ্ বেদেষ্বপি প্রয়ত্নেন সহ স্বস্বস্থানে খলু স্বরবর্ণোচ্চারণং কর্ত্তব্যম্। অন্যথা দুষ্টঃ শব্দো দুঃখদোঽনর্থকশ্চ ভবতি। য়থাবদুচ্চারণ মুল্লঙ্ঘ্যোচ্চারিতে শব্দে বক্তুরপরাধ এব বিজ্ঞায়তে—ত্বং মিথ্যাপ্রয়োগং কৃতবানিতি। নৈব স মিথ্যাপ্রযুক্তঃ শব্দস্তমভিপ্রেতমর্থমাহ। তদ্যথা–

সকলম্–শকলম্ সকৃৎ,–শকৃদিতি। সকলশব্দঃ সম্পূর্ণার্থবাচী। শকল ইতি খণ্ডবাচী চ। এবং সকৃদিত্যেকবারার্থবাচী। শকৃদিতি মলার্থবাচী চ অত্র সকারোচ্চারণে কর্ত্তব্যে শকারোচ্চারণং ক্রিয়তে চেদ্, এবং শকারোচ্চারণে কর্ত্তব্যে সকারোচ্চারণং চ, তদা স শব্দঃ স্ববিষয়ং নাভিধত্তে। স বাগবজ্রো ভবতি। য়মর্থম্মিত্বোচ্চারণং ক্রিয়তে, স শব্দস্তদভিপ্রায়নাশকো ভবতি। তদ্বক্তারং য়জমানং তদধিষ্ঠাতারং চ হিনস্তি, তেনার্থেন হীনং করোতি। য়থেন্দ্রশত্রুরয়ং শব্দঃ স্বরস্যাপরাধাদ্ বিপরীতফলো জাতঃ। তদ্যথা –

ইন্দ্রঃ সূর্য়লোকস্তস্য শত্রুরিব মেঘঃ। অত্র ইন্দ্রশত্রুশব্দে তৎপুরুষসমা-সার্থমন্তোদাত্তে কর্ত্তব্যে আদ্যুদাত্তকরণাদ্ বহুব্রীহি সমাসঃ কৃতো ভবতি। অস্মিন্ বিষয়ে তুল্যয়োগিতালঙ্কারেণ মেঘসূর্য্যয়োর্বর্ণনং কৃতমিতি, ততোঽর্থবৈপরীত্যং জায়তে। উত্তরপদার্থপ্রধানস্তৎপুরুষোঽন্যপদার্থপ্রধানো বহুব্রীহিঃ সমাসো ভবতি। তত্র য়স্যেচ্ছা সূর্য্যস্য গ্রহণেঽস্তি, তেনেন্দ্রশত্রুশব্দঃ কর্মধারয়সমাসেনান্তোদাত্ত উচ্চারণীয়ঃ। য়স্য চ মেঘস্য, তেন বহুব্রীহিসমাসমাশ্রিত্যাদ্যুদাত্তস্বরশ্চেতি নিয়মোঽস্তি। অত্রান্যাথাত্বে কৃতে মনুষ্যস্য দোষ এব গণ্যতে। অতঃ করণাৎ স্বরোচ্চারণং বর্ণোচ্চারণং চ য়থাবদেব কর্ত্তব্যমিতি।।১।।

।। ভাষার্থ।।

পঠন পাঠন আদি বিষয়ে পুত্র ও কন্যাদিগকে এরূপ শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য, যেন তাহারা যথাস্থান ও প্রযত্ন দ্বারা বর্ণ সকলকে এরূপভাবে উচ্চারণ করিবেন, যেন তাহা সকলের শ্রবণ প্রিয় হয়, যেরূপ (প) ইহার উচ্চারণ সময়ে দুই প্রকারের জ্ঞান (বা দৃষ্টি) রাখা কর্ত্তব্য, যথা ঃ– ১ম স্থান ও ২য় প্রযত্ন। পকারের উচ্চারণ ওষ্ঠ দ্বারা হইয়া থাকে এবং দুইটি ওষ্ঠকে সম্পূর্ণরূপে মিলিত করিয়া উচ্চারণ করা হয়। ইহার ওষ্ঠ

স্থান এবং স্পৃষ্ট প্রযত্ন করিতে হয় ইহা জানিবে। এইরূপে যদি কোন অক্ষরের স্থানে কোন স্বর অথবা ব্যঞ্জন বর্ণ মিশ্রিত বা যুক্ত থাকে, তবে তাহারও সেই সেই স্থানে প্রযত্ন দ্বারা উচ্চারণ করা কর্ত্তব্য। এই সমস্ত বিষয়ের বিধান ব্যাকরণ ও শিক্ষাগ্রন্থে লিখিত আছে।

এই বিষয় পতঞ্জলি ঋষি, যিনি মহাভাষ্য প্রণয়ন করিয়াছেন, তিনি বলেন যে, স্বর ও বর্ণের উচ্চারণ যথারীতি না হইয়া বিপরীতরূপে উচ্চারিত হইলে উক্ত শব্দকে দুষ্ট (শব্দ) বলা হয়। অর্থাৎ তদ্দ্বারা মূল বা প্রকৃতার্থ জ্ঞাত হওয়া যায় না, পুনশ্চ, (স বাগ্বজ্রো০) যেরূপ স্থান ও প্রযত্নের যোগ বিনা, শব্দের উচ্চারণ প্রসন্নতা উৎপাদন করে না ও অর্থের অভিপ্রায় বুঝিতে দেয় না (অর্থাৎ যেরূপ শ্রবণ মধুর হয় না এবং তাহার অর্থও জ্ঞাত হওয়া যায় না—অনুবাদক) তদ্রূপ স্বরের বিপরীত উচ্চারণে গানবিদ্যাও সুন্দর (শ্রবণপ্রিয়) হয় না, এবং যদি গায়ক ষড্‌জাতি স্বরের উচ্চারণ যথাস্থানে যথারীত্যনুসারে না করেন, তবে তিনি যেরূপ অপরাধী হন, তদ্রূপ বেদাদি গ্রন্থেও স্বর ও বর্ণের উচ্চারণ (যথারীতি) যত্নসহকারে করা কর্ত্তব্য, এবং যদি উহাকে বিপরীতভাবে উচ্চারণ করা যায়, তবে তাহাকে (দুষ্ট শব্দ) অর্থাৎ দুঃখদায়ক শব্দ বলা হয় এবং মিথ্যা বলিয়া জ্ঞান করা যায়। যদি কোন শব্দের যথাবৎ উচ্চারণ না করিয়া উহার বিপরীত উচ্চারণ করা হয়, তবে ঐ দোষ, উচ্চারণকারীর বলাও গণ্য করা হয়, এবং (তখন) বিদ্বান পুরুষেরা উক্ত ভ্রম জন্য, উচ্চারণকারীকে বলিয়া থাকেন যে, তুমি এই (অমুক) শব্দ উত্তমরূপে (য়থার্থরূপে) উচ্চারণ কর নাই, এজন্য তোমার অভিপ্রায় যথার্থরূপে বলা বা বুঝা যাইতে পারে না।

যথা সকল এবং শকল এই দুই শব্দ মধ্যে ভেদ দর্শন কর। অর্থাৎ যদি দন্ত সকারকে তালব্য শকারের ন্যায় কেহ উচ্চারণ করে অথবা তালব্য শকারকে দন্ত সকারের ন্যায় উচ্চারণ করে, অথবা তালব্য শকারকে দন্ত সকারের ন্যায় উচ্চারণ বা (লিখিত) হইলে সমুদায়বাচক হইয়া থাকে, পরন্তু ঐ সকল শব্দকে তালব্য শকারের ন্যায় উচ্চারণ করিলে ঐ সকল শব্দ (সমুদায়ের বিপরীত) অর্থাৎ খণ্ড বাচক হইয়া যায়। এইরূপে সকৃৎ এবং শকৃৎ এই দুই শব্দে যদি দন্ত্য সকার দিয়া উচ্চারণ করা যায়, তবে প্রথম ক্রিয়া বুঝায়, পরন্তু ঐ শব্দ তালব্য শকার দিয়া তালব্য শকারের স্বরে উচ্চারণ করিলে তখন ঐ শব্দ বিষ্টা বাচক হইয়া থাকে। অতএব শব্দের উচ্চারণ যথাবৎ করিলেই যথার্থ অর্থ জ্ঞাত হইতে পারা যায়, পরন্তু বিপরীতভাবে উচ্চারণ করিলে বজ্রের ন্যায় বক্তার অভিপ্রায়ের নাশকারী হয় (অর্থাৎ বুঝিতে পারা যায় না—অনুবাদক)। অর্থাৎ শব্দ উচ্চারণকালে যথারীতি শব্দ উচ্চারিত না হইলে উচ্চারণকারীর দোষ বলা যায়।

যেরূপ ইন্দ্র শক্রঃ এস্থানে ইকারে উদাত্তস্বর দ্বারা উচ্চারণ করিলে বহুব্রীহি সমাস্ হইয়া যায় ও এক প্রকার পদার্থের বোধক হয়, পরন্তু ঐ ইকার অনুদাত্ত স্বরে উচ্চারণ করিলে তৎপুরুষ সমাস হয় ও অন্য পদার্থের বোধক হইয়া থাকে। সূর্য্যকে ইন্দ্র ও মেঘকে বৃত্তাসুর বলা যায়। ইহার সম্বন্ধে বৃত্রাসুর অর্থাৎ মেঘের বর্ণন,

তুল্যযোগিতালঙ্কার দ্বারা করা হইয়াছে। যদি ইন্দ্র অর্থাৎ সূর্য্যের উত্তমতা বুঝাইবার আবশ্যক হয়, তবে সমস্ত পদ স্থানে অন্তোদাত্ত স্বরের উচ্চারণ করিবে। আর যদি মেঘের বৃদ্ধি বুঝাইবার আবশ্যক হয়, তবে সমস্ত পদের আদ্যুদাত্ত উচ্চারণ করিবে। অতএব স্বরের উচ্চারণ যথাবৎ করা কর্ত্তব্য। ।১। ।

তথা ভাষণশ্রবণাসনগমনোত্থানভোজনাধ্যয়নবিচারার্থয়োজনাদীনামপি শিক্ষা কর্ত্তব্যৈব। অর্থজ্ঞানেন সহৈব পঠনে কৃতে পরমোত্তমং ফলং প্রাপ্নোতি। পরন্তু য়ো ন পঠতি তস্মাৎ ত্বয়ং পাঠমাত্রকার্য্যপ্যুত্তমো ভবতি। য়স্তু খলু শব্দার্থসম্বন্ধবিজ্ঞান-পুরস্সরমধীতে স উত্তমতরঃ। য়শ্চৈবং বেদান্ পঠিত্বা বিজ্ঞায় চ শুভগুণকর্ম্মাচরণেন সর্বোপকারী ভবতি, স উত্তমতমঃ। অত্র প্রমানানি—

ঋচো অক্ষরে পরমে ব্যোমন্ য়স্মিন্ দেবা অধি বিশ্বে নিষেদুঃ।

যস্তন্ন বেদ কিমৃচা করিষ্যতি য ইত্তদ্বিদুস্ত ইমে সমাসতে। ।২। ।

ঋ০ মণ্ডল ১। সূ০ ১৬৪। মং০ ৩৯।

স্থাণুরয়ং ভারহারঃ কিলাভূদধীত্য বেদং ন বিজানাতি য়োঽর্থম্।

যোঽর্থজ্ঞ ইৎসকলং ভদ্রমশ্নুতে নাকমেতি জ্ঞানবিধূতপাপ্মা। ।৩। ।

য়দ্ গৃহীতমবিজ্ঞাতং নিগদেনৈব শব্দ্যতে।

অনগ্নাবিব শুষ্কৈধো ন তজ্জ্বলতি কর্হিচিৎ। ।৪। ।

নিরু০অ০১।খং০১৮। ।

উত ত্বঃ পশ্যন্ন দদর্শ বাচমুত ত্বঃ শৃণ্বন্ন শৃণোত্যেনাম্।

উতো ত্বস্মৈ তন্বং ১ বি সস্রে জায়েব পত্য উশতী সুবাসাঃ। ।৫। ।

উত ত্বং সখ্যে স্থিরপীতমাহুর্নৈ নং হিন্বন্ত্যপি বাজিনেষু।

অধেন্বা চরতি মাযযৈষ বাচং শুশ্রুবাং অফলামপুষ্পাম্। ।৬। ।

খ০মণ্ড০১০ সূ০ ৭১ মং ৪, ৫।

ভাষ্যম্—অভিপ্রায়ঃ অত্রার্থজ্ঞানেন বিনাঽধ্যায়নস্য নিষেধঃ ক্রিয়ত ইতি।

(ঋচো অক্ষরে০) য়স্মিন্ বিনাশরহিতে পরমোৎকৃষ্টে ব্যোমবদ্ ব্যাপকে ব্রহ্মণি চত্বারো বেদাঃ পর্য্যবসিতার্থাঃ সন্তি। ঋগুপলক্ষণং চতুর্ণাং বেদানাং গ্রহণার্থম্। তৎ কিম্ ? ব্রহ্মেতি অত্রাহ—য়স্মিন্ বিশ্বেদেবাঃ–সর্বে বিদ্বাংসো মনুষ্যা ইন্দ্রিয়াণি চ, সূর্য্যাদয়শ্চ সর্বে লোকা, অধিনিষেদুর্য়দাঽঽধারেণী নিষন্নাঃ স্থিতাস্তদ্ ব্রহ্ম বিজ্ঞেয়ম্। (য়স্তং ন বেদ০) য়ঃ খলু তং' ন জানাতি, সর্বোপকারকরণার্থায়ামীশ্বরাজ্ঞায়াং য়থাবন্ন বর্ত্ততে, স পঠিতয়াঽপি ঋচা বেদেন কিং করিষ্যতি। নৈবায়ং কদাচিদ্ বেদার্থ

বিজ্ঞানজাতং কিমপি ফলং প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ। (য় ইত্তদ্বিদুস্ত ইমেসমাসতে) য়ে চৈবং তদ্ ব্রহ্ম বিদুস্ত এব ধর্মার্থকামমোক্ষ খ্যং ফলং সম্যক্ প্রাপ্নুবন্তি। তস্মাৎ সার্থকমেব বেদাদীনামধ্যয়নং কর্ত্তব্যম্।।২।।

(স্থাণুরয়ং০) যঃ পুরুষো বেদমধীত্য পাঠমাত্রং পঠিত্বাऽর্থং ন জানাতি, তং বিজ্ঞায়াऽপি ধর্ম্মং নাচরতি, স মনুষ্যঃ স্থাণূঃ কাষ্ঠস্তম্ভবদ্ ভবতি, অর্থাজ্জড়বৎ বিজ্ঞেয়ো ভারবাহশ্চ। য়থা কশ্চিন্মনুষ্যঃ পশুশ্চ ভারমাত্রং বহংস্তন্নভূঙ্‌ক্তে, কিন্তু তেনোঢং ঘৃতমিষ্টকস্তূরীকেশরাদিকং কশ্চিদ্ ভাগ্যবানন্য মনুষ্যো ভুঙ্‌ক্তে। য়োऽর্থবিজ্ঞান-শূন্যমধ্যয়নং করোতি স ভারবাহবৎ (কিলাভূৎ) ভবতীতি মন্তব্যম্। (য়োऽর্থজ্ঞ০) য়োऽর্থস্য জ্ঞাতা, বেদানাং শব্দার্থসম্বন্ধবিদ্ ভূত্বা ধর্মাচরণো ভবতি, স বেদার্থজ্ঞানেন (বিধূতপাপ্মা) পাপরহিতঃ সন্ মরণাৎ প্রাগেব, সকলং সম্পূর্ণং ভদ্রং ভজনীয়ং সুখং, অশ্নুতে প্রাপ্নোতি। পুনশ্চ শরীরং ত্যক্ত্বা নাকমেতি সর্বদুঃখরহিতং মোক্ষাখ্যং ব্রহ্মপদং প্রাপ্নোতি। তস্মাদ্ বেদানামর্থজ্ঞানধর্মানুষ্ঠানপূর্বকমেবাধ্যয়নং কর্ত্তব্যম্।।৩।।

(য়দ্ গৃহীতমবিজ্ঞাতং) য়েন মনুষ্যগণ য়দর্থজ্ঞানশূন্যং বেদাদ্যধ্যয়নং ক্রিয়তে, কিংতু (নিগদনৈব) পাঠমাত্রেণৈব (শব্দ্যতে) কথ্যতে, তৎ (কর্হিচিৎ) কদাচিদপি (ন জ্বলতি) ন প্রকাশতে। কস্মিন্ কিমিব ? (অনগ্নাবিব শুষ্কৈধঃ) অবিদ্যামানাগ্নিকে স্থলে শুষ্কং সম্প্রাপ্তং প্রজ্বলনমিন্ধনমিব। য়থাऽনগ্নৌ শুষ্কাণাং কাষ্ঠানাং স্থাপনেনাপি দাহপ্রকাশা ন জায়ন্তে তাদৃশমেব তদধ্যয়নমিতি।।৪।।

(উত ত্বঃ পশ্যন্ন দদর্শ০) অপি খল্বেকো বাচং শব্দং পশ্যন্নর্থং ন পশ্যতি। (উত ত্বঃ শৃণ্বন্ন শৃণোত্যেনাম্) উ ইতি বিতর্কে, কশ্চিন্মনুষ্যো বাচং শব্দমুচ্চারযন্নপি ন শৃণোতি তদর্থং ন জানাতি। যথা তেনোচ্চারিতা শ্রুতাऽপি বাক্ অবিদিতা ভবতি, তথৈবাऽর্থজ্ঞানবিরহমধ্যয়নমিতি মন্ত্রাऽর্দ্ধেনাবিদ্বল্লক্ষণমুক্তম্। (উতো ত্বস্মৈ) যো মনুষ্যোऽর্থজ্ঞানপূর্বকং বেদানামধ্যয়নং করোতি, তস্মৈ (বাক্) বিদ্যা (তন্বং) শরীরং স্বস্বরূপং (বিসস্রে) বিবিধতয়া প্রকাশয়তি। কস্মৈ কা কিং কুর্বতীব ? (জায়েব পত্য উশতী সুবাসাঃ) যথা শোভনানি বাসাংসি বস্ত্রাণি ধারয়ন্তী, পতিং কাময়মানা স্ত্রী স্বস্বামিনে স্বমাত্মানং শরীরং প্রকাশয়তি, তথৈবাऽর্থজ্ঞানপূর্বকাধ্যয়নকত্রে মনুষ্যায় বিদ্যা স্বমাত্মানং স্বস্বরূপমীশ্বরমারভ্য পৃথিবীপর্য্যন্তানাং পদার্থানাং জ্ঞানময়ং প্রকাশয়তীত্যর্থঃ।।৫।।

(সখ্যে) য়থা সর্বেষাং প্রাণিনাং মিত্রভাবকর্মণি, (উত ত্বং) অন্যমনূচানং পূর্ণবিদ্যাযুক্তং, (স্থিরপীতম্) ধর্ম্মানুষ্ঠানেশ্বরপ্রাপ্তিরূপং মোক্ষফলং পীতং প্রাপ্তং য়েন তং বিদ্বাংসং পরমসুখপ্রদং মিত্রম্, (আহুঃ) বদন্তি। (নৈনং হিন্বন্ত্যপি বাজিনেষু) ঈদৃশং বিদ্বাংসং কস্মিংশ্চিদ্ ব্যবহারে কেऽপি ন হিংসন্তি, তস্য সর্বপ্রিয়কারকত্বাৎ। তথৈব নৈব কেচিৎ প্রশ্নোত্তরাদয়ো ব্যবহারা বাজিনেষু বিরুদ্ধবাদিষু শত্রুভূতেস্বপি মনুষ্যেষ্বেনমর্থ বিজ্ঞানসহিতস্যাধ্যেতারং মনুষ্যং হিন্বন্তি। তস্য সত্যবিদ্যান্বিতয়া কামদুহা বাচা সহ বর্ত্তমানত্বেন সত্যবিদ্যাশুভলক্ষণান্বিতত্বাৎ। ইত্যনেন মন্ত্রপূর্বাऽর্ধেন বিদ্বৎপ্রশংসোচ্যতে।

অথৈতন্মন্ত্রোক্তরাঽর্দ্ধেনাবিদ্বল্লক্ষণমাহ—(অধেন্বা চরতি) য়তো য়ো হ্যবিদ্বান্ (হ্যপুষ্পাম্) কর্মোপাসনানুষ্ঠানাচারবিদ্যারহিতাং (অফলাম্) ধর্মেশ্বরবিজ্ঞানাচারবিরহাং বাচং (শুশ্রুবান্) শ্রুতবান্, তথাঽর্থশিক্ষারহিতয়া ভ্রমসহিতয়া (মায়য়া) কপট্যুক্তয়া বাচাঽস্মিংল্লোকে চরতি, নৈব স মনুষ্যজন্মনি স্বার্থপরোপকারাখ্যং চ ফলং কিঞ্চিদপি প্রাপ্নোতি। তস্মাদর্থজ্ঞানপুর্বকমেবাধ্যয়নমুত্তমং ভবতীতি।।৬।।

।। ভাষার্থ।।

বালক ও বালিকাগণকে উপরোক্তরূপে বলিতে, শুনিতে, চলিতে বসিতে, উঠিতে, খাইতে, পান করিতে, পড়িতে বিচার করিতে ও পদার্থ বিষয় জ্ঞাত হইতে, তথা শিল্পবিদ্যাদি বিষয়ের বিয়োগাদি শিক্ষা করা কর্ত্তব্য। যেহেতু অর্থজ্ঞান বিনা কেবল পঠন-পাঠন দ্বারা কোনরূপ উত্তম ফলপ্রাপ্ত হইতে পারা যায় না। যদিও একবারেই অপঠনশীল অপেক্ষা বরং অর্থজ্ঞানরহিত পঠনশালী ব্যক্তি কথঞ্চিৎ উত্তম বটে, তথাপি যেজন বেদাদি শাস্ত্র যথাবৎ অর্থের সহিত পাঠ করিয়া (তাহাদিগের উপদেশানুযায়ী) শুভগুণ সকলের গ্রহণ ও উত্তম কর্ম্মে প্রবৃত্ত হন, তাহাকেই সর্বোত্তম বলিয়া জানিবে।

এবিষয়ে বেদমন্ত্রের অনেক প্রমাণ আছে, যথা ঃ– (ঋচো অক্ষরে পরমে ব্যোমন্) অর্থাৎ এই মন্ত্রে স্পষ্টই লিখিত আছে, যে অর্থজ্ঞান বিনা পঠন করা নিষেধ এক্ষণে এই মন্ত্রে প্রশ্নস্বরূপে লিখিত হইয়াছে, যথা ঃ– যাঁহার কদাপি (জন্মমরণাদি) ঘটে না এবং যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ ও আকাশবৎ ব্যাপক এবং যিনি সকল পদার্থে (ব্যাপকরূপে) অবস্থান করিতেছেন, এরূপ পরমেশ্বর যিনি চারি বেদ অর্থ সহিত প্রকাশ করিয়াছেন, এবং এই সমগ্র জগৎ যাহার সৃষ্ট বা উৎপন্ন, ঐ ব্রহ্ম কী বস্তু ? এই প্রশ্নের উত্তর ঐ মন্ত্রেই দেওয়া হইয়াছে, যথা ঃ– (য়স্মিন্ দেবাঃ) যাঁহাতে সম্পূর্ণ বিদ্বানগণ, সকল ইন্দ্রিয়গণ, সকল মনুষ্য, এবং সমগ্র সূর্য্যাদিলোক স্থিত আছে, তাহাকেই পরমেশ্বর (বা ব্রহ্ম) বলা হয়। যেজন বেদশাস্ত্রে অধ্যয়ন করিয়াও পরমাত্মাকে জানিতে অক্ষম হয়, তবে সে আর কী ফল পাইতে পারে ? (অর্থাৎ সে কোনরূপ ফলই প্রাপ্ত হয় না– অনুবাদক) এজন্য বেদবিষয় যাহা লিখিত হইয়াছে, তদ্রূপ ব্যবহারকারী মনুষ্য অত্যন্ত আনন্দ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। পরন্তু কেহ শুষ্ক পক্ষীর ন্যায় কেবল মাত্র বেদশাস্ত্রের পঠন (উচ্চারণ মাত্র) পাঠ করেন তিনি কদাপি উত্তম সুখ প্রাপ্তি করিতে সমর্থ হন না। (যেহেতু তাহার অর্থবোধ না থাকায় তিনি ঐ সমস্ত বেদোপদেশকে কার্য্যে পরিণত করিয়া ইহজন্মে সুখসম্পত্তি লাভ করিয়া পরজন্মে নিঃশ্রয়স্বরূপ মোক্ষানন্দ প্রাপ্ত হইতে সমর্থ হন না–অনুবাদক)। এজন্যে অর্থজ্ঞান সহিত বেদাদি সৎশাস্ত্র পঠন পাঠন সকলের কর্ত্তব্য।।২।।

(স্থাণু ইত্যাদি) যেজন বেদ সকলকে পাঠ করিয়া তাহার অর্থবিষয় জ্ঞাত হন না, তিনি উহার সুখ বা আনন্দ প্রাপ্ত না হইয়া ভারবাহী পশু বা বৃক্ষের ন্যায় হইয়া থাকেন, কারণ ভারবাহী পশু দ্রব্যের গুণাগুণ জ্ঞাত নহে, সে কেবল বস্তুর ভারবিষয় জ্ঞাত হয়

এবং বৃক্ষও নিজ ফল ফুল ডাল আদির গুণগ্রাহী না হইয়া কেবলমাত্র তাহার ভার বহন করিয়া থাকে। পরন্তু যেরূপ দ্বিতীয় কোন ভাগ্যবান পুরুষ উহার ফলভোগকারী হইয়া থাকেন, তদ্রূপ অর্থজ্ঞানহীন ফলভোগ করিতে সমর্থ হন না। (য়োऽর্থজ্ঞঃ) এবং যিনি অর্থজ্ঞ হয়েন, তিনি অধর্ম হইতে রক্ষা পাইয়া, ধর্মাত্মা হইয়া, জন্মমরণাদি ক্লেশ হইতে ত্রাণ পাইয়া, সম্পূর্ণ সুখের অধিকারী হইয়া থাকেন অর্থাৎ সুখ প্রাপ্ত হন, কারণ যেজন জ্ঞানবলে পবিত্রাত্মা হইতে সমর্থ হন, তিনি (নাকমেতি) সর্বপ্রকার দুঃখ রহিত হইয়া মোক্ষানন্দ প্রাপ্ত হন। অতএব বেদশাস্ত্রকে অর্থবোধের সহিত পাঠ করা অবশ্য কর্ত্তব্য।।৩।।

(য়দ্‌গৃহীত০) যে মনুষ্য কেবল অর্থবিনা পঠন করেন, তাহার ঐরূপ পাঠ কেবল অন্ধকারের ন্যায় হইয়া থাকে, (অনগ্নাবিব শুষ্কৈধো০) যেরূপ অগ্নি বিনা ইন্ধন অনায়াসে প্রজ্জ্বলিত বা দগ্ধ হয় না অথবা যেরূপ অগ্নি বিনা প্রকাশ হয় না, তদ্রূপ অর্থজ্ঞান বিনা কেবল পাঠ মাত্র অধ্যয়ন দ্বারা জ্ঞান প্রকাশ হইতে পারে না। এইরূপ অর্থবিহীন পঠন দ্বারা লোকের হৃদয় হইতে অবিদ্যারূপী অন্ধকার কদাপি নাশ বা দূরীভূত হয় না।।৪।।

(উত ত্বঃ পশ্যন্ন দদর্শ বাচমুত) বিদ্বান এবং অবিদ্বানের লক্ষণ এই যে, যিনি পঠন বা শ্রবণ করিয়াও শব্দ ও অর্থ সম্বন্ধ বিষয়ের যথার্থজ্ঞান প্রাপ্ত হইতে পারেন না, তিনিই মূর্খ বা অবিদ্বান্। পরন্তু (উতোত্বস্মৈ) যিনি শব্দ ও অর্থ সম্বন্ধ তথা বিদ্যার প্রয়োজন বিষয় যথাবৎ জ্ঞাত হন, তাহাকেই পূর্ণবিদ্বান বলা হয়। এইরূপ শ্রেষ্ঠ পুরুষেরা বিদ্যার স্বরূপ জ্ঞাত হইয়া, পরমানন্দরূপ ফলভোগ করিতে সমর্থ হন। (জায়েব পত্য উশতী সুবাসাঃ) অর্থাৎ যেরূপ পতিব্রতা স্ত্রী নিজ পতিকেই (অর্থাৎ পতির সমীপেই) নিজ শরীর দর্শায়, তদ্রূপ অর্থজ্ঞাতা বিদ্বান পুরুষের নিকটেই বিদ্যা নিজ রূপ প্রকাশ করিয়া থাকে, অপরের নিকট নহে।।৫।।

(উত ত্বং সখ্যে ইত্যাদি) অর্থাৎ সকল মনুষ্যেরই বিদ্বানগণের সহিত প্রীতি করা কর্ত্তব্য অর্থাৎ সম্পূর্ণ (বিদ্বান্) পুরুষের সহিত মিত্রতা করিবার যোগ্য মনুষ্যকে সকলে সুখ প্রদান করেন। তদ্রূপ তুমিও বেদাদি বিদ্যা তথা বিজ্ঞানযুক্ত পুরুষকে সর্বপ্রকার সুখ প্রদান কর, যদ্দ্বারা তোমারও সদা বিদ্যা লাভ করিতে থাক। যিনি অর্থের সহিত বিদ্যা পাঠ করিয়া তদনুযায়ী আচরণ করতঃ, ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এবং পরমেশ্বরের যথাবৎ প্রাপ্তি করিতে (অর্থাৎ জ্ঞাত হইতে) সমর্থ হন, তাঁহাকেই বিদ্বান বলা হয়, এবং এইরূপ আচরণকারীকেই 'স্থিরপীত' বলা হয়। এইরূপে যিনি বিদ্বান্ হন, তিনি সংসারের সুখদাতা হইয়া থাকেন। (নৈনং হি০) এইরূপ লোককে কেহই দুঃখ দিতে সমর্থ হন না, কারণ যাহার হৃদয়ে বিদ্যারূপ সূর্য্য প্রকাশিত রহিয়াছে, তাহাকে দুঃখরূপ চোর কদাপি (স্পর্শ করিতে) দুঃক দিতে সমর্থ হয় না। (অধেন্বা চ) পরন্তু যে কেহ অবিদ্যারূপ অর্থাৎ অর্থ ও অভিপ্রায় রহিত বাণী অন্তরে শ্রবণ করেন অথবা মুখে উচ্চারণ করেন, তাহার কদাপি কোনরূপ সুখ প্রাপ্তি হয় না। পরন্তু শোকরূপ শত্রু সদা তাহাকে দুঃখ দিয়া থাকে, কারণ বিদ্যাহীন হইলে তিনি ঐ সমস্ত শত্রুকে পরাজয়

করিতে সমর্থ হন না, এজন্য অর্থজ্ঞান সহিত পঠন-পাঠন করিলে ইচ্ছানুরূপ সুখ ভোগ করিতে পারা যায়।।৬।।

মনুষ্যৈ র্বেদার্থবিজ্ঞানায় ব্যাকরণাষ্টাধ্যায়ীমহাভাষ্যধ্যয়নম্, ততো নিঘন্টু নিরুক্তছন্দোজ্যোতিষাং বেদাঙ্গানাম, ততো মীমাংসাবৈশেষিকন্যায়য়োগ-সাংখ্যবেদান্তানাং বেদোপাঙ্গানাং য়ন্নাং শাস্ত্রাণাম্, ততো ঐতরেয়শতপথসামগোপথব্রাহ্মণানামধ্যয়নং চ কৃত্বা বেদার্থপঠনং কর্ত্তব্যম্। য়দ্বা এতং সর্বমধীতবদ্ভিঃ কৃতঃ বেদব্যাখ্যানং দৃষ্টা চ বেদার্থজ্ঞানং সর্বৈঃ কর্ত্তব্যমিতি।

কুতঃ ? নাবেদবিন্মনুতে তং বৃহন্তমিতি। য়ো মনুষ্যো বেদার্থান্ন বেত্তি, স নৈব তং বৃহন্তং পরমেশ্বরং ধর্ম্মং বিদ্যাসমূহং বা বেত্তুমর্হতি। কুতঃ ? সর্বাসাং বিদ্যানাং বেদ এবাধিকরণমস্ত্যতঃ। নহি তমবিজ্ঞায কস্যচিৎ সত্যবিদ্যাপ্রাপ্তির্ভবিতুমর্হতি। য়দ্যৎ কিঞ্চিদ ভুগোলমধ্যে পুস্তকান্তরেষু হৃদয়ান্তরেষু বা সত্যবিদ্যাবিজ্ঞানমভূৎ ভবতি ভবিষ্যতি চ, তৎ সর্বং বেদাদেব প্রসৃতমিতি বিজ্ঞেয়ম্। কুতঃ ? য়দ্যদ্ য়থার্থং বিজ্ঞানং তত্তদীশ্বরেণ বেদেষ্বধিকৃতমস্তি। তদ্দ্বারৈবাऽন্যত্র কুত্রচিৎ সত্যপ্রকাশো ভবিতুং য়োগ্যঃ। অতো বেদার্থবিজ্ঞানায় সর্বৈর্মনুষ্যৈঃ প্রয়ত্নোऽনুষ্ঠেয় ইতি।

(ইতি পঠন পাঠন বিষযং সক্ষেপতঃ)

।। ভাষার্থ।।

মানবগণ বেদার্থ জ্ঞাত হইবার জন্য অর্থযোজন পূর্বক অষ্টাধ্যায়ী ব্যকরণের, ধাতু পাঠ, উণাদিগণ, গণপাঠ এবং মহাভাষ্য, শিক্ষা, কল্প, নিঘন্টু, নিরুক্ত, ছন্দ, ও জ্যোতিষ এই ছয় বেদের অঙ্গ, তথা মীমাংসা, বৈশেষিক, ন্যায়, যোগ সাংখ্য ও বেদান্ত এই ষট্শাস্ত্র, যাহাকে বেদের উপাঙ্গ বলে, অর্থাৎ যদ্দ্বারা বেদার্থ যথাবৎ জ্ঞাত হইতে সমর্থ হওয়া যায়, এবং ঐতরেয়, শতপথ, সাম ও গোপথ এই চারি ব্রাহ্মণ, উপরোক্ত সমস্ত সৎগ্রন্থ পাঠ করা কর্ত্তব্য। উপরোক্ত সম্পূর্ণ গ্রন্থ সকল পাঠ করিয়া তাহাতে যে সকল সত্য বেদব্যাখ্যান বিষয় লিখিত আছে, তৎসমুদায় দেখিয়া অর্থাৎ পাঠ করিয়া, বেদশাস্ত্রের যথাবৎ অর্থ জ্ঞাত হওয়া আমাদিগের কর্ত্তব্য।

যেহেতু 'নাবেদবিৎ০' অজ্ঞ পুরুষেরা বেদ, পরমেশ্বর তথা পদার্থ বিদ্যা বিষয়ে উত্তমরূপে জ্ঞাত হইতে সমর্থ হন না। ভূমণ্ডল মধ্যে যেখানে যে যে সত্যজ্ঞান প্রকাশিত হইয়াছে, অথবা যে সত্যজ্ঞান মনমধ্যে ইতিপূর্বে প্রকাশিত হইয়াছে বা পরে প্রকাশিত হইবে, তৎসমুদায় বেদপ্রসূত, যেহেতু যাহা কিছু সত্যজ্ঞান তাহা পরমাত্মা বেদশাস্ত্রেই নিহিত করিয়াছেন। এবং বেদশাস্ত্র দ্বারা ভিন্ন অন্যত্রও সত্যজ্ঞান প্রকাশিত হইয়া থাকে। বিদ্যাবিহীন পুরুষ, অন্ধের সমান হইয়া থাকেন। বলিতে কি, মূল বেদশাস্ত্রকে পাঠ না করিলে, কোন মনুষ্যই সমগ্র সত্যবিদ্যা জ্ঞাত হইতে সমর্থ হন না, এজন্য সকলেরই অর্থজ্ঞান সহিত বেদাদি শাস্ত্রের অবশ্য পাঠ করা কর্ত্তব্য।

ইতি পঠনপাঠনবিষয়ঃ সংক্ষেপতঃ।

অথ সংক্ষেপতঃ ভাষ্যকরণশঙ্কাসমাধানাদিবিষযঃ

প্রশ্নঃ—কিঞ্চ ভো নবীনং ভাষ্যং ত্বয়া ক্রিয়তে, আহোস্বিৎ পূর্বাচার্য্যৈঃ কৃতমেব প্রকাশ্যতে। যদি পূর্বৈঃ কৃতমেব প্রকাশ্যতে, তর্হি তৎ পিষ্টপেষণদোষেণ দূষিতত্বান্ন কেনাপি গ্রাহ্যং ভবতীতি ?

উত্তরম্—পূর্বাচার্য্যৈঃ কৃতং প্রকাশ্যতে। তদ্যথা–য়ানি পূর্বৈর্দেবৈর্বিদ্বদ্ভির্ব্রহ্মাণমারভ্য য়াজ্ঞবল্ক্যবাৎস্যায়নজৈমিন্যন্তৈঋষিভিশ্চৈতরেয়শতপথাদীনি ভাষ্যাণি রচিতান্যাসন্, তথা য়ানি পাণিনিপতঞ্জলিয়াস্কাদিমহর্ষিভিশ্চ বেদব্যাখ্যানানি বেদাঙ্গাখ্যানি কৃতানি, এবমেব জৈমিন্যাদিভির্বেদোপাঙ্গাখ্যানি ষট্শাস্ত্রাণি, এবমুপবেদাখ্যানি, তথৈব বেদশাখাখ্যানি চ রচিতানি সন্তি। এতেষাং সংগ্রহমাত্রেণৈব সত্যোঽর্থঃ প্রকাশ্যতে। ন চাত্র কিঞ্চিদপ্রমাণং নবীনং স্বেচ্ছয়া রচ্যত ইতি।

প্রশ্ন–কিমনেন ফলং ভবিষ্যতীতি ?

উত্তরম্—য়ানি রাবণোবটসাযণমহীধরাদিভির্বেদার্থবিরুদ্ধানি ভাষ্যাণি কৃতানি, য়ানি চৈতদনুসারেণেঙ্গলেণ্ডশারমণ্যদেশোৎপন্নৈর্য়ূরোপখণ্ডদেশনিবাসিভিঃ স্বদেশভাষয়া স্বল্পানি ব্যাখ্যানানি কৃতানি, তথৈবার্য্যাবর্ত্তদেশস্থৈঃ কৈশ্চিত্তদনুসারেণ প্রাকৃতভাষয়া ব্যাখ্যানানি কৃতানি বা ক্রিয়ন্তে চ, তানি সর্বাণ্যনর্থগর্ভাণি সন্তীতি সজ্জানানাং হৃদয়েষু য়থাবৎ প্রকাশো ভবিষ্যতি টীকানামধিকদোষপ্রসিদ্ধ্যা ত্যাগশ্চ। পরন্ত্ববকাশাভাবাৎ তেষাং দোষাণামত্র স্থালীপুলাকন্যায়বৎ প্রকাশঃ ক্রিয়তে। তদ্যথা —

য়ৎ সায়ণাচার্য্যেণ বেদানাং পরমমর্থমবিজ্ঞায় 'সর্বে বেদাঃ ক্রিয়াকাণ্ডতৎপরাঃ সন্তী' ত্যুক্তম্, তদন্যথাস্তি। কুতঃ ? তেষাং সর্ববিদ্যান্বিতত্বাৎ। তচ্চ পূর্বং সংক্ষেপতো লিখিতমস্তি। এতাবতৈবাস্য কথনং ব্যর্থমস্তীত্যবগন্তব্যম্।

(ইন্দ্রং মিত্রং০) অস্য মন্ত্রস্যার্থোঽপান্যথৈব বর্ণিতঃ। তদ্যথা–তেনাঽত্রেন্দ্রশব্দো বিশেষ্যতয়া গৃহীতো মিত্রাদীনি চ বিশেষণতয়া। অত্র খলু বিশেষ্যোঽগ্নিশব্দ ইন্দ্রাদীনাং-বিশেষণানাং সঙ্গেঽন্বিতো ভূত্বা, পুনঃ স এব সদ্বস্তুব্রহ্মবিশেষণং ভবতি। এবমেব বিশেষ্যং প্রতি বিশেষণং পুনঃ পুনরন্বিতং ভবতীতি, ন চৈবং বিশেষণম্। এবমেব য়ত্র শতং সহস্রং বৈকস্য বিশেষ্যস্য বিশেষণানি ভবেয়ুঃ, তত্র বিশেষ্যস্য পুনঃ পুনরুচ্চারণং ভবতি, বিশেষণস্যৈকবারমেবেতি। তথৈবাত্র মন্ত্রে পরমেশ্বরেণাঽগ্নিশব্দো দ্বিরুচ্চারিতো বিশেষ্যবিশেষণাঽভিপ্রায়ত্বাৎ। ইদং সায়নাচার্য্যেণ নৈব বুদ্ধমতস্তস্য ভ্রান্তিরেব জাতেতি বেদ্যম্। নিরুক্তকারেণাপ্যাগ্নিশব্দো বিশেষ্যবিশেষণত্বেনৈব বর্ণিতঃ। তদ্যথা–'ইমমেবাগ্নিং মহান্তমাত্মানমেকমাত্মানং বহুধা মেধাবিনো বদতীন্দ্রং মিত্রং বরুণমিত্যাদি০।' নিরু০ অ০৭খং০১৮। স চৈকস্য সদ্বস্তুনো ব্রহ্মণো নামাস্তি। তস্মাদগ্ন্যাদীনীশ্বরস্য নামানি সন্তীতি বোধ্যম্।

তথা চ — তস্মাৎ সর্বৈরপি পরমেশ্বর এব হূয়তে, য়থা রাজ্ঞঃ পুরোহিতঃ তদভীষ্টং সম্পাদয়তি, য়দ্বা য়জ্ঞস্য সম্বন্ধিনি পূর্বভাগে আহবনীয়রূপেণাবস্থিতম্ ইত্যুক্তম্।

ইদমপি পূর্বাপরবিরুদ্ধমস্তি তদ্যথা – সর্বৈর্নামভিঃ পরমেশ্বর এব হূয়তে চেৎ পুনস্তেন হোমসাধক আহবনীয়রূপেণাবস্থিতো ভৌতিকোऽগ্নিঃ কিমর্থো গৃহীতঃ। তস্যেদমপি বচনং ভ্রমমূলমেব।

কোऽপি ব্রূয়াৎ—সায়ণাচার্য্যেণ য়দ্যপীন্দ্রাদয়স্তত্র তত্র হূয়ন্তে, তথাপি পরমেশ্বরস্যৈবেন্দ্রাদিরূপেণাবস্থানাদবিরোধঃ, ইত্যুক্তত্বাদদোষ ইতি।

এবং প্রাপ্তে ব্রূমঃ–য়দীন্দ্রাভির্নামভিঃ পরমেশ্বর এবোচ্যতে, তর্হি পরমেশ্বরস্যেন্দ্রাদিরূপাবস্থিতিরনুচিতা। তদ্যথা—'অজ একপাৎ' 'স পর্য্যগাচ্ছুক্রমকায়' মিত্যাদিমন্ত্রার্থেন পরমেশ্বরস্য জন্মরূপবত্ত্বশরীরধারণাদিনিষেধাত্তৎকথনমসদস্তি।

এবমেব সাযণাচার্য্যকৃতভাষ্যদোষা বহবঃ সন্তি। অগ্রে য়ত্র য়ত্র য়স্য য়স্য মন্ত্রস্য ব্যাখ্যানং করিষ্যামস্তত্র তত্র তদ্ভাষ্যদোষান্ প্রকাশয়িষ্যম ইতি।

।। ভাষার্থ।।

ভাষার্থ – প্রশ্ন—ভাল আপনি যে এই বেদভাষ্য প্রণয়ন করিতেছেন—তাহা কি আপনি পূর্ব আচার্য্যগণের ন্যায় করিতেছেন, তাহা হইলে আপনার এ ভাষ্য প্রণয়ন করা ব্যর্থ, কারণ ঐরূপ ভাষ্য পূর্ব হইতেই বিদ্যমান রহিয়াছে, আর যদি এরূপ বলেন যে আপনি নবীন ভাষ্য করিতেছেন, তাহা হইলে কেহই আপনার ভাষ্যকে প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করিবে না, কারণ প্রমাণ বিনা কেবল নিজ কল্পনা দ্বারা রচিত পুস্তক বা ভাষ্য কদাপি সত্যার্থবোধক হইতে পারে না।

উত্তর–এই ভাষ্য প্রাচীন (প্রামাণ্য) আচার্যগণের ভাষ্যের অনুকূল প্রণীত হইয়াছে, রাবণ, উবট, সায়ণাচার্য্য ও মহীধরাদি যে সকল বেদভাষ্য প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহা বাস্তবিক বেদশাস্ত্রের মূলমন্ত্র ও (পুরাতন) ঋষি কৃত ব্যাখ্যানের বিরুদ্ধ লিখিত হইয়াছে। আমি উহাদিগের ন্যায় ভাষ্য প্রণয়ন করি নাই, যেহেতু উপরোক্ত ভাষ্যকারগণ বেদের সমর্থন অথবা অপূর্বতা বিষয় কিছুই জ্ঞাত ছিলেন না। আমার কৃত ভাষ্য বেদ, বেদাঙ্গ ও ঐতরেয় ও শতপথাদি সত্য ও প্রামাণ্য শাস্ত্রের (গ্রন্থের) অনুযায়ী লিখিত হইতেছে। যেহেতু যে সকল গ্রন্থে বেদশাস্ত্রের সনাতন ব্যাখ্যা বিদ্যমান আছে, তৎসমুদায় প্রমাণদ্বারা যুক্ত করিয়া, আমি এই ভাষ্যপ্রণয়ন করিতেছি এবং এইজন্যই মৎকৃত ভাষ্যের অপূর্বতা আছে, ইহা জ্ঞাত হইবেন। কারণ যে সকল বেদাতিরিক্ত প্রামাণ্যাপ্রামাণ্য গ্রন্থ বিষয় (ইতিপূর্বে) আমি বর্ণন করিয়াছি, তৎসমুদায় প্রামাণ্য গ্রন্থই বেদশাস্ত্রের ব্যাখ্যা স্বরূপ জানিবেন এবং তৎসঙ্গে ১১২৭ যে সকল বেদশাখা আছে, তাহাও বেদশাস্ত্রের ব্যাখ্যান্ স্বরূপ। উপরোক্ত প্রামাণ্য গ্রন্থের অনুযায়ী আমার এই ভাষ্য প্রণয়ন করা হইতেছে।

দ্বিতীয়তঃ, আর একটি এই ভাষ্যের অপূর্বতা এই যে, মৎকৃত ভাষ্যে আমি কোন কথা অপ্রমাণ অথবা নিজ ইচ্ছানুসারে কপোল কল্পিত মত লিখিয়া প্রকাশ করি নাই এবং যে সকল ভাষ্য উবট, সায়ণ, মহীধরাদি প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহার অর্থ যে ভ্রমযুক্ত এবং ঐ গুলি যে সনাতন বেদব্যাখ্যার বিরুদ্ধ, তথা যে সকল নবীন ভাষ্যানুসারে ইংরাজী, জার্মানী ও বঙ্গ ভাষায় বেদব্যাখ্যান রচিত হইয়াছে, তৎসমুদায় যে অশুদ্ধ–তাহাও আমি প্রমাণ করিয়াছি।

দেখুন সায়ণাচার্য্য মহাশয় বেদশাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ অর্থ জ্ঞাত হইতে না পারিয়া বলিয়াছেন যে, বেদশাস্ত্রে কেবলমাত্র ক্রিয়াকাণ্ডেরই প্রতিপাদন লিখিত আছে।

এরূপ উক্ত ভাষ্যকার মহাশয়ের কথা অলীক, তদ্বিষয় এই ভূমিকার পূর্ব প্রকরণে যৎকিঞ্চিৎ বর্ণন করিয়াছি তথা দেখিয়া লইবেন।

এইরূপে (ইন্দ্রং মিত্রং) ইত্যাদি মন্ত্রে সায়ণাচার্য অর্থ ভ্রান্তিযুক্ত করিয়া বিপরীতার্থ করিয়াছেন, যেহেতু উক্ত মন্ত্রে বিশেষ্য ও বিশেষণকে উত্তমরূপে বুঝিতে না পারিয়া, ইন্দ্র শব্দকে বিশেষ্য করিয়া বর্ণন করিয়াছেন এবং মিত্রাদি শব্দকে উহার বিশেষণ স্থির করিয়াছেন, ইহাতে তিনি অত্যন্ত ভ্রমে পতিত হইয়াছেন, যেহেতু এই মন্ত্রে অগ্নি শব্দ বিশেষ্য ও ইন্দ্রাদি শব্দ বিশেষণ হয়, এজন্য বিশেষণের বিশেষ্যর সহিত অন্বয় হইয়া পুনঃ অন্য বিশেষণের সহিত বিশেষ্যের অন্বয় করান হয় পরন্তু বিশেষণের মাত্র একবারই বিশেষ্যের সহিত অন্বয় হইয়া থাকে। এইরূপে যেস্থানে একশত বা সহস্র বিশেষণে হয়, সেই সেই স্থানেও বিশেষ্যের ইচ্ছানুযায়ী ঈশ্বর অগ্নি শব্দ দুইবার উচ্চারণ করিয়াছেন এবং অগ্নি আদি ব্রহ্মের নাম স্বরূপ বলিয়াছেন। এ বিষয়ে সায়ণাচার্য্য জ্ঞাত ছিলেন না, এজন্য তাঁহার ঐরূপ ভ্রান্তি ঘটিয়াছে। উপরোক্ত প্রকারে নিরুক্তকারও অগ্নিশব্দকে বিশেষ্যরূপে বর্ণন করিয়াছেন। (ইমমেবাগ্নি০) এস্থানে অগ্নি ও ইন্দ্রাদি নাম এক শব্দ (অর্থাৎ এক অর্থবাচক) ও এক ব্রহ্মেরই নাম, কারণ ইন্দ্রাদি শব্দ অগ্নির বিশেষণ এবং অগ্ন্যাদি ব্রহ্মেরই নাম মাত্র।

এইরূপে সায়ণাচার্য্য (মহাশয়) আরও বহুবিধ বেদ মন্ত্রের ব্যাখ্যান শব্দের অর্থের অনর্থ করিয়াছেন এবং তিনি প্রতি মন্ত্রেই পরমেশ্বরের গ্রহণ করিয়াছেন, যেরূপ রাজার পুরোহিত রাজারই হিত কার্য্য সিদ্ধ করেন, অথবা য়ে অগ্নি য়জ্ঞের সম্বন্ধে প্রথমাংশে হবন করিবার জন্য আছে, ঐরূপে ঈশ্বর স্থিত আছেন।

সায়ণাচার্য্যের এরূপ কথন অযোগ্য ও পূর্বাপর বিরোধী হইয়া অগ্রপশ্চাতের সম্বন্ধে রহিতযুক্ত হইয়া থাকে, কারণ যখন সমস্ত নাম দ্বারাই তিনি পরমেশ্বরই গ্রহণ করিয়াছেন, তখন পুনঃ যে ভৌতিকাগ্নিতে হবন করা যায়, তাহাকে কীজন্য গ্রহণ করিয়াছেন ?

যদি কেহ এরূপ তর্ক করেন যে, সায়ণাচার্য্য মহাশয় তথায় ইন্দ্রাদি দেবতাকেই পরমেশ্বর স্বরূপে গ্রহণ করিয়াছেন এজন্য তাহার সহিত কোনরূপ বিরোধ ঘটিতে পারে না।

এবিষয়ের উত্তর এই যে, যদি ইন্দ্রাদি নাম দ্বারা পরমেশ্বরেরই গ্রহণ হইয়া থাকে, তবে যখন সেই পরমাত্মা নিরাকার, সর্বশক্তিমান, ব্যাপক ও অখণ্ড, তখন কীরূপে তিনি জন্মিয়া ভিন্ন-ভিন্ন ব্যক্তি হইতে সমর্থ হইবেন, কারণ বেদশাস্ত্রে সপর্য্যগাদিরূপ বেদমন্ত্রে পরমেশ্বরকে এক (অখণ্ড) অজ ও অকায় অর্থাৎ শরীরসম্বন্ধিরহিত আদি গুণযুক্তরূপে বর্ণন করিয়াছেন। এজন্য সায়ণাচার্য্যের কথন কদাপি সত্য হইতে পারে না। অতএব সায়ণাচার্য্য যে সকল মন্ত্রের অন্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা সমস্ত ক্রমপূর্বক অগ্রে বেদভাষ্যে বেদমন্ত্রের ব্যাখ্যানকালে বর্ণন করিব।

ভাষ্যম্ – এবমেব মহীধরেণ মহানর্থরূপং বেদার্থ দূষকং বেদদীপাখ্যং বিবর্ণং কৃতং, (বিবরণং ?) তস্যাপীহ দোষা দিগ্‌দর্শনবৎ প্রদর্শ্যন্তে –

।। ভাষার্থ।।

এইরূপে মহীধরও যজুর্বেদের মন্ত্রের মূলের সহিত অত্যন্ত বিরুদ্ধ ব্যাখ্যান করিয়াছেন, যাহার সত্যাসত্যের পরীক্ষার্থ উক্ত মহীধর কৃত ভাষ্যের কিছু দোষ ও ভ্রম দেখাইতেছি যথা ঃ–

গণনাং ত্বা গণপতিঙ্ হবামহে প্রিয়াণাং ত্বা প্রিয়পতিঙ্হবামহে নিধীনাং ত্বা নিধিপতিঙ্হবামহে বসো মম। আহমজানি গর্ভধমা ত্বমজাসি গর্ভধম্।।১।।

যজু০ অ০ ২৩ মং০ ১৯।

ভাষ্যম্—অস্য মন্ত্রস্য ব্যাখ্যানে তেনোক্তম্—অস্মিন্মন্ত্রে গণপতিশব্দাদশ্বো বাজী গ্রহীতব্য ইতি। তদ্যধা-মহিষী য়জমানস্য পত্নী, য়জ্ঞশালায়াং পশ্যতাং সর্বেষামৃত্বিজামশ্বসমীপে শেতে। শয়ানা সত্যাহ— হে অশ্ব। গর্ভধং গর্ভং দধাতি গর্ভধং গর্ভধারকং রেতঃ, অহম্ আ অজানি আকৃষ্য ক্ষিপামি। ত্বং চ গর্ভধং রেতঃ আ অজাসি আকৃষ্য ক্ষিপসি।।১।।

।। ভাষার্থ।।

(গণানাং ত্বা) এই মন্ত্রে মহীধর বলিয়াছেন যে গণপতি শব্দে ঘোটক গ্রহণ করা যায়, এবং আপনারা এক্ষণে মহীধরের বিপরীতার্থ দর্শন করুন অর্থাৎ ঋত্বিজের সম্মুখে যজমানের স্ত্রী ঘোটকের নিকট শয়ন করিবে এবং শয়ন করিয়া ঘোটককে সম্বোধন করিবে যে, হে অশ্ব। যদ্দ্বারা গর্ভধারণ হয়, এরূপ তোমার যে বীর্য্য তাহাকে আমি আকর্ষণ করিয়া নিজ যোনিতে ফেলিতেছি এবং তুমি ঐ বীর্য্য আমাতে স্থাপনকারী হইয়া থাক।১।

অথ সত্যোঽর্থঃ– গনানাং ত্বা গণপতিং হবামহে ইতি ব্রাহ্মণস্পত্যং, ব্রহ্ম বৈ বৃহস্পতির্ব্রহ্মণৈবৈনং তদ্ভিষজ্যতি, প্রথশ্চ য়স্য সপ্রথশ্চ নামেতি। ঐত০পং০১কং০ ২১।।

প্রজাপতির্বৈজমদগ্নিঃ সোঽশ্বমেধঃ। ক্ষত্রং বাশ্বো বিডিতরে পশবঃ। ক্ষত্রস্যৈতদ্রূপং য়দ্ধিরণ্যং। জ্যেতির্বৈ হিরণ্যম্। শ০কাং০১৩ অ০২ ব্রা০২ কং০১৪, ১৫, ১৭,১৯।

ন বৈ মনুষ্যঃ স্বর্গং লোকমঞ্জসা বেদাশ্বো বৈ স্বর্গং লোকমঞ্জসা বেদ।

শ০কাং০১৩। অ০২ ব্রা০৩। কং০১।।

রাষ্ট্রমশ্বমেধো জ্যোতিরেব তদ্রাষ্ট্রে দধাতি। ক্ষত্রায়ৈব তদ্বিশং কৃতানুকরামনুবর্তমানং করোতি।। অথো ক্ষত্রং বা অশ্বঃ ক্ষত্রস্যৈতদ্রূপং য়দ্ধিরণ্যং, ক্ষত্রমেব তৎ ক্ষত্রেণ সমর্ধয়তি।। বিশমেব তদ্বিশা সমর্ধয়তি।

শ০কাং০১৩। অ০২ ব্রা০২ কং০১৬। ১৫। ১৭। ১৯।

গণানাং ত্বা গণপতিꣳ হবামহ ইতি। পত্ন্যঃ পরিষন্ত্যপহনুবত এবাস্মা এতদতোঽন্যেবাস্মৈহনুবতেঽথো ধুবত এবৈনং ত্রিঃ পরিযন্তি, ত্রয়ো বা ইমে লোকা এভিরেবৈনং লোকৈর্ধুবতে, ত্রিঃ পুনঃ পরিয়ন্তি ষট্ সম্পদ্যন্তে, ষড্ বা ঋতব ঋতুভিরেবৈনং ধুবতে।। অব বা এতেভ্যঃ প্রাণাং ক্রামন্তি, য়ে য়জ্ঞে ধুবনং তন্বতে, নবকৃত্বঃ পরিয়ন্তি, নব বৈ প্রাণাঃ, প্রাণানেবাত্মন্ দধতে, নৈভ্যঃ প্রাণা অপক্রামন্ত্যাহমজানি গর্ভধমাত্বমজাসি গর্ভধমিতি, প্রজা বৈ পশবো গর্ভঃ প্রজামেব পশূনাত্মন্ দধত্তে।।১।। শ০কাং১৩। অ০২ ব্রা০৮ কং০৪,৫।

ভাষ্যম্—(গণানাং ত্বা০) বয়ং গণানাং গণনীয়ানাং পদার্থসমূহানাং গণপতিং পালকং স্বামিনং (ত্বা) ত্বাং পরমেশ্বরং (হবামহে) গৃহ্ণীমঃ। তথৈব সর্বেষাং প্রিযাণামিষ্টমিত্রাদীনাং মোক্ষাদীনাং চ প্রিয়পতিং ত্বেতি পূর্ববৎ। এবমেব নিধীনাং বিদ্যারত্নাদিকোশানাং নিধিপতিং ত্বেতি পূর্ববৎ। বসত্যস্মিন্ সর্বং জগদ্বা য়ত্র বসতি স বসুঃ পরমেশ্বরঃ, তৎসম্বুদ্ধৌ হে বসো, পরমেশ্বর পরত্বম্। সর্বান্ কার্য্যান্ ভূগোলান্ স্বসামর্থ্যে গর্ভবদ্দধাতীতি স গর্ভধস্তং ত্বামহং ভবৎকৃপয়া আজানি, সর্বথা জানীয়াম্। (আ ত্বমজাসি) হে ভগবন্! ত্বং তু আ সমন্তাজ্জ্ঞাতাসি। পুনর্গর্ভধমিত্যুক্ত্যা বয়ং প্রকৃতিপরমাণ্বাদীনাং গর্ভধানামপি গর্ভধং ত্বাং মন্যামহে। নৈবাতো ভিন্নঃ কশ্চিদ্ গর্ভধারকোঽস্তীতি।

এবমেবৈতরেযশতপথব্রাহ্মণে গণপতিশব্দোর্থো বর্ণিতঃ—(ব্রাহ্মণস্পত্যং) অস্মিন্ মন্ত্রে ব্রহ্মণো বেদস্য পতের্ভাবো বর্ণিতঃ। ব্রহ্ম বৈ বৃহস্পতিরিত্যুক্তত্বাৎ। তেন ব্রহ্মোপদেশেনৈবৈনং জীবং য়জমানং বা সত্যোপদেষ্টা বিদ্বান্ ভিষজ্যতি রোগরহিতং করোতি। আত্মনো ভিষজং বৈদ্যমিচ্ছতীতি। য়স্য পরমেশ্বরস্য প্রথঃ সর্বত্র ব্যাপ্তো বিস্তৃতঃ সপ্রথশ্চ, প্রকত্যাকাশাদিনাং প্রথেন স্বসামর্থ্যেন বা সহ বর্ত্ততে স সপ্রথঃ, তদিদং নামদ্বয়ং তস্যৈবাস্তীতি।

প্রজাপতিঃ পরমেশ্বরো বৈ ইতি নিশ্চযেন 'জমদগ্নিসংজ্ঞোঽস্তি'। অত্র প্রমাণম্—

জমদগ্নয়য়ঃ প্রজমিতাগ্নয়ো বা, প্রজ্বলিতাগ্নয়োবা, তৈরভিহুতো ভবতি।

নিরু০অ০৭ খং০২৪।

ভাষ্যম্ – ইমে সূর্য্যাদয়ঃ প্রকাশকাঃ পদার্থাস্তস্য সামর্থ্যাদেব প্রজ্বলিতা ভবন্তি। তৈঃ সূর্য্যাদিভিঃ কার্য্যৈস্তন্নিয়মৈশ্চ কারণাখ্য ঈশ্বরোঽভিহুতশ্চাভিমুখ্যেন পূজিতো

ভবতীতি। য়ঃ সন জমদগ্নিঃ পরমেশ্বরঃ (সোঽশ্বমেধঃ) স এব পরমেশ্বরোঽশ্বমেধাখ্য ইতি প্রথমোঽর্থঃ।

অথাপরঃ– ক্ষত্রং বাশ্বো বিডিতরে পশব ইত্যাদি। য়থাঽশ্বস্যাপেক্ষয়েতর ইমেঽজাদয়ঃ পশবো ন্যূনবলবেগা ভবন্তি, তথা রাজ্ঞঃ সভাসমীপে বিট্ প্রজা নির্বলৈব ভবতি। তস্য রাজ্যস্য য়দ্ধিরণ্যং সুবর্ণদিবস্তু জ্যোতিঃ প্রকাশো বা ন্যায়করণমেতৎ স্বরূপং ভবন্তি। য়থা রাজপ্রজালঙ্কারেণ রাজপ্রজাধর্মো বর্ণিতঃ, তথৈব জীবেশ্বরয়োঃ স্বস্বামিসম্বন্ধো বর্ণতে।

নৈব মনুষ্যঃ কেবলেন স্বসামর্থ্যেন সরলতয়া স্বর্গং পরমেশ্বরাখ্যং লোকং বেদ, কিন্ত্বীশ্বরানুগ্রহেণৈব জানাতি। 'অশ্বো য়ত ঈশ্বরো বা অশ্বঃ'। শ০কাং০১৩ অ০৩ ব্রা০৩। কং০৫। অশ্নুতে ব্যাপ্নোতি সর্বং জগৎ সোঽশ্ব ঈশ্বর ইত্যুক্তত্বাদীশ্বর-স্যৈবাত্রাশ্বসংজ্ঞাস্তীতি।

অন্যচ্চ (রাষ্ট্রং বা০) রাজ্যমশ্বমেধসংজ্ঞং ভবতি। তদ্রাষ্ট্রে রাজ্যকর্মণি জ্যোতির্দধাতি। তৎকর্মফলং ক্ষত্রায় রাজপুরুষায় ভবতি। তচ্চ স্বসুখায়ৈব বিশং প্রজাং কৃতানুকরাং স্ববর্ত্তমানামনুকুলাং করোতি। অথো ইত্যনন্তরং ক্ষত্রমেবাশ্বমেধসংজ্ঞকং ভবতি। তস্য য়দ্ধিরণ্যমেতদেব রূপং ভবতি। তেন হিরণ্যাদ্যন্বিতেন ক্ষত্রেণ রাজ্যমেব সম্যগ্ বর্দ্ধতে, ন চ প্রজাঃ। সা তু স্বতন্ত্রস্বভাবান্বিতয়া বিশা সমর্ধয়তি। অতো যত্রৈকা রাজা ভবতি, তত্র প্রজা পীডিতা জায়তে। তস্মাৎ প্রজাসত্তযৈব রাজ্যপ্রবন্ধঃ কার্য্য ইতি।

(গণানাং) স্ত্রিয়োঽপ্যেনং রাজ্যপালনায় বিদ্যাময়ং সন্তানশিক্ষাকরণাখ্যং য়জ্ঞং, পরিতঃ সর্বতঃ প্রাপ্নু যঃ। প্রাপ্তাঃ সত্যোঽস্য সিদ্ধযে য়দপহ্নবাখ্যং কর্ম্মাচরন্তি, অতঃ কারণাদ্ এতদ্ এতাসামন্যে বিদ্বাংসো দূরীকুর্বন্তি। অথো ইত্যনন্তরং য় এনং বিচালয়ন্তি, তানপ্যন্যে চ দূরীকুর্য্যঃ। এবমস্য ত্রিবারং রক্ষণং সর্বথা কুর্য্যুঃ। এবং প্রতিদিনমেতস্য শিক্ষয়া রক্ষণেন চাত্মশরীরবলানি সম্পাদয়েয়ুঃ। যে নরাঃ পূর্বোক্তং গর্ভধং পরমেশ্বরং জানন্তি, নৈব তেভ্যঃ প্রাণা বলপরাক্রমাদয়োঽপক্রামন্তি। তস্মান্মনুষ্যস্তং গর্ভধং পরমেশ্বরমহমাজানি সমন্তাজ্জানীয়ামিতীচ্ছেৎ। (প্রজা বৈ পশবঃ০) ঈশ্বরসামর্থ্যগর্ভাৎ সর্বে পদার্থা জাতা ইতি য়োজনীযম্। য়শ্চ পশূনাং প্রজানাং মধ্যে বিজ্ঞানবান্ ভবতি, স ইমাং সর্বাং প্রজামাত্মনি, অততি সর্বত্র ব্যাপ্নোতি, তস্মিন্ জগদীশ্বরে বর্ত্তত ইতি, ধারয়তি।।১।।

ইতি সংক্ষেপতো গণানাং ত্বেতি মন্ত্রস্যার্থো বর্ণিতঃ। অস্মান্মহীধরস্যার্থোঽত্যন্তবিরুদ্ধ এবাস্তীতি মন্তব্যম্।

।। ভাষার্থ।।

'গণানাং ত্বা' ঐতরেয় ব্রাহ্মণে গণপতি শব্দের এরূপ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, যদ্দ্বারা উপরোক্ত মন্ত্র ঈশ্বরার্থ প্রতিপাদন হয়, যেরূপ ব্রহ্মের অপর নাম বৃহস্পতি, ঈশ্বর, ইত্যাদি, তদ্রূপ বেদেরও অপর একটি নাম ব্রহ্ম। যেরূপ সুবৈদ্য রোগীকে বিশুদ্ধ ঔষধ প্রদান পূর্বক তাহার দুঃখ বা কষ্ট নিবারণ করেন, তদ্রূপ পরমেশ্বরও বেদোপদেশ

করিয়া, মনুষ্যকে বিজ্ঞানরূপ ওষধি প্রদান পূর্বক, অবিদ্যারূপ দুঃখ হইতে ত্রাণ করিয়া থাকেন। 'প্রথ' অর্থাৎ যে পরমাত্মা বিস্তৃত ও সমস্ত পদার্থে ব্যাপ্ত এবং সপ্রথ অর্থাৎ আকাশাদি বিস্তৃত পদার্থের সহিতও ব্যাপক হইয়া রহিয়াছেন, তদ্রূপ সেই মন্ত্রেও, ঈশ্বরের ভিন্ন-ভিন্ন নাম সকল য়থাবৎ প্রতিপাদিত হইয়াছে। শতপথ ব্রাহ্মণে রাজ্যপালনরূপ কার্য্যকে অশ্বমেধ বলে এবং রাজার নাম অশ্ব এবং প্রজার নাম ঘোটক ভিন্ন অপরাপর পশু রাখা হইয়াছে। রাজ্যের শোভা স্বরূপ ধন হইয়া থাকে, এবং জ্যোতিকে হিরণ্য বলা যায়।

পুনশ্চ 'অশ্ব' শব্দে পরমেশ্বরকেও বুঝায়, কারণ কোন মনুষ্য সহজে নিজ সামর্থ বলে স্বর্গলোককে জ্ঞাত হইতে সমর্থ হন না, কিন্তু অশ্ব অর্থাৎ ঈশ্বরই মনুষ্যকে স্বর্গসুখ জ্ঞাত করান। যাঁহারা প্রেমী ও ধর্মাত্মা হন, তাহাকেই পরমাত্মা সর্বপ্রকারে স্বর্গসুখ প্রদান করিয়া থাকেন।

পুনশ্চ (রাষ্ট্রমশ্বমেধঃ শব্দের অর্থ এইরূপ যে) যদ্দ্বারা রাজ্যের প্রকাশ বা উন্নতি হয়, তাহা ধারণ করাই রাজ্যসভার কার্য্য, ঐ রাজ্যসভা নিজ পক্ষ হইতে প্রজার প্রতি কর ধার্য্য করিয়া থাকে, যেহেতু রাজ্যসভাকেই (প্রকৃত) রাজা বলা যায়, রাজ দ্বারাই রাজ্য ও প্রজাগণ দ্বারাই প্রজার বৃদ্ধি (বা উন্নতি) ঘটিয়া থাকে।

(গণানাং ত্বা) ইহার অর্থ এইরূপ যে স্ত্রীগণও রাজ্য পালন জন্য (অর্থাৎ রাজ্য পালন বিষয়ের সুশৃঙ্খলা জন্য–অনুবাদক) নিজ নিজ সন্তানগণকে বিদ্যা শিক্ষা প্রদান করিবে যে জন য়জ্ঞ প্রাপ্ত হইয়াও সন্তানোৎপত্তি কর্ম্মে মিথ্যাচরণ করিয়া থাকেন, তাহাদিগের ঐরূপ কর্ম্মে বিদ্বানগণ প্রসন্ন হন না। যে পুরুষ সন্তানাদির শিক্ষা বিষয়ে আলস্য করেন, অপরে তাহাকে বন্ধন করিয়া তাড়না করিয়া থাকেন, এইরূপে তিনি, ছয় বা নয়বার ইহার রক্ষা দ্বারা (শিক্ষা প্রদান পূর্বক) আত্মা ও শরীরের বল সিদ্ধ করিবেন। যেজন পরমেশ্বরের উপাসনা করিয়া থাকেন, তাহার বলাদি গুণ কদাপি নষ্ট হয় না। (আহমজানি০) প্রজার কারণ স্বরূপকে গর্ভ বলে, এবং প্রজাসভা ঐ গর্ভের সমতুল্য হইয়া থাকে, (কারণ ঐ সভা) প্রজারূপ পুত্রকে নিজ আত্মা মধ্যে ধারণ করিয়া রাখে অর্থাৎ যেরূপ সকলে নিজ নিজ সুখ চাহে, তদ্রূপ প্রজাগণ আপনাপন পশুগণেরও সুখপ্রাপ্তির ইচ্ছা করিয়া থাকে।।১।।

(পুনশ্চ গণানাং ত্বা ইত্যাদির) আর এক প্রকার অর্থ হয়, যথা—অনুবাদক)

(গণানা০ ত্বা) অর্থাৎ যে পরমেশ্বর গণনীয় পদার্থের পতি অর্থাৎ পালনকারী, (ত্বা) তাঁহাকে (হবামহে) আমরা পূজ্য বুদ্ধি দ্বারা গ্রহণ করি। (প্রিয়াণাং) যিনি আমাদিগের ইষ্ট মিত্র তথা মোক্ষ সুখাদি বিষয়ের প্রিয়পতি এবং যিনি আমাদিগকে আনন্দে রাখিয়া সদা পালন করিয়া থাকেন, তাহাকেই (অর্থাৎ সেই পরমাত্মাকেই) আমি উপাস্য দেব জ্ঞান করিয়া গ্রহণ করিয়া থাকি। (নীধীনাং ত্বা) যিনি বিদ্যা ও সুখাদির নিধি (স্বরূপ) অর্থাৎ আমাদিগের (পঞ্চ) কোষের পতি, সেই সর্বশক্তিমান্ পরমেশ্বরকে আমি নিজ রাজা ও স্বামী বলিয়া স্বীকার করি। যিনি ব্যাপক হইয়া সমস্ত

জগতে, এবং সমস্ত জগৎ যাহাতে স্থিত রহিয়াছে, তাহাকে (এরূপ পরমেশ্বরকে) বসু বলে। হে বসুরূপী পরমেশ্বর। আপনি নিজ সামর্থ্য বলে জগৎকে অনাদি কারণরূপে নিজ গর্ভে (ব্যাপকতায়) ধারণ করেন। অর্থাৎ আপনিই সমগ্র মূর্ত্তিমান্ দ্রব্যকে রচনা করিয়া নিজ ব্যাপকতায় স্থিত রাখেন, এজন্য আপনাকে 'গর্ভধ' বলা হয়। (আহমজানি) উপরোক্ত গুণ সহিত আপনাকে যেন আমি জানিতে সক্ষম হই। (আ ত্বং) যেরূপ আপনি সর্বপ্রকারে সকলকে জ্ঞাত আছেন, তদ্রূপ আমাকেও (হে পরমেশ্বর।) আপনি সর্বপ্রকার জ্ঞানযুক্ত করুন। (গর্ভধং) দ্বিতীয়বার এই গর্ভধ শব্দের পাঠ এজন্য দেওয়া হইয়াছে, যে প্রকৃতি ও পরমাণু আদির কার্য্যদ্রব্যের গর্ভরূপ হইয়া থাকে, এবং ঐ প্রকৃতি ও পরমাণু যাহা জগতের গর্ভরূপ, সেই গর্ভরূপ বীজকেও পরমাত্মা নিজগর্ভে ধারণ করেন, যেহেতু ঈশ্বর ছাড়া জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয়ের অন্য কেহ (কারণ) নাই।১।

এইরূপ অর্থ, ঐতরেয় ও শতপথ ব্রাহ্মণেও পাওয়া যায়। এক্ষণে বিচার করা কর্ত্তব্য যে, এরূপ সত্যার্থ লুপ্ত হওয়ায় ও নবীন অনর্থরূপ মিথ্যার্থ প্রচারিত হওয়ায়, মনুষ্যকে ভ্রান্ত করিয়া বেদশাস্ত্রকে কতদূর অবমাননা করা হইয়াছে। যেরূপ বেদশাস্ত্রের প্রকৃতার্থ জ্ঞাত হইতে না পারিয়া, ভ্রমপ্রযুক্ত বেদের প্রতি মিথ্যা দোষ আরোপিত হইয়াছে, তাহা (সত্যর্থ দ্বারা) খণ্ডিত হইল, এবং এইরূপ (সত্য) ভাষ্যের প্রবৃত্তি দ্বারা মিথ্যা দোষের নিবৃত্তি হইবে।

তা উভো চতুরঃ পদঃ সংপ্রসারয়াব স্বর্গে লোকে প্রোর্ণুবাথাং বৃষা বাজী রেতোধা রেতো দধাতু।।২।। য০অ০২৩মং০২০।।

মহীধরস্যার্থঃ—'অশ্বশিশ্নমুপস্থে কুরুতে বৃষা বাজীতি। মহিষী স্বয়মেবাশ্বশিশ্নমাকৃষ্য স্বয়োনৌ স্থাপয়তি'।।২।।

।। ভাষার্থ।।

মহীধরের অর্থ—যজমানের স্ত্রী ঘোটকের (লিঙ্গ) ধরিয়া নিজেই নিজ (যোনি) মধ্যে প্রবেশ করাইবে।

সত্যোঽর্থঃ—তা উভৌ চতুরঃ পদঃ সম্প্রসারয়াবেতি মিথুনস্যাবরুধ্যৈ স্বর্গে লোকে প্রোর্ণুবাথামিত্যেষ বৈ স্বর্গো লোকো য়ত্র পশুংসংজ্ঞপয়ন্তি। তস্মাদেবমাহ বৃষা বাজী রতোধা রেতো দধাত্বিতি মিথুনস্যৈবাবরুধ্যৈ।।২।। শ০কাং০১৩ অ০২ ব্রা০৮।কং০৫।।

ভাষ্যম্—আবাং রাজপ্রজে, ধর্ম্মার্থকামমোক্ষান্ চতুরঃ পদানি সদৈব মিলিতে ভূত্বা সম্যক্ বিস্তারয়েবহি। কস্মৈ প্রয়োজনায়েত্যত্রাহ–স্বর্গে সুখবিশেষে, লোকে দ্রষ্টব্যে ভোক্তব্যে, প্রিয়ানন্দস্য স্থিরত্বায়। য়েন সর্বান্ প্রাণিনঃ সুখৈরাচ্ছাদয়েবহি। য়স্মিন্ রাজ্যে পশুং পশুস্বভাবমন্যায়েন পরপদার্থানাং দ্রষ্টারং জীবং বিদ্যোপদেশদণ্ডদানেন সম্যগববোধয়ন্তি, সৈষ এব সুখযুক্তো দেশো হি স্বর্গো ভবতি। তস্মাৎ কারণাদুভয়স্য সুখায়োভয়ো বিদ্যাদিসদ্গুণানামভিবর্ষকং বাজিনং বিজ্ঞানবন্তং জনং প্রতি বিদ্যাবলে সততমেব দধাত্বিত্যাহায়ং মন্ত্রঃ।।২।।

।। ভাষার্থ।।

(তা উভৌ) রাজা ও প্রজা উভয়ে মিলিয়া ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ সিদ্ধির প্রচার করণে সদা প্রবৃত্ত থাকিবে। কোন্ প্রয়োজন হেতু ? যদ্দ্বারা উভয়ে অত্যন্ত সুখরূপ স্বর্গলোকে (সকলের) প্রিয় (রূপ) আনন্দে স্থিত থাকিতে পারা যায় অর্থাৎ যদ্দ্বারা আমরা রাজা ও প্রজা উভয়ে পরস্পর সুখে থাকি এবং প্রাণীমাত্রকেই সুখে পরিপূর্ণ করিয়া দিতে সমর্থ হই। যে রাজ্যে মনুষ্যগণ ঈশ্বরকে জ্ঞাত হইতে সমর্থ হন, (সেই দেশবাসীগণেরাই) সুখযুক্ত হইয়া থাকেন। অতএব রাজা ও প্রজাগণ সুখপ্রাপ্তির জন্য সৎ উপদেশক পুরুষের সেবায় সদা রত থাকিবেন এবং বিদ্যা ও বলের বৃদ্ধিতে সদা তৎপর হইবেন। (এক্ষণে বিচার করিয়া দেখুন, যে মহীধরের অর্থ কিরূপ অনর্থযুক্ত ও স্বামীজীকৃত বেদাঙ্গানুকূল সদর্থই বা কিরূপ গভীর ও মহান্—অনুবাদক)

য়কাসকৌ শকুন্তিকাহলগিতি বঞ্চতি।

আহন্তি গভে পসো নিগল্গলীতি ধারকা।।৩।। য০অ০২৩ মং০২২।

মহীধরো বদতি—অ বর্য্যাদয়ঃ কুমারীপত্নীভিঃ সহ সোপহাসং সংবদন্তে। অঙ্গুল্যা য়োনিং প্রদেশয়ন্নাহ, স্ত্রীণাং শীঘ্রগমনে য়োয়ৌ হলহলাশব্দো ভবতীত্যর্থঃ। (গভে) ভগে যোনৌ শকুনিসদৃশ্যাং য়দা পসো লিঙ্গমাহন্তি আগচ্ছতি, পুংস্প্রজননস্য নাম, হন্তির্গত্যর্থঃ। য়দা ভগে শিশ্নমাগচ্ছতি, তদা (ধারকা) ধরতি লিঙ্গমিতি ধারকা য়োনিঃ (নিগল্গালীতি) নিতরাং গলতি বীর্য়ং ক্ষরতি, য়দ্বা শব্দানুকরণং গলগলেতি শব্দং করোতি।।৩।।

য়কোসকৌ০।।৪।। য০ অ০ ২৩ মং০ ২৩।

কুমারী অ বর্য্যুং প্রত্যাহ। অঙ্গুল্যা লিঙ্গং প্রদেশয়ন্ত্যাহ–অগ্রভাগে সচ্ছিদ্রং লিঙ্গং তব মুখমিব ভাসতে।।৪।।

।। ভাষার্থ।।

মহীধরের অর্থ–যজ্ঞশালায় অধ্বর্য্যু আদি ঋত্বিজগণ কুমারী (কন্যা) ও অপর স্ত্রীগণের সহিত উপহাস পূর্ব্বক সংবাদ করিতেছেন যে। এইরূপে অঙ্গুলী যোনির দিকে দেখাইয়া হাসিতেছেন। (আহলগিতি০) যখন স্ত্রীগণ শীঘ্র শীঘ্র চলিয়া যান, তখন তাহাদিগের যোনিতে হলহলা শব্দ হয়, এবং যখন পুংচিহ্ন ও স্ত্রীচিহ্নের সংযোগ হয় তখনও হলহলা শব্দ হইয়া থাকে। এবং যোনি ও লিঙ্গ হইতে বীর্য্য বাহির হইয়া যায়।৩।

(য়কাসকৌ০) পুনঃ কুমারী অ বর্য্যুকে উপহাস করিয়া বলিতেছে যে, এই ছিদ্রসহিত যে পুংচিহ্ন রহিয়াছে, তাহার অগ্রভাগ তোমার মুখের সমান (ন্যায়) দৃষ্ট হইতেছে।।৪।।

অথ সত্যোঽর্থ ঃ– ''য়কাসকৌ শকুন্তিকেতি। বিড বৈ শকুন্তিকাহলগিতি বঞ্চতীতি। বিশো বৈ রাষ্ট্রায় বঞ্চত্যাহন্তি গভে পসো নিগল্গলীতি ধারকেতি। বিড্

বৈ গভো রাষ্ট্রং পসো, রাষ্ট্রমেব বিশ্যাহন্তি তস্মাদ্রাষ্ট্রী বিশং ঘাতুকঃ।'' (৩–৪)।।

শ০ কাং০ ১৩ অ০ ২ ব্রা০ ৯ কং০ ৬।।

ভাষ্যম্–(বিড বৈ০) য়থা শ্যেনস্য সমীপেঽল্পপক্ষিণী নির্বলা ভবতি, তথৈব রাজ্ঞঃ সমীপে (বিট্) প্রজা নির্বলা ভবতি। (আহলগিতি বঞ্চতীতি) রাজানো বিশঃ প্রজাঃ (বৈ) ইতি নিশ্চয়েন রাষ্ট্রায় রাজসুখপ্রয়োজনায় সদৈব বঞ্চন্তীতি। (আহন্তি০) বিশো গভসংজ্ঞা ভবতি, পসাখ্যং রাষ্ট্রং, রাজ্যং প্রজয়া স্পর্শনীযং ভবতি। য়স্মাদ্রাষ্ট্রং তাং প্রজাং প্রবিশ্যাহন্তি সমন্তাদ্ধননং পীড়াং করোতি, য়স্মাদ্রাষ্টী একো রাজা মতশ্চেত্তর্হি বিশং প্রজাং ঘাতুকো ভবতি, তস্মাৎ কারণাদেকো মনুষ্যো রাজা কদাচ্চিন্নৈব মন্তব্যঃ। কিন্তু সভাধ্যক্ষঃ সভাধীনো য়ঃ সদাচারী শুভলক্ষণান্বিতো বিদ্বান্ স প্রজাভী রাজা মন্তব্যঃ। অস্মাদপি সত্যাদর্থান্মহীধরস্যাংতীবদুষ্টোঽর্থোঽস্তীতি বিচারণীয়ম্।।৩–৪।।

।। ভাষার্থ।।

(য়কাসকৌ০) প্রজাকে শকুন্তিকা বলে অর্থাৎ যেরূপ বাজপক্ষীর সম্মুখে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পক্ষীগণের দুর্দ্দশা ঘটে, তদ্রূপ রাজার সম্মুখে প্রজার দুর্দ্দশা ঘটিয়া থাকে। (আহলগিতি০) বিশেষতঃ যেখানে একজনমাত্র (যথেচ্ছাচারী) রাজা থাকেন, তথায় প্রজাগণ প্রতারিত ও অনেক প্রকারে দুর্দ্দশাগ্রস্থ হইয়া থাকেন।

(আহন্তি গভে পসো) প্রজাকে 'গভ' বলে ও রাজ্যের নাম 'পস' হইয়া থাকে। যে স্থানে একজন লোক রাজা হন, তথায় তিনি (স্বার্থের বশীভূত হইয়া–অনুবাদক) স্বয়ং লোভে পতিত হন, ও প্রজাগণের পদার্থের হানি করিয়া থাকেন, এইজন্য রাজাকে প্রজার ঘাতক অর্থাৎ হননকারীও বলা যায়। এই কারণ একজনকে রাজা বলিয়া স্বীকার করা কর্ত্তব্য নহে, পরন্তু রাজপ্রবন্ধ (সদা) ধার্মিক ও বিদ্বানগণের সভার অধীন হওয়া উচিত।

'য়কাসকৌ' ইত্যাদি মন্ত্রের শতপথ ব্রাহ্মণের সদর্থের সহিত মহীধরাদি অল্পজ্ঞগণ কর্ত্তৃক প্রণীত দুষ্টার্থের সহিত অত্যন্ত বিরোধ দৃষ্ট হয়।

মাতা চ তে পিতা চ তেঽগ্রং বৃক্ষস্য রোহতঃ।

প্রতিলামীতি তে পিতা গভে মুষ্টিমতঃসয়ৎ।।৫।। য০অ০২৩ মং০২৪।

মহীধরস্যার্থঃ—'ব্রহ্মা মহিষীমাহ–মহিষি হয়ে হয়ে মহিষি! তে তব মাতা, চ পুনস্তে তব পিতা, য়দা বৃক্ষস্য বৃক্ষজস্য কাষ্ঠময়স্য মঞ্চক স্যাগ্রমুপরিভাগং রোহতঃ আরোহতঃ তদা তে পিতা গভে ভগে মুষ্টিং মুষ্টিতুল্যং লিঙ্গমতংসয়ত্তংসয়তি প্রক্ষিপতি। এবং তবোৎপত্তিরিত্যশ্লীলম্। লিঙ্গমুখানেনালঙ্করোতি বা তব ভোগেন স্নিহ্যামীতি বদন্নেবং তবোৎপত্তিঃ'।।৫।।

।। ভাষার্থ।।

মহীধরকার্থ অর্থ — যজ্ঞকালে ব্রহ্মা উপহাস করিয়া যজমানের স্ত্রীর প্রতি বলিতেছেন যে, যখন তোমার মাতা ও পিতা কাষ্ঠময় মঞ্চ অর্থাৎ খট্টাঙ্গের উপর

আরোহণ করিয়া, তোমার পিতা মুষ্টি তুল্য লিঙ্গকে তোমার মাতার ভগ মধ্যে প্রবেশ করান্, তবে তোমার উৎপত্তি হইয়াছে। তখন যজমানের স্ত্রীও (যজ্ঞের) ব্রহ্মাকে বলিলেন, যে তোমারও উৎপত্তি ঐরূপই হইয়াছে, এজন্য উভয়েরই উৎপত্তি সমতুল্য ।।৫।।

অথ সত্যোঽর্থঃ–''মাতা চ তে পিতা চ ত ইতি। ইয়ং বৈ মাতাসৌ পিতাভ্যামেবৈনং স্বর্গং লোকং গময়ত্যগ্রং বৃক্ষস্য রোহত ইতি। শ্রীর্বৈ রাষ্ট্রস্যাগ্রঙ্ং শ্রিয়মেবৈনঙ্ং রাষ্ট্রস্যাগ্রং গময়তি। প্রতিলামীতি তে পিতা গভে মুষ্টিমতঙ্ংসয়দিতি। বিড্ বৈ গভো রাষ্ট্রং মুষ্টি, রাষ্ট্র মেবাবিশ্যাহন্তি, তস্মাদ্রাষ্ট্রী বিশং ঘাতুকঃ।'' ।।৫।।

শ০কাং০ ১৩ অ০ ২ ব্রা০৯ কাং০৭।

ভাষ্যম্—(মাতা চ তে০) হে মনুষ্য ! ইয়ং পৃথিবী বিদ্যা চ তে তব মাতৃবদস্তি। ওষধ্যাদ্যনেকপদার্থদানেন বিজ্ঞানোৎপত্ত্যা চ মান্যহেতুত্বাৎ। অসৌ দ্যৌঃ প্রকাশো বিদ্বানীশ্বরশ্চ তব পিতৃবদস্তি। সর্বপুরুষার্থানুষ্ঠানস্য সর্বসুখপ্রদানস্য চ হেতুত্বেন পালকত্বাৎ। বিদ্বান্ তাভ্যামেবৈনং জীবং স্বর্গং সুখরূপং লোকং গময়তি। (অগ্রং বৃক্ষস্য০) য়া শ্রীবিদ্যাশুভগুণরত্নাদিশোভান্বিতা চ লক্ষ্মীঃ, সা রাষ্ট্রস্যাগ্রমুত্তমাঙ্গং ভবতি। সৈবৈনং জীবং শ্রিয়ং শোভাং গময়তি, য়দ্রাষ্ট্রস্যাগ্রমগ্র্যং মুখ্যং সুখং চ। (প্রতিলামীতি০) বিট্ প্রজা গভাখ্যাঽর্থাদৈশ্বর্য্যপ্রদা, (রাষ্ট্র মুষ্টিং০) রাজকর্ম্ম মুষ্টিঃ, য়থা মুষ্টিনা মনুষ্যো ধনং গৃহ্ণাতি, তথৈবৈকো রাজা চেৎ তর্হি পক্ষপাতেন প্রজাভ্যঃ স্বসুখায় সর্বাং শ্রেষ্ঠাং শ্রিয়ং হরত্যেব। য়স্মাদ্রাষ্ট্রং বিশি প্রজায়াং প্রবিশ্য আহন্তি, তস্মাদ্ রাষ্ট্রী বিশং ঘাতুকো ভবতি। অস্মাদর্থান্মহীধরস্যার্থোঽত্যন্তবিরুদ্ধোঽস্তি, তস্মাৎ স নৈব কেনাপি মন্তব্যঃ।।৫।।

অথ সত্যোঽর্থঃ – (মাতা চ তে০) সকল প্রাণীর পক্ষে পৃথিবী এবং বিদ্যা মাতার ন্যায় সকল প্রকারে মাননীয়া এবং সূর্য্যলোক বিদ্বান এবং পরমেশ্বর (সকলেরই) পিতার সমান হইয়া থাকেন। কারণ সূর্য্যলোক পৃথিবীর সমস্ত পদার্থের প্রকাশক স্বরূপ হইয়া থাকে, এবং বিজ্ঞান দান হেতু বিদ্বান ও পরমেশ্বর সকলেরই পালনকারী হইয়া থাকেন। এই দুই কারণে বিদ্বান্ পুরুষেরা জীবকে নানা প্রকারে সুখ প্রাপ্তি করাইয়া থাকেন। (অগ্রং বৃক্ষস্য) শ্রী য়াহা লক্ষ্মী স্বরূপ, তাহাই রাজ্যের অগ্রভাগ অর্থাৎ শিরঃ স্বরূপ হইয়া থাকে, যেহেতু বিদ্যা ও ধন এই দুই দ্রব্য মিলিত হইয়াই জীবের শোভা ও রাজ্যসুখ প্রাপ্তি করাইয়া দেয়। (প্রতিলামীতি) পুনঃ প্রজাকে ''গভ'' বলা যায়, ও ঐশ্বর্য্যদাতা এবং রাজ্যকে মুষ্টি বলা যায়, কারণ রাজা নিজ প্রজাগণের পদার্থ মুষ্টি দ্বারা এরূপ হরণ করেন, যেরূপ কেহ বলপূর্বক অপরের দ্রব্য কাড়িয়া নিজের করিয়া লয়, তদ্রূপ যেখানে একজন মাত্র (সর্বেসর্বা) রাজা হন, তথায় তিনি স্বার্থের বশীভূত হইয়া পক্ষপাত পূর্বক ছল-বল ও কৌশলে–আপন সুখ হেতু প্রজার শ্রেষ্ঠ সুখ প্রদানকারিণী লক্ষ্মী গ্রহণ (হরণ) করেন, অর্থাৎ ঐ রাজা রাজকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া প্রজাপীড়ক হইয়া থাকেন, এজন্য একজনকে কদাপি রাজা বলিয়া স্বীকার করা কর্ত্তব্য নহে, পরন্তু অধ্যক্ষ সহিত সভার আজ্ঞাধীন থাকা সকলেরই কর্ত্তব্য। এক্ষণে এই সদর্থের সহিত মহীধরের অর্থ কত বিরোধী তাহা পাঠকগণ বিচার করিয়া দেখিবেন।।৫।।

ঊ র্বমেনামুচ্ছ্রাপয় গিরৌ ভারꣳ হরন্নিব ।

অথাস্যৈ মধ্যমেধতাꣳ শীতে বাতে পুনন্নিব । ।৬ । । য০অ০২৩ মং০ ২৬ । ।

মহীধরস্যার্থঃ–'য়থা অস্যৈ অস্যা বাবাতায়া মধ্যমেধতাং য়োনিপ্রদেশো বৃদ্ধিং য়ায়াৎ য়থা য়োনির্বিশালা ভবতি, তথা মধ্যে গৃহীত্বোচ্ছ্রাপয়েত্যর্থঃ । দৃষ্টান্তান্তরমাহ– য়থা শীতলে বায়ৌ বাতি পুনন্ ধান্যপবনং কুর্বানঃ কৃষীবলো ধান্যপাত্রং ঊ র্বং করোতি তথেত্যর্থঃ । ।৬ । ।

য়দস্যা অꣳহু ভেদ্যাঃ কৃধু স্থূলমুপাতসৎ ।

মুষ্কাবিদস্যা এজতো গোশফে শকুলাবিব । ।৭ । । য০অ০২৩ মং০ ২৮ ।

'য়ৎ যদা অস্যাঃ পরিবৃক্তায়াঃ কৃধু হ্রস্বং স্থূলং চ শিশ্নমুপাতসৎ উপগচ্ছৎ যোনিং প্রতি গচ্ছেৎ, তংস উপক্ষয়ে, তদা মুষ্কৌ বৃষণৌ ইৎ এব অস্যাঃ য়োনেরুপরি এজতঃ কম্পেতে । লিঙ্গস্য স্থূলত্বাদ্যোনেরল্পত্বাদ্ বৃষণৌ বহিস্তিষ্ঠত ইত্যর্থঃ তত্র দৃষ্টান্তঃ– গোশফে জলপূর্ণে গোখুরে শকুলৌ মৎস্যাবিব, য়থা উদকপূর্ণে গোঃ পদে মৎস্যৌ কম্পেতে' । ।৭ । ।

। । ভাষার্থ । ।

মহীধরের অর্থ—পুরুষেরা স্ত্রীলোকের গুপ্তদেশ দুই হস্ত দ্বারা টানিয়া তাহার আয়তন বৃদ্ধি করাইবে । (য়দস্যা অꣳহ০) এবং পরিবৃক্তা অর্থাৎ যে স্ত্রীর বীর্য্য বাহির হইয়া যায়, যখন ক্ষুদ্র বা বৃহদাকার (লিংগ অর্থাৎ পুংচিহ্ন) ঐ স্ত্রীর গুপ্তদেশে প্রবেশ করান যায়, তখন ঐ গুপ্তস্থানের উপর অণ্ডকোষ নৃত্য করিতে থাকে, কারণ জননেন্দ্রিয় ক্ষুদ্র ও পুরুষাঙ্গ বৃহদাকার হয় । ইহার দৃষ্টান্ত মহীধর দিতেছেন, যে যেরূপ গোস্পদের জলে দুইটী মৎস্য নাচিতে থাকে অথবা কৃষক যখন অন্ন ও তুঁষকে পৃথক পৃথক করিবার জন্য একপাত্রে ভরিয়া যখন উপরে তুলিয়া লয়, তখন চালয়মান বায়ু দ্বারা উহা কম্পিত হইয়া থাকে, তদ্রূপ স্ত্রীগণের গুপ্ত স্থানের উপর পুরুষের কোষ নাচিতে থাকে । ।৬,৭ । ।

অথ সত্যোঽর্থঃ – ''ঊ র্বামেনামুচ্ছ্রাপয়েতি । শ্রীর্বৈ রাষ্ট্রমশ্বমেধঃ শ্রিয়মেবাস্মৈ রাষ্ট্রমূ র্বমুচ্ছ্রয়তি । গিরৌ ভারꣳ হরন্নিবেতি । শ্রীর্বৈ রাষ্ট্রস্য ভারঃ, শ্রিযমেবাস্মৈ রাষ্ট্রꣳ সংনহ্যত্যথো শ্রিযমেবাস্মিন্ রাষ্ট্রমধিনিদধাতি । অথাস্যৈ মধ্যমেধতামিতি । শ্রীর্বৈ রাষ্ট্রস্য মধ্যꣳশ্রিয়মেব রাষ্ট্রং মধ্যতোঽন্নাদ্যং দধাতি । শীতে বাতে পুনন্নিবেতি । ক্ষেমো বৈ রাষ্ট্রস্য শীতং ক্ষেমমেবাস্মৈ করোতি ।''৬,৭ । ।শ০কাং০ ১৩ অ০২ ব্রা০৯ । । কং০ ২,৩,৪,৫ ।

ভাষ্যম্—(ঊর্দ্ধমেনা০) হে নর । ত্বং শ্রীর্বৈয় রাষ্ট্রমশ্বমেধো য়জ্ঞশ্চাস্মৈ রাষ্ট্রায় শ্রিয়মুচ্ছাপয়, সেব্যামুৎকৃষ্টাং কুরু । এবং সভযা রাজ্যপালনে কৃতে রাষ্ট্রং রাজ্যমূ র্বং সর্বোৎকৃষ্টগুণমুচ্ছ্রয়িতুং শক্যম্ । (গিরৌ ভারꣳহর০ং) কস্মিন্ কিমিব, গিরি শিখরে প্রাপ্ত্যর্থং ভারবদ্বস্তূপস্থাপয়ন্নিব । কোঽস্তি রাষ্ট্রস্য ভার ইত্যত্রাহ–'শ্রীর্বৈয় রাষ্ট্রস্য ভারঃ;' ইতি । সভাব্যবস্থয়াস্মৈ রাষ্ট্রায় শ্রিয়ং সন্নহ্য সম্বধ্য রাষ্ট্রমনুত্তমং কুর্য্যাৎ । অথো

ইত্যনন্তরমেবং কুর্বন্ জনোঽস্মিন্ সংসারে রাষ্ট্রং শ্রীযুক্তমধিনিদধাতি সর্বোপরি নিত্যং ধারয়তীত্যর্থঃ (অথাস্যৈ০) কিমস্য রাষ্ট্রস্য মধ্যমিত্যাকাংক্ষায়ামুচ্যতে–'শ্রীর্বৈ রাষ্ট্রস্য মধ্যং' তস্মাদিমাং পূর্বোক্তাং শ্রিয়মন্নাদ্যং ভোক্তব্যং বস্তু চ রাষ্ট্রে রাজ্যে মহতো রাজ্যস্যাঽঽভ্যন্তরে দধাতি, সুসভয়া সর্বাং প্রজাং সুভোগযুক্তাং করোতি। কস্মিন্ কিং কুর্বন্নিব (শীতে বাতে পুনন্নিবেতি) রাষ্ট্রস্য ক্ষেমো রক্ষণং শীতং ভবত্যস্মৈ রাষ্ট্রায় ক্ষেমং সুসভয়া রক্ষণং কুর্য্যাৎ। অস্মাদপি সত্যাদর্থান্মহীধরস্য ব্যাখ্যানমত্যন্তং বিরুদ্ধমস্তীতি।।৬,৭।।

।। ভাষার্থ।।

স্ত্রী শব্দে বিদ্যা ও ধন বুঝাইয়া থাকে এবং রাষ্ট্র পালনকে অশ্বমেধ বলা হয়, এবং ইহাই (অশ্বমেধই) শ্রী ও রাজ্যের উন্নতি করাইয়া দেয়। পুনশ্চ, (গিরৌ ভারগুংহরন্নিব) রাজ্যের ভার (ব্যবস্থা) শ্রী হইয়া থাকে, যেহেতু শ্রী দ্বারাই রাজ্যের বৃদ্ধি ঘটে, এজন্য রাজ্য মধ্যে বিদ্যা ও ধনের উত্তমরূপে বৃদ্ধি করিবার জন্য, তৎসম্বন্ধীয় ভার অর্থাৎ ব্যবস্থা বিষয় শ্রেষ্ঠ পুরুষগণের সভার উপর অর্পণ করা কর্ত্তব্য, যদ্দ্বারা (অথাস্যৈ) শ্রীও রাজ্যের আধার হইয়া থাকে। সেই রাজ্য শোভা ধারণ করিয়া উত্তম পদার্থ সকলকে প্রাপ্ত করাইয়া থাকে। এবিষয়ের দৃষ্টান্ত এইরূপ যথা ঃ–(শীতে বাতে০) অর্থাৎ রাজ্যের রক্ষা করাকে 'শীত' বলা যায়, যেহেতু রাজ্য সভা দ্বারা রাজ্যের রক্ষা হয়, এবং তজ্জন্যই ঐ রাজ্যের উন্নতি ঘটে।

(এক্ষণে প্রশ্নোত্তরে ঐ রাজ্য ভার কীরূপ ও তাহা কীরূপেই বা রক্ষিত হয় ? তাহাই বর্ণিত হইতেছে যথা—অনুবাদক।)

প্রঃ–রাজ্যের ভার কী ?

উঃ—(শ্রীর্বৈ রাষ্ট্রস্য ভারঃ) অর্থাৎ শ্রীই রাজ্যের ভার, কারণ শ্রী বা ধনের ভার অর্থাৎ ব্যবস্থাই রাজ্যের উত্তমতাকে পৌঁছাইয়া দেয়।

(অথো) তদনন্তর রাজ্য ব্যবস্থাকারী পুরুষেরা সমগ্রদেশ বা সংসার মধ্যে শ্রীযুক্ত রাজ্য ব্যবস্থা সর্বত্র স্থাপন করিতে সমর্থ হন।

(অথাস্যৈ০) প্রঃ–ঐ রাজ্যের মধ্য কী ?

উঃ–প্রজাগণকে যথাবৎ রক্ষা করা অর্থাৎ তাহাদিগকে যথা নিয়মে রক্ষা ও পালনাদি করাই উক্ত রাজ্য রক্ষার্থের মধ্যস্থস্বরূপ হইয়া থাকে। (অর্থাৎ যেরূপ মধ্যস্থ সমস্ত গণ্ডগোল নিবারণ করেন, তদ্রূপ, যদি যথানিয়মে প্রজাগণকে পালন ও রক্ষা করা যায়, তবে ঐ সুরাজ প্রবন্ধই রাজ্য রক্ষার মধ্যস্থ স্বরূপ হইয়া থাকে—অনুবাদক) (গিরৌ ভারগুংহরন্নিব) যেরূপ কোন মনুষ্য ভার (স্কন্ধে করিয়া) উপরস্থ পর্বতোপরি লইয়া যায়, তদ্রূপই রাজ্যসভা ও রাজ্যের উত্তম সুখ প্রদাতা হইয়া থাকে।।৬,৭।।

য়দ্দেবাসো ললামগুং প্র বিষ্টীমিনমাবিষুঃ।
শক্থ্না দেদিশ্যতে নারী সত্যস্যাক্ষিভুবো য়থা।।৮।। যঃ০অ০২৩ মং০২৯।।

মহীধরস্যার্থঃ—(য়ৎ) য়দা (দেবাসঃ) দেবাঃ দীব্যন্তি ক্রীডন্তি দেবাঃ হোত্রাদয়ঃ ঋত্বিজো, (ললামগুং) লিঙ্গং (প্র আবিশুঃ) য়োনৌ প্রবেশয়ন্তি, ললামেতি সুখনাম, ললাম সুখং গচ্ছতি প্রাপ্নোতি ললামগুঃ শিশ্ন, য়দ্বা ললামং পুণ্ডং গচ্ছতি ললামগুঃ লিঙ্গং, য়োনিং প্রবিশদুত্থিতং পুণ্ড্রাকারং ভবতীত্যর্থঃ। কীদৃশং ললামগুং (বিষ্টীমিনং) শিশ্নস্য য়োনিপ্রদেশে ক্লেদনং ভবতীত্যর্থঃ। য়দা দেবাঃ শিশ্নক্রীডিনো ভবন্তি, ললামগুং য়োনৌ প্রবেশয়ন্তি তদা (নারী) (সক্থ্না) ঊরুণা উরুভ্যাং (দের্দিশ্যতে) নির্দিশ্যতে অত্যন্তং লক্ষ্যতে। ভোগসময়ে সর্বস্য নার্য্যঙ্গস্য নরেণ ব্যাপ্তত্বাদূরুমাত্রং লক্ষ্যতে। ইয়ং নারীতীত্যর্থঃ।।৮।।

।। ভাষার্থ।।

মহীধরের অর্থ—(য়দ্দেবাসো০) যাবৎ যজ্ঞশালায় ঋত্বিজগণ উপরোক্ত প্রকারে উপহাস ও অণ্ডকোষকে নৃত্য করাইতে থাকেন, তাবৎ ঘোটকের পুংচিহ্ন মহিষীর গুপ্ত স্থান মধ্যে কার্য্য করিতে থাকে, এবং ঐ ঋত্বিজগণেরও পুংচিহ্ন স্ত্রীলোকের গুপ্ত শরীরে প্রবিষ্ট থাকে। এবং যখন পুংচিহ্ন সতেজ হয়, তখন তাহা কমলের সদৃশ হইযা যায়। যখন স্ত্রী পুরুষের সমাগম হয়, তখন পুরুষ উপরে ও স্ত্রী পুরুষের নিম্নে থাকায় ক্লান্ত হইয়া যায়।।৮।।

অথ সত্যোऽর্থঃ–(য়দ্দেবাসো০) য়থা দেবা বিদ্বাংসঃ প্রত্যক্ষোদ্ভবস্য সত্যজ্ঞানস্য প্রাপ্তিং কৃত্বেমং (বিষ্টীমিনম্) বিবিধতয়া আর্দ্রীভাবগুণবন্তং (ললামগুং) সুখপ্রাপকং বিদ্যানন্দং (প্রাবিশুঃ) প্রকৃষ্টতয়া সমন্তাদ্ ব্যাপ্নুবন্তি, তথৈব তৈস্তেন সহ বর্ত্তমানেয়ং প্রজা দেদিশ্যতে। য়থা নারী বস্ত্রৈরাচ্ছাদ্যমানেন সক্থ্না বর্ত্ততে তথৈব বিদ্বদ্ভিঃ সুখৈরিয়ং প্রজা সম্যগাচ্চাদনীয়েতি।।৮।।

।। ভাষার্থ।।

যেরূপ বিদ্বানগণ প্রত্যক্ষ জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া শুভগুণযুক্ত ও সুখদায়ক বিদ্যানন্দে (বিদ্যার আনন্দে) স্বয়ং প্রবেশ করিয়া থাকেন, এবং ঐরূপ আনন্দ দ্বারা (অপর) প্রজাগণকেও আনন্দিত করিয়া থাকেন, (এবং) যেরূপ স্ত্রীলোকেরা নিজ বস্ত্র দ্বার নিজ জঙ্ঘা আদি অঙ্গকে আচ্ছাদিত করে, তদ্রূপ নিজ সত্যোপদেশ, বিদ্যা, ধর্ম ও সুখ দ্বারা প্রজাগণকে সদা আনন্দিত রাখা বিদ্বানদিগের কর্ত্তব্য।।৮।।

য়দ্ধরিণো য়বমত্তি ন পুষ্টং পশু মন্যতে।

শূদ্রা য়দর্য্যজারা ন পোষায় ধনায়তি।।৯।। য০অ০২৩ মং০৩০।।

ভাষ্যম্ – মহীধরস্যার্থঃ–ক্ষত্তা পালাগলীমাহ—শূদ্রা শূদ্রজাতিঃ স্ত্রী, য়দা অর্য্যজারা ভবতি, বৈশ্যো য়দা শূদ্রাং গচ্ছতি, তদা শূদ্রঃ পোষায় ন ধনায়তে, পুষ্টিং ন ইচ্ছতি, মদ্ভার্য্যা বৈশ্যেন ভুক্তা সতী পুষ্টা জাতেতি ন মন্যতে, কিন্তু ব্যভিচারিণী জাতেতি দুঃখিতো ভবতীত্যর্থঃ।

(য়দ্ধরিণো০) পালাগলী ক্ষত্তারমাহ–য়ৎ য়দা শূদ্রঃ, অর্য্যায়ৈ অর্য্যায়া বৈশ্যায়া

জারো ভবতি, তদা বৈশ্যঃ পোষং পুষ্টিং নানুমন্যতে, মন স্ত্রী পুষ্টা জাতেতি নানুমন্যতে, কিন্তু শূদ্রেণ নীচেন ভূক্তেতি ক্লিশ্যতীত্যর্থঃ । ।৯ । ।

। । ভাষার্থ । ।

মহীধারের অর্থ – (য়দ্ধরিণো০) ক্ষত্তা সেবক পুরুষ শূদ্রা দাসীকে বলিতেছে যে, যখন কোন শূদ্রের স্ত্রীর (শূদ্রাণীর) সহিত বৈশ্য ব্যভিচারে রত হয়, তখন সে এরূপ বিচার করে না, যে আমার স্ত্রী বৈশ্যের সহিত ব্যভিচার করা হেতু পুষ্টি প্রাপ্ত হইয়াছে,পরন্তু সে এরূপ বিচার করে অর্থাৎ ভাবনা করিয়া দুঃখিত হয় যে, আমার স্ত্রী ব্যভিচারিণী হইয়া গিয়াছে। (য়দ্ধরিণো) এক্ষণে ঐ দাসী ক্ষত্তার প্রতি উত্তর প্রদান করিতেছে যে, যখন কোন শূদ্র, বৈশ্যের স্ত্রীর সহিত ব্যভিচার করিয়া ফেলে তখন বৈশ্যও এইরূপ ভাবে না যে, আমার স্ত্রী ঐ ব্যভিচার দ্বারা পুষ্টি লাভ করিয়াছে, পরন্তু সে নীচের সহিত সমাগম করিযাছে, এই বিষয় বিচার করিয়া ক্লেশ পাইয়া থাকে ।৯ ।

অথ সত্যোঽ অর্থঃ—য়দ্ধরিণো য়বমত্তীতি। বিড্ বৈ য়বো রাষ্ট্রংঁহরিণো বিশমেব রাষ্ট্রায়াদ্যাং করোতি তস্মাদ্রাস্ট্রী বিশমত্তি। ন পুষ্টং পশু মন্যত ইতি। তস্মাদ্ রাজা পশূন্ন পুষ্যতি। শূদ্রা য়দর্য্যজারা ন পোষায় ধনায়তীতি। তস্মাদ্ বৈশীপুত্রং নাভিষিঞ্চতি। ।৯। । শ০কাং০১৩ অ০২। ব্রা০৯ কং০ ৮। ।

ভাষ্যম্—(য়দ্ধরিণো০) বিট্ প্রজের য়বোঽস্তি। রাজ্যসম্বন্ধ্যেকো রাজা হরিণ ইব উত্তমপদার্থহর্ত্তা ভবতি। য়থা মৃগঃ ক্ষেত্রস্থং শস্যং ভূক্ত্বা প্রসন্নো ভবতি, তথৈবৈকো রাজাপি নিত্য স্বকীয়মেব সুখমিচ্ছতি। অতঃ স রাষ্ট্রায় স্বসুখপ্রয়োজনায়বিশং প্রজামাদ্যাং ভক্ষ্যামিব করোতি। য়থা মাংসাহারী পুষ্টং পশুং দৃষ্ট্বা তন্মাংসভক্ষণেচ্ছাং করোতি, নৈব স পুষ্টং পশুং বর্দ্ধয়িতুং জীবিতুং বা মন্যতে, তথৈব স্বসুখসম্পাদনায় প্রজাযাং কশ্চিন্মত্তোঽধিকো ন ভবেদিতীচ্ছাং সদৈব রক্ষতি। তস্মাদেকো রাজা প্রজাং ন পুষ্যতি নৈব রক্ষয়িতুং সমর্থো ভবতীতি। য়থা চ য়দা শূদ্রা অর্য্যজারা ভবতি, তদা ন স শূদ্রঃ পোষায় ধনায়তি, পুষ্টো ন ভবতি। তথৈকো রাজাপি প্রজাং যদা ন পুষ্যতি তদা সা নৈব পোষায় ধনায়তি, পুষ্টা ন ভবতি। তস্মাদ্ কারণাদ্ বৈশীপুত্রং ভীরুং শূদ্রীপুত্রং মূর্খং চ নাভিষিঞ্চতি, নৈবৈতং রাজ্যাধিকারে স্থাপয়তীত্যর্থঃ। অস্মাচ্ছতপথব্রাহ্মণোক্তাদর্থান্মহীধরকৃতোঽর্থোঽতীব বিরুদ্ধোঽস্তি। ।৯। ।

। । ভাষার্থ । ।

(য়দ্ধরিণো) এস্থানে প্রজাকে যব ও রাষ্ট্রকে হরিণ বলে, কারণ যেরূপ মৃগ অন্যের ক্ষেত্রে গিয়া শস্য আহার করিয়া আনন্দিত হয়, তদ্রূপ স্বতন্ত্র একজন (সর্বাপেক্ষা অধিক বলশালী) রাজা হইলে ঐ রাজা প্রজাগণের উত্তমোত্তম দ্রব্য গ্রহণ করিয়া থাকেন। অথবা (ন পুষ্টং পশু মন্যত০) যেরূপ মাংসাহারী মনুষ্য হৃষ্ট পুষ্ট পশুকে মারিয়া তাহার মাংস খাইয়া ফেলে তদ্রূপ একজন রাজা হইলে তিনি প্রজাগণের নাশকারী হইয়া থাকেন, এরূপ রাজা কেবল সদা নিজের উন্নতির প্রার্থনা করিয়া থাকেন। এইরূপে শূদ্র বা বৈশ্যকে (রাজা) অভিষেক করিলে ব্যভিচার ও

প্রজার ধনহানী অধিক পরমাণে হইয়া থাকে, (কারণ তিনি রাজ্যাধিকারের উপযুক্ত পাত্র নহেন) কাজেই তিনি রাজ্যের সুশৃঙ্খলা করিতে সমর্থ হন না, ও তজ্জন্য অরাজকতা প্রচারিত হইয়া পড়ে। অতএব কোন মূর্খ বা লোভীজনকে (রাজা বা) সভাধ্যক্ষাদি (রূপ) উত্তম পদের অধিকার দেওয়া কর্ত্তব্য নহে, ইহাই উপরোক্ত মন্ত্রের সত্যার্থ। ইহা মহীধরের মহান্ অর্থের বিপরীতার্থ সম্পন্ন।।৯।।

উৎসক্থ্যাऽ অব গুদং ধেহি সমঞ্জি চারয়া বৃষন্।

য় স্ত্রীণাং জীবভোজনঃ।।১০।। য০অ০২৩ মং০২১।

মহীধরস্যার্থঃ—'য়জমানোऽশ্বমভিমন্ত্রয়তে। হে বৃষন্! সেক্তঃ অশ্ব! উৎ ঊর্ ব সক্থিনী ঊরূ য়স্যাস্তস্যা মহিষ্যা গুদমেব গুদোপরি, রেতো ধেহি, বীর্য্যং ধারয়। কথং?' তদাহ অঞ্জিং লিঙ্গং সঞ্চারয় য়োনৌ প্রবেশয়। য়োऽঞ্জিঃ স্ত্রীণাং জীবভোজনঃ। য়স্মিন্ লিঙ্গে য়োনৌ প্রবিষ্টে স্ত্রিয়ো জীবন্তি ভোগাংশ্চ লভন্তে তং প্রবেশয়।।১০।।

।।ভাষার্থ।।

মহীধরের অনর্থ–(উৎসক্থ্যা০) এই মন্ত্রের মহীধর এরূপ টীকা করিয়াছেন যে, যজমান ঘোটককে বলিতেছেন, হে বীর্য্যসেবনকারী অশ্ব। তুমি আমার স্ত্রীর জঙ্ঘা উঠাইয়া, তাহার স্ত্রী চিহ্নে বীর্য্য প্রক্ষেপ কর অর্থাৎ উহার (স্ত্রী ভাগে) পুরুষ চিহ্ন প্রবেশ করাও। ঐ পুরুষ চিহ্ন কীরূপ? অর্থাৎ যে সময় ঐ পুংচিহ্ন স্ত্রী যোনিতে গমন করে, সেই সময় ঐ পুংচিহ্ন দ্বারা স্ত্রীগণের জীবন (প্রাপ্ত) হয়, এবং তদ্দ্বারাই ভোগকে প্রাপ্ত হয়, এজন্য (হে অশ্ব।) তুমি তোমার (লিংগকে) আমার স্ত্রী যোনিতে প্রবেশ করাও।।১০।।

অথসত্যোऽর্থঃ – (উৎসক্থ্যাঃ) হে বৃষন্ শর্বকামানাং বর্ষয়িতঃ প্রাপক সসভাধ্যক্ষবিদ্বন্! ত্বমস্যাং প্রজায়ামঞ্জিং জ্ঞানসুখন্যায়প্রকাশং সঞ্চারয় সম্যক্ প্রকাশয়। (য়ঃ স্ত্রীণাং জীবভোজনঃ) কামুকঃ সন্ নাশমাচরতি তং ত্বমবগুদমধঃশিরসং কৃত্বা তাডযিত্বা কালগ্রহে(=কারাগৃহে) ধেহি। য়থা স্ত্রীণাং মধ্যে য়া কাচিৎ উৎসক্থী ব্যাভিচারিণী স্ত্রী ভবতি, তস্যৈ সম্যগ্দণ্ডং দদাতি, তথৈব ত্বং তং জীবভোজনং পরপ্রাণনাশকং দুষ্টং দস্যুং দণ্ডেন সমুচ্চারয়।১০।

।।ভাষার্থ।।

(উৎসক্থ্যা) অর্থাৎ পরমেশ্বর বলিতেছেন যে, হে কামনা রক্ষাকারী ও কামনা প্রাপ্ত কারক সভাধ্যক্ষ সহিত বিদ্বানগণ। আপনারা সকলে এক সম্মতিযুক্ত হইয়া প্রজাগণের মধ্যে জ্ঞান বৃদ্ধি করতঃ ন্যায় পূর্বক সকলকে সুখ প্রদান করিতে থাকুন। তথা যে কেহ দুষ্ট (জীব ভোজক) ও স্ত্রীগণের মধ্যে ব্যভিচারী অথবা চোর দিগের মধ্যে বড় চোর এবং ঠগের মধ্যে বড় ঠগ, ডাকাইতদের মধ্যে কুখ্যাত ডাকাইত, অন্যদিগকে মন্দ কর্মের শিক্ষক বা প্রণেতাস্বরূপ দুষ্টগুণযুক্ত পুরুষ, তথা ব্যাভিচারাদি দোষযুক্ত স্ত্রীগণকে, উপর দিকে পদ ও নিম্নে মস্তক করিয়া টাঙ্গাইয়া অর্থাৎ ইত্যাদি

প্রকার দুর্দশা করিয়া তাহাদিগকে হত্যা করা কর্ত্তব্য, যেহেতু এইরূপে দণ্ড দিলে প্রজাগণের মধ্যে অত্যন্ত সুখলাভ ও শান্তি বিরাজিত হইয়া থাকে। ।১০।।

এতাবতৈব খণ্ডনেন মহীধরকৃতস্য 'বেদদীপা' খ্যস্য খণ্ডনং সর্বৈর্জনৈর্বোদ্ধব্যমিতি। য়দা মন্ত্রভাষ্যং ময়া বিধাস্যতে, তত্রাস্য মহীধরকৃতস্য ভাষ্যস্যান্যেঽপি দোষাঃ প্রকাশয়িষ্যন্তে। য়দি হ্যার্য্যদেশনিবাসিনাং সায়ণমহীধরপ্রভৃতীনাং ব্যাখ্যাস্বেতাদৃশী মিথ্যা গতিরস্তি, তর্হি য়ূরোপখণ্ডনিবাসিনামেতদনুসারেণ স্বদেশভাষায়া বেদার্থব্যাখ্যানান-মনর্থগতেস্তু কা কথা ? এবং জাতে সতি হ্যেতদাশ্রয়েণ দেশভাষয়া য়ুরোপদেশভাষয়া কৃতস্য ব্যাখ্যানস্যাশুদ্ধেস্তু খলূ কা গণনাস্তি, ইতি সজ্জনৈর্বিচারণীয়ম্।

নৈবৈতেষাং ব্যাখ্যানানামাশ্রয়ং কর্ত্তুমায়্যাণাং লেশমাত্রাপি য়োগ্যতা দৃশ্যতে। তদাশ্রয়েণ বেদানাং সত্যার্থস্য হানিরনর্থপ্রকাশশ্চ। তস্মাৎ তদ্ব্যাখ্যানেষু সত্যা বুদ্ধিঃ কেনাপি নৈব কর্ত্তব্যা। কিন্তু বেদাঃ সর্ববিদ্যাভিঃ পূর্ণাঃ সন্তি, নৈব কিঞ্চিৎ তেষু মিথ্যাত্বমস্তি। তদেতচ্চ সর্বে মনুষ্যাস্তদা জ্ঞাস্যন্তি, য়দা চতুর্ণাং বেদানাং নির্মিতং ভাষ্যং য়ন্ত্রিতং চ ভূত্বা সর্ববুদ্ধিমতাং জ্ঞানগোচরং ভবিষ্যতি। এবং জাতে খলূ নৈব পরমেশ্বরকৃতয়া বেদবিদ্যয়া তুল্যা দ্বিতীয়া বিদ্যাঽস্তীতি সর্বে বিজ্ঞাস্যন্তীতি বোধ্যম্।

(ইতি ভাষ্যকরণ শঙ্কাসমাধানাদিবিষয়ঃ সমাপ্ত)

অধিক আর কি লিখিব, উপরোক্ত লেখন দ্বারাই সজ্জন পুরুষেরা অর্থ ও অনর্থের পরীক্ষা করিয়া লইবেন। পরন্তু মন্ত্রভাষ্য বিষয়ে মহীধরাদির আরও অধিক দোষ প্রকাশিত হইবে। এক্ষণে বিচার করা কর্ত্তব্য যে, যখন মহীধরাদির ব্যাখ্যান অশুদ্ধ, তখন ইউরোপবাসীগণ যাহারা উহাদিগের ভাষ্যের সহায়তা লইয়াই নিজ নিজ মাতৃ ভাষায় বেদভাষ্য রচনা করিয়াছেন, তাহারাও যে সত্যার্থ পরিত্যাগ করিয়া অনর্থ লিখিয়াছেন, তাহাতে আর সন্দেহ কী ! এইরূপ ভাষ্যের অনুকূলে যাহারা ভাষ্য বা বেদব্যাখ্যান করিয়াছেন তাহাদিগের ঐরূপ অন্যান্য ভাষ্য বা ব্যাখ্যান দ্বারা কিছুমাত্র লাভ পাওয়া যায় না। এইরূপ ভাষ্য দ্বারা কেবল বেদের সত্যার্থের অপলাপ মাত্র প্রত্যক্ষ হইতেছে।

পরন্তু যখন (মৎকৃত এই) চারিবেদের সত্য ভাষ্য প্রস্তুত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়া বুদ্ধিমানদিগের জ্ঞানগোচর হইবে, তখনই উত্তম বিদ্যাযুক্ত বেদশাস্ত্র যে বাস্তবিক ঈশ্বর রচিত তাহা সমস্ত ভূগোল মধ্যে বিদিত হইবে। এবং ইহাও প্রকট হইবে যে, বেদ ভিন্ন অন্য কোন শাস্ত্র ঈশ্বর কর্ত্তৃক রচিত হইতে পারে না। এ বিষয় নিশ্চয় জ্ঞাত হইয়া সকল মনুষ্য বেদশাস্ত্রে পরম প্রীতি লাভ করিবেন। ইত্যাদি প্রকার অনেক উত্তমোত্তম প্রয়োজন এই বেদভাষ্য প্রকাশ দ্বারা ঘটিবে, ইহা জ্ঞাত হইবেন।

ইতি ভাষ্যকরণশঙ্কাসমাধানাদি বিষয়ঃ সমাপ্তঃ

অথ প্রতিজ্ঞাবিষয়ঃ সংক্ষেপতঃ

অত্র বেদভাষ্যে কর্মকাণ্ডস্য বর্ণনং শব্দার্থতঃ করিষ্যতে। পরন্ত্বেতৈর্বেদমন্ত্রৈঃ কর্মকাণ্ডবিনিয়োজিতৈর্যত্র যত্রাঽগ্নিহোত্রাদ্যশ্বমেধান্তে যদ্যৎ কর্ত্তব্যং তত্তদত্র বিস্তরতো ন বর্ণয়িষ্যতে। কুতঃ ? কর্মকাণ্ডানুষ্ঠানস্যৈতরেয়শতপথব্রাহ্মণপূর্বমীমাংসাশ্রৌতসূত্রাদিষু যথার্থং বিনিয়োজিতত্বাৎ। পুনস্তৎকথ নেনানৃষিকৃতগ্রন্থবৎ পুনরুক্তবিষ্টপেষমদোষা-পত্তেশ্চেতি। তস্মাদ্যুক্তিসিদ্ধো বেদাদিপ্রমাণানুকূলো মন্ত্রার্থানুসৃতস্তদুক্তোঽপি বিনিয়োগো গ্রহীতুং য়োগ্যোঽস্তি।

তথৈবোপাসনাকাণ্ডস্যাপি প্রকরণশব্দানুসারতো হি প্রকাশঃ করিষ্যতে। কুতোঽস্যৈকত্র বিশেষস্তু পাতঞ্জলযোগশাসস্ত্রাদিভির্বিজ্ঞেয়োঽস্তীত্যতঃ। এবমেব জ্ঞানকাণ্ডস্যাপি। কুতঃ ? অস্য বিশেষস্তু সাংখ্যবেদান্তোপনিষদাদিশাস্ত্রানুগতো দ্রষ্টব্যঃ। এবং কাণ্ডত্রয়েণ বোধান্নিস্পত্ত্যুপকারৌ গৃহ্যেতে, তচ্চ বিজ্ঞানকাণ্ডম্। পরন্ত্বেতৎকাণ্ডচতুষ্টয়স্য বেদানুসারেণ বিস্তরস্তদ্ব্যাখ্যানেষু গ্রন্থেস্বস্তি। স এব সম্যক্ পরীক্ষ্যাবিরুদ্ধোঽর্থো গ্রহীতব্যঃ। কুতঃ ? মূলাভাবে শাখাদীনামপ্রবৃত্তেঃ।

এবমেব ব্যাকরণাদিভির্বেদাঙ্গৈর্বৈদিকশব্দানামুদাত্তাদিস্বরবিজ্ঞানং য়থার্থং কর্ত্তব্যমুচ্চারণং চ। তত্র য়থার্থমুক্তত্বাদত্র ন বর্ণ্যতে। এবং পিঙ্গলসূত্রেছন্দোগ্রন্থে যথালিখিতং ছন্দোলক্ষণং বিজ্ঞাতব্যম্। স্বরাঃ ষড্জঋষভগান্ধারমধ্যমপঞ্চ–ধৈবতনিষাদাঃ।।১।। পিঙ্গলশাস্ত্রে অ০৩ সূ০ ৬৪। ইতি পিঙ্গলাচার্য্যকৃতসূত্রানুসারেণ প্রতিচ্ছন্দঃ স্বরা লেখিষ্যন্তে। কুতঃ ? ইদানীং য়চ্ছন্দোঽন্বিতো য়ো মন্ত্রস্তস্য স্বস্বরেণৈব বাদিত্রবাদনপূর্বকগানব্যবহরাপ্রসিদ্ধেঃ। এবমেব বেদানামুপবৈদৈরায়ুর্বেদাদিভির্বৈদ্যক-বিদ্যাদয়ো বিশেষা বিজ্ঞেয়াঃ। তথৈতে সর্বে বিশেষার্থা অপি বেদ মন্ত্রার্থভাষ্যে বহুধা প্রকাশয়িষ্যন্তে। এবং বেদার্থপ্রকাশেন বিজ্ঞানেন সয়ুক্তিদৃঢ়েন জাতেনৈব সর্বমনুষ্যাণাং সকলসন্দেহনিবৃত্তির্ভবিষ্যতি।

অত্র বেদমন্ত্রাণাং সংস্কৃতপ্রাকৃতভাষাভ্যাং সপ্রমাণঃপদশোঽর্থো লেখিষ্যতে। য়ত্র য়ত্র ব্যাকরণাদিপ্রমাণানাবশ্যকত্বমস্তি তত্তদপি তত্র তত্র লেখিষ্যতে। য়েনেদানীন্তনানাং বেদার্থবিরুদ্ধানাং সনাতনব্যাখ্যানগ্রন্থপ্রতিকূলানামনর্থকানাং বেদব্যাখ্যানানাং নিবৃত্তা সর্বেষাং মনুষ্যানাং বেদানাং সত্যার্থদর্শনেন তেষ্বত্যন্তা প্রীতির্ভবিষ্যতীতি বোধ্যম্। সংহিতামন্ত্রাণাং য়থাশাস্ত্রং য়থাশাস্ত্রং য়থাবুদ্ধি চ সত্যার্থপ্রকাশেন য়ৎসায়ণাচার্য্যাদিভিঃ স্বেচ্ছানুচারতো লোকপ্রবৃত্ত্যনুকূলতশ্চ লোকে প্রতিষ্ঠার্থং ভাষ্যং লিখিত্বা প্রসিদ্ধীকৃতম, অনেনাত্রানর্থো মহান্ জাতঃ। তদ্দ্বারা য়ুরোপখণ্ডবাসিনামপি বেদেষু ভ্রমো জাত ইতি। য়দাস্মিন্নীশ্বরানুগ্রহেণর্ষিমুনিমহর্ষিমহামুনিভিরার্য়্যৈর্বেদার্থগর্ভিতেত্বেতরেয়ব্রাহ্মণাদি-য়ুক্তপ্রমাণান্বিতে ময়া কৃতে ভাষ্যে প্রসিদ্ধে জাতে সতি সর্বমনুষ্যাণাং মহান্ সুখলাভো ভবিষ্যতীতি বিজ্ঞায়তে।

অথাত্র য়স্য য়স্য মন্ত্রস্য পারমার্থিকব্যবহারিকয়োদ্বয়োরর্থয়োঃ শ্লেষালঙ্কারাদিনা সপ্রমাণঃ সম্ভবোঽস্তি, তস্য তস্য দ্বৌ দ্বাবর্থৌ বিধাস্যেতে। পরন্তু নৈবেশ্বরস্যৈকস্মিন্নপি মন্ত্রার্থেঽত্যন্তং ত্যাগো ভবতি। কুতঃ ? নিমিত্তকারণস্যেশ্বরস্যাস্মিন্ কার্য়্যে জগতি

সর্বাঙ্গব্যাপ্তিমত্বাৎ, কার্য্যস্যেশ্বরেণ সহান্বয়াচ্চ। য়ত্র খলু ব্যবহারিকোঽর্থো ভবতি, তত্রাপীশ্বররচনানুকূলতয়ৈব সর্বেষাং পৃথিব্যাদিদ্রব্যাণাং সম্ভাবাচ্চ। এবমেব পারমার্থিকেঽর্থ কৃতে তস্মিন্ কার্য্যাঽর্থসম্বন্ধ্যাৎ সোপ্যর্থ আগচ্ছতীতি।

।। ভাষার্থ।।

এই বেদভাষ্যে শব্দ এবং তাহার অর্থ দ্বারা কর্মকাণ্ড বর্ণন করিতেছি, পরন্তু কর্মকাণ্ডানুযায়ী বেদমন্ত্র দ্বারা যে স্থানে যে যে অগ্নিহোত্র হইতে অশ্বমেধ পর্য্যন্ত যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য, তাহা এস্থলে বর্ণিত হইবে না, যেহেতু তৎসম্বন্ধের অনুষ্ঠানও বিনিয়োগাদি ঐতরেয় ও শতপথাদি ব্রাহ্মণগ্রন্থে, তথা পূর্বমীমাংসা, শ্রৌত ও গৃহ্যসূত্রাদিতে বর্ণিত আছে, তাহা এইস্তানে বর্ণন করিলে চর্বিত চর্বণ বা পেষিত পেষণের ন্যায় (অর্থাৎ) অল্পজ্ঞ পুরুষের রচনার ন্যায় এই ভাষ্যও ত্রুটিপূর্ণ হইবার সম্ভাবনা, এজন্য যে সমস্ত কর্মকাণ্ড বেদানুকুল ও যুক্তিপ্রমাণ সহ সিদ্ধ আছে, তাহাদিগকে সত্য বলিয়া স্বীকার করা কর্ত্তব্য।

এইরূপে উপাসনাকাণ্ড বিষয়ক মন্ত্রের বিষযেও পাতঞ্জল, সাংখ্য, বেদান্তশাস্ত্র ও উপনিষদাদির রীত্যনুসারে ঈশ্বরের উপাসনা বিষয় জ্ঞাত হইবে। কেবল মূল মন্ত্রেরই অনুষ্ঠান ও তাহার প্রতিকূলের পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য, কারণ যে সকল মন্ত্রার্থ বেদোক্ত, তাহা কেবল বেদার্থের অনুকুল হইলেই প্রামাণিক হইয়া থাকে, এবং যদি তাহা না হয় তবে প্রমাণযুক্ত নহে।

এইরূপে বাক্যরণাদি শাস্ত্রবোধ বা জ্ঞান দ্বারা উদাত্ত, অনুদাত্ত স্বরিত, একশ্রুতি আদি (বেদ শাস্ত্রের) স্বরের জ্ঞান ও উচ্চারণ, তথা পিঙ্গলসূত্রানুযায়ী ছন্দও যড্‌জাতি স্বর সকলের জ্ঞান অবশ্য জ্ঞাত হওয়া কর্ত্তব্য। যথা 'অগ্নিমীডে০' এস্থলে অকারের নিম্নে অনুদাত্তের চিহ্ন (গ্নি) উদাত্ত হইয়া থাকে, এজন্য উহাতে চিহ্ন দেওয়া যায় না, মী শব্দের উপর স্বরিতের চিহ্ন দেওয়া আছে, (ডে) তে প্রচয় অর্থাৎ একশ্রুতি স্বর আছে, এই সব বিষযের ধ্যান (দৃষ্টি) রাখা কর্তব্য। এই রূপে যে সকল ব্যাকরণাদি বিষয় লিখিবার যোগ্য, তাহা সমস্ত সংক্ষেপে বর্ণন করিব, যেহেতু মনুষ্যের ঐগুলি বুঝিতে কষ্ট বোধ হয়, এজন্য উহার সহিত অন্যান্য প্রামাণিক গ্রন্থের প্রমাণও লিখিত হইবে, যাহার সাহায্যে বেদের সত্যার্থ উত্তমরূপে বিদিত হওয়া যায়।

এই ভাষ্যে প্রত্যেক পদের অর্থ পৃথক পৃথক রূপে ক্রমানুয়ায়ী লিখিত হইবে, যদ্দ্বারা বেদের নবীন টীকাকারগণের লেখায় বেদবিষয় যে অনেক দোষ কল্পনা করা হইয়াছে, তৎসমুদায়ের নিবৃত্তি হইয়া সত্যার্থের প্রকাশ হইবে, এবং তৎসঙ্গে সায়ণ, রাবণ, মহীধর ও ইউরোপবাসী ইংরাজ ও জার্মাণাদি ভাষায় যে সকল ভাষ্য বা তাহার অনুবাদ প্রচারিত আছে বা হইতেছে, তথা যাহা কিছু দেশ দেশান্তরের ভাষায় টীকা লিখিত আছে, সেই সমস্ত অনর্থ ব্যাখ্যানের নিবৃত্তি হইয়া যাইবে, এবং (মৎকৃত এই সত্য) ভাষ্যে বেদের প্রকৃত সত্যার্থের দর্শন বা প্রকাশ দ্বারা, মনুষ্যগণের মধ্যে অত্যন্ত সুখ (বৃদ্ধি) হইবে। যেহেতু সত্যার্থ প্রকাশ বিনা মনুষ্যের কদাপি ভ্রম নিবৃত্তি হইতে পারে না। যেরূপ সত্য ও অসত্য বিষয়ের দর্শনমাত্রেই ভ্রমের বিষয়ে নিবৃত্তি হইয়া থাকে, তদ্রূপ এস্থলেও বুঝা কর্ত্তব্য। ইত্যাদি প্রয়োজনার্থে আমি এই বেদভাষ্য প্রণয়ন করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি।

ইতি প্রতিজ্ঞা বিষয়ঃ সংক্ষেপতঃ

অথ প্রশ্নোত্তরবিষয়ঃ সংক্ষেপতঃ

প্রশ্ন—অথ কিমর্থা বেদানাং চত্বারো বিভাগাঃ সন্তি ?

উত্তরম্—ভিন্নভিন্নবিদ্যাজ্ঞাপনায়।

প্র০—কাস্তাঃ ?

উ০–ত্রিধা গানবিদ্যা ভবতি, গানোচ্চারণবিদ্যায়া দ্রুতমধ্যমবিলম্বিতভেদয়ুক্তত্বাৎ। য়াবতা কালেন হ্রস্বস্বরোচ্চারণং ক্রিয়তে, ততো দীর্ঘোচ্চারণে দ্বিগুণঃ, প্লুতোচ্চারণে ত্রিগুণশ্চ কালো গচ্ছতীতি। অত এবৈকস্যাপি মন্ত্রস্য চতসৃষু সংহিতাসু পাঠঃ কৃতোঽস্তি। তদ্যথা—'ঋগ্ভিস্স্তুবন্তি য়জুর্ভির্য়জন্তি সামভির্গায়ন্তি।' ঋগ্বেদে সর্বেষাং পদার্থানাং গুণপ্রকাশঃ কৃতোঽস্তি, তথা য়জুর্বেদে বিদিতগুণানাং পদার্থানাং সকাশাৎ ক্রিয়য়াঽনেক বিদ্যোপকারগ্রহণায় বিধানং কৃতমস্তি, তথা সামবেদে জ্ঞানক্রিয়াবিদ্যয়োর্দীর্ঘবিচারেণ ফলাবধিপর্য়্যন্তং বিদ্যাবিচারঃ। এবমথর্ববেদেঽপি ত্রয়াণাং বেদানাং মধ্যে য়ো বিদ্যাফলবিচারো বিহিতোঽস্তি তস্য পূর্ত্তিকরণেন রক্ষণোন্নতী বিহিত স্তঃ। এতদাদ্যর্থং বেদানাং চত্বারো বিভাগাঃ সন্তি।

প্রশ্নঃ—বেদানাং চতুঃসংহিতাকরণে কিং প্রয়োজনমস্তীতি ?

উত্তরম্—য়তো বিদ্যাবিধায়কানাং মন্ত্রাণাং প্রকরণশঃ পূর্বাপরসন্ধানেন সুগমতয়া তত্রস্থা বিদ্যা বিদিতা ভবেয়ুরেতদর্থং সংহিতাকরণম্।

প্র০—বেদেষ্বষ্টকমণ্ডলাধ্যায়সূক্তষট্ককাণ্ডবর্গদশতিত্রিকপ্রপাঠকানুবাকবিধানং কিমর্থং কৃতমস্তি। ইত্যত্র ব্রূমঃ–

উ০—অত্রাষ্টকাদীনাং বিধানমেতদর্থমস্তি য়থা সুগমতয়া পঠনপাঠনং, মন্ত্রপরিগণনং, প্রতিবিদ্যং বিদ্যাপ্রকরণবোধশ্চ ভবেদেতর্থমেতদ্বিধানং কৃতমস্তীতি।

প্র০—কিমর্থা ঋগ্যজুঃসামাথর্বাণঃ প্রথমদ্বিতীয়তৃতীয়চতুর্থসংখ্যায়াঃ ক্রমেণ পরিগণিতাঃ সন্তী ? ইত্যনোচ্যতে–

উ০—ন য়াবদ গুণগুণিনোঃ সাক্ষাজ্জ্ঞানং ভবতি, নৈব তাবৎসংস্কারঃ প্রীতিশ্চ, ন চাভ্যাং বিনা প্রবৃত্তির্ভবতি, তয়া বিনা সুখাভাবশ্চেতি। এতদ্বিদ্যাবিধায়কত্বাদৃগ্বেদঃ প্রথমং পরিগণিতুং য়োগ্যোঽস্তি। এবং চ য়থা পদার্থগুণজ্ঞানানন্তরং ক্রিয়য়োপকারেণ সর্বজগদ্ধিতসম্পাদনং কার্য্যং ভবতি, যজুর্বেদ এতদ্বিদ্যাপ্রতিপাদকত্বাদ্ দ্বিতীয়ঃ পরিগণিতোঽস্তীতি বোধ্যম্। তথা জ্ঞানকর্মকাণ্ডয়োরুপাসনায়াশ্চ কিয়ত্যুন্নতির্ভবিতুমর্হতি, কিঞ্চৈতেষাং ফলং ভবতি, সামবেদ এতদ্বিধায়কত্বাৎ তৃতীয়ো গণ্যত ইতি। এবমেবাথর্ববেদস্ত্রয়্যন্তর্গতবিদ্যানাং পরিশেষরক্ষণবিধায়কত্বাচ্ চতুর্থঃ পরিগণ্যত ইতি।

অতো গুণজ্ঞানক্রিয়াবিজ্ঞানোন্নতিশেষবিদ্যারক্ষণানাং পূর্বাপরসহভাবে সংযুক্তত্বাৎ ক্রমেণর্গ্যজুস্সামাথর্বাণ ইতি চতস্রঃ সংহিতাঃ পরিগণিতাঃ সংজ্ঞাশ্চ

কৃতাঃ সন্তি। 'ঋচ স্তুতৌ', য়জ দেবপুজাসঙ্গতিকরণদানেষু, সাম সান্ত্বনে, য়ো অন্তকর্মণি, থর্বতিশ্চরতিকর্মা তৎপ্রতিষেধঃ। নিরু অ০ ১১ খং০ ১৮। চর সংশয়ে, অনেনাথর্বশব্দঃ সংশয়নিবারণার্থো গৃহ্যতে। এবং ধাত্বর্থোক্তপ্রমাণেভ্যঃ ক্রমেণ বেদাঃ পরিগণ্যন্তে চেতি বেদিতব্যম্।

।। ভাষার্থ।।

প্রশ্ন–বেদ শাস্ত্রের কীজন্য চারি প্রকার বিভাগ করা হইয়াছে ?

উঃ—ভিন্ন ভিন্ন প্রকার বিদ্যা জ্ঞাত হইবার জন্য। অর্থাৎ তিন প্রকারের যে গানবিদ্যা আছে যথা ঃ– ১ম উদাত্ত ও ষড়জাদি স্বরের উচ্চারণ এরূপ শীঘ্রতানুসারে করা কর্ত্তব্য, যেরূপে ঋগ্বেদে স্বরের উচ্চারণ দ্রুত ও শীঘ্রবৃত্তি সহকারে হইয়া থাকে। ২য়—মধ্যমবৃত্তি, যেরূপ যজুর্বেদের উচ্চারণ ঋগ্বেদেরও মন্ত্র উচ্চারণের দ্বিগুণ সময় করিতে হয়, এবং ৩য়—বিলম্বিতবৃত্তি, যাহাতে (যাহার উচ্চারণে) প্রথমাবৃত্তির তিনগুণ সময় লাগিয়া থাকে, যেরূপ সামবেদের স্বরের উচ্চারণ বা গানকালে হইয়া থাকে। পুনঃ এই তিন বৃত্তির সংমিলনে অথর্ব বেদের উচ্চারণ হইয়া থাকে, এজন্য বেদের চারিপ্রকার বিভাগ করা হইয়াছে।

পুনঃ কোন কোন স্থানে কোন এক বিশেষ মন্ত্র চারিবেদেই পাঠ করিবার আবশ্যক হইয়া থাকে, যাহা পূর্বোক্ত চারি প্রকারের গান বিদ্যা দ্বারা গান করিতে সমর্থ হওয়া যায়। প্রকরণ ভেদ জন্য কিছু অর্থেরও ভেদ ও তারতম্য হইয়া থাকে। এজন্য কতকগুলি মন্ত্রের পাঠ চারি বেদশাস্ত্রের করা হইয়াছে।

এইরূপ 'ঋগ্‌ভিস্তু০' ঋগ্বেদে সমস্ত পদার্থের গুণপ্রকাশ করা হইয়াছে, যদ্দ্বারা উহাতে প্রীতি বৃদ্ধি হইয়া (জাগতিক) উপকার লাভ করিবার জ্ঞান প্রাপ্ত হইতে সমর্থ হওয়া যায়, যেহেতু প্রত্যক্ষ জ্ঞান বিনা, সংস্কার ও প্রবৃত্তির আরম্ভ হইতে পারে না, এবং আরম্ভ বিনা এই মানব জন্ম ব্যর্থ ব্যতীত হইয়া থাকে। এজন্য ঋগ্বেদের প্রথমেই গণনা করা হইয়াছে।

যজুর্বেদে ক্রিয়াকাণ্ডের বিধান লিখিত আছে, যাহা জ্ঞানের (জ্ঞান লাভের) পশ্চাতে কর্ম্মকর্ত্তার যথাবৎ তদ্বিষয়ে প্রবৃত্তি জন্মিতে পারে। য়থা ঋগ্বেদে পদার্থের গুণ বিষয় কথিত হইয়াছে (যাহা পাঠ করিয়া তদ্বিষয় জ্ঞান লাভ করা যায়–অনুবাদক)। এইরূপে যজুর্বেদে অনেক বিদ্যাকে যথাবৎ বিচার করিয়া সংসারে ব্যবহারী পদার্থ সকলের উপদেশ দ্বারা কার্য্যে পরিণত করিতে পারা যায়, যদ্বারা লোকে নানাপ্রকার সুখ প্রাপ্তি করিতে সমর্থ হন, (অর্থাৎ কোন বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিয়া তাহা কার্য্যে পরিণত করাই যজুর্বেদের উদ্দেশ্য—অনুবাদক) যাবৎ কোন কর্ম বিধি পূর্বক সম্পন্ন করা না যায়, তাবৎ তদ্বিষয়ের উত্তমরূপে সমস্ত ভেদ মর্ম অবগত হইতে পারা যায় না, এজন্য যেরূপ জ্ঞান লাভ করিবে, অথবা বচন দ্বারা প্রকাশ করিবে, ঠিক তদনুযায়ী

উহা কার্য্যে পরিণত করা আবশ্যক, এইরূপ করিলে জ্ঞানের যথার্থ ফল ও জ্ঞানে (যথার্থ) শোভা উপলব্ধি করিতে পারা যায়।

আর ইহাও - জানা কর্ত্তব্য যে, জগতে দুইপ্রকার মুখ্য উপকার হইয়া থাকে, ১ম আত্মার ও ২য় শরীর সম্বন্ধীয়, অর্থাৎ বিদ্যা দান দ্বারা আত্মার ও শ্রেষ্ঠ নিয়মাদি উত্তমোত্তম পদার্থ প্রাপ্তি দ্বারা শরীরের উপকার সাধিত হইয়া থাকে। এইজন্যই ঋগ্বেদে ঈশ্বর উপদেশ দিয়াছেন যে, যদ্দ্বারা অর্থাৎ ঋগ্বেদ ও যজুর্বেদ দ্বারা মনুষ্যগণ জ্ঞান ও কর্মকাণ্ড সকলকে পূর্ণতয়া জানিতে পারেন, তথা সামবেদ দ্বারা জ্ঞান ও আনন্দের উন্নতি প্রাপ্তি হয়, এবং অথর্ববেদ দ্বারা সর্বপ্রকার সংশয়ের নিবৃত্তি হইয়া থাকে, এই কারণ জন্যই বেদ শাস্ত্রকে চারিপ্রকারে বিভাগ করা হইয়াছে, যথা ঃ–

১ম ঋগ্, ২য় যজুঃ, ৩য় সাম ও ৪র্থ অথর্ববেদ। এইরূপ ক্রম দ্বারা চারিবেদের গণনা করা হইয়াছে।

প্র০–ভাল কীজন্য এইরূপ বিভাগ করা হইয়াছে ?

উঃ–যাবৎ (কোন বিষয়ের) গুণ বা গুণী (গুণযুক্ত পদার্থের জ্ঞান) মনুষ্যের না জন্মে, তাবৎ তাহাতে তিনি প্রীতির সহিত প্রবৃত্ত হইতে পারেন না এবং প্রীতিপূর্বক কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত না হইলে শুদ্ধ ক্রিয়াদির অভাববশতঃ, মনুষ্য কদাপি সুখ প্রাপ্তি করিতে সমর্থ হন না। এইজন্যই বেদের চারিপ্রকার বিভাগ করা হইয়াছে। যদ্দ্বারা লোকে শুদ্ধভাবে বৈদিক কর্ম্মে প্রবৃত্ত হন, কারণ গুণজ্ঞানযুক্ত বিদ্যাকে জ্ঞাত হইতে পারা যায় বলিয়াই, ঋগ্বেদকে প্রথমেই গণনা করা যোগ্য হইযাছে। তৎপরে কোন পদার্থ বিষযের গুণজ্ঞান-লাভানন্তর তৎসম্বন্ধে ক্রিয়ানুষ্ঠানরূপ উপকার দ্বারা সমগ্র জগতের উপকার সাধন করিয়া সমগ্র জগতের উত্তমরূপে হিত সাধন করিতে পারা যায়, এজন্য কীরূপে কোন বিষযের জ্ঞান লাভ করিয়া, তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারা যায়, তদ্বিষয় জানিবার জন্য য়জূর্বেদকে ২য় সংখ্যায় গণিত করা হইয়াছে। এইরূপে জ্ঞান, কর্ম্ম ও উপাসনা কাণ্ডের বৃদ্ধি ও তাহার ফল কীরূপ ও কতদূর পর্য্যন্ত পাওয়া যায় এই সমস্তের বিধান সামবেদে লিখিত আছে, এজন্য ইহাকে তৃতীয় রূপ গণনা করা হইযাছে। এইরূপে ঋক, যজু ও সাম তিন বেদশাস্ত্রে যে সকল বিদ্যা লিখিত আছে তৎসমুদায়ের পরে শেষভাগে পূর্ত্তাদির বিধান অর্থাৎ সকল প্রকার বিদ্যার রক্ষা ও সংশয় নিবৃত্তি জন্য চতুর্থবেদরূপ অথর্ববেদ লিখিত ও গণিত হইযাছে।

উপরোক্ত বিষয়ের গুণজ্ঞান, ক্রিয়াবিজ্ঞান তথা তৎসমুদায়ের উন্নতি ও রক্ষার্থে পূর্বাপর ক্রমশঃ রূপে লিখিত হইয়াছে, জ্ঞাত হইবেন, অর্থাৎ জ্ঞানকাণ্ড বিষয় ঋগ্বেদ বর্ণিত হইয়াছে, এইরূপে ক্রিয়াকাণ্ড বিষয় যজুর্বেদ ও জ্ঞান ও ক্রিয়ার সাধনার্থ সামবেদ প্রকাশিত হইয়াছে, এবং শেষকালে অন্যান্যা পদার্থবিদ্যাদির রক্ষা, উন্নতি ও প্রকাশার্থ অথর্ববেদের প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থরূপে সংখ্যা বাঁধা হইয়াছে।

যেহেতু (ঋচ স্তুতৌ) (যজ দেবপুজাসঙ্গতি করণদানেষু) (য়ে অন্তকর্মাণি) এবং (সাম সান্ত্বপ্রয়োগে) (থর্বতিশ্চরতিকর্ম্মা) ইহার অর্থ দ্বারা জ্ঞাত হওয়া যায় যে বেদের ঋগ্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব এই চারি সংজ্ঞা রাখা হইয়াছে। বিশেষতঃ যদ্দ্বারা উপরোক্ত তিন বেদ সম্বন্ধীয় বিদ্যাবিষয়ে সর্বপ্রকার বিঘ্ন নিবারণ ও তাহাদিগের গণনা উত্তমরূপে করিতে পারা যায়, তজ্জন্যই ঈশ্বর অথর্ববেদের প্রকাশ করিয়াছেন।

প্রঃ–বেদশাস্ত্রের চারটি সংহিতা করিবার প্রয়োজন কী?

উঃ–বিদ্যা বিষয় জ্ঞাত হওয়া যায়, এরূপ মন্ত্রের প্রকরণ দ্বারা যে পূর্বাপর জ্ঞান জন্মে, তদ্দ্বারা বেদোক্ত সর্বপ্রকার বিদ্যা সুগমতার সহিত জানিতে পারা যায়, ইত্যাদি প্রয়োজনই বেদের চারি সংহিতা করিবার প্রয়োজন জ্ঞাত হইবেন।

প্রঃ–ভাল, আপনি বলুন দেখি বেদশাস্ত্রে যে অষ্টক, অধ্যায়, মণ্ডল, সূক্ত, ষট্ক কাণ্ড, বর্গ, দশতি, ত্রিক্ ও অনুবাদ আছে, তাহাদিগের প্রয়োজন কী?

উঃ–ইহার বিধান এইজন্য আছে যে, উহাদিগের দ্বারা উক্ত বেদমন্ত্রের পঠন পাঠন ও তাহার (পূর্বাপর) গণনা অত্যন্ত সুগমতার সহিত অর্থাৎ সহজে বুঝিতে পারা যায়, তথা সকল প্রকার বিদ্যার পৃথক পৃথক প্রকরণ যদ্দ্বারা নির্ভ্রান্তিতার সহিত বিদিত হইয়া, উক্তবিদ্যাকে ব্যবহারে গুণ ও গুণীর জ্ঞান দ্বারা উক্ত বেদ মন্ত্র সকলের মনন ও পূর্বাপর স্মরণ হইলে, অনুবৃত্তিপূর্বক আকাঙ্খা, যোগ্যতা, আসক্তি ও তাৎপর্য্য বিদিত হইতে সমর্থ হওয়া যায়, এবং এইজন্য অষ্টকাদিক প্রয়োজন জানিবে।

(ঋষি-দেবতা-ছন্দঃ-স্বরনির্দেশ প্রয়োজনম্)

প্রশ্নঃ–প্রত্যেকমন্ত্রস্যোপরি ঋষিদেবতাচ্ছন্দঃস্বরাঃ কিমর্থা লিখ্যন্তে?

উত্তরম্–য়তো বেদানামীশ্বরোক্ত্যনন্তরং য়েন য়েনর্ষিণা য়স্য য়স্য মন্ত্রস্যার্থো য়থাবদ্ বিদিতস্তস্মাৎ তস্য তস্যোপরি তত্তদৃথের্নামোল্লেখনং কৃতমস্তি। কুতঃ? য়ৈরীশ্বরধ্যানানুগ্রহাভ্যাং মহতা প্রয়ত্নেন মন্ত্রার্থস্য প্রকাশিতত্বাৎ, তৎকৃতমহোপকারস্মরণার্থং তন্নামলেখনং প্রতিমন্ত্রস্যোপরি কর্ত্তুং য়োগ্যমস্ত্যতঃ। অত্র প্রমাণম্–

য়ো বাচং শ্রুতবান্ ভবত্যফলামপুষ্পামিত্যফলাऽস্মা অপুষ্পা বাগ্ভবতীতি বা কিঞ্চিৎপুষ্পফলেতি বা। অর্থং বাচঃ পুষ্পফলমাহ। য়াজ্ঞদৈবতে পুষ্পফলে দেবতাধ্যাত্মে বা। সাক্ষাৎকৃতধর্মাণ ঋষয়ো বভূবুস্তেऽবরেভ্যোऽসাক্ষাৎকৃতধর্ম্মভ্য উপদেশেন মন্ত্রান্ সম্প্রাদুরুপদেশায় গ্লায়ন্তোऽবরে বিল্মগ্রহণায়েমং গ্রন্থং সমাম্নাসিষুর্বেদং চ বেদাঙ্গানি চ। বিল্মং ভিল্মং ভাসনমিতি বৈদাবন্তঃ সমানকর্মাণো ধাতবো ধাতুর্দধাতেরেতাবন্ত্যস্য সত্ত্বস্য নামধেযান্যেতাবতামর্থানামিদমভিধানং নৈঘন্টুকমিদং দেবতানাম প্রাধান্যেনেদমিতি। তদ্যদন্যদৈবতে মন্ত্রে নিপততি নৈঘন্টুকং তৎ। (১) নিরু০ অ০ ১খং০ ২০।।

(য়ো বাচং) যো মনুষ্যোऽর্থবিজ্ঞানেন বিনা শ্রবণাধ্যযনে করোতি তদফলং

ভবতি। (প্রশ্নঃ) বাচো বাণ্যাঃ কিং ফলং ভবতীতী ?

(উত্তরম্) অত্রাহ–বিজ্ঞানং তথা তজ্জ্ঞানানুসারেণ কর্ম্মানুষ্ঠানম্। য় এবং জ্ঞাত্বাকুর্বন্তি ত ঋষয়ো ভবন্তি। কীদৃশাস্তে ? সাক্ষাৎকৃতধর্ম্মাণঃ। য়ৈঃ সর্বা বিদ্যা য়থাবদ্ বিদিতাস্ত ঋষয়ো বভুবুস্তেঽবরেভ্যোঽসাক্ষাৎকৃতবেদেভ্যো মনুষ্যেভ্য উপদেশেন বেদমন্ত্রান্ সম্প্রাদুঃ, মন্ত্রার্থাংশ্চ প্রকাশিতবন্তঃ। কস্মৈ প্রয়োজনায় ? উত্তরোত্তরং বেদার্থপ্রচারায়। য়ে চাবরেঽধ্যয়নায়োপদেশায় চ গ্লায়ন্তি তান্ বেদার্থবিজ্ঞাপনায়েমং নৈঘন্টুকং নিরুক্তাখ্যং গ্রন্থং ত ঋষয়ঃ সমাম্নাসিষুঃ, সম্যগভ্যাসং কারিতবন্তঃ। য়েন বেদং বেদাঙ্গানি য়থার্থবিজ্ঞানতয়া সর্বে মনুষ্যা জানীয়ুঃ। য়ে সমানার্থাঃ সমানকর্মাণো ধাতবো ভবন্তি তদর্থপ্রকাশো য়ত্র ক্রিয়তে, অস্যার্থ স্যৈতাবন্তি নামধেয়ানি, এতাবতামর্থানামিদমভিধানার্থমেকং নাম, অর্থাদেকস্যানেকানি নামান্যনেকেষামেকং নামেতি তন্নৈঘন্টুকং ব্যাখ্যানং বিজ্ঞেয়ম্। য়ত্রার্থানাং দ্যোত্যানাং পদার্থানাং প্রাধান্যেন স্তুতিঃ ক্রিয়তে, তত্র সৈবেয়ং মন্ত্রময়ী দেবতা বিজ্ঞেয়া। য়চ্চ মন্ত্রাদ্ ভিন্নার্থস্যৈব সঙ্কেতঃ প্রকাশ্যতে, তদপি নৈঘন্টুকং ব্যাখ্যানমিতি।।১।।

অতো নৈব কশ্চিন্মনুষ্যো মন্ত্রনির্মাতেতি বিজ্ঞেয়ম্। এবং য়েন য়েনর্ষিণা য়স্য য়স্য মন্ত্রস্যার্থঃ প্রকাশিতোঽস্তি তস্য তস্য ঋষেরেকৈকমন্ত্রস্য সম্বন্ধে নামোল্লেখঃ কৃতোঽস্তি। তথা য়স্য য়স্য মন্ত্রস্য য়ো য়োঽর্থোস্তি, সঃ সোঽর্থস্তস্য তস্য দেবতাশব্দেনাভিপ্রায়ার্থ-বিজ্ঞানার্থং প্রকাশ্যতে। এতদর্থং দেবতাশব্দলেখনং কৃতম্। এবং চ য়স্য য়স্য মন্ত্রস্য গায়ত্র্যাদিছন্দোঽস্তি তত্তদ্বিজ্ঞানার্থং ছন্দোল্লেখনম্। তথা য়স্য য়স্য মন্ত্রস্য য়েন য়েন স্বরেণ বাদিত্রবাদনপূর্বকং গানং কর্ত্তুং য়োগ্যমস্তি, তত্তদর্থং ষড্জাদিস্বরোল্লেখনং কৃতমস্তীতি সর্বমেতদ্বিজ্ঞেয়ম্।

।। ভাষার্থ।।

প্রশ্নঃ–প্রতি বেদমন্ত্রের সহিত তাহার ঋষি, দেবতা, ছন্দ ও স্বর কীজন্য লেখা হয় ?

উঃ–ঈশ্বর যে সময় সৃষ্টির প্রথমে বেদশাস্ত্রের প্রকাশ করিয়াছিলেন, সেই সময় হইতেই ঋষিগণ বেদমন্ত্র সকলের অর্থ বিচার করিতে লাগিলেন, ঐ সমস্ত মন্ত্রের মধ্যে যে যে মন্ত্রের অর্থ যে যে ঋষি কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে, তাঁহার নাম সেই সেই মন্ত্রের সহিত স্মরণার্থ লেখা গিয়াছে বা লিখিত হইয়াছে। এইজন্যই তাহার নাম উক্ত মন্ত্রের ঋষি (স্বরূপ) রাখা গিয়াছে, এবং যাহারা ঈশ্বরের ধ্যান ও অনুগ্রহ বলে অত্যন্ত প্রযত্নের সহিত বেদমন্ত্রের অর্থ যথাবৎ জ্ঞাত হইয়া, মনুষ্যমাত্রেরই জন্য পূর্ণ উপকার সাধন করিয়াছেন, এজন্য বিদ্বান্ পুরুষেরা ঐ সমস্ত বেদমন্ত্রের সহিত ঐ সকল মহাত্মাদিগকে স্মরণ করিয়া রাখিয়াছেন, এ বিষয়ের অর্থ সহিত প্রমাণ দিতেছি, যথা ঃ–

(য়ো বাচং০) যেজন অর্থ বিচার বিনা কেবল শব্দমাত্র উচ্চারণ করিয়া অধ্যয়ন, পাঠ বা শ্রবণ করেন, তাহার সমস্ত পরিশ্রম নিষ্ফল ও ব্যর্থ হইয়া থাকে।

প্রশ্নঃ–বাণীর ফল কীরূপ ?

উঃ–অর্থকে যথাবৎ জ্ঞাত হইয়া তদনুযায়ী আচরণে প্রবৃত্ত হওয়াই বাণীর ফল জানিবে। যাহারা এইরূপ নিয়মের অনুসরণ করিয়া থাকেন, তাহাদিগকে সাক্ষাৎ ধর্ম্মাত্মা অর্থাৎ ঋষি বলা যায়। এজন্য যাহারা সমস্ত সত্যবিদ্যাকে জ্ঞাত হইতে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহারাই ঋষি-সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই ঋষিগণ নিজ উপদেশ দ্বারা অবর অর্থাৎ অল্পবুদ্ধি মনুষ্যগণের নিকট বেদশাস্ত্রের অর্থপ্রকাশ করিয়াছেন।

প্রঃ–কীজন্য প্রকাশ করিয়াছেন ?

উঃ–বেদার্থ প্রচারের পরম্পরা স্থিরভাবে স্থিত রাখিবার জন্য, বিশেষতঃ, যাহারা বেদাদিশাস্ত্র যথাবিহিতরূপে পাঠ করিতে সমর্থ নহেন, তাহারাও যদ্দ্বারা সুগমতার সহিত বেদার্থ জ্ঞাত হইতে সমর্থ হন, এইজন্যই ঋষিরা বেদার্থ প্রকাশ করিয়াছিলেন। এইজন্যই এই সমস্ত ঋষিগণ নিরুক্ত ও নিঘণ্টু গ্রন্থাদিরও প্রণয়ন করিয়াছিলেন, যাহাদিগের সাহায্যে মনুষ্যমাত্রেই বেদ ও বেদাঙ্গাদির মর্মজ্ঞানপূর্বক পাঠ করিয়া উহাদিগের সত্যার্থ প্রকাশ করিতে সমর্থ হন। যে গ্রন্থে তুল্যার্থ ও তুল্যকর্ম সম্বন্ধীয় ধাতু সকলের ব্যাখ্যা এবং এক পদার্থের অনেকার্থ তথা অনেকার্থের যেখানে এক নাম আছে, অথবা যেখানে প্রকাশ ও মন্ত্রের ভিন্নার্থের সঙ্কেৎ লিখিত আছে, তৎসমুদায় বর্ণিত হইয়াছে, সেই গ্রন্থকেই 'নিঘণ্টু' বলা যায়। যে পুস্তকে বেদমন্ত্রের ব্যাখ্যা লিখিত আছে, তাহাকে নিরুক্ত বলা যায়।১।

যে যে মন্ত্রে যে যে পদার্থের প্রধানতা দ্বারা স্তুতি করা হইয়াছে, তাহাকেই সেই সেই মন্ত্রের দেবতা জ্ঞান করা উচিত। অর্থাৎ যে যে মন্ত্রে যাহা যাহা অর্থ হয়, তাহাকেই সেই মন্ত্রের দেবতা বলা যায়। ইহা এইজন্য করা হইয়াছে, যে যদ্দ্বারা মন্ত্রকে দেখিবামাত্রই তাহার অভিপ্রায়ার্থের যথার্থ জ্ঞান জ্ঞাত হওয়া যায়, ইত্যাদি প্রয়োজন সাধনার্থ দেবতা শব্দ মন্ত্রের সহিত ব্যবহৃত হয়।

এইরূপে যে যে মন্ত্রের যেরূপ ছন্দ তাহাও, উক্ত মন্ত্রের সহিত লিখিত হইয়া থাকে, যদ্দ্বারা ঐ মন্ত্রের ছন্দ বিষয়েরও জ্ঞান যথাবৎ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এইরূপে কোন্ কোন্ ছন্দ কী কী স্বরে গান করা কর্ত্তব্য, এই বিষয় জানিবার জন্য ঐ মন্ত্রের সহিত ষড়্জাদি স্বর লিখিত হইয়াছে। যেরূপ গায়ত্রী ছন্দযুক্ত মন্ত্রকে ষড়্জ স্বর দিয়া গান করা কর্ত্তব্য, এইরূপে অপরাপর মন্ত্রেও কীরূপ স্বর দিয়া গান করা কর্ত্তব্য তাহা দর্শিত হইয়াছে, যদ্দ্বারা মানবগণ গান বিদ্যায়ও প্রবীণ হইতে সমর্থ হন, এবং তজ্জন্যই বেদের প্রত্যেক মন্ত্রের সহিত উক্ত মন্ত্রের ষডজাদি স্বর লিখিত হইয়া থাকে।

(অগ্নিবায়্বিন্দ্রাদীনাং ক্রমেণ বর্ণন প্রয়োজনম্)

প্রঃ–বেদেম্বগ্নিবায়্বিন্দ্রাশ্বিসরস্বত্যাদিশব্দানাং ক্রমেণ পাঠঃ কিমর্থঃকৃতোঽস্তি ?

উঃ–পূর্বাপরবিদ্যাবিজ্ঞাপনার্থং, বিদ্যাসঙ্গ্যনুষঙ্গিপ্রতিবিদ্যানুষঙ্গিবোধার্থং চেতি।

তদ্যথা–অগ্নিশব্দেনেশ্বরভৌতিকার্থয়োর্গ্রহণং ভবতি। য়থাऽনেনেশ্বরস্য জ্ঞানব্যাপকত্বাদয়ো গুণা বিজ্ঞাতব্যা ভবন্তি, য়থেশ্বররচিতস্য ভৌতিকস্যাগ্নেঃ শিল্পবিদ্যায়া মুখ্যহেতুত্বাৎ প্রথমং গৃহ্যতে, তথেশ্বরস্য সর্বাধারকত্বানন্তবলবত্বাদিগুণা বায়ুশব্দেন প্রকাশ্যন্তে। য়থা শিল্পবিদ্যায়াং ভৌতিকাগ্নেঃ সহায়কারিত্বান্মূর্ত্তদ্রব্যাধারকত্বাৎ তদনুষঙ্গিত্ত্বাচ্চ ভৌতিকস্য বায়োগ্রহণং কৃতমস্তি, তথৈব বায়ুদীনামাধারকত্বাদীশ্বরস্যাপীতি। য়থেশ্বরস্যেন্দ্রশব্দেন পরমৈশ্বর্য্যবত্ত্বাদিগুণ বিদিতা ভবন্তি তথা ভৌতিকেন বায়ুনাপ্যুত্তমৈশ্বর্য্যপ্রাপ্তির্মনুষ্যৈঃ ক্রিয়তে। এতদর্থমিন্দ্রশব্দস্য গ্রহণং কৃতমস্তি। অশ্বিশব্দেন শিল্পবিদ্যায়াং য়ানচালনাদিবিদ্যাব্যবহারে জলাগ্নিপৃথিবীপ্রকাশাদয়ো হেতবঃ প্রতিহেতবশ্চ সন্তি, এতদর্থমগ্নিবায়ুগ্রহণানন্তর-মশ্বিশব্দপ্রয়োগো বেদেষু কৃতোऽস্তি। এবং চ সরস্বতীশব্দেনেশ্বরস্যানন্তবিদ্যাবত্ত্বশব্দার্থ–সম্বন্ধরূপবেদোপদেষ্টৃত্ত্বাদিগুণা বেদেষু প্রকাশিতা ভবন্তি বাগ্ব্যবহারাশ্চ। ইত্যাদিপ্রয়োজনায়াগ্নিবায়্বিন্দ্রাশ্বিসরস্বত্যাদিশব্দানাং গ্রহণং কৃতমস্তি। এবমেব সর্বত্রৈব বৈদিকশব্দার্থব্যবহারজ্ঞানং সর্বৈর্মনুষ্যৈর্বোধ্যমস্তীতি বিজ্ঞাপ্যতে।

।। ভাষার্থ।।

প্রঃ–বেদ শাস্ত্রে অনেকবার অগ্নি, বায়ু, ইন্দ্র, সরস্বতী আদি শব্দের প্রয়োগ কীজন্য করা হইয়াছে ?

উঃ—পূর্বাপর বিদ্যা সকলকে জানিবার জন্য অর্থাৎ যে যে বিদ্যাতে যে সকল মুখ্য ও গৌণ হেতু আছে, তৎসমুদায়ের প্রকাশার্থ ঈশ্বর অগ্ন্যাদি শব্দ প্রয়োগ পূর্বাপর সম্বন্ধানুযায়ী করিয়াছেন যথা, অগ্নি শব্দ দ্বারা ঈশ্বরাগ্নি ও ভৌতিকাগ্নি আদি কয়েক প্রকার অর্থের গ্রহণ করা হইযাছে, এইরূপ শব্দ প্রয়োগের (আরও) প্রয়োজন এই, যে পরমাত্মা অনন্ত জ্ঞান অর্থাৎ তাঁহার ব্যাপকতা আদি গুণের বোধ মনুষ্যের যথাবৎ হইতে পারে। পুনশ্চ ঐ অগ্নি শব্দ দ্বারা পৃথিব্যাদি ভূতগণের মধ্যে যে প্রত্যক্ষ অগ্নিতত্ত্ব বিদ্যমান আছে, যাহা শিল্প বিদ্যা বিষয় মুখ্য হেতু হওয়ায়, প্রথমেই সংগৃহীত হইয়াছে।

এবং ঈশ্বর সমস্ত পদার্থকে ধারণ করিয়া আছেন, (বিশেষতঃ), তাঁহার অনন্ত বলাদি গুণের প্রকাশার্থ বায়ু শব্দ গ্রহণ অর্থাৎ প্রযুক্ত হইয়াছে। পুনশ্চ শিল্পবিদ্যা বিষয় অগ্নির সহায়কারী ও সমস্ত পদার্থের ধারণকারী মুখ্য বায়ুই হইয়া থাকে, এজন্য প্রথম সূত্রে অগ্নি শব্দের ও দ্বিতীয় সূত্রে বায়ু শব্দ গ্রহণ করিবার জন্য, তথা ভৌতিক বায়ুকে প্রাণায়াম দ্বারা রুদ্ধাদি করিয়া যোগাভ্যাস করতঃ, এবং শিল্প বিদ্যা দ্বারা উত্তম উন্নতি প্রাপ্তি করিবার জন্য, তৃতীয় স্থানে ইন্দ্র শব্দের গ্রহণ (বা প্রয়োগ) করা হইয়াছে, যেহেতু অগ্নি ও বায়ু বিদ্যাবলে মনুষ্যগণ অদ্ভুত কলাকৌশলাদি প্রস্তুত করিবার উপায় অবগত হইতে সমর্থ হন।

পুনশ্চ অশ্বি শব্দের গ্রহণ তৃতীয় সূক্তে ও চতুর্থ স্থানে এই জন্য বর্ণিত হইয়াছে

যে, তদ্দ্বারা ঈশ্বরের অনন্ত ক্রিয়াশক্তি বিদিত হওয়া যায়। যেহেতু শিল্পবিদ্যা দ্বারা বিমানাদি যান চালাইবার জন্য জল, অগ্নি, পৃথিবী ও প্রকাশাদি (পদার্থ) মুখ্য (স্বরূপ) হইয়া থাকে, কারণ ইহাদিগের দ্বারাই কল যন্ত্র, বিমান, নৌকা ও রথাদি যান প্রস্তুত হয়, এতৎসমুদায় পূর্বোক্ত প্রকারের পৃথিব্যাদি পদার্থ দ্বারাই প্রস্তুত হয়, এইজন্য অশ্বি শব্দের পাঠ তৃতীয় সূত্র ও চতুর্থ স্থানে প্রয়োগ করা হইয়াছে। এইরূপে সরস্বতী শব্দে পরমেশ্বরের অনন্ত বাণী বুঝায়, যদ্দ্বারা ঐ পরমাত্মাতে যে অনন্ত বিদ্যা বিদ্যমান আছে, তাহা অনন্ত বিদ্যানুরূপ বেদ শাস্ত্রে উপদেশ করিয়াছেন, এইজন্য তৃতীয় সূক্তে ও পঞ্চম স্থানে সরস্বতী শব্দের পাঠ (অর্থাৎ সরস্বতী শব্দ) বেদশাস্ত্রে প্রযোগ করা হইয়াছে। এইরূপ অন্যত্র ও অন্যান্য শব্দ বিষয় জ্ঞাত হইবেন।

(অগ্নিবায়্বাদিপদৈরীশ্বরভৌতিকার্থয়োর্গ্রহণম্)

ভাষ্যম্ – প্রঃ–বেদানামারম্ভেঽগ্নিবায়্বাদিশব্দপ্রযোগৈঃ প্রসিদ্ধির্জায়তে বেদেষু ভৌতিকপদার্থানামেব তত্তচ্ছব্দৈর্গ্রহণং ভবতি য়ত আরম্ভে খল্বীশ্বরশব্দপ্রয়োগো নৈব কৃতোঽস্তি ?

উঃ–'ব্যাখ্যানতো বিশেষপ্রতিপত্তির্নহি সন্দেহাদলক্ষণম্' ইতি মহাভাষ্যকারেণ পতঞ্জলিমহামুনিনা 'লণ্, ইতি সূত্রব্যাখ্যানোক্তন্যায়েন সর্বসন্দেহনিবৃত্তির্ভবতীতি। কুতঃ ? বেদবেদাঙ্গোপাঙ্গব্রাহ্মণগ্রন্থেস্বগ্নিশব্দেনেশ্বরভৌতিকার্থযোর্ব্যাখ্যানস্য বিদ্যমানত্বাৎ। তথেশ্বরশব্দপ্রয়োগেণাপি ব্যাখ্যানেন বিনা সর্বথা সন্দেহনিবৃত্তির্ন ভবতি। ঈশ্বরশব্দেন পরমাত্মা গৃহ্যতে, তথা সামর্থ্যবতো রাজ্ঞঃ কস্যচিন্মনুষ্যস্যাপীশ্বর ইতি নামাস্তি। তয়োর্ম্মধ্যাৎ কস্য গ্রহণং কর্ত্তব্যমিতি শঙ্কায়াং ব্যাখ্যানত এব সন্দেহনিবৃত্তির্ভবত্যত্রেশ্বরনাম্না পরমাত্মনো গ্রহণমত্র রাজাদিমনুষ্যস্যেতি। এবমত্রাপ্যগ্নিনাম্নোভয়ার্থগ্রহণে নৈব কশ্চিদ্দোষো ভবতীতি। অন্যথা কোটিশঃ শ্লোকৈস্সহস্রৈর্গ্রন্থৈরপি বিদ্যালেখপূর্ত্তিরত্যন্তাসম্ভবাস্তি। অতঃ কারণাদগ্ন্যাদিশব্দৈর্ব্যাবহারিকপারমার্থিকয়োর্বিদ্যয়োর্গ্রহণং স্বল্পাক্ষরৈঃ স্বল্পগ্রন্থৈশ্চ ভবতীতি মত্বেশ্বরেণাগ্ন্যাদিশব্দ-প্রয়োগাঃ কৃতাঃ। য়তোঽল্পকালেন পঠনপাঠনব্যবহারেণাল্প-পরিশ্রমেণৈব মনুষ্যাণাং সর্বা বিদ্যা বিদিতা ভবেয়ুরিতি।

পরমকারুণিকঃ পরমেশ্বরঃ সুগমশব্দৈস্সর্ববিদ্যোদ্দেশানুপদিষ্টবানিতি বিজ্ঞেয়ম্। তথা চ যেঽগ্ন্যাদয়ঃ শব্দার্থাঃ সংসারে প্রসিদ্ধাঃ সন্ত্যেতৈঃ সর্বৈরীশ্বরপ্রকাশঃ ক্রিয়তে। কুতঃ ? ঈশ্বরোঽস্তীতি সর্বেবে দৃষ্টান্তা জ্ঞাপয়ন্তীতি বোধ্যম্। এবং চতুর্বেদস্থবিদ্যানাং মধ্যাৎ কাশ্চিদ্বিদ্যা অত্র ভূমিকায়াং সংক্ষেপতো লিখিতাঃ, ইতোঽগ্রেমন্ত্রভাষ্যং বিধাস্যতে। তত্র য়স্মিন্ মন্ত্রে য়া য়া বিদ্যোপদিষ্টাঽস্তি, সা সা তস্য তস্য মন্ত্রস্য ব্যাখ্যানাবসরে য়থাবৎ প্রকাশয়িষ্যতে।

।। ভাষার্থ।।

প্রঃ–বেদশাস্ত্রের প্রথমেই অগ্নি, বায়ু আদি শব্দ প্রযুক্ত হওয়ায় ইহাই সিদ্ধ হইতেছে যে জগতে যে সমস্ত পদার্থের নাম অগ্নি, বায়ু আদি শব্দ প্রসিদ্ধ আছে, তথায় কেবল মাত্র (উক্ত শব্দ দ্বারা) ঐ ঐ পদার্থেরই গ্রহণ করা কর্ত্তব্য, তজ্জন্য ঐ সমস্ত শব্দ দ্বারা সংসারে অগ্ন্যাদি পদার্থকে মানিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছে, নচেৎ যে যে শব্দ যে যে স্থানে প্রয়োগ করা উচিত, যদি তথায় উহারই গ্রহণ করা যাইত তাহা হইলে কাহারও ভ্রম ঘটিতে পারিত না, অথবা প্রথম হইতেই ঐ সকল শব্দের স্থানে ঈশ্বর পরমেশ্বরাদি শব্দের গ্রহণ বা প্রয়োগ করা কি উচিত ছিল ?

উঃ–ঐরূপ করিলেও তদ্রূপই ভ্রম ঘটিবার সম্ভাবনা ছিল, পরন্ত যখন বেদ ব্যাখ্যান দ্বারা বেদমন্ত্রের প্রত্যেক শব্দের অর্থ স্পষ্ট করিয়া দেখান (প্রকাশিত) হইয়াছে, তখন ঐ ব্যাখ্যান দেখিলেই সকল প্রকারের সন্দেহই আপনা আপনিই নিবৃত্তি হইয়া যাইবে। যেহেতু শিক্ষাদি অঙ্গ দ্বারা বেদমন্ত্রের পদের অর্থ এরূপ রীত্যানুসারে প্রকাশ করা হইযাছে, যদ্দ্বারা বৈদিক শব্দার্থ বিষয়ে কোন প্রকার সন্দেহ থাকিতে পারে না। আর যদি ঐ সকল স্থানে ঈশ্বর শব্দই প্রযুক্ত হইত, তথাপি ঐ সমস্ত পদের ব্যাখ্যান বিনা কদাপি সকল প্রকারে সন্দেহ নিবৃত্তি হইত না, কারণ ঈশ্বর শব্দে উত্তম সামর্থ্যযুক্ত ঐশ্বর্য্যবান্ রাজাদি মনুষ্যকেও বুঝাইয়া থাকে এবং কোন কোন স্থানে ঈশ্বর শব্দে ঐশ্বর্য্যবান্ পদার্থও বুঝায়। অতএব যদি অপর সর্বত্রও একার্থবাচক শব্দের প্রয়োগ করা হইত, তাহা হইলেও বহু কোটি শ্লোক ও সহস্র সহস্র বেদগ্রন্থ প্রণীত হইবার সম্ভাবনা ছিল, ও তাহা হইলে বিদ্যার পারাবার ঘটিতে পারিত না এবং মনুষ্যেরা কদাপি উহাদিগের পঠন পাঠন করিতে সমর্থ হইতেন না। অতএব সুগমতার জন্য ঈশ্বর, অগ্ন্যাদি শব্দ প্রয়োগ করিয়া ব্যবহারিক ও পারমার্থিক দুই প্রকার বিষয়েরই সিদ্ধকারক বিদ্যাকে (বেদ শাস্ত্র দ্বারা) প্রকাশ করিয়াছেন। যদ্দ্বারা মনুষ্যগণ অল্প সময় মধ্যে মূল বিদ্যাকে জ্ঞাত হইতে সমর্থ হন।

অতএব সকলের সুখার্থে পরম করুণাময় পরমেশ্বর অগ্ন্যাদি শব্দপ্রযোগ দ্বারা বেদমন্ত্রের উপদেশ করিয়াছেন এবং তজ্জন্যই অগ্ন্যাদি শব্দের অর্থ সমস্ত সংসারে প্রসিদ্ধ আছে, যাহা দ্বারা ঈশ্বরের গ্রহণ হইয়া থাকে, যেহেতু এই সমস্ত দৃষ্টান্ত দ্বারা পরমেশ্বরকেই স্বয়ং জানিবার ও জানাইবার জন্য বেদশাস্ত্র প্রকাশিত করা হইয়াছে। এইরূপে চারি বেদ মধ্যে যে সকল বিদ্যা বিদ্যমান আছে, তন্মধ্যে কয়েকটি আমি এই বেদভাষ্য ভূমিকা গ্রন্থে সংক্ষেপে বর্ণন করিয়াছি। (বেদভাষ্য প্রণয়ন কালে) ভবিষ্যতে আমি মন্ত্রের ভাষ্য বর্ণনকালে যে মন্ত্রে যে বিদ্যার উপদেশ বিষয় বর্ণিত আছে, তাহা সেই মন্ত্রের ব্যাখ্যানকালে প্রকাশ করিব।

ইতি প্রশ্নোত্তর বিষয়ঃ সংক্ষেপতঃ

অথ বৈদিক প্রয়োগ বিষয়ঃ সংক্ষেপতঃ

অথ নিরুক্তকারঃ সংক্ষেপতো বৈদিকশব্দানাং বিশেষনিয়মানাহ–

তাস্ত্রিবিধা ঋচঃ পরোক্ষকৃতাঃ প্রত্যক্ষকৃতা আধ্যাত্মিক্যশ্চ। তত্র পরোক্ষকৃতাঃ সর্বাভির্নামবিভক্তিভির্যুজ্যন্তে প্রথমপুরুষৈশ্চাখ্যাতস্য। অথ প্রত্যক্ষকৃতা মধ্যম পুরুষযোগাস্ত্বমিতি চৈতেন সর্বনাম্না। অথাপি প্রত্যক্ষকৃতাঃ স্তোতারো ভবন্তি, পরোক্ষকৃতানি স্তোতব্যানি। অথাধ্যাত্মিক্য উত্তমপুরুষয়োগা অহমিতি চৈতেন সর্বনাম্না।। নিরু০ অ০ ৭ খং০ ১।১।।

অয়ং নিয়মঃ বেদেষু সর্বত্র সংগচ্ছতে। তদ্যথা—সর্বেমন্ত্রাস্ত্রিবিধানামর্থানাং বাচকা ভবন্তি। কেচিৎ পরোক্ষাণাং, কেচিৎ প্রত্যক্ষাণাং, কেচিদধ্যাত্মং বক্তুমর্হাঃ। তত্রাদ্যেষু প্রথমপুরুষস্য প্রয়োগা ভবন্তি, অপরেষু মধ্যমস্য, তৃতীয়েষুত্তমপুরুষস্য চ। তত্র মধ্যম পুরুষপ্রয়োগার্থৌ দ্বৌ ভেদৌ স্তঃ। য়ত্রার্থাঃ প্রত্যক্ষাঃ সন্তি তত্র মধ্যমপুরুষয়োগা ভবন্তি। য়ত্র চ স্তোতব্যা অথাঃ পরোক্ষাঃ স্তোতারশ্চ খলু প্রত্যক্ষাস্তত্রাপি মধ্যমপুরুষপ্রয়োগো ভবতীতি।

অস্যায়মভিপ্রায়ঃ ব্যাকরণরীত্যা প্রথমমধ্যমোত্তমপুরুষাঃ ক্রমেণ ভবন্তি। তত্র জড়পদার্থেষু প্রথমপুরুষ এব, চেতনেষু মধ্যমোত্তমৌ চ। অয়ং লৌকিকবৈদিকশব্দয়োঃ সার্বত্রিকো নিয়মঃ। পরন্তু বৈদিকব্যবহারে জড়েঽপি প্রত্যক্ষে মধ্যমপুরুষপ্রয়োগাঃ সন্তি। তত্রেদং বোধ্যং জড়ানাং পদার্থানামুপকারার্থং প্রত্যক্ষকরণমাত্রমেব প্রয়োজনমিতি।

ইমং নিয়মবুদ্ ব্যা বেদভাষ্যকারৈঃ সায়ণাচার্য্যাদিভিস্তদনুসারতয়া স্বদেশভাষয়াঽনুবাদকারকৈর্য়ুরোপাখ্যদেশনিবাস্যাদিভির্মনুষ্যৈর্বেদেষু জড়পদার্থানাং পূজাস্তীতি বেদার্থোঽন্যথৈব বর্ণিতঃ।

।। ভাষার্থ।।

এক্ষণে বেদ শাস্ত্রে প্রয়োগ বিষয়ক নিয়ম সকল সংক্ষেপে বর্ণন করিতেছি,—বেদ সম্বন্ধে যে সকল নিয়ম নিরুক্তকারাদি মহাশয়েরা করিয়াছেন, তাহা বারংবার বৈদিক প্রয়োগে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। (তাস্ত্রিবিধাং ঋচঃ) সকল বেদ মন্ত্র তিন প্রকার অর্থ সহ যুক্ত যথা, কোনটী পরোক্ষ অর্থাৎ অদৃশ্য সম্বন্ধীয়, কোনটী প্রত্যক্ষ অর্থাৎ দৃশ্য এবং কোনটি অধ্যাত্ম অর্থাৎ জ্ঞানগোচর আত্মা ও পরমাত্মা বিষয়ক। ইহাদিগের মধ্যে পরোক্ষ অর্থ যুক্ত মন্ত্রে প্রথম পুরুষ অর্থাৎ তিনি বা সে আদি (প্রয়োগ) হইয়া থাকে,

এবং তাহার ক্রিয়াও অস্তি, ভবতি, করোতি, পচতি ইত্যাদি প্রথম পুরুষ যুক্ত হয়। প্রত্যক্ষ অর্থ বাচক বা বিষয়ক মন্ত্রে মধ্যম পুরুষ প্রয়োগ হইয়া থাকে, যথা তুমি বা আপনি ইত্যাদি এবং উহার ক্রিয়া অসি, ভবসি, করোষি, পচসী ইত্যাদি মধ্যম পুরুষ যুক্ত হইয়া থাকে। আধ্যাত্ম অর্থযুক্তস্থলের মন্ত্রে উত্তম পুরুষের (যথা আমি আমরা ইত্যাদি) শব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে এবং উহার ক্রিয়া অস্মি, ভবামি, করোমি, পচামিত্যাদি রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পরন্তু যে স্থানে স্তুতি করিবার কোন পরোক্ষ ও স্তুতিকারক প্রত্যক্ষ বিষয় বর্ণিত হয়, তথায় মধ্যম পুরুষের প্রয়োগ হইয়া থাকে।

এস্থলে এইরূপ অভিপ্রায় জ্ঞাত হওয়া কর্ত্তব্য যে, ব্যাকরণের রীত্যানুসারে প্রথম মধ্যম ও উত্তম পুরুষ নিজ নিজ স্থানে ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ জড়পদার্থ বিষয়ে প্রথম এবং চেতনে মধ্যম ও উত্তম পুরুষে যথানিয়মে প্রয়োগ হয়। লৌকিক ও বৈদিক শব্দবিষয়ে উপরোক্ত সাধারণ নিয়ম প্রচলিত আছে, পরন্তু বৈদিক প্রয়োগ (বিষয়) বিশেষ এই যে, জড়পদার্থও যদি প্রত্যক্ষ হয় তবে নিরুক্তকার কথিত নিয়মানুযায়ী মধ্যম পুরুষের প্রয়োগ হইয়া থাকে। আর ইহাও জানা কর্ত্তব্য যে ঈশ্বর সাংসারিক জড়পদার্থ সকলকে প্রত্যক্ষ করাইয়া তদ্দ্বারা বিবিধ প্রকার উপকার লওয়াই যে (মানবের) কর্ত্তব্য, ইহাই (বেদমন্ত্রে প্রয়োগ দ্বারা) জ্ঞাত করাইয়াছেন, অন্য কোন প্রয়োগের জন্য তিনি ঐরূপ করেন নাই।

পরন্তু উপরোক্ত নিয়মাদির বিষয় জ্ঞাত না হইয়া, সায়ণাচার্য্য আদি বেদভাষ্যকারণগণ তাহাদিগের কৃত (বেদভাষ্যে) তথা ঐ সকল ভাষ্যানুযায়ী যে সকল ইউরোপবাসী পাশ্চাত্য দেশবাসিগণ নিজ নিজ ভাষায় বেদার্থ প্রচার করিয়াছেন, তাহারা সকলেই বেদের সত্যার্থের অন্যথা করিয়া অনর্থ প্রচার করিয়াছেন। এইরূপ করা তাহাদের সম্পূর্ণ ভ্রম ভিন্ন আর কিছুই নহে এবং (তজ্জনই ভ্রমে পতিত হইয়া) তাহারা এরূপ লিখিয়াছেন যে বেদশাস্ত্রে জড় পদার্থের পূজা (বা উপাসনা) প্রাপ্ত হওয়া যায়, পরন্তু ইহার কোন চিহ্ন পর্য্যন্তও বাস্তবিক বেদশাস্ত্রে (কোনস্থানে) পাওযা যায় না।

ইতি বৈদিক প্রয়োগবিষয় সংক্ষেপতঃ

অথ সংক্ষেপতঃ স্বরব্যবস্থা বিষয়ঃ

অথ বেদার্থোপয়োগিতয়া সংক্ষেপতঃ স্বরাণাং ব্যবস্থা লিখ্যতে। তে স্বরা দ্বিবিধাঃ, উদাত্তষডজাদিভেদাৎ সপ্ত সপ্তৈব সন্তি। তত্রোদাত্তাদীনাং লক্ষণানি ব্যাকরণমহাভাষ্যকারপতঞ্জলিপ্রদর্শিতানি লিখ্যন্তে।

''স্বযং রাজন্ত ইতি স্বরাঃ।

আয়ামো দারুণ্যমণুতা খস্যেৎযুচ্চৈঃ করাণি শব্দস্য। আয়ামো গাত্রাণাং নিগ্রহঃ, দারুণ্যং স্বরস্য দারুণতা রুক্ষতা, অণুতা খস্য, কন্ঠস্য সংবৃততা, ঊচ্চৈঃ করাণি শব্দস্য। অন্বাসর্গো মার্দবমুরুতা খস্যেতি নীচৈঃ করাণি শব্দস্য। অন্ববসর্গো গাত্রাণাং শিথিলতা, মার্দবং স্বরস্য মৃদুতা স্নিগ্ধতা, উরুতা খস্য মহত্তা কন্ঠস্যেতি নীচৈঃকরাণি শব্দস্য।।

ত্রৈস্বর্য়্যেণাধীমহে, ত্রিপ্রকারৈরজ্ভিরধীমহে, কৈশ্চিদুদাত্তগুণৈঃ, কৈশ্চিদনুদাত্তগুণৈঃ, কৈশ্চিদুভয়গুণৈঃ। তদ্যথা—শুক্লগুণঃ শুক্লঃ, কৃষ্ণগুণঃ কৃষ্ণঃ, য় ইদানীমুভয়গুণঃ স তৃতীয়ামাখ্যাং লভতে–কল্মাষ ইতি বা, সারঙ্গ ইতি বা। এবমিহাপি উদাত্ত উদাত্তগুণঃ, অনুদাত্তোऽনুদাত্তগুণঃ, য় ইদানীমুভয়গুণঃ স তৃতীয়ামাখ্যাং লভতে স্বরিত ইতি।

ত এতে তন্ত্রে তরনির্দেশে সপ্ত স্বরা ভবন্তি। উদাত্তঃ, উদাত্ততরঃ, অনুদাত্তঃ, অনুদাত্ততরঃ, স্বরিতঃ, স্বরিতে য়ঃ উদাত্তঃ সোऽন্যেন বিশিষ্টঃ, একশ্রুতিঃ সপ্তমঃ। ''

অ০১।পা০২। (আ০১)

উচ্চৈরুদাত্ত' ইত্যাদ্যুপরি।। তথা ষড্জাদয়ঃ সপ্ত–(স্বরাঃ) ষড্জঋষভগান্ধার-মধ্যমপঞ্চমধৈবতনিষাদাঃ।। পিঙ্গলসূত্রে অ০৩সূ০৬৪।।

এষাং লক্ষণব্যবস্থা গান্ধর্ববেদ প্রসিদ্ধা গ্রাহ্য। অত্র তু গ্রন্থভূয়স্ত্বভিয়া লেখিতুমশক্যা।।

।। ভাষার্থ।।

এক্ষণে বেদার্থের উপযোগ হেতু সংক্ষেপে কিছু স্বর বিষয়ের ব্যবস্থা বর্ণন করিতেছি। স্বর, উদাত্ত ও ষড্জ আদির ভেদ হেতু ১৪ প্রকারের আছে অর্থাৎ সাতটি উদাত্তাদি ও ৭টি ষড্জাদি হইয়া থাকে। ইহার মধ্যে উদাত্তাদির লক্ষণ মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি মহামুনি মহাশয় প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি (পতঞ্জলি ঋষি) বলেন —

(স্বযং রাজন্ত ইত্যাদি) অর্থাৎ স্বর তাহাকেই বলা যায়, যাহা স্বয়ং অর্থাৎ কাহারও আশ্রয় বা সহায় না লইয়া প্রকাশমান হইয়া থাকে। (আয়ামঃ) অঙ্গ সকলকে রুদ্ধ

করিয়া, (দারুণ্যং) বাণীকে রুক্ষ বা উচ্চস্বরে বলা, এবং (অণুতা) কন্ঠকেও কিছুক্ষণ বদ্ধ রাখা, এই সমস্ত প্রকার যত্নগুলি শব্দের উদাত্ত বিধানকারক হইয়া থাকে। অর্থাৎ উদাত্ত স্বর উপরোক্ত নিয়নানুযায়ী উচ্চারণ করা যায়। এইরূপে (অন্বব) গাত্রকে দোলায়মান করা, (মার্দব) স্বরের কোমলতা, (উরুতা) কন্ঠকে বিস্তৃত করা, এই সমস্ত প্রযত্ন শব্দের অনুদাত্তকারী হইয়া থাকে। (ত্রৈস্বর্য়োণা০) আমরা তিন প্রকার উচ্চারণ করিয়া কথা বলিয়া থাকি, (অর্থাৎ বাক্য, প্রয়োগকালে আমরা তিন প্রকার স্বর উচ্চারণ করি–অনুবাদক) যথা কোন স্থানে উদাত্ত, কোথাও বা অনুদাত্ত এবং কোথাও বা উভয়, অর্থাৎ উদাত্তানুদাত্ত বা স্বরিত গুণযুক্ত স্বরদ্বারা যথাযোগ্য নিয়মানুসারে অক্ষর সকলের উচ্চারণ করিয়া থাকি। যেরূপ শ্বেত ও কৃষ্ণবর্ণ পৃথক-পৃথক রূপ হইয়া থাকে, পরন্তু এই দুই রংকে একত্রিত করিলে যে একটি পৃথক তৃতীয় প্রকার রং হইয়া থাকে, অর্থাৎ যাহাকে খাখী বা আসমানী রং বলা যায়, তদ্রূপ উদাত্ত ও অনুদাত্ত স্বর পৃথক পৃথক হইয়া থাকে, এবং এই দুই উদাত্ত অনুদাত্তের মিলনে যে এক তৃতীয় প্রকার স্বর হয়, যাহাকে স্বরিত স্বর বলা যায়। বিশেষ অর্থ প্রদর্শক (তরপ্) প্রত্যয়ের সংযোগ দ্বারা উদাত্ত আদি সাতটি স্বর হইয়া থাকে। যথা উদাত্ত, উদাত্ততর, অনুদাত্ত অনুদাত্ততর, স্বরিত স্বরিতোদাত্ত ও একশ্রুতি।

উক্ত রীত্যানুসারে এই সমস্ত স্বরকে যথাবৎ বুঝা কর্ত্তব্য।

এক্ষণে ষড়্জাদি স্বর বিষয় লিখিতেছি, যাহা গান বিদ্যায় পৃথকরূপে ব্যবহৃত হয়। (স্বরা ষড়্জঋষভঃ) অর্থাৎ ষড়্জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত এবং নিষাদ। এই স্বরের নিয়ম ব্যবস্থা সহিত গান্ধর্ববেদ অর্থাৎ গান বিদ্যায পুস্তকে প্রসিদ্ধ অর্থাৎ বিস্তৃতরূপে বর্ণিত আছে (তথায়) দেখিয়া লইবেন। এস্থানে গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে প্রকাশ করিলাম না।

— ইতি স্বরব্যবস্থাবিষয়ঃ সংক্ষেপতঃ —

অথ ব্যাকরণ নিয়ম বিষয়ঃ

অথাত্র চতুর্ষ্বু বেদেষু ব্যাকরণস্য যে সামান্যতো নিয়মাঃ সন্তি, ত ইদানীং প্রদর্শ্যন্তে তদ্যথা–

বৃদ্ধিরাদৈচ । ।১ । অ০ ।১ ।১ ।১ ।

'উভয়সংজ্ঞান্যপি ছন্দাংসি দৃশ্যন্তে । তদ্যথা—স সুষ্টুভা স ঋক্বতা গণেন, পদত্বাৎ কুত্বং ভত্বাজ্জশত্বং ন ভবতি' ইতি ভাষ্যবচনম্ ।'

অনৈনৈকস্মিন্ শব্দে ভপদসংজ্ঞাকার্য্যদ্বয়ং বেদেষ্বেব ভবতি, নান্যত্র ।১ ।

স্থানিবদাদেশোঽনল্বিধৌ । ।২ । । অ০১ ।১ ।৫৬ ।

'প্রাতিপদিকনির্দেশাশ্চার্থতন্ত্রা ভবন্তি, ন কাঞ্চিৎ প্রাধান্যেন বিভক্তিমাশ্রয়ন্তি । য়াং য়াং বিভক্তিমাশ্রয়িতুং বুদ্ধিরূপজাযতে সা সা আশ্রয়িতব্যা ।' ইতি ভাষ্যম্ ।

অনেনার্থপ্রাধান্যং ভবতি, ন বিভক্তেরিতি বোধ্যম্ ।২ ।

ন বেতি বিভাষা । ।৩ । । অ০১ ।১ ।৪৪ ।

অর্থগত্যর্থঃ শব্দপ্রয়োগঃ ইতি ভাষ্যসূত্রম্ । লৌকিকবৈদিকেষু শব্দেষু সার্বত্রিকঃ সমানোঽয়ং নিয়মঃ । ।৩ । ।

অর্থবদতুরপ্রত্যয়ঃ প্রাতিপদিকম্ । ।৪ । । অ০১ ।২ ।৪৫ । ।

'বহবো হি শব্দা একার্থা ভবন্তি । তদ্যথা–ইন্দ্রঃ, শক্রঃ, পুরুহূতঃ, পুরন্দরঃ, কন্দুঃ, কোষ্ঠঃ, কুসূল ইতি । একশ্চ শব্দো বহ্বর্থঃ । তদ্যথা–অক্ষাঃ, পাদাঃ, মাষাঃ, সার্বত্রিকোঽয়মপি নিয়মঃ । য়থাগ্ন্যাদয়ঃ শব্দা বেদেষু বহ্বর্থবাচকাস্ত এব বহব একার্থাশ্চ ।৪ ।'

তে প্রাগ্ধাতোঃ । ।৫ । । অ০১ ।৪ ।৮০ ।

'ছন্দসি পরব্যবহিতবচনং চ' । অনেন বার্ত্তিকেন গত্যুপসর্গসংজ্ঞকাঃ শব্দাঃ ক্রিয়ায়াঃ পরে পূর্বে দূরে ব্যবহিতাশ্চ ভবন্তি । য়থা আয়াতমুপনিস্কৃতম্ । উপপ্রযোভিরাগতম্ । ।৫ । ।

। । ভাষার্থ । ।

এক্ষণে চারি বেদশাস্ত্রে ব্যাকরণ বিষয়ে যে সকল সামান্য নিয়ম অবধারিত আছে তাহাই বর্ণন করিতেছি । (উভঃ) বেদশাস্ত্রে এক শব্দের মধ্যে ''ভ'' তথা ''পদ'' এই দুই সংজ্ঞা হইয়া থাকে । যথা 'ঋক্বতা' এই শব্দে পদ সংজ্ঞা হওয়ায় ''চকার'' স্থানে ''ককার'' হইয়া গেল এবং ''ভ'' সংজ্ঞা হওযায় ''ক'' স্থানে ''গ'' হইল না ।১ ।

(প্রতিপাদিক০) বেদ শাস্ত্রে যে যে শব্দ পাঠ করা যায়, এই সমুদায়ের মধ্যে এরূপ নিয়ম আছে যে, যে বিভক্তির সহিত যে শব্দ থাকিবে, সেই বিভক্তির দ্বারা অর্থ করিবে । এমন নয়, পরন্তু যে বিভক্তি শাস্ত্রমূল ও যুক্তি এবং প্রমাণের অনুকূল অর্থ ঘটিতে পারে, সেই বিভক্তির আশ্রয় করিয়া অর্থ করা কর্ত্তব্য ।২ ।

যেহেতু (অর্থগ) বেদাদি শাস্ত্রে শব্দের এই জন্য প্রয়োগ হইয়া থাকে যে, তদ্বারা উহার সত্যার্থ যথার্থরূপে জ্ঞাত হইতে পারা যায়, যদি তাহাতেই অনর্থ প্রসিদ্ধ হয় তবে তাহা মানিবার প্রয়োজন কী ? (অর্থাৎ প্রয়োজন নাই) এইজন্য উপরোক্ত নিয়ম লৌকিক ও বৈদিক ব্যবহারে সর্বত্র ঘটিয়া থাকে । ।৩ । ।

(বহুবো হি০) তৃতীয় নিয়ম এই, কি লৌকিক ব্যাপারে এবং বেদশাস্ত্রে, অনেক শব্দ একার্থবাচী হইয়া থাকে যথা, অগ্নি, বায়ু, ইন্দ্র আদি অনেক শব্দ পরমেশ্বরবাচী হইয়া থাকে, পুনশ্চ ঐ শব্দগুলি সাংসারিক বহু পদার্থের নাম হওয়ায়ও অনেকার্থবাচী হয় । এইরূপে এক শব্দই অনেক স্থানে কতকগুলি অর্থবাচী হইয়া থাকে ।৪ ।

(ছন্দসি০) ব্যাকরণ শাস্ত্রে যে গতি ও উপসর্গ সংজ্ঞক শব্দ আছে, তাহা বেদ শাস্ত্রে কখন ক্রিয়া রূপে সম্মুখে বা পশ্চাতে, কখন বা দূরে বা দুরে বা ব্যবধানে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, যেরূপ 'উপ প্রয়োভিরাগতং০' এস্থলে 'আগতম্' ক্রিয়ার সহিত উপ শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে, পরন্তু 'আয়াতমুপ' এ স্থানে উপ আয়াতং ক্রিয়া পূর্বে ব্যবহৃত হইয়াছে ইত্যাদি । ইহার প্রভেদ এই যে, লৌকিক ব্যবহারে প্রায়ঃ সকল স্থানেই এই পূর্বোক্ত শব্দ ক্রিয়ার পূর্বেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে ।৫ ।

চতুর্থ্যর্থে বহুলং ছন্দসি । ।৬ । । অ০২ ।৩ ।৬২ ।

'ষষ্ঠার্থে চতুর্থী বক্তব্যা । যা খর্বেণ পিবতি তস্যৈ সর্বো জায়তে তিস্রো রাত্রীরিতি । তস্যা ইতি প্রাপ্তে ।' এবমন্যত্রাপি । অনেন চতুর্থ্যর্থে ষষ্ঠী, যষ্ঠ্যর্থে চতুর্থী দ্বে এব ভবতঃ । মহাভাষ্যকারেণ ছন্দোবন্মত্বা ব্রাহ্মণানামুদাহরণানি প্রযুক্তানি । অন্যথা ব্রাহ্মণগ্রন্থস্য প্রকৃতত্বাচ্ছন্দো গ্রহণমনর্থকং স্যাৎ ।৬ ।

বহুলং ছন্দসি । ।৭ । । অ০ । ২ । ৪ ।৩৯ ।ঋ

অনেন অদ্‌ধাতোঃ স্থানে ঘসলৃ আদেশো বহুলং ভবতি । ঘস্তায়ুনম্, সগ্ধিশ্চ মে, আত্তামদ্য মধ্যতো মেদ উদ্‌ভৃতম্, ইত্যাদ্যুদাহরণং জ্ঞেয়ম্ । ।৭ । ।

বহুলং ছন্দসি । ।৭ । । অ০২ ।৪ ।৭৩ ।

বেদবিষয়ে শপো বহুলং লুগ্‌ভবতি । বৃত্রং হনতি, অহিঃ শয়তে । অন্যেভ্যশ্চ ভবতি–ত্রা বং নো দেবাঃ । ।৮ । ।

বহুলং ছন্দসি । ।৯ । । অ০ ২ ।৪ ।৭৬ ।

বেদেষু শপঃ স্থানে শ্লর্বহুলং ভবতি । দাতি প্রিয়াণি । ধাতি প্রিয়াণি । অন্যেভ্যশ্চ ভবতি–পূর্ণাং বিবষ্টি, জনিমা বিভক্তি, ইত্যাদীন্যুদাহরণানি সন্তীতি বোধ্যম্ । ।৯ । ।

। । ভাষার্থ । ।

(যা খর্বেণঃ) ইত্যাদি পাঠের প্রয়োজন এই যে, বেদ শাস্ত্রে ষষ্টি বিভক্তির স্থানে চতুর্থী হইয়া যায়, পরন্তু এইরূপ ব্যবহার লৌকিক গ্রন্থে হয় না । এ স্থানে ব্রাহ্মণ গ্রন্থের উদাহরণ এজন্য দেওয়া হইয়াছে যে, মহাভাষ্যকার ব্রাহ্মণ গ্রন্থকে বেদের তুল্য জ্ঞান করিয়াছেন, এজন্য বেদশাস্ত্রে ব্যাকরণ সম্বন্ধে যেরূপ ব্যবহার হয়, ব্রাহ্মণ গ্রন্থেও তদ্রূপ

প্রয়োগাদি হইয়া থাকে। যদি এরূপ স্বীকার একান্ত না করেন, তবে (দ্বিতীয়াব্রাহ্মণে) এই সূত্র দ্বারা ব্রাহ্মণ গ্রন্থে শব্দের অনুবৃত্তি হইয়া যায়, তৎপরে (চতুর্থ্যর্থে) এই সূত্রে ছন্দঃ শব্দের গ্রহণ ব্যর্থ হইয়া যায়।৬।

(বহুলং) অদ্ ধাতুর স্থানে (ঘস্‌ৢ) আদেশ বহুল অর্থাৎ বহুধা হইয়া থাকে।৭।

(বহুলং) বেদশাস্ত্রে শপ্ প্রত্যয়ের লুক্ বহুল করিয়া হয়, এবং কোন কোন স্থানে আবার হয়ও না, যথা বৃত্রং হনতি এস্থানে শপ্ প্রত্যয়ে লুক্ প্রাপ্ত ছিল, কিন্তু তাহা হইল না তথা 'ত্রা বং' এ স্থানে ত্রৈঙ্ ধাতু দ্বারা প্রাপ্ত না থাকিলেও হইয়া গেল। মহাভাষ্যকারের নিয়ম দ্বারা শপ্‌কে লুক্ করিতে শ্যনাদির লুক হইয়া থাকে, কারণ শপ্ স্থানে শ্যনাদির আদেশ হইয়া থাকে। শপ্ সামান্য হইলে সকল ধাতু দ্বারা হইয়া থাকে, যখন শপ্ এই পদের লুক হইয়া যায়, তখন শ্যনাদি প্রাপ্ত হয় না। এইরূপে শ্লু বিষয়েও (ঐরূপ) বুঝিয়া লইবেন।৮।

(বহুলং) বেদশাস্ত্রে শপ্ প্রত্যয় স্থানে শ্লু আদেশ বহুল ভাবে হইয়া থাকে, অর্থাৎ উক্ত দ্বারাও হয় না ও অনুক্ত দ্বারাও হইয়া থাকে, যথা 'দাতি০' এস্থানে শপ্ এই পদের স্থানে শ্লু প্রাপ্ত ছিল পরন্তু বিবষ্টি এইস্থানে প্রাপ্তি না হইলেও হইয়া গেল।৯।

ভাষ্যম্ – সিব্ বহুলং লেটি ।।১০।। অ০৩।১।৩৪।

'সি বহুলং ছন্দসি ণিদ্বক্তব্যঃ।' (বা০) সবিতা ধর্ম্মসাবিষৎ, প্রণ আয়ুংষি তারিষৎ। অয়ং লেটি বিশিষ্টো নিয়মঃ।।১০।।

ছন্দসি শায়জপি।।১১।। অ০৩।১।৮৪।।

শায়চ্ছন্দসি সর্বত্রেতি বক্তব্যম্। ক্ব সর্বত্র ? হৌ চাহৌ চ। কিং প্রয়োজনম্ ? মহীঅস্কভায়ৎ, য়ো অস্কভায়াৎ, উদ্‌গভায়ৎ, উন্মথায়তেত্যেবমর্থম্। অয়ং লোটি মধ্যমপুরুষস্যৈকবচনে পরস্মৈপদে বিশিষ্টো নিয়মঃ।।১১।।

ব্যত্যয়ো বহুলম্।।১২।। অ০৩।১।৮৫।।

সুপ্তিঙুপগ্রহলিঙ্গরাণাং কালহলচ্স্বরকর্ত্তৃয়ঙাং চ।।

ব্যত্যয়মিচ্ছতি শাস্ত্রকৃদেষাং সোঽপি চ সিধ্যতি বাহুলকেন।।১।।

ব্যত্যয়ো ভবতি স্যাদীনামিতি। অনেন বিকরণব্যত্যয়ঃ,

সুপাং ব্যত্যয়ঃ, তিঙাং ব্যত্যয়ঃ, বর্ণব্যত্যয়ঃ, লিঙ্গব্যত্যয়ঃ, পুরুষ ব্যত্যয়ঃ, কালব্যত্যয়ঃ, আত্মনেপদব্যত্যয়ঃ, পরস্মৈপদব্যত্যয়ঃ, স্বরব্যতায়ঃ, কর্ত্তৃব্যত্যয়ঃ, ষঙ্ব্যত্যয়শ্চ।

এষাং ক্রমেণোদাহরণাদি–য়ুক্তা মাতাসীদ্ধুরি দক্ষিণায়াঃ, দক্ষিণায়ামিতি প্রাপ্তে। চষালং য়ে অশ্বয়ুপায় তক্ষতি, তক্ষন্তীতি প্রাপ্তে। ত্রিষ্টুভৌজঃশুভিতমুগ্রবীরম্, শুধিতমিতি প্রাপ্তে। মধোস্তৃপ্তা ইবাসতে, মধুন ইতি প্রাপ্তে। অধা স বীরৈর্দশভির্বিয়ূয়াঃ, বিয়ূয়াদিতি প্রাপ্তে। শ্বোঽগ্নীনাধাস্যামানেন, শ্বঃ সোমেন য়ক্ষ্যমাণেন, আধাতা য়ষ্টেতি প্রাপ্তে। ব্রহ্মচারিণমিচ্ছতে, ইচ্ছতীতি প্রাপ্তে। প্রতীপমন্য ঊর্মির্য়ুধ্যতি, যুধ্যত ইতি। (প্রাপ্তে)

আধাতা য়ষ্টেতি লুট্ প্রথম পুরুষস্যৈকবচনে প্রয়োগৌ ব্যত্যয়ো ভবতি স্যাদীনাম্ ইত্যস্যোদাহরণং তাসি প্রাপ্তে স্যো বিহিতঃ । ।১২ । ।

বহুলং ছন্দসি । ।১৩ । । অ০৩ ।২ ।৮৮ । ।

অনেন ক্বিপ্ প্রত্যয়ো বেদেষু বহুলং বিধীয়তে । মাতৃহা, মাতৃঘাতঃ, ইত্যাদীনি । ।১৩ । ।

ছন্দসি লিট্ । ।১৪ । । অ০৩ ।২ ।১০৫ ।

বেদেষু সামান্যভূতে লিঙ্ বিধীয়তে । অহংদ্যাবাপৃথিবী আততান । ।১৪ । ।

লিটঃ কানজ্বা । ।১৫ । । অ০৩ ।২ ।১০৬ ।

বেদবিষয়ে লিটঃ স্থানে কানজাদেশো বা ভবতি । অগ্নিং চিক্যানঃ, অহং সূর্য্যমুভয়তো দদর্শ । প্রকৃতেঽপি লিটি পুনর্গ্রহণাৎ পরোক্ষার্থস্যাপি গ্রহণং ভবতি ।১৫ ।

ক্বসুশ্চ । ।১৬ । । অ০৩ ।২ ।১০৭ ।

বেদে লিটঃ স্থানে ক্বসুরাদেশো বা ভবতি । পপিবান্, জগ্মিবান্ । ন চ ভবতি– অহং সূর্য্যমুভয়তো দদর্শ । ।১৬ । ।

ক্যাছন্দসি । ।১৭ । । অ০৩ ।২ ।১৭০ ।

ক্যপ্রত্যয়ান্তাদ্ধাতোশ্ছন্দসি বিষয়ে তচ্ছীলাদিষু কর্ত্তৃষু উকারপ্রত্যয়ো ভবতি । মিত্রয়ু, সংস্বেদয়ুঃ, সুম্নয়ুঃ । নিরনুবন্ধকগ্রহণে সানুবন্ধকস্যাপি গ্রহণং ভবতী ইত্যনয়া পরিভাষয়া ক্যচ্ক্যঙ্ক্যষাং সামান্যেন গ্রহণং ভবতি । ।১৭ । ।

। । ভাষার্থ । ।

(সি বহুলং) বেদশাস্ত্রে লেট্ লকারে যে সিপ্ প্রত্যয় হয়, তথায় তাহা বহুল করিয়া ণিৎ সংজ্ঞক হইয়া থাকে, যদ্দ্বারা বৃদ্ধি আদি কার্য্য হইতে পারে । যেরূপ সাবিষৎ এস্থানে সিপ্ কে ণিৎ মানিয়া বৃদ্ধি হইয়াছে এই লেট্ সম্বন্ধে বেদ বিষয়ক বিশেষ নিযম আছে ।১০ ।

(শায়চ্ছন্দসি০) বেদশাস্ত্রে হি প্রত্যয়ের পরে শ্না প্রত্যয়ের স্থানে যে শায়চ্ আদেশ হয়, যেস্থানে এরূপ বিধান আছে তথায় হি ভিন্ন অন্যত্রও হইয়া থাকে ।১১ ।

(ব্যত্যয়ো০) বেদশাস্ত্রে ব্যত্যয় অর্থাৎ বিপরীতভাব বহুধা হইয়া থাকে, যাহা ভাষ্যকার পতঞ্জলি নয়প্রকার মানিয়াছেন (স্বীকার করেন—অনু) যাহা সুপ আদি হইয়া থাকে, সুপ্; তিঙ্; বর্ণ; লিঙ্গ (পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ, নপুংসক লিঙ্গ), পুরুষ (প্রথম, মধ্যম, ও উত্তম) কাল (ভূত-ভবিষ্যত ও বর্ত্তমান), পদ (আত্মনেপদ ও পরস্মৈপদ) বর্ণ (বেদশাস্ত্রে অচ্ পদ স্থানে হল্ এবং হল স্থানে অচ্ এই পদের আদেশ হইয়া থাকে । স্বর উদাত্তাদির ব্যত্যয়, কর্ত্তার ব্যতায় ও য়ঙ্ এই পদেরও ব্যত্যয় হইয়া থাকে । এই সমস্ত বিষয়ের উদাহরণ সংস্কৃত ব্যাখ্যায় লিখিয়া দিয়াছি তথায় দেখিয়া লইবেন ।

(বহুলম্) ইহা দ্বারা ''কীপ্'' প্রত্যয় বেদশাস্ত্রে বহুল (করিয়া) হইয়া থাকে ।১৩ ।

(ছন্দসি০) এই সূত্র দ্বারা বেদশাস্ত্রে লিট্ লকার সামান্য (করিয়া) ভুতকালেও হইয়া থাকে ।১৪ ।

(লিটঃ কা) এই সুত্র দ্বারা বেদশাস্ত্রে লিট্ লকারের স্থানে কানচ্ আদেশ বিকল্প করিয়া হইয়া থাকে। এ বিষয়ে ''আততান'' ইত্যাদি উদাহরণ হইয়া থাকে। ছন্দসি এই সূত্রে লিটের অনুবৃত্তি হইয়া যায় এবং লিট্ গ্রহণ এই জন্য হইয়া থাকে যে পেরোক্ষে লিট্, এই লিটের স্থানে কানচ্ আদেশ হইয়া যায়।১৫।

(কসুশ্চ) এই সূত্র দ্বারা বেদশাস্ত্রে লিট্ স্থানে ''ক্বসু'' আদেশ হইয়া যায়।১৬।

(ক্যা) এই সূত্র দ্বারা বেদশাস্ত্র ''ক্য'' প্রত্যয়ান্ত ধাতু দ্বারা উ প্রত্যয় হইয়া যায়।১৭।

ভাষ্যম্ – কৃত্যল্যুটো বহুলম্।।১৮।। অ০৩।৩।১১৩।।

কৃল্ল্যুট ইতি বক্তব্যম্, কৃতো বহুলমিতি বা পাদহারকাদ্যর্থম্। পাদাভ্যাং হ্রিয়তে পাদহারকঃ। অনেন ধাতোর্বিহিতাঃ কৃৎসংজ্ঞকাঃ প্রত্যয়াঃ কারকমাত্রে বেদাদিষু দ্রষ্টব্যাঃ। অয়ং লৌকিকবৈদিকশব্দানাং সার্বত্রিকো নিয়মোऽস্তীতি বেদ্যম্।১৮।

ছন্দসি গত্যর্থেভ্যঃ।১৯। অ০৩।৩।১২৯।

ঈষদাদিষু কৃচ্ছ্রাকৃচ্ছ্রার্থেষূপপদেষু সৎসু গত্যর্থেভ্যো ধাতুভ্যশ্ছন্দসি বিষয়ে য়ুচ্ প্রত্যয়ো ভবতি।

উ০—সূপসদনোऽগ্নিঃ।১৯।

অন্যেভ্যোऽপি দৃশ্যতে।২০। অ০৩।৩।১৩০।

অন্যেভ্যশ্চ ধাতুভ্যো য়ুচ্ প্রত্যয়ো দৃশ্যতে।

উ০—সুদোহনামকৃণোদ্ব্রহ্মণে গাম্।২০।

ছন্দসি লুঙ্লঙ্লিটঃ।।২১।। অ০৩।৪।৬।।

বেদবিষয়ে ধাতুসম্বন্ধে সর্বেষু কালেষু লুঙ্লঙ্লিটঃ প্রত্যয়া বিকল্পেন ভবন্তি। উঃ– লুঙ্–অহং তেভ্যোऽকরং নমঃ। লঙ্–অগ্নিমদ্য হোতারমবৃণীতায়ং য়জমানঃ। লিট্– অদ্যা মমার।২১।

লিঙর্থে লেট্।।২১।। অ০।৩।৪।৭।

য়ত্র বিদ্যাদিষু হেতুহেতুমতোঃ শকীচ্ছার্থেষুর্ধ্বমৌহূর্ত্তিকেষ্বর্থেষু লিঙ বিধীয়তে, তত্র বেদেষ্বেব লেট্ লকারো বা ভবতি। উঃ–জীবাতি শরদঃ শতম্ ইত্যাদীনি।২২।

উপসংবাদাশঙ্কয়োশ্চ।।২৩।। অ০৩।৪।৮।

উপসংবাদে আশঙ্কায়াং চ গম্যমানায়াং বেদেষু লেট্প্রত্যয়ো ভবতি।

উ০ - (উপসংবাদে) অহমেব পশূনামীশৈ। আশঙ্কায়াং–নেজ্জিহ্মায়ন্তো নরকং পতাম। মিথ্যাচরণেন নরকপাত আসঙ্ক্যতে।২৩।

লেটোऽডাটৌ।।২৪।। অ০৩।৪।৯৪।

লেটঃ পর্য্যায়েণ অট্ আট আগমৌ ভবতঃ।।২৪।।

আত ঐ।।২৫।। অ০৩।৪।।২৫।।

ছন্দস্যনেনাত্মনেপদে বিহিতস্য লেডাদেশস্য দ্বিবচনস্থস্যাকারস্য স্থানে ঐকারাদেশো ভবতি।

উ০–মন্ত্রয়ৈতে, মন্ত্রয়ৈথে। ।২৫। ।

বৈতোऽন্যত্র। ।২৬। । অ০৩।৪।৯৬। ।

'আত ঐ' ইত্যেতস্য বিষয়ং বর্জয়িত্বা লেট একারস্য স্থানে ঐকারাদেশো বা ভবতি।

উ০–অহমেব পশূনামীশৈ, ঈশে বা। ।২৬। ।

ইতশ্চ লোপঃ পরস্মৈপদেষু। ।২৭। । অ০৩।৪।৯৭। ।

লেটঃ স্থান আদিষ্টস্য তিবাদিস্থস্য পরস্মৈপদবিষয়স্যেকারস্য বিকল্পেন লোপো ভবতি।

উ০–তরতি, তরাতি, তরৎ, তরাৎ, তরিষতি, তরিষাতি, তরিষৎ, তরিষাৎ। তারিষাতি, তারিষৎ, তারিষাৎ, তারিষতি, তরসি, তরাসি, তরঃ, তরাঃ। তরিষসি, তরিষাসি, তরিষঃ, তরিষাঃ, তারিষসি, তারিষাসি, তারিষঃ, তারিষাঃ। তরামি, তরাম্, তরিষামি, তরিষাম্, তারিষামি, তারিষাম্, এবমেব সর্বেষাং ধাতুনাং প্রয়োগেষু লেড্ বিষয়ে বোধ্যম্। ।২৭। ।

স উত্তমস্য। ।১৮। । অ০৩।৪।৯৮। ।

লেট উত্তমপুরুষস্য সকারস্য লোপো বা ভবতি। করবাব, করবাবঃ, করবাম্, করবামঃ। ।২৮। ।

। । ভাষার্থ। ।

(ছন্দসি০) এই সূত্র দ্বারা 'ঈষৎ' দুর্ সু, এই পুর্বপদ থাকিলে গত্যর্থ ধাতু সকলের বেদশাস্ত্রে য়ুচ্ প্রত্যয় হইয়া থাকে।১৯।

(অন্যেভ্যোঃ) আবার অন্যান্য ধাতুতেও বেদশাস্ত্রে য়ুচ্ প্রত্যয় হইতে দেখা যায়, যথাঃ– সুদোহনাম্ এই স্থানে সুপুর্বক দুহ ধাতুতে য়ুচ্ প্রত্যয় হইয়াছে।২০।

(ছন্দসি০) যে তিন প্রকার লকার লৌকিক ব্যবহারে ভিন্ন ভিন্ন কালে (ব্যবহৃত) হইয়া থাকে, তথায় বেদশাস্ত্রে লুঙ এবং লিট্ লকার এইগুলি সমস্তকালে বিকল্পরূপে হইয়া থাকে।২১।

(লিঙ্গর্থে০) এক্ষণে লেট্ লকার বিষয়ে যে সামান্য সূত্র আছে, তাহা এস্থানে বর্ণিত হইতেছে–এই লেট্ লকার বেদশাস্ত্রেই হইয়া থাকে এবং উক্ত লিঙ লকারের যতগুলি অর্থ আছে, তাহাতে এবং উপসংবাদ ও আশঙ্কা এই অর্থে লেট্ লকার হইয়া থাকে।২২–২৩। ।

(লেটা০) লেটের ক্রমে অর্থাৎ ক্রমানুযায়ী অট্ এবং আট্ আগম হইয়া থাকে অর্থাৎ যেখানে অট্ হয় তথায় আট্ হয় না ও যেস্থানে আট্ হয় তথায় অট্ হয় না। ।২৪। ।

(আত এ) লেট্ লকারে প্রথম ও মধ্যমপুরুষের আতাম্ এই আকারের ঐকার আদেশ হয় যথা মন্ত্রয়ৈতে এস্থানে ''আ'' স্থানে ঐ হইয়া গেল।২৫।

(বৈতোऽন্যত্র) এস্থলে লেট্ লকারের স্থানে যে একার হইয়া থাকে, তৎস্থানে ঐকার আদেশ হইয়া যায়।২৬।

(ইতশ্চ০) এখানে লেটের তিপ্, সিপ্ ও মিপের বিকল্পে ইকারের লোপ হইয়া যায়।২৭।

(স উত্ত) এই সূত্রে লেট্ লকারের উত্তম পুরুষের বস্ মস্ এই পদের সকারের বিকল্পে লোপ হইয়া যায়।২৮।

এস্থানে লেট্ বিষয় অতি সংক্ষেপে বর্ণন করিলাম, যাহার সম্পূর্ণ জানিবার প্রয়োজন হইবে অষ্টাধ্যায়ী পাঠ করিলেই জ্ঞাত হইবেন।

তুমর্থে সেসেনসেঅসেনক্সেকসেনধ্যৈ অধ্যৈন্কধ্যৈকধ্যৈন্শধ্যৈ শধ্যৈন্ তবৈ বৈতবেঙ্তবেনঃ।।২৯।। অ০৩।৪।৯।

ধাতুমাত্রাৎ তুমুনপ্রত্যয়স্তার্থে সে, সেন্, অসে, অসেন, কসে, কসেন, অধ্যৈ, অধ্যৈন্, কধ্যৈ, কধ্যৈন্, শধ্যৈ, শধ্যৈন্, তবৈ, তবৈঙ, তবেন্ ইত্যেতে পঞ্চদশ প্রত্যয়া বেদেষ্বেব ভবন্তি।

'কৃন্মেজন্ত' (অ০।১।১।৩৮) ইতি সর্বেষামব্যয়ত্বম্। সর্বেষু নকারোঽনুবন্ধঃ স্বরার্থঃ। ককারো গুণবৃদ্ধিনিষেধার্থঃ, ঙকারোঽপি। শকারঃ শিদর্থঃ। সে–বক্ষেণ্যঃ রাযঃ। সেন্–তাবামেষে রথানাম্। অসে অসেন্–ক্রত্বে দক্ষায় জীবসে; । কসে কসেন্–শ্রিয়সে। অধ্যৈ অধ্যৈন্–কর্মণ্যুপাচরধ্যৈ; কধ্যৈ–ইন্দ্রাগ্নী আহুবধ্যৈ; কধ্যৈন্–শ্রিয়ধ্যৈ; শধ্যৈ শধ্যৈন্–পিবধ্যৈ, সহমাদয়ধ্যৈ; অত্র শিত্বাৎ পিবাদেশঃ। তবৈ–সোমমিন্দ্রায় পাতবৈ; তবেঙ–দশমে মাসি সূতবে; তবেন্—স্বর্দেবেষু গন্তবে।।২৯।।

শকি ণমুল্কমূলৌ।৩০। অ০৩।৪।১২।

শক্নোতৌ ধাতাবুপপদে ধাতুমাত্রাৎ তুমর্থে বেদেষু ণমুল্কমুলৌ প্রত্যয়ৌ ভবতঃ। ণকারো বৃদ্ধ্যর্থঃ ককারো গুণবৃদ্ধিপ্রতিষেধার্থঃ লকারঃ স্বরার্থঃ। অগ্নিং বৈ দেবা বিভাজং নাশক্নুবন্, বিভক্তুমিত্যর্থঃ।৩০।

ইশ্বরে তোসুন্কসুনৌ।।৩১।। অ০৩।৪।১৩।

ঈশ্বরশব্দ উপপদে বেদে তুমর্থে বর্ত্তমানাদ্ধাতোস্তোসুনকসুনৌ প্রত্যয়ৌ ভবতঃ। ঈশ্বরোভিচরিতোঃ, কসুন্–ঈশ্বরো বিলিখঃ।।৩১।।

কৃত্যার্থে তবৈকেন্কেন্যত্বনঃ।।৩২।। অ০৩।৪।১৪।

কৃত্যানাং মুখ্যতয়া ভাবকর্মণী দ্বাবর্থৌ স্তোঽর্হাদয়শ্চ। তত্র বেদবিষয়ে তবৈ, কেন্, কেন্য, ত্বন্, ইত্যেতে প্রত্যয়া ভবন্তি। তবৈ–পরিধাতবৈ, কেন্–নাবগাহে, কেন্য–দিদৃক্ষেণ্যঃ, শুশ্রুষেণ্যঃ, ত্বন্–কর্ত্বং হবিঃ।।৩২।।

।।ভাষার্থ।।

(তুমর্থে০) এই সূত্র দ্বারা বেদশাস্ত্রও ''সে'' ইত্যাদি ১৫ প্রকার প্রত্যয় সকল ধাতুর যোগে ঘটিয়া থাকে।২৯।

(শকি) শক ধাতুর প্রয়োগে যদি উপপদ হয়, তবে ধাতু মাত্রেই ''ণমূল্'' ও ''কমূল্'' এই দুই প্রকার প্রত্যয় বেদে হইয়া থাকে। এইরূপ হইলে ''বিভাজম্'' ইত্যাদি উদাহরণ সিদ্ধ হয়।৩০।

(ঈশ্বরে০) এই সূত্র দ্বারা বেদশাস্ত্রে ঈশ্বর শব্দপূর্বক ধাতুদ্বারা তোসুন্ ও কসুন্ এই দুই প্রকার প্রত্যয় হয় ।৩১ ।

(কৃত্যার্থে০) এই সূত্র দ্বারা বেদশাস্ত্রে ভাবকর্মবাচক তবৈ, কেন, কেন্য, ত্বন্ এই সকল প্রত্যয় হইয়া থাকে । ইহা দ্বারা 'পরিধাতবৈ' ইত্যাদি উদাহরণ সিদ্ধ হয় ।৩২ ।

নিত্যং সংজ্ঞাছন্দসোঃ । ।৩৩ । । অ০৪ ।১ ।২৯ ।

অন্নন্তাদ্ বহুব্রীহেরুপধালোপিনঃ প্রাতিপদিকাৎ সংজ্ঞায়াং বিষয়ে ছন্দসি চ নিত্যং স্ত্রিয়াং ঙীপ্প্রত্যয়ো ভবতি । গৌঃ পঞ্চদাম্নী, একদাম্নী ।৩৩ । ।

নিত্যং ছন্দসি । ।৩৪ । । অ০৪ ।১ ।৪৬ । ।

বহ্বাদিভ্যো বেদেষু স্ত্রিয়াং ঙীষ্ প্রত্যয়ো ভবতি । বহ্বীষু হিত্বা প্রপিবন্ । ।৩৪ । ।

ভবে ছন্দসি । ।৩৫ । । অ০৪ ।৪ ।১১০ ।

সপ্তমীসমর্থাৎ প্রাতিপদিকাদ্ ভব ইত্যেতস্মিন্নর্থে ছন্দসি বিষয়ে য়ৎ প্রত্যয়ো ভবতি । অয়মণাদীনাং ঘাদীনাং চাপবাদঃ । সতি দর্শনে তেऽপি ভবন্তি । মেধ্যায় চ বিদ্যুত্যায় চ নমঃ ।৩৫ । ।

ইতঃ সূত্রাদারভ্য য়ানি প্রকৃতিপ্রত্যয়ার্থবিশেষবিধায়কানি পাদপর্য্যন্তানি বেদবিষয়কাণি সূত্রাণি সন্তি, তান্যত্র ন লিখ্যন্তে, কুতস্তেষামুদাহরণানি য়ত্র য়ত্র মন্ত্রেষ্বাগমিষ্যন্তি, তত্র তত্র তানি লেখিষ্যামঃ ।

বহুলং ছন্দসি । ।৩৬ । । অ০৫ ।২ ।১২২ ।

বেদেষু সমর্থানাং প্রথমাৎ প্রাতিপদিকমাত্রাদ্ ভূমাদিষ্বর্থেষু বিনিঃ প্রত্যয়ো বহুলং বিধীয়তে । তদ্যথা–ভূমাদয়ঃ–

তদস্যাऽস্ত্যস্মিন্নিতি মতুপ্ । ।৩৭ । । অ০ ৫ ।২ ।৯৪ ।

ভূমনিন্দাপ্রশংসাসু নিত্যয়োগেऽতিশায়নে ।

সম্বন্ধেऽস্তিবিবক্ষায়াং ভবন্তি মতুবাদয়ঃ । ।

অস্য সূত্রস্যোপরি মহাভাষ্যবচনাদেতেষু সপ্তস্বর্থেষু তেপ্রত্যয়া বেদে লোকে চৈতে মতুবাদয়ো ভবন্তীতি বোধ্যম্ ।

(বহুলং০) অস্মিন্ সূত্রে প্রকৃতিপ্রত্যয়রূপবিশেষবিধায়কানি বহূনি বার্ত্তিকানি সন্তি, য়ানি তত্তদ্বিষয়েষু প্রকাশয়িষ্যামঃ ।(৩৬-৩৭) । ।

অনসন্তান্নপুংসকাচ্ছন্দসি । ।৩৮ । । অ০৫ । ৪ ।১০৩ । ।

'অনসন্তান্নপুংসকাচ্ছন্দসি (টচ্ প্র০) বেতি বক্তব্যম্' । ব্রহ্মসামং, ব্রহ্মসাম, দেবচ্ছন্দসং, দেবচ্ছন্দঃ ।৩৮ । ।

সন্যঙোঃ ।৩৯ । অ০৬ ।১ ।৯ ।

বহ্বর্থা অপি ধাতবো ভবন্তি । তদ্যথা–বপিঃ প্রকরণে দৃষ্টশ্ছেদনে চাপি বর্ত্ততে— কেশান্ বপতি । ঈডিঃ । স্তুতিচোদনায়াঞ্চাসু দৃষ্টঃ, ঈরণে চাপি বর্ত্ততে–অগ্নির্বা ইতো বৃষ্টিমীট্টে মরুতোऽমুতশ্চ্যাবয়ন্তি । করোতিরয়মভূতপ্রাদুর্ভাবে দৃষ্টঃ, নির্ম্মলীকরণে

চাপি বর্ত্ততে। পৃষ্ঠং কুরু, পাদৌ কুরু, উন্মৃদানেতি গম্যতে। নিক্ষেপণেঽপি বর্ত্ততে কটে, কুরু, ঘটে কুরু, অশ্মানমিতঃ কুরু, স্থাপয়েতি গম্যতে। এতন্মহাভাষ্যবচনেনৈতদ্বিজ্ঞাতব্যম্, ধাতুপাঠে য়েঽর্থা নির্দিষ্টাস্তেভ্যোঽন্যেঽপি বহবোঽর্থা ভবন্তি। ত্রয়াণামুপলক্ষণমাত্রস্য দর্শিতত্বাৎ।৩৯।

শেশ্ছন্দসি বহুলম্।।৪০।। অ০৬।১।৭০।

বেদেষু নপুংসকে বর্ত্তমানস্য শের্লোপো বহুলং ভবতি। য়থা—বিশ্বানি ভুবনানীতি প্রাপ্তে বিশ্বা ভুবনানীতি ভবতি।৪০।

বহুলং ছন্দসি।।৪১।। অ০৬।১।৩৪।

অস্মিন্ সূত্রে বেদেষু এষাং ধাতুনামপ্রাপ্তমপি সংপ্রসারণং বহুলং বিধীয়তে। যথা–হূমহে ইত্যাদিষু।৪১।

ইকোঽসবর্ণে শাকল্যস্য হ্রস্বশ্চ।।৪২।। অ০৬।১।১২৭।

ঈষা অক্ষাদিষু চ ছন্দসি প্রকৃতিভাবমাত্রং দ্রষ্টব্যম্। ঈষা অক্ষা, ঈমিরে, ইত্যাদ্যপ্রাপ্তঃ প্রকৃতিভাবো বিহিতঃ।৪২।

দেবতাদ্বন্দ্বে চ।।৪৩।। অ০ ৬।৩।২৬।

দেবতয়োর্দন্দ্বসমাসে পূর্বপদস্য আনঙ্ ইত্যাদেশো বিধীয়য়তে। ঙিত্ত্বাদন্ত্যস্য স্থানে ভবতি। উ০—সূর্য়্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা য়থাপূর্বমকল্পয়ৎ, ইন্দ্রাবৃহস্পতী ইত্যাদীনি।

অস্য সূত্রস্যোপরি দ্বে বার্ত্তিকে স্তঃ। তদ্যথা –

'দেবতাদ্বন্দ্বে উভয়ত্র বায়োঃ প্রতিষেধঃ। অগ্নিবায়ুঃ বায়্বগ্নী।'

'ব্রহ্মপ্রজাপত্যাদীনাং চ।।' ব্রহ্মপ্রজাপতী, শিববৈশ্রবণৌ, স্কন্দবিশাখৌ।

সূত্রেণ বিহিত আনঙাদেশো বার্ত্তিকদ্বয়েন প্রতিষিধ্যতে, সার্বত্রিকো নিয়মঃ।।৪৩।।

বহুলং ছন্দসি০।।৪৪।। অ০৭।১।৮।

অনেনাত্মনেপদসংজ্ঞস্য ঝকারপ্রত্যয়স্য রুড়াগমো বিধীয়তে। উ০–দেবা অদুহ্র।৪৪।।

বহুলং ছন্দসি।।৪৫।। অ০৭।১।১০।

অনেন বেদেষু ভিসঃ স্থানে ঐস্ বহুলং বিধীয়তে। য়থা–দেবেভির্মানুষে জনে।।৪৫।।

সুপাং সুলুক্পূর্বসবর্ণাচ্ছেয়াডাড্যাযাজালঃ।।৪৬।। অ০৭।১।৩৯।।

সুপাং চ সুপো ভবন্তীতি বক্তব্যম্। তিঙাং চ তিঙো ভবন্তীতি বক্তব্যম্। ইয়াডিয়াজীকারাণামুপসংখ্যানম্। ইয়া—দার্বিয়া পরিজ্মন্। ডিয়াচ্–সুমিত্রিয়া ন আপ০ সুক্ষেত্রিয়া, সুগাতুয়া (সুগ্রাত্রিয়া ?) ঈকার–দৃতিং ন শুস্কং সরসী শয়ানম্।। আঙ্যাজয়ারাং চোপসংখ্যানম্। আঙ্—প্রবাহবা। অয়াচ্ স্বপ্নয়া বাব সেচনম্। অয়ার্– স নঃ সিন্ধুমিব নাবয়া।

সুপ্, লুক্, পূর্বসবর্ণ, আৎ, শে, য়া, ডা, ড্যা, য়াচ্, আল্, ইয়া, ডিয়াচ্, ঈ, আঙ্, অয়াচ্, অয়ার্, বৈদিকেষু শব্দেষু হ্যেব সুপাং স্থানে সুবাদ্যয়ারন্তাঃ ষোড়শাদেশা বিধীয়ন্তে। তিঙাং চ তিঙিতি, পৃথঙ্ নিয়মঃ। সুপ্–ঋজবঃ সন্তু পন্থাঃ, পন্থান ইতি প্রাপ্তে। লুক্—পরমে ব্যোমন্, ব্যোম্নীতি, প্রাপ্তে। পূর্বসবর্ণ–ধীতী মতী, ধীত্যা মত্যা ইতি প্রাপ্তে। আৎ–উভা য়ন্তারা, উভৌ য়ন্তারৌ ইতি প্রাপ্তে। শে–ন য়ুষ্মে বাজবন্ধবঃ, য়ুয়মিতি প্রাপ্তে। (যা) উরুয়া, উরুণা ইতি প্রাপ্তে। ডায়–নাভা পৃথিব্যাঃ, নাভৌ ইতি প্রাপ্তে। ড্যায় অনুষ্ট্যা, অনুষ্টুভা ইতি প্রাপ্তে। য়াচ্–সাধুয়া, সাধু ইতি প্রাপ্তে। আল্–বসন্তা য়জেত, বসন্তে ইতি প্রাপ্তে।৪৬।

আজ্জসেরসুক্।।৪৭।। **অ০৭।১।৫০।।**

অনেন প্রথমায়া বহুবচনে জসঃ পূর্বং অসুক্ ইত্যয়মাগমো বিহিতঃ। উ০–বিশ্বেদেবাস আগতঃ, বিশ্বেদেবা ইতি প্রাপ্তে। এবং দৈব্যাসঃ। তথৈবান্যান্যপি জ্ঞাতব্যানি।৪৭।

।। ভাষার্থ।।

(নিত্যং সংজ্ঞা) এই সূত্র দ্বারা বেদশাস্ত্রে অনন্ত প্রাতিপদিক দ্বারা ''ঙীপ্'' প্রত্যয় হইয়া থাকে।৩৩।

(নিত্যং) এই সূত্র বলে বহ্বাদি প্রাতিপদিকাদি দ্বারা বেদে ঙীষ্ প্রত্যয় সদা হইয়া থাকে।৩৪।

(ভবে) এই সূত্র দ্বারা ভব অর্থে প্রাতিপদিক মাত্র দ্বারা বেদশাস্ত্রে ''য়ৎ'' প্রত্যয় হইয়া থাকে।৩৫।

এই সূত্রের পূর্বপাদ পর্য্যন্ত সমস্ত সূত্র বেদশাস্ত্রেই প্রযুক্ত হয়, তাহা এস্থানে এজন্য লিখিলাম না, যেহেতু উহা এক একটি পদ বিশেষের জন্য ব্যবহৃত হয়, এ বিষয় বেদভাষ্য বর্ণনকালে যে মন্ত্রে ঐ বিষয় দেখিতে পাওয়া যাইবে, তথায় বর্ণন করিব।

(বহুলং) এই সূত্রে প্রাতিপদিক মাত্রেই ''বিন্'' প্রত্যয় হয় এবং মতুপ্ অর্থে বহুলরূপে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। এই সূত্রে উপর বৈদিক শব্দের জন্য অনেক বার্ত্তিক আছে, পরন্তু তাহা বিশেষ করিয়া হইয়া থাকে, এজন্য বাহুল্য ভয়ে এখানে বর্ণন করিলাম না।৩৬,৩৭।

(অন সন্তা) এই সূত্রে বেদশাস্ত্রে সমাসান্ত বিকল্প করিয়া টচ্ প্রত্যয় হইয়া থাকে।৩৮।

(বহ্বর্থা অপি) এই মহাভাষ্যকারের বচন এরূপ বুঝা কর্ত্তব্য যে, ধাতু পাঠে ধাতু সম্বন্ধে যতগুলি অর্থ লিখিত আছে, তাহা সত্ত্বেও আরও অনেক অর্থ ঐ ধাতুর হইয়া থাকে (ও থাকিতে পারে) যথা ঈড ধাতু স্তুতিকার্থ ধাতু পাঠে লিখিত আছে, পরন্তু ঈড় ধাতুতে চোদনার্থও বুঝা যায়, এইরূপ সর্বত্র জানিয়া লইবেন।৩৯।

(শেশ্ছ) ইহা দ্বারা প্রথমা বিভক্তি যাহা জস্ এই পদের স্থানের ক্লীবলিঙ্গে শি

আদেশ হইয়া থাকে, তাহার লোপ বেদশাস্ত্রে বহুল করিয়া হইয়া থাকে ।৪০ ।

(বহুলং) ইহা দ্বারা ধাতু সকলের অপ্রাপ্ত সংপ্রসারণ হইয়া থাকে ।৪১ ।

(ঈষা) এই নিয়ম দ্বারা অপ্রাপ্ত ও প্রকৃতি ভাবরূপে বেদশাস্ত্রে হইয়া যায় ।৪২ ।

(দেবতাদ্ব০) এই সূত্রে দুই দেবতাদিগের সম্বন্ধে দ্বন্দ্ব সমাসে পূ র্বপদের দীর্ঘ হইয়া যায় যথা–সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ এস্থানে সূর্য্য শব্দ দীর্ঘ হইয়া গিয়াছে এবং এই সূত্রে যে কার্য্যের বিধান আছে, তাহার প্রতিষেধ মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি দুইটি বার্ত্তিক দ্বারা বিশেষ শব্দ সকল দেখাইয়া দিয়াছেন । যথা ইন্দ্র বায়ু এস্থানে ইন্দ্র শব্দে দীর্ঘ হইল না । এইরূপ নিয়ম কি লৌকিক কি বৈদিক সর্বপ্রকার প্রকরণে ঘটিয়া থাকে ।৪৩ ।

(বহুলং) এই সূত্রে ১ম পুরুষের বহুবচন আত্মনেপদে ঝ প্রত্যয়ের 'রুট্' এই পদের আগম হয় ।৪৪ ।

(বহুলং) ইহা দ্বারা ভিস্ এই পদের স্থানে ঐস্ ভাব বহুল রূপে হইয়া থাকে ।৪৫ ।

(সুপাংসু) ইহা দ্বারা সমস্ত বিভক্তিগণের সকল বচনের স্থানে সুপ্ আদি ১৬ ষোড়শ প্রকার আদেশ হয় ।৪৬ ।

(আজ্জসে) এই সুত্র দ্বারা বেদশাস্ত্রে প্রথমা বিভক্তির বহুবচনে জস্ স্থানে অসুক্ পদের আগম হইয়া থাকে, যথা—যেখানে 'দৈব্যাঃ' এরূপ পদ হওয়া কর্তব্য, সেস্থানে দৈব্যাসঃ এইরূপ হইয়া যায় । ইত্যাদি জানিবেন ।৪৭ । ।

বহুলং ছন্দসি । ।৪৮ । । অ০৭ ।৩ ।৯৭ । ।

ভাষ্যম্ – বেদেষু য়ত্র ক্বচিদীডাগমো দৃশ্যতে তত্রানেনৈব ভবতীতি বেদ্যম্ ।৪৮ ।

বহুলং ছন্দসি । ।৪৯ । । অ০৭ ।৪ ।৭৮ । ।

অনেনাভ্যাসস্য ইৎ ইত্যয়মাদেশঃ শ্লৌ বেদেষু বহুলং বিধীয়তে । ।৪৯ । ।

ছন্দসীরঃ । ।৫০ । । অ০ ৮ ।২ । ১৫ । ।

অনেন মতুপো মকারস্যাপ্রাপ্তং বত্ত্বং বিধীয়তে । উ০–রেবান্ ইত্যাদি । ।৫০ । ।

কৃপো রো লঃ । ।৫১ । । অ০ ৮ ।২ ।১৮ । ।

'সংজ্ঞাছন্দসোর্বা কপিলকাদীনামিতি বক্তব্যম্' । কপিলকা; কপিরকা ইত্যাদীনি । ।৫১ । ।

ঘি চ । ।৫২ । । অ০৮ ।২ ।২৫ ।

ঘসিভসোর্ন সিধ্যেত্তু তস্মাৎ সিজ্গ্রহণং ন তৎ ।

ছান্দসো বর্ণলোপো বা য়থেষ্কর্ত্তারম বরে । ।১ । ।

উ০–(ইষ্কর্তারম বরস্য) নিষ্কর্ত্তারম বরস্যেতি প্রাপ্তে । অনেন বেদেষু বর্ণলোপো বিকল্প্যতে । অপ্রাপ্তবিভাষেয়ম্ । ।৫২ । ।

দাদের্ধাতোর্ঘঃ । ।৫৩ । । অ০৮ ।২ ।৩২ ।

'হৃগ্রহোশ্ছন্দসি হস্য ভত্বম্ বক্তব্যম্ ।' উ০–গর্দভেন সংভরতি, মরুদস্য গৃভ্ণাতি । ।৫৩ । ।

মতুবসো রুঃ সংম্বুদ্ধৌ ছন্দসি। ।৫৪। । অ০ ৮।৩।১।

বেদবিষয়ে মত্বন্তস্য বস্বন্তস্য চ সংবুদ্ধৌ গম্যমানায়াং রুর্ভবতি। গোমঃ, হরিবঃ, মীঢ্বঃ। ।৫৪। ।

বা শরি। ।৫৫। । অ০৮।৩।৩৬। ।

বা শর্প্রকরণে খর্পরে লোপো বক্তব্যঃ। বৃক্ষা স্থাতারঃ, বৃক্ষাঃ স্থাতারঃ। অনেন 'বায়ব স্থ' ইত্যাদীনি বেদেষ্বপি দৃশ্যন্তে। অতঃ সামান্যেনায়ং সার্বত্রিকো নিয়মঃ। ।৫৫। ।

। । ভাষার্থ। ।

(বহুলং) এই সূত্রে বেদশাস্ত্রে ঈট্ আগম হইয়া থাকে। ।৪৮। ।

(বহুলং) এই সূত্রে বেদে ধাতু সকলের অভ্যাসে ইকারাদেশ হইয়া যায়। ।৪৯। ।

(ছন্দসীরঃ) এই সূত্র দ্বারা বেদে ''মতুপ্'' প্রত্যয়ের মকারে বকার আদেশ হইয়া যায়। ।৫০। ।

(সংজ্ঞা০) এই সূত্র দ্বারা বেদশাস্ত্রে রেফের লকার বিকল্প রূপে হইয়া থাকে। ।৫১। ।

(ঘসি০) এই সূত্র দ্বারা বেদশাস্ত্রেও কোন কোন অক্ষরে কোন কোন স্থানে লোপ হইয়া যায়। ।৫২। ।

(হৃগ্রহো০) এই সূত্র দ্বারা বেদে ''হৃ'' ও ''গ্রহ'' ধাতুর হকার স্থানে ভকার আদেশ হইয়া যায়। ।৫৩। ।

(মতু০) এই সূত্র দ্বারা ''মতুপ্'' ও ''বসু'' মকারের ''রু'' হইয়া যায়। ।৫৪। ।

(বা শরি) খর্ অন্য হইয়া থাকে। ঐ স্থলে শর্ পশ্চাতে থাকলে বিসর্জনীয়ের বিকল্প হইতে লোপ হইয়া যায়। ।৫৫। ।

উণাদয়ো বহুলম্। ।৫৬। । অ০ ৩।৩।১।

বহুলবচনং কিমর্থম্ ? 'বাহুলকং প্রকৃতেস্তনুদৃষ্টে'ঃ–তন্বীভ্যঃ প্রকৃতিভ্য উণাদয়ো দৃশ্যন্তে ন সর্বাভ্যো দৃশ্যন্তে। 'প্রায়সমুচ্চয়নাদপি তেষাম্' — প্রায়েণ খল্বপি তে সমুচ্চিতা ন সর্বে সমুচ্চিতাঃ। 'কার্য্যসশেষবিধেশ্চ তদুক্তম্' — কার্য্যাণি খল্বপি সশেষাণি কৃতানি, ন সর্বাণি লক্ষণেন পরিসমাপ্তানি। কিং পুনঃ কারণং তন্বীভ্যঃ প্রকৃতিভ্য উণাদযো দৃশ্যন্তে, ন সর্বাভ্যঃ। কিংচ কারণং প্রায়েন সমুচ্চিতা ন সর্বে সমুচ্চিতাঃ। কিঞ্চ কারণং কার্য্যাণি সশেষাণি কৃতানি ন পুনঃ সর্বাণি লক্ষণেন পরিসমাপ্তানি ? ''নৈগমরূঢিভবং হি সুসাধু''–নৈগমাশ্চ রূঢিশব্দাশ্চাবৈদিকাস্তে সুর্চ্চু সাধবঃ কথং স্যুঃ।

''নাম চ ধাতুজমাহ নিরুক্তে''–নাম খল্বপি ধাতুজমাহুনৈরুক্তাঃ। ''ব্যাকরণে শকটস্য চ তোকম্''–বৈয়াকরণানাং চ শাকটায়ন আহ ধাতুজং নামেতি। অথ য়স্য বিশেষপদার্থো ন সমুত্থিতঃ কথং তত্র ভবিতব্যম্ ? ''য়ন্ন বিশেষপদার্থসমুত্থং প্রত্যয়তঃ প্রকৃতেশ্চ তদূহ্যম্'' – প্রকৃতিং দৃষ্ট্বা প্রত্যয় ঊহিতব্যঃ, প্রত্যয়ং দৃষ্ট্বা প্রকৃতিরূহিতব্যা।

সংজ্ঞাসু ধাতুরূপাণি প্রত্যয়াশ্চ ততঃ পরে।

কার্য্যাদ্ বিদ্যাদনুবন্ধমেতচ্ছাস্ত্রমুণাদিষু ।

(বাহুলকং০) উণাদিপাঠে অল্পাভ্যঃ প্রকৃতিভ্য উণাদয়ঃ প্রত্যয়া বিহিতাস্তত্র বহুলবচনাদবিহিতাভ্যোঽপি ভবন্তি । এবং প্রত্যয়া অপি ন সর্ব একীকৃতাঃ কিন্তু প্রায়েণ সূক্ষ্মতয়া প্রত্যয়বিধানং কৃতং, তত্রাপি বহুলবচনাদেবাবিহিতা অপি প্রত্যয়া ভবন্তি, য়থা ফিডফিড্ডৌ ভবতঃ । তথা সূত্রৈর্বিহিতানি কার্য্যাণি ন ভবন্ত্যবিহিতানি চ ভবন্তি । য়থা দণ্ড ইত্যত্র ডপ্রত্যয়স্য ডকারস্য ইৎসংজ্ঞা ন ভবতি । এতদপি বাহুলকাদেব ।

(কিং পুনঃ০) অনেনৈতচ্ছঙ্ক্যতে উণাদৌ য়াবত্যঃ প্রকৃতয়ো য়াবন্তঃ প্রত্যয়া য়াবন্তি চ সূত্রৈঃ কার্য্যাণি বিহিতানি তাবন্ত্যেব কথং ন স্যুঃ ? অত্রোচ্যতে —

(নৈগম০) নৈগমা বৈদিকাঃ শব্দা রূঢয়ো লোকিকাশ্চ সুষ্ঠু সাধবো য়থা স্যুঃ । এবং কৃতেন বিনা নৈব তে সুষ্ঠু সেৎস্যন্তি । (নাম০) সংজ্ঞাশব্দান্ নিরুক্তকারা ধাতুজানাহুঃ, (ব্যাকরণে০) শকটস্য তোকমপত্যং শাকটায়নঃ তোকমিত্যস্যাপত্যনামসু (নিঘং০২ ।২) **পঠিতত্বাৎ ।**

(য়ন্ন০) য়দ্ বিশেষাৎ পদার্থান্ন সম্যগুত্থিতমর্থাৎ প্রকৃতিপ্রত্যবিধানেন ন ব্যুৎপন্নং তত্র প্রকৃতিং দৃষ্ট্বা প্রত্যয় উহ্যঃ প্রত্যয়ং চ দৃষ্ট্বা প্রকৃতিঃ । এতদুহনং ক্ব কথং চ কর্ত্তব্যমিত্যত্রাহ–সংজ্ঞাশব্দেষু, ধাতুরূপাণি পূর্বমূহ্যানি পরে চ প্রত্যয়াঃ । এতৎ সর্বং কার্য়্যমুণাদিষু বোধ্যম্ । ।৫৬ । । (ইতি ব্যাকরণনিয়ম বিষয়ঃ)

। । ভাষার্থ । ।

(উণাদয়ো) এই সূত্রে মহাভাষ্যকার পতঞ্জলিমুনি উণাদিপাঠের ব্যবস্থা লিখিয়াছেন । যে (বাহুলকং) অর্থাৎ উণাদি পাঠে গুটিকতক ধাতুতে প্রত্যয় বিধান করা হইয়াছে, তাহা বহুল হওয়ায় ঐ প্রত্যয় অন্য ধাতু দ্বারাও হইয়া থাকে । এইরূপ প্রত্যয়ও ঐ গ্রন্থে কয়েকটি উদাহরণ স্বরূপ লিখিত হইয়াছে, যাহা অন্যান্য নবীন প্রত্যয়গুলি শব্দ সকলে দেখিয়া জ্ঞাত হওয়া কর্ত্তব্য যথা ঃ– 'ঋফিডঃ' এই শব্দে ঋ ধাতুতে ফিড প্রত্যয় বুঝা যায় এবং এইরূপই অন্যত্রও বুঝিয়া লইবেন । পুনশ্চ যতগুলি শব্দ উণাদিগণ দ্বারা সিদ্ধ হইয়া থাকে, তাহাতে যত প্রকার কার্য্য সূত্র দ্বারা হওয়া উচিত, তাহা সমস্ত হয় না, এবং তাহাও বহুলের প্রতাপ হেতু হইয়া থাকে ।

(কিং পুনঃ) ইহাতে যদি কেহ এরূপ শঙ্কা করেন যে উণাদি পাঠে যতগুলি ধাতুর দ্বারা প্রত্যয় বিধান করা হয় ও যতগুলি কার্য্য শব্দ সকলের সিদ্ধি বিষয়ে সূত্র সকল দ্বারা ঘটিতে পারে, তাহা অপেক্ষাও কীজন্য অধিক হয় ? এরূপ প্রশ্নের উত্তর এই যে, 'নৈগমঃ' অর্থাৎ বেদশাস্ত্রে যত শব্দ আছে অথবা সংসারে যে সকল অসংখ্য সংজ্ঞা বা শব্দ আছে, ইহারা সকল উত্তমরূপে সিদ্ধ হইতে পারে না, এজন্য তিনপ্রকার পূর্বোক্ত কার্য্য বহুল বচন দ্বারা উণাদিতে হইয়া থাকে, যাহা হওয়ায় অনেক প্রকার সহস্র সহস্র শব্দ সিদ্ধ হইয়া থাকে ।

(নাম০) এক্ষণে এবিষয়ে নিরুক্তকারের মত এইরূপ যে যতপ্রকার সংজ্ঞা শব্দ

আছে, তৎসমুদায় ধাতু ও প্রত্যয় দ্বারা সর্বদা সিদ্ধ হওয়া উচিত, তথা যতগুলি বৈয়াকরণিক ঋষি আছে, তন্মধ্যে শাকটায়ন ঋষির মত নিরুক্তকারের সমান বা একপ্রকার, আর এবিষয়ে অন্যান্য ঋষির মত এইরূপ যে সংজ্ঞা শব্দ যত প্রকার আছে তাহা সমুদায়ই রূঢ়ী হইয়া থাকে।

এক্ষণে বিচার্য্য এই যে, যে সকল শব্দে ধাতু প্রত্যয় কিছুমাত্র জ্ঞাত হওযা যায় না, তথায় কীরূপ করা কর্ত্তব্য ? ঐ শব্দ সকলের প্রতি এইরূপ বিচার করা কর্ত্তব্য যে ব্যাকরণে যতপ্রকার ধাতু ও প্রত্যয় আছে, তন্মধ্যে যদি ধাতু জ্ঞাত হওয়া যায়, তবে তথায় নবীন পত্যয়ের কল্পনা করিয়া লইবে ও যে সকল প্রত্যয় জানা আছে, তথায় নবীন ধাতুর কল্পনা করিয়া লইবে। এইরূপে ঐ সকল শব্দের অর্থ বিচার করা কর্ত্তব্য। ইহার আর একটি লক্ষণও এইরূপ যে ঐ সকল শব্দে যে অনুবন্ধের কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায় তথা ঐরূপ ধাতু প্রত্যয় অনুবন্ধের সহিত কল্পনা করিবে। যেরূপ কোন আদ্যুদাত্ত শব্দে (ঞ্) অথবা (ন্) অনুবন্ধের সহিত প্রত্যয় বুঝা কর্ত্তব্য। এইরূপ কল্পনা সর্বত্র করিবে না, পরন্তু যে সংজ্ঞা শব্দ লোকে ও বেদে (লৌকিকশাস্ত্রে ও বেদবিষয়ে) প্রসিদ্ধ আছে তাহার অর্থ জানিবার জন্য শব্দের আদি বা প্রথমাক্ষরে ধাত্বর্থেরও অন্তে বা শেষে প্রত্যয়ার্থের কল্পনা করা কর্ত্তব্য।

এই জন্যই সকল ঋষিরাই এরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন যে, শব্দ সাগরের পার বা অন্ত নাই, অতএব ইহার অন্ত ব্যাকরণ দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায় না। যদি কেহ এরূপ বলেন যে এরূপ ব্যাকরণ কীজন্য প্রণয়ন করিলেন না, যদ্দ্বারা সাগররূপী শব্দের অন্ত পাওয়া যাইত, পরন্তু জানা উচিত যে, যদি ঋষিরা কোটি কোটি পুস্তকও প্রণয়ন করিতে সমর্থ হইতেন, যদি তাহারা জন্ম জন্মান্তর পর্য্যন্তও শব্দ বিষয় পাঠ করিতেন, তথাপি তাহার অন্ত পাওযা যাইত না, এইজন্যই এইরূপ ব্যবস্থা যাহা পুর্বে কথিত হইল তাহাই ঋষিরা করিয়াছেন, যদ্দ্বারা শব্দ সকলের ব্যবহার জ্ঞাত হওযা যায়।৫৬।

– ইতি ব্যাকরণনিয়মবিষয় সংক্ষেপতঃ –

অথালঙ্কার ভেদ বিষয়ঃ সংক্ষেপতঃ

ভাষ্যম্ – অথালঙ্কারভেদাঃ সংক্ষেপতো লিখ্যন্তে। তত্র তাবদুপমালঙ্কারো ব্যাখ্যায়তে—পূর্ণোপমা চতুর্ভিরুপমেয়োপমানবাচকসাধারণধর্মৈর্ভবতি। অস্যোদাহরণম্—স নঃ পিতেব সুনবেঽগ্নে সুপায়নো ভব।।১।।

উক্তানামেকৈকশোঽনুপাদানেঽষ্টধা লুপ্তোপমা। তত্র–বাচকলুপ্তোদাহরণম্–ভীম ইব বলী ভীমবলী।।১।। ধর্ম্মলুপ্তোদাহরণম্–কমলনেত্রঃ।।২।। ধর্ম্মবাচকলুপ্তোদাহরণম্–ব্যাঘ্র ইব পুরুষঃ পুরুষব্যাঘ্রঃ।।৩।। বাচকোপমেয়লুপ্তোদাহরণম্–বিদ্যয়া পণ্ডিতায়ন্তে।।৪।। উপমানলুপ্তা।।৫।। বাচকোপমানলুপ্তা।।৬।। ধর্মোপমানলুপ্তা।।৭।। ধর্মোপমানবাচকলুপ্তা।।৮।। আসামুদাহরণম্–কাকতালীয়ো গুরুশিষ্যসমাগমঃ। এবমষ্টবিধা।।১।।

অতোঽগ্রে রূপকালঙ্কারঃ। স চোপমানস্যাভেদতাদ্রূপ্যাভ্যাম্ অধিকন্যূনোভয়গুণৈরুপমেয়স্য প্রকাশনং রূপকালঙ্কারঃ। স চ ষড়ধা–

তত্র অধিকাভেদরূপকোদাহরণম্–অয়ং হি সবিতা সাক্ষাদ্ যেন বান্তং বিনাশ্যতে। পূর্ণবিদ্য ইতি শেষঃ।১।

ন্যূনাভেদরূপকোদাহরণম্–অয়ং পতঞ্জলিঃ সাক্ষাদ্ভাষ্যস্য কৃতিনা বিনা।।২।।

অনুভয়াভেদরূপকোদাহরণম্–ঈশঃ প্রজামবত্যদ্য স্বীকৃত্য সমনীতিতাম্।।৩।।

অধিকতাদ্রূপ্যরূপকোদাহরণম্–বিদ্যানন্দে হি সংপ্রাপ্তে রাজ্যানন্দেন কিং তদা।।৪।।

ন্যূনতাদ্রূপ্যরূপকোদাহরণম্–সা বীয়ং সুখদা নীতিরসূর্য্যপ্রভবা মতা।।৫।।

অনুভয়াতাদ্রূপ্যরূপকোদাহরমম্–অয়ং ঘনাবৃতাৎ সূর্য্যাদ্ বিদ্যাসূর্য্যো বিভজ্যতে।।৬।।

অনেকার্থশব্দবিন্যাসঃ শ্লেষঃ। স চ ত্রিবিধঃ—প্রকৃতানেকবিষয়ঃ, অপ্রকৃতানেকবিষয়ঃ, প্রকৃতা-প্রকৃতানেকবিষয়শ্চ। তত্র (১) প্রকৃতবিষয়স্যোদাহরণম্– য়থা নবকম্বলোঽযং মনুষ্যঃ। অত্র নব কম্বলা যস্য, নবো নূতনো বা কম্বলো য়স্যেতি দ্বাবর্থৌ ভবতঃ। য়থা চ, শ্বেতা ধাবতি, অলম্বুসানাং য়াতেতি। তথৈব অগ্নিমীড়ে ইত্যাদি।

(২) অপ্রকৃতবিষয়স্যোদাহরণম্–হরিণা ত্বদ্বলং তুল্যং কৃতিনা হিতশক্তিনা। অথ–

(৩) প্রকৃতাপ্রকৃতবিষয়োদাহরণম্–উচ্চরন্ভূরিয়ানাঢ্যঃ শুশুভে বাহিনীপতিঃ।

এবম্বিধা অন্যেঽপি বহবোঽলঙ্কারাঃ সন্তি। তে সর্বে নাত্র লিখ্যন্তে। য়ত্র য়ত্র ত আগমিষ্যন্তি তত্র তত্র ব্যাখ্যাযিষ্যন্তে।

।। ভাষার্থ।।

এক্ষণে অলঙ্কার বিষয় কিছু সংক্ষেপে বর্ণন করিতেছি–অলঙ্কার মধ্যে প্রথমে উপমালঙ্কারের আট প্রকার ভেদ আছে যথা ঃ– ১ম বাচকলুপ্তা, ২য় ধর্ম্মবাচকলুপ্তা, ৪র্থ বাচকোপমেয়লুপ্তা, ৫ম উপমানলুপ্তা, ৬ষ্ঠ বাচকোপমানলুপ্তা, ৭ম ধর্ম্মোবাচকলুপ্তা এবং ৮ম ধর্মোপমানবাচকলুপ্তা।* এই অষ্ট প্রকারের অলঙ্কারের সহিত পূর্ণোপমালঙ্কার পৃথক, যাহাতে এই সমস্ত গুলি থাকে, এরূপ পূর্ণোপমালঙ্কারের লক্ষণ এরূপ যে, উহা চারিপ্রকার পদার্থ দ্বারা উৎপন্ন হইয়া থাকে যথা ঃ–১ম উপমান, ২য় উপমেয়, ৩য় উপমাবাচক ও ৪র্থ সাধারণ ধর্ম।

যে পদার্থের উপমা দেওয়া যায় তাহাকেই উপমান্ বলা যায়। যাহাকে উপমানের তুল্য বর্ণন করা যায় তাহাকেই উপমেয় বলে। যাহা তুল্য, সমান, সদৃশার্থ, ইব, বৎ ইত্যাদি শব্দের মধ্যে আসিয়া কোন অপর বা ভিন্ন পদার্থকে সমান বোধ করাইয়া থাকে তাহাকে উপমাবাচক বলা যায়, আর যে যে কর্ম উপমান ও উপমেয় এই দুইটীতে সর্বদা বর্তমান তথাকে তাহাকে সাধারণ ধর্ম বলা যায়। উপরোক্ত চারিপ্রকার লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে পূর্ণোপমালঙ্কার হইয়া থাকে এবং ইহাদিগের মধ্যে কোন একটীর লোপ হইলে পুর্বোক্ত অষ্ট প্রকারের ভেদ হইয়া য়ায়। পূর্ণোপমালঙ্কারের উদাহরণ এইরূপ যে – 'স নঃ পিতেব০' যেমন পিতা স্বীয় পুত্রের সর্ব দিক দিয়া রক্ষা করিয়া থাকেন, তদ্রূপ পরমেশ্বর সকলের পিতা অর্থাৎ পালনকর্ত্তা।

উপরোক্ত অলঙ্কার ভেদ ভিন্ন দ্বিতীয় প্রকার রূপালঙ্কারের ছয়রূপ ভেদ আছে যথা ঃ– (১) অধিকাভেদরূপক, (২) ন্যুনাভেদরূপক, (৩) অনুভয়াভেদরূপক, (৪) অধিকতাদ্রূপ্যরূপক, (৫) ন্যূনতাদ্রূপ্যরূপক এবং (৬) অনুভয়তাদ্রূপ্যরূপক। ইহাদিগের লক্ষণ এইরূপ যথা ঃ– উপমেয়কে উপমান করিয়া দেওয়া ও তাহাতে ভেদ না রাখা, যথা এই মনুষ্য সাক্ষাৎ সূর্য্য হন, কারণ ইনি আপন বিদ্যারূপ শ্রকাশবলে অবিদ্যারূপ অন্ধকারের নিত্যনাশ করিয়া থাকেন ইত্যাদি। তৃতীয় প্রকার অলঙ্কারকে শ্লেষালঙ্কার বলে। ইহার তিনপ্রকার ভেদ আছে যথা ঃ– (১) প্রকৃত, (২) অপ্রকৃত এবং (৩) প্রকৃতাপ্রকৃত বিষয়। ইহাদিগের লক্ষণ এইরূপ যথা ঃ– যেখানে কোন এক বাক্য বা শব্দ প্রয়োগ দ্বারা অনেকার্থ প্রকাশিত হইয়া থাকে তাহাকে শ্লেষ বলা যায়,

---

* বাচকলুপ্তা উদাহরণ যথা–''ভীম ইব বলী'' ভীমবলী অর্থাৎ ভীমের ন্যায় বলবানকে ভীমবলী বলা যায়। ধর্মলুপ্তোদাহরণং যথা–''কমলনেত্র'' অর্থাৎ কমল বা পদ্মের ন্যায় নেত্রসম্পন্ন। ধর্মবাচক লুপ্তোদাহরণম্ যথা–''ব্যাঘ্রইব পুরুষঃ'' পুরুষব্যাঘ্র অর্থাৎ বাঘের ন্যায় শৌর্য্য বীর্য্য সম্পন্ন পুরুষকে পুরুষব্যাঘ্র বলা যায়। বাচক উপমেয় লুপ্তোদাহরণম্ যথা–''বিদ্যয়া পণ্ডিতায়ন্তে'' অর্থাৎ বিদ্যা দ্বারা পণ্ডিত হয়, ইত্যাদি প্রকার জানিবে। এই সমস্ত প্রমাণ ভাষ্যে লিখিত আছে, তথায় দেখিয়া লইবেন–অনুবাদক।

যথা 'নব কম্বল' শব্দে দুই প্রকার অর্থ বুঝায়, যথা নব অর্থাৎ নয়টি কম্বল এবং নব অর্থাৎ নবীন, পুরাতন নহে, এরূপ কম্বল।

এইরূপে বেদশাস্ত্রে অগ্নি শব্দ প্রয়োগ দ্বারা শ্লেষালঙ্কার মতে অনেকার্থ হইয়া থাকে। এইরূপ আরও অনেক অলঙ্কার আছে, তাহা বেদভাষ্য প্রণয়নকালে যথাস্থানে বর্ণন করিব।

অদিতির্দ্যৌরদিতিরন্তরিক্ষমদিতির্মাতা স পিতা স পুত্রঃ।
বিশ্বে দেবা অদিতিঃ পঞ্চ জনা অদিতির্জাতমদিতির্জনিত্বম্।।১।।

ঋ০মং০ ১ সূ০ ৮৯। মং০ ১০।।

ভাষ্যম্—অস্মিন্মন্ত্রে অদিতিশব্দার্থা দ্যৌরিত্যাদয়ঃ সন্তি, তেঽপি বেদভাষ্যেঽদিতিশব্দেন গ্রাহিষ্যন্তে। নৈবাস্য মন্ত্রস্য লেখনং সর্বত্র ভবিষ্যতীতি মত্বাঽত্র লিখিতম্।

।। ভাষার্থ।।

(অদিতি) এই মন্ত্রে অদিতি শব্দ অনেকার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে এবং এই শব্দেরও (বাস্তবিক) অনেকার্থ আছে, পরন্তু এই মন্ত্রে যতগুলি অর্থ আছে তৎ সমুদায় বেদভাষ্যে অবশ্যই গৃহীত হইবে। অদিতি শব্দে দ্যৌঃ অন্তরিক্ষ, মাতা, পিতা, পুত্র, বিশ্বেদেবঃ পঞ্চজন, জাত ও জনিত্ব বুঝাইয়া থাকে, যাহা হউক এই মন্ত্র বার বার লিখিত হইবে না পরন্তু এই মন্ত্রের বিশেষ ব্যাখ্যা ও অর্থ বেদভাষ্য লিখিয়া দিব।

ইত্যলঙ্কারভেদবিষয়ঃ সংক্ষেপতঃ

অথগ্রন্থসংকেতবিষয়ঃ

ভাষ্যম্ – অথ বেদভাষ্যে য়ে সঙ্কেতোঃ করিষ্যন্তে ত ইদানীং প্রদর্শ্যন্তে। ঋগ্বেদাদীনাং বেদচতুষ্টয়ানাং, ষট্‌শাস্ত্রাণাং, ষড়ঙ্গানাং, চতুর্ণাং ব্রাহ্মণানাং তৈত্তিরীয়ারণ্যকস্য চ য়ত্র য়ত্র প্রমাণানি লেখিষ্যন্তে তত্র তত্রৈত সঙ্কেতা বিজ্ঞেয়াঃ–ঋগ্বেদস্য ঋ০, মণ্ডলস্য প্রথমাঙ্কো, দ্বিতীয়ঃ সূক্তস্য, তৃতীয়ো মন্ত্রস্য বিজ্ঞেয়ঃ। তদ্যথা—'ঋ০১ ।১ ।১ । ।';

য়জুর্বেদস্য য়০, প্রথমাঙ্কোऽধ্যায়স্য, দ্বিতীয়ো মন্ত্রস্য। তদ্যথা—'য়০ ১ ।১ । ।'' সামবেদস্য সাম০ পূর্বার্চ্চিকস্য পূ০, প্রথমাঙ্কঃ প্রপাঠকস্য, দ্বিতীয়ো দশতেস্তৃতীয়ো মন্ত্রস্য। তদ্যথা-- সাম০ পূ০ ১ ।১ ।১ । । পূর্বাচ্চিকস্যায়ং নিয়মঃ। উত্তরাচ্চিকস্য খলু-সাম০ উ০, প্রথমাঙ্কঃ প্রপাঠকস্য, দ্বিতীয়ো মন্ত্রস্য।

অত্রায়ং বিশেষোऽস্তি। উত্তরার্চিকে দশতয়ো ন সন্তি, পরন্তর্দ্ধপ্রপাঠকে মন্ত্রসংখ্যা পূর্ণা ভবতি। তেন প্রথমং পূর্বার্দ্ধপ্রপাঠকো দ্বিতীয় উত্তরার্দ্ধ প্রপাঠকশ্চেত্যয়মপি সঙ্কেত উত্তরাচ্চিকে জ্ঞেয়ঃ। তদ্যথা–সাম০ উ০ ১। পূ০১। সাম০উ০১ উ০১। অত্র দ্বৌ সঙ্কেতৌ ভবিষ্যতঃ। উকারেণোত্তরাচ্চিকং জ্ঞেয়ং, প্রথমাঙ্কেন প্রথমঃ প্রপাঠকঃ, পূ০ ইত্যনেন পূর্বার্দ্ধঃ প্রথমঃ প্রপাঠকঃ, দ্বিতীয়াঙ্কেন মন্ত্রসংখ্যা জ্ঞেয়া। পুনর্দ্বিতীয়ে সঙ্কেতে দ্বিতীয়োকারেণ উত্তরার্দ্ধঃ, প্রথমঃ প্রপাঠকঃ, দ্বিতীয়াঙ্কে ন তদেব।

অথর্ববেদে অথর্ব০, প্রথমাঙ্কঃ কাণ্ডস্য, দ্বিতীযো বর্গস্য তৃতীয়ো মন্ত্রস্য। তদ্যথা– 'অথর্ব০১ ।১ ।১ । ।'

। । ভাষার্থ। ।

এক্ষণে বেদভাষ্যে চারি বেদের যে যে স্থানে প্রমাণ লিখিত হইবে তাহার সঙ্কেত লিখিত হইতেছে যথা ঃ–যেখানে ঋগ্বেদ লিখিত হইবে তথায় ঋগ্বেদের স্থানে ঋ০ এবং মণ্ডল ১ সূক্ত ১ মন্ত্র ১ ইহার প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ক্রমের অঙ্ক ও মন্ত্রের সঙ্কেত জানা উচিত। যথা ঋ০ ১ ।১ ।১। এইরূপে যজুর্বেদ স্থানে য০ এবং প্রথম অঙ্ক অধ্যায় ইত্যাদি, পরে মন্ত্রের অঙ্ক লিখিত হইবে। যথা য়০১ ।১ সামবেদ সম্বন্ধে সাম০ লিখিত হইবে, পূর্বার্চিক ইহার সঙ্কেত পূ০ তৎপরে প্রপাঠক তৎপরে দশতি ও তৃতীয় ঘর মন্ত্রের জানিয়া লইবে যথা সাম০ পূ০১ ।১ ।১ এই নিয়ম পূর্বার্চিকের হয়। উত্তরর্চিকে প্রপাঠকের ও পূর্বার্দ্ধ ও উত্তরার্দ্ধ হইয়া থাকে, অর্দ্ধ প্রপাঠক পর্য্যন্ত মন্ত্র সংখ্যা চলিয়া থাকে। এজন্য প্রপাঠকের অঙ্কের অগ্রে বা পূর্বে পূ০ বা উ০ ধরা যাইবে। ঐ (পূ০) দ্বারা পূর্বার্দ্ধ প্রপাঠক ও (উ) দ্বারা উত্তরার্দ্ধ প্রপাঠক জানা যাইবে, এই প্রকার উত্তরার্চিকেও দুইপ্রকার সঙ্কেত হইবে যথা সাম০ উ০ ১ পূ০১। এবং সাম০ উ০১, উ০১। অথর্ববেদে অথর্ব০ এই সঙ্কেত বেদের তৎপরে অঙ্ক কাণ্ডের ঘর তৎপরে বর্গের ঘর ও শেষে মন্ত্রের ঘর নির্দিষ্ট হইবে যথা অথর্ব ১ ।১ ।১।

ভাষ্যম্—এবং ব্রাহ্মণস্যাদ্যস্যৈতরেয়স্য ঐ০ প্রথমাঙ্কঃ পঞ্চিকায়া,, দ্বিতীয়ঃ কণ্ডিকায়াঃ। 'তদ্যথা–ঐ০ ১।১।'

শতপথব্রাহ্মণস্য শ০, প্রথমাঙ্কঃ কাণ্ডস্য, দ্বিতীয়ঃ প্রপাঠকস্য, তৃতীয়ো ব্রাহ্মণস্য, চতুর্থঃ কণ্ডিকায়াঃ। তদ্যথা – শ০১।১।১।১।

এবমেব সামব্রাহ্মণানি বহূনি সন্তি, তেষাং মধ্যাদ্ য়স্য য়স্য প্রমাণমত্র লেখিষ্যতে তস্য তস্য সঙ্কেতস্তত্রৈব করিষ্যতে। তেষ্বেবৈকং ছান্দোগ্যাখ্যং তস্য ছাং০, প্রথমাঙ্কঃ প্রপাঠকস্য, দ্বিতীয়ঃ খণ্ডস্য, তৃতীয় মন্ত্রস্য। তদ্যথা–ছাং০১।১।১।।';

এবং গোপথব্রাহ্মণস্য গো০, প্রথমাঙ্কঃ প্রপাঠকস্য দ্বিতীয়োব্রাহ্মণস্য। য়থা–গো০১।১।

এবং ষট্শাস্ত্রেষু প্রথমং মীমাংসাশাসস্ত্রম্। তস্য মী০, প্রথমাঙ্কোঽধায়স্য, দ্বিতীয়ঃ পাদস্য, তৃতীয় সূত্রস্য। তদ্যথা মী০ ১।১।১।।

দ্বিতীয়ং বৈশেষিকশাস্ত্রং তস্য বৈ০, প্রথমাঙ্কোঽধায়স্য, দ্বিতীয় আহ্নিকস্য, তৃতীয়ঃ সূত্রস্য। তদ্যথা 'বৈ০ ১।১।১।।'

দ্বিতীযং বৈশেষিকশাস্ত্রং তস্য বৈ০, প্রথমাঙ্কোঽধায়স্য, দ্বিতীয় আহ্নিকস্য, তৃতীয়ঃ সূত্রস্য। তদ্যথা 'বৈ০ ১।১।১।'

তৃতীয়ং ন্যায়শাস্ত্রং, তস্য ন্যা০, অন্যদ্বৈশেষিকৎ।

চতুর্থং য়োগশাস্ত্রং, তস্য য়ো০, প্রথমাঙ্কঃ পাদস্য, দ্বিতীয়ঃ সূত্রস্য। য়ো০১।১।।

পঞ্চমং সাংখ্যশাস্ত্রং, তস্য সাং০, প্রথমাঙ্কোঽধায়স্য, দ্বিতীয়ঃ সূত্রস্য সাং০১।১।।

ষষ্ঠং বেদান্তশাস্ত্রমুত্তরমীমাংসাখ্যং তস্য বৈ০, প্রথমাঙ্কোঽধায়স্য, দ্বিতীয়ঃ পাদস্য, তৃতীয়ঃ সূত্রস্য। বে০১।১।১।।

তথাঙ্গেষু প্রথমং ব্যাকরণম্ তত্রাষ্টাধ্যায়ী, তস্যা অ০, প্রথমাঙ্কঽধ্যায়স্য, দ্বিতীয়ঃ পাদস্য, তৃতীয়ঃ সূত্রস্য। তদ্যথা অ০ ১।১।১।।

এতেনৈব কৃতেন সূত্রসঙ্কেতেন ব্যাকরণমহাভাষ্যস্য সঙ্কেতো বিজ্ঞেয়ঃ য়স্য সূত্রস্যোপরি তদ্ভাষ্যমস্তি তদ্ব্যাখ্যানং লিখিত্বা তৎসূত্রসঙ্কেতো ধরিষ্যতে। ততা নিঘন্টু নিরুক্তয়োঃ প্রথমোঙ্কোঽধ্যায়স্য, দ্বিতীয়ঃ খণ্ডস্য। নিঘন্টৌ ১।১। নিরুক্তে ১।১। খণ্ডাধ্যায়ৌ দ্বয়োঃ সমানৌ।

তথা তৈত্তিরীয়ারণ্যকে তৈ০, প্রথমাঙ্ক প্রপাঠকস্য, দ্বিতীয়োঽনুবাকস্য—তৈ০১।১।

ইত্থং সর্বেষাং প্রমাণানাং তেষু তেষু গ্রন্থেষু দর্শনার্থং সঙ্কেতাঃ কৃতাস্তেন য়েষাং মনুষ্যাণাং দ্রষ্টুমিচ্ছা ভবেদেতৈরঙ্কেস্তেষু গ্রন্থেষু লিখিতসঙ্কেতেন দ্রষ্টব্যম্। য়ত্রোক্তেভ্যো গ্রন্থভ্যো ভিন্নানাং গ্রন্থানাং প্রমাণং লেখিষ্যতে তত্রৈকবারং সমগ্রং দর্শয়িত্বা পুনরেবমেব সঙ্কেতেন লেখিষ্যত ইতি জ্ঞাতব্যম্।

।। ভাষার্থ।।

এইরূপে ব্রাহ্মণগ্রন্থে ঐতরেয় ব্রাহ্মণের সঙ্কেত কেবল ঐ, তৎপরে অঙ্ক পঞ্চিকার ঘর ও তৎপরে কণ্ডিকার ঘর থাকিবে যথা ঐ০ ১।১। শতপথ ব্রাহ্মণের স্থানে শ০

লিখিত হইবে। তৎপরে অঙ্ক কাণ্ড, তৎপরে প্রপাঠক, তৎপরে ব্রাহ্মণ ও তৎপরে কণ্ডিকার ঘর পরে পরে লিখিত হইবে যথা ঃ– শ০ ১ ।১ ।১ ।১

সাম ব্রাহ্মণ অনেক আছে, এই সাম বেদের ব্রাহ্মণের যেখানে যে ব্রাহ্মণের প্রমাণ লিখিত হইবে, তৎস্থানে তাহার সঙ্কেত লিখিয়া দিব, যাহাকে ছান্দোগ্য বলে তাহা ছাং০ তৎপরে অঙ্ক প্রপাঠক ও তাহার পর খণ্ড ও শেষে মন্ত্র এইরূপে একটির পর একটি লিখিত হইবে যথা ছাং০১ ।১ ।১ ।

চতুর্থ গোপথ ব্রাহ্মণের গো০ এইরূপ সঙ্কেত লিখিত হইবে, তৎপরে প্রপাঠক ও তৎপরে অঙ্ক ব্রাহ্মণের নির্দিষ্ট হইবে, যথা গো০ ১ ।১ উপরোক্ত সঙ্কেত চারি ব্রাহ্মণ গ্রন্থের বিষয়ে জ্ঞাত হইবেন।

ষড়দর্শনশাস্ত্রের সঙ্কেত এইরূপ যথা ঃ–মীমাংসা শাস্ত্রের সঙ্কেত মী০ লিখিত হইবে, তৎপরে ইহার অধ্যায় পাদ ও সূত্রের একটির পর আর একটি ক্রম জানিয়া লইবে, যথা মী০ ১ ।১ ।১ ।

বৈশেষিক শাস্ত্রের সঙ্কেত বৈ০ তৎপরে ইহার অঙ্ক অধ্যায়, আহ্নিকের ও তৃতীয় সূত্রের ক্রম পরে পরে লিখিত হইবে যথা বৈ০ ১ ।১ ।১ ।

ন্যায়শাস্ত্রের সঙ্কেত ন্যা০ ও তৎপরে বৈশেষিকের ন্যায় ইহার অঙ্ক, পাদাদি ক্রমানুসারে লিখিত হইবে।

যোগশাস্ত্রের সঙ্কেত যো০ জ্ঞাত হইবেন, তৎপরে অঙ্ক পাদের ও তৎপরে অঙ্ক সূত্রের জানিবেন যথা যো০ ১ ।১ ।

সাংখ্য শাস্ত্রের সঙ্কেত সাং০ এবং ইহার অধ্যায় ও সূত্রের অঙ্ক পরে পরে লিখিত হইবে। যথা – সাং০ ১ ।১ । ।

বেদান্তশাস্ত্রের সঙ্কেত বে০ এবং ইহার অধ্যায়, পাদ ও সূত্রের অঙ্ক ক্রমানুসারে লিখিত হইবে; যথা মী০ ১ ।১ ।১ । ।

অষ্ঠাধ্যায়ী ব্যাকরণের অ০, অধ্যায়, পাদ ও সূত্র তিনটি ক্রমানুসারে লিখিত হইবে যথা অ০ ১ ।১ ।১ । অষ্টাধ্যায়ীর যে সূত্রের উপর মহাভাষ্য বিষয় বর্ণন করা যাইবে, তথায় সেই সূত্রের নির্দ্দেশ করিয়া মহাভাষ্যের বচন লিখিয়া দিব, তদ্দ্বারা ঐ মহাভাষ্যের কোন্ স্থানের বচন তাহা নির্দ্দেশ করা যাইতে পারিবে।

নিঘন্টু ও নিরুক্ততে দুইটি করিয়া অঙ্ক বর্ণিত হইবে যদ্দ্বারা অধ্যায় ও খণ্ড জ্ঞাত হইবেন।

এইরূপে তৈত্তিরীয় আরণ্যককে তৈ০ লিখিত হইবে। পরে প্রপাঠক ও অনুবাকের দুইটি ঘরে অঙ্ক লিখিত হইবে।

এইরূপ সংকেত লিখিবার কারণ এই যে, বারম্বার সম্পূর্ণ বিষয় না লিখিয়াই অল্পতেই কার্য্য সিদ্ধি হইয়া যায় । যাহার কোন বিষয় সন্দেহ হইবে তিনি মূল গ্রন্থের সহিত ঐক্য করিয়া লইতে পারেন। আর যে সকল গ্রন্থের সঙ্কেত এখানে লিখিলাম না,

তাহাদিগের প্রমাণ উদ্ধৃতের যেখানে আবশ্যক হইবে, তথায় পূর্ণরূপে ঐ গ্রন্থের নাম ইত্যাদি লিখিয়া দিব, পরন্তু যে সকল গ্রন্থের সঙ্কেত বর্ণন করিলাম, তাহা সকলের স্মরণ রাখা আবশ্যক, যাহা দেখিবামাত্রই লোকে বিনা পরিশ্রমে সমস্ত জ্ঞাত হইতে সমর্থ হন ও অনর্থক পরিশ্রম করিতে না হয়।

বেদার্থাভিপ্রকাশপ্রণয়সুগমিকা কামদা মান্যহেতুঃ।
সংক্ষেপাদ্ ভূমিকেয়ং বিমলবিধিনিধিঃ সত্যশাস্ত্রার্থযুক্তা।
সম্পূর্ণাকার্য্যথেদং ভবতি সুরুচি য়ন্মন্ত্রভাষ্যং ময়াতঃ,
পশ্চাদীশানভক্ত্যা সুমতিসহিতয়া তন্যতে সুপ্রমাণম্।।১।।
মন্ত্রার্থ ভূমিকা হ্যত্র মন্ত্রস্তস্য পদানি চ।
পদার্থান্বয়ভাবার্থাঃ ক্রমাদ্ বোধ্যা বিচক্ষণৈঃ।।২।।

।। ভাষার্থ।।

অর্থাৎ এই ভূমিকা, যাহা বেদের প্রয়োজন অর্থাৎ বেদশাস্ত্র কীজন্য ও কাহার কর্ত্তৃক প্রণীত বা প্রকাশিত হইয়াছে, ইহাতে কী কী বিষয়ইবা (বর্ণিত) আছে ইত্যাদি বিষয়গুলি উত্তমরূপে প্রাপ্তি করাইয়া থাকে, ইহাকে যাহারা পরিশ্রম পূর্বক উত্তমরূপে যথাবৎ পাঠ করিবেন ও মনে মনে তৎসম্বন্ধে বিচার করিবেন, তাহার ব্যবহারিক ও পারমার্থিক সিদ্ধি ও প্রকাশ এবং সংসারে মান্য ও কামনা অবশ্যই সিদ্ধি হইবে। পরম নির্মল বিষয়ক বিধান সকলের কোষ অর্থাৎ ভাণ্ডার এবং সকল প্রকার সত্যশাস্ত্রের প্রমাণযুক্ত এই যে বেদভাষ্য ভূমিকা, তাহা আমি অতি সংক্ষেপে পূর্ণ করিলাম। এক্ষণে আমি উত্তম বুদ্ধিদায়িনী পরমাত্মার ভক্তিতে নিজ বুদ্ধিকে দৃঢ় করিয়া প্রীতিবর্দ্ধক মন্ত্রভাষ্যকে সৎপ্রমাণ পূর্বক বিস্তাররূপে বর্ণন করিতেছি।১।

এই মন্ত্রভাষ্য নিম্নলিখিতরূপ ক্রমে লিখিত হইবে যথা ঃ– প্রথমে পরমেশ্বর মন্ত্র দ্বারা কী বিষয় প্রকাশ করিয়াছেন তাহা, তৎপরে মূলমন্ত্র, তাহার পর ঐ মন্ত্রের পদচ্ছেদ। তৎপরে প্রমাণ সহিত ঐ মন্ত্রের সমস্ত পদগুলির অর্থ তৎপরে অন্বয় অর্থাৎ পদগুলির সম্বন্ধ পূর্বক যোজনা এবং ষষ্ঠ ভাবার্থ অর্থাৎ উক্ত মন্ত্রের মুখ্য প্রয়োজন কী, তাহা বর্ণন করিব। উপরোক্ত ক্রমানুসারে এই মন্ত্রভাষ্য প্রস্তুত করিতেছি।২।

বিশ্বানি দেব সবিতর্দুরিতানি পরা সুব।
য়দ্ভদ্রং তন্ন আ সুব।। য০৩০।।৩।।

ইতি শ্রীমৎপরিব্রাজকাচার্য্যেণ শ্রীয়ুতদয়ানন্দসরস্বতীস্বামিনা বিরচিতা সংস্কৃতার্য্যভাষাভ্যাং সুভূষিতা সুপ্রমাণয়ুক্তঃর্গ্বেদাদিচতুর্বেদভাষ্যভূমিকা সমাপ্তিমগমৎ।।

ইত্যোম্।
ওম্ শান্তিঃ। শান্তিঃ। শান্তিঃ।